# সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র

বিনয় ঘোষ

# সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র

১৮৪০—১৯০৫

## সাময়িকপত্রে

# বাংলার সমাজচিত্র

পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ

তৃতীয় খণ্ড



বেঙ্গল স্পেক্টেটর, সম্বাদ ভাস্কর, বিদ্যাদর্শন
ও সর্বশুভকরী পত্রিকার রচনা-সংকলন

বিনয় ঘোষ
সম্পাদিত ও সংকলিত

বীক্ষণ
১২/১ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট । কলিকাতা ১২

ভারত সরকারের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষা উন্নয়নোদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আনুকূল্যে প্রাপ্ত আর্থিক সাহায্যে এই গ্রন্থের বর্তমান মূল্য সম্ভব হয়েছে।

বীক্ষণ প্রকাশন ভবন, কলিকাতা ১২ হইতে
শ্রীধীমানকুমার ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৬০

প্রচ্ছদশিল্পী : শ্রীবিমলেন্দু সেন
গ্রন্থনশিল্পী : নিউবেঙ্গল বাইণ্ডার্স
ভবানী দত্ত লেন। কলিকাতা ৭

প্রচ্ছদ ও প্রতিলিপি মুদ্রণ :
ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : শ্রীসুকুমার ভাণ্ডারী
রামকৃষ্ণ প্রেস
৬ শিবু বিশ্বাস লেন। কলিকাতা ৬

উ ৎ স র্গ

যাঁরা এই কাজে সর্বান্তঃকরণে আমাকে
সাহায্য করেছেন ও উৎসাহ দিয়েছেন

সজনীকান্ত দাস
বিমলচন্দ্র সিংহ

স্মৃতি উদ্দেশে

## স্বী কৃ তি

উৎকল সাহিত্য সমাজ। কটক

কটকে 'উৎকল সাহিত্য সমাজ' থেকে 'সম্বাদ ভাস্কর' ১৮৫৬ ও ১৮৫৭ সালের কপিগুলি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। উক্ত সাহিত্য সমাজের কর্তৃপক্ষ, সম্পাদক শ্রীবিচিত্রানন্দ কর, এবং বন্ধু শ্রীরাধাপ্রসাদ গুপ্ত ও শ্রীকিরণ রাহা এই কাজে সহযোগিতা করেছেন, সেজন্য তাঁদের কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞ। আমার প্রেরিত কপিস্টদের উৎকল সাহিত্য সমাজের সম্পাদক কপি করার কাজে সর্বপ্রকারে সাহায্য করে আমাকে বিশেষ অনুগৃহীত করেছেন।

ন্যাশনাল লাইব্রেরি। কলিকাতা

'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' পত্রিকা কপি করার কাজে ন্যাশনাল লাইব্রেরির কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের সাহায্য পেয়েছি। পত্রিকার আলোক-প্রতিলিপিও এখান থেকে সংগৃহীত। এজন্য ডেপুটি-লাইব্রেরিয়ান শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

'সম্বাদ ভাস্কর' 'সর্বশুভকরী পত্রিকা' ও 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকার কপি ও আলোকচিত্র 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'-এর কর্তৃপক্ষের সহৃদয় সম্মতিক্রমে সংগৃহীত। সেজন্য তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

## বিষয়সূচী



### বেঙ্গল স্পেক্টেটর

সমাজ

## সম্বাদ ভাস্কর

### সমাজ ও অর্থনীতি

শিক্ষা

বিবিধ

## সর্বশুভকরী পত্রিকা



## বিদ্যাদর্শন

## কয়েকখানি বাংলা সাময়িকপত্র ও সেকালের বাঙালী সমাজ

'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র' তৃতীয় খণ্ডে চারখানি বাংলা পত্রিকার রচনা সংকলিত হল—বেঙ্গল স্পেক্টেটর, সম্বাদ ভাস্কর, সর্বশুভকরী পত্রিকা ও বিদ্যাদর্শন। এই পত্রিকাগুলির প্রকাশকাল ও রচনাকাল উনবিংশ শতকের একটি বিশেষ পর্বব্যাপী বিস্তৃত এবং রচনাগুলির মধ্যেও একটি সুরসঙ্গতি বিদ্যমান। প্রত্যেকটি পত্রিকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটি মিলও লক্ষ্য করা যায়। সমাজসংস্কারে, শিক্ষাক্ষেত্রে, অর্থনীতি ও রাজনীতি বিষয়ে এই চারখানি পত্রিকা রচনার দিক থেকে ঐকতান রচনা করেছে মনে হয়। অথচ বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর পরিচালনায় পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হয়েছে, কোন একজন ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর মুখপত্র এই চারখানি পত্রিকা নয়। উনবিংশ শতকের সামাজিক ইতিহাসে বাংলাদেশে যাঁরা প্রগতিশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, একসময় তাঁদের একমুখী চিন্তাধারার সম্মিলিত প্রকাশ হয়েছিল এই কয়েকখানি পত্রিকায়। তাঁদের মধ্যে রামগোপাল ঘোষের মতো ইয়ং বেঙ্গল দলের পুরোগামীরা ছিলেন, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের মতো নির্ভীক চিন্তানায়করা ছিলেন এবং পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের মতো স্বাধীনচেতা স্বাতন্ত্র্যবাদী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতও ছিলেন। এই ব্যক্তি-সমাবেশ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে তৎকালে প্রগতিশীল শিবিরে সমাজের কোন একটি বিশেষ স্তর বা শ্রেণী থেকে নবযুগের উন্নতিশীল আদর্শের সমর্থকদের আবির্ভাব ঘটেনি, বিভিন্ন স্তর ও শ্রেণী থেকে ঘটেছিল। তারই ঐতিহাসিক সাক্ষী হল এই রচনা-সংকলন।

এপ্রিল ১৮৪২ 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইয়ং বেঙ্গল দলের অন্যতম প্রবক্তা রামগোপাল ঘোষ, তাঁর কয়েকজন বন্ধুর সহযোগিতায়, এই পত্রিকা প্রকাশে উদ্‌যোগী হন। পাঁচমাস পরে, সেপ্টেম্বর ১৮৪২ থেকে এই পত্রিকাখানি মাসিকের পরিবর্তে 'পাক্ষিক' হয়, এবং মার্চ ১৮৪৩ থেকে হয় 'সাপ্তাহিক'। নভেম্বর ১৮৪৩ থেকে পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' পত্রিকার চারবছর আগে মার্চ ১৮৩৯-এ 'সম্বাদ ভাস্কর' সাপ্তাহিক পত্ররূপে প্রকাশিত হয়। ভাস্করের সম্পাদক ছিলেন শ্রীনাথ রায়, কিন্তু তিনি নামে সম্পাদক ছিলেন, আসল দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতেন পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, যাঁর অন্য একটি জনপ্রিয় নাম ছিল 'গুড়্‌গুড়ে ভট্টচাজ'। সম্বাদ ভাস্কর প্রথমে সাপ্তাহিক ছিল, পরে ১৪ জানুয়ারি ১৮৪৮ থেকে অর্ধসাপ্তাহিক হয় এবং ১৮৪৯ থেকে বারত্রয়িক পত্ররূপে প্রকাশিত হতে থাকে। ৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯ অপুত্রক গৌরীশঙ্করের মৃত্যু হলে তাঁর পালিত পুত্র ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য ভাস্করের সম্পাদক হন। যে চারখানি পত্রিকার রচনা এখানে সংকলিত হয়েছে, তাদের মধ্যে সম্বাদ ভাস্কর সর্বাপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল।

কলকাতা শহরে ঠনঠনিয়া অঞ্চলে 'সর্বশুভকরী সভা' নামে একটি সভা স্থাপিত হয় (১৮৪৯৫০)। তারই মুখপত্র ছিল 'সর্বশুভকরী পত্রিকা,' প্রকাশকাল আগস্ট ১৮৫০। সর্বশুভঁকরী মাসিকপত্র ছিল এবং মাত্র চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর বন্ধ হয়ে যায়। চারবছর পরে পত্রিকাখানি পুনরুজ্জীবিত হয় বটে, কিন্তু তাও স্থায়ী হয় না। এই পত্রিকার সঙ্গে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও তাঁর সহকর্মী বন্ধু পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এমনকি পত্রিকা-প্রকাশে তাঁরাই উদ্‌যোগী হয়েছিলেন, একথা রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'আত্মচরিত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

আষাঢ় ১৭৬৪ শকে (জুন ১৮৪২) 'বিদ্যাদর্শন' মাসিক পত্ররূপে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার সঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্ত প্রায় সম্পাদকের মতো সংযুক্ত ছিলেন। মাত্র ৬টি সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়।

এই চারখানি পত্রিকার মধ্যে তিনখানি স্বল্পস্থায়ী হয়েছিল, দু'বছরের বেশি একটিও স্থায়ী হয়নি। শুধু সম্বাদ ভাস্কর দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়েছিল। স্বল্পস্থায়ী তিনখানি পত্রিকাই বাংলার সামাজিক ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সেই গুরুত্বের কথা মনে রেখে বর্তমান সংকলনের রচনাবলী সংকলিত হয়েছে। সম্বাদ ভাস্কর দীর্ঘদিন স্থায়ী হলেও বর্তমানে তা এত দুষ্প্রাপ্য যে তাকে একখানি লুপ্ত পত্রিকা বললেও অত্যুক্তি হয় না। যে কয়েক বছরের বিচ্ছিন্ন সংখ্যা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তার মধ্যে ১৮৫৬, ১৮৫৭ প্রভৃতি কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বছরও পাওয়া গেছে। অবশ্য বাংলাদেশে নয়, বাংলার বাইরে উড়িষ্যা প্রদেশে। ভাস্করের রচনার নিদর্শন দেখে মনে হয় যে যদি আরও অধিক সংখ্যায় তার কপি পাওয়া যেত, তাহলে বাংলার সামাজিক ইতিহাসের অনেক বহু-আলোচিত সমস্যাতেও নতুন আলোকপাত করা সম্ভব হত। ভাস্বরের যেটুকু রচনা আমি সংকলন করতে পেরেছি তাতেও মনে হয় যে ঊনবিংশ শতকের বাংলার সামাজিক ইতিহাসের চর্চিত ধারা সম্বন্ধে আমাদের নতুন করে চিন্তা ও চর্চা করতে হবে।

## বেঙ্গল স্পেক্টেটর

বেঙ্গল স্পেক্টেটরকে ইয়ং বেঙ্গল দলের মুখপত্র বলা চলে। পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে প্রথম সংখ্যায় লেখা হয় (পৃষ্ঠা ৭৫) :*

"অস্মদ্দেশীয় জনগণের জ্ঞান ও সুখের বৃদ্ধি যাহাতে হয় তাহাতে প্রবৃত্তির উপযোগি বিষয় সকল আমারদিগের সাধ্যানুসারে কিঞ্চিৎ আন্দোলন করণার্থে আমরা এতৎ পত্র প্রকাশ করণে উদ্যত হইয়াছি এবং যে প্রকার সময় উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে আমাদিগের উদ্যোগের আনুকুল্যের সম্ভাবনা, যেহেতু রাজ্যশাসনকারিরা প্রজার মঙ্গল বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা

* পৃষ্ঠাসংখ্যা এই সংকলনের।

অধিক সচেষ্ট হইতেছেন এবং ভারতবর্ষস্থ এবং ইংলণ্ড দেশস্থ ইংরাজের মধ্যে অনেকের অন্তঃকরণে আমারদিগের হিতেচ্ছা প্রবল হইতেছে। অপর এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগেরও স্বদেশের হিতাকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে এবং তাঁহারা বিশেষ যত্নবান্ হইলে তাঁহাদিগের দ্বারা অনেক উপকার দর্শিতে পারে। আর তদ্ভিন্ন অন্যান্য ব্যক্তিদিগের স্বস্ব মতের বিরুদ্ধে কথা শ্রবণে যে দোষ তাহার হ্রাস হইতেছে। অতএব এতদ্রূপ অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের সমীপে দুঃখ সমূহ নিবেদন পুর্ব্বক যাহাতে ঐ ক্লেশ নিবারণ এবং দেশের অবস্থার উৎকৃষ্টতা হয় তাহার প্রার্থনা, এবং আমারদিগের প্রার্থিত বিষয়ে সাহায্য করণার্থে ইংরাজদিগের অনুরোধ করা, আর সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে স্বদেশের মঙ্গলার্থে সম্যক্-প্রকাবে যত্ন করিতে প্রবৃত্তি প্রদান, এবং অস্মদ্দেশীয় সাধারণ জনগণকে স্বস্ব হিতাহিত উত্তমরূপে বিবেচনার দ্বারা উৎসাহাবলম্বনপুর্ব্বক, আপনারদিগের মঙ্গলার্থে সচেষ্টিত হইতে প্রার্থনা করা আমাদ্দিগের যথাসাধ্য অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে।"

সামাজিক অবস্থার তিনটি পরিবর্তনের কথা 'স্পেক্টেটরে' উল্লেখ করা হয়েছে :

১। রাজ্যশাসনকারী ইংরেজরা "প্রজাব মঙ্গল বিষযে পুর্বাপেক্ষা অধিক সচেষ্ট" হয়েছেন ও হচ্ছেন।

২। এদেশের সুশিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে স্বদেশের হিতাকাঙ্ক্ষা জন্মেছে।

৩। তাছাড়া নিজেদের মতবিরুদ্ধ কথা শোনার ব্যাপারে এদেশের লোকের যে চারিত্রিক দোষ ছিল তা অনেকটা কমে গিয়েছে। অর্থাৎ আগের চেয়ে লোকে এখন মতামত বিষয়ে কিছুটা সহনশীল হয়েছে।

সামাজিক অবস্থার এই পরিবর্তন আশাপ্রদ বলে স্পেক্টেটরের উদ্যোক্তারা মনে করেন এবং তাঁদের ধারণা এই অনুকূল সামাজিক অবস্থায় দেশের দুঃখকষ্ট নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন-নি৹ দন করলে ফলপ্রদ হতে পারে। এ বিষয়ে দেশের সুশিক্ষিত ব্যক্তিদের সজাগ ও সচেষ্ট করারও দায়িত্ব আছে। তাঁরা যাতে তাঁদের জাতীয় কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হন সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়া উচিত। দেশের জনসাধারণ অজ্ঞানতার তিমিরে ডুবে রয়েছে বলে তাদের অবজ্ঞা করা অন্যায়। স্বদেশের প্রকৃত মঙ্গল কামনা যাঁরা করবেন তাঁদের অন্যতম কর্তব্য হবে এই অজ্ঞ জনসাধারণকে স্বদেশের নানাবিধ সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন করা। এই কর্তব্য পালনের জন্য 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ করেছিলেন ইয়ং বেঙ্গলের প্রবক্তারা।

উনবিংশ শতকের তিরিশে 'এনকয়ারার' ও 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার পর্বে ইয়ং বেঙ্গলের যে উগ্র ভাবাতিশয্য সামাজিক ক্ষেত্রে আচরণে ও মতামতে প্রকাশ পেয়েছিল, তার পরিবর্তন দেখা দিল চল্লিশ থেকে। বোঝা যায়, দশ বছরের মধ্যে এই সময় বাংলার সামাজিক জীবনে বেশ বড় রকমের একটা অবস্থান্তরের সূচনা হয়েছিল। তিরিশ আর চল্লিশের মধ্যে পার্থক্য অনেক। তিরিশের মুখ থেকে চল্লিশের মধ্যে অনেকগুলি

গুরুতর ঘটনা দ্রুত ঘটে গিয়েছিল দেখা যায়। মধ্যে মধ্যে ইতিহাসের পট পরিবর্তন এই রকম দ্রুতভাবেই হয়ে থাকে। তার প্রতিক্রিয়াও সমাজে আচম্বিতে দেখা দেয়। সতীদাহ-নিবারণ আইন, ধর্মসভার প্রতিষ্ঠা, রামমোহনপন্থী ও ধর্মসভাপন্থীদের মধ্যে প্রচণ্ড বিরোধ মতসংঘর্ষ, রামমোহনের বিদেশযাত্রা ও বিদেশে মৃত্যু, ব্রাহ্মসমাজের কাণ্ডারীহীন অবস্থা, নব্যশিক্ষিত তরুণদের প্রগতিশীল সামাজিক আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণ, ডিরোজিও এবং ইয়ং বেঙ্গল দলের সমাজ-সংস্কারক্ষেত্রে সশব্দে অবতরণ, মিশনারি আলেকজাণ্ডার ডাফের কলকাতা শহরে আগমন, উচ্চসমাজের শিক্ষিত তরুণদের উপর মিশনারিদের নৈতিক প্রভাব বিস্তার এবং তার জন্য হিন্দুপরিবারে বিরোধ ও ভাঙন—এই সব ঘটনার বিচিত্র সমাবেশ হয় তিরিশে। ঘটনাগুলি পরস্পর-বিস্ফোরক। সমগ্র তিরিশের দশকটি জুড়ে তাই সমাজে একটা বিস্ফোরক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। চল্লিশের গোড়া থেকেই এই অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। এই পরিবর্তনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তত্ত্ববোধিনী সভার দান স্মরণীয়। রামমোহনের 'আত্মীয় সভা' ও ইয়ং বেঙ্গলের 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন'-এর উত্তরাধিকারী ছিল 'তত্ত্ববোধিনী সভা,' কিন্তু তত্ত্ববোধিনীর সঙ্গে পুর্বোক্ত দু'টি সভারই কালের ও মনোভাবের মধ্যে ব্যবধান অনেকখানি। কালের পরিবর্তন, বয়সের পরিণতি, শিক্ষার প্রসার ও ঘটনার ধারাবদলের জন্য তিরিশের বিস্ফোরক অবস্থার অবসান হয়েছিল চল্লিশে। রক্ষণশীল শিবিরে যতটা না হোক, প্রগতিশীল শিবিরে যে মানসিক স্থিতি-স্থৈর্য ও দূরদৃষ্টি দেখা দিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। এই সময়কার প্রত্যেকটি প্রগতিশীল বাংলা সাময়িকপত্রে—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বেঙ্গল স্পেক্টেটর, সম্বাদ ভাস্কর, সর্বশুভকরী পত্রিকা, বিদ্যাদর্শন প্রভৃতি—এই মানসিক স্থৈর্য ও দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

রক্ষণশীল 'ধর্মসভা'র সমালোচনা

স্পেক্টেটর পত্রিকায় ধর্মসভার কার্যকলাপের সমালোচনা করা হত। স্পেক্টেটর দীর্ঘস্থায়ী হয়নি বলে সমালোচনা খুব বেশি প্রকাশিত হয়নি। কেবল একটি দৃষ্টান্ত আমরা এখানে উল্লেখ করব, ধর্মসভার একটি বৈঠকের আলোচনা (পৃষ্ঠা ৯৬-৯৮)। ধর্মসভার উৎপত্তির কথা উত্থাপন করে হিন্দু সমাজের কর্ণধারদের পশ্চাদমুখী মনোভাবের নিন্দা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্রদের কার্যকলাপ নিয়ে হিন্দু প্রধানরা সমাজে যে সোরগোল ও আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিলেন, তার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। ধর্মসভার বৈঠকে প্রগতিবাদী ও সংস্কারপন্থীদের বিরুদ্ধে কটূক্তি করা ছাড়াও অন্যান্য কি ধরনের বিষয় আলোচনা করা হয়, তার একটি বিবরণ প্রকাশ করা হয়েছে। জুলাই ১৮৪২-এর একটি বৈঠকে কয়েকজন সভ্যের সমাজচ্যুতির অপরাধ প্রসঙ্গে আলোচনা হয়। ধর্মসভার অন্যতম দলপতি ছিলেন ধনকুবের রামদুলালের পুত্র আশুতোষ দেব। হিন্দুসমাজবিধি

লঙ্ঘনের অপরাধে মধুসূদন মিত্র নামে এক ভদ্রলোক দণ্ডিত ও সমাজচ্যুত হন। দেব মহাশয়ের কাছে অপরাধ মার্জনার জন্য কাতর প্রার্থনা করে তিনি যে পত্র লেখেন তার মর্ম এই :

মধুসূদন মিত্র বহুকাল থেকে ধর্মসভার দলভুক্ত হয়ে সামাজিকতার বিধিনিষেধ পালন করে আসছেন। গত বছর ( ১৮৪৮ ) সুধাকর নামে জনৈক ঘটকের ছলচাতুরীতে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র শ্যামাচরণ মিত্র শ্যামবাজারের ভৈরবচন্দ্র সরকারের কন্যাকে দ্বিতীয়পক্ষে বিবাহ করেন। এই অপরাধের জন্য ধর্মসভা মধুসূদনকে সভ্যপদচ্যুত ও সমাজচ্যুত করেন। অপরাধ স্বীকার করে মধুসূদন সবিনয়ে দলপতির কাছে নিবেদন করেছেন যে তাঁর পুত্র যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্য করে পুত্রবধূ সরকার কন্যাকে পরিত্যাগ করেছে। তাঁর আদেশেই এই সিদ্ধান্ত পুত্রকে গ্রহণ করতে হয়েছে। ভবিষ্যতে আর কোন দিন তাঁর পরিবারে এই অপরাধের পুনরাবৃত্তি হবে না। যদি তাঁর পুত্র ভবিষ্যতে আর কখন অনুরূপ আচরণ করে, তাহলে তিনি তাকে ত্যাজ্যপুত্র করবেন। অতএব তাঁর অপরাধ ক্ষমা করে তাঁকে পুনরায় দলভুক্ত করা হোক।

পত্রখানি উদ্ধৃত করে স্পেক্টেটব লিখেছে যে পত্রলেখক, আশুতোষ দেব ও তাঁর সহকারীদের প্রতি এমন বিজাতীয় ঘৃণা ও রাগের উদ্রেক হয় যে তা ব্যক্ত না করে আর পারা যায় না। পৃথিবীর কোন মানবধমে এবকম নিষ্ঠুর অমানুষিক বিধান দেখা যায় না। হিন্দুধর্মেও এরকম বিধান নেই। অথচ ধর্মসভা হিন্দুধর্মের নামে দলবৃদ্ধির স্বার্থে এইসব নিষ্ঠুর বিধানের প্রশ্রয় দিতে উদ্যত হয়েছে। স্পেক্টেটর মন্তব্য করেছে, দলবৃদ্ধি করার জন্য যে ব্যক্তি পিতাপুত্র স্ত্রী-পুরুষের বিচ্ছেদের কারণ হয় তার নিষ্কৃতি নেই। আর যে দুরাত্মা নিজের পুত্রকে ধর্মপত্নী পরিত্যাগ করতে অনুমতি দেয়, ধর্মসভার মতো দলের মনোরঞ্জনের জন্য, সে যে কতদূ নরাধম পাষণ্ড তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। ধর্মসভার দলপতিদের কাছে স্পেক্টেটর আবেদন করেছে যেন তাঁরা সমাজের অহিত কর্ম পরিত্যাগ করে কল্যাণকর্মে প্রবৃত্ত হন এবং দলবৃদ্ধি ও দলাদলির স্বার্থে হিন্দুধর্মকে বিকৃত না করেন।

স্পেক্টেটরের সমালোচনায় কোন তীব্রতা বা উগ্রতা নেই। ইয়ং বেঙ্গলের সঙ্গে ধর্মসভার মতসংঘর্ষ অনেক আগে থেকেই চলে আসছিল। তিরিশের দশকে যখন এই মতবিরোধ ঘন ঘন বিস্ফোরণে প্রকট হয়ে উঠেছিল তখন ধর্মসভারও যে তেজোদীপ্ত মূর্তি ছিল, পরবর্তীকালে তা ছিল না। প্রত্যক্ষ উত্তেজনার খোরাকও তাঁরা সামাজিক ঘটনাবলীর মধ্যে বিশেষ পেতেন না। তাছাড়া যেখানে কোন গতিশীল জীবন্তআদর্শ মানুষকে দলবদ্ধ হয়ে সমাজকর্মে উদ্‌বুদ্ধ করে না, জীর্ণ বিকৃত আদর্শ-নীতির খোলস আঁকড়ে ধরে যাদের জীবনের কাজ আরম্ভ করতে হয়, তাঁদের চলার শক্তি বৃদ্ধি পায় না, স্থায়ীও হয় না। খঞ্জের মতো সমাজের পথে বক্রগতিতে তাঁদের চলতে হয় এবং তাঁদের গোষ্ঠী বা দলেরও পরিণতি হয় বদ্ধ ডোবার মতো অনিষ্টকর। ধর্মসভারও সেই পরিণতি হয়েছিল

এবং চল্লিশের গোড়া থেকে তার কার্যকলাপ তথাকথিত হিন্দুধর্মসম্মত সামাজিকতা রক্ষার দলাদলিতে পর্যবসিত হয়েছে।

ধর্মসভা ও ইয়ং বেঙ্গলের মতবিরোধ তিরিশে কতখানি তীব্র ছিল তার আভাস পাওয়া যায় তখনকার 'এনকয়ারার' পত্রিকার এই সমালোচনার সুর থেকে। "এন্‌কয়ারার" লিখেছিল :

"Persecution is high, for we have deserted the shrine of Hinduism. The bigots are violent because we obey not the calls of superstition. Our conscience is satisfied, we are right, we must persevere in our career. If opposition is violent and insurmountable, let us rather aspire to martyrdom than desert a single inch of the ground we have possessed. Conspiracies are daily formed to hurt us in every possible way. Circulars stuffed with falsehoods have been issued to defame our character ; and all cruelties which the rage of malice and the heat of fanaticism can invent, have been planned to be exercised upon us. But we will stand persecution. A people can never be reformed without noise and confusion, the absurd prejudices of the Hindus can never be eradicated without violent persecution against the reformers. We have undertaken this task".

ধর্মসভার 'violent persecution'-এর বিরুদ্ধে ইয়ং বেঙ্গল তখন জবাব দিয়েছিলেন —'We will stand persecution'. বাস্তবিক গোঁড়া হিন্দুদের অকথ্য নির্যাতন, অপপ্রচার ও নিন্দাবাদ তাঁরা সেদিন সহ্য করেছিলেন। তবে তাঁরা সংগ্রাম থেকে বিরত হননি, এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন—"We have attacked Hinduism, and will persevere in attacking it, until we finally seal our triumph". এদেশের সমাজ থেকে ধর্মগোঁড়ামি দূর করে মানুষের মনকে যুক্তি-বুদ্ধির অনুগামী করে তোলা যে সহজসাধ্য নয়, তা আজও বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আমরা পদে-পদে সর্বক্ষেত্রে বুঝতে পারি। নব্যবঙ্গের তরুণদল সেদিন এক অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই স্বপ্নের রঙিণ আবেশ তিরিশের কয়েক বছর বাংলার নব্যশিক্ষিত তরুণদের একেবারে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এই আচ্ছন্নতার জন্যই তখন তরুণদের ভাবপ্রকাশের মধ্যে আতিশয্য দেখা দিয়েছিল। অসংযমও যে তার মধ্যে ছিল না তা নয়, তা থাকা স্বাভাবিক। বরং নবীন তরুণদের অপরিণত বয়স ও বুদ্ধির কথা ভেবে তা উপেক্ষা করাই সঙ্গত মনে হতে পারে, কিন্তু হিন্দুসমাজের প্রবীণরা এই তরুণদের বিরুদ্ধে যে

কুৎসিত বিরূপতা প্রকাশ করেছিলেন তার আতিশয্য ক্ষমার্হ বলে মনে হয় না। পরিণত-অপরিণত উভয় পক্ষই তখন চরম মানসিক অসাম্যাবস্থায় পৌছেছিলেন। চল্লিশের পর থেকে উভয় পক্ষই নরম হতে আরম্ভ করেন। 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' পত্রিকায়, তরুণদের তরফ থেকে, এই সহনশীল উদার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

### অর্থনীতিক দৃষ্টি

স্পেক্টেটরের অর্থনীতিক দৃষ্টি উদার হওয়াই স্বাভাবিক, এবং তা উদারই ছিল। 'রাইয়ত' নামে ধারাবাহিক রচনাটির মধ্যে (পৃষ্ঠা ১০২-১৭, ১২৪ ২৮, ২৬৯-৭১) এই উদারতা প্রকাশ পেয়েছে। গ্রামের জমিদার ও তালুকদারেরা জমি সংক্রান্ত বিবিধ আইনের ফাঁক খুঁজে কি ভাবে অসহায় প্রজাদের উপর নির্যাতন করেন, হুগলির দরিদ্র মুসলমান প্রজা মিয়াজানের কাহিনীর মধ্যে তার বাস্তব চিত্র আঁকা রয়েছে। তালুকদার নতুন তালুক কিনলেন, তার জন্য পাঁচ হাজার টাকা লাগল, কিন্তু সেই টাকা তিনি প্রজাদের খাজনা বৃদ্ধি করে উসুল করবেন মনস্থ করলেন। স্থায়ী-অস্থায়ী সকল পাট্টার প্রজাদের উপর খাজনাবৃদ্ধির আদেশ জারি করা হল এবং মিয়াজানের মতো শত শত দরিদ্র প্রজার উপর জুলুম-অত্যাচার আরম্ভ হল। অত্যাচারের যে কতরকমের কৌশল তা বলা যায় না। নানারকমের অজানা অপরাধে জমিদারের কাছারিতে উৎপীড়ন, পুলিশের অত্যাচার হাজতবাস ইত্যাদি মিয়াজানের উপর চলতে লাগল। নিরপরাধ অসহায় মিয়াজান দেখল যে থানার দারোগা থেকে কলেক্টর, জমিদারের ক্ষুদ্রতম কর্মচারী থেকে জমিদার পর্যন্ত কোথাও তার প্রতি সহানুভূতিশীল কেউ নেই। সকলেই মিয়াজানের মতো প্রজাদের বিরুদ্ধেই বিরাট ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এই ষড়যন্ত্রের ফাঁদ থেকে তাদের মুক্তি নেই।

জনৈক পাঠক লিখছেন "জমীদারদের দৌরাত্ম্যতেই প্রজাগণকে দুঃখভোগ করিতে হয়, লার্ড কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ি বন্দোবস্তকালীন জমীদারদিগকে ক্ষমতা প্রদান করাইতেই তাহাদের রাইয়তদের উপর দৌরাত্ম্য করণের পন্থা হয়। ১৭৯৩ শালের ১৭ আইনের ২ প্রকরণ দ্বারা ভূম্যধিকারিরা যে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন তাহাতে জমীদারেরা রাইয়তদের উপর যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন অতএব ঐ আইনের দ্বারা প্রজাগণের পক্ষে কেবল অহিত হইতেছে, আমাদের বোধহয় আইনকর্ত্তা মহাশয় মহৎ ছিলেন অতএব ঐ আইনে মহৎ লোকদের উপকার করিয়া গিয়াছেন কিন্তু আপন অধীনস্থ দরিদ্র প্রজাগণের দুঃখ ভাবেন নাই, কিরূপে স্বসমান প্রধান লোকেরদের মঙ্গল হইবেক কেবল ইহাই বিবেচনা করিয়াছিলেন।" তার ফলে রায়তদের অবস্থা কি হয়েছে তারই ইঙ্গিত করে উক্ত পাঠক লিখেছেন: "রাইয়তেরা অতিশয় দীন ও নিরাশ্রয়, এক্ষণে এ প্রকার হইয়াছে যে রাইয়ত এই শব্দ উচ্চারণ করিলেই দরিদ্র মনুষ্য বুঝা যায়, তাহারা বিজাতীয় পরিশ্রম

করে তথাচ স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ হয় না তাহারা যে ক্লেশে প্রাণ ধারণ করে পশুদিগের তুলনা করিলে বরঞ্চ পশুদিগকে সুখী বোধ হয় কারণ পরমেশ্বর পশুদিগের গ্রাসাচ্ছাদন একেবারে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন আমার দুঃখের বিষয় এই যে রাইয়তেরা পরমেশ্বরের সৃষ্টিতে প্রধান মনুষ্যের তুল্য হইয়াও কেবল দরিদ্রতা হেতুক শারীরিক ও মানসিক অপর্য্যাপ্ত ক্লেশ ভোগ করে।"

সাধারণত দেশের কৃষি ও শিল্পবাণিজ্য সম্বন্ধে স্পেক্টেটরের মনোভাব ছিল পরমুখাপেক্ষী না হয়ে স্বাবলম্বী হওয়া। জনৈক পত্রলেখক বলছেন, আমাদের দেশের লোকের দুরবস্থাব কারণ তিনটি—কুনীতি, রাজ্যশাসনে অক্ষমতা এবং অর্থাভাব। 'কুনীতি' প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—"এদেশের মনুষ্যদিগেব হিতাহিত জ্ঞান চিরকালাবধি ধর্ম্মবিষয়ক স্থাপিত নিয়ম স্বরূপ শৃঙ্খলে দৃঢ়রূপে বদ্ধ থাকাতে এরূপ কুনীতি জন্মিয়াছে।" রাজ্যশাসনে অক্ষমতা সম্বন্ধে বলা হয়েছে—"সহস্র ২ বৎসর পর্য্যন্ত ভিন্ন জাতীয়দিগের অধীন প্রযুক্ত ইহাদিগেব রাজ্যশাসন সম্বন্ধে ক্ষমতা একেবাবে লুপ্তা হইয়াছে"। অর্থাভাব ও দারিদ্র্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে—"কুনীতি ও বাজ্যশাসন সম্বন্ধে ক্ষমতাভাব এই দুই মিলিত হইয়াই ইহাদিগের মনকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও অসাহসী কবত মহাদাবিদ্র্য উপস্থিত করিয়াছে।" বলা বাহুল্য, এই উক্তি দেশের হিন্দুসমাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ধর্মশৃঙ্খলে হিন্দুদের মন দীর্ঘকাল দৃঢ়রূপে আবদ্ধ থাকাতে যাবতীয় সামাজিক কুনীতির উদ্ভব হয়েছে। তাছাডা শত শত বছর হিন্দুবা মুসলমানদের বাজাশাসনাধীনে থাকার ফলে তাদের নিজেদের শাসনক্ষমতা হাবিয়ে ফেলেছে। একদিকে বাষ্ট্রীয় অধিকার লোপ, অন্যদিকে ধর্মীয় অনুশাসনেব প্রাবল্যে হিন্দুদেব চরিত্রে দিন দিন কাপুরুষতা দীনতা উদ্যমহীনতা ইত্যাদি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অর্থনীতিক্ষেত্রে বিশেষ করে তার ফলে যে চরম নিষ্ক্রিয়তা দেখা দিয়েছে তাবই অবশ্যম্ভাবী পবিণতি হচ্ছে অর্থাভাব ও দারিদ্র্য।

শিল্পবাণিজ্যক্ষেত্রে স্বাধীন উদ্যম-উদ্‌যোগের সমর্থক ছিলেন ইয়ং বেঙ্গল দল। কোন ধনিক বাঙালী (মাধব দত্ত) বিদেশী বাণিজ্যকুঠির মুৎসদ্দির পদলাভের জন্য তিনলক্ষ টাকা দিয়েছিলেন। এই সংবাদ শুনে ইয়ং বেঙ্গলের মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা লিখেছিল—"এই আচবণ অতি কুৎসিত এবং এই ব্যবহার অতি নিন্দনীয়। এইরূপ কুব্যবহার ও কুৎসিতাচবণ কেবল ইহাদিগের দৃঢ়তাভাবে ও নূতন লাভের উপায় অজ্ঞানেই হয়।" বক্তব্য হল, এদেশের ধনী লোকদের চরিত্রে দৃঢ়তা বলে কোন পদার্থ নেই, এমন কি মূলধন নিয়োগ করে মুনাফা করার কতরকমের উপায় আছে সে সম্বন্ধেও তাঁদের জ্ঞান নেই। "এমত সকল বৃহত ২ ধনী কিন্তু বাণিজ্য দ্বারা কিরূপে অর্থলাভ হয় কি প্রকারে বাণিজ্য করিতে হয় তাহা জ্ঞাত নহেন আর বাণিজ্যের যে স্বাধীনতা তাহা ইহারদিগের অন্তঃকরণে একবারও উদয় হয় না ইহারা করেন কি কেবল অর্থ প্রদান পূর্ব্বক দাসত্ব স্বীকার করিয়া আত্মাকে গৌরবান্বিত করিয়া মানেন" (সমাচার-

দর্পণ, ২৬ জানুয়ারি ১৮৩৯, 'জ্ঞানান্বেষণ' থেকে উদ্ধৃত )। এদেশে কয়লাখনি আবিষ্কারের পর যখন কয়লা উৎপাদন আরম্ভ হয় তখন 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' আনন্দ প্রকাশ করে। বাষ্পীয় জাহাজ চলাচল আরম্ভ হতেও উৎসাহ প্রকাশ করা হয়। কয়লার কুঠি স্থাপনে ও বাষ্পীয় জাহাজ নির্মাণে যাতে এদেশের লোক উদ্যোগী হন, তার জন্য 'স্পেক্টেটর' লেখে—"আমরা আশ্বাস করি যে এতদ্দেশীয় লোকেরা উক্ত বিষয়ে যত্নবান হউন এবং ধনবৃদ্ধি ও দেশের মঙ্গলার্থে আপাতত কতিপয় ব্যক্তি কয়লার কুঠি ও বাষ্পীয় জাহাজ নির্ম্মাণ ও তদ্ব্যবহার করণে প্রবৃত্ত হউন" ( পৃষ্ঠা ১৬৫ )।

উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই 'স্পেক্টেটর' ভারতবর্ষ থেকে বাইরে ব্রিটিশ উপনিবেশে কুলি পাঠানোর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে ( পৃষ্ঠা ৮০, ১৪৬, ১৫১, ১৬১ )। ১৮৩৩ সালে সমগ্র ব্রিটিশ উপনিবেশে দাসত্বপ্রথা লুপ্ত হবার পর ইংরেজদের সামনে মরিসাস, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রভৃতি অঞ্চলে বাইরে থেকে কুলি আমদানির সমস্যা দেখা দেয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁরা ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন, কারণ তাঁরা বিলক্ষণ জানতেন যে সুলভ মজুরিতে বেগার খাটার মতো কুলি পর্যাপ্ত পরিমাণে এদেশের মতো আর কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়। স্পেক্টেটর লিখেছে—"কুলিদিগের দেশান্তর প্রেরণের প্রথা ভারতবর্ষীয় দীন দরিদ্র ও মূর্খ লোকদিগের পক্ষে বিশেষ যন্ত্রণার কারণ হইয়াছে ইহা প্রায় সর্ব্বসাধারণে কহিয়া থাকেন" ( পৃষ্ঠা ১৬১ )। ভারতীয় কুলি দেশান্তরিত করার বিরুদ্ধে বাংলাদেশে যে আন্দোলন হয়, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ ইয়ং বেঙ্গলের প্রধানরা তার অন্যতম স্রষ্টিকর্তা ছিলেন। দরিদ্র কুলিদের পক্ষে আন্দোলন আমাদের দেশে বোধহয় এই প্রথম। তাতে ইয়ং বেঙ্গল কতখানি অংশ গ্রহণ করেছিলেন, 'স্পেক্টেটর' থেকে তার আভাস পাওয়া যায়।

### সমাজ ও শিক্ষা বিষয়ে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি

সামাজিক বিষয়ে ও শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে ইয়ং বেঙ্গলের মন সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত ছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। বরং এই কথা বলা যায় যে দশ বছর আগে ডিরোজিওর প্রত্যক্ষ প্রভাবে যখন এই তরুণের দল হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্মের কুপ্রথা-কুনীতির সমালোচনা করতে আরম্ভ করেছিলেন, তখন তাঁদের মধ্যে যে তারুণ্যসুলভ ভাবাতিশয্য ছিল, চতুর্থ দশকে স্পেক্টেটরের আমলে থেকে তা সংযত হতে থাকে। কিন্তু সংযমের মধ্যে কোন আপসের মনোভাব ছিল না। বিধবাদের পুনর্বিবাহ যে যুক্তিসঙ্গত, এমন কি শাস্ত্রসম্মত, একথা ১৮৪২ সালে, বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের প্রায় তের-চোদ্দ বছর আগে, 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' পত্রিকার পৃষ্ঠায় ঘোষণা করা হয় ( এপ্রিল ১৮৪২, ১ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৭৭-৮০ )। দীর্ঘ পত্রাকারে সমস্ত শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করে বিধবাদের পুন-

বিবাহ সমর্থন করা হয়। পত্রলেখক লেখেন: "সে সকল বিষয়ের সাধারণে সর্ব্বদা আন্দোলন হয় তন্মধ্যে হিন্দু জাতীয় বিধবার পুনর্বিবাহেরও বাদানুবাদ হইয়া থাকে..." (এপ্রিল ১৮৪২, ১ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৭৭)। এ বিষয়ে বাদানুবাদের কোন প্রমাণ সমকালীন সাময়িকপত্রে বিশেষ দেখা যায় না, তবে উনবিংশ শতকের তৃতীয় দশকে ল-কমিশন বিধবাদের পুনর্বিবাহ সম্বন্ধে যে আলোচনার সূত্রপাত করেন, মনে হয় তারই ঢেউ হিন্দু-সমাজের উচ্চমহলে বেশ কিছু আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু বিধবাবিবাহের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করে কোন সামাজিক দল অথবা ব্যক্তি বেঙ্গল স্পেক্টেটরের মতো এরকম প্রকাশ্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন কিনা বলা যায় না। বিধবাবিবাহের পক্ষে স্পেক্টেটরে প্রকাশিত লেখকের যুক্তির সঙ্গে পরবর্তীকালে প্রচারিত বিদ্যাসাগরের যুক্তির নিকট সাদৃশ্য আছে দেখা যায়। ১৮৪২ সালে বিধবাবিবাহের বিষয় যখন স্পেক্টেটরে উত্থাপন করা হয় তখন বিদ্যাসাগর বালক ছিলেন না, তাঁর বয়স বাইশ বছর, এবং ছাত্রজীবনের লেখাপড়া শেষ করে তিনি কর্মজীবনে সবেমাত্র প্রবেশ করেছেন। নিজের সমাজকর্ম সম্বন্ধে একটা পরিকল্পনা তখন তিনি রচনা করেছিলেন মনে হয়। ইয়ং বেঙ্গলের প্রধানদের এই আলোচনা নিশ্চয় তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। ইয়ং বেঙ্গলের এই সময়কার (১৮৪২) দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পরবর্তীকালে (১৮৫৫-৫৬) বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য কোথায়?

পার্থক্য ছিল, বেশ বড় পার্থক্য, অথচ যা সহজে নজরে পড়ার কথা নয়। উক্ত পত্রলেখকের বিধবাবিবাহের যুক্তি সমর্থন করে বেঙ্গল স্পেক্টেটর লেখে (জুলাই ১৮৪২, ৫ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৯০-৯২): "হিন্দু জাতীয় বিধবার পুনর্বিবাহের নিষেধ এইরূপে খণ্ডিত হওয়াতে এক্ষণে কেহ এমত প্রস্তাব করিতে পারেন যে কলিযুগে ঔরস ও দত্তক পুত্র ভিন্ন অন্যকোন পুত্রের ধনাধিকার নাই অতএব পুনর্ভূ বিবাহ পুনঃস্থাপিত হইলে তৎপুত্রের ধনাধিকারার্থ গবর্ণমেন্টের সাহায্য প্রার্থনীয়; তাহাতে আমারদিগের বিবেচনায় এই বোধ হয় যে এতদ্রূপ প্রার্থনা অস্মদাদির পক্ষে শ্রেয়স্করী নহে। যেহেতু তাহা হইলে আমাদিগের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে যে যৎকিঞ্চিৎ স্বাধীনতা আছে তাহাও এই দৃষ্টান্তবলে ক্রমশঃ গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক উচ্ছিন্ন হইবেক।" এই যুক্তি থেকে বোঝা যায় যে স্পেক্টেটর তথা ইয়ং বেঙ্গল সংস্কারকর্মে সামাজিক আইনের (Social Legislation) কালোপযোগিতা সম্যক উপলব্ধি করতে পারেননি। নির্ভীক ও উদার হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা মনে করতেন যে সমাজসংস্কারের উদ্দেশ্যে আইনপ্রণয়নে গবর্ণমেন্ট সাহায্য করলে হিন্দুধর্ম উচ্ছন্নে যাবে। প্রকৃতপক্ষে বিদেশী ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টই দীর্ঘকাল এই যুক্তির অন্যতম সমর্থক ছিলেন। ইংরেজ শাসকদের মধ্যে একদল বরাবরই ধর্ম ও সমাজসংক্রান্ত ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকার অজুহাতে নিষ্ক্রিয় উদাসীন নীতি সমর্থন করে এসেছেন। ইয়ং বেঙ্গল এই যুক্তির ফাঁদেই অনেকটা জড়িয়ে পড়েছিলেন দেখা যায়। কিন্তু আমাদের দেশের মতো সম্পূর্ণ ঐতিহ্য-মুখাপেক্ষী ও অন্ধ প্রথানুগামী লোকসমাজে সরকারী আইনের কঠোর

কর্তৃত্ব আরোপ না করলে যে সমাজসংস্কারকর্মে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব, তা ১৯৪৭ সালের পর থেকে স্বাধীন ভারতের কার্যকলাপ থেকেই পরিষ্কার বোঝা যয়ে। জাতিভেদ-অস্পৃশ্যতা নিবারণ ও জাতির সমানাধিকার, পুরুষ-নারীর সম্পত্তির সমানাধিকার, বিবাহের ও বিবাহ-বিচ্ছেদের সমানাধিকার, বিধবার পুনর্বিবাহের অধিকার—প্রত্যেকটি সামাজিক অধিকারই গবর্ণমেণ্টের আইনবলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবং শেষোক্ত অধিকারটি ছাড়া বাকি অধিকারগুলি স্বাধীন ভারতেই স্বীকৃত হয়েছে। বিদ্যাসাগর সরকারী আইনবলে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করার জন্য আন্দোলন করেছিলেন এবং কৃতকার্যও হয়েছিলেন। তিনি মনে করেননি যে তাতে হিন্দুধর্ম উচ্ছন্নে যাবে, অথবা তার পবিত্রতা কলুষিত হবে। ইয়ং বেঙ্গলের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ছিল এই।

স্ত্রীশিক্ষার প্রসার হলে এবং হিন্দুযুবকরা বিধবাবিবাহ করতে সাহসী হলে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, এই ছিল ইয়ং বেঙ্গলের ধারণা। জাতিভেদ সম্বন্ধেও তাঁরা অনুরূপ ধারণা পোষণ করতেন—"আমরা বোধকরি ইংরাজি বিদ্যার আলোচনাব যত প্রাচুর্য্য হইবেক ততই অত্রত্য হিন্দুদিগের জাতি ভেদের প্রতি যে কুসংস্কার তাহা লোপ হইবেক।" (১ নবেম্বর ১৮৪২, ১১ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ১১০)। একথা অবশ্যই ঠিক যে অশিক্ষা ও অজ্ঞানতার সঙ্গে সামাজিক কুসংস্কারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কিন্তু দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়লে আমাদের ভারতবর্ষের মতো দেশে জাতিভেদপ্রথা যে স্বভাবতঃই লোপ পায় না, তার প্রমাণ আজও যথেষ্ট পাওয়া যায়। তা যদি সত্য হত তাহলে স্বাধীন ভারত-সরকারকে Untouchability Offences Act (১জুন ১৯৫৫) বিধিবদ্ধ করাব প্রয়োজন হত না। ১৮৪৩ সালে পঞ্চম আইন দ্বারা (Act V of 1843) ব্রিটিশ শাসকরা যখন ভারতবর্ষে দাসত্বপ্রথা বিলোপ করেন, তখন 'স্পেক্টেটর' আনন্দ প্রকাশ করে লেখে, "এই ব্যবস্থা এতদ্দেশস্থ বহুতর দাসত্বকারিদিগের পক্ষে শুভদায়ক প্রযুক্ত আমরা অতি সম্মানপূর্ব্বক গ্রাহ্য করিলাম।" (১ মে ১৮৪৩, ১৩ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ১৫১)। এই প্রবন্ধে একথাও লেখা হয় যে "হিন্দু এবং মুসলমান রাজার দ্বারা দাসত্বের রীতি স্থাপিত হইয়াছিল এবং তাহা ভয়ানক প্রকৃতিতেই হউক অথবা কোমল প্রকৃতিতে হউক এতৎকাল পর্য্যন্ত ছিল কিন্তু এক্ষণে ইংলণ্ডীয় শাসনকর্ত্তাদিগের দ্বারা লুপ্ত হওয়াতে ভারতবর্ষের ইতিহাস মধ্যে তাঁহাদিগের মহতী কীর্ত্তি থাকিল এবং বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তাদেরও ইহা দ্বারা বিশেষ সুখ্যাতি হইল।"

স্পেক্টেটরের কথা ঠিক, বিধবাবিবাহ ও জাতিভেদ সমস্যার মতো এখানেও বলা যেত যে আধুনিক শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রসার হলে দাসত্বপ্রথা আপনা থেকেই লোপ পাবে, আইন পাস করে তা উচ্ছেদ করার চেষ্টা করলে হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্র উচ্ছিন্ন হতে পারে। ধর্মশাস্ত্রে শূদ্রদের দাসত্বের বিধান আছে, এবং শূদ্রদের মধ্যেও এমন শ্রেণী আছে যাদের সমাজে কোন মানবিক মর্যাদা নেই, অবস্থা ক্রীতদাসের থেকেও অধম। কাজেই দাসত্বপ্রথা বিলোপ করা মানে ধর্মশাস্ত্রে হস্তক্ষেপ করা, এবং ধর্মশাস্ত্রে হস্তক্ষেপ করা মানে হিন্দুধর্মকে উচ্ছন্নে দেওয়া।

এই যুক্তি এখানেও দেখানো যেত, কিন্তু তা না দেখিয়ে স্পেক্টেটর এক্ষেত্রে গবর্ণমেন্টের দাসত্বলোপ আইনকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছে। ইয়ং বেঙ্গলের মতো উচ্চশিক্ষিত প্রগতিশীল সামাজিক গোষ্ঠীও উনবিংশ শতকের চতুর্থ দশক পর্যন্ত সরকারী আইনের সাহায্যে সমাজসংস্কারের উপযোগিতা ও আবশ্যকতা উপলব্ধি করতে পারেননি। রামমোহনও সরকারী আইনের সাহায্যে প্রকাশ্যে সতীদাহ-নিবারণ আন্দোলন করেছিলেন বলে জানা যায় না। মনে হয় এদেশে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই সর্বপ্রথম সংস্কারকর্মে নির্দিষ্ট সরকারী আইন প্রয়োগের পূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিলেন। অবশ্য ইয়ং বেঙ্গল দল তখন বিদ্যাসাগরের অন্যতম সমর্থক ছিলেন, কিন্তু তখনও শিক্ষিতদের মধ্যে পর্যন্ত এমন অনেকে ছিলেন যাঁরা আইনবলে এই ধরনের সমাজসংস্কার সমর্থন করতেন না। এমনকি বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও বহু শিক্ষিত লোকের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল রয়েছে দেখা যায়। আইন করে হিন্দুসমাজের কোন প্রথা, তা যত বড় অনিষ্টকর কুপ্রথাই হোক না কেন, উচ্ছেদ করার বিরোধী তাঁরা। কিছুদিন আগেও হিন্দু কোড বিল এবং জাতিভেদ জনিত অস্পৃশ্যতা নিবারণ সম্পর্কে জনমত গ্রহণের সময় তার আশ্চর্য প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।*

### জাতীয়তাবোধের উন্মেষপর্ব ও বেঙ্গল স্পেক্টেটর

'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' পত্রিকার পৃষ্ঠায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীর জাতীয়তাবোধের উন্মেষপর্বের পরিচয় পাওয়া যায়: সঙ্ঘবদ্ধভাবে সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠা করে ইংরেজ শাসকদের কাছে নিজেদের দেশের লোকের অভাব-অভিযোগ পেশ করা, নানাবিধ সুযোগ-সুবিধার জন্য আবেদন-নিবেদন করা—এইভাবেই উন্মেষপর্বের সূচনা হতে থাকে। মধ্যবিত্তদের মধ্যে যাঁরা যোগ্য ও শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁদের দায়িত্বপূর্ণ সরকারী কাজে নিযুক্ত করার জন্য স্পেক্টেটর বিশেষভাবে আন্দোলন করে (পৃষ্ঠা ১০৬, ১২১, ১৩১, ১৩৭, ১৪১)। মধ্যবিত্তের স্বার্থচেতনা থেকে যে এই আন্দোলন করা হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু এই স্বার্থ থেকেই শাসক-শাসিতের স্বার্থ-সংঘাত শুরু হয়েছে এবং সেই সংঘাত থেকে যে ক্রমে আমাদের জাতীয় চেতনার ক্ষীণ দীপশিখাটি উজ্জ্বলতর হয়েছে, তাও অস্বীকার করার উপায় নেই। ইংলণ্ডের বিখ্যাত সমাজসংস্কারক জর্জ টমসন গত শতকের চল্লিশের গোড়ায় দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে যখন এদেশে আসেন তখন বাঙালী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মুখপাত্রস্বরূপ রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ ইয়ং বেঙ্গলের অধিবক্তাদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ও মিলন হয়। মিলন থেকে হয় পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান। তার থেকে একটি সভা স্থাপনের পরিকল্পনা হয়। এই সভা হল 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'।

---

* K. M. Panikkar: Hindu Society at Cross Roads (1961) গ্রন্থে 'Legislation and Society' অধ্যায় (পৃষ্ঠা ৭৮-৯৫) দ্রষ্টব্য।

এপ্রিল ১৮৪৩ এই সোসাইটি স্থাপিত হয় (পৃষ্ঠা ১৪৮-৪৯)। তারাচাঁদ চক্রবর্তীর প্রস্তাবে, চন্দ্রশেখর দেবের সমর্থনে ধার্য হয়: "এই সভার নাম বেঙ্গল ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান সোসাইটী রহিল, ইহাতে ভারতবর্ষের লোকদিগের অবস্থা, ব্যবস্থা এবং দেশের উপায় ইত্যাদি বিবিধ বিষয় সকলের অনুসন্ধান করিয়া তাবৎ ব্যক্তিকে অবগত করান যাইবেক এবং সভ্যেরা আইনানুসারে লোকের মঙ্গল, অবস্থার উৎকৃষ্টতা এবং ভিন্ন ২ শ্রেণিস্থ মনুষ্যের কুশল চেষ্টা করিবেন।" রামগোপাল ঘোষের প্রস্তাবে, শ্যামাচরণ সেনের সমর্থনে ধার্য হয়: "এই সভার সভ্যেরা রাজবিদ্রোহী না হইয়া এবং ইংলণ্ডীয় রাজার আইনের অবিরোধে চালিত আইন সকল মান্য করত ভারতবর্ষের মঙ্গল চেষ্টা করিবেন।" প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রস্তাবে, রামগোপাল ঘোষের সমর্থনে স্থির হয়: "যে সকল ব্যক্তিরা বয়ঃপ্রাপ্ত অথচ কোন বিদ্যালয়ের ছাত্র নহেন তাঁহারা যদি সভার নির্ব্বাহার্থ সাহায্য করেন এবং উপরিলিখিত প্রস্তাব সকল অন্তঃকরণ সহিত গ্রাহ্য করেন তবে এতৎ সভার সভ্য হইতে পারিবেন।"

১৮৩৬ সালে 'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা' গঠিত হয়। রাজনীতিবিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত হয় এই সভা থেকে। রামমোহন-অনুগামীরা এই সভার পোষকতা করেন। ১৮৩৮ সালে 'জমিদার-সভা' স্থাপিত হয়। জমিদার-সভা নিজেদের শ্রেণীগত অভাব-অভিযোগ নিয়ে ব্রিটিশ শাসকদের কাছে আবেদন-নিবেদন করতে থাকে। মধ্যবিত্তের কোন অংশের সঙ্গে এই সভার বিশেষ যোগ ছিল না। বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপিত হবার পর শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা সর্বপ্রথম রাজনীতিক্ষেত্রে সন্তর্পণে পদার্পণ করেন। তাঁদের কণ্ঠস্বর বেঙ্গল স্পেক্টেটরের পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ট শোনা যায়। কণ্ঠস্বর ক্ষীণ, শাসকদের বিরাগভাজন না হওয়ার দিকে লক্ষ্য বেশি, কিন্তু তা সত্ত্বেও একে দেশাত্মবোধের প্রথম সংঘবদ্ধ চেতনার প্রকাশ বলে অভিনন্দন জানাতে হয়।

## সম্বাদ ভাস্কর

উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলাভাষায় যে কয়েকখানি সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলির মধ্যে পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর সম্পাদিত 'সম্বাদ ভাস্কর' একটি বিশিষ্ট স্থান এদেশের সাংবাদিকতার ইতিহাসে অধিকার করে আছে। এই বিশিষ্টতার প্রধান কারণ হল সম্পাদকের চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং দৃষ্টির স্বচ্ছতা। প্রকাশভঙ্গি ও ভাষার বলিষ্ঠতাও অতুলনীয়। সমসাময়িক আর কোন বাংলা পত্রিকাতে একত্রে এতগুলি গুণের সমন্বয় হয়েছিল বলে মনে হয় না। এইদিক থেকে 'সম্বাদ ভাস্কর'-কে একখানি অদ্বিতীয় পত্রিকা বলা চলে। দুঃখের বিষয় এরকম একখানি অতিগুরুত্বপূর্ণ পত্রিকার কপি প্রায় লোপ পেয়ে গিয়েছে। সামান্য কয়েকটি বছরের বিচ্ছিন্ন কপি এখানে-ওখানে

পাঠাগারে ছড়িয়ে আছে। তারও অবস্থা এত শোচনীয় যে হাতে নাড়াচাড়া যায় না। কাগজ ঝুরঝুরে হয়ে গিয়েছে, নাড়তে গেলে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যায়। সুখের কথা এই যে একরকম হতাশ হয়ে 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকার সন্ধান করতে করতে আমরা অপ্রত্যাশিতভাবে বাংলার বাইরে উড়িষ্যায় দু'বছরের পত্রিকা উদ্ধার করেছি। এই দু'টি বছর হল ১৮৫৬ ও ১৮৫৭ সাল, বোধ হয় বিগত শতকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দু'টি বছর। একদিকে সাঁওতাল বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনা, অন্যদিকে বিধবাবিবাহ বহুবিবাহ সম্পর্কে প্রবল সামাজিক আন্দোলন, স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপক আন্দোলন, সবই এই দু'টি বছরের মধ্যে দ্রুততালে ঘটে যায়। এই সময়টি সাময়িকপত্রের গুরুত্ব, জনমত সংগঠন ও পরিচালনের দিক থেকে বিচার করলে যে খুব দায়িত্বপূর্ণ ছিল তা বলা বাহুল্য। পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর এই ঐতিহাসিক গুরুদায়িত্ব বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে পালন করেছেন।

প্রথমে গৌরীশঙ্কর প্রগতিবাদী ইয়ং বেঙ্গল দলের বাংলা মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা সম্পাদনকর্মে সহযোগিতা করে সাংবাদিকতা শিক্ষা করেন। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (তখন দক্ষিণানন্দন ঠাকুর) নামেমাত্র উক্ত পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, বাংলাভাষায় তাঁর বিশেষ দখলও ছিল না। কাজেই গৌরীশঙ্করকেই সম্পাদকের কর্তব্য পালন করতে হত। 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রের শিরোদেশে শ্লোকটিও গৌরীশঙ্কর রচিত:

এহি জ্ঞান মনুষ্যাণামজ্ঞানতিমিরংহর
দয়াসত্যঞ্চ সংস্থাপ্য শঠতামপি সংহর ॥

'মানুষের অজ্ঞানতার তিমির, হে জ্ঞান, তুমি হরণ কর। মানুষের শঠতাকে সংহার করে তুমি দয়া ও সত্যের আদর্শ স্থাপন কর'। সাংবাদিক জীবনে এই আদর্শ গৌরীশঙ্কর নিজেও পালন করেছিলেন। এছাড়া তিনি 'সম্বাদ রসরাজ' (২৯ নভেম্বর ১৮৩৯) ও 'হিন্দুরত্ন কমলাকর' (২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭) নামে দুখানি বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করেন। কিন্তু 'সম্বাদ ভাস্কর'ই গৌরীশঙ্করের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

### ভাস্করের উদার সামাজিক দৃষ্টি। বিধবাবিবাহের নতুন সংবাদ

গৌরীশঙ্করের সমাজচেতনা ও সামাজিক কর্তব্যবোধ খুবই প্রখর ছিল। বিদ্যাসাগর-যুগে সমাজ-সংস্কারে ও স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তনে গৌরীশঙ্কর সংস্কারকদের পাশে সহযোদ্ধার মতো নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বিধবাবিবাহ বহুবিবাহ স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি যে কেবল সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করে অথবা প্রতিপক্ষদের কঠোর সমালোচনা করে ক্ষান্ত হয়েছিলেন তা নয়, তার সঙ্গে দুর্জয় সৎসাহস নিয়ে এমন সব সংবাদ ও ঘটনা প্রকাশ করেছিলেন যা সমসাময়িক আর কোন সাংবাদিক করতে পারেননি। সকলেই জানেন, বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের ফলে ১৬ জুলাই ১৮৫৬ বিধবাবিবাহ আইন পাস হয় এবং

৭ ডিসেম্বর ১৮৫৬ শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রথম আইনসঙ্গত বিধবাবিবাহ করেন। এতদিন আমাদের জানা ছিল যে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনুরাগী ও সহকর্মী বলে এই কাজে অগ্রণী হয়েছিলেন বন্ধুর মুখোজ্জ্বল করার জন্য। একথা সত্য, কিন্তু এই ঘটনার অন্তরালে অনেক ঘোলা জল গঙ্গা দিয়ে বয়ে গিয়েছিল, যার খবর আমরা জানতাম না। শ্রীশচন্দ্র বিধবা-বিবাহে প্রথমে সম্মত হয়েও পরে সামাজিক ভয়ে অথবা অন্য কোন কারণে পিছিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর পক্ষে পিছিয়ে যাওয়া যত সহজ হয়েছিল, বিদ্যাসাগরের পক্ষে প্রথম বিধবাবিবাহকালে এই গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হওয়া নিশ্চয় তত সহজ হয়নি। প্রথম পদক্ষেপেই তিনি মর্মান্তিক দুঃখ পেয়েছিলেন, বিশেষ করে বন্ধুর প্রতিজ্ঞাভঙ্গের বেদনা তাঁর কাছে যে কতদূর সহনাতীত হয়েছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। ঘটনাটি প্রথমে 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, কিন্তু তাতে শ্রীশচন্দ্রের নাম উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু গৌরীশঙ্করের নির্মম লেখনী শ্রীশচন্দ্রকে লক্ষ্য করে ভাস্করের পৃষ্ঠায় চাবুকের মতো উদ্যত হয়ে উঠেছিল। তাঁর বাচনভঙ্গি সম্পূর্ণ বজায় রেখে কেবল ভাষাটির আধুনিক রূপ দিয়ে আমরা তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত করছি:

॥ আমরা 'ইংলিশম্যান' থেকে এই সমাচার গ্রহণ করলাম। ইংলিশম্যানের সংবাদ-লেখক প্রকারান্তরে সমস্তই লিখেছেন, কেবল বরবাবুর নামটি প্রকাশ করেননি। অনুমানে সকলেই বুঝতে পারবেন শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্যের উপর এই অভিযোগ উপস্থিত করা হয়েছে। 'বড় বড় বানরের বড় বড় পেট, লঙ্কায় যেতে মাথা করে হেঁট'। হিন্দু কলেজের প্রাচীন ও নবীন ছাত্ররা কেউ বাগ্‌দরিদ্র নন, বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গ উঠলে একমুখে পঞ্চ-মুখের বক্তৃতা করে থাকেন। তাঁদের বক্তৃতা শুনলে মনে হয় যেন তাঁরা নিজেরাই দুঃসহ বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করছেন। কিন্তু আসল কার্যকালে এসব কথা তাঁদের স্মরণ থাকে না। শ্রীশচন্দ্র বিধবাবিবাহ বিষয়ে বাক্য দ্বারা সাহায্য করতে ত্রুটি করেননি, কিন্তু পরে যখন সময় উপস্থিত হল তখন পরাঙ্মুখ হয়ে বললেন 'বিবাহ করতে পারব না। পূর্বে এই বিষয়ে যথেষ্ট লিখন-পঠন চলেছে, শ্রীশচন্দ্রের নিজের হাতে লেখা সমস্ত পত্র আছে। নিজে তিনি সম্বন্ধ নির্বন্ধ করে আত্মীয়লোকের দ্বারা বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যাকে শান্তিপুর থেকে কলকাতায় নিয়ে এসেছেন। স্থির হয়েছিল এই অগ্রহায়ণ মাসের দশ তারিখে রজনীযোগে বিবাহ সম্পন্ন হবে। কিন্তু তার আগে শ্রীশচন্দ্র পলায়ন করলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি মুর্শিদাবাদাদি কয়েক জেলায় জজপণ্ডিত হয়েছেন, তাঁরই ব্যবস্থানুসারে প্রজাদের স্বত্বাধিকার বিচার হবে, আর তিনি নিজেই যদি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন তবে তাঁর কথায় কে বিশ্বাস করবে? গবর্ণমেণ্ট কি তাঁকে পণ্ডিতের পদে রাখবেন? যাঁর প্রতিজ্ঞা ঠিক থাকে না তিনি কি না করতে পারেন? আর ধর্মের দিক থেকেই বা কি ভাবে উদ্ধার হতে পারবেন? একজন কুলবালাকে নানা প্রকারে আশ্বাস দিয়ে জ্ঞাতি-কুটুম্বাদির মধ্য থেকে বার করে নিয়ে এলেন, এখন আর সে

কুলবালা কোন কুলে যেতে পারবেন না, তবে তাঁর জীবনরক্ষার উপায় কি হবে? অতএব যদি ঐ রমণী রাজবিচারে অভিযোগ করে থাকেন তবে উত্তম কর্ম করেছেন। জাতি নাশের জন্য চল্লিশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ চেয়ে ঐ রমণী সুপ্রীমকোর্টে শ্রীশচন্দ্রের বিরুদ্ধে নালিশ করেছেন। বিচারপতি মহাশয়রা অদ্যাপি এই মকদ্দমার বিচার নিষ্পত্তি করেননি, তবে মনে হয় বিধবারই জয় হবে। শ্রীশচন্দ্র তাঁকে চল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে কর্ণদ্বয়ে হস্তস্পর্শ করে প্রকাশ করুন যে তিনি কুকর্ম করেছেন। এ বিষয়ে কেবল যে তিনি নিজে কৃতঘ্ন হলেন তা নয়, বন্ধুদেরও লজ্জা দিলেন। বন্ধুরা কি আর ইংরাজ-মণ্ডলে মুখমণ্ডল দেখাতে পারবেন? যে সকল বিধবার অভিলাষ ছিল যে তাঁরা বিবাহ করবেন, এখন তাঁরাও ভীত হবেন। ইতিহাসে লেখে যে পুরুষেরা প্রেম রক্ষা করতে পারেন না, অতএব প্রীতি বিষয়ে পুরুষজাতি যে বিশ্বাসঘাতী তাও প্রতিপন্ন হল। এখনি হোক বা এক শত বছর পরে হোক হিন্দু বিধবাদের বিবাহ চালিত হবেই সন্দেহ নেই, কিন্তু ইতিহাসে লেখা থাকবে যে বিধবাবিবাহের উদ্যম সময়ে শ্রীশচন্দ্র নামা কোন কৃতঘ্ন এইরূপে উদ্যম ভঙ্গ করেছিলেন। দেখা যাবে শ্রীশচন্দ্র সুপ্রীম কোর্টে কি উত্তর দিয়ে বাদিনীর কৌন্সেলদের নিরুত্তর করেন। সুপ্রীম কোর্টে এই এক নতুন মকদ্দমা হবে, আমরাও শুনতে যাব শ্রীশচন্দ্র কি উত্তর দেন॥

সম্বাদ ভাস্কর ২ ডিসেম্বর ১৮৫৬, ৯৮ সংখ্যায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে গৌরীশঙ্কর এই আলোচনা করেন (পৃষ্ঠা ৩৪৩-৪৪)। পরে শ্রীশচন্দ্র এই বিধবাবিবাহ করতে সম্মত হন, ৭ ডিসেম্বর বিবাহ হয়। ৯ ডিসেম্বর ভাস্করে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে গৌরীশঙ্কর লেখেন: "আমরা বহুকালাবধি যে বিষয়ের জন্য পরিশ্রম করিয়াছিলাম এবং যাহার জন্য দেশস্থ অনেকে আমারদিগকে তিরস্কার করিয়াছেন এবং বহু লোকের প্ররোচনায় কত ব্যক্তি আমারদিগের জীবিকা পর্যন্ত কাড়িয়া লইয়াছেন, সংক্ষেপে বলিতে হইলে হিন্দু মধ্যে অসংখ্য লোক আমারদিগের বিপক্ষ হইয়া রহিয়াছে। আমরা একদিকে হইয়া কেবল পরমেশ্বরের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়াছি এবং যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম তাহা হইতে বিচলিত হই নাই গত রবিবাসরীয় রজনীযোগে সেই প্রতিজ্ঞার সুখ ভোগ করিয়াছি অতএব পরমেশ্বরকে অসংখ্য নমস্কার দিলাম" (পৃষ্ঠা ৩৪৪-৪৬)। এর পর শ্রীশচন্দ্রের বংশ ও বিদ্যার কথা উল্লেখ করে প্রশংসা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে "বরং চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, শ্রীশচন্দ্রে কোন কলঙ্ক দেখা যায় না।" বিবাহের যে সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে তাও চমকপ্রদ। কন্যার মা লক্ষ্মীমণি দেবী কমপক্ষে দু'হাজার লোকের খাদ্যদ্রব্য এনেছিলেন, বিবাহের পর সমস্ত রাত্রি নিমন্ত্রিতদের ভূরিভোজনে তিনি আপ্যায়িত করেছেন। বিবাহকালে স্ত্রী-আচারাদি যে সমস্ত অনুষ্ঠান হয়ে থাকে, এই বিবাহে তার কোন অংশে ত্রুটি হয়নি। যথাশাস্ত্র মন্ত্রপাঠ করে কন্যা সম্প্রদান করা হয়েছে। মধ্যে যদি শ্রীশচন্দ্রের আপত্তিতে গোলমাল না হত, তাহলে সপ্তাহকাল ধরে

নৃত্যগীতবাদ্য ও বাজীর উৎসবও হত। সে ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। এর মধ্যে ছোট একটি সংবাদ আছে, যা কৌতুক ও কৌতূহল দুই-ই উদ্রেক করে। শ্রীশচন্দ্রের মা বিধবা বিবাহের কথা শুনে নাকি ছুরি হাতে করে বসে ছিলেন, পুত্র বিবাহ করলে নিজের গলায় সেই ছুরি বসিয়ে দেবেন এই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। অবশেষে শ্রীশচন্দ্র অনেক চেষ্টা করে মাকে বুঝিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে, তাঁর অনুমতি নিয়ে, বিবাহ করেছিলেন। তার জন্য ভাস্কর-সম্পাদক তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন।

সংবাদ এখানেই শেষ হয়নি। উক্ত প্রবন্ধে গৌরীশঙ্কর লিখেছেন : ॥ "যে ২ বাড়ীর যে সকল যুবারা এবং যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা বিবাহ সভায় গমন করিয়াছিলেন আমরা তাঁহারদিগের নাম ধাম তালিকা পাইয়াছি, অদ্য লিখিলাম না, যিনি বলিবেন বিবাহ সভায় যান নাই তাঁহাকে দেখাইয়া দিব তাঁহার পুত্র কি পৌত্র কি দৌহিত্র কি ভাগিনেয় ইত্যাদি কেহ না কেহ গিয়াছেন, এবং দলস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সভায় যাইয়া বিদায় লইয়া আসিয়াছিলেন এইক্ষণে সকলে আপনারদিগের ঘর সন্ধান করুন।" শেষের সংবাদটি হল, এই বিবাহে প্রায় দুইশত ভদ্র স্ত্রীলোক লক্ষ্মীমণি দেবীর অন্তঃপুরে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন এবং বরকন্যাকে অনেকে যৌতুকও দিয়েছিলেন।

প্রথম বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হবার পর বিদ্যাসাগরের নামে কুৎসার বন্যা বয়ে গিয়েছিল। বিপক্ষদল রটনা করেছিল যে বিদ্যাসাগর মহাশয় সমাজের কোন কানাচ থেকে অজ্ঞাতকুলশীল একটি মেয়েকে কুড়িয়ে এনে বিবাহ দিয়েছেন, তাই সমাজে এ বিবাহের কোন গুরুত্ব নেই। এই অপবাদের উত্তরে ভাস্করে গৌরীশঙ্কর লেখেন: "হে খণ্ডজ্ঞান বিতণ্ডা বাদি মহাশয়গণ, এ লক্ষ্মীমণি সামান্যা লক্ষ্মীমণি নহেন, লক্ষ্মীমণি দেবীর পিতা ৺ আনন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, তাঁহার নিবাস শান্তিপুর, তিনি শান্তিপুরে অতি প্রধান মনুষ্য ছিলেন, লক্ষ্মীমণি দেবীর পিতার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে যাঁহারদিগের শিরঃপীড়া হইয়াছে তাঁহারা শান্তিপুরে যাইয়া তদাদি তদন্ত মহৌষধ গ্রহণ করুন। লক্ষ্মীমণি দেবীর স্বামী ৺ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়, নিবাস জেলা বর্ধমানের অন্তঃপাতি পলাসডাঙ্গা, তিনি ঐ স্থানের একজন মহৎ লোক ছিলেন। ঐ প্রধান লোকের কন্যা শ্রীমতী কালীমতী দেবী, ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বহুব্যয়ে ৺রুক্মিণীপতি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্র ৺হরমোহন ভট্টাচার্য্যের সহিত কালীমতির প্রথম বিবাহ দেন, জেলা কৃষ্ণনগরের অন্তঃপাতি বাহিরগাছি গ্রামে তাঁহারদিগের বসতি ছিল। তাঁহারা অতি প্রধান বংশ, বিশেষতঃ নবদ্বীপ রাজ-গোষ্ঠীর মান্যবর গুরুগোষ্ঠী···" (পৃষ্ঠা ৩৫৪-৫৫)। বিদ্যাসাগর যে সমাজের আবর্জনা ঘেঁটে কোন বালিকাকে তাঁর কার্যোদ্ধারের জন্য কুড়িয়ে আনেন নি, লক্ষ্মীমণি দেবী ও তাঁর স্বামীর বিস্তারিত বংশপরিচয় দিয়ে গৌরীশঙ্কর তা বিলক্ষণ প্রমাণ করেছেন।

নিন্দুকদের অন্যান্য কুৎসারও মুখের উপর জবাব দিয়েছেন গৌরীশঙ্কর। তিনি লিখেছেন : "বিপক্ষেরা ইহাও বলেন বিদ্যাসাগর লক্ষ্মীমণি দেবীকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়া

কন্যা সহিত কলিকাতায় লইয়া আসিয়াছেন, অর্থে কি না হয় ? এ পক্ষে ও সংশয় শক্র বিপক্ষ মহামহিমদিগের গাত্রদাহ কবিতেছে অতএব আমরা কিঞ্চিৎ ঔষধ প্রদান করি, লক্ষ্মীমণির পিতৃকুল স্বামীকুল উভয়কুল মধ্যবিত্ত ধনি ছিলেন, লক্ষ্মী পিতার এবং স্বামীর সমস্ত বিষয় প্রাপ্তা হন এবং তাঁহার ও কন্যার দুই তিন সহস্র টাকার আভরণাদিও আছে, লক্ষ্মীমণি দুঃখিনী নহেন , একমাত্র কন্যাধন, তাহার বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য কবিতে পারেন না, দিবারাত্রি প্রায় রোদনেই কালক্ষেপ করিতেন, পরে যখন বিধবা বিবাহের আন্দোলন হইতে লাগিল তখন প্রতিজ্ঞা করিলেন যদি রাজবিধি প্রচার হয় তবে কালীমতীর বিবাহ দিবেন··” (পৃষ্ঠা ৩৫৫)।

বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে এত বিস্তাবিত সংবাদ সমসাময়িক অন্য কোন পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছে বলে জানি না। এ সম্বন্ধে আবও একটি ছোট অথচ গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ভাস্করেব পৃষ্ঠায় আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। সংবাদটি অবশ্য 'বেঙ্গল হরকরা' পত্র থেকে উদ্ধৃত। ৯ ফেব্রুয়াবি ১৮৫৬ চন্দননগরের কাছে চালদা গ্রামে জনৈক সৎ শূদ্র তার বিধবা কন্যাকে পুনরায পাত্রস্থ করেন। ববযাত্রী ও কন্যাযাত্রী উভয়পক্ষে বহুলোক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এই সংবাদটি উপহাব দিযে গৌরীশঙ্কর মন্তবা করেছেন, “বহুকালাবধি কলিকাতা নগবীতে বিধবা বিবাহ বিষযে আন্দোলন চলিতেছে কিন্তু এই দীর্ঘকালেব মধ্যে নগরবাসী বিধবা বিবাহ সপক্ষ কোন ভদ্র বা ক্ষুদ্র মহাশয়েবা বিধবা বিবাহ দিতে বা করিতে সাহসী হয়েন নাই অতএব মফঃস্বলীয় লোকেরা আইন না হইতেই বিধবা বিবাহের প্রথা দেখাইলেন তজ্জন্য তাহাবদিগকে অধিক ধন্যবাদ দিতে হয়” ( পৃষ্ঠা ৩০১ )। সেকালের সাময়িকপত্রসেবীদের মধ্যে গৌরীশঙ্করের মতো আর কোন বাঙালী সাংবাদিক বিধবাবিবাহেব সমর্থনে এবকম অবিরাম মসীযুদ্ধ করেছিলেন কিনা সন্দেহ।

কালীপ্রসন্ন সিংহ ও বিধবাবিবাহ

বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে খুঁটিনাটি বহু সংবাদের মধ্যে বিদ্যোৎসাহিনী সভাব সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্বন্ধে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ আছে। আমরা জানি, কালীপ্রসন্ন সিংহ বিধবাবিবাহের পোষকতা করার উদ্দেশ্যে অঙ্গীকাব করেছিলেন যে যাঁরা বিধবাবিবাহ করবেন তাঁদের তিনি হাজার টাকা করে পুরস্কার দেবেন। এ সম্বন্ধে গৌরীশঙ্কর ২২ নভেম্বব ১৮৫৬ তারিখে 'সংবাদ ভাস্কর' পত্রিকায় লিখেছেন: “কালীপ্রসন্ন বাবু যন্ত্রাগারে আসিয়া আমারদিগের সাক্ষাতে অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং স্বহস্ত লিখিত পত্র বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, আমরা সাক্ষাৎকার তাঁহার বাক্যে সাক্ষী স্বরূপ হইয়াছি, যে স্ত্রী-পুরুষ প্রথম বিবাহিত হইবে, কালীপ্রসন্ন বাবু তাঁহারদিগকে সহস্র টাকা পারিতোষিক দিবেন··· গত মঙ্গলবার বেলা একাদশঘণ্টা কালে সিংহ বাবু আমারদিগের বাটীতে আসিয়া এই মঙ্গল সমাচার বলিয়া গিয়াছেন এবং আরো কহিয়াছেন এই অগ্রহয়ণাবধি আগামী কার্তিক পর্য্যন্ত যত বিধবাবিবাহ হইবে প্রতি বিবাহিত স্ত্রীপুরুষকে সহস্র টাকা দিবেন, অতএব

আমরা তাঁহার উদারতা, সাহসিকতা, বদান্যতা ও সাধারণ হিতৈষিতা ইত্যাদি মহদ্‌গুণে আবদ্ধ হইয়া হিন্দু বিধবাবিবাহ সপক্ষ সমাজে তাঁহাকেই রাজটীকা দিলাম" ( পৃষ্ঠা ৩৩৬ )।

ভাস্কর-সম্পাদকের এই কালীপ্রসন্ন-স্তুতির কয়েক মাসের মধ্যে ভাস্করের পৃষ্ঠাতেই সিংহ মহাশয়ের পুরস্কারের প্রতিশ্রুতিভঙ্গের একখানি পত্র প্রকাশিত হয়। লেখক শ্রীহরি চক্রবর্তী একজন বিধবাবিবাহকারী ( পৃষ্ঠা ৩৭৭ )। পত্রলেখক লেখেন :

"শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে গমনপূর্ব্বক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতঃ বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া দিয়াছিলেন সম্বৎসর মধ্যে বিধবাবিবাহের সাহায্য ও উৎসাহ বর্দ্ধনার্থে প্রত্যেক বিবাহে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিবেন, সে বিজ্ঞাপন এইক্ষণে কোথায় থাকিল, বাবু মহাশয়ের বাক্য শরৎকালের মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় কেবল ডাক হাঁক সার হইল, আমি বিধবা রমণীর পাণি পীড়ন করিয়া মহাবিপদগ্রস্ত হইয়াছি, কোন ব্যক্তির পরামর্শক্রমে উক্ত মহাশয়কে পত্র লিখিয়া বিস্তারিত জ্ঞাপন করিয়াছি, অনুমান ছিল বাবু মহাশয়ের বদান্যতা সফল হইবেক, তাহা কৈ হইল, সে পত্রপ্রাপ্ত হইলেন কি না তাহাই বা কিসে জানিতে পারিব ; এইক্ষণে মহাশয়ের অতুল্য অমূল্য ভাস্করের আশ্রয় ভিন্ন আর উপায় দেখি না, মহাশয় দয়াপূর্ব্বক এই পত্রখানি প্রকাশপূর্ব্বক আমার হৃদয়াকাশের চিন্তারূপ অন্ধকার বিনাশ করিয়া বাধিত করিবেন ।"

পত্রখানি ভাস্করে প্রকাশ করা হয়, কোন মন্তব্য করা হয় না, পত্রপ্রকাশই যথেষ্ট। গৌরীশঙ্করের সাংবাদিক সাধুতার *এটি একটি* দৃষ্টান্ত, বলিষ্ঠতার তো বটেই। কালীপ্রসন্ন সিংহ কলকাতার অভিজাত ধনীবংশের সন্তান, তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তিও যথেষ্ট ছিল। ভাস্কর-সম্পাদক কিছুদিন আগে তাঁর প্রশংসাও করেছিলেন। তা সত্ত্বেও এই পত্র প্রকাশ করতে তাঁর দ্বিধা হয়নি। পত্রখানির মধ্যে দুটি বিষয় লক্ষণীয়। একটি হল, কালীপ্রসন্নের মতো ধনিক হিন্দুদের সংস্কারকর্মে পোষকতার অসারতা। গোঁড়া হিন্দুসমাজের রক্তচক্ষুকে তাঁরা রীতিমত ভয় করতেন। তবু খানিকটা নতুন সামাজিক মর্যাদা লাভের জন্য তাঁরা সংস্কারপন্থীদের কাঁধ ঘেঁসে চলতে চাইতেন, কিন্তু বেশি দূর চলবার ক্ষমতা থাকত না। দু'পা চলেই তিন পা পিছিয়ে আসতেন। কালীপ্রসন্নের প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ তারই একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। পত্রের দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় হল, বিধবাবিবাহ আইন পাস হবার পর বেশকিছু লোক আর্থিক উপহার ও পুরস্কারের লোভে বিবাহে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁদের আসল লক্ষ্য ছিল টাকা, বিবাহ নয়। সরকারী আইনের আশ্রয় যখন আছে তখন কিছু টাকার জন্য বিধবাবিবাহ করে, গোঁড়া হিন্দুসমাজের চিৎকারে কানে আঙুল দিয়ে থাকাই তাঁরা বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেছিলেন। এই রূঢ় সত্য অল্প-দিনের মধ্যেই বিদ্যাসাগরের কাছেও প্রকট হয়ে উঠেছিল। আন্তরিক আদর্শনিষ্ঠার জন্য সাহস করে বিধবাবিবাহ করতে কেউ এগিয়ে এসেছিলেন, এরকম দৃষ্টান্ত

বিরল। এমনকি শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের মনেও যে সংশয় ও সামাজিক ভয় ছিল তা ভাস্করের পূর্বোদ্ধৃত সংবাদ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। বিদ্যাসাগর যে বিধবাবিবাহের ব্যাপারে রীতিমত বিরক্ত ও হতাশ হয়েছিলেন তার অন্যতম কারণ মানুষের এই কৃতঘ্নতা, লঘুচিত্ততা, স্বার্থপরতা ও হীনতা। দেশনেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের পিতা অভিন্নহৃদয় বন্ধু ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দোপাধ্যায়কে বিদ্যাসাগর একখানি পত্রে এবিষয়ে গভীর দুঃখ প্রকাশ করে লিখেছিলেন :*

"আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্ব্বে জানিলে, আমি কখনই বিধবাবিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না। তৎকালে সকলে যেরূপ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতেই আমি সাহস করিয়া এবিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, নতুবা বিবাহ ও আইন প্রচার পর্য্যন্ত করিয়া ক্ষান্ত থাকিতাম। দেশহিতৈষী সৎকর্ম্মোৎসাহী মহাশয়দিগের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ধনেপ্রাণে মারা পড়িলাম। অর্থ দিয়া সাহায্য করা দূরে থাকুক কেহ ভুলিয়াও এবিষয়ে সংবাদ লয়েন না।"

শ্রীহরি চক্রবর্তীর মতো অর্থলোভী অসার ও অপদার্থ লোকেরা বিধবাবিবাহ করে তার আসল আদর্শ ও সামাজিক গুরুত্বকে ধূলায় নিক্ষেপ করেছিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের মতো ধনিকরা যে আর্থিক পোষকতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা ভঙ্গ করতেও তাঁদের বিলম্ব হয়নি। এইসব 'দেশহিতৈষী সৎকর্ম্মোৎসাহী' মহাশয়দের বাক্যে বিশ্বাস করে বাস্তবিকই বিদ্যাসাগর ধনেপ্রাণে মারা পড়েছিলেন। অর্থ দিয়ে সাহায্য করা দূরে থাকুক, শেষপর্যন্ত কেউ সামান্য সংবাদটুকু নেওয়ারও প্রয়োজন বোধ করতেন না। এইসব কারণে বিদ্যাসাগরের শেষজীবনে নৈরাশ্যজনিত বৈরাগ্য ও বিরক্তি দেখা দিয়েছিল।

### বহুবিবাহ নিবারণের জন্য আন্দোলন

বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের মতো গৌরীশঙ্কর বহুবিবাহ নিবারণের জন্য সম্বাদ ভাস্করে সংগ্রাম করেছেন। মনে হয় যেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের সমাজসংস্কারকর্মের নির্ভীক প্রচারক ছিলেন পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর। বিধবাবিবাহ বহুবিবাহ স্ত্রীশিক্ষা—এই তিনটি বিষয়ে অন্তত গৌরীশঙ্কর ভাস্করের পৃষ্ঠায় যে রকম অকুতোভয়ে লেখনী ধারণ করেছেন তাঁর সমসাময়িক আর কোন সাংবাদিক তা করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। সমাজভয় লোকনিন্দাভয় যেমন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র নির্মমভাবে উপেক্ষা করেছিলেন, পণ্ডিত গৌরীশঙ্করও তেমনি আদৌ তা গ্রাহ্য করেননি। যদি পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে এই সঙ্গে যুক্ত করা যায় তাহলে দেখা যায় যে ঊনবিংশ শতকের মধ্যপর্বে প্রগতিশীল

---

* 'বিদ্যাসাগর'-চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সমাজসংস্কার আন্দোলনে এই তিনজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত যে ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তা কোন কোন দিক থেকে তৃতীয় ও চতুর্থ দশকের হিন্দু কলেজের নব্য ইংরেজিশিক্ষিত ইয়ং বেঙ্গল দলের আন্দোলনকেও অতিক্রম করে যায়। 'স্ত্রীশিক্ষা' প্রসঙ্গে আমরা এই বিষয়ে আরও কিছু আলোচনা করব।

বহুবিবাহ-নিবারণ আইন কেন গবর্ণমেণ্ট পাস করছেন না সে বিষয়ে সংবাদ ভাস্করের অসহিষ্ণুতা লক্ষণীয়। ভাস্কর লিখছে:

"একি উৎপাত হইল, এইক্ষণে বিশিষ্ট লোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই কেহ না কেহ এই কথা জিজ্ঞাসা করেন, মহাশয়, অবিহিত বিবাহ অর্থাৎ বহুবিবাহ নিবারণের কি হইতেছে, ব্যবস্থা সমাজে লক্ষ ২ লোকের প্রার্থনা পত্র সমর্পণ হইয়াছে ইহাতেও কি সাহেবেরা বহু বিবাহ নিবারণ করিবেন না? আমরা কত লোকের জিজ্ঞাসার কত উত্তর দিব, মুখে ২ উত্তর করিতে ২ মুখ ব্যথা হইয়া যায়; একি উৎপাত; লোকেরা এই একধূয়া ধরিয়া বসিয়াছেন আমরা আর মুখে ২ উত্তর করিতে পারি না অতএব সারৎসার বলিয়া রাখি সাধারণে স্মরণ রাখিবেন।

"আমরা এই বিষয়ের তথ্য সন্ধানার্থ রাজপুরুষদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম, কথায় ২ কথা তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম আপনারা বহুবিবাহ নিবারণ না করিলে কি বিধবা বিবাহ প্রচল হইবে? বিধবা বিবাহে রাজ্যেশ্বর বল প্রকাশ করিতে পারেন না, এদেশের বিধবারাও স্বাধীনা হন নাই, কর্ত্তাপক্ষ বিবাহ না দিলে স্বয়ম্বরার ন্যায় পতিম্বরা হইতে পারিবেন না, বহু বিবাহ নিবারণে রাজপক্ষের বল প্রকাশের সেইরূপ ক্ষমতা আছে সহমরণ বারণে যেইরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা কেন হয় না? দুইজন রাজপুরুষ কহিলেন 'এইক্ষণে আমরা হিন্দু শাস্ত্র এবং হিন্দুদিগের ব্যবহারাদি সমস্ত জানিতে পারিয়াছি, আগামি বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত বিবাহের কাল নাই, পঞ্জিকাকারেরা কালাশুদ্ধি লিখিয়াছেন অতএব কন্যা বর এক বৎসর আইবড় হইয়া থাকিবে, আগামি বৈশাখ পরে যখন বিবাহকাল উপস্থিত হইবে সেই সময় বহু বিবাহ নিবারণের আইন প্রচার করিয়া দিব'। বহুবিবাহ নিবারণীয় রাজবিধান হবেই হবে ইহাতে সন্দেহ নাই। রাজপুরুষেরা এই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, সাধারণ লোকেরা ইহা স্মরণ রাখ, আমারদিগকে আর বিরক্ত করিবেন না, হিন্দু বিধবা বিবাহ বিষয়ে রাজপুরুষেরা যে বিধি প্রচার করিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ পরিশিষ্ট আছে ব্যবস্থাপক মহাশয়গণ অগ্রে সেই পরিশিষ্ট প্রকাশ করিবেন।"

বহুবিবাহ-নিবারণ আইন শেষ পর্যন্ত পাস হয়নি। স্বাধীন ভারত-সরকার কর্তৃক 'হিন্দু কোড বিল' পাস হওয়ার আগে পর্যন্ত হিন্দু পুরুষদের বহুবিবাহের শাস্ত্র-সম্মত অধিকার ছিল। ভারতের জাতীয় সরকার সর্বপ্রথম পুরুষদের এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন। তার পরিবর্তে বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে, এবং

এক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর অধিকারের মধ্যে পার্থক্য রাখা হয়নি, উভয়েরই অধিকার সমান। . বিবাহ করার ও না-করার অধিকার বর্তমানে পুরুষ ও নারীর সমান। আগে হিন্দুসমাজে ব্যক্তি বা মানুষ হিসেবে নারীর কোন মর্যাদা ছিল না, অধিকারও স্বীকার করা হত না। সেইজন্য হিন্দু পরিবারে মেয়েরা জন্মগ্রহণ করলেই একটা অসন্তোষের কারণ ঘটত। দীর্ঘকালের এই কুসংস্কার আজও বিংশ শতকের প্রৌঢ়ত্বে দেখা যায় হিন্দু পরিবারের মজ্জায় বাসা বেঁধে রয়েছে। অবশ্য ধীরে ধীরে তা কেটে যাচ্ছে, কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ কাটেনি। জাতীয় সরকার আইন পাস করে এই কুসংস্কারের মূলে এবং হিন্দুসমাজের গড়নের মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। পুত্রের মতো কন্যার স্বতন্ত্র সত্তা হিন্দু পরিবারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নারী এখন অবিবাহিত কন্যা হিসেবে নিজ পরিবারে স্থায়ীভাবে জীবনযাপন করতে পারে, ভিন্ন পরিবারে ভার্যার ভূমিকা তাকে যে গ্রহণ করতেই হবে এমন কোন বাধ্যতা নেই। সেই কারণে পৈতৃক সম্পত্তিতে পুত্রের সঙ্গে কন্যার সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে হলে হিন্দুসমাজে পূর্বোক্ত হিন্দু কোড বিলের মতো পূর্ণাঙ্গ আইন প্রণয়নের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই প্রয়োজন বিদেশী ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে মোটেই সম্ভব ছিল না। তাতে হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে বলে রক্ষণশীলেরা এমন সোরগোল তুলতেন যে ব্রিটিশ শাসকদের সিংহাসন পর্যন্ত টলে উঠত। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এই ধরনের কোন আইন পাস করা যুক্তিসম্মত মনে করেননি। বিদ্রোহের আগে সতীদাহ-নিবারণ, শিশুহত্যা-নিবারণ ও বিধবাবিবাহ আইন পাস করে তাঁরা আইনের সাহায্যে হিন্দুসমাজের সংস্কারকর্মে যেটুকু অগ্রসর হয়েছিলেন, বিদ্রোহের পরে তাও হতে পারেননি। কারণ বিদেশী বিধর্মী শাসকরা হিন্দুধর্মে হস্তক্ষেপ করে বিদ্রোহে উস্কানি দিয়েছেন, এরকম ধারণা শুধু এদেশের লোকের নয়, ইংরেজদের মধ্যেও বেশ প্রবল ছিল। এই কারণে বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ শাসকরা সামাজিক ব্যাপারে অনেকটা নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করে চলেছেন। তাই দেখা যায় ব্রাহ্মবিবাহ আইনের আন্দোলনকে 'সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট' (১৮৭২) নামে পাস করে ধর্ম-নিরপেক্ষ করা হয়েছে এবং বিধবাবিবাহ আইন পাস হওয়া সত্ত্বেও বহুবিবাহ আইনত নিবারণ করার কথা ব্রিটিশ শাসকদের পক্ষে চিন্তা করা সম্ভব হয়নি।

**স্ত্রীশিক্ষার সমর্থন**

স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে সম্বাদ ভাস্কর যে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে, সমকালীন সাময়িকপত্রের ইতিহাসে তার কোন তুলনা নেই। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশকে স্ত্রীশিক্ষা-প্রবর্তন অন্দোলনের অন্যতম নায়ক বলা যায়।

যে ১৮৪৯ সালে যখন জন ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করেন ( পরবর্তী বেথুন স্কুল ), তখন সম্বাদ ভাস্কর পত্রিকায় গৌরীশঙ্কর লেখেন :

. . "এতকাল পর হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতার শুভানুষ্ঠান হইল, পরমেশ্বর করুন, বিশিষ্ট শ্রেণীস্থ হিন্দু মহাশয়েরা এই অনুষ্ঠানের আনুকুল্য করিতে মনোযোগী হউন, আমরা আনন্দিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি গত সোমবারে হিন্দুজাতীয়া বালিকারা বিদ্যালয়ে যাইয়া বিদ্যারম্ভ করিয়াছে, বাহির সিমুলিয়া পল্লীতে শ্রীযুত দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের যে বৈঠকখানা আছে উদ্যানমধ্যস্থ ঐ প্রশস্ত রম্যগৃহ বালিকাদিগের শিক্ষালয় হইয়াছে, চতুর্দ্দিগে উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত বাগানের দক্ষিণ দিগে দক্ষিণাবাবু একমাত্র দ্বার রাখিয়াছেন, সে দ্বারে প্রহরী থাকিলেই স্ত্রীলোক ভিন্ন অন্য পুরুষ কেহ তথায় প্রবেশ করিতে পারিবেন না, বোধহয় স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাসের বান্ধবেরা এই বিবেচনাতেই উক্ত বাগান মনোনীত করিয়া থাকিবেন, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রথম দিবসেই অনেক ভদ্র বালিকারা তথায় গমন করিয়াছিলেন, শিক্ষাদাত্রী এক সচ্চরিত্রা বিবী তাঁহারদিগের মনোরঞ্জন করিয়াছেন, ইহার পর ক্রমে উক্ত বিদ্যাগারে বালিকাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে, আপাততঃ শিক্ষাদানের নিয়ম হইয়াছে প্রাতঃকালাবধি নয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত বালিকারা শিক্ষা করিবেন, ভরসা করি যুব বান্ধবগণ যাঁহারা এই সদনুষ্ঠান করিয়াছেন তাঁহারা আরো উত্তমরূপে মনযোগ করিতে পারেন।

"বহুকাল হইল আমরা এই বিষয়ের জন্য লিখিতেছি, এবং নানা প্রকার নীতি-প্রস্তাব লিখিয়া বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে স্ত্রীলোকদিগের প্রবৃত্তি জন্মাইবার চেষ্টা করিতেছি, ভাস্কর পত্র প্রথম প্রকাশ কালাবধি কয়েক বৎসর কেবল অবলাদিগের শিক্ষার্থ নীতি প্রস্তাব লিখিতাম, কিন্তু তাহাতেও এ পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই অতএব এইক্ষণে বিদ্যাধ্যাপনীয় সমাজাধিপতি শ্রীযুক্ত বেথুন সাহেবকে সহস্র সহস্র নমস্কার করি তাহার অনুগ্রহে কলিকাতা নগরে স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাসের বিদ্যালয় স্থাপিত হইল···।

"বঙ্গদেশীয় অঙ্গনাদিগের অবস্থার বিষয় বর্ণন করিতে বসিলে দারুময়ী লেখনীও রোদন করে, এই কারণ আমরা স্ত্রীলোকদিগের দুঃখের বিষয় যথার্থরূপে বর্ণন করিতে পারি না, এদেশের স্ত্রীলোকেরা দিবারাত্রি অন্তঃপুরে থাকেন, তাঁহারা ইচ্ছানুসারে বহির্ব্বাটীতেও আসিতে পারেন না। হিন্দু [illegible]দের বহির্ব্বাটীতেই দেবালয়, দেবগৃহে পুজাদি সময়েতেও স্ত্রীলোকদিগের সাধ্য হয় না, পুরুষগণের ন্যায় বহির্ব্বাটীতে দেবালয়ে দণ্ডায়মানা হইয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে পারেন, তাঁহারা এই প্রকার পরাধীনাবস্থায় আছেন, ইহার কারণ এই যে হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের জ্ঞানশিক্ষা হয় নাই এই জন্য হিন্দু মহাশয়েরা নারীজাতিকে আপনারদিগের আয়ত্তে রাখেন" ( ১০ মে ১৮৪৯, ১৩ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৩৯৭-৯৮ )।

এর পর গৌরীশঙ্কর লেখেন :

"আমরা কলিকাতা নগরে উপস্থিত হইয়া রাজা রামমোহন রায়ের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করি এবং তৎকালেই ব্যক্ত করিয়াছিলাম স্বদেশের কুপ্রথা ও সহমরণ নিবারণ এবং বিধবাদিগের বিবাহ, স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাস ইত্যাদি বিষয় সম্পন্নার্থ প্রাণপণে চেষ্টিত আছি, তাহাতেই রাজা রামমোহন রায় আমারদিগকে নিকটে রাখেন এবং সহমরণ বিষয়ে যথাসাধ্য পরিশ্রমে উক্ত রাজার আনুকূল্য করি, তাহাতে কৃতকার্যও হইয়াছি, সহমরণ পক্ষাবলম্বি পাঁচ-ছয় সহস্র পরাক্রান্ত লোকের সাক্ষাতে গবর্ণমেণ্ট হৌসের প্রধান হালে লার্ড বেণ্টিক বাহাদুরের সম্মুখে সহমরণের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে যদি ভয় করি নাই তবে এইক্ষণে ভয়ের বিষয় কি, এখন আমরা আপনার-দিগকে স্বাধীন জ্ঞান করি ইহাতে দানবকেই ভয় করি না মানব কোথায় আছেন, আর সদ্বংশ যুব হিন্দুগণ যাঁহারা বালিকাদিগের শিক্ষালয় স্থাপনে উল্লসিত হইয়াছেন তাঁহারাও কি স্মরণ করেন না জ্ঞানান্বেষণ পত্র যন্ত্রারূঢ় হইলে জ্ঞানান্বেষণের শিরোভূষা কবিতা করিতে তাঁহারাই আদেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা যুববান্ধবগণের সম্মুখে দণ্ডায়মানবস্থায় যে কবিতা করিয়াছিলাম সে কবিতা জ্ঞানান্বেষণের শিরোভূষা হয়, তাহার অর্থই আমারদিগের অভিপ্রেত,...এই কবিতা দ্বারাই আমারদিগের ভাব ব্যক্ত হইয়াছে এইক্ষণেও সেই ভাবের ভাবক আছি, সহস্র ২ কি লক্ষ ২ লোক যদি আমারদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন, তথাচ আমরা বালিকাদিগের বিদ্যালয়ের অনুকূল বাক্যই কহিব...।"

গৌরীশঙ্করের মন যে শুধু যুক্তিবাদী ছিল তা নয়, তাঁর চিত্তও ছিল ভয়শূন্য। যদি কেউ তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন, তাহলেও তিনি স্ত্রীশিক্ষার অনুকূলে ভাস্করে বলবেন ও লিখবেন। ভাস্কর সম্পাদক লিখেছেন যে সহমরণের সমর্থক পাঁচ-ছয় হাজার লোকের সামনে দাঁড়িয়ে গবর্ণমেণ্ট-হাউসে যদি তিনি নির্ভয়ে সহমরণের বিরুদ্ধে তাঁর মতামত ব্যক্ত করতে পারেন, তাহলে যে কোন সত্য ও ন্যায়ের সমর্থনে তিনি অকুতোভয়ে বিরুদ্ধবাদীদের সামনে দাঁড়াতে কুণ্ঠিত হবেন না। ৩১ মে তারিখে (১৮৪৯) ভাস্কর-সম্পাদক পুনরায় এবিষয়ে লেখেন:

"আমরা অতিশয় আক্ষেপ প্রকাশ করিতেছি এই নগরের কতিপয় মান্যবংশীয় ধনাঢ্য ব্যক্তি অভিনব বালিকা বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে কুতর্ক করিয়া নানা কুমন্ত্রণা করিতেছেন, তাঁহারদিগের অপূর্ব্ব অভিপ্রায় সুসিদ্ধ করণার্থ গত কয়েক দিবসের মধ্যে দুই একটা বৈঠকও হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই জানা গিয়াছে স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষাতে উক্ত মহামহিম হিন্দু মহাশয়গণের কোন আপত্তি নাই, সকলেই মুক্তকণ্ঠে কহিতেছেন অবলাদিগকে বিদ্যা প্রদান করা অতি আবশ্যক এবং লোকত বা শাস্ত্রত কোন মতেই স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যাদান বিরুদ্ধ নহে, কেবল একটা প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে যাইয়া বিদ্যাশিক্ষা করা লোকাচার ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ এমতে অকর্ত্তব্য।

"হায় কি ভ্রম, কি মোহ, হে বৃথাভিমান, তোমার চরণে কোটি কোটি নমস্কার, এই জন্যই ভারতভূমি এতকাল পর্য্যন্ত কুসন্তানদোষে অশেষ ক্লেশ পাইয়া আসিতেছেন, তাঁহারদিগের আপত্তির স্থান সকল উল্লেখ করিলে কোন্ সচেতন ব্যক্তি না চমৎকৃত হইবেন, কেহ কেহ কহেন আমরা এতবড় লোক আমারদিগের কন্যারা কি সামান্য লোকের কন্যাদিগের সহিত একত্র মিলিতা হইয়া অধ্যয়ন করিবে, তাঁহারা কাহারদিগকে সামান্য লোক ভাবিয়া থাকেন তাহা বলিতে পারি না, ধনে কেহই কুবের নহেন, প্রায় অনেকেরি তাহা জানা আছে, অতএব ধনাভিমান মিথ্যা, তবে জাতিমর্য্যাদায় তাঁহারদের অপেক্ষা কন্যাদাতারা কেহই ন্যূন নহেন বরং উক্ত ধনি মহাশয়গণের মূল অন্বেষণ করিলে অনেকেই বিদ্যালয়ে কন্যাদাতাদিগের সহিত পরম্পরা সম্বন্ধে বদ্ধ আছেন, আর পরিশেষে আচার ব্যবহার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে কাহারো বা স্বদোষে কাহারো বা পরিবার দোষে ভদ্র সমাজে অব্যবহার্য্য হইতে হয় অতএব এরূপ অলীকাভিমানে অন্ধ হইয়া যাঁহারা কোন সৎ কর্ম্মের প্রতিবন্ধক হয়েন তাঁহারা সাধু সমাজে যেরূপ গৌরব ও মর্য্যাদার ভাজন হইবে তাহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে।

"অপর এক কথা জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা কি এরূপ প্রতিবন্ধকতা করিতে লজ্জা বোধ করেন না, তাঁহারদিগের দেশে তাঁহারদিগেরি বালিকারা তাঁহারদিগেরি ভাষা ও বিদ্যাশিক্ষা করিবে এ জন্য একজন ভিন্ন দেশীয় ভিন্ন জাতীয় ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বি মহামান্য ব্যক্তি স্বধন ব্যয় পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে যে বিষয়ে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতেছেন সেই বিষয় তাঁহারা মহোপকার বোধ না করিয়া প্রত্যুত গ্লানি দ্বারা আপনারদিগের ক্ষুদ্র স্বভাব প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহারা কি ভাবিয়াছেন এই রূপ গণ্ডগোল করিলেই স্বীয় স্বীয় দুরভিপ্রায় সুসিদ্ধ করিতে পারিবেন, স্বপ্নেও যেন এরূপ মনে করেন না, কারণ এইক্ষণে সময় আর সেরূপ নাই…" ( পৃষ্ঠা ৪১১-১২ )।

স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে গৌরীশঙ্কর তাঁর শক্তিশালী লেখনীকে তীক্ষ্ণ তরবারির মতো ভাস্করের পৃষ্ঠায় চালিত করেছেন। বিরুদ্ধবাদীদের প্রত্যেকটি কুযুক্তি খণ্ডন করে তিনি নিজের বক্তব্যগুলি সুযুক্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেছেন। কেবল স্ত্রীশিক্ষা নয়, স্ত্রীস্বাধীনতার সমর্থনে ভাস্করের পৃষ্ঠায় এমন সব যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে যা আজকের দিনেও অনেকে প্রকাশ করতে সঙ্কোচ বোধ করবে। 'কস্যচিৎ স্ত্রীশিক্ষাপক্ষস্য' ভাস্করে লিখেছেন যে বিপক্ষবাদীদের প্রধান বক্তব্য হল—স্ত্রীলোকেরা বিদ্যারসিকা হলে ব্যাপিকা হবেন, ব্যভিচার করবেন, রন্ধনাদি গৃহকর্ম করতে চাইবেন না, পতিসেবা ও পুত্রকন্যার যত্ন করবেন না, গরুকে যাব দেবেন না, পাকশালায় গোময় লেপন করবেন না, বাসন মাজবেন না, পরমগুরু পতির উচ্ছিষ্ট খাবেন না, শয্যা পাড়বেন না, স্বামীর পদতলে তৈল মর্দন করবেন না, পতির পাদোদক গ্রহণ করবেন না ইত্যাদি। এরকম যত কথা মনে এসেছে সবই তাঁরা প্রকাশ করেছেন। স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে যুক্তি হিসেবে এগুলিকে অভিনব ও বিচিত্র যুক্তি বলতে হয়।

স্ত্রীলোকেরা শিক্ষিতা হলে এই কাজগুলি করবেন না, একথা যদি যুক্তির খাতিরে স্বীকারও করে নেওয়া যায়, তাহলে এই যুক্তি দিয়েই তো তাঁদের যুক্তিগুলিকে খণ্ডন করা যায়। যে কাজগুলি শিক্ষিতা স্ত্রীলোকেরা করবেন না বলে তাঁরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, সেগুলি স্ত্রীলোকেরা চিরকাল করুন এই কি তাঁদের কাম্য? তা যদি হয় তাহলে বলবার কিছু নেই। স্ত্রীলোকেরা চিরকাল কেনাগোলাম হয়ে থাকুন, এই তাঁদের বাসনা। এই বাসনা চরিতার্থ করতে হলে অবশ্য স্ত্রীলোকদের গৃহবন্দী করে অশিক্ষিত রাখাই শ্রেয়। শিক্ষিতা স্ত্রীলোকেরা ব্যাপিকা ও ব্যভিচারিণী হতে পারেন, একথার উত্তরে পত্রলেখক লিখেছেন, হলেই বা দোষ কি! যাঁরা হবার তাঁরা হবেন। পুরুষেরা যদি হতে পারেন, এবং তাতে শাস্ত্রবাক্য যদি লঙ্ঘিত না হয়, তাহলে স্ত্রীলোকেরা হলে সাংঘাতিক অঘটন কিছু ঘটবে না। এইরকম কড়া কড়া চিঠি ও সম্পাদকীয়, স্ত্রীস্বাধীনতার সমর্থনে, ভাস্করের পৃষ্ঠায় অনেক প্রকাশিত হয়েছে।

আধুনিক শিক্ষাপ্রসূত সামাজিক সমস্যা। নীচকর্মে লোকাভাব

ভাস্কর-সম্পাদক আধুনিক শিক্ষা ও ইংরেজিশিক্ষার অন্যতম অধিবক্তা ছিলেন। শিক্ষার গুণগান করে এবং ইংরেজদের প্রশংসা করেও আধুনিক ইংরেজিশিক্ষার সামাজিক ফলাফলগুলি গৌরীশঙ্করের দৃষ্টি এড়ায়নি। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ইংরেজিশিক্ষার প্রসারের ফলে ধীরে ধীরে যে সমস্যা ও সঙ্কট দেখা দিচ্ছিল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। যেমন শিক্ষার প্রসারের জন্য ইংরেজদের ধন্যবাদ দিয়ে তিনি লিখেছেন:

"আমরা ব্রিটিস জাতিকে অসীম ধন্যবাদ প্রদান করি ইঁহারা জ্ঞান গোপন করেন না, অকপটে সর্ব্বজাতি সাধারণ প্রজাগণকে জ্ঞান প্রদান করিতেছেন…" কিন্তু তার ফলে সমাজে এক বিষম সমস্যা দেখা দিচ্ছে। জাতিগত বৃত্তি অনেকেরই আর মনঃপূত হচ্ছে না। যেমন ভৃত্যের কাজ কেউ আর করতে চাইছেন না, ধোপা নাপিত মিস্ত্রি ছুতোর কেউ আর তাদের কুলবৃত্তিকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নন। সমস্ত বৃত্তির উপরে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের কলমপেষার বৃত্তি সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছে। "লিখন পঠন ঘটিত একটি সামান্য কর্ম্মে কোন লোকের প্রয়োজন হইলে এক শত জন বিদ্বান লোক আসিয়া উপাসনা করিলেন কিন্তু তৈল মাখাইতে, কাপড় কোঁচাইতে, হাট বাজার করিতে, পান তামাক সাজিতে, ইত্যাদি গৃহকর্ম্ম করিতে জানে এমত ভৃত্যের প্রয়োজন হইলে এক ব্যক্তিও আইসে না" (পৃষ্ঠা ৪৪৬-৭)।

সমস্যাটি যত সহজে গৌরীশঙ্করের লেখনীতে প্রকাশ পেয়েছে তত সহজ নয়, অত্যন্ত জটিল সামাজিক সমস্যা। সমস্যাটি হল—আধুনিক যুগে সামাজিক মর্যাদার

( social status ) মানদণ্ডের পরিবর্তন। সামাজিক মর্যাদা সামাজিক ক্ষমতা ( social power ) থেকে উদ্ভূত। পূর্বে কুল বা বংশ ও ভূসম্পত্তি ছিল সামাজিক ক্ষমতার উৎস, এবং স্বভাবতঃই সামাজিক মর্যাদাও এই ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই দুটি মানদণ্ডের কোনটাই পরিবর্তনশীল ছিল না। কুলগত স্তরবিন্যাস যেমন অপরিবর্তনীয় ছিল, ভূসম্পত্তিও তেমনি ছিল অচলতার প্রতিমূর্তি। সমাজের স্তরভেদ ও শ্রেণীভেদ পিরামিডের মতো অচল অটল ছিল। তার চলার শক্তি ছিল না এবং তাকে টলানোরও শক্তি ছিল না কারও। আধুনিক যুগে সামাজিক ক্ষমতা ও মর্যাদার উৎস একেবারে বদলে গেল। ভূসম্পত্তির বদলে টাকাপয়সা, অর্থাৎ সচল বিত্ত হল সামাজিক মর্যাদার অন্যতম মানদণ্ড। কুলকৌলীন্যের পাশে বিদ্যাকৌলীন্যের জৌলুষ ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগল। নিশ্চল বংশ-গৌরব ও স্থাবর সম্পত্তির পরিবর্তে সচল বিত্ত ও বিদ্যা, আধুনিক সমাজে সর্বপ্রকারের ক্ষমতা ও মর্যাদার প্রধান মাপকাঠি হয়ে উঠল। বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ অ্যালফ্রেড ফন মার্টিন আধুনিক সমাজের এই বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে লিখেছেন :

"Mediaeval society was founded upon a static order of Estates, sanctioned by the Church. Everyone was assigned to his place by nature, i. e. by God himself, and any attempt to break away from it was a revolt against the divine order. Everyone was confined within strictly defined limits, which were imposed and enforced by the ruling Estates, the clergy and the feudal nobility···But, as the burghers became a power with the rise of a money economy, as the small artisan became the great merchant we find a gradual emancipation from the traditional forms of society and the mediaeval outlook ; there was a revolt against those sections of society which were most dependent upon this structure and upon these ways of thought, by virtue of which they exercised their authority. We find arising against the privileged clergy and the feudal nobility the bourgeoisie, which was throwing off their tutelage and emerging on the twin props of money and intellect as a bourgeoisie of 'liberal' character. By revolting against the old domination they also freed themselves from the old community ties which had been interlinked with it."—A. V. Martin : *Sociology of the Renaissance*, London 1945, introduction.

বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তন নবযুগে এই আধুনিক ধারাতেই আরম্ভ হয়েছিল, কিন্তু

ইয়োরোপীয় সমাজের মতো তার পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ সম্ভব হয় নি অর্থনীতিক কারণে। অর্থাৎ সমাজের অর্থনীতিক ভিত্তি আধুনিক কালোপযোগী রূপ ধারণ করতে পারে নি বিদেশী রাজশক্তির প্রভুত্বের জন্য। তার ফলে সমাজের নবরূপায়ণের পথে বাধা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তা হলেও, নবযুগের সামাজিক লক্ষণগুলি উনবিংশ শতকের মধ্যভাগেই বাংলাদেশে বেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। ভাস্করের অভিযোগ থেকে তা পরিষ্কার বোঝা যায়। ভাস্কর লিখেছে ( ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৫৬ ):

"পূর্ব্বে যে সকল নীচ লোকেরা এ দেশে রাজ মজুরী করিত এইক্ষণে তাহারা কর্ণিকাদি পরিত্যাগ করিয়া কাগজ কলম ধরিয়া বসিয়াছে। ধোপা, নাপিত, ছুতার, মেথরাদিও কেরানি, বিল সরকার, মেট, দালালাদির কর্ম্মে গিয়াছে। নীচ কর্ম্মের লোকের অত্যন্ত অপ্রতুল হইয়াছে। সভ্য রাজ্যে ইতর লোকেরাও লেখাপড়া করিয়া থাকে কিন্তু তাহারা স্ব স্ব জাতীয় নীচ কর্ম্মে লজ্জা জ্ঞান করে না। ডিউক বংশেরাও যদি অযোগ্য হন তবে স্বচ্ছন্দে নাবিকাদির কর্ম্ম করিতে যান। এ দেশে ইতর জাতিরা লেখাপড়া শিক্ষা না করিয়া যদি ইংরাজী ভাষার কয়েকটা কথাও কহিতে পারে তথাপি সে সিপসরকার হইয়া উঠিল প্রাণ গেলেও আর স্বজাতীয় কর্ম্মে হস্ত দিবে না অতএব সর্ব্বসাধারণে বিদ্যা প্রদানে এই এক মহদ্দোষ হইয়া উঠিয়াছে এতদপ্রতুল নির্ম্মূল করণের কি সদুপায় হইবেক তাহা পরমেশ্বর জানেন।" ( পৃষ্ঠা ৪৪৭ )।

ব্রিটিশ আমলে যে ইংরেজিশিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ক্রমবর্ধমান প্রশাসনিক কাজকর্মের জন্য নানাশ্রেণীর কর্মচারী সরবরাহ করা। এই কর্মচারীদের মধ্যে কেরানীদের সংখ্যাধিক্য হওয়া স্বাভাবিক। লেখাপড়ার সংশ্লিষ্ট কাজের একটা স্বতন্ত্র সামাজিক মর্যাদাও এক্ষেত্রে লোকচক্ষে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বাংলাদেশে ইংরেজিশিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের ফলে সমাজে এই উপসর্গটি প্রকট হয়ে উঠেছে। কায়িক শ্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম ক্রমেই মর্যাদা হারিয়েছে এবং স্বল্পশিক্ষিতরাও কলমপেষার চাকরিকে একটা বিশিষ্ট মর্যাদা দিতে শিখেছেন। এই মর্যাদার চেতনা সম্পূর্ণ মনগড়া, ভিত্তিহীন, অর্থহীন ও মিথ্যা। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই মিথ্যা মর্যাদাবোধ এবং কলমপেষার মোহ বাংলাদেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মনে ক্রমে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে। শিক্ষার এই সামাজিক সমস্যার কথাই ভাস্করে উল্লেখ করা হয়েছে। বিগত শতকের মধ্যভাগে এই সমস্যা বেশ প্রকট হয়ে উঠেছিল দেখা যায়। শতাধিক বছর পরে, বিংশ শতকের মধ্যভাগে, বিদেশীর শাসনমুক্ত হবার পরেও, অন্তত বাংলাদেশে যে এই সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হয়েছে এমন কথা বলা যায় না।

### ইংরেজিশিক্ষিতের পরিণতি

গত শতকের মধ্যভাগেই ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালীর কি শোচনীয় পরিণতি হয়েছিল,

তার বর্ণনা বহু সাময়িকপত্রে পাওয়া যায়। সকলেই দেখা যায়, এই শিক্ষিতশ্রেণীর দুর্মর সমালোচনা করেছেন। সমালোচকরা সকলে যে ইংরেজিশিক্ষার বিরোধী তা নয়। তাহলে সমালোচনার কারণ কি? কারণ হল, এদেশের তরুণ ইংরেজিশিক্ষিতরা কতকটা মিথ্যা বিদ্যাভিমানে কতকটা ভ্রান্ত আদর্শমোহে, দেশীয় লোকসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। শিক্ষা মানুষকে আত্মপ্রতিষ্ঠায় ও আত্মবিকাশে সাহায্য করে। কিন্তু ব্রিটিশ আমলের ইংরেজিশিক্ষা সেদিকে যতটা না সাহায্য করেছে, তার চেয়ে বেশি সাহায্য করেছে, আত্ম-বিকৃতিতে ও সমাজ থেকে আত্মনির্বাসনে। যাঁরা পাশ্চাত্ত্যাবিদ্যায় প্রকৃত সুশিক্ষা পেয়েছিলেন, তাঁরা অবশ্যই দেশের ও জাতির সম্পদরূপে গণ্য হবার যোগ্য। কিন্তু অধিকাংশই সুশিক্ষা বা পূর্ণশিক্ষা কোনটাই পাননি, পেয়েছিলেন ইংরেজ শাসকদের কাজ চালাবার মতো ইংরেজিশিক্ষা। বাঙালীসমাজের দিক থেকে এই অর্ধশিক্ষার ফল হয়েছিল অত্যন্ত করুণ। শিক্ষার অভিমানে তথাকথিত ইংরেজি-শিক্ষিতরা নিজেদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বতন্ত্র উচ্চস্তরের জীব বলে মনে করতেন এবং সর্বদা জনসমাজের সঙ্গে একটা দূরত্ব রক্ষা করে চলতেন। ইংরেজিশিক্ষা বাংলাদেশে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও জনসাধারণের মধ্যে এই সামাজিক দূরত্ব ( social distance ) রচনা করেছিল। মিথ্যা মর্যাদাবোধ ও অভিমান থেকে যেহেতু এই দূরত্ব রচিত হয়েছিল, সেই হেতু শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা সমাজের মধ্যে থেকেও অনেকটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপে নির্বাসিতের জীবন যাপন করতেন। তাঁরা দেশীয় সামাজিক রীতিনীতি, লোকাচার, এমন কি মাতৃভাষা বাংলাকেও অনাদর ও অবজ্ঞা করে চলতেন। অনেকে বাংলাভাষা ভালভাবে না জানাই গৌরবের বিষয় বলে মনে করতেন। তার মানে তাঁরা যে ইংরেজিভাষা ভাল জানতেন তা নয়। ইংরেজিও ভাল শেখেননি, বাংলাও ভুলে গিয়েছিলেন। লোকসমাজে স্বভাবতঃই তাঁরা তাই হাস্যাস্পদ হয়ে উঠেছিলেন। এই রকম বাঙালী শিক্ষিতশ্রেণী সম্বন্ধে ভাস্কর লিখেছে :

"যুব বাঙ্গালীরা আর কবে বাঙ্গালা ভাষায় পরিশ্রম করিবেন? ধনাশায় অপর ভাষায় অমূল্য বয়স কাটাইয়া দেখিলেন তাহাতে কি লভ্য করিয়াছেন? 'রসনার বাসনার যদি কিছু সুসার' অর্থাৎ বিজাতীয় পান ভোজনাদি বিষয়ে যদি কিছু আস্বাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহাতেই বা কি হইয়াছে কেবল দেশীয় রীতি ব্যবহারে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, পিতা মাতাদি বন্দনীয় লোক সকলকে…পাদুকা দর্শন করাইয়াছেন, কেহ ২ কোন ২ বিগ্রহের অস্থি চূর্ণও করিয়া থাকিবেন, অপর ভাষার দাসত্বে এই মাত্র কর্ম্ম হইয়াছে, ধর্ম্মের কুঠার মারিয়াছেন, ইংরাজী ভব্য নব্য সভ্যেরা সকল ধর্ম্মকেই রম্ভা দেখাইয়াছেন। তার পর ভাষার দাসত্বে কি উপকার হইয়াছে কেবল অভিমানে উন্মত্ত হইয়া 'হুট হাট' বলিতে পারেন আর ইংরেজী পাদুকা গ্রহণ পূর্ব্বক মোস ২ করিয়া বেড়াইতেছেন, এ দেশের প্রাচীন বিজ্ঞ

লোকদিগের নীতিবর্ত্ম কিছুই রাখেন নাই, যাঁহাদিগের পিতা মাতার কিঞ্চিৎ সম্পত্তি ছিল তাঁহারা ইজার, চাপকান, চেইন, ঘড়ী, শাল, পাগড়ী দেখাইতে সভায় ২ যান কিন্তু ইংরাজী ভাষায় তাদৃশ বক্তৃতাও করিতে পারেন না, হিন্দু কালেজের প্রথমাবস্থায় যাঁহারা ইংরাজী শিক্ষা করিয়া বাহির হইয়াছিলেন তাঁহারা কিছুকাল মদ্য মাংস ধ্বংস করিয়া তেজস্বিত্ব দেখাইয়াছেন এইক্ষণে জুজু হইয়া বসিয়াছেন আর তাঁহাদিগের সে প্রতিভা দেখিতে পাই না, অনেকে মদ্য মাংসাদিও পরিত্যাগ করিয়াছেন, হবিষ্যাকারে জন্ম গ্রহণে কি এত মদ্য মাংস পায়? তাঁহারা কি ইংরাজ কি বাঙ্গালি হিন্দু মোগলাদি কোন শ্রেণীতেই মিশ্রিত হন না, যেন স্বতন্ত্র এক শ্রেণী হইয়া বহিয়াছেন, এইক্ষণে যাঁহারা অপর ভাষাব দাসত্ব করিতেছেন তাঁহারা কি কর্ম্মের উপযুক্ত হইবেন তাহা ভাবিয়া স্থির করা যায় না, ইংরাজী ভাষায় তাদৃশ পারদর্শী হইলেন না সুতবাং ইংবাজেবা কোন উত্তম কর্ম্মে ডাকিবেন না, বাঙ্গালা ভাষার 'ব' ও জানেন না তাহাতেই বা কি কর্ম্ম কবিবেন" (পৃষ্ঠা ৪৩৭ ৩৮)।

ভাস্করেব অর্থনীতি

দেশের অর্থনীতিক অবস্থা সম্বাদ ভাস্করে তেমন ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়নি। মধ্যে মধ্যে যে আলোচনা দেখা যায় তাতে দেশেব অর্থনীতিক জীবনের অনেক গুরুত্বপুর্ণ দিকের আভাস পাওয়া যায়। বোঝা যায় যে ভাস্কব-সম্পাদকের দৃষ্টি এদিকে বেশ সজাগ ছিল। এমন কয়েকটি বিষয়েব আলোচনা ও উল্লেখ তিনি পত্রিকায় কবেছেন যা আপাতদৃষ্টিতে ক্ষুদ্র মনে হলেও, অর্থনীতিক তাৎপর্যের দিক দিয়ে যথেষ্ট মূল্যবান। যেমন কলকাতা শহরেব ধনিকদেব মহাজনী সুদের ব্যবসার উপর নির্ভরতা, নগরের গাড়োয়ান ও কুলিদেব শ্রেণীচেতনা ও দাবিদাওয়ার জন্য সংঘবদ্ধ আন্দোলন ইত্যাদি সম্বন্ধে ভাস্করে অনেক সংবাদ ও সম্পাদকীয় আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। ধনিকদের মহাজনী কারবার সম্বন্ধে জনৈক পত্রলেখক লিখছেন: "এক কোম্পানীর কাগজের সুদের উপর এতদ্দেশীয লোকেবদের বিশেষতঃ কলিকাতা বাসি ধনিগণেব প্রায় নির্ভব ছিল, সে কাগজ বাজারে প্রায় অচল হইয়াছে" (পৃষ্ঠা ২৭৫)। কেন অচল হয়েছে তার ব্যাখ্যা কবে লেখক বলেছেন যে গবর্ণমেণ্ট পাঁচটাকা সুদের কাগজ বাজারে ছাড়াতে আগেকার চারটাকা সুদের কাগজের বাজারমূল্য প্রায় শতকরা ২৫% কমে গিয়েছে। যাঁরা চারটাকা সুদের কোম্পানির কাগজে লক্ষটাকা ইনভেস্ট করেছিলেন, তাঁবা এখন সেই কাগজ ৭৫,০০০ টাকায় বিক্রি করতে গেলেও ক্রেতা পান না। গবর্ণমেণ্ট ছয়টাকা সুদের কাগজও ছাড়তে পারেন। যদি তা করেন তাহলে পাঁচটাকা সুদের কাগজও যাঁরা কিনবেন তাঁদের

লোকসান দিয়ে তা বিক্রি করতে হবে। শেষ পর্যন্ত এর ফল হবে এই যে গবর্ণমেণ্ট যত বেশি সুদের কাগজই বাজারে ছাড়ুন না কেন, দেশের ধনী লোক কেউ আর কোম্পানির কাগজে মূলধন খাটাতে ভরসা পাবেন না। দুঃখ করে মহাজন পত্রলেখক যা লিখেছেন তা প্রণিধানযোগ্য :

"সম্পাদক মহাশয়, আমি বিলাতীয় হুণ্ডী, কোম্পানির কাগজ ক্রয় বিক্রয় করিতাম, এবং প্রজা লোককে ধান্যের বাড়ি নিয়মে ধান্য দিতাম, আর অগ্রায়ণ ও পৌষ মাসে ধান্য কাটা হইলে জমীদারেরা রাজস্বের জন্য ধান্যক্ষেত্রে আটক করিতে আমি অধিক সুদি খত লেখাইয়া লইয়া প্রজাদিগকে রাজস্বের টাকা দিতাম, এবং সোণারূপা হীরকাদি বন্ধক রাখিয়া ভদ্রলোকদিগকে গত পাঁচ বৎসরে অনেক টাকা দিয়াছি এইক্ষণে বাজার এমত মন্দ হইয়া উঠিয়াছে আসল টাকা দূরে মরুক তাহার পাঁচ আনা বাদ দিয়াও মূলধন উঠাইবার উপায় দেখিতেছি না কোম্পানির কাগজ বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিয়াছি, কিঞ্চিৎ লাভের জন্য চারি টাকা সুদি এক লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ ক্রয় করিয়াছিলাম। কোম্পানি বাহাদুর পাঁচ টাকার কাগজ বাহির করিয়া দিলেন অমনি চারি টাকার কাগজের দর কম হইয়া পড়িল, তখন যদি হাজারে কিছু টাকা নোক্‌শান করিয়া ছাড়িয়া দিতাম তবে এখন এত দুঃখ হইত না, তৎকালে কুবুদ্ধি হইয়াছিল কিছুকাল পরে কাগজের মূল্য বৃদ্ধি হইবে কিন্তু এইক্ষণে সেই কাগজ মাটী হইয়া গিয়াছে, অতএব আশী হাজার টাকার কাগজ পড়িয়া রহিয়াছে, এবং বিলাতি হুণ্ডীর প্রতি আর কেহ বিশ্বাস করেন না…" ( পৃষ্ঠা ২৭৫ )।

এ হল উনবিংশ শতকের মধ্যভাগের কথা। কলকাতা শহরে ইংরেজদের আগমনের ফলে নানাবিধ কাজকর্মের সুযোগ পেয়ে এদেশে এক শ্রেণীর লোক যে ধন সঞ্চয় করেছিলেন, তা মূলধন হিসাবে তাঁরা স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্যে অথবা শিল্পোৎপাদনে নিয়োগ করেননি, মহাজনী কারবারে এবং কোম্পানির কাগজ কেনাবেচায় নিয়োগ করেছিলেন। তাতে তাঁদের কি পরিমাণ মূলধনের যে অপচয় হয়েছিল তা ভাস্কর পত্রলেখকের উক্তি থেকে বোঝা যায়।

অর্থনীতিক্ষেত্রে অন্যান্য দিক থেকে যে আবহাওয়ার পরিবর্তন হচ্ছিল, ভাস্করের কয়েকটি সংবাদ থেকে তার আভাস পাওয়া যায়। সম্পাদকীয় স্তম্ভে ভাস্করে প্রকাশিত একটি সংবাদ এই :

"বিধি নির্ব্বন্ধ হইয়াছে কলিকাতা নগরীও গাড়িঘোড়া প্রভৃতির টাক্স হইবে, ইহাতে গোশকট বাহকেরা ঐক্যবাক্য হইয়া গত সোমবারাবধি তাহাদিগের গাড়ি চলায়ন বন্ধ করিয়াছে তাহাতে নগরবাসীদিগের বিশেষতঃ বণিকগণের অনেক ক্ষতি হইতেছে বণিকেরা দ্রব্যাদি আমদানী রপ্তানী করিতে পারেন না, এবং আমরা গত বৃহস্পতিবারে নারিকেল-ডাঙ্গার গোলা হইতে সুন্দরীকাষ্ঠ আনয়নার্থ লোক পাঠাইয়াছিলাম আমারদিগের

লোকেরা গোশকটাভাবে কাষ্ঠ আনয়ন করিতে পারে নাই এবং মুটেরাও গাড়য়ানদিগের সহিত যোগ দিয়াছে, গাড়োয়ান ও মুটে পাঁচ ছয় সহস্র লোক একত্র হইয়া ডেপুটি গবর্ণর বাহাদুরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছে তাহারদিগের প্রতি এই টাক্স ক্ষমা হয় কিন্তু উক্ত মহাশয় সাহেব তাহারদিগকে উত্তর প্রদান করিতে অসমর্থ হইয়াছেন, উড়ে বেহারা, রোমানি বেহারা, গরু গাড়য়ান ইত্যাদি নীচ লোকেরা ঐক্য বাক্য আছে কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে ইহা দেখিয়াও এতদ্দেশীয় মান্য লোকেরা লজ্জাজ্ঞান করেন না, আমরা সকলে পরামর্শ করিয়া কি গাড়ি ঘোড়া পরিত্যাগ করিতে পারি না, এদেশে যখন গাড়িঘোড়া ছিল না তখন কি যানবাহন দ্বারা মান্য লোকদিগের কর্ম্ম চলে নাই, সম্ভ্রান্ত লোকেরা গাড়ি ঘোড়ার কর নিবারণ করিতে পারিলেন না এইক্ষণে গাড়য়ানদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন" ( ২৬ জুন ১৮৪৯, ৩৩ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ২৮৫-৮৬ )।

গাড়িঘোড়ার উপর ট্যাক্স ধার্য করা অন্যায় একথা ভাস্কর-সম্পাদক স্বীকার করেছেন। গাড়োয়ান ও মুটেদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ-আন্দোলনে তিনি যে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন তাও লক্ষ্য করার মতো। তাঁর দুঃখ হল যে শহরের মান্য লোকদের, অর্থাৎ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদেব এই ঐক্যবোধ নেই। তারা মুটেমজুরদের মতো একজোট হয়ে কোন কাজ করতে পারেন না। তাঁরাও যদি দলবদ্ধ হয়ে গবর্ণমেণ্টের ট্যাক্স চাপানো বন্ধ করতে পারতেন, তাহলেও পরোক্ষে তাদের উপকার হত। তা পাবেন নি এবং প্রয়োজন হলে যে গাড়ি ঘোড়ার ভাড়াবৃদ্ধি অথবা মুটেমজুরদের মজুরিবৃদ্ধির জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের বর্জন বা বয়কট করবেন, তাও সম্ভব নয়।

গাড়োয়ান ও মুটেমজুরদের মতো ধোপা-নাপিতরাও তাদের মজুরির হারবৃদ্ধির জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে। সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ( ৮ নভেম্বর ১৮৫৬, ৮৮ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৩৩৩-৩৪ ) ভাস্করে এ বিষয়ে যা লেখা হয়েছে তা এখানে উদ্ধৃত করা হল :

"কলিকাতা নগরীয় কৃষ্ণবাগানে অনেক ধোপা বসতি করে, তাহারা দেখিয়াছে মুট্যে মজুর পর্য্যন্ত সকলে স্ব স্ব কর্ম্মে দ্বিগুণ ত্রিগুণ বেতন লইতেছে এই কারণ জ্ঞাতি বন্ধুগণকে আবাহণ পূর্ব্বক এক সভা করিয়াছিল তাহাতে প্রামাণিক ধোপারা বক্তৃতা করিয়া সকল ধোপাকে জানাইল এক টাকার চাউল দুই টাকা হইয়াছে, এক পয়সার মাছ দুই পয়সায় বিক্রী হইতেছে, মুট্যেরা মোট লইয়া যে স্থানে এক পয়সায় যাইত দুই পয়সা না পাইলে সে স্থানে যায় না, আমরা এক পয়সার হাঁড়ী দুই পয়সা না দিলে পাই না পুর্ব্বে টাকায় ছয় মোণ কাঠ বিক্রয় হইত এখন তিন মোণের অধিক দেয় না এই রূপ সকল বিষয়ে দ্বিগুণ লাভ হইতেছে তবে আমরাই বা কি কারণ চিরকাল এক মুল্যে থাকিব ? অতএব সকলে প্রতিজ্ঞা কর এক পয়সায় যে কাপড় কাচিয়া থাকি দুই পয়সা না পাইলে তাহা কাচিতে পারিব না। ইহাতেই সভাস্থ সমস্ত ধোপা প্রতিজ্ঞা করিয়াছে আর এক পয়সায় কাচাখানা ও কাচা হইবেক না, যাহারা নগদ পয়সায় কাপড় ধোলাই

করাইত তাহারা ঘোর বিপদে পড়িয়াছে, ধোপারা তাহারদিগের কাপড় লয় না, দরিদ্র লোকেরা দুই চারিখানা কাপড় কাচাইতে গেলে রজকেরা কহে 'প্রতি কাপড়ে দুই পয়সা অগ্রে রাখ তবে কাপড় লইব নতুবা চলিয়া যাও, আমরা আর কাপড় কাচা ব্যবসায় করিব না, সন্তানাদিগে পাঠশালায় দিয়াছি কাপড়ের মোট বহন কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলাম,' এদিগে কাপড় ধোলাই জন্য দরিদ্রলোকেরা দুঃখ পাইতেছে, ধোপারাও প্রতিজ্ঞা করিয়াছে কাপড় ধোলাই করিবেক না, দেশরক্ষক লেপ্টেনেন্ত বাহাদুর দুর্জ্জয়লিংঙ্গ সুড়ঙ্গে তপস্যা করিতে চলিলেন তবে এতদ্দেশীয় লোকেরদের উপায় কি? কাপড় কাচার কি হইবে ইহার একটা বন্দোবস্ত করিয়া যেন দুর্জ্জয়লিঙ্গ আশ্রয় করেন, ইহার পরে নাপিতেরাও খুরি কর্ম্ম দুরীভূত করিয়া দিবে অতএব দেশ রক্ষক মহাশয় দেশ রক্ষার উপায় দেখুন।"।

ব্রিটিশ আমলে অর্থনীতিক্ষেত্রে যে মৌল পরিবর্তন হয় তার স্বরূপ প্রধানত ব্যক্তি-স্বাধীনতার মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে। জাতিবর্ণগত বৃত্তির অচলায়তনে আমাদের সমাজ যুগ যুগ ধরে বন্দী হয়ে ছিল। অর্থনীতিক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির কর্ম বা বৃত্তি নির্বাচনের স্বাধিকার ছিল না, কুলগত বৃত্তির বৃত্তের মধ্যে, গিল্ডের কঠোর অনুশাসন মেনে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে কর্মজীবন নিয়ন্ত্রণ করতে হত। ইংরেজদের শাসননীতি ও বাণিজ্যকর্মের সংস্পর্শে এসে এদেশের লোক এই কুলবৃত্তির বন্ধন থেকে ধীরে ধীরে মুক্ত হতে থাকে। শিক্ষা ও অর্থের সামাজিক মর্যাদা যখন সর্বশ্রেষ্ঠ বলে আধুনিক সমাজে স্বীকৃত হতে থাকে, তখন কৌলিক মর্যাদার দীপ্তিও লোকচক্ষে ক্রমে নিষ্প্রভ হয়ে আসতে থাকে। সমাজের নতুন স্তরবিন্যাসে মানুষ নতুনভাবে শ্রেণীবদ্ধ হতে থাকে—মজুর মধ্যবিত্ত ধনিক ইত্যাদি, ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য শূদ্র ইত্যাদি কুলগত স্তরভেদ ক্রমে শিথিল হতে থাকে। এই নতুন শ্রেণীবদ্ধতার ফলে সমাজে অর্থনীতিক সংঘাত ও সংগ্রামের নতুন ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। তারই প্রাথমিক আভাস পাওয়া যায় ভাস্করের এই বিচ্ছিন্ন সংবাদগুলি থেকে।

### ভাস্করের রাজনীতি। সাঁওতাল বিদ্রোহ ও সিপাহী বিদ্রোহ

ভাস্করের রাজনীতি তৎকালে অন্যান্য সাময়িকপত্রের মতো ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণে বিমুখ ছিল, যদিও অনেক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসননীতির কঠোর সমালোচনায় এই বিমুখতা প্রকাশ পেত না। সাঁওতাল বিদ্রোহ ও সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে অনেক সংবাদ ও আলোচনা ভাস্করে প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু যেহেতু এগুলি রাজশক্তির বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহ, সেই হেতু মধ্যবিত্তসুলভ দুর্বলতা আলোচনার কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকাশ পেয়েছে দেখা যায়। যেমন ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬ তারিখে (পৃষ্ঠা ২৯৯-৩০০) ভাস্করে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখা হয়েছে :

"এক সন্তালীয় উপদ্রবেই গবর্ণমেণ্ট বিব্রত হইয়া উঠিয়াছেন, যদি এ সময় অন্য

কোন দিগে বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠে একেবারে দেশ উচ্ছন্ন হইবেক, এদেশে সৈন্যের বড় অনটন পড়িয়াছে, রুষীয় সমরে গোরা পল্টন সকল গমন করিয়াছে, সিপাহি দলের অধিকাংশ লাহোরাদি উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এবং রাঙ্গুণ পেগু ইত্যাদি স্থানে রহিয়াছে, কলিকাতার নিকটে যে দুই একটি সিপাহি দল ছিল তাহারা সন্তাল তাড়নে নিযুক্ত আছে এখন অন্য কোন বন্যজাতি বিদ্রোহী হইলে গবর্ণমেণ্ট কি প্রকারে তাহারদিগকে নিবারণ করিবেন, দূর হইতে সেনা আনিতে ২ তাহারা সন্তালদিগের ন্যায় রাষ্ট্র বিপ্লব করিবে।

"নগরে এখন জনশ্রুতি উঠিয়াছে কোল নামক পর্ব্বতীয় লোকেরাও রাজবিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে আমরা এ সংবাদের যথার্থতা জানিতে পারি নাই অজ্ঞাত বিষয়ে কি অভিপ্রায় প্রকাশ করিব, ফলতঃ সন্তালদিগের প্রাদুর্ভাব ও গবর্ণমেণ্টের মৃদুভাব দৃষ্টে অপরাপর জাতিরাও সাহস পাইয়াছে তাহাতে কোলেরা বিদ্রোহাচারী হইবে বিচিত্র নহে, আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছিলাম সন্তালেরা কোল ভিল জাতির সঙ্গেও সংযোগ করিতেছে এই জনরব তাহারি প্রতিপোষক হইল।"

এই রচনার মধ্যে সাঁওতাল বিদ্রোহ দমনের জন্য সোজাসুজি খুব যে জোর গলায় কিছু বলা হয়েছে তা নয়। তবে বিদ্রোহের কোন রকম পোষকতাও করা হয়নি। তা করা কারও পক্ষে কোনকালেই বোধহয় সম্ভব ছিল না। ভাস্করের সংবাদগুলি সাবধানে পাঠ করলে দেখা যায় যে তার মধ্যে বিদ্রোহী সাঁওতালদের বীরত্বের কাহিনী নানাভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। ২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬ একজন সাঁওতালের ফাঁসির সংবাদ আছে। প্রসঙ্গত বলা হয়েছে—"এই সন্তালও ফাঁসির আজ্ঞা শ্রবণে ভীত হয় নাই, ফাঁসিকাষ্ঠে উঠিবার কালেও তামাকু চাহিয়া খাইয়াছিল" (পৃষ্ঠা ৩০২)। এই সংখ্যার আর একটি সংবাদে বলা হয়েছে যে বিদ্রোহী সাঁওতাল প্রদেশের যাবতীয় কর্মকারেরা দিবারাত্র বন্দুক নির্মাণ করছে। তীর ধনুক টাঙ্গি নিয়ে সিপাইদের সঙ্গে সংগ্রামের অসুবিধা হয় বলে সাঁওতালরা কর্মকারদের দিয়ে বন্দুক তৈরির আয়োজন করেছে। এই তারিখের একটি সংবাদে প্রকাশ যে ভাগলপুরের কোন জমিদার সাঁওতাল বিদ্রোহ দমনের জন্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। সাঁওতালরা ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর জমিদারী ও নীলকুঠি একেবারে উচ্ছন্নে দিয়েছে। জমিদারবাবু ক্ষতিপূরণের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেছেন, কিন্তু সরকার বাহাদুর তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

সাঁওতালদের উপর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে কি নির্মম অত্যাচার করেছেন, তারও কিছু কিছু সংবাদ ভাস্করের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। ২৫ নভেম্বর ১৮৫৬ একখানি বীরভূমের পত্র সম্পাদকীয়স্তম্ভে প্রকাশ করা হয়েছে (পৃষ্ঠা ৩৩৯-৪০)। পত্রখানি এই :

"মহাশয়, নিষ্ঠুরতার বিষয় কি কহিব, যদি আপনি স্বচক্ষে দেখিতেন তবে অশ্রুজলে অবগাহন করিতেন, পোলিস সম্পর্কীয় লোকেরা দামিনীকো নামক স্থান হইতে ৫০ জন সন্তালকে ধৃত করিয়া আনিয়াছে তাহারদিগের অবস্থা দেখিলে পাষাণ

হৃদয় ব্যক্তিরাও রোদন করে, ঐ সকল সন্তালেরা যে দিবস ধৃত হয় সে দিন ও তৎ পর দিবা রাত্রি নিরাহারে বন্ধনাবস্থায় ছিল আহারার্থে জল বিন্দুও পায় নাই, পোলিসের লোকেরা তাহারদিগকে যেমন ধৃত করিয়াছে অমনি বেড়ী পায়ে দিয়াছে, হাতে কড়ী পায়ে বেড়ী, ঐ কড়ী বেড়ী শৃঙ্খলযুক্ত কবিয়াছে তৎপরে পঞ্চাশজনকে এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া টানিয়া লইয়া আসিয়াছে, বেডীর ঘর্ষণে অনেকের হস্তপদে ঘা হইয়া গিয়াছে, সেই ঘা হইতে ঝর্ঝর করিয়া রক্ত পডিতেছে, পথ চলিতে না পারিয়া অনেকে পডিয়া গিয়াছিল তাহারদিগকে টানিয়া লইয়া আসিযাছে, তাহাতে সর্ব্বাঙ্গের চর্ম্ম ছড়িয়া গিয়াছে, ঐ রূপ টানাটানিতে এক বৃদ্ধ মরিয়া গিয়াছিল, তাহার মৃতদেহ হস্তি পৃষ্ঠে তুলিয়া বীরভূমে পাঠাইয়া দিয়াছে, দামিনীকো হইতে বীরভূমে আসিতে আবদ্ধ সন্তালেরা যে কয়েকদিবস পথিমধ্যে ছিল তাহারা অন্ন পায় নাই, বীরভূমের কারাগারের সম্মুখে আনিয়া যখন শৃঙ্খল খুলিয়া দিল তখনও তাহারা হাঁটিয়া কারাগারে প্রবেশ করিতে পারিল না, বেত্রাঘাত করিতে ২ পদাতিকেরা হেঁছডীয়া টানিয়া জেহেল-খানায় লইয়া গেল পরে তাহারদিগের কপালে কি হইয়াছে আমি জানিতে পারি নাই।

"...যুব মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নির্ম্মলকুলে জন্মগ্রহণ হইত তবে সন্তালদিগকে এত যন্ত্রণা দিতেন না: সন্তালেরা যখন স্বাধীন ছিল তখন কত মাজিষ্ট্রেটের মস্তক কাটিয়া ফেলিয়াছে, কত বিবিকে ধরিয়া লইয়া যাইয়া আপনারদিগের কুঁড়িয়াঘবে ভোজন শয়ন করাইয়াছে, শিশু মাজিষ্ট্রেট পুর্ব্বোক্ত সন্তালদিগের প্রতি যে নিষ্ঠুর ব্যাপার করিয়াছেন পশুবাও তাঁহাকে আপনাবদিগের দলে তুলিতে চাহিবেক না, আমাবদিগের লেপ্টেনেন্ত গবর্ণর বাহাদুব কি এ সকল বিষযে অনুসন্ধান করেন না, দামিনীকো স্থান হইতে যে ৫০ জন সন্তাল ধৃত হইয়া বীরভূম কারাগারে আসিয়াছে তাহারা জীবিতাবস্থায় আছে কিনা শ্রীযুত বাহাদুব অনুগ্রহপূর্ব্বক একবাব তত্ত্ব লইবেন...।"

বিদ্রোহকালে এবকম একখানি পত্র সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশ করা রীতিমত সাহসের পরিচয় দেওয়া। প্রকাশ্যে বিদ্রোহ সমর্থন করার প্রশ্ন এখানে উঠতেই পারে না, কিন্তু গৌরীশঙ্কর যে বাস্তবিকই কতদুব সাহসী ছিলেন তা ভাস্করে প্রকাশিত এই পত্রখানি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। সমসাময়িক কোন পত্রিকায় এর তুলনা খুঁজে পাওয়া সত্যিই কঠিন।

সিপাহী বিদ্রোহ ভাস্কর-সম্পাদকের কাছে রীতিমত ভীতিপ্রদ মনে হয়েছিল। এক্ষেত্রে তিনি মধ্যবিত্ত হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের পদাঙ্কই অনুসরণ করেছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহ সফল হলে ব্রিটিশ রাজশক্তির অবসান এবং মুসলমান রাজশক্তির পুনরধিষ্ঠান হবে এই ধরনের একটা আশঙ্কা হিন্দু মধ্যবিত্তদের মনে জেগেছিল। মুসলমান মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর বিকাশ উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত হিন্দু মধ্যবিত্তের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য ছিল বলা চলে। ব্রিটিশ শাসনে ভোগবিলাসের যা কিছু আশীর্বাদ তার প্রায়

সবটুকুই বর্ষিত হয়েছিল এদেশের ধনিক ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর উপরে। তাঁরাই লাভবান হয়েছিলেন এবং স্বভাবতঃই এই লাভটুকু হিন্দু ধনিক ও মধ্যবিত্তের অদৃষ্টে জুটেছিল। এইজন্য সিপাহী বিদ্রোহের প্রকৃত ঐতিহাসিক তাৎপর্য হিন্দু মধ্যবিত্তের, বিশেষ স্তরে হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের একটা বড অংশ উপলব্ধি করতে পারেননি। ভাস্কর-সম্পাদক পণ্ডিত গৌরীশঙ্করও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। "কি মঙ্গল সমাচার" (২০ জুন ১৮৫৭, পৃষ্ঠা ৩৯০) রচনার মধ্যে এই মনোভাব উগ্রভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে:

"হে পাঠকসকল, উর্দ্ধবাহু হইয়া পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া জয়ধ্বনি করিতে ২ নৃত্য কর, শত্রুরা দিল্লীদুর্গ অধিকার করিয়াছে, দিল্লীর বাহিরে মোর্চ্চা করিয়া তোপ রাখিয়াছে, নানাস্থানে তাম্বু ফেলিয়া সমর মুখে রহিয়াছে, গাজীউদ্দীন স্থানে রাজকীয় সৈন্যদিগের উপরে কয়েকবার আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারদিগের ইত্যাদি পরাক্রমের কথা তোমরা শুনিয়াছ, এইক্ষণে জয়ধ্বনি কর, আমারদিগের প্রধান সেনাপতি মহাশয় সসজ্জ হইয়া দিল্লী প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছেন, শত্রুদিগের মোর্চ্চা সিবিরাদি ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছেন, তাহারা বাহিরে যুদ্ধে আসিয়াছিল আমারদিগের তোপমুখে অসংখ্য-লোক নিহত হইয়াছে, রাজসৈন্যেরা ন্যূনাধিক ৪০ তোপ এবং সিবিরাদি কাড়িয়া লইয়াছেন, হতাবশিষ্ট পাপিষ্ঠেরা দুর্গপ্রবিষ্ট হইয়া কপাট রুদ্ধ করিয়াছে, আমারদিগের সৈন্যেরা দিল্লীর প্রাচীরে উঠিয়া নৃত্য করিতেছে, সম্বাদ পাইয়াছি পরদিনেই দুর্গ লইবে, কি মঙ্গল সমাচার, পাঠক সকল জয় ২ বলিয়া নৃত্য কর, হিন্দু প্রজাসকল দেবালয় সকলে পূজা দেও, আমারদিগের রাজ্যেশ্বর শত্রুজয়ী হইলেন।"

বিদ্রোহী সিপাহীরা কলকাতা শহরে হানা দিয়ে সব লুঠপাট করতে পারে এই ভয়ে ধনী ব্যক্তিরা যে কতদূর সন্ত্রস্ত হয়েছিলেন, ভাস্করের একটি চমৎকার বিবরণ থেকে ছবির মতো তা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। "কলিকাতা নগরীয় ধনি লোকদিগের সমরসজ্জা" এই নামে ১৮ জুন ১৮৫৭ তারিখে ভাস্করে এই রচনাটি প্রকাশিত হয় (পৃষ্ঠা ৩৮৯-৯০):

"নগরীয় ধনি মহাশয়েরা মেট্রোপোলিটন কলেজ এবং ভারতবর্ষীয় সভায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন গবর্ণমেণ্টের সাহায্য কার্য্যে প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা করিলেন সেই প্রতিজ্ঞানুরূপ যুদ্ধসজ্জা করিয়াছেন, কলিকাতার উত্তর সিতির পোলের উত্তরাংশে পাইকপাড়া রাজ-বাড়ী অর্থাৎ শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ও শ্রীযুত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুর আপনাদিগের বাড়ীর সম্মুখে রাজপথে ন্যূনাধিক দুই সহস্র অস্ত্রধারীলোক নিযুক্ত রাখিয়াছেন তাহারদিগের মধ্যে ৪০।৫০ জন গোরা, অন্যেরা এতদ্দেশীয় লোক, গোরাদিগের হস্তে গুলী পোরা বন্দুক রহিয়াছে, দেশীয় সৈন্যেরা ঢাল, তলবার, বন্দুকাদি লইয়া চতুর্দ্দিগ নিরীক্ষণ করিতেছে, কলিকাতার মধ্যে শোভাবাজারীয় উভয় রাজবাটিতে সিপাহি সকল বন্দুক লইয়া খাড়া রহিয়াছে মলঙ্গা নিবাসী দত্ত বাবুদিগের এবং জানবাজার

নিবাসিনী শ্রীমতী রাণী রাসমণির বাটিতে বাটিতে গোরাসৈন্যসকল বন্দুক সহিত হৈ ২ থৈ ২ করিতেছে, নগরের মধ্যস্থল কলুটোলা অবধি বাগবাজার পর্য্যন্ত সেন, শীল, দত্ত, মল্লিক, ঠাকুর, সিংহ, ঘোষ, মিত্র, বসু, দেবাদি প্রত্যেক ধনির বাড়ী ২ দেশীয় সৈন্য ও গোরা সৈন্যেরা যুদ্ধোদ্যমে বাদ্যোদ্যম করিতেছে, আমরা তাদৃশ ধনী নহি তথাচ ঢাল, তলবার, শড়কী, বল্লম ইত্যাদি অস্ত্র শস্ত্রধারী কয়েকজন দেশীয় পাইক রাখিয়াছি, এইরূপ যিনি যেমন মনুষ্য তিনি সেই প্রকার সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন, সকল প্রজার বাড়ীতেই ছাদের উপর ঝামা, ইঁট কাঁড়ী ২ সাজাইয়াছে, ধনি দরিদ্র সাধারণ সকলে রাজপক্ষে হইয়াছেন, ধনিলোকেরা কেহ অশ্বারোহণে, কেহ শকটারোহণে, কেহ পাদক্ষেপণে সমস্ত রাত্রি নগর ভ্রমণ করেন অতএব নগর মধ্যে শত্রু প্রবেশ করিতে পারিবেক না, নগর মধ্যস্থ কলিঙ্গার্দি নানা স্থানবাসী খাঁ সাহেবেরাও দাড়ি ঝাড়া দিয়া উঠিয়াছিলেন গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক জবনপাড়ায় গোরা খাড়া করিয়া তাঁহারদিগের কান মলিয়া দিয়াছেন···।”

সিপাহী বিদ্রোহের এই বিবরণটি একাধিক কারণে লক্ষণীয়। বিদ্রোহে সবচেয়ে বেশি ভীত হয়েছিলেন ধনিক ও মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা, এবং তাঁদের অধিকাংশই হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। ভাস্করে যাঁদের নাম ও উপাধি প্রকাশ করা হয়েছে তাঁরা সকলেই হিন্দু। মুসলমানদের কথা একেবারেই উল্লেখ করা হয়নি, অথচ তাঁদের মধ্যে কিছু ধনিক ও মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক নিশ্চয় কলকাতা শহরে তখন বাস করতেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের কথা সামান্য যেটুকু উল্লেখ করা হয়েছে, তার ইঙ্গিতটিও বেশ স্পষ্ট। বলা হয়েছে যে কলিঙ্গর খাঁ সাহেবরা দাড়ি ঝাড়া দিয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু শহরের প্রত্যেক মুসলমান-পাড়ায় গবর্ণমেণ্ট গোরা সৈন্য মোতায়েন করে তাঁদের কান মলে দিয়েছেন। একথার ইঙ্গিত খুব পরিষ্কার। কলকাতার সম্ভ্রান্ত মুসলমানরা ( এবং নিশ্চয় সাধারণ মুসলমানরাও ) সিপাহী বিদ্রোহের সপক্ষে ছিলেন। বিদ্রোহীরা শহরে হানা দিতে পারে মনে করে তাঁরা উল্লাস প্রকাশ করেছিলেন মনে হয়। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মুসলমানদের ‘পঞ্চম বাহিনী’ মনে করতেন বলেই কলকাতার মুসলমান-পাড়ায় গোরা সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছিল।

### ভাস্করের স্বাদেশিকতাবোধ। ব্রিটিশ শাসননীতির তীব্র সমালোচনা

দিল্লীর বিদ্রোহী সিপাহীদের ইংরেজরা সায়েস্তা করেছেন, এই সংবাদ পেয়ে ভাস্কর-সম্পাদক যেভাবে বাঙালী পাঠকদের ঊর্ধ্ববাহু হয়ে জয়ধ্বনি দিয়ে নৃত্য করতে বলেছেন, তাতে হয়ত অনেকের এমন ধারণা হতে পারে যে সম্পাদক মহাশয় ব্রিটিশরাজের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে অত্যধিক বাড়াবাড়ি করেছেন এবং ভাস্করের

রাজনীতি ব্রিটিশ শাসকদের তোষণনীতি ছাড়া আর কিছু নয়। এরকম ধারণার যে বাস্তবিক এই বিশিষ্ট দৃষ্টান্তটি ছাড়া আর কোন ভিত্তি নেই, তা পাশাপাশি সাঁওতাল বিদ্রোহের সংবাদ পরিবেশন থেকেই বোঝা যায়। সাঁওতাল বিদ্রোহের রূপ ও চরিত্র ছিল অন্যরকম, সিপাহী বিদ্রোহের সঙ্গে তার পার্থক্য গুরুতর। সাঁওতালরা বিদ্রোহ করেছিল এদেশী ও বিদেশী শোষকদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে, সেখানে ব্রিটিশ রাজশক্তিকে গদিচ্যুত করে পুনরায় দিল্লীর মসনদে বাদশাহী শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তাই নির্যাতিত বিদ্রোহী সাঁওতালদের প্রকাশ্যে ভাস্কর সমবেদনা না জানালেও, (কিন্তু তা জানানো তখনকার দিনে তো বটেই, আজকের দিনেও সম্ভব কিনা সন্দেহ) সাঁওতাল বিদ্রোহের যে সব সংবাদ ভাস্করের পৃষ্ঠায় পরিবেশিত হয়েছে তার জন্যও কম সৎসাহসের প্রয়োজন হয়নি। তা ছাড়া আরও দৃষ্টান্ত আছে।

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের বছরে ভারতবর্ষের নানাস্থানে দুর্ভিক্ষ হয়। তাতে জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশার আর সীমা থাকে না। বিদ্রোহের বিশৃঙ্খলার মধ্যে এই দুর্দশা চরমে পৌঁছয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব ও মূল্যবৃদ্ধির জন্য দেশের লোক অনাহারে ও অর্ধাহারে জীবন কাটাতে থাকে। এই বিষয়ে আলোচনাপ্রসঙ্গে ভাস্কর-সম্পাদক লেখেন:

"এদেশীয় লোকেরা আর ব্রিটিশ প্রতারণায় ভ্রান্তিযুক্ত হইবেন না, পূর্ব্বে যে সকল মহামহিমেরা শ্বেতজাতিকে কৃতজ্ঞ বলিয়া বিপদ সময়ে নানা মতে সাহায্য করিয়াছিলেন গৌরাঙ্গেরা তাঁহারদিগের সেই উপকারের প্রত্যুপকার স্বরূপে সেই ২ সরলাত্মাদিগকে অশেষ প্রকারে নির্য্যাতন করিবায় অন্যান্য লোকেরা সতর্ক হইয়াছেন, এইক্ষণে রাজপুরুষেরা সাহায্য প্রাপ্তে আর্ত্তনাদ করিলে কি হইবে, তবে ক্রোধ শোধ নিমিত্ত প্রজাদিগের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিবেন কিন্তু তাহাতেও যে তাঁহারা ফল পাইবেন এমত বোধ হয় না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টই বা প্রজাদিগের উপর নির্দ্দয়তা করণের কি বাকি রাখিয়াছেন? প্রতারণা পূর্ব্বক দিন ২ টাক্স বৃদ্ধি করিয়া প্রজার ধন অপহরণ করিতেছেন, ভারত-বর্ষজাত উত্তমাধম সকল বস্তুই স্বদেশে লইয়া যাইতেছেন, এদেশীয় প্রজারা যে খাদ্যাভাবে কত কষ্ট সহ্য করিতেছেন রাজপুরুষেরা তাহা দেখিয়াও অন্ধের ন্যায় বসিয়া রহিয়াছেন, এতকাল উচ্চ সুদি কাগজ দ্বারা অসংখ্য ধনী মনুষ্যকে দরিদ্রতার অধীন করিয়াছেন, প্রজাদলন যাহাকে বলে আমারদিগের রাজ্যেশ্বরেরা তাহা করিতে কোন প্রকারেই ত্রুটি করিতেছেন না, ইহা অপেক্ষা প্রজাদলন আর কাহাকে বলা যায়? রাজা প্রজাদিগের নিকট শঠতাপূর্ব্বক ধনাপহরণ কার্য্যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যেরূপ সুনিপুণ হইয়াছেন পৃথিবীর কোন অংশে এতদ্রূপ সুদক্ষ রাজা আছেন কি না আমরা বলিতে পারি না, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যদিও ডাকাইতদিগের ন্যায় দলবল সহিত প্রজাদিগের গৃহে যাইয়া অর্থলুণ্ঠন করেন না, তথাচ তাঁহারা গৃহে বসিয়া প্রতারণা দ্বারা যেরূপ অর্থ

হরণে পটু হইয়াছেন তাহাতে তস্করেরাও তাঁহারদিগের নিকট পরাজয় স্বীকার করে, গৌরাঙ্গদিগের অপার লীলা বর্ণন করিতে হইলে আমারদিগের কাষ্ঠ লেখনীও পরাজয় স্বীকার করিয়া বর্ণপ্রসবে অক্ষম হইবেক, অতএব আমরা অদ্য বর্ণপ্রসবিনীকে বিশ্রাম দিলাম" ( সম্পাদকীয়, ৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭, পৃষ্ঠা ৩৭৮-৭৯ )।

এই লেখাটি পড়লে ভাস্কর-সম্পাদকের তীব্র স্বাদেশিকতাবোধ সম্বন্ধে মনে কোন সন্দেহ থাকে না। ব্রিটিশ শাসন-শোষণ নীতির এরকম নির্মম সমালোচনা তৎকালে বিরল ছিল। আরও লক্ষণীয় হল বিদ্রোহের সমকালেই এই সমালোচনা করার সাহস হয়েছিল ভাস্করের। কাজেই সিপাহী বিদ্রোহের প্রতি ভাস্করের বিমুখতার কারণ বা উৎস ব্রিটিশ আনুগত্যে অনুসন্ধান করা বোধ হয় সঙ্গত নয়। সমস্ত দিক বিবেচনা করলে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ সম্পাদিত 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকা উনবিংশ শতকের মধ্যপর্বে বাংলাদেশে সাংবাদিকতাক্ষেত্রে প্রগতিশীল আদর্শনিষ্ঠায় অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল। সমসাময়িক আর-কোন পত্রিকায় এরকম কালোপযোগী প্রখর সমাজচেতনা প্রতিফলিত হয়েছিল কি না সন্দেহ।

অশিক্ষিত গোঁড়া ব্রাহ্মণ 'পণ্ডিতগণের' প্রতি ভাস্করের কটাক্ষ

ভাস্কর-সম্পাদক পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ নিজে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তার জন্য বিদ্যাসাগরের যেমন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতশ্রেণীর প্রতি কোন জাতি-শ্রেণীসুলভ বিশেষ সহানুভূতি ছিল না, গৌরীশঙ্করেরও তা ছিল না। বরং পণ্ডিতমূর্খ অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত এই পণ্ডিতকুলের প্রতি উভয়েরই বিজাতীয় অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা ছিল। অর্থ-লোভাতুর এই টুলো ভট্টাচার্য-পণ্ডিতেরা অর্থের বিনিময়ে করতে পারতেন না এমন কোন কাজ ছিল না। কার্যক্ষেত্রে সর্বদাই কাপুরুষের মতো গা-ঢাকা দিতেন। বিধবাবিবাহ আইনের আন্দোলনের সময় এঁরা অনেকে বিপক্ষবাদীদের আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন শুধু অর্থের লোভে। বিপক্ষবাদীদের মধ্যে হিন্দুসমাজের ধনিকদের প্রাধান্য ছিল যথেষ্ট, কাজেই আর্থিক প্রলোভনের অভাব ছিল না। কিন্তু এঁদের বিরোধিতার যে কোন গুরুত্ব ছিল না এবং মতামতেরও যে কোন মূল্য ছিল না সেই প্রসঙ্গে ভাস্কর-সম্পাদক লিখেছেন :

"আমরা লিখিয়াছিলাম হিন্দু বিধবা বিবাহ বিপক্ষে যে সভা হইয়াছে ঐ সভার সভ্য মহাশয়েরা ব্যবস্থাকারি সভায় আপনারদিগের আবেদন পত্র সমর্পণ করিয়াছেন, কিন্তু পরে শুনিলাম...ঐ সভার বিদায় প্রত্যাশি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ স্বতন্ত্র এক আবেদন করিয়াছেন ঐ আবেদনপত্রে স্বাক্ষরকারিদিগের মধ্যে বিদ্যাশূন্য ধর্ম্মধ্বজিগণের সংখ্যাই অধিক, এদেশে ফোঁটাকাটা ভট্টাচার্য্যই অনেক, প্রকৃত পণ্ডিত অধিক নাই, নবদ্বীপ ও

বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপাদি নানা সমাজবাসি প্রসিদ্ধ অধ্যাপকদিগের মধ্যে বহুলোকে স্বাক্ষর করেন নাই, অতএব ব্যবস্থাকারি সভা যদি এই সময়ে একটি কৌতুক করেন তবে শুনিবেন আবেদনপত্রে স্বাক্ষরকারি ধর্ম্মধ্বজিরা দিগ্বিদিক পলায়ন করিয়াছেন, সে কৌতুক আর কিছুই নয়, রাজকীয় ঘোষণা দ্বারা নিমন্ত্রণ করিবেন ঐ আবেদনপত্রে যাঁহারা নাম লিখিয়াছেন টৌন হালে যাইয়া অমুক দিবস তাঁহারদিগের বিচার করিতে হইবেক, সেই বিচার সভায় গবর্ণর বাহাদুর কিম্বা লেপ্টেনেন্ত বাহাদুর উপস্থিত থাকিবেন, এই ঘোষণা দিলেই দেখিবেন ফোঁটাকাটা ভট্টাচার্য্যদিগের এক প্রাণীও টৌনহাল মুখে যাইবেন না। ভেকচিহ্ন তসর গরদ বনাৎ, হরিনামের মালা, নামাবলী প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া নারীপুরে বা দেশান্তরে যাইয়া লুক্কায়িত হইবেন…" ( সম্পাদকীয়, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬, পৃষ্ঠা ৩০৩-৪ )।

ফোঁটাকাটা ভট্টাচায ব্রাহ্মণ যাঁরা বিধবাবিবাহের বিপক্ষে আবেদনপত্রে সই করেছেন, তাঁদের প্রকৃত চরিত্রচিত্রণে বা উদ্‌ঘাটনে গৌরীশঙ্কর কোন স্বজাতি-অনুকম্পা প্রদর্শন করেননি। তাঁর বলিষ্ঠ লেখনীতে এই ধর্মধ্বজী ব্রাহ্মণদেব ধ্বজাটি ধুলায় লুণ্ঠিত হয়েছে। তিনি বলেছেন যে সামান্য একটু কৌতুক করলেই বোঝা যাবে যে এই ধর্মধ্বজী ব্রাহ্মণরা কতখানি অপদার্থ ও অন্তঃসারশূন্য। যদি লাট সাহেব তাদের নিমন্ত্রণ করে টাউনহলে বিচারবিতর্কের জন্য ডাকেন তাহলেই দেখতে পাবেন এই ভট্টাচার্যদের অবস্থা কি হয়। তারা 'নারীপুরে' ( অন্তঃপুরে মেয়েদের কাছে ) অথবা দেশান্তরে গিয়ে আত্মগোপন করবেন। প্রসঙ্গত গৌরীশঙ্কর রামমোহনের সহমরণ নিবারণ আন্দোলনের কথা এবং তাঁর নিজের কথা বিবৃত করেছেন।

### রামমোহনের সহমরণ-নিবারণ আন্দোলন ও গৌরীশঙ্কর

রামমোহন রায়ের সহমরণ-নিবারণ আন্দোলনকালে পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ যে চারিত্রিক তেজস্বিতা ও মানসিক ঔদার্যের পরিচয় দিয়েছিলেন তা আজ পর্যন্ত স্পষ্ট করে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। বিধবাবিবাহ আন্দোলনে ভট্টাচার্য-ব্রাহ্মণদের বিপক্ষতার গুরুত্ব ও স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে প্রসঙ্গত এ বিষয়ের উল্লেখ করেছেন গৌরীশঙ্কর নিজেই। তিনি লিখেছেন :

"সহমরণ বারণ পক্ষীয় হিন্দু মহাশয়গণ অর্থাৎ রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি সকলে এক প্রতিজ্ঞাপত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, উদ্দেশ্য ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত গবর্ণর লর্ড বেন্টিক বাহাদুরকে দিবেন, তাহাতে প্রতিজ্ঞাকারি মহামহিমদিগের অনুরোধে এই প্রতিজ্ঞাপত্রে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা অনেকে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, কিন্তু লাড বেন্টিক বাহাদুর যখন ঘোষণা দিলেন অমুক দিবস অমুক সময়ে গবর্ণমেণ্ট হৌসে শাস্ত্রীয় বিচার হইবেক, স্বাক্ষরকারিরা

আগমনপূর্ব্বক লার্ড বাহাদুরের সাক্ষাতে শাস্ত্রীয় বিচার করিবেন তখন স্বাক্ষরকারি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কে কোথায় পলায়ন করিলেন তাঁহারদিগের অনুসন্ধান হইল-না, যে দিবস বিচার হইবেক তাহার পূর্ব্ব দিন বেলা চারি ঘণ্টাকালে রাজা রামমোহন রায়, বাবু কালীনাথ রায়, বাবু বৈকুণ্ঠনাথ রায়, বাবু রাধাপ্রসাদ রায় প্রভৃতি মহাশয়েরা অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের টোলে ২ ভ্রমণ করিয়া এক প্রাণিকেও দেখিতে পাইলেন না, পরে বেলা পাঁচ ঘণ্টাকালে সকলে রাজা বাহাদুরের উদ্যানালয়ে আসিয়া শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যকে ডাকিলেন এবং কহিলেন 'অর্থলাভ সময়ে যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা প্রতিজ্ঞাপত্রে নাম লিখিয়াছিলেন কার্য্যকালে তাঁহারা গোপন হইলেন, আগামীকল্য বেলা দশ ঘণ্টাকালে গবর্ণমেণ্ট হৌসে লর্ড বেণ্টিক বাহাদুরের সাক্ষাতে আমরা এই প্রয়োজনীয় সময়ে কেবল আপনাকেই লক্ষ্য করিতেছি, এ সময়ে আপনিও কি আমারদিগকে পরিত্যাগ করিবেন.' ভট্টাচার্য্য কহিলেন 'না, যদি রসা রসাতল যায় তথাপি আমার প্রতিজ্ঞার অন্যথা হইবেক না;' ইহাতেই পূর্ব্বোক্ত মহাশয়েরা আহ্লাদিত হইলেন এবং পর দিবস ভট্টাচার্য্যকে লইয়া গবর্ণমেণ্ট হৌসে গেলেন, তৎপরে লার্ড বাহাদুরের সম্মুখে যে ২ ব্যাপার হইয়াছিল ইংরাজ বাঙ্গালি সাধারণ ন্যূনাধিক চারি পাঁচ সহস্র লোকে তাহা দেখিয়াছেন এস্থলে তদ্বিস্তার লিখনে আমারদিগের আত্মশ্লাঘা হয়, ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঐ লোকমণ্ডল মধ্যে আত্মপক্ষে জয়ী হইয়া লার্ড বেণ্টিক বাহাদুরের সাক্ষাতে সাহসিক রূপে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং তাহাতে প্রসন্ন হইয়া লার্ড বাহাদুর সুপ্রসন্ন বদনে ভট্টাচার্য্যের যে প্রশংসা করেন গবর্ণমেণ্টের তৎকালীন কার্য্যপুস্তকে তাহা লিখিত আছে ··· ।"

সহমরণ-নিবারণ আন্দোলনে পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ একরকম প্রত্যক্ষভাবেই রামমোহন রায় ও তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন দেখা যায়। টুলো ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা অনেকে রামমোহনের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এবং অর্থলোভে সহমরণ-নিবারণের আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন, কিন্তু বেণ্টিঙ্ক যখন তাঁদের লাটভবনে বিচারের জন্য উপস্থিত হতে বলেন, তখন সকলে পলায়ন করেন, তাঁদের আর খুঁজে পাওয়া যায় না। রামমোহন ও তাঁর সহযোগীরা ব্রাহ্মণদের টোলে টোলে ঘুরে বেড়ান, কিন্তু কোথাও তাঁদের পাত্তা পান না। অবশেষে দেখা যায় যে পণ্ডিতদের মধ্যে একমাত্র গৌরীশঙ্করই লাটভবনে যথাসময়ে উপস্থিত হয়েছেন এবং প্রায় চার-পাঁচ হাজার আমন্ত্রিত লোকের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি সহমরণ-নিবারণের যুক্তি তেজোদ্দীপ্ত ভাষায় সমর্থন করেন। সেই সময় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকুলের মধ্যে সহমরণ-নিবারণ বিষয়ে এরকম নির্ভীক প্রবক্তা আর কেউ ছিলেন বলে আমরা জানি না। একথার উপর রামমোহন বা গৌরীশঙ্কর প্রসঙ্গে আলোচনায় কোথাও যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে বলে মনে হয় না।

## সর্বশুভকরী পত্রিকা

সর্বশুভকরী সভার মুখপত্ররূপে এই পত্রিকা আগস্ট ১৮৫০ সালে ( ১৭৭২ শকাব্দ ) প্রকাশিত হয়। সভা সংস্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে বলা হয় যে বহুকাল থেকে আমাদের দেশে কতকগুলি কুরীতি ও কদাচার প্রচলিত আছে। এই সব কুরীতি ও কদাচাবের জন্য দেশের বিষম অনিষ্ট ঘটছে এবং কালক্রমে সর্বনাশ ঘটারও সম্ভাবনা আছে। সভার উদ্দেশ্য হল এই কুরীতি-কদাচারের পঙ্ককুণ্ড থেকে সমাজকে মুক্ত করা এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পত্রিকাখানি প্রকাশ করা হয়।

পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 'বাল্যবিবাহের দোষ' ও দ্বিতীয় সংখ্যায় 'স্ত্রীশিক্ষা' নামে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রবন্ধটি লেখেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দ্বিতীয় প্রবন্ধটি লেখেন পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার। একথা বিদ্যাসাগর-সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন তাঁর 'বিদ্যাসাগর জীবনচরিতে' উল্লেখ করেছেন। 'বাল্যবিবাহের দোষ' রচনাটি পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত হয়েছে এবং রচনাটির সঙ্গে অনেকেই পরিচিত। মদনমোহনের স্ত্রীশিক্ষা রচনাটিব সঙ্গে অনেকে পরিচিত নন। রাজনারায়ণ বসু তাঁব 'আত্মচরিতে' এই রচনাটির মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেছেন—"স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক ঐরূপ উৎকৃষ্ট প্রস্তাব অদ্যাপি বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। তর্কালঙ্কার বিল্বগ্রামের একজন ভট্টাচার্য্য হইয়া সমাজ-সংস্কারকাযে যেরূপ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি সহস্র সাধুবাদের উপযুক্ত।"

স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে নানাবিধ যুক্তির অবতারণা করে পণ্ডিত মদনমোহন বলেছেন যে বালিকাবিদ্যালয় স্থাপনকালে তাঁদের মনে হয়েছিল যে দেশের প্রাচীনলোকেরা, যাঁরা কুসংস্কারের দাস, শুধু তাঁরাই এই কাজে বাধা সৃষ্টি করবে। কিন্তু যাঁরা বাল্যকাল থেকে প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ে ইয়োরোপীয় বিদ্যার অনুশীলন করে কৃতবিদ্য হয়েছেন, ন্যায় নীতি পদার্থ মীমাংসা প্রভৃতি পাঠ করে সত্যাসত্য নির্বাচন করতে সমর্থন হয়েছেন, নানাদেশের ইতিহাস পাঠ করে লোকাচার ও লোকচরিত্র সম্বন্ধে সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি লাভ করেছেন, কথায় কথায় যাঁরা সমাজ-সংস্কারের সদিচ্ছা উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ করে থাকেন, তাঁরা নিশ্চয় স্ত্রীশিক্ষার মতো মহৎকর্মের অনুষ্ঠানে নির্ভীক পদক্ষেপে অগ্রসর হবেন, পশ্চাতে তাকাবেন না, আশপাশের বিদ্রূপ ও সমালোচনায় কর্ণপাত করবেন না। দুঃখের বিষয়, এই আশা তাঁদের একেবারে ব্যর্থ হয়েছে। দেশের ইংরেজিশিক্ষিত নবীনতন্ত্র তাঁদের এদিক থেকে একেবারে হতাশ করেছেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় লিখেছেন ( পৃষ্ঠা ৫৫২-৫৪ ):

"সত্যাভিমানী নবীনতন্ত্রের লোকেরা একেবারে আমাদের হতাশ করিয়া দিয়াছেন। কথা কহিব কি? আমরা দেখিয়া শুনিয়া অবাক হইয়াছি, হস্তপদাদি সকল উদরের

মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভাবিয়াছিলাম সত্যাভিমানী নব্য সাম্প্রদায়িক মহাশয়েরা স্বকীয় বিদ্যার প্রভাবে দেশের সকল প্রকার দুরবস্থা দূর করিবেন। স্ত্রীজাতির বিদ্যা-শিক্ষা ভারতবর্ষের সর্ব্বদেশে প্রচারিত করিবেন, বাল্যপরিণয় প্রথা সুদূরপরাহত করিয়া দিবেন। বিধবাগণের দারুণ যন্ত্রণা ও দুঃখ দূর করিয়া দিয়া তাহাদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ সংস্কার প্রদান করিবেন এবং সকল দুরবস্থার নিদানভূত যে জাত্যভিমান তাহাকে আর স্থান দিবেন না। এই সমুদায় মহৎকার্য্য যাঁহাদের কৃতিসাধ্য ভাবিয়া আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম, সেই নবীন সাম্প্রদায়িক মহাত্মারা প্রথম সংগ্রামের উপক্রমেই অর্থাৎ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রারম্ভেই যেরূপ দৃষ্টান্ত দর্শাইয়াছেন, সেই এক আঁচড়েই তাঁহাদিগের বিদ্যা, বুদ্ধি, উৎসাহ, উদ্যোগ, দেশোপকারিতা প্রভৃতি সমুদায় গুণের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এক্ষণে আমরা একপ্রকার স্থির করিয়াছি, এদেশের মৃত্তিকায় যথার্থ উৎসাহী ও যথার্থ হিতকারী মনুষ্য জন্মিতে পারে না। অতএব এদেশ মধ্যে স্ত্রী শিক্ষা অথবা বিধবাবিবাহ প্রভৃতি যে কিছু মহৎকার্য্য যখন ঘটিবে, তাহা বিদেশীয় লোকের অর্থাৎ ইউরোপীয় জাতির হস্ত দ্বারাই সম্পাদিত হইবে, দেশের লোক কেবল হা করিয়া চাহিয়া রহিবেন। বরং পারেন ত সাধ্যানুসারে প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে ক্রটি করিবেন না।"

এই উক্তির মধ্যে দু'টি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমটি হল, ১৮৫০ সালে যখন মদনমোহন এই লেখাটি লিখেছিলেন, অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের পাঁচ-ছয় বছর আগে, তখনই তিনি বিধবাদের পুনর্বিবাহের সংস্কার প্রবর্তনের কথা চিন্তা করেছিলেন দেখা যায়। দ্বিতীয় বিষয় হল, উনবিংশ শতকের সমাজ-সংস্কার, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতির আন্দোলনে পাশ্চাত্ত্যবিদ্যায় নব্যশিক্ষিতরা অগ্রণী হয়েছিলেন; পুরোভাগে ছিলেন, এ ধারণা আংশিক সত্য মাত্র। বরং দেখা যায় যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার, পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ প্রমুখ এদেশীয় সুশিক্ষিত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে ও স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তনে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, বহু ইংরেজিশিক্ষিত নবীনেরা তা করতে পারেননি এবং করতে গিয়ে পদে পদে দ্বিধা-সংশয়ে জড়িয়ে পড়েছেন। কেন এই বিচিত্র ব্যাপার ঘটেছে? বাংলাদেশের নবজাগরণের ইতিহাসের অনুসন্ধানীদের এ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে হবে, তা না হলে নবজাগরণের ইতিহাস-ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ থাকবে।

## বিদ্যাদর্শন

বিদ্যাদর্শন মাত্র ছয় মাসের জন্য প্রকাশিত হয়েছিল এবং অক্ষয়কুমার দত্ত পত্রিকা-খানির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। প্রগতিশীল সমাজসংস্কারের আদর্শ পত্রিকার প্রত্যেকটি রচনায় সুপরিস্ফুট। বহুবিবাহ, অধিবেদন, এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের ব্যভিচারের

কারণ, হিন্দু স্ত্রীদিগের বিদ্যাবুদ্ধির সৎপরামর্শ, বঙ্গদেশের বিদ্যাবৃদ্ধি বিষয়ক প্রস্তাব, স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাস ইত্যাদি রচনা তার নিদর্শন।

১৭৬৪ শকাব্দে, অর্থাৎ ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে দেখা যায় যে বিদ্যাদর্শন 'অধিবেদন' প্রবন্ধে আইনের সাহায্যে বহুবিবাহপ্রথা নিবারণ করার জন্য গবর্ণমেন্টের কাছে আবেদন করছে। এই আবেদনের গুরুত্ব আছে, কারণ সমাজসংস্কার আরও আগে থেকে আরম্ভ হলেও, আইনের সাহায্যে ( by legislation ) কুসংস্কারগুলি উচ্ছেদ না করলে কোন সংস্কার-কর্মই যে আসলে কার্যকর হবে না, এ সত্য আমাদের দেশের প্রথমযুগের সংস্কারকরা বুঝেও বোঝেননি। রামমোহন রায়ও সহমরণপ্রথা উচ্ছেদ করতে হলে সরকারী আইন প্রণয়ন করা আবশ্যক, এমন কথা প্রকাশ্যে জোরগলায় বলতে পারেননি। তার কারণ ভিন্নধর্মী বিদেশী গবর্ণমেণ্ট যদি আইন প্রণয়ন করে হিন্দুসমাজের সংস্কার করেন তাহলে তাঁরা হিন্দুধর্মে হস্তক্ষেপ করছেন বলে বিরোধীদের পক্ষে দেশের ধর্মান্ধ জনসাধারণকে উত্তেজিত করা আরও সহজ হবে। এই কারণে সংস্কারকরা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমপর্বে আইন প্রণয়নের কথা প্রকাশ্যে স্পষ্ট করে বলতে পারেননি। বিদ্যাদর্শনে ( মনে হয় অক্ষয়কুমার ) এই প্রসঙ্গটি সমাজসংস্কার প্রসঙ্গে একাধিকবার উল্লেখ করেছেন।

বিনয় ঘোষ

# THE BENGAL SPECTATOR.

VOL. I.] CALCUTTA, SEPTEMBER 15, 1842. [No. 8.


**HARE TESTIMONIAL FUND.**—The subscriptions to the above fund being in the course of realization for the purpose of being placed at interest in the Union Bank, we recommend our mofussul friends to make an early remittance of their respective contributions to the secretary, Baboo Huruchunder Ghose.

---

**AFGHAN POLICY.**—We learn from the July Overland Mail, which arrived here on the 16th ultimo, that on the 24th June last, Mr. H. J. Baillie had moved in the House of Commons for copies of correspondence of Lt. Burnes with Earl Auckland during his mission in Cabul, and for documents relating to the occupation of Afghanistan, with a view to obtain further information on that subject. Mr. Disraeli had seconded the motion—on which Sir J. Hobhouse having in an elaborate speech vindicated the policy of the Afghan war, Sir Robt. Peel and Lord J. Russell had objected to the production of the papers in question on the ground of such proceeding giving rise to a re-agitation of the subject of the hostile intentions of Russia towards India, after they had been disowned by the former, and the line of conduct subsequently pursued by her had been in unison with such disavowal The motion having been put to vote had been negatived.

We have to observe that when suspicions are entertained, as to the exclusion of some of Burnes's papers of an important nature from the "Blue Book," containing proceedings relating to Afghanistan, and when the character of the late Cabinet is at stake for such suppression, it would have been more straightforward if no objection had been made to the production of the documents, for which Mr. Baillie had moved. We do not clearly comprehend what mischief the adoption of the motion would have done. If Russia has distinctly declared that what her ambassadors had done against the English was unauthorized by her, there can be no reasonable fear of displeasing her by the publication of records containing a detail of their transactions, in which she is considered as

৺হিয়ার সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণের চাঁদা।

এই চাঁদায় যত টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে তাহা ইউনিয়ন বেঙ্কে সুদে বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত আদায় হইতে আরম্ভ হইয়াছে অতএব আমরা মফঃসলের বন্ধুদিগকে অনুরোধ করি তাহাদিগের স্বং দাতব্য মুদ্রা সম্পাদক শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র ঘোষের নিকট শীঘ্র প্রেরণ করুন।

---

আফগান যুদ্ধের বিবেচনা।

গত মাসীয় ১৬ তারিখে স্থলপথগামি ডাকযোগে লণ্ডন নগর হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে তদ্দ্বারা অবগত হওয়া গেল, আফগানস্থান হইতে লেফটেনেন্ট বরন্স সাহেব আরল—আকলণ্ড সাহেবকে যে সকল পত্রাদি লিখিয়াছিলেন এবং তৎস্থান আক্রমণ করণের যেং প্রমাণ পত্র উপস্থিত আছে তাহা সাধারণের সুগোচরার্থ প্রকাশ করণের কল্পনা হইতেছে; এবং উক্ত যুদ্ধ বিষয়েরবিশেষ অনুসন্ধানের নিমিত্ত গত ২৪ জুন হৌস আব কামান্সে মেং এইচ, জে, বেলি সাহেব প্রস্তাব করিয়াছিলেন ও মেং ডিসরেলি সাহেব তদ্বিষয়ে পোষকতা করিয়াছেন; কিন্তু সার জে, হাব হৌস সাহেব ঐ যুদ্ধের ন্যায্যতার পক্ষে বাহুল্যরূপে বক্তৃতা করিলে তৎপরে সার রাবর্ট পিল ও লার্ড পামর সাহেব কহিয়াছেন এতৎ প্রস্তাব এক্ষণে বিবেচনা মতে গ্রাহ্য হইতে পারে না কারণ রুসিয়া কর্ত্তৃক ভারতবর্ষের প্রতি যে যুদ্ধ বিগ্রহের কল্পনা তাহা মিথ্যা যেহেতু তাহারা স্বয়ং অস্বীকৃত হইয়াছে এবং পরে তাদৃশ ব্যবহারও করিয়াছে অতএব এক্ষণে উক্ত পত্রাদির প্রকাশে ঐ বিষয়ের পুনরান্দোলন মাত্র।

এতদ্বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই আফগানস্থান সংক্রান্ত যে সকল কাগজ পত্রাদি মুদ্রাঙ্কনানন্তর নীলবর্ণ পুস্তকে বদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে উক্ত কর্ম্মে ব্যাবৃত বরন্স সাহেবের কতিপয় আবশ্যক পত্র প্রকাশিত না হওয়াতে অনেকে উক্ত যুদ্ধের অন্যায্যতার প্রকাশাশঙ্কায় গোপনের সন্দেহ করেন এবং তজ্জন্য পূর্ব্ব মন্ত্রিদিগের সদ্ব্যবহারের প্রতিও বিশ্বাস হয় না, অতএব বেলি সাহেবের প্রস্তাবানুসারে উক্ত কাগজ পত্রাদি প্রকাশ হইলে সকলের সন্দেহ দূর হইত; তৎপ্রস্তাব গ্রাহ্য করিলে বিশেষ কি হানি ছিল তাহাও আমারদিগের কিছুই বোধগম্য হইতেছে না। শুনিতে পাই রুসিয়ারা কহিয়াছে ইংরাজদিগের বিপক্ষে তাহাদিগের দূতেরা যে সকল কর্ম্ম করে তাহা তাহাদিগের জ্ঞাতসার নহে অতএব উক্ত কাগজ পত্রাদিতে যদি কেবল রুসিয়ার দূতেরদের কর্ম্মাদির বর্ণনা থাকিল এবং তাহাতে যদি রুসিয়াদিগের সাহায্য না রহিল তবে তৎপ্রকাশে

having in no way participated, more especially as their subject matter has gained notoriety in every quarter. The suspicions regarding the suppression of some documents are not, however, altogether groundless. Lieut. Col. H. Fane, Aide-de-Camp to the late General Sir H. Fane, published in the Times of the 5th July last, a letter from which the following is an extract: "It can be proved to the British public, who are so purposely kept in the dark, as to the reason of these great disasters, that this Afghan war or policy described as so glorious and so necessary, was *unnecessary, unwise, and most unjust.* The suppressed papers of the lamented and talented Sir Alexander Burnes will show all this, I can confidently assert; the reason of their suppression is easily guessed." We also find in the Bengal Hurkura of the 11th ultimo, extracts from four papers of Burnes's originally printed in the Bombay Times, which form a part of the suppressed Papers. Want of room prevents us from transferring them to our pages. The purport of the extracts 1st, 2nd and 4th, (the 3rd being not of much consequence) is as follows: 1st proving that Shah Shoojah "had not the head to manage any thing," the 2nd depicts the friendly feeling of Dost Mohamud towards the English, until he was "compelled to fly to arms," the 3rd containing Burnes's opinion as to the mode of restoring Shah Shoojah.

We are not aware what information there may be in the other suppressed papers. As the question cannot be considered in all its bearings unless every thing connected with it is fully known, we hope a stronger combination of efforts will soon be made for the production and publication of the papers in question.

**Finance Committee.**—The celebrated Finance Committee of Lord Ellenborough, on the subject of whose appointment we inserted an article from a correspondent in our last, submitted their first Report on the alleged alarming increase of expenditure during Lord Auckland's administration, on the 6th ultimo. His Lordship's Resolution thereon is dated the 7th. Both these documents have been published, and it appears they are as extraordinary official papers as the one which called them into existence.

The truth is the Committee have done nothing. Or perhaps it would be more correct to say they have done nothing because there was nothing to be done in the way of detecting extravagance.

তাহাদিগের অসন্তুষ্টি জন্মাইবার সম্ভাবনা কি? এবং ঐ কাগজ পত্রাদির মূল তাৎপর্য্যই বা কাহার অবিদিত আছে। অতএব উক্ত কাগজ পত্রাদির কিয়দংশ গোপন জন্য লোকদিগের যে সন্দেহ জন্মিয়াছে তাহা অমূলক নহে। জেনেরল ফেন সাহেবের এডিকম্প লেফ্টেনেন্ট করনেল ফেন সাহেব জুলাই মাসের ৫ তারিখে টাইম্স সংবাদ পত্রে যে এক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে প্রকাশ হইতেছে।

"আফগান যুদ্ধের মাহাত্ম্য ও আবশ্যকতাদি বিষয় বর্ণনা করা গিয়াছে; তাহাতে যে সকল আপদ্ ঘটিয়াছে তাহার কারণ ইংলণ্ডীয় সাধারণ লোকেরা না জানিতে পারে তজ্জন্য লুকায়িত আছে, সমস্ত উক্ত যুদ্ধ যে অনাবশ্যক ও তাহা যে অতিশয় অন্যায় এবং অবিবেচনা পূর্ব্বক হইয়াছে তাহাই এক্ষণে সপ্রমাণ হইতে পারে। আমি সাহস পূর্ব্বক কহিতেছি, স্মরণীয় বিজ্ঞবর বর্ণস সাহেবের লুক্কায়িত কাগজ পত্রাদি প্রকাশ হইলেই অন্যায় সপ্রমাণ হইবেক এবং উক্ত কাগজ পত্রাদি কি কারণে গোপন হইয়াছে তাহাও সকলে বুঝিতে পারিবেন।

গতমাসের ১১ দিবসীয় হরকরা পত্রে উক্ত বর্ণস সাহেবের লুক্কায়িত কাগজ পত্রের [illegible] বোম্বে টাইম্স [illegible] সংগৃহীত হইয়া যাহা মুদ্রিত হইয়াছে তাহা আমরা [illegible] উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না কিন্তু উক্ত পত্রের মূল ১, ২, ও ৪, সংখ্যক কাগজের তাৎপর্য্য নিম্নে লিখিতেছি, ৩ সংখ্যা বিশেষ প্রয়োজনীয় নহে, প্রথম ঐ [illegible] হইতেছে [illegible] নির্ব্বাহ করণের [illegible] ২ সংখ্যাতে [illegible] ইংরাজদিগের [illegible] যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে [illegible] সহিত অত্যন্ত সৌহৃদ্য ব্যবহার করিতেন; ৪ সংখ্যাতে [illegible] কি প্রকারে রাজ্য প্রাপ্ত হইতে পারেন তদ্বিষয়ে বর্ণস সাহেবের মত লিখিত আছে, অন্যান্য গুপ্ত কাগজ পত্রে যাহা লিখিত আছে তাহা জানি না, অতএব যদি [illegible] পারে না অতএব ভরসা করি [illegible] সকল কাগজ পত্র প্রকাশ করণের পুনর্ব্বার [illegible] চেষ্টা হইবেক।

[illegible] রাজস্ব বিষয়ক সভা।

আমরা গত পত্রে [illegible] কোন পত্র প্রেরক বর্ত্তমান গবর্ণর লার্ড এলেনবরা সাহেবের রাজস্ব বিষয়ক সভা স্থাপনের বিষয় লিখিয়াছিলেন, ঐ সভা গত মাসের ৬ তারিখে লার্ড আকলণ্ডের রাজ্য সময়ে যে প্রকারে খরচ বৃদ্ধি হয় তদ্বিষয়ে এক রিপোর্ট উপস্থিত করিয়াছেন।

উক্ত রিপোর্ট বিষয়ক সভার নিয়মে লার্ড এলেনবরা সাহেবের [illegible] পত্র এবং ঐ রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে; আমরা রাজ্য সম্পর্কীয় কাগজ পত্রের মধ্যে ঐ দুই কাগজ দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্য বোধ করিলাম ফলতঃ ঐ সভা অন্যায় ব্যয় দর্শাইবার কোন কারণ না পাওয়াতে তদ্বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র কার্য্য করিতে পারেন নাই।

উক্ত সভা নিযুক্ত হইলে তাঁহার প্রতি নিম্নলিখিত দুই কর্ম্মের ভার অর্পিত হয় অর্থাৎ প্রথমত তাঁহারা রাজকীয় কর্ম্ম-

ভ্রাত র্ব্বোধসরোজ কিংচিরয়সে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরংবৃজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্ব মধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখা দুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতেনব্যয়তেশাশ্বতঃ শশ্বৎ স্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরোদোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানা দেশ বিলাসএষ বিলসন্মঞ্জূ রুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বতমুখা দৃবাজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৩ সং, খণ্ড ১১ বালম ইং ১৮৪৯ সাল ১৭ এপ্রেল । দানীশাব্দ ৯৯ আব্দ লরাজাব্দাঃ ৮১ বাঙ্গালা ১২৫৬ সাল ৬ বৈশাখ মঙ্গলবার মূল্য মাসে ১ টাকা আগ্যমি ৮ টাকা

# সর্ব্বশুভকরীপত্রিকা

অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্
অশ্বমেধসহস্রাত্তু সত্যমেবাতিরিচ্যতে

প্রথম ভাগ। ] আশ্বিন। শকাব্দাঃ ১৭৭২। [ ২ সংখ্যা।

## স্ত্রীশিক্ষা।

এক বৎসরের অধিককাল গত হইল কন্যাসন্তানদিগের শিক্ষার নিমিত্ত এই মহানগরীতে এবং বারাসতে ও অন্যান্য কতিপয় স্থানে শিক্ষা স্থান সংস্থাপিত হইয়াছে। এই শ্রেয়স্কর বিষয় সর্ব্বত্র প্রচারিত করিবার নিমিত্ত কএক জন মহাত্মা প্রথমতঃ দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়া আপন আপন কন্যাসন্তানদিগকে তত্তৎ পাঠস্থানে নিয়োজিত করিয়াছেন। ঐ ভদ্র মহাশয়েরা সর্ব্বদাই মনের মধ্যে এইরূপ প্রত্যাশা করেন যে স্বদেশস্থ সমস্ত ভদ্র ব্যক্তিই তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া স্ব স্ব কন্যাগণের অধ্যয়ন সম্পাদনে যত্নপূর্ব্বক প্রবৃত্ত হন।

কিন্তু কি দুঃখের বিষয় অদ্যাপি কেহই এই শ্রেয়স্কর বিষয়ে কিছুই উদ্যোগ করিতেছেন না। সকলেই কুসংস্কার ও ভ্রান্তি জালে মুগ্ধ ও ভ্রান্ত হইয়া স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ের ভাবি উপাদেয় ফল বোধগম্য করিতে পারিতেছেন না কেবল কুসংস্কারমূলক কতকগুলিন কুতর্ক ও অকিঞ্চিৎকর আপত্তি উপস্থাপিত করিয়া এই মঙ্গল ব্যাপারের প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতেছেন।

তাঁহারা কহেন

১ প্রথম। শিক্ষা কর্ম্মের উপযোগিনী যে সকল তাহা নাই সুতরাং কন্যাসন্তানেরা শিখিতে পারে না।

দ্বিতীয়। স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষার ব্যবহার এদেশে কখন নাই, এবং শাস্ত্রেও প্রতিষিদ্ধ আছে; অতএব লোকাচারবিরুদ্ধ ও শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ ব্যাপার কদাচ অনুষ্ঠানযোগ্য হইতে পারে না।

তৃতীয়। স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাশিক্ষা করিলে দুর্ভাগ্য দুঃখ ও পতিবিয়োগ দুঃখের ভাজন হইয়া চিরকাল কষ্টে জীবনযাপন করিবেক অতএব এতাদৃশ দৃষ্টদোষদূষিত বিষয় জানিয়া শুনিয়া পিতা মাতা কেমন করিয়া প্রাণসমান স্বসন্তানকে এই দারুণ দুঃখার্ণবে নিক্ষিপ্ত করিতে পারেন।

চতুর্থ। স্ত্রীজাতি বিদ্যাবতী হইলে স্বেচ্ছাচারিণী ও মুখরা হইবেক, বিদ্যার অহঙ্কারে মত্ত হইয়া পিতা মাতা ভর্ত্তা প্রভৃতি গুরুজনকে অবজ্ঞা করিবেক, এবং পরিশেষে দুশ্চরিত্রা হইয়া স্বয়ং পতিত হইবেক ও স্বকীয় পবিত্র কুলকে পাতিত করিবেক; অতএব স্ত্রীজাতিকে সর্ব্বথা অজ্ঞানান্ধকূপে নিক্ষিপ্ত রাখাই উচিত, কদাপি জ্ঞানপথের সোপানপ্রদর্শন করা উচিত নয়।

পঞ্চম। এই সমস্ত দৃষ্ট ও অদৃষ্ট দোষ উল্লঙ্ঘন করিয়াও যদ্যপি স্ত্রীজাতিকে বিদ্যাশিক্ষা

## বাল্যবিবাহের দোষ।

অষ্টমবর্ষীয় কন্যা দান করিলে পিতা মাতার গৌরী দান জন্য পুণ্যোদয় হয়, নবম বর্ষীয়াকে দান করিলে পৃথ্বী দানের ফল লাভ হয়; দশম বর্ষীয়াকে পাত্রসাৎ করিলে পরত্র পবিত্রলোক প্রাপ্তি হয় ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্র প্রতিপাদিত কল্পিত ফল মৃগতৃষ্ণায় মুগ্ধ হইয়া পরিণাম বিবেচনা পরিশূন্য চিত্তে অস্মদ্দেশীয় মনুষ্য মাত্রেই বাল্যকালে পানিপীড়নের প্রথা প্রচলিত করিয়াছেন।

ইহাতে এ পর্য্যন্ত যে কত দারুণ অনর্থ সঙ্ঘটন হইতেছে, তাহা কাহার না অনুভব গোচর আছে? শাস্ত্রকারকেরা এই বাল্য বিবাহ সংস্থাপনা নিমিত্ত এবং তারুণ্যাবস্থায় বিবাহ নিষেধার্থ স্ব স্ব বুদ্ধি কৌশলে এমত কঠিনতর অধর্ম্ম ভাগিতার বিভীষিকা দর্শাইয়াছেন, যদ্যপি কোন কন্যা কন্যাদশাতেই পিতৃগৃহে স্ত্রীধর্ম্মিণী হয়, তবে সেই কন্যা পিতৃ মাতৃ উভয় কুলের কলঙ্ক স্বরূপা হইয়া সপ্তপুরুষ পর্য্যন্তকে নিরয়গামী করে, এবং তাহার পিতা মাতা যাবজ্জীবন অশৌচগ্রস্ত হইয়া সমস্ত লোক সমাজে অশ্রদ্ধেয় ও অপাঙ্‌ক্তেয় হয়।

ইহাতে যদিও কোন সুবোধ ব্যক্তির অন্তঃকরণে উক্ত বিধির প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধি জন্মে তথাপি তিনি চিরাচরিত লৌকিক ব্যবহারের পরতন্ত্র হইয়া স্বাভীষ্ট সিদ্ধি করিতে সমর্থ হন না। তাঁহার আন্তরিক চিন্তা অন্তরে উদয় হইয়া ক্ষণ প্রভার ন্যায় ক্ষণমাত্রেই অন্তরে বিলীন হইয়া যায়।

এইরূপে লোকাচার ও শাস্ত্রব্যবহার পাশে বদ্ধ হইয়া দুর্ভাগ্য বশতঃ আমরা চিরকাল বাল্য বিবাহ নিবন্ধন অশেষ ক্লেশ ও দুরপনেয় দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছি। বাল্যকালে বিবাহ হওয়াতে বিবাহের সুমধুর ফল যে পরস্পর প্রণয় তাহা দম্পতিরা কখন আস্বাদ করিতে পায় না, করণ বিষয়েও পদে পদে বিড়ম্বনা ঘটে, আর পরস্পরের অত্যন্ত অপ্রীতিকর সম্পর্কে যে সন্তানের উৎপত্তি হয় তাহাও তদনুরূপ অপ্রশস্ত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। আর নব-বিবাহিত বালক বালিকারা পরস্পরের চিত্তরঞ্জনার্থে রসালাপ বিদগ্ধতা বাকচাতুরী কামকলাকৌশল প্রভৃতির অভ্যাস করণে ও প্রকাশ করণে সর্ব্বদা সযত্ন থাকে, এবং তত্তদ্বিষয়ে প্রয়োজনীয় উপায় পরিপাটী পরিচিন্তনেও তৎপর থাকে, সুতরাং তাহাদিগের বিদ্যালোচনার বিষম ব্যাঘাত জন্মিবাতে সংসারের সারভূত বিদ্যাধনে বঞ্চিত হইয়া কেবল মনুষ্যের আকার মাত্রধারী, বস্তুতঃ প্রকৃত রূপে মনুষ্য গণনায় পরিগণিত হয় না।

সকল সুখের মূল যে শারীরিক স্বাস্থ্য তাহাও বাল্য পরিণয় প্রযুক্ত ধ্বংস পায়, ফলতঃ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অস্মদ্দেশীয় লোকেরা যে শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্যে নিতান্ত দরিদ্র হইয়াছে কারণ অন্বেষণ করিলে পরিশেষে বাল্য বিবাহই ইহার মুখ্য কারণ নির্দ্ধারিত হইবেক সন্দেহ নাই।

হায়! জগদীশ্বর আমারদিগকে এ দুরবস্থা হইতে কত দিনে উদ্ধার করিবেন। এবং সেই শুভদিনই বা কত কালের পর উপস্থিত হইবে। যাহাহউক অধুনা এতদ্বিষয় লইয়া যে আন্দোলন হইতেছে ইহাও মঙ্গল। বোধ হয় কখন না কখন এতদ্দেশীয় লোকেরা সেই ভাবি শুভ দিনের শুভাগমনে সুখের অবস্থা ভোগ করিতে সমর্থ হইবেক।

এইরূপে অস্মদ্দেশীয় অন্যান্য অসদ্ব্যবহার বিষয়ে যদ্যপি সর্ব্বদাই লিখন পঠন ও পর্য্যালোচনা হয়, অবশ্যই তন্নিরাকরণের কোন সদুপায় স্থির হইবেক সন্দেহ নাই। অনবরত মৃত্তিকা খনন করিলে কত দিন বারি বিনির্গত না হইয়া রহিতে পারে? কাষ্ঠে কাষ্ঠে অনবরত সঙ্ঘর্ষণ করিলে কত ক্ষণ হুতাশন বিনিঃসৃত না

প্রথমখণ্ড ) আষাঢ়মাস ১৭৬৪শকাব্দাঃ ( ১সংখ্যা ।

যখন যে জাতির মধ্যে সভ্যতা প্রবেশ করে, তাহার পূর্ব্বেই এই প্রকার প্রকাশ্য পত্রের সৃষ্টি হইয়া বিদ্যার পথমুক্ত হইতে থাকে। এই পরম প্রিয়কর নিয়মের পশ্চাদ্বর্ত্তি হইয়া আমরাও বঙ্গদেশের মৃতপ্রায় ভাষার পুনরুদ্দীপনে যত্ন করিতে অভিলাষ করিয়াছি, কিন্তু পাঠকগণকে কি প্রকারে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিব এই চিন্তা এইক্ষণে কেবল সংশয়ে পরিপূর্ণ রহিল, যেহেতুক আমাদিগের এবম্প্রকার উদ্যোগের ন্যায় এতদ্দেশে পূর্ব্বে একপ কোন কল্পনার সৃষ্টি হয় নাই, যে তাহার অনুগামি হইয়া আমরাও আমারদিগের অভিপ্রেত ব্যাপারে তদ্রূপ রচনাদি করিতে উদ্যত হই, সুতরাং এপ্রকার নূতন বর্ত্মে আমরা অতিশয় ভীতচিত্তে অগ্রসর হইলাম, এবং সংশয়াপন্ন হইয়া বিদ্যার্থিগণকে এইপথকে অবলম্বন করিতে নিমন্ত্রণ করিতেছি ।

প্রকাশ্য পত্র, বা কোন হিতজনক গ্রন্থ রচনায় অভিলাষ যখন রচকের অন্তঃকরণ মধ্যে যশোভিলাষের সহিত জড়িত হয়. এবং সৎকালে অতিশয় ব্যগ্র হইয়া গ্রন্থকর্ত্তা চিন্তার সহিত লেখনীকে হস্তে ধারণ করেন, তখন মনেং যেপ্রকার অপর্য্যাপ্ত আহ্লাদরাশি তাঁহার চিত্তকে আলিঙ্গন করিতে থাকে, তদপেক্ষা অধিকতর শঙ্কা ও ঐ গ্রন্থ, বা পত্র সাধারণ সমাজে অর্পণ কালীন অনুভব করিতে হয়। কোন বিষয় লিপিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে যখন বিবেচনার মধ্যে গোপন থাকে, তখন তাঁহার জন্য কেবল রচনা কারির অন্তঃকরণে সংশয় মিশ্রিত এক প্রকার নূতন যশের বাসনা মাত্র থাকে কিন্তু মানসিক কল্পনা যখন তাঁহার লেখনীর ক্রোড় হইতে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন আর নিজকল্পিত অভিলাষের সহিত সম্পর্ক রাখে না, কেবল দর্শকদিগের কথার উপর নির্ভর করে ।

বিদ্যাবিশিষ্ট সাবধান লেখকেরাও দুই প্রকার পাঠক সমাজের অধীনে রহিয়াছেন প্রথমতঃ একপক্ষ যাঁহারা কেবল গুণগ্রাহি, দ্বিতীয়তঃ যাঁহারা কেবল দোষকে অন্বেষণ করেন। এই দলদ্বয়ের পরস্পর বিতণ্ডার দ্বারা গ্রন্থরচনাকারিরা এক সময়েই অনুরাগ এবং অনুৎসাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতেছেন, এবং যদিও অনুৎসাহিদিগের দলে অধিক ব্যক্তি সংযুক্ত থাকেন, তথাপি আপন দেশহিত করণ মানসের প্রবলতা জন্য এক কালেই শত্রুগণের ইচ্ছাকে গ্রহণ করেন না, অর্থাৎ সাধারণের অনুৎসাহি না হইয়া বরং বিপক্ষবর্গের তুষ্টির পথ নির্ম্মাণ করিতে চেষ্টা করেন ।

সকল বিষয়েরই মূলোৎপাটনের হেতু কেবল সাধারণ সমাজের অনুৎসাহ মাত্র, যখন কোন ব্যাপারের প্রতি সকলেই ঘৃণা করিতে থাকেন, তখন আর তদ্বিষয়ের স্থায়িত্বের জন্য বিশ্বাস, ও ভরসা করিতে কেহই সাহস করেন না, দিনং তাহার পতনের স্থান পরিষ্কৃত হইতে থাকে, এবং হঠাৎ কোন সামান্য উপলক্ষে বিনাশ হয় ।

যদিও আমরা এই বিদ্যাদর্শন পত্রের স্থায়িত্ব বিষয়ে বিলক্ষণ ভরসা করিতেছি, ও প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কহিতেছি যে আমরা অবশ্য আমারদিগের সাধ্যাধীন সমুদয় চেষ্টাকে পাঠকগণের সন্তোষার্থ ব্যবহার করিব, এবং ঐ চেষ্টাদ্বারা বিদ্যাপথের অনেক কণ্টক মুক্ত করিব, তথাচ এতদ্দেশীয় অনুৎসাহের প্রতি লক্ষ করিলে এক কালীন সমুদয় অভিলাষ অবসন্ন হয় ।

উপরি উক্তহেতুবাদে আমারদিগের অধিক ক্ষোভের বিষয় কি যেহেতু অস্মদাদির শ্রেয়ঃকার্য্য যে দেশহিতার্থে চেষ্টিত হওয়া, তাহা আমরা শক্তির সহিত করিলাম। এইক্ষণে ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া প্রবৃত্ত হইতেছি, এবং ভাবনার অতীত অমঙ্গল ঘটিলেও পরমেশ্বরকে প্রণিপাত পূর্ব্বক নিবৃত্ত হইব।

সম্প্রতি এই পত্রের বিশেষ তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিবার জন্য ইহার সংক্ষেপ বিবরণ নিম্নদেশে প্রকাশ করিতেছি। এতৎ পত্রে এমত সকল বিষয়ের আলোচনা হইবেক, যদ্দ্বারা বঙ্গভাষায় লিপি বিদ্যার বর্ত্তমান রীতি উত্তম হইয়া সহজে ভাব প্রকাশের উপায় হইতে পারে। যত্নপূর্ব্বক নীতি, ও ইতিহাস, এবং বিজ্ঞান, প্রভৃতি বহুবিদ্যার বৃদ্ধি নিমিত্ত নানা প্রকার গ্রন্থের অনুবাদকরা যাইবেক, এবং দেশীয় কুরীতির প্রতি বহুবিধ যুক্তি, ও প্রমাণ দর্শাইয়া তাহার নিবৃত্তির চেষ্টা হইবেক। তদ্ভিন্ন রূপকাদি লিখনে একং প্রকার নূতন নিয়ম প্রস্তুত করা যাইবেক।

## শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুরের পত্র.

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুর ইউরোপ গমনকালীন পথিমধ্যে স্থানং হইতে যে সকল পত্র কলিকাতায় প্রেরণ করিয়াছেন, তৎসমস্ত দেশস্থ লোকের মনোরঞ্জন অথচ জ্ঞান দায়ক হইবেক এজন্য আমারা ঐসকল লিপি অনুবাদপূর্বক আমারদিগের পত্রের একখানে ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম,

দিগেল অন্তরীপ ইং১৮৪২ সাল ১৯ জানুয়ারি — আমরা অদ্য প্রাতঃকালে এইস্থানে উত্তীর্ণ হইয়াছি, এবং যথা সাধ্য এতৎ সুন্দর উপদ্বীপের কিয়দংশ দৃষ্টিকরণেরজন্য পদ ব্রজে গমনকরিতে অভিলাষ করিয়াছি সুতরাং এস্থল হইতে শীঘ্র গমনাবশ্যক হওয়াতে আমার এই পত্র অতি সঙ্ক্ষেপে লিখিতহইল. মান্দ্রাজ পরিত্যাগাবধি বায়ুর অবস্থা একরূপই আছে, এবং সামুদ্রিকপাড়া এপর্যন্ত আমাকে আক্রমণ করিতে পারে নাই, ইহাতে বোধ করি, যে আমি ঐ রোগ হইতে উত্তীর্ণ হইলাম গত দিবস বেলা দশঘণ্টার সময়ে আমরা লঙ্কা সন্দর্শনপূর্বক তীরের সন্নিহিত হইয়া গমন করিতেং দেখিলাম যে জলেরধার অত্যন্ত নিবিড় নারিকেল বনে আবৃত রহিয়াছে, এবং নানাপ্রকার পর্বত কন্দরাদি বৃক্ষসমূহেতে আচ্ছন্ন হইয়াছে —এরূপ মনোহর দৃষ্টি আমিএপর্যন্ত আর সম্ভোগ করিনাই — কে কহিবেন যে পুস্তক পাঠদ্বারা তাঁহার প্রত্যেকদেশের জ্ঞানোপার্জ্জন করা কদাপি সম্পূর্ণফল দায়ক হইবে না, যেহেতু এই মনোরম্য উপদ্বীপ দর্শন করিয়া আমি যেরূপ আনন্দানুভব করিয়াছি তাহা শতশত গ্রন্থের উৎকৃষ্ট বর্ণনা পাঠদ্বারাও কদাপি লব্ধ হইত না. দৃষ্টিরূপ পুস্তকেরন্যায় অন্য কোন প্রকার বর্ণনা বস্তুর যথার্থ ভাব প্রকাশ করিতে পারে না আমি এইক্ষণে নিশ্চয় জানিলাম যে রামায়ণে স্বর্ণময় লঙ্কার উল্লেখ আছে তাহা অপ্রকৃত নহে যদি ও তত্রস্থ মৃত্তিকা বস্তুতঃ স্বর্ণ নয়, কিন্তু পৃথিবী এস্থানে এপ্রকার প্রচুর রূপে ফলবতী হইয়াছেন যে ইহার প্রত্যেকবিঘা ভূমির সহিত একং ক্ষুদ্র স্বর্ণ খনির তুলনা হয়,

## দ্বিতীয় পত্র

সাগরস্থিত ইণ্ডিয়া নামক জাহাজ, ইং ১৮৪২ সাল ২১ জানুয়ারি — আমি পূর্বপত্রে আমার ক্রমশঃ ভ্রমণের বিবরণ লিখিতে যে স্বীকার করিয়াছিলাম, তাহা আরম্ভ করিলাম, এবং এডেননগরে উত্তীর্ণ হইবার মধ্যেই তাহা সমাপ্ত করিব, যেহেতু যে বাষ্পীয় জাহাজ বোম্বাই রাজধানীতে আগমন করিতেছে উক্ত নগরে তাহার উদ্দেশ হইতে পারিবে. পূর্ব লেখনে আমি জ্ঞাপন করিয়াছিলাম যে বর্ত্তমান মাসের অষ্টাদশদিবসে বেলা ১০ঘণ্টার সময়ে লঙ্কাবতট আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, এবং বহুবিধ শোভাযুক্ত পর্বত কন্দরাদি, এবং তৎআবরণ স্বরূপ নারিকেল বন এবং অপরাপর বৃক্ষ, যাহা জলেরধার পর্যান্ত জন্মিয়াছে, অন্তঃকরণকে অত্যন্ত আহ্লাদিত করিয়াছিল. পরদিন বেলা দুই প্রহর এক ঘণ্টার সময়ে দিগেল অন্তরীপে নঙ্গর হইল. আদমস পিক নামক এক পর্বত আমরা অবলোকন করিলাম, যাহা ( সকলে কহেন ) সমুদ্রের উপর প্রায় ৬৬৬৬ হস্ত উচ্চ, এরূপ জনশ্রুতি আছে যে এই পর্বতের শৃঙ্গোপরি ২০ ফিট অর্থাৎ ১৩ হস্ত দীর্ঘ আদমের একপদ চিহ্ন আছে কিন্তু হিন্দু ইতিহাস অনুসারে আমি অনুমান করি, যে মহাবীর হনুমান লঙ্কায় আগমন কালীন প্রথমে এই পর্বতের উপরে পদার্পণ করিয়াছিলেন সমুদ্রের সম্মুখবর্ত্তি এক পর্বতোপরে অত্রস্থ দুর্গের অগ্রভাগ নির্ম্মিত আছে, এবং নগরের মধ্যে ক্ষুদ্র গিরি সকল অধিক দূরপর্য্যন্ত মগ্ন থাকাতে এক অতি সুন্দর কোল হইয়াছে ঐসকল পর্বতের উপরে যে সমুদয় দুর্জ্জয় তরঙ্গ প্রক্ষিপ্ত হইতেছে, তাহার প্রতি অতিশয় শঙ্কার সহিত অবলোকন করিতে হয়. বৃহৎ২ প্রবল জাহাজ ঐ সমুদায় স্ফুটিত তরঙ্গের মধ্যে পতিত হইলে একেবারে ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়, কিন্তু কোলে প্রবেশজন্য এক উত্তম পরিস্কৃত পথ রহিয়াছে.নঙ্গরকরণানন্তর আমরা দেখিলাম যে নানাফলএবং উপদ্বীপের উৎপন্ন অন্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ নৌকা সকল আসিয়া আমারদিগকে বেষ্টন করিলেক. নৌকার আকৃতি এক প্রকার অসাধারণ, অতএব তাহার বর্ণনা লিখিতে অশক্ত হইতেছি

প্রথমতঃ আমি এক মনোহর ঘাট সন্দর্শন করিলাম, যাহা কলিকাতার ঘাট অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর এবং পথ সকল ও অতি পরিচ্ছন্ন. বাস্তুগৃহ একতাল এবং যদ্যপি উজ্জ্বল ও গৌরবান্বিত নহে, কিন্তু অতিশয় পরিষ্কৃত এবং সুন্দর দুর্গের দ্বারোপরে '১৬৬৮সাল,, এই তারিখলিখিত আছে, কিন্তু দুর্গ এপ্রকার উত্তম দেখিলাম, বোধ হয়, সম্প্রতি নির্ম্মিত হইয়াছে, সমুদায় নগর দুর্গপ্রাচীরে বেষ্টিত আছে, শকটাদি গমনাগমনের এক পথ জেল হইতে কোয়ম্বো অবধি প্রায় ৩৪॥০ ক্রোশ ব্যাপ্ত রহিয়াছে এবং তাহারমধ্যে নারিকেল বৃক্ষশ্রেণী অতি নিবিড়রূপে উন্নত হইয়াছে বঙ্গদেশে যে সকল ফল জন্মে, এস্থানেও প্রায় তাহাই উৎপন্ন হয় বিশে-

রচনা সংকলন

# সমাজ ও অর্থনীতি

বেঙ্গল স্পেক্টেটর

## সমাজ ও অর্থনীতি

### সম্পাদকীয়।* এপ্রিল ১৮৪২। ১ সংখ্যা

অস্মদ্দেশীয় জনগণের জ্ঞান ও সুখের বৃদ্ধি যাহাতে হয় তাহাতে প্রবৃত্তির উপযোগি বিষয় সকল আমারদিগের সাধ্যানুসারে কিঞ্চিৎ আন্দোলন করণার্থে আমরা এতৎ পত্র প্রকাশ করণে উদ্যত হইয়াছি এবং যে প্রকার সময় উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে আমাদিগের উদ্যোগের আনুকূল্যের সম্ভাবনা, যেহেতু রাজ্যশাসনকারিরা প্রজার মঙ্গল বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সচেষ্ট হইতেছেন এবং ভারতবর্ষস্থ এবং ইংলণ্ড দেশস্থ ইংরাজের মধ্যে অনেকের অন্তঃকরণে আমারদিগের হিতেচ্ছা প্রবল হইতেছে। অপর এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগেরও স্বদেশের হিতাকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে এবং তাঁহারা বিশেষ যত্নবান্ হইলে তাঁহাদিগের দ্বারা অনেক উপকার দর্শিতে পারে। আর তদ্ভিন্ন অন্যান্য ব্যক্তিদিগের স্বস্ব মতের বিরুদ্ধে কথা শ্রবণে যে দোষ তাহার হ্রাস হইতেছে। অতএব এতদ্রূপ অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের সমীপে দুঃখ সমূহ নিবেদন পুর্ব্বক যাহাতে ঐ ক্লেশ নিবারণ এবং দেশের অবস্থার উৎকৃষ্টতা হয় তাহার প্রার্থনা, এবং আমারদিগের প্রার্থিত বিষয়ে সাহায্য করণার্থে ইংরাজদিগের অনুরোধ করা, আর সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে স্বদেশের মঙ্গলার্থে সম্যক্ প্রকারে যত্ন করিতে প্রবৃত্তি প্রদান, এবং অস্মদ্দেশীয় সাধারণ জনগণকে স্বস্ব হিতাহিত উত্তমরূপে বিবেচনার দ্বারা উৎসাহাবলম্বনপূর্ব্বক আপনারদিগের মঙ্গলার্থে সচেষ্টিত হইতে প্রার্থনা করা আমাদিগের যথাসাধ্য অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ানুসারে আমরা এতৎ পত্রে ঐ সকল বিষয়ের বিশেষ আলোচনা করিব যদ্দ্বারা রীতি ব্যবহারাদির উত্তমতা এবং বিদ্যা, কৃষিকর্ম্ম ও বাণিজ্যাদির বৃদ্ধি আর রাজ্যশাসন কার্য্যের সুনিয়ম হইয়া প্রজাদিগের সর্ব্ব প্রকারে উন্নতি হয়।

আমারদিগের এমৎ আশ্বাস হইতেছে যে যাঁহারা এই অভিপ্রায় উত্তমজ্ঞান করেন তাঁহারা অবশ্যই আমাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিবেন এবং আমরা শিক্ষিত বন্ধুগণের নিকটে এই বিনতি করি যে তাঁহারা এই পত্রদ্বারা আপনারদিগের মধ্যে পরস্পর প্রণয় বৃদ্ধি করত এক বাক্য হইয়া যথাসাধ্য সৎকর্ম্মের উদ্যোগ করুন।

### নগরের এবং প্রদেশের বিবিধ বিষয়—নং ১। এপ্রিল ১৮৪২। ১ সংখ্যা

সাধারণ লোকদিকের যাহাতে সুস্থতা ও স্বচ্ছন্দতা হয় তৎপ্রতি মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের এক্ষণে অধিক মনোযোগ দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইতেছি, রাজধানীতে

* পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য বর্ণনা।

রাজপথের পরিষ্কারাদি কর্ম্মের পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ সুনিয়ম এবং রাত্রিযোগে অনেক গলিতে আলো দেওয়া ও নিয়মিতরূপে নর্দ্দমার পরিষ্কার হইতেছে এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা ঐ সকল বিষয়ের পক্ষে কোন অত্যাচার হইলে তদাবেদন ও তৎসদুপায় শ্রবণ করিবার নিমিত্তে এবং নগরের শ্রীবৃদ্ধির কারণ যে ২ বিষয় আবশ্যক তাহার বিবেচনার্থে সময়ানুসারে সকলে একত্র হইয়া থাকেন অতএব এক্ষণে তাঁহাদিগের নিকট উক্ত ব্যাপার ঘটিত কোন বিষয় উপস্থিত করিলে তাহাতে মনোযোগের সম্ভাবনাবোধে নিবেদন করিতেছি যে বাঙ্গালি পল্লীতে যে ২ ক্ষুদ্র ২ গলি আছে তাহা অপরিষ্কৃত থাকাতে তন্মধ্যে অতিশয় দুর্গন্ধ হইতেছে সুতরাং তদাঘ্রাণে লোকদিগের অত্যন্ত অসুখ ও ঐ দুর্গন্ধি বায়ুদ্বারা সর্ব্বদা পীড়া জন্মিতেছে অতএব মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের এতদ্বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করা আশু কর্ত্তব্য। যে সকল ব্যক্তিরা কহেন যে অপরিষ্কার তাবৎ পীড়ার মূল তাহারা আমারদিগের মধ্যে যে কখন২ মারীভয় উপস্থিত হয় তাহাতে পরিষ্কারের প্রতি অযত্নকে এক প্রধান কারণ দর্শাইতে পারেন। আর যদি পরিষ্কারে আমারদিগের যত্ন থাকিত তবে অস্মৎপল্লীস্থ গলি সকলের এতাদৃশ দুরবস্থা হইত না যাহা হউক মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এক্ষণে মনোযোগ করিলে অবশ্যই বিশেষ উপকার হইবেক।

অন্য এক বিষয়ের দ্বারা আমাদিগের আরও আহ্লাদ জন্মিতেছে হুগলী নগরের শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্তে এক কমিটী স্থাপিত হইয়াছে এবং অস্মদ্দেশীয় যে সকল মহাশয়েরা তন্মধ্যে সভ্য আছেন তাঁহারা তৎকর্ম্মে বিশেষ যত্ন করিতেছেন। রাজধানী ভিন্ন অন্যান্য প্রদেশে সাধারণের সুস্থতা ও স্বচ্ছন্দতাজনক বিষয়ের সুনিয়ম করণার্থে প্রজারদিগের উপরে ভারার্পণ হইবার যে নিয়ম হইবেক, ইং ১৮৪১ শালের ২১ এপ্রেলে তাহা পঠিত হইয়াছিল কিন্তু ঐ নিয়ম স্থির হইয়াছে কিনা তাহা নিশ্চয় জানি না যদি নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে তবে শীঘ্র প্রচলিত হওয়া উচিত কারণ তাহা হইলে সকল প্রদেশের রাজমার্গ, পথ, পুষ্করিণী প্রভৃতির মেরামত, পরিষ্কার করণ, আলো দেওয়া, পথের প্রান্তে প্রণালি খনন ও রক্ষাকরণ ইত্যাদির সদুপায়ার্থে কমিটি নিযুক্ত হইতে পারে।

এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে আমরা আর এক বিষয়ের উত্থাপন করিতেছি যে গঙ্গাতীরে যে সকল চরভূমি হইতেছে গবর্ণমেণ্ট কিঞ্চিৎ লাভের জন্য তাহার উপরে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দোকানি ব্যক্তিদিগকে দিতেছেন কিন্তু বিবেচনা করা উচিত যে এতদ্রূপ গৃহ নির্ম্মাণ দ্বারা গঙ্গাতীরের শোভার হানি এবং সাধারণ লোকের বায়ু সেবনের ব্যাঘাত হয়। এ বিষয়ে যদ্যপি কেহ কহেন যে অতি প্রশস্ত গড়ের মাঠ আছে তাহাতে ভ্রমণ ও বায়ু সেবন দ্বারা সকলে শারীরিক সুস্থতা পাইতে পারেন তথাপি বিবেচনা করা উচিত যে ঐ স্থান বাঙ্গালি পল্লী হইতে অনেক দূর, ও যে সকল ব্যক্তিরা পদব্রজে ভ্রমণ করেন তাহারা কিরূপে সর্ব্বদা তথা উপস্থিত হইতে পারেন অতএব উক্ত গৃহাদি নির্ম্মাণ দ্বারা অস্মদ্দেশীয় লোকদিগের সুস্থতার পক্ষে গবর্ণমেণ্টের অমনোযোগ দৃষ্ট হইতেছে।

## বিধবার পুনর্বিবাহ। এপ্রিল ১৮৪২। ১ সংখ্যা

(কোন পত্র প্রেরক হইতে প্রাপ্ত)

যে সকল বিষয়ের সাধারণে সর্ব্বদা আন্দোলন হয় তন্মধ্যে হিন্দু জাতীয় বিধবার পুনর্বিবাহেরও বাদানুবাদ হইয়া থাকে বোধ হয় যে উক্ত বিবাহের প্রতিবন্ধক যে সকল শাস্ত্র আছে তাহা অত্যন্ত যুক্তিবিরুদ্ধ, কারণ পুরুষ যদি স্ত্রীর মরণানন্তর পুনর্বিবাহ করিতে পারে তবে স্ত্রী কেন স্বীয় স্বামির পরলোক হইলে বিবাহ করণে সক্ষমা না হয় এবং উক্ত প্রতিবন্ধকের সবলতায় কেবল পাপ ও ক্লেশের বৃদ্ধি মাত্র। এতদ্বিষয়ের প্রস্তাব বহু বৎসরাবধি হইতেছে কিন্তু সূচনাবধি এতাবৎকাল পর্য্যন্ত অস্মদ্দেশীয় লোকের দ্বারা তৎ-প্রতিবন্ধকের পোষকতায় কিঞ্চিন্মাত্র প্রকাশিত হয় নাই অতএব বোধ হয় যে তৎপ্রতি তাঁহারদিগের দ্বেষের ক্রমশঃ শেষ হইতেছে এবং কিঞ্চিৎ কালাতীতে নিঃশেষ হইতে পারে কিন্তু যে পর্য্যন্ত উক্ত প্রতিবন্ধকে সম্পূর্ণরূপে অনাস্থা হইয়া নূতন রীতির সংস্থাপন না হয় তদবধি আমরা তদাবশ্যকতার নিমিত্তে বারম্বার অনুশীলন করিতে নিবৃত্ত হইব না।

আমারদিগের বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে প্রস্তাবিত বিষয়ের দ্বারা বর্ত্তমান বর্ত্ম পরিবর্ত্তনে অস্মদ্দেশীয় তদ্দ্বেষি অনেকে অসম্মত হইবেন কিন্তু তন্মহাশয়েরা স্মৃতি শাস্ত্রাদি গ্রন্থ দৃষ্টি করিলে জ্ঞাত হইতে পারেন যে উক্ত রীতি আধুনিক ব্যক্তিদিগের মনঃকল্পিত নহে কিন্তু প্রাচীন কালেও চলিত ছিল।

নারদ, শঙ্খলিখিত, যাজ্ঞবল্ক্য এবং হারীত ইত্যাদি ঋষিরা পুনর্ভূ শব্দ (অর্থাৎ পতি মরণানন্তর কিম্বা তৎ কর্ত্তৃক পরিত্যাগানন্তর পুনঃ সংস্কৃতা এই শব্দ) স্ব ২ সংহিতায় উল্লেখ পূর্ব্বক বিশেষ রূপে বিবৃত করিয়াছেন। নারদ পুনর্ভূকে তিন প্রকারে বিভক্ত করেন যথা "যে কন্যা অক্ষতযোনি কেবল পাণিগ্রহণ মাত্র দ্বারা দূষিতা, তাহার পুনঃসংস্কার হইলে তাহাকে প্রথমা পুনর্ভূ কহে"। "ব্যভিচারে প্রবৃত্তা যে বিধবা স্ত্রীকে শ্বশুরাদিরা দেশ ধর্ম্মাবলোকন পূর্ব্বক অন্যকে প্রদান করে তাহার নাম দ্বিতীয়া পুনর্ভূ"। "দেবরাদির অভাবে সবর্ণ সপিণ্ডকে বান্ধবেরা যে বিধবা স্ত্রীকে পুনর্দান করে তাহাকে তৃতীয়া পুনর্ভূ বলা যায়"।

যাজ্ঞবল্ক্য বচন প্রমাণে প্রাচীন কালে বিধবার পুনর্বিবাহে সতীত্ব ধর্ম্মের হানি বোধ হইত না যথা "ক্ষতা কিম্বা অক্ষতা স্ত্রী পুনঃসংস্কৃতা হইলে পুনর্ভূ হয় কিন্তু সম্ভোগাভিলাষে স্বপতিকে অবজ্ঞা করিয়া পরপুরুষ গামিনী হইলে অসতী কহা যায়" অতএব পুনর্ভূর সতীত্ব ধর্ম্মের ব্যাঘাত না হওয়াতে সে উৎকৃষ্টা আর এই বচনের শেষার্দ্ধে লিখিত স্ত্রী স্বৈরিণী নামে বিখ্যাতা।

অস্মজ্জাতীয় উদ্বাহক্রিয়া দান ও সংস্কার এতদ্দ্বিবিধ প্রকারে বিভক্ত অতএব মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ে ৪৭, ১৭৫, ১৭৬, শ্লোকের দ্বারা বিধবার পুনর্বিবাহে দান নিষিদ্ধ এবং সংস্কারমাত্র বিহিত হইয়াছে।

অনেক মুনিরা দ্বাদশবিধ পুত্র গণনা করিয়াছেন যথা ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক, কৃত্রিম,

গূঢ়োৎপন্ন, অপবিদ্ধ, কানীন, সহোঢ়, ক্রীত, পৌনর্ভব, স্বয়ংদত্ত, শৌদ্র; কিন্তু কলিযুগে কেবল ঔরস এবং দত্তক পুত্র দায়াদিতে অধিকারী। উক্ত দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে পৌনর্ভব পুত্রের নাম সুস্পষ্টরূপে উল্লেখিত আছে। এবং মনু, দেবল, নারদ, বৌধায়ন প্রভৃতি মুনি ঐ পৌনর্ভব পুত্রকে পিতৃভিন্নের অদায়াদ অথচ বান্ধবরূপে নিরুক্ত করেন ও যাজ্ঞবল্ক্য যম হারীতাদি ঋষিরা তাহাকে দায়াদ এবং বান্ধব বলেন। আর শ্রাদ্ধাদির নিয়মস্থলে পরাশর প্রভৃতি মুনি পিত্রাদির পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ মাত্র নিষেধ পুর্ব্বক একোদ্দিষ্টে তাহার অধিকারিতার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে পূর্ব্ব পুর্ব্বের অভাবে পরপরের সমুদয় পৈতৃক ধনাধিকার স্থলে পৌনর্ভবের স্থান নৈয়ত্য নাই, যেহেতু মনু, নারদ, বৌধায়ন, দেবল, যম, যাজ্ঞবল্ক্য, ও হারীত, ইহারা ক্রমে একাদশ, সপ্তম, দশম, অষ্টম, চতুর্থ, এবং তৃতীয় স্থানে স্থাপিত করেন। মনু কহেন "ঔরস ও ক্ষেত্রজ পুত্র পিতৃধনভাগী অপর দশ পুত্র গোত্রভাগী এবং ক্রমে পুর্ব্বপুর্ব্বের অভাবে ধনহারী"। ও "উৎকৃষ্ট পুত্রের অভাবে জঘন্য পুত্র রিক্থ গ্রাহী হইতে পারে যদ্যপি সদৃশ অর্থাৎ গুণ কিম্বা ঔরসত্ব ক্ষেত্রজত্ব ইত্যাদি দ্বারা তুল্য অনেক থাকে তবে সকলেই ধনভাগী হইবেক"। ঔরস স্বত্বে পৌনর্ভব পুত্রের পৈতৃক ধনের অংশ মনু কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হয় নাই, কিন্তু অন্যান্য ঋষিরা তন্নিয়ম করিয়াছেন যথা শঙ্খলিখিত একাংশ দেবল ও কাত্যায়ন তৃতীয়াংশ; মিতাক্ষরাকার চতুর্থাংশ, বৃহস্পতি সপ্তমাংশ, হারীত দ্বাদশাংশ এবং ব্রহ্মপুরাণ একাদশাংশ ব্যবস্থা করেন। উক্ত বিভিন্ন মত মীমাংসার্থে "স্মৃতি সকলের পরস্পর বিরোধে যুক্তি বলবতী" এই যাজ্ঞবল্ক্য বচন প্রমাণে গুণবান পৌনর্ভব পুত্রের একাংশ ভাগিতা এবং দায়াদত্ব সংস্থাপন করা যায়। আর যদ্যপিও তাহার আংশিক কিম্বা সময়ানুসারে সম্পূর্ণ ধনাধিকারিত্ব আছে তথাপি ঔরস পুত্রাদির অসত্বেও কদাপি রাজ্যাধিকার নাই ও অসবর্ণ হইলে কেবল গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্তি মাত্র। কিন্তু শূদ্রের প্রতি উক্ত পুত্র সকলের অংশ দানের বিভিন্ন মত খণ্ডিত হইয়া ঔরস পুত্রের সহিত তুল্যাংশিতা ব্যবস্থাপিতা হইয়াছে।

কলিতে বিধবার বিবাহ নিষেধক শাস্ত্রদ্বারা[১] বোধহয় যে তদিতর কালে তাহার ব্যবহার ছিল এবং ঋষিদিগের তদ্বিবাহ নিষেধ করিয়া সহমরণ এবং ব্রহ্মচর্য্য বিধানের তাৎপর্য্য এই যে বিবাহের অভাবে সম্ভাবিত কুকর্ম্ম সকলের নিবারণ উক্ত একতর বিধির অনুষ্ঠানের দ্বারা হইবেক। অতএব এক্ষণেও বিধবাদিগের মধ্যে সহমরণাভাবে ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান[২] দৃষ্ট হইতেছে এবং তদ্দ্বারা স্বামির পারলৌকিক হিতেচ্ছা বিহীনা হইয়া অসতী হইলে পুত্রাদির অসত্বেও বিধবা স্ত্রীর পতিধন প্রাপ্তি দূরে থাকুক গ্রাসাচ্ছাদনেও

১ এই সকল নিষেধক শাস্ত্র মনুসংহিতার অনুবাদকারক স্যার উইলেম জোন্স সাহেবের তদ্গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠে ব্যক্ত আছে।

২ ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ তাম্বুলাদি ও মৈথুন ত্যাগ। শুদ্ধিতত্ত্ব।

অধিকার নাই কিন্তু পুনর্বিবাহের বিধি পুনরুদ্ধৃত হইলেও পূর্ব্ব পতিধন গ্রহণের প্রতি ব্রহ্মচর্য্যাভাব স্বরূপ প্রতিবন্ধক তদবস্থ থাকিবে।

স্মৃতি শাস্ত্রে বিধবার বিবাহের নিষেধ থাকিলেও কলিযুগের তাবদ্ধর্ম্ম্য কর্ম্ম বিধায়ক তন্ত্রশাস্ত্রে স্পষ্ট বিধি আছে যথা মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে ব্রাহ্মবিবাহের বিধি কথনানন্তর শৈব বিবাহ দুই প্রকারে বিভক্ত করিয়া লেখেন যে "শৈব বিবাহের বয়স বর্ণ বিচার নাই, অসপিণ্ড অথচ ভর্ত্তৃহীনা স্ত্রীকে শিবের শাসনানুসারে বিবাহ করিবেক"। এবং শৈব পুত্রের ধনাধিকার-ক্রম প্রতিপাদিত আছে যথা "ব্রাহ্মী স্ত্রীর পুত্রাদি বিদ্যমানে এবং পিতা মাতার সপিণ্ড থাকিতে মৃতব্যক্তির শৈবী পুত্র ধনভাগী হইবেন না কিন্তু শৈব স্ত্রী এবং তৎপুত্রেরা ধনহারি ব্যক্তির নিকট হইতে গ্রাসাচ্ছাদন পাইবেন"।

বেণরাজার রাজ্যকালে বিধবার বিবাহ ব্যবহৃত ছিল তদ্রাজত্বানন্তর নিষিদ্ধ হইয়াছে কিন্তু শূদ্রের পক্ষে নিষেধ না থাকাতে[৩] অন্ত্যজ জাতির মধ্যে অদ্যাপি তদ্ব্যবহার প্রচলিত আছে। ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রদেশীয় লোকের মধ্যে তাহা গান্ধর্ব্ব কিম্বা নেত্র বিবাহরূপে প্রসিদ্ধ; আর পেশোয়ার রাজ্যে এতদ্রূপ বিবাহের প্রতি রাজকর ছিল এবং এক্ষণেও উক্ত বিবাহ ক্রমশঃ কিঞ্চিৎ প্রবল হইতেছে। সম্প্রতি মালওয়া নিবাসি গুজরাট দেশীয় মালবুনি জাতীয় লোকেরা এবং যোধপুরস্থ ব্রাহ্মণেরা তদ্ব্যবহার করিতেছেন এবং তাহা সর্ব্বব্যাপী হওনার্থে জয়পুরের রাজা জয়সিংহ এবং কোটাদেশের জালিম খাঁ রাণা ও অনেক ২ প্রধান ব্যক্তিরা যথেষ্ট উদ্যোগী হইয়াছিলেন এবং ওয়ার্ড সাহেব কহেন যে চৈতন্য মহাপ্রভু উক্ত বিষয়ের ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছিলেন।

উক্ত পুনর্ভূর বিবরণ ও তৎপুত্রের দায়াধিকার প্রকরণ এবং তৎ পোষক বিবিধ যথার্থ ইতিহাস ও শাস্ত্রাদি যাহা প্রদর্শিত হইল তাহা দ্বারা এতদ্দেশীয় লোকের দিগের অবশ্য প্রতীতি হইতে পারে যে উক্ত বিষয় শাস্ত্রামূলক নহে কিন্তু বহুকাল পর্য্যন্ত সাধারণে অপ্রচলিত থাকাতে দ্বেষ্য হইয়াছে এবং উক্ত পুনর্ভূ বিবাহ পুনঃস্থাপিত হইলে তৎপুত্রের দায়াধিকারক্রম অস্মদ্দেশীয় শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত হইতে পারে। আর এক্ষণে বিধবার পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ থাকাতে যে সকল অনিষ্ট ঘটিতেছে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিম্বা তর্ক দ্বারা তাহার বিবরণ অনাবশ্যক যেহেতু এতদ্দেশীয় লোকেরা অবশ্যই স্বীকার করেন যে অস্ত্রীক পুরুষের পুনর্বিবাহ করণে যাদৃশ ক্ষমতা আছে বিধবার প্রতি তাদৃশ শক্তি অর্পণ করিলে অধিক ক্লেশ ও পাপের হ্রাস হইয়া প্রায় অর্দ্ধাংশ হিন্দু জাতীয়দিগের সুখবৃদ্ধির সম্ভাবনা অতএব উক্ত অনিষ্ট নিবারণার্থে সম্ভ্রান্ত বিজ্ঞ মহাশয়দিগের উদ্যোগী হওয়া উচিত এবং এতদ্বিষয়ে সর্ব্বথা সচেষ্ট হইলে নিরুদ্যমতারূপ দুর্নাম হইতে মুক্ত হইবেন। যদ্যপি এতদ্দেশীয় অধিকাংশ লোকের বিদ্যার দ্বারা মূর্খতা বিনাশ ব্যতিরেকে

৩ মনুসংহিতা ৯ অধ্যায় ৬৪ শ্লোক

প্রস্তাবিত বিষয়ের সম্পাদন দুঃসাধ্য তথাপি সম্ভ্রান্ত বিজ্ঞ মহাশয়েরা দৃঢ়রূপে কায়িক মানসিক চেষ্টা পুরঃসর বিবেচনীয় সদুপায় সংস্থাপন দ্বারা যত্ন করিলে অবশ্য সম্পন্ন করিতে পারেন।

" আমাদিগের বোধ হয় যে এ বিষয়ে এই রূপে সিদ্ধ হইতে পারে যথা প্রথমে এক সভা সংস্থাপন করিয়া তাহাতে অধিকাংশ মান্য ব্যক্তি সভ্য এবং সুবিজ্ঞ পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া পৌনর্ভব পুত্রের দায়াধিকারক্রম এবং পুনর্ভূর বিবাহের শাস্ত্র উদ্ধৃত হয় এবং ন্যায় ও যুক্তিসিদ্ধ উক্ত বিষয়ে পণ্ডিতগণের ব্যবস্থানুরূপ রাজকীয় ব্যবস্থার প্রার্থনায় ভারতবর্ষীয় অধিকাংশ হিন্দু প্রজাগণের স্বাক্ষরিত এক আবেদন পত্র গবর্ণমেণ্টে প্রেরিত হইলে পরে পুনর্ভূর বিবাহ ব্যবহার করা যায়। সকল রাজধানীস্থ হিন্দুলোকেরদিগের অন্তঃকরণে ক্রমশঃ বিদ্যার উদয় হওয়াতে বোধ হয় যে এতদ্দেশীয় কুনিয়ম শোধনে উপস্থিত দ্বেষ চিরস্থায়ী হইতে পারিবেক না অতএব আমরা আশ্বাস করি যে সাহস ও ঐক্যমত পূর্ব্বক ক্রমাগত উক্ত বিষয়ে চেষ্টা করিলে পরিশ্রম নিষ্ফল হইবেক না।

## কুলিদিগের দেশান্তর গমন। মে ১৮৪২। ১ সংখ্যা

ইংরাজী ১৮৩৫ শাল অবধি ভারতবর্ষের অনেক ২ স্থান বিশেষত বঙ্গদেশ হইতে কুলি অর্থাৎ ইতর দুঃখি লোকদিগকে অন্যান্য দেশে প্রেরণ করিবায় আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে তাহারদিগের প্রতি এখানে প্রতারণা ও জাহাজে অত্যাচার এবং মরীচ উপদ্বীপে কুব্যবহার হওয়াতে তদ্বিষয়ের নিবারণার্থে কোর্ট আব ডিরেক্টরদিগের আদেশানুসারে ১৮৩৯ শালে গবর্ণমেণ্ট ১৪নং এক আইন প্রচার করেন তাহার তাৎপর্য্য এই ভবিষ্যতে যে সকল ব্যক্তিরা উক্ত কুলিদিগকে ঐরূপ দেশান্তরে লইয়া তদ্রূপ ব্যবহার করিবেন তাহারা দণ্ডিত হইবেন; এবং কুলিদিগের উপরে কি প্রকার অত্যাচার হয় তাহার অনুসন্ধানার্থে এক কমিটি স্থাপিত করিয়া তাহাতে ৫ জন ইংরাজ ও এক ব্যক্তি বাঙ্গালিকে সভ্য করেন। ঐ কমিটির অধিকাংশ সভ্যদিগের বিবেচনায় এই স্থির হইয়াছিল যে কুলি লোকদিগকে দেশান্তরে লইয়া তাহাদিগের প্রতি যে অত্যাচার হয় আইন দ্বারা তন্নিবারণ দুঃসাধ্য সুতরাং তাঁহারা তদ্বিরুদ্ধে স্ব ২ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু উক্ত কমিটির একজন সভ্য মেং জে পি গ্রাণ্ট সাহেব এ বিষয়ে ভিন্নমত প্রকাশ করত কহিয়াছেন যে এতদ্দেশস্থ পরিশ্রম মাত্রোপজীবি ব্যক্তিরা যে স্থানে পরিশ্রমের অধিক ফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা বোধ করে সেই স্থানেই তাহাদিগের যাইবার ক্ষমতা থাকা উচিত, এবং ঐ সাহেব তাহাদিগের প্রতি প্রতারণা এবং ঘটনাকারক ও দফাদার কর্ত্তৃক বেতনাপহরণ ও জাহাজে এবং মরীচ উপদ্বীপে অত্যাচার ইত্যাদির বিবেচনার উপায়ও দর্শাইয়াছেন কিন্তু উহাতে এ বিষয়ের শেষ না হইয়া অন্যান্য অনুসন্ধান হইতে লাগিল যে হেতু ঐ সকল লোকের মধ্যে যাহারা মরীচ উপদ্বীপ হইতে এদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছে

তাহাদিগকে অত্রস্থ শ্রীযুক্ত প্রধান মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহারা কিরূপে স্বদেশ হইতে কলিকাতায় আইসে এবং স্বেচ্ছানুসারে মরীচ উপদ্বীপে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়াছিল কি না এবং তত্রস্থ কর্ম্মাধ্যক্ষেরা তাহাদিগের প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করিত ইত্যাদি ও প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুসন্ধানোপযোগি অন্যান্য বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। উক্ত কমিটির সভ্যদিগের সমীপেও দুই একবার কুলিদিগকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল কিন্তু এতদ্দেশস্থ সামান্য ব্যক্তিরা ইংরাজদিগের প্রভুত্ব বোধে তাঁহাদিগের নিকটে ভীত অতএব সত্য বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্তে তাহাদিগকে অভয় প্রদানের চেষ্টা হইয়াছিল কিনা তাহার বিশেষ আমরা জানি না আর ঐ কুলিদিগের মধ্যে কেহ ২ সে স্থানের প্রহারাদি অঙ্গীকার করিয়াছিল কিন্তু তন্নিমিত্তে কোন অভিযোগ করণের ইচ্ছা ব্যক্ত করে নাই অতএব বোধ হয় যে তাহারা স্বীয় বিষয় বিবেচনা করিতে অক্ষম এবং অধিক বিপদগ্রস্ত হইবার আশঙ্কায় ইংরাজদিগের যথার্থ দোষ প্রকাশ করণে সাহস হীন। মেং মেকফার্লেন সাহেব উক্ত কুলিদিগের বিষয়ে যাহা অনুসন্ধান করেন তদ্বৃত্তান্ত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কোর্ট আব ডিরেক্টরদিগের নিকটে প্রেরিত হওয়াতে পুনর্ব্বার তাহাদিগের দেশান্তর গমনের অনুমতি হইয়াছে। এস্থলে আমরা উক্ত বিষয় দ্বারা দেশের হিতাহিত বিবেচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া কেবল এই মাত্র কহি যে বিশেষ অনুসন্ধান ও বিবেচনা না করিয়া ঐ অনুমতি হইয়াছে কারণ প্রথমত যে সকল কুলিরা পোলীসে সাক্ষ্য দিয়াছিল তাহাদিগের প্রতি মরীচ উপদ্বীপে কী প্রকার ব্যবহার হইয়াছিল তাহার সম্পূর্ণ এবং যথার্থ বৃত্তান্ত অবগত হইতে তাহাদিগকে সাহস প্রদান হইয়াছিল কিনা তাহাতে সন্দেহ। দ্বিতীয়ত যাহারা মরীচ উপদ্বীপে কৃষিকর্ম্ম করেন তাহারা তত্রস্থ কর্ম্মকারক কুলিদিগের সাক্ষ্যদ্বারা পুনর্ব্বার অন্যান্য কুলির তথায় গমন প্রত্যাশায় স্বীয় লাভ হেতু যদ্যপি তাহাদিগের সহিত উত্তম ব্যবহার করিয়া থাকেন তথাপি ওই ব্যবহার স্বাভাবিক কিনা তাহা সন্দিগ্ধ। তৃতীয়ত যদ্যপিও উক্ত কুলিদিগের তথাকার সদ্ব্যবহারের সাক্ষ্য সত্য হয় তথাপি ইহা অবশ্য বিবেচনীয় যে এখান হইতে ৩৬০০০ লোক মরীচ উপদ্বীপে গমন করিয়াছে কিন্তু অত্যল্প লোক ঐরূপ সাক্ষ্য দিয়াছে অতএব তত্রস্থ অধিকাংশ ব্যক্তিদিগকে অভয় দানপূর্ব্বক তাহাদিগের মনোগত বাস্তবিক বৃত্তান্তের জিজ্ঞাসা ব্যতিরেকে কি প্রকারে এ বিষয়ের তথ্য নিশ্চয় হইতে পারে। চতুর্থত এ বিষয়ের যে পর্য্যন্ত অনুসন্ধান হইয়াছে তাহাতে আমারদিগের বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে কুলিরা অতিশয় নির্ব্বোধ সুতরাং স্বীয় লাভালাভ বিবেচনা পূর্ব্বক কর্ম্ম করণে অক্ষম অতএব দেশান্তর গমনের অনুমতি পুনঃস্থাপিত হইলে পূর্ব্ববৎ তাহাদিগের উপর সর্ব্বপ্রকারে প্রতারণা হইবেক।

এবিষয়ে শেষ আজ্ঞা হইলেও আমরা এক্ষণে এই প্রার্থনা করি যে কুলিদিগকে বল ও ছল পূর্ব্বক উক্ত উপদ্বীপে প্রেরণ নিবারণ ও তাহাদিগের স্ব২ বোধানুসারে কর্ম্ম

গ্রহণ, এবং জাহাজে অথবা উপদ্বীপে অত্যাচার দূরীকরণ ও দৌরাত্ম্য হইলে আশ্রয় প্রদান এই সকল বিষয়ে আইনকর্ত্তা ও বিচারপতিরা মনোযোগী হউন।

## চিঠি। মে ১৮৪২। ২ সংখ্যা

(কোন পত্র প্রেরক হইতে প্রাপ্ত)

অবতীর্ণ হইতেছে দশমাবতার।
ঈশ্বর প্রসাদে হবে মূর্খতা সংহার॥
সরস্বতী বীণা যন্ত্র করিয়া ধ্বনিত।
করিবেন প্রজাগণে সর্বদা মোহিত॥
প্রণয় জ্ঞানের দাতা মদন গণেশ।
স্বস্ব কর্ম্ম গুণে পূর্ণ রাখিবেন দেশ॥

অনাদি পরম্পরা সিদ্ধ প্রাচীন প্রথা এই যে মনুষ্য এবং তদ্ভিন্ন জঙ্গম স্থাবর সকলেরই ধারাবাহিক ক্রমে পরিবর্ত্ত হইয়া থাকে, যথা পৃথিবীতে বীজ রোপণ করিলে প্রথমে অঙ্কুর তদনন্তর শাখাপল্লব বিশিষ্ট ক্ষুদ্র বৃক্ষ তৎপরে মহাবৃক্ষরূপে পরিণত হয় এবং ক্রমশ তাহাতে পুষ্প ফল ও তন্মধ্যে বীজ জন্মে ও সেই বৃক্ষের নিয়মিত জীবনকাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি হইলে তাহা শুষ্ক হইয়া নষ্ট হয় এবং তৎস্থান ও পূর্ব্ববৎ সমভূমি হইয়া অবশেষে বীজেতে পরিণাম হইতেছে, এবং কাষ্ঠ পত্র পুষ্প ফল ইত্যাদিরও পুনঃ ২ উৎপাত বিনাশ দেখা যাইতেছে অতএব এই সকলের পরিবর্ত্ত যেরূপ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ মনুষ্য জাতিরও সেইরূপ হইয়া থাকে কিন্তু বাহ্য পদার্থের দৃষ্টান্তে আন্তরিক ভাবের পরিবর্ত্তের সম্ভাবনা বোধে সেই পরিবর্ত্ত রীতি ব্যবহার ও মানসিক ভাব ইত্যাদির উপরে যে প্রকারে ঘটে তদ্বিষয়েই আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য।

ইউরোপীয় লোকেরা এতদ্দেশে উত্তীর্ণ হইয়া অবধি এদেশস্থ ব্যক্তিদিগের প্রাচীন সভ্যতা স্থির করিয়াছেন এবং তাহাদিগের এমত প্রতীতি হইয়াছে যে ভারতবর্ষস্থ জনগণ হইতেই প্রথমে সভ্যতার সৃষ্টি হয়; আর এই জাতীয় লোকদিগের উপরে যেরূপ বারম্বার আক্রমণ ও পরাভব হইয়াছে অন্যান্য জাতীয়দিগের প্রতি সেইরূপ হইয়া তাহাদিগের রীতি ব্যবহার ও রাজ শাসনের একেবারে বিপর্য্যয় হইয়াছে কিন্তু ইহাদিগের তাহা না হইয়া প্রাচীন রীতি ব্যবহার রাজশাসন ধর্ম্মজ্ঞান ও ঈশ্বরারাধনা ক্রমাগত অদ্যাবধি একরূপ হইয়া আসিতেছে যেহেতু প্রথম আক্রমণ কর্ত্তা ঐ সকল বিষয় যে প্রকার দেখিয়াছিলেন তৎপরপর ব্যক্তি কর্তৃক তাহার কিঞ্চিন্মাত্র অন্যথা দৃষ্টি হয় নাই।

সম্প্রতি এতদ্দেশের অন্যান্য তাবৎ বিষয়ের পরিবর্ত্ত হইয়াছে কিন্তু পূর্ব্বোক্ত রীতি ব্যবহারাদির বিপর্য্যয় কেন হয় নাই এতৎ পত্রে তাহার কারণানুসন্ধান অনাবশ্যক এবং

যদ্যপিও অত্রস্থ ব্যক্তিদিগের মত ও ঐ সকল ধর্ম্মজ্ঞানাদি ও কোন ২ রাজকীয় ব্যবহার পূর্ব্ববৎ অখণ্ডিত আছে তথাপি অন্য দেশস্থ ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিদিগের এদেশ অধিকার হওয়াতে ব্যবহারের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্ত ও ইহাদিগের ধর্ম্ম অন্য দেশীয়দিগের কোন ২ মিথ্যা ধর্ম্মের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। কোন দেশ ভিন্ন দেশস্থ অন্য জাতীয় লোক দ্বারা আক্রান্ত এবং পরাভূত হইলে যদ্যপিও যুদ্ধাদি দ্বারা তত্রস্থ শিল্পাদি ও শাস্ত্রাদির উচ্ছেদ হইয়া মহা অনিষ্ট হয় তথাপি সেই পরাজয়ে তদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের এক উপকার এই যে জয়কর্ত্তাদিগের সভ্যতা হইতে কালক্রমে তাহাদিগের অসভ্যতা দূর হয় এবং পুনর্ব্বার দেশসমৃদ্ধিকর শিল্পাদির বৃদ্ধি হয় কিন্তু ভারতবর্ষে বারম্বার রাজোপপ্লব হইয়াছে অথচ কিঞ্চিন্মাত্র তাদৃশ ফল দৃষ্ট হয় নাই ফলত ইহা স্পষ্ট প্রমাণ সিদ্ধ যে এতদ্দেশের পূর্ব্ব জয়কর্ত্তা মুসলমানেরা এদেশের লোকাপেক্ষা অধিক সভ্য কিম্বা অত্রস্থ ব্যক্তিদিগের সদুপদেশ প্রদানে সক্ষম ছিলেন না সুতরাং অন্য দেশীয় লোক কর্ত্তৃক আক্রমণ দ্বারা ইহাদিগের সাহস বিদ্যা প্রভৃতি একেবারে লুপ্ত হওয়াতে ইহারা ক্রমে সকল জাতীয় লোকাপেক্ষা অত্যধম হইয়াছেন।

ব্রিটন দেশীয় লোকেরা ভারতবর্ষে বাণিজ্যার্থে আসিয়া প্রায় ৭৫ বৎসর গত হইল পরমেশ্বরেচ্ছাতে রাজা হইয়াছেন এবং যদ্যপিও ঐ ৭৫ বৎসর রাজত্ব মধ্যে তাহাদিগের যত্নাভাবে প্রজাদিগের উন্নতি, ও অনায়াসে জীবিকোপায়, এবং স্বস্ব বিষয়ানুসন্ধানের অর্থাৎ তাহাদিগের বর্ত্তমান ও অতীত অবস্থার সদসদ্বিবেচনার ক্ষমতা হয় নাই তথাপি ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক যে ইংরাজদিগের রাজত্ব হওয়াতে প্রজারা পুনঃ২ অন্য দ্বারা আক্রান্ত হইবার ভয় হইতে মুক্ত হইয়াছেন এবং যদিও তাহারা রাজ্যারম্ভকালে অতিশয় লোভী ছিলেন যাহা এক্ষণে স্মরণ করিয়া দেওন অনাবশ্যক এবং স্মরণ করাইলেও আমাদিগের সুখানুভব হয় না, তথাপি এক্ষণে প্রজাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন, ইহাতে আমরা কৃতজ্ঞতাপূর্ব্বক আমারদিগের পূর্ব্ব দুঃখসমূহ গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিলাম।

যে সকল বিচক্ষণ ব্যক্তিরা ইহাদিগের রাজ্যশাসন পূর্ব্বাপর দেখিয়া আসিতেছেন এক্ষণে তাঁহাদিগের অবশ্য বোধ হইয়াছে যে ঐ শাসন কর্ত্তারদিগের পূর্ব্বাভিলাষের অনেক পরিবর্ত্ত হইয়াছে যেহেতু তাঁহারা রাজ্যশাসনের সুনিয়ম প্রজাদিগের মঙ্গল চেষ্টা এবং দেশমধ্যে বিবিধ বিদ্যা প্রচারার্থে বিশেষ যত্ন করিতেছেন ইহাতে এবং রাজকীয় কর্ম্মে পুনর্ব্বার বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহারের নিয়ম হওয়াতে আমাদিগের বিস্তর উপকার দর্শিয়াছে এবং শাসন কর্ত্তারা যে আরো অধিক উপকার করিবেন তাহাতে আশ্বাসও জন্মিয়াছে। বহু-কালাবধি এতদ্দেশীয় লোকেরা অজ্ঞান স্বরূপ ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিলেন কিন্তু এক্ষণে যদিও আলোকের রেখামাত্র উদয় হইয়াছে তথাপি অবিলম্বে আলোকময় হইবার সম্ভাবনা যেহেতু স্থানে ২ ঐ আলোকের বৃদ্ধি হইতেছে সুতরাং অবশ্যই অতিশীঘ্র সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইতে পারে এবং লোকেরদিগের বিদ্যা ও সাহস অনেককাল পর্য্যন্ত স্থির বায়ুর ন্যায় লয়

পাইয়াছিল কিন্তু এক্ষণে তাহাতে কিঞ্চিৎ উৎসাহ হওয়াতে বোধ হয় যে বিদ্যার প্রাদুর্ভাব হইয়া তৎস্রোতে মূর্খতা স্বরূপ বন্যবৃক্ষ একেবারে ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে।

## চিঠি। জুন ১৮৪২। ৩ সংখ্যা

যে কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে হিন্দু শাস্ত্র অবগত হইয়া তৎশাস্ত্রোক্ত আচার ব্যবহারাদি বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়াছেন তিনি অবশ্য২ স্বীকার করিবেন যে ঐ শাস্ত্রের কোন২ অংশের পরিবর্ত্ত না করিলে কোনমতে তদনুসারে চলা যায় না সুতরাং যে সকল ব্যক্তিরা তৎশাস্ত্রের প্রতি প্রকাশ্য রূপে দ্বেষ করেন তদ্ব্যতিরিক্ত যাহারা তাহাতে শ্রদ্ধাবান তাহারাও শুদ্ধ তন্মতে কর্ম্ম করিতে পারেন না অতএব আমারদিগের আচার, ব্যবহার, কর্ম্ম ও ঈশ্বরারাধনাদি কোন প্রকারে শ্রেণীবদ্ধ বোধ হয় না। কোন জ্ঞানি ব্যক্তি ইংরাজী ভাষার বর্ণনোপলক্ষে কহেন যে সেক্‌সনদিগের আক্রমন কালীন ইংরাজী ভাষা হইতে ইদানীন্তন তদ্ভাষা অতিশয় বিভিন্না এবং যেমন কুইন এলিজাবেথের রাজত্বকালে নির্ম্মিত কোন কৃত্তি অর্থাৎ বস্ত্রবিশেষ তদবধি ক্রমিক ব্যবহার দ্বারা স্থানে ২ ছিন্ন প্রযুক্ত সময়ানুসারে শ্বেত রক্ত পীত হরিদ্রা প্রভৃতি নানাবর্ণ বস্ত্রখণ্ড যুক্ত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা বিশ্রী হয়, ইংরাজী ভাষা ও ফ্রাঞ্চ ল্যাটিন ইটালিয়ন প্রভৃতি নানাবিধ ভাষা মিশ্রিত প্রযুক্ত সেইরূপ হইয়াছে। এই বর্ণনাই আমাদিগের রীতি ব্যবহার, মানসিক ভাব, ভাষা ও বিবেচনা ইত্যাদির উপযুক্ত উপমাস্থল যেহেতু স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইতেছে যে মুসলমান ও ইংলণ্ডীয় ব্যক্তি হইতে আমারদিগের ঐ সকল বিষয়ের অধিকাংশ মিশ্রিত হইয়া নানা প্রকার হইয়াছে অতএব উক্ত ব্যবহারাদি মিশ্রিত হওয়াতে নিশ্চয়রূপে বোধ হয় যে বর্ত্তমান রীতি ব্যবহারাদি চিরস্থায়ী হইবেক না এবং আন্তরিক ও বাহ্যিক ব্যাপারের শীঘ্র রীতিমতে অতি সুন্দর রূপে পরিবর্ত্ত হইবেক।

অতি প্রসিদ্ধ সামান্য কথা এই যে কালক্রমে জলেও পাতর ক্ষয় হয় অতএব ইংলণ্ডীয় ও ভারতবর্ষীয় লোকদিগের তুল্য অন্য দুই জাতির যদি শাস্যশাসক সম্বন্ধে বহুকালাবধি পরস্পর আলাপ পরিচয় থাকে তবে অবশ্যই তন্মধ্যে অসভ্য জাতীয়দিগের সময় ক্রমে মূর্খতা দূর হইয়া বিদ্যা ও সভ্যতা জন্মিতে পারে এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষা ও সুশাসন সহকারে সেই দুই জাতির বিবেচনা ও কর্ম্ম একপ্রকার ও যুক্তিবিরুদ্ধ রীতি ব্যবহারাদির উচ্ছেদ হইতে পারে।

অতএব সম্প্রতি আমারদিগের উক্তরূপ অবস্থা হইবার উপক্রম হওয়াতে এই সময়ে তদ্বিষয়ের আন্দোলন করিলে অন্তঃকরণে সুখোদয় এবং এতদ্দেশীয় লোকদিগের শিক্ষাবৃদ্ধি ও অন্যান্য উপকার সম্ভাবনা। পরমেশ্বরেচ্ছাতে মনুষ্যের মন কখন এক বিষয়ে স্থির নহে তন্নিমিত্তে এদেশের লোকেরা বহুকাল পর্য্যন্ত কুৎসিত শাসনাধীনে জড়বৎ থাকিয়া এক্ষণে

স্বপ্নোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় জ্ঞান দৃষ্টির উন্মীলন প্রাপ্ত হইয়া দেখিতেছেন যে পূর্ব্ব আক্রমণ-কর্ত্তা এবং লুঠকারকেরা এখানকার কেবল ধন লুঠ করেন নাই কিন্তু বিদ্যা ও নানা প্রকার শাস্ত্রেরও ক্ষতি ও তত্তদ্গ্রন্থকর্ত্তা এবং জ্ঞানপ্রচারক ব্যক্তিদিগের বিনাশ এবং তাহাদিগের পুস্তক সকলের লোপ করিয়াছেন ; এবং ইহারা পূর্ব্বাপেক্ষা স্বদেশের ধর্ম্মাচরণের অনেক ব্যতিক্রমদৃষ্টে এতদ্দেশস্থ প্রাচীন পণ্ডিতমান্য ব্যক্তিদিগকে কখন২ তৎকারণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন কিন্তু ঐ পণ্ডিত মহাশয়েরা কলিযুগের মাহাত্ম্য ব্যতিরেকে অন্য কোন কারণ দর্শাইতে পারেন না আর ইহাদিগের বোধ হইয়াছে যে বর্ত্তমান লুঠকারিরা এদেশে স্বাধিকার দৃঢ় করিয়াছেন ও তাহাদিগের যদ্যপিও অন্যান্য দোষ থাকুক তথাপি প্রজাদিগের বিদ্যাবৃদ্ধি ও সদ্বিচারার্থে যত্ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহাতে যদি উক্ত পণ্ডিতদিগের নিকটে প্রশ্ন হয় যে কলিযুগে কি বিদ্যারও বৃদ্ধি হইবে তবে তাহারা তাহাতেও সায় দিতে পারেন। অতএব এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে এতদ্দেশে বহুকালাবধি জ্ঞানসাগর ধারণ জন্য অতিখ্যাত এবং পূর্ব্বকালীন তাবৎ লোকেরা এদেশের জ্ঞান সমুদ্রে বিদ্যারূপ অমৃত পান করিয়া মূর্খতারূপ তৃষ্ণা দূর করিতেন কিন্তু কালবশতঃ পূর্ব্বোক্ত দুর্ঘটনাক্রমে তৎ-সমুদ্র শুষ্ক হওয়াতে যে সকল ব্যক্তিরা পরে জন্মিয়াছেন তাহারা ঐ বিদ্যামৃতাস্বাদনে বঞ্চিত এবং এক্ষণকার নূতন সৃষ্ট বিদ্যাতেও অনভিজ্ঞ অতএব তাহাদিগের উচিত যে তদানীন্তন ভিন্নদেশীয় সুবিদ্বান্দিগের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া স্ব ২ অজ্ঞান নষ্ট করেন তাহাতে অনেক কালাবধি শুষ্ক এবং মলিন পূর্ব্বাঞ্চলের জ্ঞানসমুদ্র পশ্চিমদেশীয় জ্ঞানার্ণবের জল দ্বারা পুনর্ব্বার পরিপূর্ণ এবং উজ্জ্বল হইবেক।

পূর্ব্বোক্ত ধার্ম্মিক পণ্ডিতদিগের ভবিষ্যদ্বিষয় কথনের ক্ষমতা থাকিলে তাহারা বিষাদ প্রকাশ করিয়া কহিতেন যে তাহাদিগের মাহাত্ম্যের হ্রাসোপক্রম হওয়াতে আমোদের শেষ হইল কারণ আমরা দেখিতেছি যজ্ঞসূত্রধারি নটরূপি ব্রাহ্মণেরা এতদ্দেশে ঈশ্বরবৎ পূজ্য এবং পরমগুরু ও তাবতের আশীর্ব্বাদন ছিলেন আর ক্ষত্রিয় বৈশ্য আর শূদ্রেরা যথাক্রমে মধ্যমাধম অত্যধম ছিল কিন্তু পাশাখেলার পাশাপতনের ন্যায় বিপরীত ঘটনা হইয়া নীচ জাতিরা উচ্চ পদাকাঙ্ক্ষা করিতেছে এবং জাতিভেদের লোপ ও বর্ণসঙ্কর দ্বারা উক্ত শ্রেণীর ব্যাঘাত হইয়া সমুদয় একেবারে নষ্ট হইল এবং ব্রাহ্মণদিগের জাত্যভিমান ও ধর্ম্ম-পরিচ্ছদ ও তৎ সামগ্রীর উচ্ছেদ এবং অনবরত ভাবনার গোচর যে দেবদেবী ও যক্ষরক্ষো গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি দেবযোগি তদারাধনার বিচ্ছেদ আর অপবিত্র পূজা দেবালয় প্রতিমা যাগ-যজ্ঞ ও বলিদানাদির লোপ হইতে লাগিল অতএব বোধ হয় যে পর্ব্বতের নিকটস্থ নদীতীরে বৃক্ষচ্ছায়াতে যে সকল প্রসিদ্ধ আশ্রম, পীঠস্থান ও সমাজ প্রভৃতি আছে তাহাও কালক্রমে নষ্ট হইয়া যাইবেক এবং তাহার কিঞ্চিন্মাত্র চিহ্নও থাকিবেক না।

এক্ষণে আমারদিগের আচার ব্যবহারাদি মিশ্রিত এবং পরিবর্ত্তিত হইতেছে অতএব তদ্বিষয়ের বিশেষ বিবেচনার উপযুক্ত সময় 'এই কারণ মনুষ্যদিগের স্বভাব এই যখন কোন

বিষয়ের ভ্রম বোধগম্য হয় তখন সত্য পরিগ্রহ করিতে ইচ্ছুক হইয়া তৎপরিবর্ত্তনের ব্যস্ততা প্রযুক্ত তত্তুল্য ভ্রমান্তরে পতিত হন এ বিষয় সপ্রমাণের নিমিত্তে দূরদেশের দৃষ্টান্তান্বেষণের আবশ্যকতা নাই যেহেতু প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে ইউরোপীয়দিগের বর্ত্তমান বিস্তর দোষ আমাদিগের মধ্যে গুপ্তরূপে প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং অনেকানেক রীতি ব্যবহার যাহা তাঁহাদিগের উপযুক্ত কিন্তু অস্মদ্দেশীয় লোকদিগের ঘৃণার্হ তাহারও এতদ্দেশে প্রচারারম্ভ হইয়াছে কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে অদ্যাবধি তাহার বিস্তার হয় নাই অতএব এই সময়ে নীতিজ্ঞ ব্যক্তির কর্ত্তব্য যে যে সকল কুব্যবহার ও কু প্রবৃত্তি দ্বারা দেশের অনিষ্ট সম্ভাবনা তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে লোকদিগকে উপদেশ প্রদান করেন। গত দশ বৎসরের মধ্যে উক্ত বিষয়ের যেরূপ পরিবর্ত্ত হইয়াছে তাহাতে আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে আর ২০ বৎসরের মধ্যে এতদ্দেশের বেদ ও পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র সমুদয় লুপ্ত হইবেক অর্থাৎ এদেশের প্রাচীন রীতি ব্যবহার শ্রবণাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তি ব্যতিরেকে অন্য কেহই তাহার অনুসন্ধান করিবেন না এবং ঐ সকল শাস্ত্রোক্ত আচার ব্যবহারাদি ভারতবর্ষের অনেক স্থানে ইতিহাস স্বরূপ হইবেক।

হে মহাশয়গণ আপনাদিগের মধ্যে যে ২ ব্যক্তি বিদ্যারূপ নির্ঝরোদক পান করিয়াছেন এবং সত্যাশ্রমে তপস্যা করিয়াছেন তাহারা উন্মত্ততারূপ শত্রুবশত বিপথগামি এবং অবিবেচনা স্বরূপ রাক্ষসমুখে পতিত এতদ্দেশীয় লোকদিগের দুরবস্থাবলোকনে ঘৃণা করিবেন না; কারণ এক্ষণে এদেশের বহুসংখ্যক লোকেরা স্বদেশস্থ জ্ঞানি মনুষ্যের নিকট সাহায্য এবং উপদেশ প্রার্থনা করিতেছেন এবং আমার বোধহয় যাঁহারা স্বয়ং জ্ঞানদীপিকার আলোক ভোগ করেন তাহারা অবশ্যই তদ্দ্বারা অন্যের অজ্ঞানন্ধকার দূর করিবেন।

## নগরের এবং প্রদেশের বিবিধ বিষয়। পুলিশের বাৎসরিক রিপোর্ট নং ২ জুন ১৮৪২। ৩ সংখ্যা*

শ্রীযুক্ত মেং মেকফারলেন সাহেবের কলিকাতা পুলিসের ইংরাজী ১৮৪১ বৎসরীয় রিপোর্ট সকল সমাচার পত্রে প্রকাশ হইয়াছে তদ্দৃষ্ট অবগতি হইল যে এতন্নগরী মধ্যে কৃষ্ণনগর ও যশোহরের কতিপয় কুলি অর্থাৎ দুঃখিলোক এক তস্করের দলে মিলিত হওয়াতে রাত্রিযোগে চৌর্য্য কর্ম্মের অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে তন্নিমিত্তে উক্ত সাহেব পুলিস সংক্রান্ত লোকদিগের স্বস্ব কর্ম্মে সতর্ক ও মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিয়াছেন। বাঙ্গালি পল্লীতে যাঁহারা রাত্রিভাগে গমনাগমন করেন তাঁহারা পথিমধ্যে চোরের ভয় অনেকবার প্রকাশ করিয়াছেন এবং ভ্রমণকারি ব্যক্তিদিগের চাদর প্রভৃতি হরণের বৃত্তান্ত বারম্বার

* ১ নং রিপোর্ট ৭৫-৭৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

শুনা গিয়াছে ইহাতে বোধহয় নগরের থানাদার ও তৎসম্পর্কীয় অন্যান্য কর্ম্মকারি ব্যক্তিরা স্বীয় ২ কর্ম্মে সতর্ক নহেন অতএব রাত্রিকালে চৌকির বিষয়ে যদি অধিক মনোযোগ হয় তবেই সাধারণের রক্ষণাবেক্ষণ উত্তমরূপে হইতে পারে। সকলেই অবগত আছেন যে কলিকাতায় প্রহরে ২ চৌর্য্যক্রিয়া হয় কিন্তু যদি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমীপে তদাবেদনের ক্লেশ নিবারণ, এবং দণ্ডপ্রদানের স্থৈর্য্য ও শীঘ্রতা থাকিত তবে চৌর্য্য-বৃত্তির দমন হইত। এইক্ষণে এতন্নগরস্থ লোকদিগের দ্রব্য অপহৃত এবং চোর ধৃত হইলেও তাহারা পুলিসে আবেদন করিতে অনিচ্ছুক যেহেতু তাহাতে ক্ষতি ও ক্লেশ বিস্তর, লাভ অত্যল্প, এবং আবেদন করিলে পুলিসে প্রতিদিন অন্যান্য কর্ম্ম ক্ষতি করিয়া উপস্থিত থাকিতে হয় ও সেই মোকর্দ্দমা সুপ্রিমকোর্টে প্রেরিত হইলে তথায়ও গমনাগমন করিতে হয় ফলত আইনের স্থিরতা না থাকাতে চৌর্য্যাদির বিষয়ের আবেদন বিস্তর ব্যাঘাত। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ আইন শোধনার্থে গবর্ণমেণ্ট সমীপে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি এবং আশ্বাস করি যে এবিষয়ে শীঘ্র সম্পন্ন হইবেক। উক্ত রিপোর্টের শেষভাগে নগরের শ্রীবৃদ্ধি ও স্বচ্ছন্দতাদি বিষয়ের প্রস্তাব আছে তাহাতে দৃষ্ট হইল যে চৌরঙ্গিতে কর বৃদ্ধি ব্যতিরেকে রাত্রিযোগে পথিমধ্যে আলোক দান ও রাস্তা ও নর্দ্দমার পরিষ্কার এবং রাজপথে জলসেক ইত্যাদি দ্বারা তদঞ্চলের লোকদিগের সুখ এবং স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধির নিয়ম হইয়াছে ইহা পরম আহ্লাদের বিষয় কিন্তু অন্যান্য পল্লীস্থ মনুষ্যদিগকে যদি তদ্রূপে সুখ এবং সচ্ছন্দতা না দত্ত হয় তবে তাহাদিগের প্রতি রাজার উচিত ব্যব্যহার হইবেক না আর বাঙ্গালি পল্লীতে রাস্তাসকল ধূলিতে পরিপূর্ণ, গলিতে রাশীকৃত ময়লা এবং সকল পথে আলো দেওয়া হয় নাই ও কোন কোন নর্দ্দমা দুর্গন্ধি ক্লেদে পূর্ণ এবং কোন কোন পুষ্করিণীর দুরবস্থা ইত্যাদি কারণে লোকদিগের অধিক ক্লেশ হওয়াতে তৎশোধন নিতান্ত আবশ্যক এবং উক্ত বিষয়দ্বারা নগরের দুরবস্থাহেতু মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের বাঙ্গালি পল্লীতে অধিক মনোযোগ করা উচিত; নিতান্ত পক্ষে চৌরঙ্গির প্রতি যে প্রকার করিয়াছেন তদ্রূপও অবশ্য কর্ত্তব্য।

ইক্ষণে মাজিষ্ট্রেটদিগের অনবকাশ প্রযুক্ত নগরস্থ লোকদিগের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যদায়ক বিষয়ানুসন্ধান উত্তমরূপে নির্ব্বাহ না হওয়াতে তৎকর্ম্ম সম্পাদনের নিমিত্তে মেক্‌ফারলেন সাহেব একজন বেতনি মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করণের সূচনা করিয়াছেন এবং কহিয়াছেন যে "১১ বৎসর পর্যন্ত তিনি এতদ্দেশে থাকিয়া এদেশের অধিকাংশ লোকদিগের স্বভাব জ্ঞাত আছেন তাহাতে তাঁহার এমন ভরসা হয় না যে গবর্ণমেণ্ট নগরের শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্তে যে ভারগ্রস্ত, আরো অধিক বৎসর গত হইলেও অত্রস্থ প্রজাগণেরা স্বয়ং তদ্ভার গ্রহণ করিয়া ঐ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারেন।" যদ্যপিও উক্ত সাহেবের মত স্বীকার্য্য তাঁহার উক্তির অনেকাংশ যথার্থ তথাপি আমারদিগের বিবেচনায় এ বিষয়ে একেবারে ভগ্নোৎসাহ হওয়া অনুচিত। গত ১০।১২ বৎসর পর্য্যন্ত বাঙ্গালিরা ইংরাজদিগের সহিত স্থানে ২ সহবাস দ্বারা পরিচিত

হইয়াছেন তাহাতে অনুমান হয় যে বাঙ্গালিরা উপদেশ প্রাপ্ত হইলে যেরূপ পারক হইতে পারে তাহা ইংরাজদিগের বোধগম্য হইয়াছে। যদিও এদেশের বহুসংখ্যক লোকের স্বদেশোপকারার্থে উদ্যোগ এবং উৎসাহমাত্র নাই তথাপি প্রথমাবস্থায় ইংরাজদিগের নিকটে সাহায্য এবং কর্ম্মনির্ব্বাহের উপদেশ প্রাপ্তানন্তর স্বীয় জ্ঞান, এবং দেশের উপকারে আপনার উপকার বোধ দৃঢ় হইলে তাহাদিগের দক্ষতার বৃদ্ধি সম্ভাবনা। হুগলি নগরের শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্তে কতিপয় এতদ্দেশীয় লোকের এক কমিটি স্থাপিত হইয়াছে এবং তৎসভ্যরা যে প্রকার কর্ম্ম করিতেছেন তাহাতে বোধহয় তাঁহাদিগের প্রতি যে বিষয়ের ভারার্পণ হইয়াছে তৎসম্পন্ন করিতে তাঁহারা কোন অংশে ক্রুটি করিতেছেন না; আর নৌকাদি গমনের উদ্বৃত্ত-কর অন্যান্য কর্ম্মে বিনিয়োগ করার নিমিত্তে অনেক প্রদেশে এক ২ কমিটি আছে তাহার অধ্যক্ষদিগের নির্দ্ধারিত বিষয় গবর্ণমেণ্ট গ্রাহ্য করিয়াছেন। ইহাতে বোধহয় এতদ্দেশীয় লোকদিগের দ্বারা কর্ম্ম চলিতে পারে অতএব যদি এতন্নগরস্থ ব্যক্তিদিগের স্বাস্থ্যদায়ক বিষয়ানুসন্ধানের নিমিত্তে প্রত্যেক পল্লীতে তত্রস্থ প্রধান২ ব্যক্তিদিগের এক২ কমিটি স্থাপিত হয় এবং ঐ সকল শাখা কমিটিতে রাস্তার অধ্যক্ষ এবং প্রস্তাবিত মাজিষ্ট্রেট সভ্য থাকেন তবে তৎকর্ম্ম অর্থাৎ নগরের শ্রীবৃদ্ধি উপায়ানুসন্ধান উত্তমরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে।

## লণ্ডন নিবাসি ভারতবর্ষীয় শাসনকর্ত্তাদিগের অত্রস্থ জনগণের অত্যাচার নিবারণে মনোযোগ। জুলাই ১৮৪২। ৫ সংখ্যা

আমরা কোন বন্ধু হইতে নিম্নলিখিত মোকদ্দমার বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ করিলাম, পাঠকবর্গ সমীপে প্রার্থনা যে তাঁহার মনোযোগ পূর্ব্বক এতদ্বিষয় পাঠ করুন, আমারদিগের বোধহয় এতৎ পাঠে অস্মদ্দেশীয় লোকদিগের উপরে কোন বিষয়ে গবর্ণর জেনেরেল অন্যায় করিলে বিলাতে তদ্বিষয়ের আবেদন করিতে এক্ষণে তাহাদিগের সাহস হইবেক। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম সম্পাদকেরা কোন বিষয়ের আবেদন পত্র উপস্থিত হইলেই ( গবর্ণর জেনেরেল ইহাতে হস্ত ক্ষেপ করিবেন না ) এই যে আনুভাবিক স্থির মত কহিয়া থাকেন তৎশ্রবণে এক্ষণে কোন ব্যক্তি পুনরাবেদন করিতে ভীত হইবেন না আমরা শুনিতে পাইতেছি যে বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরেল লর্ড এলেনবরা তাবৎ বিষয়ের আবেদন পত্র পাঠ করিয়া স্বয়ং অনুমতি প্রদান করেন; যদ্যপি ইহা ক্রমাগত থাকে তবে আপামর সাধারণ মনুষ্যের অতিশয় আহ্লাদ জনক বটে। এক্ষণে সকলে অনুমান করেন যে লার্ড আক্লণ্ড পরের বুদ্ধিতে চলিতেন এবং সেক্রেটরি মহাশয়েরা যাহা কহিতেন তাহাই করিতেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ, প্রস্তাবিত মোকর্দ্দমাতে বাস্তবিক অন্যায় দেখিয়াও হস্তার্পণ করেন নাই।

মৃত নবাব সৌলতসঙ্গের নিকটে কর্জ্জাবাবতে রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের কিঞ্চিৎ টাকা

প্রাপ্য ছিল তাহা আদায় করিবার নিমিত্তে ঐ রাজা উক্ত নবাবের পত্নী নেগারা বেগম ও তৎপুত্র তহওর জঙ্গের নামে নালিস করেন, প্রতিবাদিরা ইহাতে এই উত্তর লিখেন যে তাহারা মৃত নবাবের সম্পত্তি কিঞ্চিন্মাত্র প্রাপ্ত হন নাই কারণ এই মোকর্দ্দমা আরম্ভের পুর্ব্বে রাজা উদন্ত সিংহের উত্তরাধিকারিরা সদর দেওয়ানি আদালতের ডিক্রীর হুকুমানুসারে ঐ নবাবের সমুদায় বিষয় বিক্রয় করিয়া লইয়াছেন অতএব কোম্পানী বাহাদুরের আদালতের রীত্যনুসারে ও মহম্মদীয় শাস্ত্রের ব্যবস্থামতে এতদবস্থায় তাহারা মৃত নবাবের ঋণের দায়ী হইতে পারেন না; এবং এই বিষয়ে সপ্রমাণার্থে তাঁহারা আদালতে এক ফতোয়া অর্থাৎ ব্যবস্থাপত্র উপস্থিত করিয়াছিলেন। প্রধান সদর আমীন রামগোবিন্দ রায় দ্বারা এই মোকর্দ্দমার বিচার হওয়াতে তিনি আসামিদিগের উক্ত প্রকার জবাবের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগ না করিয়া ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী করিয়াছিলেন।

উক্ত প্রতিবাদিগণের মধ্যে নবাব তহওর জঙ্গ এক আসামী তিনি এই মোকর্দ্দমার ডিক্রী সময়ে উপর প্রদেশে থাকাতে তৎপ্রতি আপিল করিতে পারেন নাই যখন কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন তখন ঐ আপিল করণের নির্দ্ধারিত কাল অতীত হইয়াছিল তৎকালে তিনি আরো জ্ঞাত হইলেন যে তাহার মশাহেরার টাকার প্রতি ঐ ডিক্রী জারী হইয়া ঐ টাকা কর্ত্তন হইবেক ইহাতে অন্য কোন উপায় না দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট এক কেতা দরখাস্ত করিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তদ্বিষয়ে এই উত্তর দিলেন যে মশাহেরার টাকা সরকার তাঁহাকে অনুগ্রহ করিয়া দিতেছেন ইহা তাঁহার পৈত্রিকাধিকার নহে সুতরাং তদ্দ্বারা তাঁহার মৃত পিতার ঋণ পরিশোধ হইতে পারিবেক না।

সুপ্রিম কৌন্সেলের এই প্রকার উত্তরে আশ্বস্ত হইয়া নবাব তহওর জঙ্গ প্রভৃতি আসামিয়ানেরা ঐ মোকদ্দমা পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা করিলেন এবং তাহা গ্রাহ্য হইল কিন্তু উক্ত প্রধান সদর আমীন পুর্ব্বে যে হুকুম দিয়াছিলেন তাহাই যথার্থ জ্ঞান করিয়া পুনর্ব্বিচারেও আপন সাবেক হুকুম বাহাল রাখিলেন।

উক্ত প্রধান সদর আমীনের এবম্প্রকার অন্যায় বিচারে প্রতিবাদিরা অসন্তুষ্ট হইয়া এই বিষয়ে কৌন্সেলকে মধ্যস্থ করিবার প্রার্থনায় সদর আমীনের অবিচার ও অন্যায় প্রকাশ করত সুপ্রিম কৌন্সেলে আর এক কেতা দরখাস্ত করিলেন তাহাতে কৌন্সেল হইতে এই উত্তর আসিল যে এতদ্বিষয়ের বিচারে কৌন্সেল হস্তার্পণ করিতে পারেন না তজ্জন্য উচ্চ আদালতে ঐ মোকর্দ্দমা সোপরদ্দ করা গেল। কিন্তু আপীলের মেয়াদ অতীত হওয়াতে ঐ আদালত হইতে আসামিয়ানদিগের পক্ষে উক্ত বিষয়ে কিছুই হইতে পারিল না। পরিশেষে ফরিয়াদী স্বেচ্ছাপুর্ব্বক আসামিয়ানদিগের নিকট হইতে আপনার ডিক্রীর টাকা কিস্তিবন্দি করিয়া লইতে সম্মত হইলেন তৎকালে আসামিদিগের পক্ষে ইহাই পরম লাভ বোধ হইল।

অবগত হওয়া গেল যে কোর্ট আব ডাইরেক্টরদিগের নিকট হইতে যে সকল কাগজ

পত্রের পুলিন্দা এদেশে আসিয়া থাকে তাহার কোন এক পুলিন্দার মধ্যে পূর্ব্বলিখিত মোকর্দ্দমার তাবৎ বৃত্তান্ত লিখিত আছে এবং প্রধান সদর আমীন যে অন্যায় পূর্ব্বক ঐ মোকর্দ্দমার নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাহাও উক্ত কোর্টের মহামহিম অধ্যক্ষ সাহেবেরা জ্ঞাত হইয়াছেন অপর উক্ত পুলিন্দা দ্বারা অনুমতি আসিয়াছে যে আসামিয়ানদিগের ঐ মোকর্দ্দমার আপীল করণের মত হইলে তাহাদিগের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে সুবিচার করণ অত্যাবশ্যক।

যাহা হউক এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য এই যদি ঐ মোকর্দ্দমার ফরিয়াদী আপনার যথার্থরূপে প্রাপ্ত ডিক্রীর হুকুমানুসারে আসামিয়ানদিগের নিকট হইতে কিস্তবন্দি করিয়া টাকা না লইতেন আর যদি আসামিয়ান লোকেরা নির্ধন প্রযুক্ত ঐ অন্যায় বিচারের প্রতীকার চেষ্টায় অসমর্থ হইতেন তবে তাঁহাদিগের কি দশা হইত। সম্প্রতি শুনিলাম যে উক্ত নবাব স্বীয় কিস্তিবন্দির প্রায় সমুদয় টাকা পরিশোধ করিয়াছেন।

## বিধবার পুনর্বিবাহ। জুলাই ১৮৪২। ৫ সংখ্যা

আমারদিগের এতৎপত্রের প্রথম সংখ্যাতে হিন্দুজাতীয় বিধবার পুনর্বিবাহ বিষয়ে যে এক প্রেরিত পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল তৎপ্রতি কটাক্ষ করিয়া ২৬ এপ্রেলের প্রভাকর পত্রে কোন পত্র প্রেরক যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমরা মনোযোগপুর্ব্বক পাঠ করিয়া দেখিলাম তন্মধ্যে প্রত্যুত্তরের উপযুক্ত একটী মাত্র প্রস্তাব আছে, যথা পত্রপ্রেরক লিখেন যে বিধবার পুনর্বিবাহ হইলে তাহার সম্প্রদানকর্ত্তা কোন্ ব্যক্তি হইবেক প্রথম বিবাহ কালীন দান দ্বারা ঐ স্ত্রীতে তাহার পিতা ও মাতার স্বত্ব নষ্ট হইয়াছে? আমারদিগের বোধ হয় যে উক্ত সন্দেহ ভঞ্জনাভিপ্রায়েই আমাদিগের পত্রপ্রেরক লিখিয়াছিলেন যে মনুর মতে বিধবার পুনর্বিবাহে সংপ্রদানের বিধি নাই সংস্কার মাত্র বিহিত হইয়াছে; আমরাও অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম যে উক্তপ্রকার বিবাহ দান ব্যতিরেকে নিষ্পন্ন হয় এবং বিধবা স্বয়ং আত্মদান করিতে পারে।[৪] অনুমান করি প্রভাকরের পত্রপ্রেরক উক্ত প্রস্তাবে এই সিদ্ধান্তকে যোগ্যবোধ করিতে পারেন।

এক্ষণে হিন্দুজাতীয় বিধবার বিবাহ পুনঃস্থাপনের অন্য কোন শাস্ত্রীয় প্রতিবন্ধক দৃষ্ট হইতেছে না উক্ত ব্যবহার যে প্রাচীন কালে প্রচলিত ছিল ও অদ্যাপি ইতর লোকদিগের মধ্যে প্রচলন আছে এবং কলিযুগের তন্নিষেধে যে অশেষ দোষ, তৎসমুদায় আমাদিগের পত্রপ্রেরক স্পষ্টরূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন এবং আমরাও সম্প্রতি হৃষ্টচিত্তে দেখিতেছি যে উক্ত নিষেধ স্মৃতি শাস্ত্রের বিপরীত।

৪ উদ্বাহতত্ত্বধৃত স্মৃতি "সংপ্রদান কর্ত্তা না থাকিলে কন্যা স্বযোগ্য সবর্ণ পতিকে স্বয়ং বরণ করিবেক।" মহানির্ব্বাণ তন্ত্র "বিবাহ পিতৃমাতৃদ্বারা হইতে পারে, সকর্তৃকও নির্ব্বাহ হয়"।

১৭৫৬ শালে ঢাকার রাজা রাজবল্লভ রায় বাহাদুর বৈধব্যদশাপন্ন স্বীয় কন্যার পুনর্বিবাহ প্রদানার্থ ইচ্ছুক হইয়া দ্রাবিড় তৈলঙ্গ বারাণসী মিথিলা প্রভৃতি দেশ হইতে বহুসংখ্যক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতকে তদ্বিষয়ের ব্যবস্থা প্রদান করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন তাহাতে সেই সকল অধ্যাপক মহাশয়েরা নিম্নলিখিত প্রমাণানুসারে ব্যবস্থা প্রদান করেন। যথা "স্বামির দেশান্তর গমন, মরণ, সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বন, ক্লীবত্ব এবং পাতিত্য এই পঞ্চ প্রকার আপদে স্ত্রীলোকের প্রতি বিবাহান্তর করণের বিধি আছে"। আমরা এই ব্যবস্থার বিস্তারিত প্রমাণাদি প্রাপ্ত হইলেই প্রকাশ করিব সম্প্রতি পরমাহ্লাদের বিষয় এই যে প্রাচীন বিজ্ঞ পণ্ডিত মহাশয়েরাও এতদ্রূপ ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছিলেন। যে সকল ব্যক্তিরা এতদ্রূপ ব্যবস্থা প্রাপ্তি বিষয়ে নিরাশ হইয়াছিলেন এক্ষণে তাহারা এতদ্দৃষ্টে চমৎকৃত হইতে পারেন কিন্তু তন্মহাশয়দিগের প্রতি আমাদিগের বক্তব্য এই যে হিন্দুজাতীয় স্ত্রীগণের পক্ষে প্রাচীন স্মৃতিকারদিগের যে সকল উৎকৃষ্ট মত আছে তাহা দৃষ্টি করিলে তাঁহাদিগের অবশ্য বোধগম্য হইবেক যে অস্মদ্দেশীয় শাস্ত্র মন্থনে উক্ত প্রকার ব্যবস্থার উদ্ধার দুরূহ নহে যেহেতু দেবল কহেন যে "অনপত্যা স্ত্রীর স্বামী নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে বিদেশ হইতে প্রত্যাগমন না করিলে সে স্ত্রী পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারে।"

হিন্দু জাতীয় বিধবার পুনর্বিবাহের নিষেধ এইরূপে খণ্ডিত হওয়াতে এক্ষণে কেহ এমত প্রস্তাব করিতে পারেন যে কলিযুগে ঔরস ও দত্তক পুত্র ভিন্ন অন্যকোন পুত্রের ধনাধিকার নাই অতএব পুনর্ভূ বিবাহ পুনঃস্থাপিত হইলে তৎপুত্রের ধনাধিকারার্থ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনীয়; তাহাতে আমারদিগের বিবেচনায় এই বোধ হয় যে এতদ্রূপ প্রার্থনা অস্মদাদির পক্ষে শ্রেয়স্করী নহে। যেহেতু তাহা হইলে আমাদিগের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে যে যৎকিঞ্চিৎ স্বাধীনতা আছে তাহাও এই দৃষ্টান্তবলে ক্রমশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক উচ্ছিন্ন হইবেক।

তাবৎ ব্যক্তিই স্বীয় ধন যথেষ্ট ব্যয় করণে সক্ষম অতএব পুনর্ভূ বিবাহ করিয়া জীবদ্দশায় তাহার এবং তদুৎপন্ন সন্তানাদির জীবিকা স্থাপন করা যাইতে পারে যদ্যপি তাহাতেও আশঙ্কা হয় যে অন্য উত্তরাধিকারিরা উহাদিগের ঐ প্রকার ধন বিভাগে বিবাদ উপস্থিত করিবেক তবে নিজ বিষয়ের নিয়ম পত্র আদালতে রেজিষ্টরি করিয়া রাখিলেই ওই সন্দেহ দূর হইতে পারিবেক। অতএব এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনার প্রয়োজন কি? এবং হিন্দুদিগের বিবাহাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্গত প্রযুক্ত ইহাতে গবর্ণমেণ্টের প্রভুত্বের সম্পর্ক বিধান আমাদিগের বিবেচনায় সৎপরামর্শ নয়, আর হিন্দুজাতীয় বিধবার পুনর্বিবাহারম্ভের প্রতি পৌনর্ভব পুত্রের ধনাধিকারে নিয়মাভাবরূপ যে প্রতিবন্ধক ছিল তাহারও এইরূপে খণ্ডন করা যাইতে পারে।

এক্ষণে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে উক্ত বিষয়ে কি প্রকারে সিদ্ধ হইবেক? তাহাতে আমরা এইমাত্র কহিতে পারি যে অস্মদ্দেশীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা ও যুবাদিগের

কর্ত্তব্যকর্ম্মে সাহসাবলম্বনের উপদেশ ব্যতিরেকে এতদ্বিষয় ক্রমশ সিদ্ধ হইবার আর সদুপায় নাই আর আমাদিগের বোধ হয় যে কতিপয় হিন্দু ব্যক্তিরা যদ্যপি পুনর্ভূ বিবাহ করিয়া পথ দেখান্ তবে ইহার প্রতি লোকের যে দ্বেষ আছে তাহাও ক্রমে হ্রাস হইয়া পরে সর্ব্বসম্মতরূপে প্রচলিত হইতে পারে।

## মফঃসলে রাজকীয় কর্ম্মালয়ের এক স্থানে স্থাপনের আবশ্যকতা

আগস্ট ১৮৪২। ৬ সংখ্যা

( চিঠি )

শ্রীযুক্ত বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

হে মহাশয়,

লার্ড বেন্টীঙ্ক সাহেব যৎকালে ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা ছিলেন তৎকালে এতদ্দেশান্তঃপাতি ভিন্ন২ প্রদেশীয় রাজ্যখণ্ড সকলের রাজশাসন ব্যাপারের অনেক পরিবর্ত্ত করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে ওই সকল রাজ্যখণ্ডে রাজকীয় কর্ম্মালয় অতিদূর ভিন্ন ২ স্থানে থাকাতে কোন ব্যক্তির এককালীন বহুকর্ম্ম উপস্থিত হইলে প্রত্যেক কর্ম্মাগারে স্বয়ং গমনাগমনে অপারকতা প্রযুক্ত সুতরাং গুরুতর কর্ম্মের অনুরোধে তাঁহাকে ক্ষুদ্র ২ কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইত এবং রাজকীয় কর্ম্মকারকদিগের মধ্যে কাহারো যদি অন্য কর্ম্মকারিকে কোন বিষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসার আবশ্যক হইত তবে তাহাও অবিলম্বে নির্ব্বাহ হইত না সুতরাং উভয় পক্ষেই কর্ম্মের ব্যঘাত হইত অতএব এই সকল অসুগম দূর করণার্থে লার্ড বেন্টীঙ্ক সাহেব সমুদায় রাজকীয় কর্ম্মালয় তত্তৎপ্রদেশের এক স্থানে অর্থাৎ বাইস রিগল প্যালেসে স্থাপিত করেন এতদ্বিষয়ে তাবংলোক পরমাহ্লাদের সহিত সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন এবং ঐ ধারা যে অতি উপাদেয় তাহাও অনেককাল পর্য্যন্ত পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইল।

এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে উক্ত নিয়ম মফঃসলে কেন হইল না তথায় প্রায় বিংশতি ক্রোশ পর্য্যন্ত জুরিসডিকসনের মধ্যে ভিন্ন ২ স্থানস্থ পৃথক ২ কর্ম্মালয়ে সকল লোক একত্র হইয়া স্ব ২ কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকেন এবং ভূম্যধিকারি ও কৃষিকর্ম্মকারি লোকদিগকে প্রায় বারমাসই সেই ২ স্থানে উপস্থিত দেখিতেছি বোধ হয় ভূম্যধিকারিরা রাজস্ব দাখিল করিবার জন্যে আপনাদিগের ক্ষতি ভয়ে তথায় উপস্থিত থাকেন কৃষিকর্ম্মচারিদিগের যদ্যপিও সে ভয় নাই তথাপি খাজানা বাকির জন্যে জমিদারদিগের নালিসে তাহাদিগকে সর্ব্বদা সেখানে আসিতে হয়, কখন বা অন্য কোন ব্যক্তি তাহাদিগের উপরে কোন বিষয়ে দৌরাত্ম্য করিলে উক্ত রাজকীয় কর্ম্মালয়ে গমনাগমন করে, এবং প্রায় সময়ে ২ দারোগা চালানের অধীন হইয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের

বিচারের শেষ পর্যন্ত এক মাস তাহাদিগকে হাজতে থাকিতে দেখা যায় এবং তদ্ভিন্ন আর ২ অনেক দরিদ্র লোকেরাও এককালীন দুই তিন বিষয়ে অভিযুক্ত হইলে তত্তৎ বিচার স্থানে উপস্থিত হইবার অনুরোধে সেই স্থানে অবরুদ্ধ থাকে।

আমি অনেক প্রদেশ ভ্রমণ করিয়াছি কিন্তু লার্ড বেন্টীঙ্কের যে প্রকার অভিপ্রায়, তদনুসারে রাজকীয় কর্ম্মালয় সকল, কেবল হুগলি প্রভৃতি দুই এক জিলায় দৃষ্ট হইল, অন্যান্য জিলায় কেবল ধনবান্ লোকেরাই অধিক মোক্তার রাখিয়া নানা স্থানের বিচারালয়ে আপনারদিগের ভিন্ন ২ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন নির্ধন ব্যক্তিদিগের উক্ত প্রকারে কর্ম্ম সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা কি? এবং তাহারা যে উক্ত বিষয়ে অপারক তাহা কাহার অবিদিত আছে, কিন্তু ধনহীন ব্যক্তিদিগেরও কোন বিষয়ে নালিস করিবার এবং কেহ অভিযোগ করিলে আদালতে উপস্থিত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা এবং তাহারা সহজেও কোন বিষয় ত্যাগ করিতে পারে না সুতরাং এককালে বহু কর্ম্ম পড়িলে সকল আদালতে উপস্থিত থাকিতে না পারাতে তাহাদিগের মোকর্দ্দমার কখন সুগতি হয় না বরঞ্চ মন্দ কখন বা বিপরীত হইয়া উঠে অতএব ইহা অপেক্ষা তাহাদিগের পক্ষে আর মন্দ কি?

আর মফঃসলে অনেক কেবেলেণ্ট অর্থাৎ সিবিল সম্পর্কীয় ডেপুটি কালেক্টর, সদর আমীন ও সদর মুন্সেফ প্রভৃতির স্বস্ব বাসাবাটীতে কাছারি করিবার ক্ষমতা থাকাতে প্রজাগণের পক্ষে অধিক মন্দ হইয়াছে; যদিও অচিরস্থায়ি ডেপুটি কালেক্টরদিগের প্রতি এ আপত্তি অতি অকিঞ্চিৎকর তথাপি প্রজাবর্গের কর্ম্মের সুগমানুরোধে সকল বিচারস্থান ও রাজকীয় কর্ম্মালয় এক প্রকাশ্য স্থানে থাকা উচিত অতএব আমরা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করি যে ডেপুটি কালেক্টর ও সদর আমীন প্রভৃতির কাছারি সর্ব্ব মধ্যস্থানে করণের এবং প্রত্যেক জিলার তাবৎ রাজকীয় কর্ম্মালয় এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্থাপনের প্রথা করুন। ওয়াই।

## খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম রক্ষার্থে এতদ্দেশীয় রাজস্বের অন্যায় ব্যয়

আগস্ট ১৮৪২। ৬ সংখ্যা

(চিঠি)

শ্রীযুক্ত বেঙ্গাল স্পেকটেটর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু:

হে মহাশয়,

খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম প্রচার ও তৎসম্পর্কীয় ধর্ম্মশালা প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় রাজকরের অধিকাংশ প্রতিবৎসর ব্যয় করিয়া থাকেন, উক্ত বিষয়ের জন্যে কত টাকা বৃথা নষ্ট হয় তাহার নিশ্চয় যদিও আমরা কহিতে পারি না

তথাপি অনুমান হয় তাহা অল্প না হইবেক, যেহেতু দেখা যাইতেছে যে প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও তদধীন অন্যান্য অধ্যক্ষেরা অধিক টাকা বেতন পাইতেছেন এবং গির্জ্জা প্রভৃতির ধর্ম্মশালার মেরামত ও নির্ম্মাণাদিতেও বহু সংখ্যক অর্থ ব্যয় হইয়া আসিতেছে। উক্ত বিষয়ে এতদ্রূপ প্রচুরতর ধনক্ষয় যে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে নহে তাহা এস্থলে সপ্রমাণ করণে প্রয়োজন বিরহ।

পক্ষপাতি মহাশয়েরা কহিয়া থাকেন যে গবর্ণমেণ্ট খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম পালনার্থ অর্থ ব্যয় না করিলে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মাবলম্বি কর্ম্মকারকেরা ভারতবর্ষে অবস্থিতি করিতে পারেন না; কিন্তু এস্থলে তাঁহাদিগের বিবেচনা করা উচিত যেসকল খ্রীষ্টিয়ান কর্ম্মকারকদিগের নিমিত্ত এতাদৃশ অর্থব্যয় আবশ্যক তাঁহারা তাবতেই প্রায় অধিক টাকা বেতন প্রাপ্ত হইতেছেন অতএব তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে এই ভার হইতে মুক্ত করিয়া সকলে একত্র হইয়া স্বীয় ধর্ম্মানুসারে স্বয়ং তদ্ভার গ্রহণ করিতে পারেন; ফলতঃ উক্ত বিষয়ের জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয় নিতান্ত অসঙ্গত; বোধ হয় বিজ্ঞ মহাশয়েরাও বিশেষ বিবেচনা করিলে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে পারেন।

অপর রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত ভারতবর্ষীয়দিগের নিকট হইতে যে টাকা সংগৃহীত হয় তাহা এতদ্দেশীয়দিগের বিপরীত ধর্ম্ম প্রচারে ব্যয় করা কদাচ ন্যায্য বোধ হয় না; আমারদিগের মহাদুঃখের বিষয় এই যে এতদ্দেশের সর্ব্বপ্রকারে উৎকর্ষবিধান, নগরের রক্ষণাবেক্ষণের সুধারা করণ ও বাণিজ্যাদি বৃদ্ধির সদুপায় স্থাপন ইত্যাদি সাধারণ হিতজনক অনেক২ বিষয় সকল অর্থের অসঙ্গতি প্রযুক্ত স্থগিত রহিয়াছে অথচ আবশ্যক কর্ম্মে অপরিমিত রাজস্ব ব্যয় হইতেছে।

যাহা হউক এক্ষণে ভরসা করি যে অস্মদ্দেশীয় মহাশয়েরা এই অন্যায় নিবারণে শীঘ্র সচেষ্টিত হইবেন এবং তাঁহাদিগের প্রতি যে২ অত্যাচার হইতেছে তন্নিবারণার্থে গবর্ণমেণ্টের সমীপে আবেদন করিতে সাধ্যানুসারে ত্রুটি করিবেন না। কস্যচিৎ এতদ্দেশীয়স্য।

## সদর দেওয়ানী আদালতের রিপোর্ট এবং এতদ্দেশীয়েরদের কর্ত্তৃক বিচার সম্পর্কীয় কর্ম্ম করণ। আগস্ট ১৮৪২। ৬ সংখ্যা

সদর দেওয়ানী আদালতের রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত নিম্নলিখিত বিবরণ দৃষ্টে অবগত হওয়া যাইতেছে যে এতদ্দেশীয় লোকদিগের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের বিচার সম্পর্কীয় কর্ম্ম সকল সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইবার যে অনুভব ছিল তাহা সিদ্ধ হইল; আমরা অনুমান করি এদেশের লোকদিগকে উক্ত কর্ম্মপ্রদানের অনুজ্ঞা হইয়া অবধি যদি বিবেচনা পুর্ব্বক অপক্ষপাতে তদ্বিষয়ে লোক নিযুক্ত হইত তবে তাহাদিগের কর্ম্মদক্ষতা আরো উৎকৃষ্টরূপে প্রকাশ পাইত, তথাপি উক্ত রিপোর্টে এ বিষয়ের যে প্রকার পরীক্ষা হইতেছে তাহাতেও

গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশীয়দিগের বিচার কর্ম্মদক্ষতায় দৃঢ় বিশ্বাস করিতে পারেন অতএব চার্টরের যে অংশে বাঙ্গালিদিগের উচ্চ কর্ম্মপ্রাপ্তির নিষেধের ছেদন আছে তাহা প্রচলিত করণার্থে গবর্ণমেণ্টের শীঘ্র যত্ন করা উচিত।

**প্রধান সদর আমীন**

| ইং সন | উত্তম | মধ্যম | অধম ও কর্ম্মচ্যুত |
|---|---|---|---|
| ১৮৩৬ | ২২ | ৬ | ২+১=৩ |
| ১৮৩৭ | ২৪ | ৩ | ২ |
| ১৮৩৮ | ২৬ | ৬ | ২+২=৪ |
| ১৮৩৯ | ৩৩ | ১ | ঐ |
| ১৮৪০ | ২৩ | ৬ | ২+১+ |
| | ১৩২ | ২২ | সাস্পেণ্ড ১=৪ |
| | | | ৮।৫।১=১৪ |

**সদর আমীন**

| ইং সন | উত্তম | মধ্যম | অধম ও কর্ম্মচ্যুত |
|---|---|---|---|
| ১৮৩৬ | ১৭ | ৩ | ১+২=৩ |
| ১৮৩৭ | ২৫ | ৩ | ১ |
| ১৮৩৮ | ১৬ | ৯ | ১+১* |
| ১৮৩৯ | ১৭ | ৩ | |
| ১৮৪০ | ১৬ | ৬ | ঐ |
| | ৯১ | ২৪ | ঐ |
| | | | ৩+৩=৬ |

*সস্পেণ্ড হইয়া মরেন

আমরা এই তালিকাতে ১৬৭ প্রধান সদর আমীনের মধ্যে কেবল ৮ ব্যক্তিকে অধম ও ৫ জনকে কর্ম্মচ্যুত এবং ১২৩ সদর আমীনের মধ্যে তিন জন অধম ও তিন ব্যক্তিকে কর্ম্মচ্যুত দেখিতেছি। যদি উক্ত রিপোর্টে প্রত্যেক স্থানের কেবল তিন জন মুন্সেফের নাম না থাকিয়া সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনদিগের ন্যায় তাবৎ মুন্সেফের চরিত্র ও গুণের বিষয় বিশেষরূপে বিবৃত থাকিত তবে সাধারণ ব্যক্তিরা তাঁহাদিগের বিষয়ও উত্তমরূপে জানিতে পারিতেন; তবে ইহা অতি প্রসিদ্ধ যে অন্যান্য বিচারালয় অপেক্ষা মুন্সেফের আদালতে অল্প ব্যয়ে কার্য্য সমাধা হওয়াতে তাহা সাধারণের পক্ষে অধিক উপকারক এবং তথায় উত্তমরূপে কর্ম্ম সম্পন্ন হইলে দুঃখি ও পরিশ্রমমাত্রোপজীবি ব্যক্তিরদের বিষয়াদির রক্ষণাবেক্ষণও ভাল হয় অতএব বাৎসরিক রিপোর্টে অন্যান্য বিচারকদিগের যেরূপ বৃত্তান্ত প্রকাশ হয় মুন্সেফদিগেরও সেইরূপ হওয়া অত্যাবশ্যক।

যে সকল ব্যক্তিরা উক্ত রিপোর্ট পাঠ করিবেন তাঁহারা অবশ্যই দেখিতে পাইবেন যে কোন ২ স্থলে একজন জজ যে বিচারকারির বিজ্ঞতা ও সচ্চরিত্রের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন তাহার পরিবর্ত্তী অন্য জজ সাহেব একেবারে তাহার বিপরীত লিখিয়াছেন কিন্তু এই প্রকার বিভিন্ন মতের কোন কারণ সুস্পষ্টরূপে লিখিত নাই; সুতরাং তাহাদিগের মধ্যে কোন্ মহাশয়ের বাক্য যথার্থ ও কাহার কথা মিথ্যা ইহার কিছুই নিশ্চয় করা যায় না; অতএব আমরা এই প্রস্তাব করি যে এতদ্দেশীয় বিচারকদিগের চরিত্রাদির বিষয়ে জজ সাহেবেরা যদি কারণ ও প্রমাণ সম্বলিত স্ব ২ মত প্রকাশ করেন তবে কাহার মত কতদূর পর্য্যন্ত গ্রাহ্য তাহা গবর্ণমেণ্ট ও সকল লোকে বিবেচনা করিতে পারেন এবং অনেক ২ সিবিল সরবেণ্টেরা আপনাদিগের মনে যাহা উদয় হয় তাহাকেই যে স্ব ২ মত বলিয়া থাকেন তাহারও অনেক নিবারণ হয় এবং তাহাদিগের কর্ত্তৃত্ব করণের ধারাও শুধরিতে পারে।

## ধর্ম্মসভার গত বৈঠক। ১ সেপ্টেম্বর ১৮৪২। ৭ সংখ্যা

আমরা এতৎপত্র প্রকাশের প্রথমে আপনাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছি যে অস্মদ্দেশীয় লোকদিগের বর্ত্তমান মন্দ রীতি নীতির পরিহার যাহাতে হয় তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তির উপায়ানুসন্ধানে যত্ন করিব অতএব ধর্ম্মসভার কার্য্যাদি বিষয়ের কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিলে পাঠকবর্গ অন্যায় ও অসঙ্গত বোধ করিবেন না, যেহেতু কলিকাতা নগরস্থ ও তন্নিকটবর্ত্তি অধিকাংশ মান্য ও ভদ্র হিন্দুগণ ঐ সভার মতেই তাবৎ গার্হস্থ্য কর্ম্ম ও সামাজিকতাদি ব্যবহার করিয়া থাকেন। উক্ত সভা সতীধর্ম্ম নিবারণের আইন রহিত করণার্থে ইংরাজী ১৮৩০ শালে স্থাপিতা হয়, কিন্তু সভ্য মহাশয়েরা তদ্বিষয়ে অতি শীঘ্র ভগ্নোৎসাহ হইয়াছিলেন এবং প্রাচীন সহানুগমন রীতির পরিবর্ত্তন দৃষ্টে অতিশয় ভীত হইয়া বিধর্ম্মিদিগের আক্রমণ হইতে হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার্থ যত্ন করিলেন এবং ধনাঢ্য ও উচ্চপদস্থ সভ্যগণেরা স্বস্ব মতাবলম্বিদিগের নানা প্রকারে রক্ষা এবং ধর্ম্মদ্বেষিদিগের হিংসা করিতে সচেষ্টিত হইলেন। পাঠকবর্গের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির স্মরণ থাকিতে পারে যে ইংরাজী ১৮৩০ শালাবধি ১৮৩৩ শাল পর্য্যন্ত হিন্দু মণ্ডলী মধ্যে একটা মহাগোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল; সতীধর্ম্ম নিবারণার্থ রাজা রামমোহন রায় গবর্ণমেণ্টে যে আবেদন করিয়াছিলেন তাহাতে স্বাক্ষরকারি কতিপয় ব্যক্তিকে উক্ত সভা অব্যবহার্য করেন। ঐ সময়ে মৃত হেনরি ডিরোজিউ সাহেব স্বীয় বিদ্যা বুদ্ধি ও উৎসাহ প্রকাশ করত হিন্দু কালেজের ছাত্রদিগকে সদা সর্ব্বত্র সুশিক্ষাদান ও মেং হিয়ার সাহেবের স্কুলে লেক্‌চর অর্থাৎ উপদেশ প্রদান এবং একাডিমিক ইনষ্টিটিউশন* নামক

* অর্থাৎ পরস্পর বাদানুবাদার্থক সভা ও যাহাতে এইচ এল ভি ডিরোজিউ সাহেব বহুবৎসরাবধি সভাপতি ছিলেন।

সভায় নিয়মিতাধিষ্ঠান ও সদ্বক্তৃতা, বিশেষতঃ অতি সুখজনক অথচ জ্ঞানদায়ক কথোপকথন দ্বারা হিন্দু যুবকগণের অন্তঃকরণে আশ্চর্য্য প্রবোধোদয় করিয়াছিলেন যাহা অনেকের মনে অদ্যাপি প্রতিভান্বিত হইয়া আছে; আর তৎকালে উক্ত মহাত্মা ব্যক্তির সাহায্যে পারথিয়ন নামক ইংরাজী সমাচার পত্র বাঙ্গালিদিগের দ্বারা প্রথমে প্রকাশিত হয়, ঐ পত্রিকার ১ সংখ্যায় স্ত্রী শিক্ষা এবং ইংরাজদিগের স্বদেশ পরিত্যাগ পুর্ব্বক ভারতবর্ষে বাস এই দুই বিষয়ের প্রস্তাব ছিল, এবং হিন্দু ধর্ম্ম ও গবর্ণমেণ্টের বিচার স্থানে খরচের বাহুল্য এতদ্দ্বয়ের উপরি দোষারোপ হইয়াছিল কিন্তু যদিও হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বি মহাশয়েরা তদ্দর্শন মাত্রে বিস্ময়াপন্ন হইয়া স্ব ২ ধন ও পরাক্রমানুসারে যথাসাধ্য চেষ্টা করত তাহা রচিত করিয়াছিলেন ও তাহার দ্বিতীয় সংখ্যা যাহা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল তাহাও গ্রাহকদিগের নিকটে প্রেরিত হইতে দেন নাই তথাপি পত্র প্রকাশক যুবক হিন্দুদিগের সত্যানুসন্ধানের প্রবল ইচ্ছা নিবারিত হয় নাই, তন্নিমিত্ত হিন্দু মণ্ডলীস্থ তাবৎ লোকেই ভীত হইয়াছিল এবং তাঁহাদিগের মত প্রকাশক সমাচার চন্দ্রিকাতেও নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শক প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছিল ও অনেক ব্যক্তি স্ব ২ বালকদিগকে কালেজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া অন্য পাঠশালায় প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তৎকালে বাঙ্গালা সংবাদপত্রে বিদ্যালয়স্থ বালকদিগের মুসলমানের দোকানে রুটি ও বিস্কুট আহার করণরূপ গুরুতর অপরাধ নানালঙ্কার সহিত বারম্বার প্রকটিত হওয়াতে তাহারদের পিতামাতা ও অন্যান্য অভিভাবকেরা সভয় হইয়া বালকগণকে প্রহার কারারুদ্ধ ও বিষ ভক্ষণ করাইয়া তাহাদিগের প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, এতদ্রূপে উক্ত ডিরোজিউ সাহেবের অত্যল্প সংখ্যক শিষ্য হিন্দু সমাজ মধ্যে মহা গোলযোগ উপস্থিত করিয়া হিন্দুধর্ম্ম স্বরূপ বৃক্ষের মূলে প্রথমত অস্ত্রাঘাত করেন; উক্ত বালকেরা সকল প্রকার উত্তম২ রীতিনীতি শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের সরল ও নিষ্কপট অন্তঃকরণ মধ্যে সত্য প্রতি আশ্চর্য্য প্রীতি তদ্বৃদ্ধির নিমিত্ত এতাদৃশ উৎসাহ জন্মিয়াছিল যে তদ্দৃষ্টে সকলেরি অনুমান হইয়াছিল হিন্দুদিগের প্রাচীন রীতিবর্ত্ম অতি শীঘ্র পরিবর্ত্ত হইবেক। ধর্ম্মসভার সভ্যগণেরা এতদ্গুরুতর ব্যাপার নিবারণার্থে বিবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাদিগের যত্ন সফল হয় নাই। কতিপয় ব্যক্তি প্রথমত সাহসাবলম্বন পুর্ব্বক ধর্ম্মসভার অশেষ চেষ্টা বিফল করিয়াছিলেন আর যে শিক্ষিত হিন্দু যুবাগণেরা অদ্যাবধি তাহাদিগকে অত্যন্ত সম্মান করিয়া থাকেন এবং অহঙ্কারপুর্ব্বক তাহাদিগের নামোল্লেখ করেন, আমরা ঐ সকল ব্যক্তিদিগের নাম অবগত আছি কিন্তু শিষ্টাচার ব্যতিক্রমবোধে এস্থলে উল্লেখ করিলাম না তথাপি ধার্ম্মিকাভিমানিদিগের প্রবোধার্থ এই মাত্র কহি যে তাঁহারা আপনারদিগের মিথ্যা ধর্ম্ম কোন প্রকারেই আর রক্ষা করিতে পারিবেন না ইহার প্রমাণ আপন ২ বাটীর মধ্যে অনুসন্ধান করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন, আমরা বিলক্ষণ রূপে জ্ঞাত আছি যে কলিকাতা নগরস্থ প্রধান ও মান্য প্রায় তাবৎ পরিবারেরি যুবাগণেরা অভক্ষ্য ভক্ষণ ও অপেয় পান করিয়া থাকেন এবং কেহ ২ মদ্য

পানানন্তর কখন ২ এতাদৃশ অশিষ্টতা প্রকাশ করেন যে তদ্দৃষ্টে আমারদের অন্তঃকরণে অতিশয় খেদোদয় হয়। অতএব এই সকল অভিনব রীতিবর্ত্ম প্রচার ও হিন্দুমণ্ডলীর বুদ্ধি বিবেচনার পরিবর্ত্তন ও সংশোধন দেখিয়া অদ্যপি ধর্ম্মসভা লোক সকলকে মিথ্যা ভয় দর্শাইয়া কি আশ্বাসে স্বীয় জীর্ণ শরীরের স্থায়িত্ব প্রার্থনা করেন।

গত মাসের নবম বাসরীয় ভাস্করে উক্ত সভার নিয়মিত বৈঠকের বিবরণ পাঠ করিয়া তদ্বিষয়ে কএকটী কথা লিখিতেছি, ঐ বিবরণ অবিকল প্রকাশের স্থানাভাব প্রযুক্ত কিয়দংশ মাত্র প্রকাশ করিলাম, পাঠকবর্গ মনোযোগ করিবেন।

১৭ শ্রাবণ রবিবারে ঐ বৈঠক হইয়াছিল এবং তাহাতে রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর সভাপতি ছিলেন, সভার কার্য্যারম্ভ হইলে সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ দেব ও শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন মিত্র এই তিন ব্যক্তির পরস্পর যে সকল পত্রাদি দ্বারা উত্তর প্রত্যুত্তর হইয়াছিল তাহার পাঠ হয়। শ্রীযুক্ত মধুসূদন মিত্র পুর্ব্বে আশুতোষ বাবুর দলস্থ ছিলেন কিন্তু কোন কারণ বশত বহিষ্কৃত হন পরে পত্রদ্বারা নিজ দোষ স্বীকার করাতে ধর্ম্মসভার অনুমত্যনুসারে পুনর্ব্বার দলমধ্যে গৃহীত হইয়াছেন, আমরা ঐ ব্যক্তির পত্রপাঠে অতিশয় চমৎকৃত হইয়াছি সুতরাং তাহা অবিকল প্রকাশ পুর্ব্বক তন্মর্ম্ম বিষয়ের কএকটি কথা কহিতে হইল।

"পরম পোষ্টৃবর শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ দেব দলপতি মহাশয় পোষ্টৃবরেষু।

পোষ্য শ্রীমধুসূদন মিত্রস্য বিনয় পুর্ব্বক নিবেদন মিদং। আমি বহুকালাবধি মহাশয়ের দলস্থ থাকিয়া সামাজিকতা ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলাম, গত বৎসর আমার অজ্ঞাতসারে শ্রীযুত ঘটক সুধাকরের চাতুরীতে শ্যামবাজার নিবাসি শ্রীযুত ভৈরবচন্দ্র সরকারের কন্যার সহিত আমার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীশ্যামাচরণ মিত্র বাবাজীর দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ হয় তজ্জন্য মহাশয় আমাকে দোষী করিয়া স্বীয় দলে স্থগিত রাখিয়াছেন, এক্ষণে যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বক উক্ত পুত্রবধূকে আমার অনুমতিক্রমে আমার পুত্র পরিত্যাগ করিলেন, পরে যদ্যপি ওই পুত্র আমার আজ্ঞানুরূপ না করেন তবে তাহাকে আমি পরিত্যাগ করিব ইহা ধর্ম্মত স্বীকার করিলাম এক্ষণে মহাশয় পুর্ব্ববৎ স্বীয় দলে গ্রহণ করিয়া বিহিত আজ্ঞা করিবেন। নিবেদনমিতি ৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৯ সাল শ্রীমধুসূদন মিত্র। সাং সিমুলিয়া।"

এতৎ পত্রাবলোকনে আমারদিগের মনোমধ্যে পত্রলেখক ও আশুতোষ বাবু এবং উক্ত নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর কার্য্যের সহকারি ব্যক্তিদিগের প্রতি এতাদৃশ অবজ্ঞা ও ক্রোধ উপস্থিত হইয়াছে যে তাহা এস্থলে ব্যক্ত না করিয়া সম্বরণ করিতে পারিলাম না। হিন্দু ধর্ম্মের অথবা পৃথিবী মণ্ডলস্থ অন্য কোন ধর্ম্মে উক্তরূপ কার্য্যের আদেশ কুত্রাপি দৃষ্ট হয়

না, হায়! দলবৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত যে ব্যক্তি পিতা পুত্র স্ত্রী পুরুষের বিচ্ছেদের কারণ হয় তাহার কি কখন নিষ্কৃতি হইবে আর যে দুরাত্মা আপন পুত্রকে ধর্ম্মদার পরিত্যাগ করিতে অনুমতি করে ও আশুতোষ বাবুর অনুগ্রহ প্রাপ্তির নিমিত্ত এবং তাঁহার বন্ধুবর্গের সহিত আহার ব্যবহার করণার্থ আপন আত্মজকেও পরিত্যাগ করিতে উদ্যত তাহার কথাই বা কি কহিব, আমরা জানি আশুতোষ বাবু যদিও কেবল ঐহিক সুখাভিলাষে মত্ত তথাপি তাঁহার অনেক সদ্‌গুণ আছে অতএব দলস্থ করিবার নিমিত্ত এতাদৃশ নিষ্ঠুর ও অধর্ম্মজনক কর্ম্ম করিতে আদেশ করা তাঁহার উচিত হয় না; আর ঐ দুঃখিনী অথচ নিরপরাধিনী অবলাকে পতিসত্ত্বে বৈধব্য যন্ত্রণাভোগ করাইতে তাঁহারদিগের কি কিঞ্চিন্মাত্র দয়া হইল না? এক্ষণে আমরা ঐ সকল মহাশয়দিগকে বিনয় পুরঃসর অনুরোধ করি তাঁহারা এই গুরুতর অধর্ম্মজনক ব্যাপার বিবেচনা করুন কারণ এ বিষয়ের বিচার যদিও অন্য কোন মনুষ্য বিচারক সমীপে হইবার সম্ভাবনা নাই তথাপি জগদীশ্বরের নিকট অবশ্যই হইবেক এবং ধর্ম্মসভার সামান্য দোষে গুরুতর দণ্ড দেখিয়া তাহার প্রতি আমারদিগের ঘৃণা জন্মিবেক ও তাহার নির্দ্ধারিত অন্যায় কর্ম্মসকলও আর সহ্য হইবেক না; ধর্ম্মসভা স্থাপিত হইয়া এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত কি ফল জন্মিল? সভ্যগণেরা যাবৎ-অন্যায়াচরণ করিয়া বরং কেবল অধর্ম্মেরি বৃদ্ধি করিলেন এবং এক্ষণেও হিন্দু ধর্ম্মাভিমানী হইয়া কেবল দলপতিত্বস্বরূপ স্ব২ সম্ভ্রম মাত্র রক্ষা করিতেছেন ইহাতে আমরা তাহাদিগকে এক প্রকার অন্ধ কহিতে পারি যেহেতু তাঁহারা আপন ২ সন্তানদিগকে ইংলণ্ডীয় ভাষা শিক্ষা করাইয়া আপনারাই ধর্ম্ম ও ঐ সম্ভ্রমের মূলোৎপাটনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রায় ১২ বৎসর গত হইল পণ্ডিতাগ্রগণ্য উইলসন সাহেব হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষদিগকে কহিয়াছিলেন যে ইংরাজী ভাষার উত্তমরূপে শিক্ষাদানারম্ভ হইলে এতদ্দেশের মিথ্যাধর্ম্মের অবশ্যই লোপ হইবেক আর এ-দেশের প্রধান লোকেরদের ধন সম্ভ্রম ও উচ্চপদ প্রাপ্তির অভিলাষ থাকাতে তাঁহারা স্ব২ সন্তানগণকে তদ্ভাষা শিক্ষা করাইতে কখনই বিমুখ হইবেন না সুতরাং কারণ সত্ত্বে কার্য্যোৎপত্তির প্রসিদ্ধ হেতুক উক্ত শিক্ষার দ্বারা মিথ্যা ধর্ম্মলোপ রূপ ফল অবশ্যই জন্মিবেক, এক্ষণে তদ্বিষয়ে অধিক লিখন অনাবশ্যক; সম্প্রতি উক্ত সভার কার্য্যের অন্যান্য বিবরণ কিঞ্চিৎ লিখি।

সভার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রে আমাদিগের মনোযোগ আবশ্যক নাই, চতুর্থ পত্রে শ্রীযুত কেশব বসু ধর্ম্মসভার বহির্ভূত দলস্থ কোন ব্যক্তির সহিত কুটুম্বতা করিয়া খেদ প্রকাশ করিয়াছেন এবং প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান পূর্ব্বক ঐ কুটুম্বের সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার আশুতোষ বাবুর শুদ্ধ দলে প্রবিষ্ট হইবার প্রার্থনা করিয়াছেন; কি আশ্চর্য্য যে কোন দলস্থ হইবার ক্ষণিক সম্ভ্রমের জন্যে এতদ্দেশের লোকেরা আত্ম কুটুম্ব পরিত্যাগ করিতে অনায়াসে উদ্যত হন।

ঐ সকল পত্রাদির বিবেচনার পর সভার সম্মত্যনুসারে নূতন আর চারি ব্যক্তি

নিযুক্ত হইলেন পরে এতন্নগরী মধ্যেও গঙ্গাতীরের সর্ব্বমধ্যস্থলে মুমূর্ষু গঙ্গাযাত্রিদিগের বাসার্থ কোন বাটী বা গৃহ না থাকাতে লোকদিগের যে অতিশয় ক্লেশ হইতেছে তন্নিবারণার্থে এক গৃহ নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইয়াছিল, আমরা সভার এই মহোপকারজনক কর্ম্মে প্রবৃত্তি দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম, ফলত সারগ্রাহি ও দয়াশীল মনুষ্যদিগের কর্ত্তব্যই এই ; অতএব উক্ত সভা পরছিদ্রানুসন্ধানরূপ কার্য্যের জন্য পূর্ব্বে যেমন নিন্দার্হ ছিলেন এক্ষণে এই ব্যাপারে প্রবৃত্ত হওয়াতে তদ্রূপ প্রশংসনীয় হইবেন।

সর্ব্বশেষে বেলুড় নিবাসি রামদেব ভট্টাচার্য্য অধ্যাপক হইবার আশায় উক্ত সভায় পরীক্ষাদানার্থ যে আবেদন করিয়াছিলেন তৎপত্রের পাঠ হয়। পণ্ডিতেদের পরীক্ষা গ্রহণের রীতি নূতন বটে কিন্তু ইহাতে আমাদিগের কোন আপত্তি নাই বরঞ্চ সভা যদি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের শাস্ত্রানুশীলনের বৃদ্ধি করিতে মানস করেন তবে এই প্রকারে সাহায্য করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধি হইবেক।

এক্ষণে আমরা সরলান্তঃকরণে ব্যক্ত করি আমারদের এমত আশ্বাস আছে যে সভা অনর্থক ও অহিতজনক কর্ম্ম ক্রমশ পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানি ও সম্ভ্রান্ত মনুষ্যের যোগ্য ধন ও পরিশ্রম ব্যয় করিবেন যেহেতু এক্ষণে আহ্লাদজনক কোন ২ কর্ম্মের সূচনা ও লোকদিগের প্রতি তাড়নার অল্পতা দেখা যাইতেছে, কিন্তু সভা যে কখন ২ কোন ২ ব্যক্তিকে শ্রেণীচ্যুত করিয়া থাকেন তাহা কেবল পরস্পরের ঈর্ষা ও দলপতিত্ব রূপ সম্ভ্রম রক্ষার্থমাত্র হইলেও তাদৃশ কর্ম্ম মনুষ্যদিগের মহাদুঃখের কারণ, অতএব আমরা এক্ষণে প্রার্থনা করি যে সভা নিরর্থক ও কেবল সম্ভ্রমজনক কার্য্য ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা মহোপকারজনক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হউন, এবং তাহারদিগের প্রস্তাবিত উক্ত ব্যাপারদ্বয়ও সিদ্ধ হউক।

## মফঃসলের প্রধান ও অধীন কর্ম্মকারিদিগের কর্ম্মের লাভ

১ সেপ্টেম্বর ১৮৪২। ৭ সংখ্যা

( চিঠি )

শ্রীযুক্ত বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

হে মহাশয়,

সকল লোকে সর্ব্বদা কহিয়া থাকেন যে সরকারী কর্ম্মকারক আমলাদিগের বেতন বৃদ্ধি করিলেই তাহাদিগের অর্থ তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইয়া উৎকোচ গ্রহণের ব্যাপার রহিত হয়।

আমার বোধ হয় যে এযুক্তি যথার্থও প্রবল নহে, কারণ যে সকল ব্যক্তিরা উৎকোচ অন্যায়াচারণের প্রধান শিক্ষালয় স্বরূপ মফঃসল কোর্টে বহুকাল পর্য্যন্ত সুশিক্ষিত হইয়া উৎকোচ গ্রহণ বিষয়ে বিশেষ পারগ ও লুব্ধ হইয়াছেন তাঁহাদিগের অধিক বেতন

বৃদ্ধি হইলেই যে ঐ লোভ যাইবেক ইহা কদাচ সম্ভাব্য নহে, এবং অধিক বেতনে যে উৎকোচের লোভ নিবৃত্তি হয় না ইহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে।

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে যে দুইজন মুন্সেফ উৎকোচ গ্রহণরূপ দোষে দোষী হওয়াতে পদচ্যুত হইয়াছেন, ঐ দুই ব্যক্তি পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট সম্পর্কীয় কোন কর্ম্ম করিতেন কিনা তাহা আমি নিশ্চয়রূপে জানি না; অনুমান হয় তাঁহাদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি নবদ্বীপ জেলার কোর্টে কর্ম্ম করিতেন, অন্য ব্যক্তি কি কর্ম্ম করিতেন তাহা আমি যদিও কিঞ্চিন্মাত্র অবগত নহি তথাপি বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট সম্পর্কীয় কর্ম্মকারক লোকদিগের সহিত তাঁহার বিশেষ যোগ ছিল এবং তিনি যে স্থানের মুন্সেফ হইয়াছিলেন তথাকার লোকেরাও তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকিবেক নতুবা তিনি কি প্রকারে মুন্সেফী পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু এতাদৃশ ব্যক্তিকে কর্ম্মার্পণ করাতে ঐ কর্ম্মেরি কেবল হেয়তা প্রকাশ পাইল: সে যাহা হউক, আমি অনুমান করি প্রথম উল্লেখিত ব্যক্তি কোর্টের আমলা থাকাতে অল্প বেতন প্রযুক্ত সর্ব্বদা ঘুষ লইত অতএব তাহা আর না করে এই আশায় গবর্ণমেণ্ট তাহাকে অধিক বেতনের ঐ মুন্সেফী কর্ম্ম অর্পণ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে কি ফল হইল? সে ব্যক্তি পূর্ব্বে যে প্রকার ঘুস লইত পরেও তাহাই করিয়াছিল।

অস্মদ্দেশীয় লোকেরা গবর্ণমেণ্ট সম্পর্কীয় উচ্চপদকে যেরূপ অবলোকন করেন আমি তাহার একটী দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি; অতিশয় কর্ম্মদক্ষ এবং কোর্টের তাবৎ ব্যক্তির অতি প্রিয়পাত্র অথচ ৭০ টাকা মাসিক বেতনে কর্ম্মকারী কোন সেরেস্তাদারকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে তুমি মুন্সেফী কর্ম্মার্থে চেষ্টা কর না? ইহাতে ঐ ব্যক্তি আমাকে এই উত্তর করিলেন যে "মুন্সেফী পদ উচ্চ বটে কিন্তু তাহাতে তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে না কারণ মুন্সেফের বেতন অল্প আর মুন্সেফ হইয়া ঘুষ লওয়া উচিত হয় না, সুতরাং তিনি তৎকর্ম্মের প্রার্থনা রাখেন না এবং বেতনের অল্পতার জন্য সদর আমীনী পদও তদ্রূপ; ও তিনি বলিলেন যে ডেপুটি কালেক্টরী পদে তাঁহার পরিশ্রম পোষায় না। আমি শুনিয়াছি যে অনেক সাহেব লোকেরা ঐ ব্যক্তিকে উক্ত পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি কোন প্রকারেই তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই; একবার কালেক্টর সাহেব বল পূর্ব্বক তাহাকে ঐরূপ কোন কর্ম্ম গ্রহণ করাইবার নিমিত্ত বোর্ডে রিপোর্ট করাইয়াছিলেন কিন্তু তাহার শুভাদৃষ্ট বশত ঐ কর্ম্ম তাহার হয় নাই; শুনিতে পাই যে ঐ কর্ম্ম না হয় এই জন্যে ঐ ব্যক্তি ঠাকুরের নিকট অনেক ছাগ বলি দিয়াছিলেন।

পাঠকবর্গ যদ্যপি লিপি বাহুল্য দেখিয়া বৈরক্তি প্রকাশ না করেন তবে সরকারী আমলাদিগের বিষয় প্রস্তাব প্রসঙ্গে এস্থলে কোন আমলার বিশেষ বৃত্তান্ত কিঞ্চিৎ লেখা যায় এই প্রদেশে অর্থাৎ বহরমপুর হইতে প্রায় ২৫ ক্রোশের মধ্যে এবং রঙ্গপুর ও বহরমপুরের মধ্যস্থলে একজন বাঙ্গালি বিচার কর্ত্তা অর্থাৎ প্রধান সদর আমীন আছেন, পাঠকবর্গ

মনোযোগ করুন, আমি তাহার বিষয় সত্য ব্যতিরিক্ত কিঞ্চিমাত্র কহিব না ; ঐ বিচার কর্ত্তা স্বয়ং অতি সৎ ও ধাম্মিক, কিন্তু তাহার আদালতে যে একজন পেস্কার আছেন তাহার তুল্য ধূর্ত্ত ও শঠ অন্য কেহ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই, ঐ ব্যক্তি প্রথমে উক্ত আদালতে মুহুরিগিরি কর্ম্ম করিতেন পরে আপনার কর্ম্মদক্ষতা দেখাইয়া দশ বার মুদ্রা বেতনের পেস্কারি পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন ; ঐ ব্যক্তি অত্রস্থ প্রধান * রাজস্ব কর্ম্মকারকদিগের তুল্য অর্থোপার্জ্জন করেন এবং যে প্রধান সদর আমীনের অধীনে তিনি কর্ম্ম করেন প্রতি মাসে তাঁহার বেতনের পাঁচ গুণ লাভ করেন। মফঃসলের আমলারা বাদি প্রতিবাদির নিকট হইতে যে প্রকারে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া থাকেন এস্থলে তাহার একটী দৃষ্টান্ত লিখিতেছি।

কোন মুসলমান জমীদার এক নীলের কুঠীর কর্ত্তা সাহেবের নামে পুর্ব্বোক্ত আদালতে নালিস করাতে প্রতিবাদী ঐ কুঠীর সাহেব পাবনা জেলা হইতে ঐ আদালতে আসিয়া ছিলেন ঐ সাহেব জানিতেন যে তথাকার পেস্কার বিলক্ষণরূপে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া থাকেন, অতএব তিনি আপনার সঙ্গে অধিক টাকা লইয়া আসিয়াছিলেন এবং ঐ আদালতের আমলারা যে যত প্রার্থনা করিয়াছিল তাহাকে ততই দিতে সম্মত হইয়াছিলেন তথাপি ঐ মোকদ্দমা নানাছলে অনেক দিন পর্যন্ত মুলতবী ছিল পরে একদিন সোমবারে ঐ মোকদ্দমা দরপেস হওয়াতে সাহেবের পক্ষে পরাজয় হয়। ৫ হাজার টাকার দাবীতে ঐ মোকদ্দমা হয় ; পেস্কার ঐ সাহেবকে কহিয়াছিলেন যে দুই হাজার টাকা ঘুষ দিলে তাঁহার পক্ষে ডিক্রী হইতে পারে তাহাতে ঐ সাহেব তাঁহাকে এক সহস্র মুদ্রা দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন কিন্তু পেস্কার তাহাতে সম্মত হন নাই এবং অন্য পক্ষ হইতে অধিক পাইয়া সাহেবের বিপক্ষে ডিক্রী করিয়াছেন। যে ব্যক্তির পক্ষে ঐ মোকদ্দমা ডিক্রী হইয়াছে তিনি এক্ষণে বলেন যে ইহাতে তাহার অধিক লাভ হয় নাই ; অতএব একটা মোকর্দ্দমায় পেস্কার মহাশয় যদি এক সহস্র মুদ্রার অধিক পাইলেন তবে মাস মধ্যে ঐ আদালতে এমত অনেক মোকর্দ্দমা হইয়া থাকে ইহাতে আমলারা উৎকোচ গ্রহণ করিয়া যে কত টাকা উপার্জ্জন করেন তাহা পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন।

সকল লোকেই জানেন যে ঐ পেস্কার বিচারকর্ত্তার অতি প্রিয়পাত্র এবং ইহাও সত্য বটে যে ঐ প্রধান সদর আমীনও তাহাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করেন তথাপি আমি তাঁহার প্রতি কোন দোষারোপ করিতে পারি না কারণ তিনি অতি ধাম্মিক ও সৎ কিন্তু খেদের বিষয় এই যে তাঁহার আদালতে পেস্কার প্রভৃতি এতাদৃশ অন্যায় ও অত্যাচার করে ইহাতে তিনি কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগ করেন না অতএব আমি তন্মহাশয়কে এই অনুরোধ করি যে তিনি দুষ্ট আমলাদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ সতর্ক হইয়া এই অত্যাচার নিবারণে যত্নবান্ হউন নতুবা তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রে কলঙ্ক হইবেক।

২০ জুলাই ১৮৪২ রামকিশোরস্য

* রিবিনিউ কমিসনরের মাসিক বেতন ৩৬০০ টাকা।

## মেদিনীপুরের ১৮৪২ শালের ১১ জুলাই তারিখের এক লিপির চুম্বক। ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৪২। ৮ সংখ্যা

### (পোলীস)

বহুকালাবধি শুনা যাইতেছে গবর্ণমেণ্ট মফঃসলের পোলীস সকলের সুধারা করণে মনোযোগী হইয়া ভারতবর্ষীয় প্রজাগণের শরীর সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণোর্থ কতক গুলিন ইউরোপীয় কানষ্টেবল (যাহাদিগকে সার্জন সাহেব বলা যায়) অর্থাৎ চৌকিদার নিযুক্ত করণের কল্পনা করিয়াছেন। এই জনরব সত্য বা মিথ্যা হউক শুভ কল্পনার উপলক্ষে আমাদিগকে কিঞ্চিৎ বিজ্ঞাপন করিতে হইল, এক্ষণে কোন ২ জেলায় পোলীসের কার্য্য কারকদিগের অল্পতা প্রযুক্ত ফৌজদারি সংক্রান্ত বিচারের পথ প্রায় রুদ্ধ হইয়াছে অতএব তদ্বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিলে ভাল হয়।

কথিত আছে কোন ২ জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের হস্তে এতাদৃশ অধিক কর্ম্ম উপস্থিত হয় যে তাহারা আপন কাছারির নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যও সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারেন না। সুতরাং কোন ব্যক্তি ফৌজদারি সম্পর্কীয় কোন বিষয়োপলক্ষে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিলে প্রায় একমাস অন্ততঃ এক পক্ষ পর্য্যন্ত তাহাকে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয় এবং অন্তঃপাতি ফৌজদারি কর্ম্মকারদিগের নিকট হইতে অথবা অন্য আদালত হইতে মিছিলের কাগজ পত্র আনাইতে কিম্বা অন্যত্র পাঠাইতেও প্রায় এইরূপ বিলম্ব হইয়া থাকে।

গবর্ণমেণ্টের আদেশে বঙ্গ প্রদেশের পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের ১৮৩৯।৪০ শালের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে ঐ রিপোর্টে অনেক জেলার পোলীসের কার্য্যের বিবরণ যেরূপ লিখিত আছে তাহার সহিত উপরি লিখিত বৃত্তান্তের ঐক্যতা হয়, এস্থলে উদাহরণের নিমিত্ত জেলা মেদিনীপুরের কথা উত্থাপন করিতেছি, পূর্ব্বোক্ত রিপোর্টে লিখিত আছে যে উল্লেখিত জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব অতিশয় পরিশ্রমী এবং তিনি প্রায় সূক্ষ্ম বিচার করিয়া থাকেন কিন্তু ফৌজদারি কার্য্যে সুন্দর পটু নহেন এবং তত্তৎকর্ম্মে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ নাই তজ্জন্য তিনি জজের পদ প্রাপণের উপযুক্ত। প্রায় দুই বৎসর হইল এই প্রকার রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টে সমর্পিত হইয়াছে কিন্তু তদ্বিষয়ে অদ্যাপি মনোযোগ করেন নাই বরঞ্চ ঐ জেলার জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের পদ রহিত করিয়াছেন ইহাতে তথাকার ফৌজদারি কর্ম্মের আরো শৈথিল্য হইয়াছে কেননা প্রয়োজনানুসারে জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের দ্বারাও তদ্বিষয়ে অনেক সাহায্য হইত।

**ভারতবর্ষীয় লোকদিগের সদবস্থার বিবরণ। ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৪২। ৮ সংখ্যা।**

(চিঠি)

শ্রীযুত বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

হে মহাশয়,

আপনার বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর পত্র সম্প্রতি মাস মধ্যে একবারের অধিক প্রকাশিত হইবেক ইহা শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম, মহাশয়ের এতৎ পত্রের যেরূপ সদ্‌গুণ তাহাতে ইহার ব্যাপকতা হওয়া উচিত ও আবশ্যক কারণ গ্রাহকবৃদ্ধি ব্যতিরেকে সাহসি অধ্যক্ষদিগের ক্ষতির সম্ভাবনা। আমার অনুমান হয় আপনি অনবরত এইরূপ দৃঢ়তর পরিশ্রম করিলে ক্রমশ ভারতবর্ষের সৌভাগ্য জন্মিতে পারে পরন্তু এতদ্দেশীয় জনগণের চেষ্টা দ্বারা ঐ সৌভাগ্য পুনর্জীবিত হইলেই ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া চিরস্থায়ী ও সর্ব্বত্র ব্যাপী হয়, এদেশে লোকদিগের গার্হস্থ রীতি, নীতি শাস্ত্র, রাজ্য সম্বন্ধীয় অবস্থা এবং দেশ ব্যবস্থা শুধরাইবার নিমিত্ত বিদেশীয় মহাশয়েরা যে যত্ন করেন তাহা স্বভাবত ক্ষণিক ও অচিরস্থায়ী, সুতরাং তাহাতে অস্মাদাদির তাদৃশ মঙ্গল দর্শে না অতএব ইউরোপীয় বন্ধুরা অস্মদ্দেশের সদবস্থার নিমিত্ত প্রথমে যে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক দেশের চিরস্থায়ি সৌভাগ্যার্থ আপনারদিগের চেষ্টার প্রতিই নির্ভর করা উচিৎ, আমি এক্ষণে আহ্লাদ পূর্ব্বক মহাশয়ের এতৎ পত্রাবলোকন করিয়া এই আশ্বাস দিতেছি, ইহা দ্বারা আমারদিগের প্রত্যেকের পৃথক ২ ক্ষীণ ও দুর্ব্বল উদ্যোগ একত্র হইয়া অবশ্যই শক্তিমতী ও কার্য্য সাধিকা চেষ্টা উৎপন্না হইবেক।

ভারতবর্ষীয় লোকদিগের এতাদৃশ দুরাবস্থা তিন কারণে অর্থাৎ তাহাদিগের কুনীতি, ও রাজ্যশাসন সম্বন্ধে ক্ষমতাভাব ও অর্থাভাবে উৎপন্ন হইয়াছে, এ দেশের মনুষ্যদিগের হিতাহিত জ্ঞান চিরকালাবধি ধর্ম্ম বিষয়ক স্থাপিত নিয়ম স্বরূপ শৃঙ্খলে দৃঢ়রূপে বদ্ধ থাকাতে এরূপ কুনীতি জন্মিয়াছে এবং সহস্র ২ বৎসর পর্য্যন্ত ভিন্ন জাতীয়দিগের অধীন প্রযুক্ত ইহাদিগের রাজ্যশাসন সম্বন্ধে ক্ষমতা একেবারে লুপ্তা হইয়াছে, আর ঐ কুনীতি এবং রাজ্যশাসন সম্বন্ধে ক্ষমতাভাব এই দুই মিলিত হইয়াই ইহাদিগের মনকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও অসাহসী করত মহাদারিদ্র্য উপস্থিত করিয়াছে ফলত লোকদিগের রীতি চরিত্রের উপর মিথ্যা ধর্ম্মের প্রাবল্য থাকাতেই কুনীতির বৃদ্ধি হয় এবং দুরাত্মা মুসলমানদিগের রাজত্বকালে ইদানীন্তন সনন্দোপাধি দ্বারা রাজ্য শাসনকারকদিগের শাসনে এদেশের লোকেরা রাজ্যশাসন সম্বন্ধে ক্ষমতা বিষয়ে বঞ্চিত হন আর এই দুই কারণেই এদেশ স্বাভাবিক উর্ব্বরা হইলেও লোকদিগের তদ্ব্যক্ত করণে উদ্যোগ নাই সুতরাং এতদ্দেশ স্বভাবত ধনী তথাপি অত্রত্য ব্যক্তিরা চিরকালাবধি দুঃখ ও দরিদ্রতায় নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন।

এতদ্দেশের সদবস্থার প্রতি যে সকল প্রতিবন্ধক আছে তাহা অস্মদ্দেশীয় লোকদিগের

আত্ম চেষ্টা ব্যতিরেকে কখনই দূরীভূত হইবেক না অতএব এ দেশের মনুষ্যগণকে নীতি শিক্ষা দিবার নিমিত্ত যদি মিথ্যা ধর্ম্মের উচ্ছেদ করা আবশ্যক হয় তবে যে সকল ব্যক্তিরা ঐ মিথ্যা ধর্ম্মের দ্বারা চিরকালাবধি নিরন্তর বিবিধ ক্লেশভোগ করিয়া আসিতেছেন তাহা-দিগেরই তদ্বিষয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত। এতদ্দেশের ব্যবসায়ি শাসনকর্ত্তারা স্বজাতীয় বন্ধুবান্ধবদিগের নিমিত্ত বিচার ও রাজস্ব সম্বন্ধীয় উচ্চপদ হস্তগত করিয়া রাখাতে আমার-দিগের পক্ষে অনেক মন্দ হইতেছে কিন্তু ঐ সকল পদ সর্ব্বসাধারণ্যে হইলে দেশের মঙ্গল হয় অতএব তত্তৎ কর্ম্মার্পণকারি ডিরেক্টরদিগের ক্ষমতার হানি ও অত্রস্থ ইউরোপীয়দিগের লভ্য এবং সজাতীয় স্নেহ ফলের ব্যাঘাত প্রযুক্ত যদিও আমারদিগের প্রার্থনা সিদ্ধি বিষয়ে ঐ সকল মহাশয়দিগের সাহায্য প্রাপ্তির প্রত্যাশা নাই তথাপি উপরি উক্ত বিষয়ের নিমিত্ত পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার সভ্যদিগের নিকটে তাহাদিগের মনোযোগ পর্য্যন্ত আমার-দিগের পুনঃ২ আবেদন করা উচিত। আর যদি ভারতবর্ষের ধনবৃদ্ধির উপায়ানুসন্ধান করণের আবশ্যক হয় তবে এক্ষণে তাবৎ ব্যক্তির স্বয়ং কৃষিকর্ম্ম করিতে শিক্ষা করা উচিত; এবং তাহা হইলে এই সময়ে যে প্রকার প্রবল স্রোতে অত্রস্থ ধন সকল পশ্চিম-অঞ্চলে যাইতেছে তাহার হ্রাস হইবেক ও যে সকল বিদেশীয় লোকেরা এস্থানে আসিয়া বাণিজ্যাদি কর্ম্ম করত ধনসঞ্চয় করিতেছেন তাহারাও এখনকার বাজার হইতে দূরীভূত হইবেন।

পূর্ব্বোক্ত বিষয় সকল এক্ষণে আমাদিগের কেবল আশামাত্র, যেহেতু তৎসিদ্ধি হইবার পথে বিস্তর বিঘ্ন, এবং আমরা অশেষ প্রকারে চেষ্টা করিলেও স্বদেশীয় ও বিদেশীয় উভয় হইতেই অনেক বাধা আসিবার সম্ভাবনা, কারণ দেশস্থ লোকের মধ্যে যাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের মান্যতা রক্ষা করিতে সর্ব্বদা যত্নবান ও যাঁহারা পুত্তলিকার অর্চ্চনাতে নিরন্তর আসক্ত তাঁহারাই প্রথমে আমারদিগের গার্হস্থ্য রীতি নীতি পরিবর্ত্তনের চেষ্টার প্রতিবন্ধক হইবেন; এবং কোর্ট আব ডিরেক্টরদিগের অনুগ্রহে যাঁহারা রাজকীয় উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন আমারদিগের দ্বিতীয় বিষয়ের উদ্যোগে তাঁহাদিগের হানির সম্ভাবনা হেতুক তাহারাও তৎ সিদ্ধির প্রতি অনুকূল হইবেক না বরঞ্চ প্রতিকূলাচরণ করিবেন। কিন্তু এতদ্দেশীয় লোকেরা স্বভাবত আলস্য প্রযুক্ত উপরি লিখিত মদীয় প্রস্তাব বিশেষ লভ্য-দায়ক ও প্রয়োজনীয় হইলেও আপাততঃ প্রায় কেহ ইহাতে সম্মত হইবেন না এবং তাঁহারা স্বয়ং কর্ম্ম করিলে অনেক বিষয়ের ভারগ্রস্ত হইতে হইবেক ও এক্ষণে যেরূপ স্বচ্ছন্দতায় আছেন তাহার ব্যাঘাত জন্মিবেক এ কারণেও তাঁহাদিগের অমত হইতে পারে।

এই সকল বিষয় অতি ভয়ানক বটে তথাপি দুঃসাধ্য নহে অতএব হে সম্পাদক আপনি উক্ত বিষয় সকল সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত যে ভার গ্রহণ করিয়াছেন তাহা অবশ্যই সিদ্ধ হইবেক। আমি ভরসা করি উক্ত বিষয়ে আমার যেরূপ ইচ্ছা হইয়াছে এতদ্দেশস্থ তাবৎ ব্যক্তির ঐরূপ বাসনা হইবেক।

## মফঃসলের প্রধান কর্ম্মকারকদিগের বেতন। ১ অক্টোবর ১৮৪২। ৯ সংখ্যা

(চিঠি)

শ্রীযুক্ত বেঙ্গাল স্পেক্টেটর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

হে মহাশয়,

আপনকার পত্রপ্রেরক রামকিশোর স্বীয় পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন যে মফঃসলের গবর্ণমেণ্ট সম্পর্কীয় কর্ম্মকারিদিগের বেতন বৃদ্ধি হইলেও তাহাদিগের লোভের শান্তি হইবেক না; হে মহাশয় তাঁহার এই কথাতে অতিশয় ভ্রমবোধ হয় তিনি এতদ্বিষয়ে যে ২ দৃষ্টান্ত দর্শাইয়াছেন সে সকল সত্য, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, এবং মফঃসলের আদালতের বিষয়ে যাঁহারা অনুসন্ধান রাখেন তাঁহারাও জানেন, কিন্তু মফঃসলে যে সকল ব্যক্তিরা কর্ম্ম করে তাহারা অন্যলোকের নিকট হইতে উপরিবৎ কিঞ্চিত যাহা প্রাপ্ত হয় তাহাই তাহাদিগের শ্রমের বেতন, গবর্ণমেণ্ট হইতে যে বেতন পায় তাহাতে পরিশ্রম পোষায় না; অতএব এই সকল বিষয় সত্ত্বেও তিনি যে কি কারণে তদ্রূপে নিজাভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না।

পত্রপ্রেরক কেবল অধিক বেতনভোগি আমলাদিগের প্রতি কটাক্ষ করিয়া যদি ঐ সকল কথা কহিতেন তবে আমি তাহাতে কোন আপত্তি করিতাম না যেহেতু যদিও বেতন বৃদ্ধি দ্বারা একেবারে লোভের নিবৃত্তিপূর্ব্বক চিরন্তন কুঅভ্যাস উচ্ছেদের আশ্বাস কেহই করিতে পারেন না তথাপি কালক্রমে সেই সকল পদে নূতন লোক নিযুক্ত হইয়া যখন তাহারা দেখিবেক যে ঐ বেতনদ্বারা তাহাদিগের সম্পোষ্য হইতে পারে এবং সদাচরণও পরিশ্রম করিলে ক্রমশ উচ্চপদ ও বেতন বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে তখন তাহারা অবশ্য সৎ হইবেক; তাহাতে যিনি অন্যথা কহেন তাহারা কেবল নিষ্কারণ দৃঢ় সংস্কার মাত্র; আর গবর্ণমেণ্টও বিলক্ষণরূপে জ্ঞাত আছেন যে আমলারা অল্পবেতন জন্যই কুকর্ম্ম অর্থাৎ উৎকোচাদি গ্রহণ করিয়া থাকে। পূর্ব্বে যখন সিবিল সরবেণ্টদিগের অল্পবেতন ছিল তখন তাঁহারাও ইদানীন্তন এতদ্দেশীয় কর্ম্মকারিদিগের ন্যায় কুকর্ম্ম করিতেন কিন্তু তাঁহারা এক্ষণে কি প্রকারে এতাদৃশ সৎ হইলেন? আমার বোধ হয় বেতন বৃদ্ধির দ্বারা এবং সদগুণ প্রকাশ করিলে উচ্চপদ পাইবার আশ্বাস থাকাতেই তাঁহারা সদাচারী হইয়াছেন।

রামকিশোর স্বীয় পত্রে দুই জন মুন্সেফের যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, প্রস্তাবিত বিষয়ে তাহা কোনমতে সংলগ্ন বোধ হয় না, যে হেতু সেই দুই ব্যক্তি পূর্ব্বে কোন আদালতের আমলা ছিলেন কিনা তাহা তিনি বিশেষরূপে অবগত নহেন, এবং এক্ষণে মুন্সেফেরা যেরূপ বেতন পাইতেছেন তাহাতে তাঁহাদিগের ঘুষ লইবার আবশ্যক আছে কিনা তাহাও তিনি সপ্রমাণ করিতে পারেন নাই। কোন ২ সেরেস্তাদারেরা ব্যক্ত রূপে কহিয়া থাকেন বটে যে মুন্সেফি কর্ম্মে যে প্রকার বিদ্যবুদ্ধির আবশ্যকতা ও তাহাদিগকে

যেরূপে লোক যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয় তাহাতে তাঁহারা এক্ষণে যে বেতন পাইয়া থাকেন, তদ্দ্বারা সম্পোষ্য হইতে পারে না; কিন্তু ইহাতে কি এমত প্রমাণ হইল যে, মুন্সেফেরা অধিক বেতন পাইলেও সৎ হইবেক না? আর তিনি প্রধান সদর আমীনের আমলার বিষয় যাহা লিখিয়াছেন আমি যদিও তাঁহার বিশেষ অবগত নহি তথাপি ইহা নিশ্চয় কহিতে পারি যে সিবিল সরবেন্ট অপেক্ষা অন্‌কমবেনেন্ট ( অর্থাৎ শপথ বিনা কর্ম্মে প্রবৃত্ত ) কর্ম্মকারকেরা অধীনস্থ আমলাদিগের কার্য্যাদির অনেক তদারক করেন। তিনি যে প্রধান সদর আমীনের বিষয় লিখিয়াছেন সে ব্যক্তি অতি ধার্ম্মিক, উৎকোচ গ্রহণ বিষয়ে পেসকারের সহিত তাঁহার কোন যোগ না থাকাতে তিনি সে সকল বিষয় জ্ঞাত নহেন; ইহাতে আমার এই বোধ হয় যেমন কোন২ ইউরোপীয় অনভিজ্ঞ কর্ম্মচারিরা কর্ম্ম নৈপুণ্যহেতুক কেবল আমলাদিগের মতেই চলেন ঐ প্রধান সদর আমীন মহাশয়ও তাঁহাদিগের মধ্যে একজন হইবেন। আর ঐ পেস্কারের বেতন যে অল্প তাহা পত্র প্রেরক লেখেন নাই; কিন্তু কর্ম্মাধ্যক্ষ এবং তৎসহকারী ইহাদিগের বেতন অতিশয় ন্যূনাধিক হওয়া অনুচিত কারণ অধ্যক্ষ মহাশয়কে কখন২ কর্ম্মদক্ষ সুবিজ্ঞ সহকারির মতে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে হয় অতএব এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা রামকিশোরের কথা অপ্রমাণ্যবোধ হইতেছে।

আর অল্প বেতনভোগি আমলারা কুকর্ম্ম করিয়াই আপনাদিগকে প্রতিপালন করেন ও তাহাদিগের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা সে সকল কর্ম্মের তাদৃশ অনুসন্ধান করেন না এ সমস্ত বৃত্তান্ত গবর্ণমেণ্ট উত্তমরূপে অবগত আছেন। হে মহাশয় গবর্ণমেণ্ট সিবিল সর্‌বেণ্টদিগকে যে বেতন প্রদান করেন তাহাতে অল্পকালের মধ্যে তাহারা ধনসঞ্চয় করিয়া ভাগ্যবন্ত হয় কিন্তু ঐ সিবিলিয়ানদিগের অধীনে যাহারা কর্ম্ম করে তাহাদিগকে যে বেতন দেন তাহাতে তাহাদিগের জীবনধারণও হয় না, অতএব এদেশের লোকেরা যে উৎকোচ গ্রহণাদিরূপ কুকর্ম্ম করে তাহা কেবল তাহাদিগের স্বভাবসিদ্ধ কুঅভ্যাস জন্য নহে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট বেতনদানের যে কুরীতি করিয়াছেন তাহাতেই হয় সুতরাং বেতন বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ঐ সকল মন্দ ব্যবহার কখনই শুধরাইবেক না।

কস্যচিদেতদ্দেশীয়স্য।

## নিলাম বিক্রয়ের নূতন আইন ১নং। ১৫ অক্টোবর ১৮৪২। ১০ সংখ্যা

(কোন পত্রপ্রেরক হইতে প্রাপ্ত)

কাজী কহিলে ওহে তোমাকে যে অত্যন্ত ভীত দেখিতেছি কারণ কি? পল্লীগ্রাম নিবাসি ত্রাসযুক্ত কোন মনুষ্য উত্তর করিলেন হে মহাশয় বাদশাহ একটী উষ্ট্রশাবক ধৃত করিয়া আনিবার আজ্ঞা প্রচার করাতে আমার অত্যন্ত ভয় হইতেছে পাছে

রাজপুরুষেরা ঐ উষ্ট্রশাবকের সহিত মাদৃশ কোন অভাগা মানুষকেও ধরিয়া আনে; কিন্তু তাহা হইলে ঐ শাবক কদাচিৎ রক্ষা পাইতেও পারে মনুষ্য অবশ্যই ক্লেশ পাইবে। —পারস্য ইতিহাস।

মফঃসলের অবস্থা বিষয়ক কিঞ্চিৎ লিখিতে মানস করিয়া সূচনা স্বরূপ কতিপয় পংক্তি ইতিহাস উপরিভাগে অর্পণ করিলাম পাঠকবর্গ নিম্ন লিখিত প্রস্তাব পাঠ করিলে ইহার তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারিবেন।

মফঃসল এই শব্দ যদ্যপিও সাধারণরূপে প্রচলিত হইয়াছে তথাপি সকলে ইহার প্রকৃতার্থ বোধে সক্ষম নহে; অতএব প্রথমে এতদ্বিষয়ক ভ্রম দূর করিয়া পশ্চাৎ প্রস্তাবিত বিষয় লিখিব। এই শব্দের অর্থ সদর শব্দার্থের বিপরীত অর্থাৎ গৃহাদির বাহ্য ও মধ্যভাগ, এবং রাজধানী ও অন্যান্য প্রদেশের এই সকল পরস্পর যদ্রূপ ভিন্নার্থ, সদর মফঃসল শব্দও তদ্রূপ।

এই দৃষ্টান্ত শেষ করিবার পূর্ব্বে এস্থলে আর এক বিষয় বক্তব্য, এতদ্দেশীয় লোকদিগের ভবনের বহির্ভাগে দালান, বারেন্দা, থাম এবং সুশোভিত দ্বারাদি নিরীক্ষণ করত ভবনস্থ লোকদিগকে অত্যন্ত সুখীবোধ করা যায় কিন্তু এই ভবনের অন্তঃপুর অতিশয় অল্পায়তন ও অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং বায়ুসঞ্চারার্থ গবাক্ষদ্বারাদিবিহীন প্রযুক্ত তত্রস্থ নারীগণ যে কারারুদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় অতিক্লেশে কালহরণ করে তাহা প্রায় কেহ বিবেচনা করেন না; তদ্রূপ ইংরাজদিগের রাজধানী কলিকাতা নগরীর শোভা ও ঐশ্বর্য্য এবং সন্নিহিতা গঙ্গানদী ও তত্তরঙ্গোপরি তরণী সমূহ এবং তত্রস্থ রাজপুত্র, বণিক্‌গণ ও শিল্পকর্ম্মাদি এবং নানাবিধ সভা সন্দর্শনে সামান্য লোকেরা বোধ করেন যে ভারতবর্ষস্থ প্রজাসমূহ উন্নতিযুক্ত হইয়া পরমসুখে কালযাপন করিতেছে। আমরা অবশ্যই স্বীকার করি যে ইংরাজদিগের অধিকারাবধি এতদ্দেশীয় লোক সকল কোন ২ বিষয়ে সুখী হইয়াছেন কিন্তু ইংরাজরা যে যথাসাধ্য অত্যুৎকৃষ্টরূপে রাজ্যশাসন করিতেছেন এবং তাহাদিগের রাজত্বে যে কাহারও প্রতি দৌরাত্ম্য নাই এমত বলা যাইতে পারে না অতএব দর্শকদিগের দোষ দেখিয়া নিন্দা এবং গুন দেখিয়া প্রশংসা করা উচিত।

গত জানুয়ারী মাসাবধি খাজনা বাকির নিমিত্ত তালুক বিক্রয় বিষয়ে যে নূতন আইন চলিত হইয়াছে তাহাতে সকল স্থানের ভূম্যধিকারিরা সর্ব্বদা রাজ্যশাসনকারিদিগকে যথোচিত নিন্দা করিতেছেন যে হেতু এই আইন দ্বারা চক্ষুর নিমেষে তাহাদিগের বিষয় বিভব ও আশা ভরসাদি সর্ব্বস্বচ্যুত হইবার সম্ভাবনা এবং কোন নির্দ্ধারিত দিনের সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে খাজানা দাখিল না করিতে পারিলে অত্যন্ত মান্য ভূম্যধিকারীও পর দিবস প্রাতঃকালে একেবারে দীনতা প্রাপ্ত হয়েন "এবং যেমত কোন পর্ব্বত হইতে ক্ষুদ্র বৃক্ষ সমুদ্রে পতিত হইয়া তরঙ্গোপরি ভাসে ও বায়ুদ্বারা যেখানে সেখানে নীত হয় সেইরূপ ঐ ব্যক্তির দুর্দ্দশা ঘটে"। আর বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্ত ভূম্যধিকারিদিগের বিষয় বিক্রয় কালে

তাহাদিগের প্রদর্শিত কোন কারণ অথবা বিপদ প্রতিবন্ধকরূপে গণিত হয় না সুতরাং সকল ভূম্যধিকারির আশা ভরসা কালেক্টর সাহেবদিগের হস্তগতা হইয়াছে অর্থাৎ তাহাদিগের দয়াব্যতিরেকে কাহারও রক্ষা পাইবার উপায় নাই, এবং বিচার সম্পর্কীয় আদালতেও "আইনমত হয় নাই" এই এক কারণ ভিন্ন উক্ত বিষয় অন্যথা করিবার কোন পন্থা নাই, আর ঐ আইনও এতাদৃশ সুস্পষ্ট যে তাহাতে বেআইন বলিয়া আপত্তি প্রায় সম্ভবে না; অতএব খাজানা দাখিল করিবার দিবসে সকল টাকা সংগৃহীত হইবেক কিনা এই ভাবনা এক্ষণে দিবারাত্র হইতেছে, আর যে স্থানে আমরা জন্মাবধি প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছি তথায় যে আমাদিগের পুত্র পৌত্রাদি চিরকাল বাস করিবেক আমাদের এ আশারও শেষ হইল।

অধার্ম্মিক মনুষ্যেরা স্বভাবতই প্রজা এবং অধীনস্থ লোকদিগের উপর অত্যাচার এবং দৌরাত্ম্য করিয়া আপনাদিগকে সুখী বোধ করেন বিশেষতঃ তাহাতে তাহাদিগের কিঞ্চিৎ লাভের সম্পর্ক থাকিলে পরমাহ্লাদের বিষয় হয়। গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া বাকী খাজনার সুদ ত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু ভূম্যধিকারিরা তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র উপকার স্বীকার না করিয়া এককালীন সমুদায় খাজানা দাখিল করিবার আইনছলে প্রজাদিগের প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পীড়ন করত অন্যায় করিয়া লইতে আরম্ভ করিয়াছেন। পূর্ব্বে দশশালা বন্দোবস্ত কালীন রাজস্ব বিষয়ে যে আইন হয় তদ্দ্বারা মুসলমানদিগের অধিকার কালে বঙ্গ প্রদেশে যত রাজস্ব ছিল তাহার চতুর্গুণ বৃদ্ধি হয় এবং তাহাতে খাজানা আদায়ের যাবতীয় উপায় সম্ভবে তৎসমুদায়ই নির্দ্ধারিত হইয়া প্রজাদিগের উপরে প্রভুত্ব করণের বিশেষত তাহাদিগের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক খাজানা আদায় করিবার ক্ষমতা জমীদারদিগের প্রতি অর্পিত হইয়াছিল, কিন্তু খাজানা আদায়ের উক্ত প্রকার নিয়ম পূর্ব্বে এতদ্দেশে কখনই হয় নাই; এবং দ্বারা যেমন সরকারের শীঘ্র খাজানা আদায় হইবার উপায় হইয়াছিল তেমনি প্রজাদিগেরও তদর্থ ভূম্যধিকারিগণ কর্তৃক সর্ব্বস্বান্ত হইবার সম্ভাবনা ছিল অর্থাৎ জমীদারেরা প্রজাদিগকে অবরুদ্ধ করত তাহাদিগের গো মহিষাদি বিক্রয় করিয়া খাজানা আদায় করিতেন; এক্ষণেও এই নূতন আইন দৃষ্টে বোধ হইতেছে যে পুনর্ব্বার ঐ দৌরাত্ম্য আসিয়া উপস্থিত হইল যেহেতু ইহাতে কৃষিকর্ম্মকারিদিগের পক্ষে বিস্তর ক্ষতি সম্ভাবনা। আর ঐ সকল আইন ফলত মন্দ প্রযুক্ত ধূর্ত্ত ব্যক্তিদিগের এই ছলে প্রজার অপকার করণে আরো সামর্থ্য বৃদ্ধি হইল অর্থাৎ তাহারা স্বীয় শঠতা ও আইন বিষয়ে চতুরতা প্রকাশ করিয়া এক্ষণে সাধ্যানুসারে প্রজার মন্দ করিতে ক্রটি করিবেন না। হোল্ড মেকিঞ্জি সাহেব প্রজাগণের ক্লেশ নিবারণার্থ পূর্ব্বে বহুতর যত্ন করিয়াছিলেন এবং ১৭৯৩ শালের আইনেও লিখিত হইয়াছিল যে গবর্ণমেণ্ট মান্য প্রজাদিগের দুঃখ মোচন ও সুখ বৃদ্ধির জন্য আর এক আইন প্রচার করিবেন কিন্তু অদ্যাবধি তাহার কোন ফল হইল না। ইদানীন্তন ঐ সকল আইন দ্বারা এই প্রকাশ পাইতেছে যে গবর্ণমেণ্ট প্রজার নিকট হইতে

রাজস্ব সংগ্রহে অত্যন্ত লালস সুতরাং তন্নিমিত্তে তাহাদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার হইলেও তিনি তাহাতে মনোযোগ করিবেন না।

## সম্পাদকীয়। ১ নভেম্বর ১৮৪২। ১১ সংখ্যা

শ্রীযুত বাবু কানাইলাল ঠাকুর এবং রাজা যাদবকৃষ্ণ বাহাদুর ইঁহাদিগের উভয়ের পরস্পর লিখিত পত্রাদি যাহা ইংলিসমেন নামক সমাচার পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে ঐ বিষয় অতি আশ্চর্য্য, অতএব তাহাতে আমাদিগের কিঞ্চিৎ লেখা আবশ্যক। ঐ পত্র দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে রাজাদিগের পরিবারের মধ্যে কোন ব্যক্তি ঠাকুর বাবুদিগের সহিত একত্র আহার করিয়াছেন, অনুমান হয় ধর্ম্মসভার অধ্যক্ষ মহাশয়েরা এই বিষয় শ্রুত হইয়া অতিশয় চমৎকৃত হইবেন, আমরা ঐ সভার অধ্যক্ষ মহাশয়দিগকে এই নিবেদন করি সংপ্রতি কোন ব্যক্তি যদি হিন্দু ধর্ম্মের বিরুদ্ধ কর্ম্ম করেন তবে আর যেন তাঁহারা তাহাকে তাড়নাদি না করেন কারণ তাঁহাদিগের সভাপতির বাটীতেই ঐরূপ কর্ম্ম হইতে লাগিল। আমাদিগের অনুমান হয় অধ্যক্ষ মহাশয়েরা উক্ত বিষয় শুনিয়াছেন কিন্তু অদ্যাবধি ঐ কুকর্ম্মকারির প্রায়শ্চিত্তাদি বিধান করেন নাই, অতএব সভাপতির ভ্রাতা যদি দোষ করিয়া পরিত্রাণ পাইলেন তবে এক্ষণে যদি কোন দুঃখিলোক মন্দকর্ম্ম করে তাহাকে অধ্যক্ষরা আর কিপ্রকারে দলচ্যুত করিবেন? ধর্ম্ম সভাস্থ দলপতি মহাশয়েরা দোষি দুঃখি হিন্দুদিগকে যে সকল তাড়নাদি করিয়া থাকেন ও তাহাদিগের দোষ শ্রবণ মাত্রেই যে দলচ্যুত করেন এক্ষণে উক্ত সংবাদ পত্রে উপরি লিখিত বিষয় পাঠ করিলে সকলে ঐ বিষয়কে উপহাস্য করিবেন, এবং ধর্ম্মসভার হিন্দু শাস্ত্রোক্ত যে এই কএক নিয়ম আছে যে পৃথক ২ জাতিরা একত্র আহার করিতে পারিবেক না এক জাতির মধ্যেও কুলীন মহাশয়েরা মৌলিকদিগের সহিত ভোজন করিবেন না তাহাকেও সকলে পরিহাস করিবেন, যেহেতু সভাপতির ভ্রাতা ঠাকুর বাবুদের বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়া একত্র আহার করিয়াছেন। অতএব ধর্ম্মসভার অধ্যক্ষ মহাশয়েরা নিজ ব্যবহার দ্বারা আপনারদিগের নিয়ম ভঙ্গ করিতেছেন ইহাতে যদি তাঁহারা প্রত্যয় করেন তবে আমরা প্রার্থনা করি এক্ষণে যেন দলপতি মহাশয়েরা স্বীয় পরিবারগণের চরিত্র অবলোকন করিয়া অন্য ব্যক্তিকে শ্রেণীচ্যুত করেন।

আমরা বোধ করি ইংরাজী বিদ্যার আলোচনার যত প্রাচুর্য্য হইবেক ততই অত্রত্য হিন্দুদিগের জাতি ভেদের প্রতি যে কুসংস্কার তাহা লোপ হইবেক, এবং এক্ষণে যে সকল ধার্ম্মিকম্মন্য মহাশয়েরা সভা স্থাপন করিয়া লোকদিগকে অনর্থক ক্লেশ দিতেছেন তাহাদিগেরও ক্ষমতার হ্রাস হইবেক। ধর্ম্মসভার নিয়মানুসারে যদ্যপি ইদানীন্তন হিন্দু মহাশয়দিগের পরীক্ষা গ্রহণ করা যায় তবে কোন ব্যক্তিকে নির্দ্দোষী পাওয়া যাইবেক

না কারণ এক্ষণে তাবৎ পরিবারের মধ্যেই দুই এক জন হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে কর্ম্ম করিয়া থাকেন সুতরাং তাহাতে জাতিভেদ থাকে না, সংপ্রতি ইংলিসমেন পত্রে যে বিষয়ে আন্দোলন হইতেছে, এক্ষণে গোপনে শত ২ ধার্ম্মিক মহাশয়েরদের বাটীতে ঐরূপ বিষয় ঘটিতেছে; ফলত কালের পরিবর্ত্ত হওয়াতে সকলেরি বিভিন্নমত হইয়াছে কিন্তু ধর্ম্ম-সভার নিয়ম দ্বারা যে ঐ বিভিন্ন মতের দমন হয় এমত সম্ভাবনা বোধ হয় না; ঐ সভা যে সতীধর্ম্ম রক্ষার্থ স্থাপিত হয় তাহা বিফল হইয়াছে, এক্ষণে তাহার অবস্থানে কেবল বঙ্গদেশের লোকদিগের বিবিধ ক্লেশ হইতেছে।

আমাদিগের এক্ষণে প্রার্থনা এই যে ধর্ম্মসভা হয় স্বীয় লীলা সম্বরণ করুন নতুবা সত্য ও ধর্ম্ম পরায়ণ হইয়া এতদ্দেশীয় জনগণের সুখ সম্পত্তি বৃদ্ধি করণের উপায়ানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হউন। সংপ্রতি হিন্দু ধর্ম্মের যে রূপ প্রবলতা আছে তাহাতে কোন প্রকারে লোকদিগের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইতে পারে না, এবং দলাদলির গোলযোগে লোকদিগের অনৈক্য ও ভিন্ন ২ শ্রেণীস্থ হওয়াতে ভারতবর্ষের মঙ্গলের পক্ষে তাদৃশ সাহায্য হইতেছে না; পরন্তু আমাদিগের এই এক ভরসা আছে যে বিদ্যা বুদ্ধি বৃদ্ধি হইলে লোকদিগের জ্ঞান চক্ষু-রুন্মীলিত হইবেক, এবং তখন যে জাতিভেদের নিয়মে হিন্দুদিগকে পৃথক ২ শ্রেণীস্থ করত সকলকে অনৈক্য করিয়া রাখিয়াছে ও যাহাতে তাঁহারা সকলের হাস্যাস্পদ হইয়া আছেন তাহা অবশ্য দূরীভূত হইবেক।

## খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম পালনার্থ ভারতবর্ষীয় রাজস্ব ব্যয়। ১ নভেম্বর ১৮৪২। ১১ সংখ্যা

চিঠি

শ্রীযুত বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

হে মহাশয়গণ,

গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশোৎপন্ন রাজস্ব হইতে অনেক টাকা খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম পালনার্থ ব্যয় করিয়া অন্যথাচরণ করিতেছেন এতদ্বিষয়ে আমি ৬ সংখ্যক বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর পত্রে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহাতে কলিকাতার কিম্বা শ্রীরামপুরের কোন সংবাদপত্র সম্পাদক মহাশয়েরা অদ্যাবধি মনোযোগ করিলেন না, তাঁহারা এ বিষয়ে কি নিমিত্ত মৌনী হইলেন তাহার কারণ জানিতে পারিলাম না; কেবল ব্রিটিশ ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া মেগাজিন (যাহা হরকরা পত্রে পুনঃ প্রকাশিত হয়) উক্ত প্রস্তাব বিপক্ষে বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিয়া তৎসংক্রান্ত ব্যয়ের অন্যায়তা লিখিয়াছেন। হে সম্পাদকগণ অবগত হওয়া গেল তিন রাজধানীতে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম প্রতিপালনার্থ ১৮৩৬ শালে ৯৪৫১৫৯ পৌণ্ড ব্যয় হয় তন্মধ্যে ৪৩৯৮৪ পৌণ্ড কিম্বা ৫৩৯৮৪০ টাকা কেবল বঙ্গরাজ্যের খাজানা হইতে দত্ত হইয়াছিল। এক্ষণে এই রাজ্যের কর হইতে উক্ত বিষয়ে কত টাকা ব্যয় হইতেছে তাহা আমি

যদিও নিশ্চয়রূপে অবগত নহি তথাপি অনুমান হয় পূর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন নহে বরঞ্চ অধিক হইবেক যেহেতু ১৮১৭ শালে ৯৬৯৮৮ টাকা ব্যয় হয় পরে ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া ১৮২৬ শালে ৩৯৬১৪৮ টাকা খরচ হইয়াছিল; তথাপিও খ্রীষ্টিয়ানদিগের ধর্ম্ম পুরোহিতের সংখ্যার বৃদ্ধির প্রার্থনা ও তাহার গ্রাহ্যতা নিবৃত্ত হইল না; শুনিতে পাই খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম পুরোহিতের সংখ্যা বাড়াইবার নিমিত্তে পুনর্ব্বার বিসপ উইলসন এবং কলিকাতাস্থ অন্যান্য খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মাবলম্বিরা সম্প্রতি এক দরখাস্ত করিয়াছেন; তাঁহাদিগের আবেদন পত্রের তাৎপর্য্য এই যাবতীয় ধর্ম্মপুরোহিত আছেন তাঁহাদিগের মধ্যে প্রায় তৃতীয়াংশ ব্যক্তি পীড়িত অথবা কর্ম্মাক্ষম থাকেন অতএব নিয়ত কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ ৬০ জন লোকের প্রয়োজন হইলে ৯০ জনকে নিযুক্ত করিতে হয় সুতরাং ব্যয় বাহুল্য ব্যতিরেকে তাহা নিষ্পন্ন হইতে পারে না। হে সম্পাদক ভারতবর্ষে অথবা অন্যান্য প্রদেশে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে যদি এতদ্দেশীয় রাজস্য ব্যয় না হইত তবে আমি এ বিষয়ে কোন আপত্তি করিতাম না কিন্তু যখন আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে রাজ্যের সুশাসন ও রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত বিশ্বাস করিয়া আমরা যে রাজস্ব প্রদান করিয়া থাকি তাহা হইতেই রাজ্যাধিপতিরা বিশ্বাসঘাতী হইয়া যাহাতে লোকদিগের প্রত্যয় নাই যাহা দেশের পক্ষে কোন উপকারক নহে সেই ধর্ম্মের প্রতিপালন নিমিত্ত ব্যয় করিতেছেন তখন ঐ আবেদন গ্রাহ্য হইলে আমারদিগেরি প্রদত্ত রাজস্বের অনর্থক ব্যয় বৃদ্ধি হইবেক অতএব যাহাতে ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম প্রতিপালনার্থ আর অপব্যয় না হয় তন্নিমিত্তে এই সময়ে সকলে একত্র হইয়া ইংলণ্ডে আবেদন পত্র প্রেরণ করা উচিত, আমি অনুমান করি এক্ষণে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংলণ্ডে আছেন তিনি আমাদিগের প্রস্তাবিত বিষয়ের পোষকতা নিমিত্ত তত্রস্থ উপযুক্ত লোকদিগের সাহায্য প্রাপ্তির চেষ্টা করিতে পারেন; আমি স্বদেশীয় মহাশয়দিগকে এই নিবেদন করি মদীয় প্রস্তাব অপেক্ষা যদি উৎকৃষ্ট উপায় না থাকে তবে তাঁহারা এবিষয়ে সত্বর হউন এবং তাঁহারা স্মরণ করুন যে কোন জাতি আপনারদিগের শাসনকর্ত্তারদের অত্যাচার ও অন্যায়ের বিপক্ষে চীৎকার ধ্বনি বিশেষত অবশ্য প্রাপ্য বিষয়ে দৃঢ়তর চেষ্টা না করিলে কখনই সদবস্থান্বিত হইতে পারেন নাই।

কস্যচিদেতদ্দেশীয়স্য।

## রাইয়ত। ১ নভেম্বর ১৮৪২। ১১ সংখ্যা

(পত্র প্রেরক হইতে প্রাপ্ত)

হুগলিস্থ কোন ভূম্যধিকারির অধিকার মধ্যে মিয়াজান নামক অতিদীন এক ব্যক্তি মুসলমান বাস করিত, ঐ গ্রামে তাঁহার বসত বাটী ব্যতিরিক্ত কৃষিকর্ম্মোপযোগি

ভূমি কিঞ্চিন্মাত্রও ছিল না; ঐ ব্যক্তি কোন মুন্সির পুত্র, বালকদিগের অধ্যাপনা এবং রোমজান ও ইদাইনের পর্ব্বাহ সময়ে কোরাণ পাঠ দ্বারা দিন নির্ব্বাহ করিত।

উক্ত ভূম্যধিকারী নূতন তালুক ক্রয় করিয়া মানস করিলেন যত মূল্যে তালুক ক্রয় হইয়াছে প্রজাদিগের উপর দৌরাত্ম্য করিয়া তৎসমুদায় সংগ্রহ করিবেন, এই অভিলাষ সিদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া অধিকারস্থ তাবদ্ব্যক্তিকে বিজ্ঞাপন করিলেন যে সকলকে স্ব ২ ভূমির খাজানার বন্দোবস্ত করিতে হইবেক, যদ্যপি ইহাতে কেহ সম্মত না হন তবে তাহাকে অধিকার হইতে বহিষ্কৃত করা যাইবেক, এবং অবরুদ্ধ করিয়া তাহাদিগের দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় পুর্ব্বক বাকী খাজানা আদায় হইবেক।

মিয়াজান কদমী পাটার রাইয়ত হইয়া ঐ গ্রামে বাস করিতেন তজ্জন্য তাঁহার নিশ্চয় বোধ ছিল যে তাঁহার ভূমির খাজানার কদাচ বৃদ্ধি হইবেক না, এবং পূর্ব্ববর্ত্তি কোন ভূম্যধিকারীও কখন তাঁহার ভূমির করবৃদ্ধি বিষয়ে হস্তার্পণ করেন নাই কিন্তু এই নূতন ক্রেতা তাঁহার নিকটেও পূর্ব্ব কল্পিত বন্দোবস্তের সমাচার প্রেরণ করিলেন, তাহাতে ঐ ব্যক্তি অতিশয় চমৎকৃত হইলেন বিশেষতঃ তাঁহার সহিত কাহারও অপ্রণয় না থাকাতে এই আকস্মিক ঘটনায় বিস্ময়াপন্ন হইলেন, তিনি ক্ষণকাল পরে ঐ অভিনব ভূম্যধিকারির মনোগত অভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছুক হইয়া ঐ বিজ্ঞাপন পত্র পাঠ করিলেন এবং দেখিলেন যে আবাদী জমীর খাজানার বাবুদে তাহার প্রতি কএক টাকার দাবী হইয়াছে কিন্তু তাঁহার আবাদী জমী একাঙ্গুলিও ছিল না। মিয়াজান কাল বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ ঐ বিষয়ের কারণ নিরূপণার্থে উক্ত ভূম্যধিকারির নিকটে গেলেন; তালুকদার তাহার অভ্যর্থনা না করিয়া কেবল এই মাত্র কহিলেন যে তুমি শীঘ্র বন্দোবস্ত কর, তাহাতে মিয়াজান কহিল কোন বিষয়ের বন্দোবস্ত করিব, আমার দখলে কেবল এক বিঘা মাত্র ভূমি আছে, তাহার খাজানাও মকররি বন্দোবস্তীতে আছে ও বিশ বৎসরের অধিককাল পর্য্যন্ত আমি এক প্রকার খাজানা দিয়া আসিতেছি অতএব আমার খাজানা বৃদ্ধির সম্ভাবনা কি? জমীদার কহিলেন তুমি যে খাজানা দিয়া আসিতেছ তাহার বৃদ্ধি না করিলে তোমার পক্ষে মন্দ হইবেক। মিয়াজান উত্তর করিলেন আমার পাটা অতি প্রাচীন ও কদমী অতএব আমার ভূমির খাজানা কখনই বৃদ্ধি হইতে পারে না। জমীদার কহিলেন যদি বন্দোবস্ত না কর, তবে আমার খাজানা বৃদ্ধি করণে ক্ষমতা আছে কিনা তাহা আপনার ক্ষতি হইলেই জানিতে পারিবে; আমি ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া এই তালুক ক্রয় করিয়াছি ইহাতে যদি খাজানা বাকী পড়িয়া নীলাম উপস্থিত হয় তবে আমি এককালে উচ্ছন্ন হইব; কালেক্টর সাহেব যখন নীলাম ডাকিয়া এক দুই তিন বলিয়া যখন মুদ্গারাঘাত করিবেন তখন আমারদিগের বিষয়ও যাইবেক আমরাও অধঃপাতে যাইব; আর দেখ, আমরা মফঃসলে শতপ্রতি ত্রিশ মুদ্রা আদায় না করিতে ২ গবর্ণমেণ্ট আমারদিগের উপর ৫০ টাকার কিস্তির দাওয়া করেন অতএব

যদি তোমরা এ বিষয়ে সাহায্য না কর তবে গবর্ণমেণ্টের দায় হইতে কি প্রকারে মুক্ত হইতে পারি তন্নিমিত্ত আমি কহিতেছি তোমরা খাজানার বিষয়ে বন্দোবস্ত করহ নতুবা আইন দ্বারা যাহা হইবেক তাহা তোমরা জ্ঞাত আছ এবং নিয়মিত কালে খাজানা উপস্থিত করিতে না পারিলে নূতন আইন দ্বারা আমাদিগের পক্ষে যাহা বিহিত হইয়াছে আমিও তাহা বিলক্ষণ অবগত আছি। মিয়াজান কহিলেন একারণে আমার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারে না; তালুকদার উত্তর করিলেন তোমাকে অবশ্যই খাজানা বৃদ্ধি করিতে হইবেক নতুবা আমার তালুক নীলামের মুখ হইতে রক্ষা পাইবেক না। মিয়াজান প্রত্যুত্তর করিলেন এ বিষয়ে আমি কখনই স্বীকৃত হইতে পারি না; তালুকদার পুনর্ব্বার কহিলেন তোমার পক্ষে বন্দোবস্ত করাই সৎপরামর্শ, যদি এ বিষয়ে স্বীকৃত না হও তবে আমার অধিকার ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাও। মিয়াজান বলিলেন মহাশয়ের প্রস্তাবিত দুটি বিষয়ের মধ্যে একেতেও সম্মত হইব না আপনি যাহা করিতে পারেন তাহা করুন এই বলিয়া প্রস্থান করিল।

তালুকদার ঐ ব্যক্তির উপর কি প্রকার রাগ প্রকাশ করিবেন তাহা প্রায় ৮।১০ দিন পর্য্যন্ত কিছু জানা যায় নাই কিন্তু তিনি এ বিষয়ে বিলক্ষণ উদ্যোগী ছিলেন। একদিন প্রাতঃকালে মিয়াজান আপনার বাটীর দ্বারস্থ গৃহে উপবিষ্ট হইয়া আছেন ইতিমধ্যে তালুকদারের একজন সরকার আসিয়া তাহার নিকটে বাকী খাজানা চাহিলেন; মিয়াজান তদ্বিষয়ের কোন উত্তর না করিতে করিতেই তৎক্ষণাৎ একজন কালেক্টরের পিয়াদা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল, ঐ সরকার মিয়াজানকে লক্ষ্য করিয়া পিয়াদাকে কহিলেন এই ব্যক্তি আমার আসামী ইহাকে ধৃত কর, এই কথা শ্রবণ মাত্রে সেই রাজপুরুষ তৎ-ক্ষণাৎ মিয়াজানের বস্ত্র ধারণ করিল এবং তাহাকে হস্তগত করিয়া নানাপ্রকার কটূক্তি ও তর্জ্জন করত পশ্চদ্ভাগে তাহার হস্ত বন্ধন পূর্ব্বক তালুকদারের সমীপে লইয়া গেল।

মিয়াজান সমস্ত দিন তথায় রুদ্ধ থাকিলেন, সন্ধ্যাকালে তালুকদার পূর্ব্বোক্ত রাজপুরুষ এবং অন্যান্য পদাতি ও অমাত্যগণে বেষ্টিত হইয়া কাছারিতে আসিলেন এবং মিয়াজানকে জিজ্ঞাসা করিলেন বন্দোবস্ত করিবে? কি জেলার কারাগারে রুদ্ধ থাকিবে? তুমি আমার অবাধ্য, এ জন্য যে পুরস্কার হইবেক তাহার কিঞ্চিৎ আস্বাদন দেওয়া গেল, যদি আপনার মঙ্গলেচ্ছা থাকে তবে এক্ষণেও বন্দোবস্ত করিতে স্বীকৃত হও, পরিশেষে "তুই স্বীকৃত হইবি কি না" এই কথা কহিয়া মিয়াজানের গাত্রে এক ধাক্কা দেওয়াতে সে অধোমুখ হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল, কিঞ্চিৎকাল পরে ক্রন্দন করিতে ২ দুর্ভাগা উঠিল।

তালুকদারের উক্ত প্রকার প্রস্তাবে মিয়াজান প্রায় পূর্ব্ববৎ অস্বীকৃত হইলে তিনি ঐ রাজপুরুষকে বলিলেন এক্ষণে তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর; পিয়াদা এই আদেশ শ্রবণ মাত্রে মিয়াজানের বাহুদ্বয় আরো এমত শক্ত করিয়া বান্ধিলেন যে তাহাতে তাহার বেদনা অতি

অসহ্য হইল। পরে উহাকে চিৎ করিয়া শয়ন করাও, এই বাণী তালুকদারের মুখ হইতে নির্গত হইলে পারিষদগণেরা তৎক্ষণাৎ তাহাকে তদ্রূপ করিলেন; শেষে এই আজ্ঞা হইল যে একজন ইহার বক্ষঃস্থলে পাদুকাঘাত কর এবং আর এক ব্যক্তি প্রস্তর দ্বারা বক্ষঃস্থলে আঘাত কর; মিয়াজান এই যন্ত্রণা ভোগ করতঃ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিবার উপক্রম করিলে তৎক্ষণাৎ বস্ত্রদ্বারা তাহার মুখ বন্ধ হইল; এই দুঃখের সময় তাহার বন্ধুবর্গ কেহই নিকটস্থ ছিল না।

মিয়াজান সমস্তদিন অনাহারে এইরূপ যাতনা ভোগ করত ঐ রাত্রি বিনা নিদ্রায় যাপন করিলেন, তাহার স্ত্রীপুত্রাদি অধিক দূরে ছিল ও তিনি এই প্রকার শাস্তি পাইতে-ছিলেন ইহাতে তাহার নিদ্রাই বা কিরূপে হইতে পারে আর তাহার অসমক্ষে ঐ দুরাত্মা তালুকদার কর্ত্তৃক তাহার নিরাশ্রয় পরিবারদিগের উপর অত্যাচার ও তাহার তৈজস-পাত্রাদি বলপূর্ব্বক অপহরণ এবং স্ত্রীপুত্রাদিগকে বাটী হইতে দূরীকরণের সম্ভাবনা ছিল।

রাত্রি প্রভাতা হইলে ঐ দুর্ভাগ্য মিয়াজান রাজপুরুষ এবং অন্যান্য পিয়াদাগণ দ্বারা বেষ্টিত হইয়া জেলায় প্রেরিত হইলেন প্রায় দিবাবসানে ঐ স্থানের নগরীতে উপস্থিত হওয়াতে তালুকদারের মোক্তারের তত্রস্থ বাটীতেই অবস্থিতি করিলেন এবং তালুকদারের কাছারিতে তাহার প্রতি যে সকল ব্যাপার হইয়াছিল এখানেও সংক্ষেপে তৎসমুদায় হইল। এস্থানে যদ্যপিও চপেটাঘাত দ্বারা শারীরিক ক্লেশ অধিক হয় নাই তথাপি মানসিক দুঃখ বিস্তর পাইলেন যেহেতু ঐ মোক্তার তাহাকে তাহার পরিবারের পক্ষে মন্দ করিবার বিবিধ ভয় প্রদর্শন করাইল। অনন্তর মোক্তার তাহাকে কহিলেন এই সময় বন্দোবস্ত কর নতুবা তোমার কারাগার অতি নিকটবর্ত্তী, আর যদি বন্দোবস্ত না করিয়া একবার কারাগৃহে প্রবিষ্ট হও তবে তোমাকে অধিককাল থাকিতে হইবেক, যদি সকল দিতে না পার তবে এই সময় বল আমার প্রতি বন্দোবস্ত করণের ভার আছে; তুমি জমাবৃদ্ধি করিবে ইহা স্বীকার করিলেই আমি তোমাকে মুক্ত করিয়া দিব, দেখ তোমার দৃষ্টান্তে তালুকদারের প্রতি অন্যান্য প্রজাদিগের মন ভগ্ন হইতেছে অতএব তুমি যদি নামমাত্র বৃদ্ধিতেও স্বীকৃত হইয়া তাবৎ প্রজাদিগকে এই সুসংবাদ কহ যে এই মোকদ্দমায় তালুকদারের পক্ষে ডিক্রী হইল তবে আমি তোমাকে রাজীনামা লিখিয়া দিয়া তোমার বিষয় নিষ্পত্তি করিয়া দিব. মোক্তারের এতদ্রূপ প্রবোধ বাক্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মিয়াজান এই উত্তর করিলেন আমি কখনই স্বীকৃত হইব না, ইহাতে মোক্তার বলিলেন তবে আমরাও সাধ্যানুসারে তোমার অনিষ্ট করিতে ত্রুটি করিব না।

পরদিন বেলা দশ ঘটিকার সময় মিয়াজান কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে আনীত হইল কালেক্টর সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার উপর ভূম্যধিকারির যে দাবী হইয়াছে তাহাতে কি তুমি অস্বীকৃত হও?" মিয়াজান উত্তর দিলেন হাঁ, আমি তাহা স্বীকার করিব না; পুনশ্চ কালেক্টর সাহেব কহিলেন তবে তুমি দাবীর টাকা আমানত

করিতে কিম্বা প্রতিভূ প্রদান করিতে পারিবে? সে বলিল আমি ঐ উভয়ের একতরেও সক্ষম নহি; ইহাতে তিনি ঐ অনাথ ব্যক্তিকে কারাগারে লইয়া যাইতে অনুমতি করিলে রাজপুরুষেরা তৎক্ষণাৎ তাহাকে তথায় লইয়া অবরুদ্ধ করিল।

## রাইয়ত নং ২। ১৫ নভেম্বর ১৮৪২। ১২ সংখ্যা

মিয়াজান এইরূপে ১২ দিন পর্য্যন্ত কারাগারে থাকিলেন, তন্মধ্যে কেবল একবার তাঁহার পীড়ন-কর্ত্তার লোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনি মনে ভাবিলেন বাদানুবাদের যে ফল হইবার সম্ভাবনা ছিল তাহা আমার পক্ষে হইয়াছে এবং আদালতে বিচারেরও প্রায় শেষ হইল অতএব এসময়ে প্রতিজ্ঞার অন্যথা করা উচিত হয় না। তাহার সমভিব্যাহারি অবরুদ্ধ ব্যক্তিরা তাঁহাকে সর্ব্বদা এই লওয়াইত যদিও এই মোকর্দ্দমায় তোমার অপরাধাভার সপ্রমাণ হয় তথাপি তোমাকে অনেক ক্লেশভোগ করিতে হইবেক অতএব এই সময়ে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া উপায় চেষ্টা কর। আর তাহারা কহিত, দেখ, যাহারা বলপূর্ব্বক অন্যায় করিয়া অবরুদ্ধ করে সেই অবরোধে যদিও আমাদিগের বিষয় কর্ম্মের ব্যাঘাত এবং শারীরিক নানাবিধ ক্লেশ ও কখন ২ সর্ব্বস্ব নষ্ট হইয়া যায় তথাপি আইনে তাহাদিগের প্রতি কোন প্রতিফল লেখে নাই। অন্য একজন অবরুদ্ধ কহিল, আমি খাজানা না দাখিলকরণ জন্য অপরাধে ৬ মাস পর্য্যন্ত এখানে বদ্ধ আছি, কোন এক মনুষ্য যাহাকে আমি জমিদাররূপে কখন জানিতাম না, সে ব্যক্তি আমার নামে ঐ বিষয়ের নালিস করে কিন্তু পুর্ব্বে আমি তাহার কিঞ্চিৎ ঋণী ছিলাম বোধ হয় তাহাই এই বিবাদের মূল হইবেক। ঐ ব্যক্তি মিথ্যা এক কবুলিয়ত প্রস্তুত করিয়া কালেক্টর সাহেবের নিকট আমার নামে নালিস করত এক তরফা ডিক্রী করে কিন্তু আমার নিকটে ঐ বিষয়ের সমাচার পাঠান হইয়াছিল কি না মোকর্দ্দমা শেষ হইবার পূর্ব্বে তাহার কিঞ্চিৎমাত্র বিবেচনা হয় নাই; জমিদারের স্বপক্ষ মণ্ডলেরা ঐ নোটিসের রসিদ মিথ্যা স্বাক্ষর করিয়াছিল তাহাই নাজিরের দূতেরা আমার হস্তে অর্পণ করিলেন; পরে যথোচিত সময়ে মোকর্দ্দমা দরপেস হইলে আমি বিস্ময়াপন্ন হইয়া অবাক্ হইলাম তাহাতে বিচারকর্ত্তা মহাশয়েরা আমার সম্মতি বোধ করিয়া আমার বিপক্ষে ডিক্রী করিলেন এবং যে পিয়াদারা ঐ ডিক্রী জারি করিয়া আমাকে গ্রেপ্তার করিল তাহারা দ্বিগুণ যন্ত্রণা দিতে লাগিল। অন্তরে আমার অতিশয় দুঃখ হওয়াতে আমি খেদ পুর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিলাম, হে ধর্ম্ম তুমি কি পৃথিবী পরিত্যাগ করিলে, আমাকে এই অধাম্মিক বিচারকের অন্যায় বিচারে কারাবদ্ধ থাকিতে হইল। এবং আমার এ বিষয়ের শোধন হইবারও আর সম্ভাবনা থাকিল না কারণ যে প্রকার ধূর্ত্ততা পুর্ব্বক ডিক্রী করিল তাহাতে ঐ ডিক্রী জারি হইতে ২ আমার

আপিলের সময় অতীত হইয়া যায় অতএব অন্য আদালতে যে আশ্রয় লইতাম তাহাতেও নিরাশ হইলাম, আর আমার অনভিজ্ঞতাতেও অনেক সময় যাইল সুতরাং আমার বিচারের পথ রুদ্ধ হওয়াতে বাদির একতরফা ডিক্রীই বলবান হইল এবং আবেদনাভাবে উচ্চ আদালতের বিচারকেরাও আমার রোদন শুনিতে পাইলেন না, পরিশেষে টাকা দাখিল করণে অশক্ত হওয়াতে কারাগারেই থাকিলাম; সুতরাং হে মিয়াজান আমি তোমাকে সৎপরামর্শ দিতেছি তুমি কখন জমিদারের সহিত বিরোধ করিও না কারণ এক্ষণে যে আইন হইয়াছে তাহাতে জমিদারের প্রতি প্রজা পীড়নের অধিক ক্ষমতা দত্ত হইয়াছে।

তৎপরে অন্য এক কএদি কহিল, জমিদারেরা বল পূর্ব্বক ভূমির কবুলিয়ত এবং টাকার খতপত্র লেখাইয়া লইতে যাহা মানস করেন অনেকে তাহাতে স্বীকৃত হইতে বাধ্য হয় অতএব হে মিয়াজান আমি তোমাকে একটী কথা বলি, আমি আপনি বহুকালাবধি পরীক্ষা দ্বারা এ সকল বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছি, দেখ, যে সকল আইন দ্বারা আমরা সকলে ক্লেশভোগ করিতেছি তাহাতে জমিদারেরা কেবল প্রজার নিকট হইতে যথার্থ প্রাপ্য আদায় করণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন নাই কিন্তু তাঁহারা প্রজা পীড়নেরও ক্ষমতা পাইয়াছেন। এই সকল আইন দ্বারা নূতন নীলাম খরিদার রাইয়তদিগকে হস্তগত করিয়া খাজানা বাড়াইবার চেষ্টা করেন এবং দুষ্ট স্বভাব লোকেরা খাজানা বৃদ্ধিচ্ছলে প্রজাদিগের প্রতি নানা প্রকার পীড়ন করিতে পারেন তাহাতে রাইয়তেরা আসামী হইয়া এই প্রকার দুর্দ্দশাও অপমানগ্রস্ত হয় এবং অবশেষে জেলে যায়। আর এতাদৃশ দুষ্ট জমীদার আছে যে কখন ২ কোন মোকদ্দমার বিশেষ প্রয়োজনীয় সাক্ষিকেও কোন মিথ্যা ছলে মিথ্যা করিয়া গ্রেপ্তার করে, আর আমি অনেক দেখিয়াছি কোন ২ জমীদার যদি অধিকারস্থ কোন প্রজার সুন্দরী স্ত্রী দেখি তাহার প্রতি আসক্ত হয় তবে ঐ স্ত্রীর স্বামী ও অভিভাবককে মিথ্যা গ্রেপ্তার করিয়া ঐ স্ত্রীলোককে বলাৎকার করে। মিয়াজান তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে? কি কর্ম্ম করিয়া দিনপাত করিতে? তিনি বলিলেন কালেক্টারির আদালতে এক জন মোক্তিয়ার ছিলাম, তোমাকে যে সকল ধূর্ত্ততার বিষয় কহিলাম তাহা আমিও অনেকবার করিয়াছি কিন্তু এক্ষণে আমাকে তাহার প্রতিফল ভোগ করিতে হইয়াছে, আমি কোন ব্যক্তির জামিন হইয়াছিলাম সে পলায়ন করাতে ডিক্রীদার আমার উপরে ডিক্রী জারি করিয়াছে; ঐ টাকা অধিক প্রযুক্ত আমি এখানে আসিয়াছি, বোধহয় ২।১ দিনের মধ্যে এখান হইতে যাইব।

মিয়াজান অতি সরল ধূর্ত্ততার বিষয় কিছুই জানেন না তিনি সহবাসি কএদিদের মুখে ঐ সব কথা শুনিয়া অতিশয় ভীত হইলেন এবং তালুকদার তাহার প্রতি যাহা ২ প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহাতে সম্মত হইতে মানস করিলেন, ঐ সময়ের মধ্যে যদি তালুকদারের কোন লোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইত তবে তিনি তাঁহার নিকটে স্বীকৃত হইতেন কিন্তু ইতিমধ্যে দৈবাৎ কারাগার হইতে মুক্ত হইলেন।

## খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম পালনের বিষয়। ১৫ নভেম্বর ১৮৪২। ১২ সংখ্যা

চিঠি

শ্রীযুত বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু!

হে মহাশয়,

আপনকার কশ্চিদেতদ্দেশীয়স্যেতি স্বাক্ষরকারী পত্র প্রেরক খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম পালনার্থ রাজস্ব ব্যয়ের অন্যায়তা বিষয়ে ৬ সংখ্যক পত্রিকাতে যাহা লিখিয়াছিলেন কলিকাতার এবং শ্রীরামপুরের সমাচার পত্র সম্পাদকেরা তদ্বিষয়ের পোষকতায় আন্দোলন না করাতে তিনি যথেষ্ট খেদ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং ঐ সকল সম্পাদকেরা কেন তদ্বিষয়ে মৌনাবলম্বন করিলেন তাহার কারণও তিনি চিন্তা করিয়া স্থির করিতে পারেন নাই। হে সম্পাদক আমি পুর্ব্বে মানস করিয়াছিলাম যে আপনকার পত্রেই তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিয়া এই মৌনব্রত ভঙ্গ করিব কিন্তু সে লিখন আপনকার উক্ত পত্র প্রেরকের অভিপ্রায়ের অনুকূল নহে; আমার এতাবৎ দিবস পর্য্যন্ত তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ না লিখিবার কারণ প্রথম এই, উক্ত পত্র প্রেরক স্বীয় পত্রে আপনার মতের পোষকতায় যে সকল কারণ দর্শাইয়াছেন প্রায় বিশবার তাহার খণ্ডন পুর্ব্বক উত্তর দান হইয়াছে; অতএব বারম্বার তাহার আন্দোলন করিয়া বৃথা পরিশ্রম করিতে অনিচ্ছুক ছিলাম; দ্বিতীয় এই, আমি মনে করিয়াছিলাম, পত্র প্রেরক প্রথম এক পত্র লিখিয়া আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, মহাশয় স্বীয় পত্রে রাজা সম্পর্কীয় ধর্ম্মবিষয়ে বাদানুবাদ করিতে সম্মত হইবেন না, কিন্তু দ্বিতীয়বার ঐ ব্যক্তির আর এক পত্র মহাশয়ের পত্রে প্রকাশিত দেখিয়া বোধ করিলাম যে এ বিষয়ে বাদানুবাদ করণে মহাশয়ের অনিচ্ছা নাই অতএব এক্ষণে তদ্বিষয় ঘটিত যে একখানি পত্র প্রেরণ করিতেছি বোধ হয় তাহা অগ্রাহ্য করিবেন না বিশেষতঃ এই পত্র মহাশয়ের আমোদি পত্রপ্রেরকের আহ্লাদ জনক হইবেক।

পত্রপ্রেরক উক্ত বিষয়ে সকলের নিস্তব্ধতার নিমিত্ত যে খেদ প্রকাশ করিয়াছেন, এ বিষয়ে প্রবৃত্ত থাকিয়া তাহাকে অধিককাল পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট রাখিতে যদিও আমার শক্তি ও সময় নাই তথাপি ভরসা করি কিছুকালের জন্য তাহাকে আমোদ দিতে পারিব।

হে সম্পাদক আপনার ৬ সংখ্যক পত্র এক্ষণে আমার নিকটে উপস্থিত নাই অতএব পত্রপ্রেরক মহাশয় খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের বিপক্ষে যে সকল কারণ দর্শাইয়াছেন তাহা দেখিতে পাইলাম না; তদ্বিষয়ে আমার যাহা স্মরণ আছে তদনুসারেই কিঞ্চিৎ লিখি, প্রার্থনা এই, যদি কোন বিষয়ের অন্যথা লেখা হয় তবে আমার বুদ্ধিপুর্ব্বক মিথ্যা লেখা না ভাবিয়া পত্র প্রেরক যেন আমার স্মরণশক্তিরি দোষ বোধ করেন।

১ খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম পালনার্থ ভারতবর্ষীয় রাজস্বের অধিকাংশ ব্যয় হওয়াতে পত্র-প্রেরক প্রথম এই এক প্রকার আপত্তি করেন যে মিসনরিরা যে ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করেন তাহাতে এতদ্দেশীয় লোকদিগের বিশ্বাস নাই এবং তাহা এদেশের লোকদের

ধর্ম্মের বিপক্ষ; হে সম্পাদক পত্র প্রেরকের ঐ কারণ যদিও প্রবল হয় তথাপি তদ্দারা তাঁহার অভিমত আর এক বিষয় সপ্রমাণ হইবেক, অর্থাৎ এতদ্দেশস্থ যে সকল লোকেরা গবর্ণমেণ্টের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিতেছেন তাঁহারদের ধর্ম্মের বিপক্ষে ধর্ম্ম পালনার্থে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করা যদি অনুচিত হয় তবে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম ভিন্ন এতদ্দেশে গবর্ণমেণ্টের ব্যয় যে সকল শিক্ষাদানের নিয়ম ও বিদ্যালয় আছে তৎসমুদায়কেও এই দণ্ডে রহিত করিতে হয়, যেহেতু বিদ্যালয়ে ইতিহাস ও দর্শন শাস্ত্রাধ্যাপকেরা, হিন্দুদিগের পুরাণাদিতে লিখিত ইতিহাসের শকাব্দা এবং ভূগোল বৃত্তান্তের প্রামাণ্যকে একেবারে জলাঞ্জলি দিয়া যদ্রূপ হিন্দুধর্ম্মের মুলোৎপাটন করেন, যে সকল ব্যক্তিরা খ্রীষ্ট দ্বারা পরিত্রাণ হয় এই মাত্র ঘোষণা করিয়া কালক্ষেপ করে তাহারদের দ্বারা তদ্রূপ অত্যাচার হয় না; হে সম্পাদক আমি আপনকারি নিকট এই বিষয়ের আবেদন করিয়া তথা জানিতে প্রার্থনা করি এবং এই জিজ্ঞাসা করি এতদ্দেশীয় যে সকল লোকেরা হিন্দু ধর্ম্মকে মান্য করেন তাঁহাদিগের ঐ ধর্ম্মের প্রতি মিসনারি অপেক্ষা শিক্ষাপ্রদান কর্ত্তারা অধিক অত্যাচার করিতেছেন কি না? অতএব পত্রপ্রেরক যদি গবর্ণমেণ্টের অধিনস্থ বিদ্যালয় সকল লোপ করণে সম্মত না হয়েন তবে হিন্দুধর্ম্মের বিপক্ষ প্রযুক্ত খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যে সকল কারণ দর্শাইয়াছেন তাহাতে সর্ব্বাংশে মঙ্গল হইবেক না।

২ বোধ হয় পত্র প্রেরক মনে করিয়াছেন যে ধর্ম্মালয় স্থাপনাপেক্ষা বিদ্যালয় স্থাপনে এতদ্দেশীয় লোকদিগের যথেষ্ট উপকার হইতেছে, বিশপ এবং অন্যান্য ধর্ম্মাধ্যক্ষদিগের দ্বারা এদেশের পক্ষে বিশেষ কোন উপকার হয় না, আর তাঁহাদিগের দ্বারা যে কখন কোন উপকার হইবেক তাহারো প্রত্যাশা নাই, এবং উপকারাকাঙ্ক্ষাতেও তাহাদিগের স্থাপনা হয় নাই। হে সম্পাদক যে সকল বিষয় দ্বারা প্রকাশ্যরূপে আশু উপকার না দর্শে তাহার লোপ করণে যে ব্যক্তি মানস করেন তাঁহাকে অতি ক্ষুদ্রবুদ্ধি রাজনীতিজ্ঞ বলিতে হইবেক, যেহেতু অনেক ২ বিষয় আছে যাহা প্রকাশ্যরূপে দেশোপকারক বোধ হয় না কিন্তু প্রকৃতরূপে দেশের পক্ষে উপকার করে ইহার দৃষ্টান্ত মেডিকেল বোর্ড। প্রাচীন হিন্দু মহাশয়েরা ঐ বোর্ডের দ্বারা প্রকাশ্যরূপে দেশস্থ জনগণের উপকার না হওয়াতে তাহা বৃথা ভার স্বরূপ বোধ করেন, কিন্তু সে তাঁহাদিগের ভ্রম মাত্র, বোধ করি আপনকার পত্রপ্রেরকও ইহা স্বীকার করিবেন। ফলত যুদ্ধ সম্পর্কীয় এবং রাজকীয় কর্ম্মকারিদিগের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের চিকিৎসক এবং ধর্ম্মোপদেশক উভয় স্থাপনা করা অত্যাবশ্যক, অতএব চিকিৎসক স্থাপনের বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তি চীৎকার করিলে সে যদ্রূপ অগ্রাহ্য হয়, ধর্ম্মের বিপক্ষে যিনি কোন কথা কহেন তাঁহাকেও তদ্রূপ অগ্রাহ্য করা যায়।

যদি কহেন এদেশের লোকেরা ইউরোপীয়দিগের চিকিৎসার উপকার বোধ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং ঐ চিকিৎসকেরাও প্রকাশ্যরূপে এদেশের পক্ষে উপকার করিতেছেন অতএব তাঁহারদের স্থাপনের প্রতি আপত্তি করিবার প্রয়োজন নাই; উত্তর, এতদ্দেশস্থ

কতিপয় লোকের এরূপ মনের ভাব সম্প্রতি পরিবর্ত্ত হইয়াছে; তথাপিও পত্রপ্রেরক যদি আপনার পুর্ব্বোক্ত বিষয়কেই প্রবল রাখিতে যত্ন করেন, তবে তাহার স্মরণ করা উচিত যে ক্রমশ জ্ঞানের বৃদ্ধি হওয়াতে এতদ্দেশীয় কতিপয় ব্যক্তিরা এক দলবদ্ধ হইয়াছেন এবং খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের সত্যতার প্রতি তাঁহারদের বিশ্বাস জন্মাইবার উপক্রম হইয়াছে অতএব দেশীয় অন্যান্য লোকের পক্ষে যদ্রূপ চিকিৎসক স্থাপনে উপকার, ঐ সকল ব্যক্তির পক্ষে ধর্ম্মোপদেশক স্থাপনেও তদ্রূপ উপকার হইবেক, এবং তদ্ভিন্ন যাঁহারা এদেশে রাজত্ব করিতেছেন তাঁহারা খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস করেন অতএব তাহারা বিদ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে যাদৃশ উৎসাহী আছেন স্বজাতীয় ধর্ম্মও বৃদ্ধির নিমিত্তও তাদৃশ উৎসাহী হইতে প্যারেন সুতরাং তাঁহারা সর্ব্বদা প্রত্যাশা করেন কোন্ সময়ে তাঁহাদিগের প্রজারা চিকিৎসক এবং ধর্ম্মোদেশকের উপকারকে তুল্য বোধ করিবেন।

৩ ধর্ম্ম সম্পর্কীয় বিষয় স্থাপনের প্রতিকূলে পত্রপ্রেরকের আর এক যে আপত্তি আছে তদ্বিষয়ে কিছু লেখা হয় নাই, ঐ আপত্তি এই, গবর্ণমেণ্টের খ্রীষ্টিয়ান কর্ম্মকারিরা অধিক বেতন ভোগী, তাঁহারা স্বয়ং ঐ বিষয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারেন। হে সম্পাদক আমার বোধ হয় আপনার পত্র প্রেরক অবগত নহেন যে ধর্ম্মোপদেশকদিগকে গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে যুদ্ধ সম্পর্কীয় সৈন্যগণের হিতার্থে তাহাদিগের নিকটেও অবস্থিতি করিতে হয়, কিন্তু যুদ্ধসম্পর্কীয় কর্ম্মকারিদিগের বেতন অত্যল্প; তাহা হইতে যদি তাহাদিগকে ধর্ম্ম বিষয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয় তবে তাহাদিগের উপর গবর্ণমেণ্টের অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পায়। হে সম্পাদক অত্র পত্রপ্রেরক ধর্ম্মার্থ ব্যয়ের প্রতিকূলে যে সকল যুক্তি দেখাইতেছেন তাহা বরঞ্চ সিবিলিয়নদিগের অধিক বেতনের বিপক্ষে উত্তমরূপে সঙ্গত হইতে পারে অতএব তিনি যদি রাজকীয় কর্ম্মকারিদের অধিক বেতনের বিপক্ষ হন তবে আমিও তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিব, কিন্তু ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার বিপক্ষতা দেখিয়া আমার এই বোধ হইল যে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম দ্বারা আদমের পাপি সন্তানেরা মুক্ত হইয়া যে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হন তদ্বিষয়ে তাহার কিছুমাত্র শিক্ষা হয় নাই এবং যাঁহাদিগের হস্তে এতদ্দেশের সমস্ত রাজ্য কার্য্য সমর্পিত আছে ঐ ধর্ম্মদ্বারা তাঁহাদিগের যে রীতি নীতির উৎকৃষ্টতা হইতেছে তদ্বিষয়েও তিনি নিতান্ত অনভিজ্ঞ। হে সম্পাদক আপনার পত্রপ্রেরকের বিবেচনায় যদিও খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম কোন উপকারক না হইত তথাপি এদেশের শাসনকর্ত্তা এবং বহুতর জ্ঞানি ব্যক্তিরা যাহাতে সম্মত আছেন বহুপকারক সেই ধর্ম্ম পালনের প্রতিকূলে তাঁহার লেখনী ধারণ করা অনুচিত এবং তাহা রহিত হইলে ভারতবর্ষের পক্ষেও যথেষ্ট অহিত হইবার সম্ভাবনা।

অপর এতদ্দেশীয়স্য।

## সংবাদের প্রধানাংশ। ১ ডিসেম্বর ১৮৪২। ১৩ সংখ্যা

( ২৮ সেপ্টেম্বর ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টাকের অধ্যক্ষদিগের ত্রৈমাসিক সভার বিবরণ হইতে উদ্ধৃত )

মেং সলিবান না থাকাতে মেং লুইস সংবাদ করেন যে আগামি সভাতে নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন।

"এই সভার বিবেচনা কর্ত্তব্য যে ভারতবর্ষে রাজকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে ইংরাজ-লোক নিযুক্ত করণের পরিবর্ত্তে অধিক এতদ্দেশীয় লোক নিযুক্ত করিলে সূক্ষ্ম বিচার এবং রাজ্যের ব্যয়ের লাঘব ও যথার্থ বিবেচনার কর্ম্ম হয়। এবং চতুর্থ উইলিয়াম বাদশাহের কৃত ৩।৪ আইনের ৮৭ ধারার ৮৫ প্রকরণে যাহা লিখিত আছে তাহা প্রচলিত করা কর্ত্তব্য। যথা 'ভারতবর্ষীয় লোক অথবা তদ্দেশস্থ ইংলণ্ডাধিপতির জাহ্ন প্রজাগণের ধর্ম্ম, জন্মস্থান, বংশ এবং বর্ণের অপকৃষ্টতা কোম্পানীর অধীনে কর্ম্ম প্রাপ্তির প্রতি কোন প্রতিবন্ধক হইবেক না, এই বিষয় নিষ্পন্নার্থে কোর্ট আব ডিরেক্টরদিগকে অনুরোধ করা যাইবেক যে তাঁহারা ভারতবর্ষের সকল গবর্ণমেণ্টের প্রতি এতাদৃশ আজ্ঞা প্রচার করুন যে সকল রাজধানীতে গুণ বিবেচনাপূর্ব্বক প্রজাদিগকে রাজ্য-সম্পর্কীয় কর্ম্ম অর্পণ করা যাইবেক।' আমরা এই প্রস্তাব দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম, বোধ করি ঐ সভার অধ্যক্ষদিগের মধ্যে যে২ মহাশয়ের যথার্থ বিচারের প্রতি শ্রদ্ধা আছে তাঁহারা কখন এ বিষয়ে আপত্তি করিবেন না। ঐক্য ও সাধারণ স্বাধীনতা ও সাহসের অভাব প্রযুক্ত যদিও অনেক ২ বাঙ্গালি আপনারদের প্রাপ্য বস্তু ইংরাজদিগের দ্বারা অন্যায় পূর্ব্বক অপহৃত হইলে সাহস পূর্ব্বক তদ্বিষয়ের দাওয়া করিতে অশক্ত হয়েন, তথাপি তাঁহারা মনের মধ্যে বিলক্ষণরূপে জানিতেছেন যে ইংরাজদিগের সহিত তাঁহাদিগের সমান বিচার হয় না।

গত চার্টরের শেষ প্রকরণে বাঙ্গালিদিগকে রাজকীয় সকল কর্ম্মে নিযুক্ত করণের বিষয় যাহা লিখিত আছে গবর্ণমেণ্ট তদনুসারে কর্ম্ম না করাতে যে অতিশয় অন্যায় করিতেছেন তদ্বিষয় উল্লেখ করণের আবশ্যকতা নাই। আমরা এই জানিতে প্রার্থনা করি যে গবর্ণমেণ্ট কি কারণ দর্শাইয়া স্বেচ্ছাক্রমে সর্ব্বপ্রকারে অতি কর্ত্তব্য ঐ বিষয়ে ঔদাসীন্য করিতেছেন, আমরা বোধ করি পার্লিয়ামেণ্ট যে সকল আইন করিয়াছেন রাজকার্য্য নির্ব্বাহক গবর্ণমেণ্ট কি তদ্দ্বারা কেবল প্রজাদিগকে ছলনা করিবেন অথবা যথার্থ ব্যবহারে আনিবেন? অনুমান হয় বাঙ্গালিদিগের দ্বারা কি প্রকারে কর্ম্ম নির্ব্বাহ হয় তদ্বিষয়ে অনেকে অনেক লিখিয়াছেন, আর লিখনের প্রয়োজন নাই। কোন ২ ব্যক্তিরা সিবিল সরবেণ্টদিগের প্রতি পক্ষপাত করিয়া অবিচার পূর্ব্বক রাজকীয় কর্ম্মার্পণ বিষয়ে বাঙ্গালিদিগের বিপক্ষে যাহা কহিয়াছিলেন ঐ বিষয়ে লার্ড উইলিয়াম বেণ্টিক ইংরাজী ১৮৩৭ শালে হৌস আব কামান্সের এক সভাতে এই কহিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের অধীন বটে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত ঐ দেশ মঙ্গলের নিমিত্ত শাসিত না

হয় এবং এখান হইতে যে ৮০০।১০০০ শত লোককে তথায় কেবল অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত প্রেরণ করা যায় তাহা রহিত না হয় তদবধি ঐ দেশ ইংলণ্ডের প্রতি স্নেহান্বিত হইবেক না; ঐ সকল লোক কর্ম্মে উপযুক্ত নহে সুতরাং তাহাদিগের হস্তে রাজকীয় সমুদায় কর্ম্ম অর্থাৎ রাজস্ব, বিচার ও পোলিস ইত্যাদি বিষয়ক কর্ম্ম অর্পণে এ পর্য্যন্ত কোন ফল দর্শে নাই, অতএব এক্ষণে ভরসা করি যে কোর্ট আব প্রোপাইটরেরা সলিবান সাহেবের প্রস্তাব গ্রাহ্য করিতে কোন সন্দেহ করিবেন না এবং এই মতে কর্ম্ম আরম্ভ করিবার নিমিত্ত এই বিষয় যখন কোর্ট আপ ডিরেক্টরদিগের নিকট যাইবেক তখন তাঁহারাও ইহাতে কোন আপত্তি করিবেন না।

## তত্ত্ববোধিনী সভা। ১ ডিসেম্বর ১৮৪২। ১৩ সংখ্যা

(চিঠি)

শ্রীযুত বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

হে মহাশয়,

আপনকার গত সংখ্যক পত্রে ধর্ম্মসভার বিষয়ে যে এক পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার তাৎপর্য্য এই, উক্ত সভা ভয়ানক সতীধর্ম্ম রক্ষার্থ স্থাপিত হইয়া অবধি এতাবৎ-কাল পর্য্যন্ত কেবল পরস্পরের অনৈক্য বৃদ্ধি সাংসারিক ধর্ম্ম এবং আত্মীয়তার বিচ্ছেদ করিতেছে অতএব এক্ষণে তাহার বিনাশ হইলেই ভাল হয়; হে সম্পাদক ঐ বিষয়ে কেবল সম্মতি প্রদান করিলে আমার সমুদয় মনের ভাব ব্যক্ত হয় না তজ্জন্যে আমি মহাশয়কে এই অনুরোধ করি আপনি যেমন অস্মদ্দেশীয় লোকদিগের উন্নতির প্রতিবন্ধক সভা সকলের প্রতি দেশস্থ ব্যক্তিদিগের অশ্রদ্ধা জন্মাইবার জন্য তাহার দোষ প্রদর্শন করনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তদ্রূপ যে সকল সভা স্থাপিত হইয়া এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিত জনগণের বিদ্যা দ্বারা মন এবং বুদ্ধির আশ্চর্য্য পরিবর্ত্ত হইয়াছে পাঠকবর্গের গোচরার্থ তাহার সমাচার গ্রহণ করুন; ঐ সকল সভার মধ্যে তত্ত্ববোধিনী সভার বিশেষরূপে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। এতদ্দেশীয় কতিপয় সুশিক্ষিত হিন্দু যুবকদিগের দ্বারা বেদান্তের মত প্রকাশার্থে এবং প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মে দোষ দেখাইবার নিমিত্তে তথা বেদ এবং যথার্থ জ্ঞানের সহিত হিন্দু ধর্ম্মের অনৈক্য দর্শাইতে ঐ সভা সংস্থাপিতা হইয়াছে; ঐ সভার মত এই, এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই উপাস্য, এবং "সকল ধর্ম্মের মধ্যে আত্মজ্ঞান শ্রেষ্ঠ, এবং তাহা সকল বিদ্যার প্রধান, অতএব তাহার দ্বারাই মোক্ষ-প্রাপ্ত হওয়া যায়"।

প্রতিমাসীয় প্রথম রবিবারে উক্ত সভার বৈঠক হয়, তৎকালে উপনিষদ্ পাঠ হয় এবং সৃষ্টিদ্বারা পরমেশ্বরের যে সকল গুণ ও মহিমা প্রকাশিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে মৌখিক এক লিখিত বক্তৃতা হয়; এবং বেদান্তের মত ও আত্মতত্ত্ব ইহার আলোচনা ও এই

পৃথিবীর অচিন্ত্য রচনা দ্বারা জগদীশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তার আন্দোলন হয়, আর সক্রেটিস, প্লেটো, সিসরো, মার্কস এণ্ট নাইনস সিপিও, এবং রামমোহন রায় ইঁহারা যে ধর্ম্ম মানিতেন, তাহার চর্চ্চা হইয়া থাকে ; আমার বোধ হয় বেদান্ত শাস্ত্রে যে কেবল ব্রহ্মোপাসনাই বিহিত হইয়াছে এবং পৌত্তলিক ধর্ম্মের বিধি নাই তাহাতে আর কেহই সন্দেহ করিবেন না ; আক্সফোর্ড কালেজের অধ্যাপক ডাক্তর উইলসন সাহেব হিন্দু ধর্ম্মের বিষয়ে যে এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি স্পষ্টরূপে কহিয়াছেন যে বেদোক্ত ধর্ম্ম ও প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম পরস্পর অতিশয় বিভিন্ন। আমার আরো আহ্লাদের বিষয় এই যে এক্ষণে জরমেনি দেশে বেদান্ত শাস্ত্রের বাহুল্যরূপে আলোচনা হইতেছে এবং অবগত হওয়া গেল যে তদ্দেশীয় অনেক ২ বিজ্ঞ মহাশয়েরা বেদান্ত মতাবলম্বী হইতেছেন।

উক্ত তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপিত হওয়াতে ধর্ম্ম শাস্ত্রের উত্তমরূপে আলোচনা হইতেছে এবং পরমেশ্বরের সত্ত্বা ও বেদান্ত শাস্ত্রের সত্যতা বিষয়ে সভ্য মহাশয়দিগের বুদ্ধি উজ্জ্বলা হইতেছে। সভার মাসিক বৈঠকে যে ২ বক্তৃতা হয় তাহা ক্ষুদ্র পুস্তকে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশ হয়, ঐ পুস্তকে বেদান্তের মত এবং সৃষ্ট পদার্থ বিবেচনা দ্বারা পরমেশ্বরের অসীম ক্ষমতা ও দয়ার বিষয় লিখিত থাকে। এই সভার অধীনে এক পাঠশালা আছে তাহাতে অন্যান্য বিদ্যালয় অপেক্ষা শাস্ত্রীয় বিদ্যা এবং ব্যাকরণ, ভূগোল, জ্যোতিষ ও স্মৃতি শ্রুতির পাঠনা হয়। আমরা অবগত হইলাম ছাত্রের অল্পতা প্রযুক্ত ঐ পাঠশালা কলিকাতা হইতে ত্রিবেণীতে যাইবেক, উক্ত সভার অধ্যক্ষ মহাশয়ের প্রকাশ্যরূপে হিন্দু ধর্ম্ম পরিত্যাগ করাতে এবং যে আস্তিকতা স্বরূপ শৃঙ্খলেতে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত এতদ্দেশীয় বহুসংখ্যক লোক বদ্ধ আছেন তাহা হইতে মুক্ত হওয়াতে ও পরমেশ্বরের সত্ত্বা বিষয়ে যথার্থ মনের ভাব প্রকাশ করাতে অস্মদ্দেশীয় জনগণের মধ্যে অগণ্য ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। এস্থলে আমারদের এ সভার অধিপতি শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম উল্লেখ করা উচিত, যে মহাশয়ের উৎসাহে এবং উদ্যোগে এই মহদ্ব্যাপার স্থাপিত হইয়াছে তাঁহাকে অতিশয় প্রশংসা করা কর্ত্তব্য।

বঙ্গভাষাতেই এই সভার তাবৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতেছে, আমরা ভরসা করি, পৌত্তলিক ধর্ম্মের উচ্ছেদ, এবং মিথ্যাধর্ম্ম লোপ করণে প্রবৃত্ত হইয়া কর্ম্ম পালন করিতে যে সভা সযত্ন হইয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই স্বদেশীয় জনগণের সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন। এই সভার সমুদায় কর্ম্মের মূল "সেই সত্য ব্রহ্ম" ; যাহা হউক বিদ্যা দ্বারা অস্মদ্দেশীয় লোকদিগের যে সভ্যতা হইয়াছে তাহার প্রত্যক্ষ ফল এই সভাই হইল এবং আমরা পরমাহ্লাদ পুরঃসর এক্ষণে এই বিবেচনা করিতেছি যে আমারদিগের পক্ষে শুভদিন উপস্থিত হইল, সময়ক্রমে সকলেরি এইরূপ চিত্তশুদ্ধ হইতে পারিবেক এবং আমাদের দেশের লোকের মন এ পর্য্যন্ত ধর্ম্মরূপ কারাগৃহে রুদ্ধ ছিল এক্ষণে তত্ত্বানুসন্ধানের সম্মুখবর্ত্তি হইবে। আমরা সংপ্রতি কেবল সেই সময়ের অপেক্ষা করিতেছি যখন

এদেশের সমুদয় লোক মিথ্যা ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা করিয়া বেদোক্ত মূলধর্ম্ম (অর্থাৎ কেবল আত্মারি উপাসনা) গ্রহণ করিবেন।

কস্যচিৎ পাঠকস্য।

## রাইয়ত নং ৩। ১৫ই ডিসেম্বর ১৮৪২। ১৪ সংখ্যা

পরদিন বেলা ১১ ঘণ্টার সময় মিয়াজান জেলের মধ্যে আহারার্থ পাক করিতেছেন ইতিমধ্যে অকস্মাৎ তাঁহার কারাগার হইতে মুক্তির সমাচার আসিল; শুভ সংবাদ বাহক সর্ব্বত্রেই পুরস্কার পায় এই মনে করিয়া জেলের একজন বরকন্দাজ যে অর্থোপার্জ্জন এবং বক্সিসের আকাঙ্ক্ষায় সর্ব্বদা কারারুদ্ধ ব্যক্তিদিগের উপর অহঙ্কার প্রকাশ করিত, সে মিয়াজানের নিকট আসিয়া তোষামোদ পুর্ব্বক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ওহে তোমার নাম কি মিয়াজান? মিয়া উত্তর করিলেন, হাঁ, আমি মিয়াজান; বরকন্দাজ বলিল, ভাল তোমাকে যদি সুসমাচার শুনাই তবে তুমি আমাকে কি দেও; মিয়া কহিলেন, আমি অতি দীন, আমার যে প্রকার দিবার ক্ষমতা, তাহা পরমেশ্বর জানেন; বরকন্দাজ কহিল, অদ্যকার রাত্রির খোরাকী তোমার নিকট আছে, যদি অর্দ্ধ ঘটিকার মধ্যে এখান হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন হও, তবে আমাকে ওই খোরাকীর পয়সা দেও কি না; মিয়াজান কহিলেন যদি অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে মুক্তি পাই তবে দিতে প্রস্তুত আছি। ইহা শুনিয়া ওই বরকন্দাজ আহ্লাদের সহিত বলিল, ওহে মিয়াজান আমি তোমার বন্ধু, তুমি আমার সঙ্গে আইস। তাহাতে মিয়াজান সেই স্থানে পাকের পাত্র রাখিয়া বরকন্দাজের সমভিব্যাহারে জেলের প্রধান দ্বারে গেলেন। তিনি সেখানে উপস্থিত হইয়া জবরদস্ত খাঁ নামক তালুকদারের একজন নায়েবকে দেখিতে পাইলেন, ঐ জবরদস্ত খাঁর সহিত তাহার তালুকদারের জমীদারীর সীমার মধ্যবর্ত্তি ভূমির নিমিত্ত অনেক কালাবধি বিবাদ ছিল, তিনি ঐ নায়েবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি জন্য এখানে আসিয়াছ? নায়েব উত্তর করিলেন, তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি, আমি সাধ্যানুসারে তোমাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিব।

মিয়াজান এতৎ শ্রবণে অতিশয় আহ্লাদিত ও কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি আমাকে এস্থান হইতে কিরূপে মুক্ত করিতে মনস্থ করিয়াছেন? নায়েব উত্তর করিলেন, বিহিত বিবেচনায় যাহা ভাল হয় তদনুসারেই করা যাইবেক, আমার মুনিব তোমার জামীন হইতে আমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন, আমিও নাজিরের সহিত মুলাকাত করিয়া তাহার পন্থা করিয়াছি, তিনি আমাকে প্রতিভূ লইবেন এমত স্বীকার করিয়াছেন; শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার মুনিবের সহিত তোমার তালুকদারের যে বিরোধ আছে তাহা তুমি জান কি না? মিয়াজান উত্তর করিলেন, হাঁ, আমি জানি; নায়েব পুনশ্চ জিজ্ঞাসা

করিলেন, ওহে মিয়াজান ইহা তুমি জান কিনা? তোমার তালুকদার প্রজাদিগের উপর দৌরাত্ম্য করিয়া খাজানা আদায় করিতেছে এবং তোমার ন্যায় তোমার প্রতিবাসিগণকে, যাহাদিগকে আমরা রাইয়ত বলিয়া গণনা করি, তাহাদের অনেককে বলপূর্ব্বক গ্রেপ্তারি করিয়াছে; মিয়াজান তাহাতে স্বীকৃত হইলে নায়েব আরো বলিতে লাগিলেন, তোমার তালুকদার তোমার অনেক প্রতিবাসিকে অবরুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু আমার মুনিব জামীন হইয়া তাহাদিগকে খালাস করিয়াছেন, মিয়াজান তুমি যদি তাহাদিগের ন্যায় আমার মুনিবের রাইয়ত বলিয়া স্বীকার পাও তবে আমরা তোমাকে নিলাম খরিদারের দৌরাত্ম্য হইতে চিরকালের জন্য রক্ষা করি; এবং আরো করিলেন, এক্ষণে উত্তম সময় পাওয়া গিয়াছে, নিলাম খরিদার অত্যল্পদিন ঐ তালুক ক্রয় করিয়াছে এখনও সম্পূর্ণরূপে শাসন করিতে পারে নাই অতএব এসময়ে সে আপনার বিষয় সপ্রমাণ করিতে পারিবেক না।

মিয়াজান এই প্রকারে আশ্বস্ত হইয়া নায়েবের প্রস্তাবে সম্পূর্ণরূপে সম্মত হইলেন, এবং অতিশয় ব্যগ্রতাপূর্ব্বক আপনার ভূম্যাদির বিষয়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নায়েব উত্তর করিলেন সে বিষয়ে তোমার বড়ই অমঙ্গল, পশ্চাতে বিস্তারিত করিয়া কহিব, আমি এক্ষণে যাই, শীঘ্র পরওয়ানা আনিয়া তোমাকে এখান হইতে মুক্ত করি; এই কথা কহিয়া বিদায় হইলেন। মিয়াজান আপন আবাসে আগমন করত রন্ধন করিয়া তাহার পীড়ন কর্ত্তার ব্যয়ে আহার করা উত্থাপন করিলেন।

নায়েব অর্দ্ধ ঘটিকার মধ্যে জেলের দারোগার নামে এক পরওয়ানা লইয়া প্রত্যাগমন করিল; পরওয়ানার লিখন এই "মিয়াজানকে এক্ষণে জেল হইতে খালাস দিবা"। পূর্ব্ব উল্লেখিত বরকন্দাজ, যে মিয়াজানের সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছিল, সে এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র শীঘ্র মিয়াজানের নিকট আসিয়া হস্ত পাতিল, তাহাতে মিয়াজান তৎক্ষণাৎ আপন বস্ত্রের গ্রন্থি হইতে সন্ধ্যাকালের খোরাকী দুইটী পয়সা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলে এবং পরম বন্ধু ঐ নায়েবের সহিত আহ্লাদিত হইয়া জেল হইতে বাহির হইলেন।

মিয়াজান পথে আসিয়া নায়েবকে প্রথমত আপনার বাটীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, নায়েব উত্তর করিলেন, তোমার বাটী নাই, ঘরের চাল এবং অন্যান্য অস্থাবর দ্রব্য সকল ক্রোক করিয়া বিক্রয় করিবার নিমিত্ত ইস্তাহার দিয়াছে; মিয়া এই সমাচার শ্রবণে বিস্মিত হইলেন; কতক্ষণ পরে আপন পরিবারগণের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন; নায়েব বলিলেন এক্ষণে তোমার পরিবারেরা নির্ব্বিঘ্নে আছেন কেবল তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র ও তাহার পিতৃব্য এই দুইজন চৌর্য্যাপবাদে দারোগার কাছারিতে অবরুদ্ধ আছে। মিয়া চমৎকৃত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন কি চুরি অপবাদ! কোন্ ব্যক্তি নালিস করিয়া আমার পুত্রকে দারোগার কাছারিতে গ্রেপ্তার করিয়া রাখিয়াছে? এবং কাহার নালিসেই বা আমার অস্থাবর বস্তু সকল ক্রোক হইয়াছে? নায়েব কহিলেন তোমার তালুকদারের একজন পুরাতন ভৃত্য ঐরূপে তোমার পুত্রকে কএদ করে এবং গোমস্তা খাজানা বাকীর দাবিতে

নালিস করিয়া তোমার সামগ্রী পত্র ক্রোক করিয়াছে; দারোগা ঐ বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুম প্রার্থনায় রিপোর্ট করিয়াছে, কিন্তু সে তোমার তালুকদারের বাধ্য এবং অনুগ্রহের পাত্র এই প্রযুক্ত ঐ কল্পিত মোকদ্দমায় সাহায্য করিতেছে; অতএব হে মিয়াজান তোমার জন্যে বিবিধ প্রকারে ষড়্‌যন্ত্র হইয়াছে, এই সময়ে কর্ত্তব্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত হও নতুবা আর পারিবে না।

মিয়াজান কহিলেন, নায়েব সাহেব, আমি আদালতের রীতিবর্ত্ম কিছুই জানি না, এবিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য মহাশয় আমাকে উপদেশ করুন।

নায়েব কহিলেন, দেখ, তোমাকে তিনটা মোকদ্দমাতে অর্থাৎ : তোমার কএদ, ২ তোমার দ্রব্য সামগ্রী ক্রোক, ৩ ফৌজদারি, এই তিন বিষয়ে জবাব দিতে হইবেক; মিয়াজান খেদপূর্ব্বক কহিল, আল্লা আকবর! পরমেশ্বর সকলি করিতে পারেন! আমার পীড়ন কর্ত্তা মহাশয় কি আমার বিপক্ষেই সমুদায় অস্ত্র ত্যাগ করিয়া আপন অস্ত্রাধার রিক্ত করিলেন। আমার শরীর, বিষয়, এবং মান সকলি একেবারে আক্রমণ হইল, এক্ষণে কি তালুকদারের দাবীতে স্বীকৃত হইব অথবা তাঁহার ন্যায় আমিও অস্ত্রধারণ করিব; আল্লা! আমাকে কি মাটি খাইতে হইল।

নায়েব তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, ওহে মিত্র তুমি ভীত হইও না, আমি নিরন্তর এতাদৃশ যুদ্ধে প্রবৃত্ত আছি, যদি তুমি কিছুদিনের জন্য ধৈর্য্য অবলম্বন কর তবে আমি তোমাকে আদালতের যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিতে পারি।

এই প্রকার কথোপকথনের পর নায়েব কহিলেন, ঐ আমার মুনিবের সদর কাচারী বাটী, আইস আমরা ঐ স্থানে যাই, এই বলিয়া মিয়াজানের সহিত এক খড়ুয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন।

মিয়াজান তাহার বন্ধু নায়েব দ্বারা পূর্ব্বোক্ত তালুকদারের সমীপে আনীত হইলে তিনি মিয়াকে দেখিয়া আহ্লাদিত হইলেন এবং মিয়াজানও তালুকদার তাহার প্রতি আনুকূল্য এবং তাহার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করাতে অতিশয় বাধ্যতা স্বীকার করিলেন।

তালুকদার সেক্ জবরদস্ত খাঁ মিয়াকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ওহে তোমার অনেক প্রতিবাসিরাও তোমার দশা ভোগ করিয়াছে কিন্তু তাহাদিগকে জেল পর্য্যন্ত যাইতে হয় নাই, আমি স্বয়ং জামিন হইয়া রক্ষা করিয়াছি, তাহারদের সহিত তোমার শীঘ্র সাক্ষাৎ হইবে; এখনও তুমি যদি আপনার মঙ্গল প্রার্থনা কর তবে আমার পরামর্শানুসারে কর্ম্ম কর।

মিয়া বলিল হে হাকিম আমি আপনারি অধীন, আমাকে যাহা অনুমতি করিবেন তাহাই করিতে আহ্লাদ পূর্ব্বক স্বীকৃত হইব।

পরে তালুকদার নায়েবকে নিকটে ডাকিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার কানে ২ কিছু কহিলেন এবং শেষে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন মোক্তিয়ারকে এখানে পাঠাইয়া দেও।

অনন্তর মোক্তিয়ার এবং কতকগুলিন ছিন্নবস্ত্র পরিধারি রাইয়ত ঐ কাছারি গৃহে

প্রবেশ করিয়া ভূমিস্পর্শ পূর্ব্বক তালুকদারকে সেলাম করিতে লাগিল; ঐ সকল ব্যক্তি মিয়াজানের প্রতিবাসী, তাহাদিগের সহিত মিয়ার পরিচয় হইল।

তালুকদার মোক্তিয়ারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার সরাসরি মোকদ্দমা সকল কিরূপ চলিতেছে।

মোক্তিয়ার উত্তর করিলেন, সে সব মোকর্দ্দমা এখনও বিচারাধীনে আছে; আমি নালিসের আর্জ্জির উত্তর প্রত্যুত্তরের পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করিয়াছি, কেবল আপনকার দেখিবার অপেক্ষা আছে, ঐ পত্রে এই লেখা গিয়াছে, রাইয়তেরা কহে যে তাহারা ফরিয়াদির ভূমি ভোগ দখল করে না, তাহারা বলে, আমরা জবরদস্তখাঁর রাইয়ত, এবং সমুদয় খাজানা দিয়াছি। আমরাও তাহাদিগকে নিজ রাইয়ত বলিয়া গণনা করি এবং তাহাদিগের খাজানা দাখিলের রসিদ কবুল করি। তৎপরে মোক্তিয়ার ঐ সকল রাইয়তদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, কেমন এই কি না? তোমরা কখনই নীলাম খরিদারের অথবা তাহার পূর্ব্বাধিকারির রাইয়ত নহ, তোমারা খাঁ সাহেবেরি রাইয়ত, ইনি তোমারদের খাজানা আদায়ের রসিদ কবুল করিতেছেন।

রাইয়তরা উচ্চৈঃস্বরে কহিল, তুমি হাকিম, তুমি মা বাপ! আমরা যে খাজানা চিরকাল দিয়া আসিতেছি সেই খাজানাতেই যদি আমারদের জন্মভূমিতে থাকিতে দেন তবে আমরা মিথ্যা শপথ পূর্ব্বক নিলাম খরিয়াদকে ত্যাগ করিয়া তোমার রাইয়ত হইতে স্বীকৃত আছি।

খাঁ সাহেব কহিলেন, হাঃ ভাল ২; আমি তোমাদিগকে আশ্রয় দিতে স্বীকার করিতেছি, এক্ষণকার ও ভবিষ্যতের সকল দৌরাত্ম্য হইতে আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিব ইহা শুনিয়া রাইয়তেরা পুনর্ব্বার আহ্লাদ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে তাহাদিগের সম্মতি প্রকাশ করিল; তালুকদার তাহাদিগকে সাহস দান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিলেন, ভাল ২ তোমরা কিছুতেই ভীত হইও না; মোক্তিয়ার তুমি যে প গুলেখ্য করিয়াছ তাহা আমার সম্মতি হইল, শীঘ্র পরিষ্কার করিয়া লেখাইয়া নথিতে দাখিল কর।

মোক্তিয়ার বহুৎ খুব অর্থাৎ যে আজ্ঞা বলিয়া তাহা করিলেন, পরে তিনি রাইয়তদিগের প্রতি সম্বোধন করিয়া কহিলেন, এই কাগজের সহিত তোমারদের কবুলিয়ত দাখিল করিতে হইবেক অতএব সে সকল এই সময়ে প্রস্তুত করহ। অনন্তর উচ্চৈঃস্বরে রাজীব ২ বলিয়া এক জন মুহুরীকে ডাকিলেন, সে পার্শ্বের গৃহে বসিয়া লিখিতেছিল, এবং তাহাকে কহিলেন তুমি এই সকল রাইয়তদিগের নিকট রীতিমত কবুলিয়ত দেখাইয়া লও, এবং সঙ্কেত করিলেন দেখিও ইহারা অতি প্রাচীন রাইয়ত, ইহাদের শিরে কিছু বাকী পাওনা নাই।

এই সকল কথা তত্রস্থ তাবতেই বুঝিলেন, রাজীব মোক্তিয়ারের আদেশানুসারে কতকগুলিন পুরাতন কাগজ লইয়া আসিলেন এবং ক্ষণেককালের মধ্যে ঐ সকল কবুলিয়ত

লিখিয়া প্রস্তুত করিলেন যাহাতে রাইয়তেরা রীতিমত খাজানা প্রদান করিতে বদ্ধ হইল। পরে ঐ সকল হতভাগ্য রায়তদিগের হাতে ঐ কবুলিয়ত অর্পণ করিলে তাহারা সকলেই ক্রমে ২ স্বাক্ষরের চিহ্ন প্রদান করিল; তৎপরে বাহিরের দুই জন ভৃত্যকে ডাকাইয়া ঐ রাইয়তদিগের সমক্ষে সাক্ষী হইতে কহিলেন তাহারাও রীতিমত ঐ পত্রে স্বাক্ষর চিহ্ন দিল, কেবল এক জন সাক্ষী ধর্ম্মভীত হইয়া কহিলেন যে তিনি এই আশ্চর্য্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন না, এইরূপে অস্বীকৃত হইলে এস্থলে যেমত প্রথা আছে তদনুসারে ঐ রাজীব স্বয়ং তৎপত্রে তাহার নাম লিখিয়া তাহার ন্যায় কদর্য্য করিয়া ঢেরাসহি করিলেন; অনন্তর রীতিমত দাখিলা সকল প্রস্তুত করিয়া মিয়াজান ও তৎসমভিব্যাহারিগণ যাহারা তৎকালে জবরদস্ত খাঁর প্রজা হইল তাহাদিগকে দেখাইলেন।

তালুকদার উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে বন্ধুরা সকল কর্ম্মই উত্তম হইল; তোমাদিগকে আত্মরক্ষার জন্য আর ভীত হইতে হইবেক না, এখন প্রস্থান করহ; তৎপরে সঙ্কেত করিয়া নায়েবকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন এই সকল ব্যক্তিরা যেন আমার বাটীর মধ্যেই থাকে এবং নিলামদার যেন ইহাদিগকে দেখিতে না পায়, যে পর্য্যন্ত এ বিষয়ের শেষ না হয় তদবধি সাবধান থাকিও, ইহাদিগকে যেন কেহ ভুলাইয়া না লয়; শেষে প্রজাদিগকে বলিলেন, তোমরা ইহার সহিত গিয়া আহারীয় সামগ্রী পত্র লও। রাইয়তেরা আজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্রে শীঘ্র উঠিল, এবং অতিশয় নম্রতাপূর্ব্বক অনেক সেলাম করিয়া ক্রমে ২ গৃহের বাহির হইল। মিয়াজান তাহাদিগের পশ্চাতে থাকিয়া অতিশয় দৈন্য প্রকাশ পূর্ব্বক ঐ নায়েবকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে এখনও আমার মস্তকের উপর দুইটা মোকদ্দমা রহিয়াছে তদর্থে কোন উপায় করা হয় নাই। নায়েব উত্তর করিলেন, সত্য ২; পরে তিনি তালুকদারের কর্ণে কিছু কহাতে তালুকদার গোমস্তার নামে এক পত্র লিখিয়া মিয়াজানের হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং কহিলেন মিয়াজান তুমি এই পত্র লইয়া ত্বরায় বাটী যাও, যে আমলারা তোমার বাটী ক্রোক করিয়াছে গোমস্তা তাহাদিগকে কহিয়া রফা করিয়া দিবে এবং নিলাম রহিত করণের নিমিত্ত যে চিঠি তোমাকে দিবে তুমি তাহা লইয়া অবিলম্বে এখানে আইস, পরে ক্রোকের অন্যায়তা দেখাইও। মিয়াজন ঐ পত্র গ্রহণ করিয়া সেলাম করিলেন এবং দণ্ডায়মান হইয়া আর একটা কথা কহিলেন, হে মহাশয় আমার পুত্রের এবং ভ্রাতার বিষয় কি হইবেক তাহারা এখন পর্য্যন্ত মহাশয়ের কথাক্রমে পোলিসের দারোগার হস্তগত আছে। নায়েব কহিলেন সে সকল ঐ পত্রতেই লেখা আছে, উহা ভিন্ন ফৌজদারি পেস্কারের নিকট যাহা কর্ত্তব্য সে সব আমি বিবেচনা করিব।

অনন্তর মিয়াজান অসংখ্যক নমস্কার পূর্ব্বক বিদায় লইয়া বাটীতে চলিলেন।

## তত্ত্ববোধিনী সভা। ১ জানুয়ারি ১৮৪৩। ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা

আমরা ১৩ সংখ্যক পত্রে তত্ত্ববোধিনী সভার বিষয়ের এক পত্র প্রকাশ করিয়াছিলাম, আমারদের দুঃখের বিষয় এই যে এপর্য্যন্ত উক্ত বিষয়ের কোন সংবাদ প্রকাশ করিতে পারি নাই। গত ২ আক্টোবরে উক্ত সভার তৃতীয় জন্মতিথির উপলক্ষে যে বৈঠক হয় তাহাতে আমরা উপস্থিত ছিলাম, তৎসভার সভ্যদিগের যে কতিপয় বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলাম তাহা গুণ ও তর্ক প্রকাশক বটে। তদ্দিবসীয় সভাতে প্রথমত সভাপতি শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদান্ত দর্শনের প্রতি বক্তৃতা করেন, তৎপরে শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পরমেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা করণের আবশ্যকতা বিষয়ে বক্তৃতা করেন। অনন্তর পণ্ডিত শ্রীযুত শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য জগদীশ্বরের সত্তা বিষয়ের কথোপকথন কেনোপনিষদ্ হইতে ব্যাখ্যা করেন। অবশেষে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আত্মজ্ঞান পরমধর্ম্ম ও তদুপার্জ্জন অত্যাবশ্যক এতদ্বিষয়ে এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং তদুপলক্ষে কহেন যে যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ড ও সাকার উপাসনাদির কল্পনা ও তদনুষ্ঠানে যে স্বর্গাদি ফলশ্রুতি, তাহার তাৎপর্য্য এই, নির্ব্বোধ মনুষ্যদিগের মনে প্রথমতঃ ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিলে ক্রমশ জ্ঞানকাণ্ডে প্রবৃত্তি হইবেক ; উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় এতন্মত সংস্থাপনার্থে শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য গ্রন্থের বহুবিধ প্রমাণ দর্শিয়াছিলেন। আমাদিগের বোধ হয় মৃত রাজা রামমোহন রায় যে ব্রহ্মসভা সংস্থাপিতা করিয়াছিলেন তাহার এবং উক্ত সভার অভিপ্রায় ভিন্ন নহে। শুনিতে পাই যে এক্ষণে ব্রহ্মসভার বাটীতেই এই সভার মাসিক বৈঠক হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

এই সভার বৈঠকে ব্রহ্ম সভার ন্যায় উপনিষদ পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং পরমার্থ বিষয়ে বক্তৃতা হয় এবং অবশেষে পরমেশ্বরের প্রশংসা ও তৎপ্রতি কর্ত্তব্যতা বিষয়ের গীত হয়। ঐ সভার মাসিক এবং বাৎসরিক বৈঠকে যে ২ বক্তৃতা হইয়াছিল তাহা কতিপয় ক্ষুদ্র ২ পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে তন্মধ্যে কোন ২ বক্তৃতা বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে অতি মনোহর বোধ হয়।

আমরা শ্রবণ করিয়া আহ্লাদিত হইলাম শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদান্ত দর্শন সাধারণের জ্ঞানগোচর করিবার নিমিত্ত ভাষ্য সহিত দশোপনিষদ মুদ্রাঙ্কিত করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন এক্ষণে কঠোপনিষদ্ প্রায় মুদ্রিত হইল। বোধ হয় অন্যান্য উপনিষদ্ ক্রমশ ছাপা হইবেক ভরসা করি সাধারণের উপকারার্থ পরে ঐ সকল উপনিষদ্ বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইবেক।

এতৎ সভার অধীনস্থ যে পাঠশালা আছে এক্ষণে তাহার সংবাদ পাই নাই, আমরা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম যে ঐ পাঠশালা এখান হইতে বাঁশবেড়িয়াতে যাইবেক কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম অদ্যাবধি তথায় স্থাপিত হয় নাই, বোধ হয় তৎস্থাপনের

উদ্যোগ হইতেছে এবং ভরসা করি উক্ত স্থানে তৎপাঠশালার দৃঢ়রূপ স্থাপনের সংবাদ শীঘ্র প্রকাশ করিতে পারিব।

## হিন্দু স্ত্রীজাতি। ১৫ জানুয়ারি ১৮৪৩। ২য় খণ্ড, ২ সংখ্যা

(চিঠি পত্রের স্তম্ভে প্রকাশিত)

শ্রীযুক্ত বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

হে মহাশয়,

আপনকার পূর্ব্বের কোন এক সংখ্যক স্পেক্‌টেটর পত্র পাঠ করিয়া আমাদের এমত আশ্বাস জন্মিয়াছিল যে হিন্দু বিধবাদিগের পুনঃপাণিগ্রহণের কোন প্রমাণ হিন্দু-শাস্ত্রে অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইবেক সুতরাং তদ্বিষয়ের বিধির নিমিত্তে গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইবেক না। উক্ত বিষয়ের বিধান যদি আমাদিগের শাস্ত্রে পাওয়া যাইত তবে পূর্ব্বকালীয় পণ্ডিতদিগের মান রক্ষা পাইত, এবং তাহা হইলেই প্রস্তাবিত বিষয়ের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে প্রাচীন মহাশয়দিগের যে ঘৃণা বা ত্রাস বা দ্বৈধভাব আছে তাহার মূলোচ্ছেদন হইত ও তাঁহারা এই বাঞ্ছিত কর্ম্মের সুসম্পন্নতার নিমিত্তে স্বয়ং ব্যগ্র হইতেন।

হিন্দু বিধবা স্ত্রীগণের নিষেধ বিষয়ে প্রাচীন পণ্ডিত মহাশয়দিগের যে তাৎপর্য্য থাকুক, কিন্তু ঐ নিষেধ দ্বারা ভাগ্যহীন বিধবাদিগের প্রতি যে প্রকার কঠিনাচরণ হইতেছে এবং সমাজমধ্যে যে কুক্রিয়া ঘটিতেছে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে আমরা কহিতে পারি যে ঐ নিষেধও যুক্ত।

উক্ত নিষেধ রহিত হইয়া যদি বিধবাদিগের পুনঃসংস্কারের বিধি সংস্থাপিত হয় এবং তাহাদিগের সন্তানেরা পৈত্রিক বিষয়ে যথার্থ উত্তরাধিকারী ব্যবস্থামতে সিদ্ধ হয় তবে এক মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া উঠে এবং এই অন্ধকারময় দেশে সভ্যতা বৃদ্ধির এক প্রধান চিহ্ন দেখা যায়। আর ইহা হইলে এতদ্দেশীয় সহস্র২ বিধবা নারীগণ প্রফুল্লান্তঃ-করণে চিরদিন আশীর্ব্বাদ করেন এবং হিন্দু সমাজে স্ত্রীলোকেরদের রক্ষণাবেক্ষণার্থ এইক্ষণে যে২ আয়াসাদির প্রয়োজন হয় তাহা এককালে ঘুচিয়া যায়। হিন্দু বিধবাদিগের পুনর্বিবাহের কল্পনা ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যাপার এ নিমিত্তে কেহ২ কহেন যে গবর্ণমেণ্ট তৎপ্রতি হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না কিন্তু আমার বিবেচনায় এ আপত্তি করা ভাল বোধ হয় না কারণ উক্ত বিবাহের বিধায়ক শাস্ত্র ঝটিতি পাওয়া যায় না যদি মিলে তথাপি বিচারস্থলে তাহা গ্রাহ্য হওয়া ভার অতএব এ বিষয়ে দেশাধিপের সহায়তা ব্যতিরেকে আমাদিগের দ্বারা কি কার্য্য হইতে পারে? আমাদিগের ভাল করণের সমস্ত ক্ষমতা দেশাধিপতি মহাশয়েরা হস্তগত করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমাদিগের কোন ক্ষমতা

নাই অতএব আমাদিগের সুখবৃদ্ধির প্রার্থনা কেন আমরা তাহাদিগের নিকট না করিব ?

এতদ্দেশীয়দিগের ধর্ম্ম বা জনপদীয় বিষয়ের প্রতি গবর্ণমেণ্ট যে হস্তক্ষেপণ করিবেন না এমত কোন লিখিত বা বাচনিক প্রতিজ্ঞা নাই, এবং আমাদিগের পৈতৃকাধিকার যে রূপে রক্ষণাবেক্ষণ হইয়া আসিতেছে তদ্দ্বারাও উক্ত প্রকার প্রতিজ্ঞার কোন সোপান পাওয়া যায় না। আমরা অনেক২ প্রাচীন রীতিবর্ত্ম পরিবর্ত্ত করিয়াছি ঐ সকল এইক্ষণে আর চলিত হইবার সম্ভাবনা নাই। জ্ঞান ও সভ্যতার যত বৃদ্ধি হয় ততই লোকেরদের সংস্কারের এবং চরিত্রের ও ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে এবং তৎসমভিব্যাহারে প্রাচীন নিয়মেরও অন্যথা হয়।

অতএব আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই উদয় হয় যে যদবধি গবর্ণমেণ্ট উক্ত বিষয়ে আমাদিগের মনোভীষ্ট সিদ্ধ না করেন তদবধি তাহার নিকট প্রার্থনাদি করণে আমাদিগের ক্ষান্ত থাকা অনুচিত।

কস্যচিৎ এতদ্দেশীয়স্য।

[ সম্পাদকীয় মন্তব্য ]

৫ সংখ্যা স্পেক্‌টেটরে আমরা উপরি উক্ত কএক বিষয়ে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলাম তদ্বিষয়ে আমাদিগের পত্র প্রেরক মহাশয় স্পষ্ট কিছু লেখেন নাই।

## সিবিল সরবিস। ১৫ জানুয়ারী ১৮৪৩। ২য় খণ্ড, ১ সংখ্যা

( সম্পাদকীয় )

আমরা বোধ করি গত চার্টরে এতদ্দেশীয় লোকদিগের হস্তে রাজকীয় তাবৎ কর্ম্ম অর্পণের বিধি প্রচলিত করণার্থক সলিমান সাহেবের প্রস্তাব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধ্যক্ষদিগের গত ডিসেম্বর মাসীয় ত্রৈমাসিক সভাতে আন্দোলিত হইয়া থাকিবে, কিন্তু ঐ বিষয়ে কি ধার্য্য হইয়াছে তাহা শুনিতে পাই নাই, আমরা তৎশ্রবণার্থে অত্যন্ত উৎসুক আছি, অনুমান হয় ডিসেম্বর অথবা জানুয়ারি মাসের মেইল দ্বারা তৎ সমাচার পাওয়া যাইবেক; এই প্রস্তাবে সূচনা ও পোষকতাকারক ভিন্ন কর্ণেল ব্রিগ এবং মার্টিন সাহেবের আনুকূল্য থাকিতে পারে; মেষ্টর টমসন সাহেবের এতদ্দেশে আগমনে ভাবি মঙ্গল সম্ভাবনায় আমরা আহ্লাদিত আছি কিন্তু এ সময়ে তাঁহার তথায় অনুপস্থিতি অতি দুঃখের বিষয়, কারণ তাঁহার যেরূপ বক্তৃতাক্ষমতা ও তিনি অস্মদ্দেশের মঙ্গলার্থ যাদৃশ অন্তঃকরণ সহিত উৎসুক তাহাতে তিনি সেখানে থাকিলে প্রস্তাবিত বিষয় উত্তমরূপে বর্ণিত হইতে পারিত; ভরসা করি ঐ কোম্পানীর এতদ্দেশ হিতৈষি অন্যান্য অধ্যক্ষেরা তাঁহার অনুপস্থিতির জন্য ক্ষতি স্বীয় উদ্যোগ দ্বারা রহিত করিতে চেষ্টা করিবেন।

উপস্থিত বিষয়ে যাহা বক্তব্য তাহা আমরা সংক্ষেপে পূর্ব্বেই কহিয়াছি, এক্ষণে তৎকারণ বিশেষরূপে ব্যক্ত করিতেছি। চাটরে বাঙ্গালিদিগের হস্তে তাবৎ প্রকার রাজকীয় কর্ম্মার্পণের বিধি আছে, তাহার বিপরীত ব্যবহারে অবশ্য অন্যায় হয়, এবং এক্ষণে তদনুসারে কর্ম্ম না করাতে যে অবিচার ও ক্ষতি হইতেছে তাহাও প্রকাশ করিব। আমারদিগের যাদৃশ বিবেচনাশক্তি, তদনুসারে কোর্ট আব ডিরেক্টরদিগকে এই জিজ্ঞাসা করি যে তাঁহারা কবেনেণ্ট ও অনকবেনেণ্ট কর্ম্মচারিদিগের প্রভেদ অদ্যাবধি কি নিমিত্ত রাখিয়াছেন? তাঁহাদিগের এরূপ ব্যবহার করণের কারণ এই মাত্র বোধ হয় যে তাহারা তদ্দ্বারা পরিচিত ও আত্মীয় বান্ধবগণের উপকার করিয়া মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে অতিশয় ইচ্ছুক; কিন্তু তাহারা স্মরণ করিবেন যে আত্মবাঞ্ছা পূরাণার্থে প্রধান নিয়মকারিদিগের আজ্ঞার বহির্ভূত কর্ম্ম করিতেছেন, এবং রাজ্যাধিপতি হইয়া যেরূপ কর্ম্ম করিতে হয় তাহাতেও উপেক্ষা করিতেছেন। যদি তাঁহারা যুদ্ধ জয় দ্বারা যশোলাভের পরিবর্ত্তে প্রজাগণের প্রাপ্যবস্তু প্রদান স্বাধীনতার বৃদ্ধি সদ্ব্যবহারেক অনুষ্ঠান ও বিচারের বাহুল্য দ্বারা সুখ্যাতি ইচ্ছা করেন তবে আমাদিগের রাজকীয় কর্ম্মের পথ মুক্ত করিয়া মৌখিক যে প্রকার কহেন কার্য্য দ্বারা তদ্রূপ করুন। ভারতবর্ষ হইতে তাহাদিগের যেরূপ উপকার হইতেছে তাহাতে তত্রত্য লোকদিগের সূক্ষ্ম বিচার পূর্ব্বক শাসন করা উচিত, কিন্তু এদেশের লোকদিগের মঙ্গল বিষয়ে তাহারা কি জন্য এতাদৃশ অমনোযোগী তৎকারণ আমরা বুঝিতে পারি নাই। ভারতবর্ষীয় লোকদিগের মধ্যে কেহ ২ কুব্যবহারী ও কর্ম্মাক্ষম ইহা সত্য কিন্তু ইহাই যদি তাহাদিগের প্রতি কর্ম্মার্পণ না করিবার কারণ হয় তবে সিবিল সরবেণ্টদিগের মধ্যেও অনেকের ঐ প্রকার দোষ দেখাইয়া দিব। আমরা ৬ সংখ্যক পত্রে প্রকাশ করিয়াছি যে নিম্ন বঙ্গদেশের অধিকাংশ সদর আমীন ও সদর আমলাদিগের সুখ্যাতি সদর দেওয়ানীর রিপোর্টে বর্ণিত আছে এবং তাবৎ কর্ম্মালয়েতেই কেবল বাঙ্গালিদিগের দ্বারা শ্রমসাধ্য কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়। এতদ্দেশীয়দিগের ভাষা ও স্বভাব ও রীতি ইত্যাদির উত্তম জ্ঞান ব্যতিরেকে বিচার ও রাজস্ব বিষয়ক কর্ম্ম সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে না, সিবিল সরবেণ্টরা যে ঐ সকল বিষয় উত্তমরূপে বুঝিতে পারেন তাহাতে আমাদিগের সন্দেহ হয়। হেলিবরি কালেজে বিদ্যা শিক্ষার রীতি পরিবর্ত্ত হওয়াতে অত্রস্থ ছাত্রদিগের এতদ্দেশীয় ভাষার পরীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ কঠিন হইয়াছে কিন্তু তাহারা তথায় যাহা উপার্জ্জন করেন ও ১৫ মাসের মধ্যে এখানে আসিয়া যাহা শিক্ষা গ্রহণ করেন এ সমুদায় একত্র করিলেও কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে যেরূপ শিক্ষার প্রয়োজন তদপেক্ষা যে ঐ শিক্ষা ন্যূন হয় তাহাতে আমারদের কোন সন্দেহ নাই; শুনিতে পাই যখন তাহাদিগের নামে কর্ম্মোপযুক্ত বলিয়া রিপোর্ট হয় তখন তাহারা এতদ্দেশীয় ভাষার কিঞ্চিন্মাত্র জানেন, গবর্ণমেণ্টের এই অভিপ্রায় থাকে যে কর্ম্ম করিতে করিতেই তাহাদিগের ঐ সকল বিষয় নৈপুণ্য হইবেক কিন্তু কর্ম্মপ্রাপ্ত হইয়া যাহারা

মনোযোগ পুর্ব্বক শিক্ষা করিয়া নিপুণ হয়েন তাহাদিগের সংখ্যা অত্যল্প। সিভিলিয়নেরা কর্ম্মপ্রাপ্তির পুর্ব্বে হিন্দু ও মহম্মদীয় স্মৃতি অথবা গবর্ণমেণ্টের রাজকীয় আইন কি জানেন? এবং কর্ম্মের বিভিন্নতা সত্বেও যৎকালে তাহারা এক পদ হইতে অন্য পদে নিযুক্ত হন তখন তাঁহাদিগের গুণ ও আচরণের কি বিশেষ অনুসন্ধান হয়? মুন্সেফী কর্ম্মাকাঙ্ক্ষিরা তাহাদিগের অপেক্ষা কঠিন পরীক্ষা প্রদান করেন, কিন্তু সিবিলিয়নেরা যখন তত্তৎকর্ম্মে নিযুক্ত হন তৎকালীন তাহাদিগের কি পরীক্ষা হয়? লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক অতি বোদ্ধা ছিলেন, উক্ত বিষয়ে অনেকের যে ভ্রমযুক্ত শ্রদ্ধা আছে তাহাতে তিনি আবিষ্ট হন নাই কারণ ইহা যে কি পদার্থ তাহা তিনি বিলক্ষণরূপে বিদিত ছিলেন; তিনি লোকদিগের মঙ্গলার্থে ১৮৩৪ শালের ১৫ জানুয়ারিতে গুণ পোষক নামক প্রসিদ্ধ অভিপ্রায় পত্র প্রকাশ করেন তাহাতে তাবৎ সিবিলিয়ানদিগের কর্ম্মক্ষমতার বিষয় লিখিত আছে এবং তদুপলক্ষে তাহাদিগের "স্বভাব, বিবেচনা, ধৈর্য্য, কর্ম্মে মনোযোগিতা, এদেশের ভাষায় বিজ্ঞতা এবং সর্বাপেক্ষা স্ব২ কর্ম্মার্থ উপস্থিতি ও এতদ্দেশীয় আপামর সাধারণের প্রতি ব্যবহার" ইত্যাদি অনুসন্ধানের আবশ্যকতা লিখিয়াছেন। যদিও সময়ে ২ ঐরূপ অনুসন্ধান হইয়া রিপোর্ট হইত তবে মফঃস্বলের তাবৎ বৃত্তান্ত পুর্ব্বেই জানা যাইত, কিন্তু এপ্রকার অনুসন্ধানে সিবিলিয়নেরা আপত্তি করাতে তাহাদিগের প্রসিদ্ধ পক্ষপাতি কোর্ট আব ডিরেক্টরেরা ১৮৩৬ সালে ঐ বিষয় রহিত করিতে অনুমতি করেন। এক্ষণে তাহারা আদালতে যে ২ কর্ম্ম করেন তন্মাত্র দৃষ্টেই সদর দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবেরা প্রতি বৎসর রিপোর্ট করিয়া থাকেন; সুতরাং ঐ সকল কর্ম্মের অধিকাংশ আমলাদিগের দ্বারা নির্ব্বাহ হয় যে ২ বিষয়ে তাহারা সুখ্যাতি প্রাপ্ত হন সেই সুখ্যাতি তাহাদিগের ও আমলাদিগের মধ্যে যে কত পরিমাণে বিভক্ত হওয়া উচিত তাহা আমরা কহিতে পারি না কারণ বাঙ্গালি-দিগের আশ্রয় ব্যতিরেকে সিবিলিয়নের কর্ম্ম নির্ব্বাহ হয় না বিশেষত যাহারা নূতন নিযুক্ত তাহারা বাঙ্গালি আমলাদের সাহায্য ব্যতীত ছয় মাসও কর্ম্ম করিতে পারেন না সিবিল সরবিস রক্ষার্থে এতদ্দেশীয় লোকদিগের অক্ষমতার তর্ক অতি অগ্রাহ্য; যদিও বাঙ্গালিরা বাস্তবিক কর্ম্মাক্ষম হয় তথাপি তাহাদিগকে নিষেধে রুদ্ধ করিয়া রাখা এবং স্বজাতীয় হইতে প্রভেদ করা কি রাজ্যাধিপতির উপযুক্ত কর্ম্ম?

সিবিল সরবিস রক্ষাতে এতদ্দেশের পক্ষে শ্রেয় হইতেছে না; গত এডেনবরা রিবিউতে এক পত্রের নিম্নলিখিত কএক পংক্তি আমরা দেখিয়াছি, সকলে কহে যে ঐ পত্র মেষ্টর মেঙ্গল সাহেব লিখিয়াছিলেন। যথা "যে ২ দেশ তত্তদ্দেশীয় লোকদিগের দ্বারা শাসিত হয় সেই ২ স্থানের লোকদিগকে সাধারণ গুণ বিবেচনায় কর্ম্মার্পণের যে ফল তাহা এতদ্দেশে সিবিল সরবিস থাকাতে হইতেছে না; যে সকল সিবিল সরবেণ্ট নিযুক্ত হয় তাহাদিগের সংখ্যা অত্যল্প এবং যেরূপ কঠিন নিয়মে তাহাদিগের অধিকার রক্ষিত হয় তাহাতে শাসনকর্ত্তারা তাহাদিগের ব্যতিরেকে যাহারা এতদ্দেশে

ভ্রমণার্থ আসিয়াছেন ও যাঁহাদিগের ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা আছে ও দেশের অবস্থা সুন্দর-রূপে অবগত আছেন এবং যাহারা কর্ম্মপ্রাপ্ত হইলে বিশেষরূপে উপকার হয় এতাদৃশ ব্যক্তিকে তৎকর্ম্মার্পণ করিতে পারেন না, এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে এবং সিবিল সরবিসস্থ উচ্চাপদাভিষিক্ত লোকদিগের এতদ্দেশীয় জাতিদ্বেষ, ও তাহাদিগের প্রতি রাগাদি প্রকাশে যে মন্দ হয় তৎসমুদয়ে বিবেচনা করিলেও আমাদিগের বোধ হয় যে "সিবিল সরবিস রক্ষাতে অলাভাপেক্ষা লাভ অধিক"। সিবিল সরবেণ্টদিগের দ্বারা যেরূপ মন্দ ঘটিকার সম্ভাবনা মেঙ্গল সাহেব তাহার কিঞ্চিৎ আপনিই বর্ণনা করিয়াছেন ঐ পর্য্যন্ত তাহার পক্ষপাতিত্ব দৃষ্ট হয় না কিন্তু তাহারা শেষ কথার কারণ কিছুই দেখিতে পাই না। প্রায় সকল সিবিলিয়নেরা এতদ্দেশীয় লোকদিগকে তুচ্ছতাচ্ছীল্য করেন তৎকারণ এই, তাহারা মনে ২ বোধ করেন যে তাহারা বিশেষ ক্ষমতাবান, সুতরাং বাঙ্গালিরা স্বাধীনতাবলম্বন করিয়া যে সকল বিষয়ের চিন্তন, অনুষ্ঠানেচ্ছা ও ফলত নির্ব্বাহ করেন তাহাতে তাহারা কদাচ উৎসাহ প্রদান করেন না, এবং যে সকল বাঙ্গালিরা স্বীয় মানরক্ষার্থে তাহাদিগের নিকট সামান্য শিষ্টতাচরণ করেন তাহাদিগের অপেক্ষা যে ২ ব্যক্তিরা অতি নম্রতা পূর্ব্বক সেলাম, কৃতাঞ্জলি ও চর্ম্মপাদুকা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সম্মুখে উপস্থান ও নানা প্রকার তোষামদজনক বাক্য দ্বারা তাহাদিগের গর্ব্ব বৃদ্ধি করেন তাহারাই অধিক প্রিয় হয়েন। আমরা শুনিতে পাই, সামান্য কথোপকথন, পত্রাদি লিখন এবং রাজকীয় কর্ম্মেতে সিবিলিয়নেরা বাঙ্গালিদিগের প্রতি সর্ব্বদা তাচ্ছীল্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, অনুমান হয় যদবধি বাঙ্গালি এবং সিবিলিয়ানদিগের সমান পদ না হয় তদবধি এরূপ ব্যবহারের অন্যথা হইবেক না। যাহারা এদেশের লোকদিগের নীতিবিদ্যা ও রাজ্যসম্বন্ধীয় অবস্থা উৎকৃষ্ট করণে যত্নবান আছেন তাহাদিগের অবশ্যই বোধ হইবেক যে ঐ বিষয়দ্বারা অল্পসংখ্যক লোকের উপকারার্থে বহু সংখ্যক মনুষ্যের মঙ্গলের উচ্ছেদ হইতেছে, লার্ড বেণ্টিক সাহেবেরও ঐরূপ অভিপ্রায় ছিল আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি। পূর্ব্বে কোম্পানীর কুঠীর এবং তৎকালীন উপার্জ্জিত ভূম্যাদির রক্ষণা-বেক্ষণার্থে বিলাত হইতে সিবিলিয়ন আনয়নে শ্রেয় হইত যেহেতু তৎকালে এদেশে যোগ্য লোক অধিক ছিল না ও ইংরাজদিগের বসতি অত্যল্প ছিল। কিন্তু এক্ষণে সে অবস্থা নাই বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু-মুসলমান ও ফিরিঙ্গিদিগের মধ্যে যথেষ্ট বিদ্যার উন্নতি হইয়াছে ও এতদ্দেশে ইংরাজদিগের বসতি সময়ানুসারে যতদূর হইতে পারে তাহাও হইয়াছে তথাপিও এক্ষণে হেলিবরি কালেজ রক্ষার্থ ব্যয় ও এতদ্দেশে সিবিলিয়ন প্রেরণ, ও তাহাদিগকে অধিক বেতন প্রদানের তাৎপর্য্য কি? যদ্যপি চার্টরের উল্লিখিত বিধি প্রচলিত হয় এবং এতদ্দেশীয় যে সকল ব্যক্তি রাজকীয় কর্ম্মাকাঙ্ক্ষী তাহাদিগের তদনুরূপ শিক্ষা প্রদান হয় এবং সিবিলিয়নদিগের সহিত তাহারা প্রাপ্য সমান পদ প্রাপ্ত হইতে পারে তবে তাহারদিগের রাজ্যসম্বন্ধীয় অবস্থা উৎকৃষ্ট হয় এবং অবশেষে রাজ্যেরও লাভ

হয় কারণ তাহা হইলে হেলিবরি কালেজ রক্ষা করিতে হইবেক না ও সিবিলিয়নদের বেতনের অল্পতা হইতে পারিবেক। আর সিবিল সরবিস থাকাতে তাহাদিগের দল দৃঢ়রূপে বদ্ধ হইয়া থাকে এবং সদলস্থ লোকদিগের প্রতি পক্ষপাত সম্ভাবনা সুতরাং তাহারা এতদ্দেশীয় লোকদিগের উপর অত্যাচার করিলে তন্নিমিত্ত অভিযোগাদির চেষ্টা নিষ্ফল হয় এবং তাহাতে অত্রত্য লোকদিগের যে নানাবিধ গুণ আছে তাহা প্রকাশ হইতে পারে না এবং পরিশ্রম, কর্ম্মদক্ষতা ও সুব্যবহারে পুরস্কার ইত্যাদি হইতেছে না অতএব ঐ সকল কর্ম্ম সর্ব্বসাধারণ হইলে দেশের সর্ব্বপ্রকারে উপকার হয়।

## ভাস্কর সম্পাদক। ১ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৩। ২য় খণ্ড, ৩ সংখ্যা

গত মাসীয় সপ্তদশ দিবসে ভাস্কর সম্পাদক স্যার জন পিটর্সের সমীপে আনীত হইলে জজ সাহেব রাজা কৃষ্ণনাথের আচরণ বিষয়ে কুৎসিত পত্র প্রকাশের বিবরণ করিয়া তাহাকে কহিলেন যে লোকের গ্লানি করিবার নিমিত্ত মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনতা দেওয়া হয় নাই সুতরাং গ্লানিকারক ব্যক্তির অবশ্য দমন করা উচিত, ইত্যাদি কহিয়া উক্ত সম্পাদকের ৫০০ টাকা দণ্ড ও ছয় মাস কারারোধ আর সহস্র মুদ্রার মুছলেকা, এবং ৫০০ শত টাকার দুই প্রতিভূ প্রদানের অনুমতি করেন, এবং কারাগৃহ হইতে মুক্ত হইলে এক বৎসরের মধ্যে রাজা কৃষ্ণনাথের নামে কোন অপবাদ না প্রকাশ করিবার আজ্ঞা দেন।

রাজা নরসিংহ চন্দ্রের উক্ত সম্পাদকের প্রতি যে অভিযোগ ছিল ২৪ তারিখে তাহার বিচারান্তে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ স্বীয় দোষ স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। রাজা তাহার দণ্ডের নিমিত্ত প্রার্থনা না করাতে জজেরা দণ্ডের পরিবর্ত্তে কেবল ৫ হাজার টাকার মুছলেকা লেখাইয়া লইতে আজ্ঞা দিয়াছেন। জজদিগের এরূপ করণের তাৎপর্য্য অবশ্য এই হইতে পারে যে তিনি ভবিষ্যতে এ প্রকার ব্যবহার না করেন।

সম্পাদক কারাগৃহে প্রবেশ করিলে আমরা এক সংখ্যক ভাস্কর এবং রসরাজ দেখিয়াছি। কারাগৃহ অতি স্বাস্থ্যদায়ক, ও নির্ভয়ে বিষয় ভোগের উপযুক্ত স্থান, এবং অবস্থানের সুখ, ইত্যাদি ভাস্কর পত্রে বর্ণিত আছে ইহাতে বোধ হয় তিনি কিঞ্চিন্মাত্র ভগ্নোৎসাহ হন নাই বরঞ্চ অঙ্গীকার করিয়াছেন যে এতাদৃশাবস্থাপন্ন হইয়াও পাঠক-বর্গের উপকারার্থ সাধ্যানুসারে পরিশ্রম করিতে ত্রুটি করিবেন না; যাহা হউক, ইহা সম্ভব হইতে পারে কারণ যদি সারবেণ্টিস বইথিয়স, রেলি, ডিফো, এবং অন্যান্য গ্রন্থকারেরা কারাগৃহে থাকিয়া গ্রন্থাদি রচনা করিতে পারিলেন তবে গৌরীশঙ্করের লেখনী কেন অসমর্থা হইবেক? আর তিনি যে অবস্থায় পড়িয়াছেন তাহা গ্রন্থকর্ত্তা-দিগের দুর্দ্দশার মত বটে। গত সংখ্যক রসরাজ পত্রে তৎপত্রের আদ্যোপান্ত বিবরণ ও তৎ

প্রচারের কারণ ব্যাখ্যা করত কহিয়াছেন যে সাহস পূর্ব্বক সকল লোকের দোষ প্রকাশ করিয়া পাপের দমন ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি দিবার জন্য এই পত্র সৃষ্টি হইয়াছে কিন্তু এক্ষণে কাহার দোষ কহা যাইবেক না কারণ তজ্জন্য ভাস্কর সম্পাদকের দণ্ড হইয়াছে।

## এতন্নগরীয় বসতিমান লোকের সভা। ১৬ মার্চ ১৮৪৩। ২য় খণ্ড, ৭ সংখ্যা

১৮৪০ সালের ২৪ আইন প্রচলিত করণের বিবেচনার্থে গত ১৩ মার্চ্চ পোলিস আফিসে অনেক সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালির এক সভা হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ দেব সভাপতি ছিলেন। তৎসভায় শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বক্তৃতানন্তর নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞা ধার্য্য হইল।

১৮৪০ শালের ২৪ আইনের ৪ ধারানুসারে এতন্নগরের বাটীর কর নির্দ্ধারণ করা এবং আদায় করা এবং তৎবিষয়ের কর্ত্তৃতা করা এই সভার বিবেচনায় কর্ত্তব্য।

উক্ত কার্য্য সকল নির্ব্বাহের নিয়মাদি প্রস্তুত করিবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা কমিটীরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ দেব, শ্রীযুত বাবু বীরনরসিংহ মল্লিক, শ্রীযুত বাবু নবীনকৃষ্ণ সিংহ, শ্রীযুত বাবু রামতনু মল্লিক, শ্রীযুত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, শ্রীযুত বাবু হরকুমার ঠাকুর, শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমায় ঠাকুর, শ্রীযুত বাবু মতিলাল মল্লিক, শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ মল্লিক, শ্রীযুত বাবু নন্দলাল সিংহ, শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুত বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

২১ মার্চ্চ মঙ্গলবার বেলা দুই প্রহরের সময় সম্পাদক শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল টৌনহলে এক সাধারণ সভা আহ্বান করিবেন তাহাতে এতন্নগরীয় বাটীর করদায়ক ব্যক্তিরা উক্ত কমিটীর রিপোর্ট বিবেচনা করিবেন। সভা ভঙ্গোপক্রমে সভাপতির প্রতি সভার নমস্কার দত্ত হইল।

গত ১৫ তারিখে উক্ত কমিটীর বৈঠক হইয়াছিল তাহাতে তাঁহারা যে বিষয়ের রিপোর্ট প্রস্তুত করিবেন তাহা ধার্য্য হইয়াছে। আমরা শুনিলাম ঐ কমিটীতে এই ধার্য্য হইয়াছে যে যাঁহারা ২৫ টাকার ন্যূন কর দেন তাঁহারা ঐ রিপোর্টে স্বীয় মত প্রকাশ করিতে পারিবেন না; আমাদের বোধ হয় এই অনর্থক প্রভেদ করণে সকলে সম্মত হইবেন না, আর ইহা আইনের অভিপ্রায়েও বিপরীত।

## ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সভা। ১৬ মার্চ ১৮৪৩। ২য় খণ্ড, ৭ সংখ্যা

২১ ডিসেম্বর উক্ত কোম্পানীর ত্রৈমাসিক বৈঠক হইয়াছিল। তৎসভায় প্রথমতঃ এই প্রস্তাব হয় যে আফ্‌গান যুদ্ধের ব্যয়াদি বিষয়ক কাগজপত্র এ সভায় আনয়ন করা যাউক; কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত কথোপকথনের পর এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল।

লুইস সাহেব প্রস্তাব করিলেন, ইংরাজী ১৮৩৬ শালে সেতারা দেশে তথাকার রাজার বিষয় যাহা ২ অনুসন্ধান হইয়াছিল এবং অনুসন্ধানার্থে নিযুক্ত ব্যক্তিরা যেরূপ ব্যবহার, করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ের যে সকল কাগজ পত্র মুদ্রিত হইয়াছে এবং এতৎ সভায় উপস্থিত আছে সে সকল এই বৈঠকে বিবেচনা করা যাউক।

সভাপতি তাঁহাকে বারণ করিয়া কহিলেন গত বৈঠকের পরে উক্ত দুই বিষয়ের অনেক কাগজ পত্র আসিয়াছে অতএব সে সকল কাগজপত্র সভায় উপস্থিত হইলে পর এই প্রস্তাব করিলে ভাল হয়।

লুইস সাহেব বলিলেন, আমার এতদ্বিষয়ের সূচনা করণের তাৎপর্য্য এই যে এ বিষয়ের তথ্য জানিয়া ঐ রাজা দোষী কি নির্দোষী তাহা স্থির করা যায়, কিন্তু সভাপতির কথাতে আমি যাহা বলিতে মানস করিয়াছিলাম তাহা আর কহিব না।

পরে সভাপতি প্রস্তাব করিলেন সেতারার রাজার বিষয়ে যে সমস্ত কাগজ পত্র সংপ্রতি আসিয়াছে তাহা মুদ্রাঙ্কিত হইয়া সভাতে আনীত হউক, তাহাতে সকলেই সম্মত হইলেন।

ভারতবর্ষে এতদ্দেশীদিগের দ্বারা কর্ম্মনির্ব্বাহ ও তাঁহাদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করণ।

পরে সলিবান সাহেব সভাতে নিম্নলিখিত প্রস্তাব করিলেন।

"ঐ সভার মত এই যে ভারতবর্ষের রাজকীয় কর্ম্মে ইংরাজদিগের পরিবর্ত্তে তদ্দেশীয় লোক অধিক নিযুক্ত করা বিচারসহ এবং লাভজনক ও বিবেচনাসিদ্ধ কর্ম্ম হয়; আর চতুর্থ উইলিয়ম রাজার ৩।৪ বৎসরীয় আইনের ৮৫ ধারার ৮৭ প্রকরণে লিখিত আছে যে ভারতবর্ষ জাত লোকের ও বিলাতের রাজার তদ্দেশবাসি প্রজার ধর্ম্ম, জন্মস্থান, বংশ এবং বর্ণ অথবা ইহার অন্যতম কোন কারণ কোম্পানীর অধীনে কর্ম্মপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক হইবেক না, এই নিয়মও সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত করা বিধেয়, অতএব কোর্ট আব ডিরেক্টরদিগকে অনুরোধ করা যাউক, তাঁহারা এই অভিপ্রায় সিদ্ধির নিমিত্ত ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টদিগকে তত্রত্য ভিন্ন ২ স্থানের লোকের যোগ্যতা বিবেচনা করিয়া রাজকীয় কর্ম্ম মাত্রে নিযুক্ত করিতে আদেশ করুন।

ভারতবর্ষে বিখ্যাত যত লোক গমন করিয়াছিলেন সকলেরই মত এই যে তদ্দেশের রাজশাসনের ধারার মধ্যে অতিশয় কুনীতি এই যে তত্রস্থ প্রজাদিগকে জঘন্য পদে রাখা যায়, কিন্তু সেখানকার অধিকাংশ প্রজারা স্বদেশের রাজশাসন ঘটিত কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে ঐ কুনীতির শোধন হইতে পারে; ভারতবর্ষে রাজকীয় কর্ম্মে গড়ে ৮২৫ জন ইউরোপীয়ের মধ্যে একজন তদ্দেশীয় লোক দেখিতেছি, অথচ ইউরোপীয় লোকেরা ৫ হাজার টাকা বেতন পাইয়া যেরূপ স্বচ্ছন্দ না হন, সে দেশের লোকেরা ৮ শত টাকা পাইলে ততোঽধিক সন্তুষ্ট হয়, তথাপি তদ্দেশীয় লোকেরা লাভ ও সম্মানজনক সমুদায় কর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করি ইহাতে

ভারতবর্ষীয় লোকের বুদ্ধি কিরূপ হইতে পারে? আমরা সেখানকার রাজত্ব পাইয়াও সন্তুষ্ট না হইয়া রাজ্য প্রাপ্তি মাত্র তত্রস্থ রাজকীয় কর্ম্মে নিযুক্ত প্রধান ২ লোককে তৎকর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া ইউরোপীয় লোক নিযুক্ত করিতেছি; মাইশোর রাজ্যেও এইরূপ করিয়াছি এবং নেজাম রাজ্য যখন পাইব তখন সেখানেও ঐরূপ করিব; ভারতবর্ষের লোকদিগের সৎ স্বভাবার্থ আমরা সকলেই যত্ন করি, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি এরূপ ব্যবহার করিলে কি ঐ যত্নের সুফল হইবেক? বাস্তব দেখা যাইতেছে যে আমারদের তদ্দেশে রাজত্ব প্রাপ্তি অবধি সে দেশের লোকদিগের স্বভাব ক্রমশ মন্দ হইয়া আসিতেছে, এবং ভারতবর্ষে তাবৎ প্রকার অসৎ কর্ম্মের বৃদ্ধি হইয়াছে। আমরা সকলেই জানি মনুষ্যের বুদ্ধি যেমন চর্চ্চার স্থান পায় তদনুসারে বৃদ্ধি বা খর্ব্বতা প্রাপ্ত হয়। অতএব রাজকীয় ব্যাপারে যে সকল ব্যক্তিকে একবারও আহ্বান করা যায় না এবং তাহাদিগের উপকারার্থে যখন কোন নিয়ম করা যায় তৎকালীন তাহাদিগকে একবার জিজ্ঞাসাও করা যায় না তাহাদিগের বুদ্ধির গতি কি প্রকারে হইতে পারে! সাধারণ বিদ্যাবৃদ্ধ্যর্থক কমিটীর এতাবৎকাল পর্য্যন্ত পরিশ্রমের ফল এইমাত্র হইয়াছে যে তাঁহারদিগের দ্বারা তদ্দেশীয় কতিপয় বালক পাঠশালায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু সে দেশের লোকেরা আপনারাই স্ব ২ সন্তানকে কর্ম্মোপযুক্ত করিবার জন্য শিক্ষা দিয়া থাকেন। ভারতবর্ষে যে সকল ইউরোপীয় লোক আছেন তাঁহারা তদ্দেশীয় লোকদিগের আচার ব্যবহারের জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়াছেন বটে। কিন্তু সেখানকার লোকরাই তদ্দেশীয় গ্রীষ্ম সহ্য করিতে পারেন, তদ্দেশের কর্ম্মকর্ত্তা প্রাচীন ইউরোপীয় লোকদিগকে শরীরের সুস্থতা জন্য দূরদেশে যাইতে হয়। তাহাতে তাঁহাদিগের নিজের এবং কোম্পানীর অনেক ব্যয় হইয়া থাকে। কিন্তু তদ্দেশীয় লোকেরা কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলে বহু বৎসরাবধি অবিশ্রান্তে কর্ম্ম করিতে পারেন; আর সেদেশের লোকেরা সর্ব্বদা স্থির থাকিয়া কর্ম্ম করে তাহাদিগকে ইউরোপীয় লোকের ন্যায় গবর্ণর জেনেরল সাহেবের নিকট রাজকীয় কর্ম্ম হইতে অবকাশ প্রার্থনায় ব্যগ্র হইতে হয় না; সকলেই অবগত আছেন যে কর্ম্মকারির পরিবর্ত্তন জন্য অতি প্রয়োজনীয় বিষয় সকলও কখনও ২০ বৎসর পর্য্যন্ত স্থগিত রহিতেছে। কএক বৎসর হইল অধিক সংখ্যক ইউরোপীয় পারগ লোকের অপ্রাপ্তি হেতুক কোন বিশেষ কর্ম্মের অধ্যক্ষ সংখ্যা ন্যূন হইতে হইয়াছিল। আপনারা কহিতে পারেন যে সেখানকার লোকেরা অতি দুর্নীতি অতএব তাহাদিগকে কোন কর্ম্মে বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। আমি এ কথা অস্বীকার করি না, আমার বোধ হয় সেই সকল লোকের মধ্যে অধিক দুর্নীতি মনুষ্য আছে, কিন্তু কি জন্য এরূপ হইল? ইহার কারণ এই হইবেক, ইউরোপীয় লোকেরা অধিক বেতন প্রাপ্ত হওয়াতে তাহাদিগের কুকর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় না, তদ্দেশীয় লোকেরা যে সকল কর্ম্মে নিযুক্ত আছে তাহারদের উপযুক্ত বেতনের তৃতীয়াংশও তাহারা পায় না সুতরাং তাহাদিগের কুকর্ম্মে অধিক প্রবৃত্তি হয়। আর তাহাদিগের প্রতি কখন কোন প্রধান কর্ম্মের

ভারার্পণ করা যায় নাই অথচ আমরা বলিতেছি ইউরোপীয় লোকের ন্যায় সদাচার পূর্ব্বক স্ব ২ কর্ম্ম করে না, তাঁহাদিগের সুশীলতাদির যথার্থ পরীক্ষা কখন হইল? পূর্ব্বে যখন তাহাদিগের উচিত পরীক্ষা হইয়াছিল তখন তাহাদের সদাচারই প্রকাশ পাইয়াছে, আকবরের সময় স্মরণ করিলেই এ বিষয় সপ্রমাণ হইবেক তৎকালে প্রধান ২ রাজকীয় কর্ম্মসকল তদ্দেশীয় লোকের দ্বারা উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইয়াছিল ও পোলিসের কর্ম্ম ভালরূপে চলিয়াছিল।

ভারতবর্ষের মধ্যে যে স্থানের রাজশাসনের রীতি মন্দ শুনা যায়, সেই স্থানে প্রথমে যখন এক জন ইউরোপীয় কর্ম্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত হয় তখনও তথাকার পোলিস এমন উত্তম ও কর্ম্মকারিদিগকে এরূপ সৎ দেখা গিয়াছিল যে এক ব্যক্তির দ্বারা গ্রামেগ্রামের রাজস্বের টাকা ঝুড়িতে করিয়া আনা যাইতে পারিত; আমি জিজ্ঞাসা করি ইহা কিরূপে হইয়াছিল? ইহাতে অবশ্যই আমাদিগকে সে দেশের লোকেরদের কর্ম্মদক্ষতা স্বীকার করিতে হইবেক। কেহ ২ বলেন রাজকীয় কর্ম্মে যদি তদ্দেশীয় লোকদিগকে নিযুক্ত করা যায় তবে যুদ্ধবিগ্রহ সম্পর্কীয় কর্ম্মে তাহারা কেন না নিযুক্ত হয়? আমিও বলি তাহারা তৎকর্ম্মও বা কেন না পায়, সে দেশের লোকেরদের যুদ্ধাদি কর্ম্মে যে কি ২ ক্ষমতা আছে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে; প্রধান ২ কর্ম্মে তদ্দেশীয় লোকদিগকে নিযুক্ত করা যায় না ইহাই কেবল তাহাদিগের নীচ স্বভাবের প্রতি কারণ নহে কিন্তু আমরা অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহাদিগের নিকট হইতে যে সকল কর্ম্ম গ্রহণ করি তাহাতে যে অত্যল্প পুরস্কার দেওয়া যায় ইহাও তাহাদের কুস্বভাবের এক কারণ। আমরা ইউরোপীয় যুবা পুরুষের হস্তে গুরুতর ক্ষমতা দিয়া থাকি, কিন্তু তদ্দেশীয় অতি প্রাচীন ব্যক্তিকে অতি সামান্য ক্ষমতাও সন্দেহক্রমে অর্পণ করি না; প্রায় ২।৩ বৎসর গত হইল তদ্দেশীয় এক ব্যক্তি মাজিস্ট্রেট এবং কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়াছিল কিন্তু ঐ পদের অন্তর্ভূত যে ২ ক্ষমতা তাহার কিছুই ছিল না। আমার এই সকল কথা কহিবার তাৎপর্য্য আপনাদিগকে জানাইতেছি, অনেকেই বোধ করেন যে ভারতবর্ষের লোকদিগকে এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতা এবং বেতন বিশিষ্ট কর্ম্মে নিযুক্ত করা যাইতেছে; এ কথা বঙ্গদেশের বিষয়ে কতক যথার্থ বটে, কিন্তু মান্দ্রাজের বিষয়ে সত্য নয়। আপনাদের স্মরণ থাকিতে পারে গত চার্টরে অর্থাৎ সনন্দপত্রে লিখিত আছে যে ভারতবর্ষের লোকেরা শরীরের বর্ণ, জাতি এবং ধর্ম্ম ইত্যাদি কোন কারণে রাজকীয় কর্ম্মে অযোগ্য হইবেন না; তথাচ কি আমরা তদ্দেশীয় লোকদিগকে রাজকীয় ক্ষুদ্র ২ কর্ম্ম হইতেও বহিষ্কৃত করণের চলিত প্রথা চিরস্থায়ী করিতে মানস করিব। আমার প্রার্থনা যে আপনারা লার্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক সাহেবের কথা বিবেচনা করুন, ঐ সাহেব কহিয়াছিলেন উপযুক্ত লোকের অভাবে সমুদায় কর্ম্ম মন্দ হইতেছে আর তাঁহার মন্ত্রিগণ অনুসন্ধান করিয়াছিলেন যে কর্ম্মকারিদের বেতনের অল্পতা প্রযুক্ত কর্ম্ম মন্দ হইয়াছে। আমরা তদ্দেশীয় লোকদিগকে যে সকল কর্ম্ম এবং পুরস্কার দিয়া থাকি তাহা অতি গর্ব্বপূর্ব্বক

সকলের নিকট কহিয়া বেড়াই, কিন্তু আমাদের বিবেচনা করা উচিত, যদিও দুই এক জনের কিঞ্চিৎ উপকার হইতেছে তথাচ দশ হাজার লোককে নিরাশ করিতেছি; আর আমরা সে দেশের লোকের জন্য যাহা ২ করিতেছি তাহা মন্দ প্রকারে হইতেছে কারণ ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরলদিগের যে বিষয়ে যে ক্ষমতা আছে তাঁহারা সে ক্ষমতা ব্যবহারে আনেন না। আমি আপনাদিগকে বিনয় করিয়া কহিতেছি আপনারা বিবেচনা করুন এই নিয়মে তদ্দেশীয় লোকেরদের কি পর্য্যন্ত মন্দ হইতেছে; আমরা ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া তদ্দেশের অনেক উপকার করিয়াছি শত ২ বৎসরাবধি যে সকল ভয়ানক যুদ্ধে তদ্দেশ নষ্ট হইতেছিল তাহা স্থগিত করিলাম কিন্তু তদ্দেশীয় যে সকল লোক আমাদের অধিকারে জন্মিয়াছেন তাঁহারা স্ব ২ পূর্ব্বপুরুষদিগের পদ এক্ষণে ইউরোপীয়দিগের হস্তে দেখিতেছেন সুতরাং তাহারা অবশ্যই আমাদিগকে ঘৃণা করিতে পারেন। আমার নিবেদন এই যে আপনারা ইংলণ্ড দেশে নর্ম্মনদিগের দ্বারা সেক্সনদের পরাজয়ের বিষয় বিবেচনা করুন। তৎকালীন প্রথমতঃ এদেশের লোকেরা রাজকীয় কোন কর্ম্ম প্রাপ্ত হইতেন না কিন্তু এ নিয়ম ক্রমশ রহিত হইয়াছে শেষে উক্ত দুই জাতীয় লোকেরা যেমন উভয়ে একমত হইতে লাগিল তেমনি পরস্পর সকলেই কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিল। অবশেষে আমার নিবেদন এই আমি যে সকল কথা কহিলাম তাহাতে ভারতবর্ষের বিখ্যাত প্রধান ২ গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তাদিগের মত কথিত হইল অতএব তাঁহাদিগের কথানুসারে আমি যে প্রস্তাব করিলাম তাহা আপনারা গ্রাহ্য করুন।

সভাপতি স্যার জেম্‌স লা লসিংটন সাহেব কহিলেন সলিবান সাহেবের প্রস্তাবের কিয়দংশ অর্থাৎ ভারতবর্ষের সকল রাজধানীতে যোগ্যতা বিবেচনা করিয়া তদ্দেশীয় লোকের প্রতি রাজকীয় কর্ম্মার্পণ করা উচিত এই কথা সকলেরই গ্রাহ্য ঐ অধ্যক্ষ তাহাদিগের দুরবস্থার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন; অল্পদিন হইল তদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত ও মান্য শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর এখানে আসিয়াছিলেন তাঁহার নিকট হইতে সংপ্রতি যে পত্র পাওয়া যায় তাহার কিয়দংশ পাঠ করি "এই মহৎ ও বিখ্যাত ইংলণ্ড রাজ্যের সহিত ভারতবর্ষের সম্পর্ক থাকাতে ভারতবর্ষীয় লোকেরা অবশ্যই সুখী হইবেন এই দৃঢ় বিশ্বাসে আমি সদনুষ্ঠানে শ্রম করিয়া আসিতেছি, ভারতবর্ষের লোকেরা অবগত আছেন যে আমাদিগের রক্ষক এই দেশ, ইহার শক্তি অগণনীয়, ও রাজশাসনের নিয়ম অতি উত্তম, এবং এতদ্দেশীয় শাসনকারিরা অধীনস্থ লক্ষ ২ প্রজার প্রয়োজনীয় জ্ঞানবৃদ্ধির নিমিত্ত নির্ম্মল ও দয়ার্দ্রচিত্তে যেরূপ মহৎ চেষ্টা করেন তাহাতে পৃথিবীর সকল লোকেই চমৎকৃত হয়েন"। মান্যবর সলিবান সাহেব ভারতবর্ষীয় শাসনকর্ত্তাদিগের প্রতি কটাক্ষ করিয়া কটূক্তি করিলেন এবং কুৎসিত ব্যাপারের বিষয় ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন যে সেখানকার শাসনকর্ত্তারা তদ্দেশীয় লোকদিগকে উচ্চপদস্থ না করিয়া তাহাদিগের পূর্ব্বাধিকৃত বস্তুও বিনষ্ট করিতে একান্ত চেষ্টা করিতেছেন ফলতঃ একথা সত্য নহে কারণ ক্রমশঃ তদ্দেশীয়দিগের পদবৃদ্ধি করা যাইতেছে,

গুণ বিবেচনা করিয়া কর্ম্ম দেওয়া অবশ্য উচিত। তাঁহাদিগের শিক্ষার্থে নানা শাস্ত্রের অধ্যাপক প্রেরণ করা গিয়াছে, এক বিষয়ে তাঁহাদের পুর্ব্বে যে দ্বেষ ছিল তাহা নষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা এক্ষণে চিকিৎসা অস্ত্রবিদ্যা এবং এনাটমি অর্থাৎ শারীর বিদ্যা শিখিতেছেন এবং কেহ ২ অস্ত্র চিকিৎসাতে নিপুণ হইয়াছেন।

বেলি সাহেব কহিলেন যে ঐরূপ ব্যবহার হইয়া আসিতেছে ইহা সকলেই জানেন, অধ্যক্ষ মহাশয়ের প্রার্থনানুসারে যদি কার্য্য করা যায় তাহাতেও আপদ ঘটিতে পারে, তদ্দেশীয় লোকদিগের হস্তে রাজকীয় ভার অর্পণ করিয়া ক্রমশ তাহাদিগকে উপযুক্ত করা যাইতেছে, সেখানকার কোন লোককে বিচার সম্পর্কীয় কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার পুর্ব্বে সেই স্থানের ভাষাতে এবং আইনে তাহার কি পর্য্যন্ত জ্ঞান আছে তদ্বিষয়ের পরীক্ষা করা যাইতেছে, এই বিষয়ের জন্য এ সভা যদ্রূপ ব্যগ্র হইয়াছেন গবর্ণমেণ্টও তদ্রূপ উদ্যোগী আছেন। আমি আপনার বিষয় কহিতেছি যে দিন ভারতবর্ষের লোকদিগকে স্বদেশ শাসনে সক্ষম দেখিব সে দিন বড় আহ্লাদিত হইব এবং আমরা যথাসম্ভব সম্প্রীতি রাখিয়া উচিতরূপে তাহাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিব।

স্যারজেণ্ট গেসলি সাহেব কহিলেন সলিবান সাহেবের প্রস্তাবে আমি বাধিত হইলাম, অতএব আহ্লাদপূর্ব্বক তৎপ্রস্তাবের পোষকতা করিতেছি।

পরে সলিবান সাহেবের প্রস্তাব শোধনার্থে তৎপরিবর্ত্তে তদ্রূপ এই প্রস্তাব হইল যে কোর্ট আব ডিরেক্টরেরা প্রথম প্রস্তাবোক্ত মতে ভারতবর্ষীয়দিগের পদবৃদ্ধির শীঘ্রতা এবং সাহায্য নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্ন করুন।

তদনন্তর সভাপতি কহিলেন, প্রস্তাবিত বিষয়ে যাহা করা যাইতে পারে এই বাদানুবাদের দ্বারাই সিদ্ধ হইল অতএব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সলিবান সাহেবের এক্ষণে স্বীয় প্রস্তাব সংহরণ করা উচিত।

কতকক্ষণ পর্য্যন্ত বাদানুবাদের পর ঐ প্রস্তাব সংহরণ করা স্থির হইল। কোর্ট আব প্রোপ্রাইটারদিগের এই সভা ২৮ জানুয়ারি পর্য্যন্ত স্থগিত রহিল।

## মেষ্টর সলিবান সাহেব ও ভারতবর্ষীয় লোকের রাজকীয় কর্ম্মপ্রাপ্তি

### ২৪ মার্চ ১৮৪৩। ২য় খণ্ড ৮ সংখ্যা

গত ২১ ডিসেম্বর তারিখে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সভাতে মেং সলিবান সাহেব প্রস্তাব করেন যে কোর্ট আব ডিরেক্টরদিগকে অনুরোধ করা যাউক তাঁহারা ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টকে এই আদেশ করুন যে তদ্দেশীয় লোকের যোগ্যতা বিবেচনা করিয়া তাহাদিগের প্রতি সর্ব্ব প্রকার রাজকীয় কর্ম্মের ভারার্পণ কর, তাহাতে সভ্যদিগের যে বাদানুবাদ উপস্থিত হয় তাহার সংক্ষেপ বিবরণ আমাদিগের এতৎ পত্রের গত সংখ্যায় অশীতিতম পৃষ্ঠে প্রকাশিত হইয়াছে।

আমরা তৎকালীন এতৎ বিষয়ে নিজাভিপ্রায় বাহুল্যরূপে প্রকাশ করিতে মানস করিয়াছিলাম, এবং তদনুসারে কতিপয় পংক্তি লিপিও প্রস্তুত হইয়াছিল কিন্তু কোন কারণ বশতঃ প্রকাশ করা স্থগিত ছিল। এক্ষণে দেখিতেছি যে এতদ্দেশীয় বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত লোকেরা সলিবান সাহেব ভারতবর্ষীয় লোকদিগের প্রাপ্যাধিকারের নিমিত্ত স্বীয় গুণবত্তা ও সদাশয়তা প্রকাশ করিয়া যে যত্ন করিয়াছেন তন্নিমিত্তে তাহার নিকট ধন্যবাদ প্রকাশক পত্র ও তদীয় প্রস্তাবের গ্রাহ্যতা জন্য কোর্ট আব প্রোপ্রাইটরদিগের নিকট এক আবেদন পত্র প্রেরণ করিবার মানসে সরিপের দ্বারা টৌনহালে এক সাধারণ সভা আহ্বান করণের স্থির করিয়াছেন। এরূপ করাতে আমারদের এতদ্দেশীয় বন্ধুরা উত্তম বিবেচনা করিয়াছেন কারণ ইহা না করিলে তাঁহাদিগের অবশ্যই অপযশ হইত যে তাঁহারা স্বীয় লাভালাভে অমনোযোগী ও বন্ধুর প্রতি কৃতঘ্ন হয়েন। আমরা তাঁহাদিগের আহ্বান পত্র ও তাহাতে যে ২ ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়াছেন ইহা সমস্ত দেখিয়াছি ; বাস্তবিক প্রস্তাবিত সভা যে বিষয়ের জন্য আহূত হইবেক তাহা সর্ব্বাংশে আমাদিগের গ্রাহ্য বটে, অধিকন্তু পরমাহ্লাদের বিষয় এই যে কলিকাতাস্থ অনেক সম্ভ্রান্ত বাবুরাই উক্ত সভা আহ্বান করিতেছেন। কিন্তু উপস্থিত বিষয় এতদ্দেশীয় ও ইংরাজ উভয় জাতির পক্ষেই অত্যাবশ্যক। সলিবান সাহেব তিন বিশেষ কারণ দর্শাইয়া নিজ বুদ্ধির কৌশল প্রকাশ করতঃ স্বীয় প্রস্তাবের উপর তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন, প্রথমতঃ কহেন যে এতদ্দেশীয় লোকদিগকে সকল কর্ম্মের ভার দেওয়া বিচার সম্মত কেননা গবর্ণমেণ্টের হস্তে যে ২ কর্ম্ম আছে, তাহাতে যে এতদ্দেশীয় লোকেরা অধিকার রাখেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, আর এই অধিকার কেবল বিচার মত হয় এমত নহে কিন্তু গত চার্টরের ৮৭ প্রকরণে বিশিষ্টরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, রাজ্যের ব্যয়ের লাঘব হয় কারণ যে সকল ইউরোপীয় লোকেরা এখানকার রাজকীয় কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন তাঁহাদিগের ব্যয়বাহুল্য প্রযুক্ত অধিক বেতনের আবশ্যক ; কিন্তু এতদ্দেশীয় লোকেরা স্বভাবতঃ পরিমিত ব্যয়ী ও এতদ্দেশ তাঁহাদিগের জন্মস্থান অতএব তাঁহাদিগের মধ্যে সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে ঐ সকল কর্ম্মার্পণ করিলে তাহারা ইউরোপীয় কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে অর্দ্ধেক বেতনে সুব্যবহার ও ক্ষমতা প্রকাশ পূর্ব্বক কর্ম্মনির্ব্বাহ করিতে পারেন ; আর এ দেশের লোকদিগকে ইউরোপীয়দিগের সমান পদ প্রদানের ও শরীরের বর্ণ ও জন্মস্থান বিবেচনায় অন্যায় প্রভেদ রহিত করণের স্বীকারও আছে।

তৃতীয়তঃ রাজনীতি সম্মত হয় যেহেতু রাজকীয় কর্ম্ম উক্ত প্রকারে বণ্টিত হইবার প্রথা হইলে যে সকল ব্যক্তির এতদ্দেশের জলবায়ু সহ্য আছে এবং যাঁহারা এতদ্দেশের অবস্থা উত্তমরূপে অবগত আছেন এবম্প্রকার অনেক লোক পাওয়া যাইবেক এবং এতদ্দেশীয় লোকদিগের ইংরাজের রাজত্বের প্রতি শ্রদ্ধা হইবেক, আর ; যে ২ কর্ম্ম তাঁহাদিগের প্রতি অর্পিত হইবে তাহা তাঁহারা উৎসাহ ও সুব্যবহার প্রকাশ পুরঃসর নির্ব্বাহ করত ভাবি অনুগ্রহের আকাঙ্ক্ষিত থাকিবেন এবং উক্ত কর্ম্ম প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত সকলে সচ্চেষ্টা

করিবেন। গবর্ণমেণ্ট যদি ঐরূপে এতদ্দেশীয়দিগের প্রতি তাবৎ কর্ম্মের ভারার্পণ করেন তবে তাঁহারা অবশ্য কৃতজ্ঞ হইবেক এবং গবর্ণমেণ্টের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধাও জন্মিবেক ; আর ইহাতে পরাক্রমী ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণ গবর্ণমেণ্টের প্রতি প্রেমার্দ্র্য হইবেক এবং তাঁহাদিগের গুণসকল অপ্রকাশ্য না থাকিয়া ও কুপথ প্রেরক না হইয়া রাজ্যের শুভদায়ক কর্ম্মের উপযোগী হইবেক।

আমরা ভরসা করি টৌনহালে যে সভা হইবেক তাহাতে এতদ্দেশীয়েরা এই সকল ও অন্যান্য কারণ দর্শাইবেন ; ঐ সভার কার্য্যাদি কি প্রকার হয় আমরা বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক তাহার সন্ধান করিব ; এক্ষণে আমরা এই অনুরোধ করি যে প্রস্তাবিত সভার কর্ম্মে যে সকল ব্যক্তি নিযুক্ত হইবেন, তাঁহারা ঐ সভা আহ্বানের প্রয়োজন বিশেষরূপে বিবেচনা করুন। কারণ ঐ সভাতে যেরূপ বুদ্ধি, জ্ঞান, অপ্রগল্‌ভতা, সুতর্ক প্রকাশিত হইবেক তদনুসারে তাহার ফল জন্মিবেক। আমরা আরো অনুরোধ করি যে ঐ সভাতে যেন কলহ ও রাগ প্রকাশ এবং বৃথা বাদানুবাদ না করেন্। উক্ত সভা আহ্বানের তাৎপর্য্য এই যে ইংরাজেরদের রাজ্যে উচ্চ পদাভিষিক্ত সিবিল সরবেণ্টেরা যেং.সম্মান ও অধিক বেতন প্রাপ্ত হন এতদ্দেশীয়দের তাদৃশ পদপ্রাপ্তিতে যে সম্পূর্ণ অধিকার আছে তদ্বিষয়ের বিবেচনা হইবেক, কিন্তু যৎকালে অধিকারের কথা উল্লেখ হইবেক তখন যে ২ গুণ দ্বারা অধিকারী হওয়া যায় এতদ্দেশীয়দিগের ঐ সকল গুণবত্তা দর্শান উচিত। ঐ সভাতে এতদ্দেশীয়েরা বক্তৃতা করিয়া প্রার্থিত উচ্চপদে যে প্রকার ক্ষমতা ও যোগ্যতা প্রকাশ করিবেন সভা দ্বারা তদ্রূপ শুভাশুভ ফল হইবেক অতএব উক্ত সভার কর্ম্ম সকল বিবেচনা, সদন্তঃকরণ, বিশিষ্ট তর্ক ও বিশেষ ধীরতপুর্ব্বক নির্ব্বাহ হইলেই ভাল হয়। আমরা নিঃসন্দেহ রূপে বলিতে পারি যে সভার কর্ম্ম এরূপে নির্ব্বাহ হইলে সলিবান সাহেব ও অন্যান্য মহাশয়েরা যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহাতে অবশ্যই বিশেষ উপকার হইবেক এবং পরে ঐ সভার যে রিপোর্ট প্রকাশ হইবেক তাহা দৃষ্টি করিয়া উক্ত মহাশয়েরা প্রবর্ত্তিত কর্ম্মে অধিক উৎসাহী হইবেন, আর ইহাও সপ্রমাণ হইবেক যে কোন সৎ মনুষ্য ভারতবর্ষের উপকারার্থ যত্ন করিলে এদেশের লোকেরা তাঁহাকে বিস্মৃত হন না।

## কলিকাতার বসতিমান লোকের সভা। ২৪ মার্চ ১৮৪৩। ২য় খণ্ড ৮ সংখ্যা

২১ তারিখে এতন্নগরীয় ২ শতাধিক লোক কমিটীর রিপোর্ট বিবেচনা করিতে টৌনহালে উপস্থিত হইয়াছিলেন ; শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব সভাপতি হইলে মেঃ জর্জ টমসন এতন্নগরের রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে বক্তৃতা করিলেন। কমিটীর রিপোর্ট পাঠানন্তর বাবু হরিমোহন সেন ঐ রিপোর্ট গ্রাহ্য করিবার প্রস্তাব করিলেন তাহাতে মেং রেমফ্রি সাহেব কহিলেন যে নগরীয় তাবৎ ব্যক্তিকে এ সভার সংবাদ দেওয়া যায় নাই ও সকল

লোকের সহিত পরামর্শ করা হয় নাই অতএব আমার প্রস্তাব এই যে ঐ রিপোর্ট বাঙ্গালা, পারসী, হিন্দী ভাষায় অনুবাদিত হইয়া সংবাদপত্রে প্রকাশিত হউক এবং মুদ্রিতানন্তর এক পক্ষের পর সভা হউক ; শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ সরকারের পোষকতায় সভাস্থ সকলের সম্মতিক্রমে ঐ প্রস্তাব গ্রাহ্য হইয়াছে।

আমরা শুনিলাম, সদর দেওয়ানীর একজন বিখ্যাত উকীলবাবু গুরুপ্রসাদ চৌধুরী কোন এক মোকর্দ্দমার পুনর্ব্বিচারকালে কথার অন্যথা হওয়াতে কর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন। তাঁহার প্রতি এই জিজ্ঞাসা হইয়াছিল যে যে দলিল তোমার নিকটে ছিল তাহা বিচারকালে কিজন্য উপস্থিত হয় নাই ? তাহাতে তিনি উত্তর করেন যে ঐ দলিল মোক্তারের হস্তে ছিল কিন্তু দলিলের পৃষ্ঠে দৃষ্ট হইল যে আপিলের পরে সুন্দরবন কমিসনরের কাছারি হইতে তাহা গৃহীত হইয়াছে। গুরুপ্রসাদ বাবু পুনশ্চ কহিলেন যে আমি অনবধানতায় একথা কহিয়াছি কিন্তু তাহা গ্রাহ্য হয় নাই।

হিয়ার সাহেবের প্রতিমূর্ত্তির চাঁদা।—আমরা শুনিলাম এ বিষয়ের জন্যে ৮ হাজারের অধিক টাকা আদায় হইয়াছে ; তন্মধ্যে ১৫০০ টাকা শতকরা ৫৷৷০ টাকা সুদে ইউনিয়ন বেঙ্কে স্থাপিত হইয়াছে, এবং ৩১০০ টাকার কোম্পানীর কাগজ খরিদ হইয়াছে। কলিকাতার কোন সম্ভ্রান্ত হৌস দ্বারা লণ্ডন নগরের কোন হৌসে টাকা প্রেরণ করা যাইবেক এবং ইটালিতে প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণে অল্প ব্যয় কারণ তথায় প্রস্তর অতি সুলভ এবং ভাস্করের বেতন অত্যল্প এজন্য লণ্ডনের সেই হৌস দ্বারা তথায় টাকা পাঠান যাইবেক এই বন্দোবস্ত অতিশীঘ্র হইবেক অতএব নগরের এবং প্রদেশের যে ২ মহাশয়েরা এ বিষয়ের চাঁদায় স্বাক্ষর করিয়া অদ্যাপি মুদ্রা প্রদান করেন নাই তাঁহারা মনোযোগ করিয়া শীঘ্র প্রদান করুন, আমাদের এস্থলে একথা উল্লেখের আবশ্যক নাই, যিনি শীঘ্র দান করেন তাঁহার দ্বিগুণ দেওয়া হয়।

## সংবাদ। ১ এপ্রিল ১৮৪৩। ২য় খণ্ড, ৯ সংখ্যা

হরকরা সংবাদ পত্রের কোন পত্র প্রেরক লেখেন যে লার্ড এলেনবরা সাহেব কালেক্টরদিগকে কর্ম্মে অযোগ্য ও অপারক জ্ঞান করিয়া ইংলণ্ডে লিখিয়াছেন যে উপযুক্ত ও হিসাবজ্ঞ তিন ব্যক্তির দ্বারা তাবৎ কালেক্টরের হিসাব দেখা গিয়াছিল তাঁহারা যে ধারা স্থির করিলেন তদ্দ্বারা সকল কালেক্টরিতে এক প্রকার হিসাব থাকিতে পারে এবং কলিকাতায় এক জন প্রধান কর্ম্মকারী রাখিলেই তাঁহার অধীনে এতৎ কর্ম্ম কেবল এতদ্দেশীয় লোকদিগের দ্বারা উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে। তিনি আরো লিখিয়াছেন যে এই ধারা ও অন্যান্য তাবৎ কর্ম্মে তিনি যে ২ সুধারা করিতে মানস করেন তাহা যদি গ্রাহ্য না হয় তবে স্বীয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন। এই পত্র ডিরক্টেরদিগের নিকট হইতে বোর্ড আব কণ্ট্রোলে এবং

তথা হইতে মিনিষ্টরদের সমীপে গিয়াছিল তাহাতে ডিরেক্টরেরা স্থির করিয়াছেন যে সিবিল সরবেণ্টরা অযোগ্য নহে। এতদ্দেশীয় লোকেরা কর্ম্মক্ষম ও ইহাদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিলে অনেক অংশে লাভ হয় এই বিষয় প্রথমত কেবল লার্ড এলেনবরা সাহেব কহিলেন না; হৌস আব কামান্সে লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক অতি বিবেচনা পুর্ব্বক প্রবল যুক্তি দর্শাইয়া ঐ বিষয় কহিয়াছিলেন, এবং কোম্পানীর কর্ম্মকারি অনেক সিবিল সরবেণ্টরাও ঐ রূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু যতদিন কর্ম্মার্পণ বিষয়ে পক্ষপাতিত্ব গিয়া পত্রবিবেচনার ঔচিত্য জ্ঞান না হয় ততদিন কোন বিশেষ ফল দর্শিবেক না।

## সংবাদ। ১০ এপ্রিল ১৮৪৩। ২য় খণ্ড ১০ সংখ্যা

গত জানুয়ারী মাসের ফ্রেণ্ড আব ইণ্ডিয়া মেগিজিন নামক পুস্তকে ভারতবর্ষ সম্পর্কীয় কএকটি কথা লিখিত আছে, প্রথমত লেখে যে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি অর্দ্ধাঙ্গ রোগ গ্রস্ত; হরকরা পত্র সম্পাদক বলেন যে কোম্পানির বিরুদ্ধে এতদ্দেশস্থেরা যত লিখিয়াছেন বা কহিয়াছেন সর্ব্বাপেক্ষা ঐ উক্তি অত্যন্ত কটু। ঐ কথা উপলক্ষে উক্ত পুস্তকে লিখিত আছে যে কোম্পানি এইক্ষণে যেরূপ অনীতিজ্ঞতাবস্থা প্রাপ্ত তাহাতে সিবিল ও মিলেটরি নিযুক্ত করণের ভার তাঁহাদিগের হস্ত হইতে লইয়া লোকেল গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করা উচিত, এরূপ করিলে কেবল গবর্ণমেণ্টে সম্মান বৃদ্ধি হইবেক এমত নহে কিন্তু কর্ম্মকারিদিগের গুণের পুরস্কার হইবেক ও তাহাতে প্রজাদিগের সুখ বৃদ্ধি হইতে পারিবেক কিন্তু কোম্পানির অংশীর সন্তানদিগকে অধ্যক্ষ মহাশয়দিগের সন্তানদিগকে অধিক বেতন দ্বারা পুরস্কৃত করিলে কোন ক্রমেই ভারতবর্ষে উত্তম গবর্ণমেণ্ট হইতে পারিবেক না।

ইষ্টইণ্ডিয়া প্রোপাইটারদিগের গত ত্রৈমাসিক বৈঠকে জান সলিবান সাহেব উৎকৃষ্টরূপে এতদ্দেশীয়দিগের উপকারার্থে যে ২ বক্তৃতা করিয়াছিলেন তদ্বৃত্তান্তও পরিহাস ক্রমে উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে এবং তদ্ব্যতিরেকে বর্ব্বর সাহেব অনেক যুদ্ধবিগ্রহাদি পুরস্কার প্রার্থনায় কোম্পানির নামে ২৬৩৮১৫ টাকা তাহারও উল্লেখ আছে; তৃতীয়ত লার্ড ক্লিফোর্ড বোম্বে টাইম্স নামক পত্রে যে লিপি প্রেরণ করেন তাহাও আছে তাহার শেষাংশ এই "আমি কেবল স্বাভিপ্রায় প্রকাশ জন্য আপনকার নিকট এতৎপত্র লিখিতেছি, আফগান স্থানের গত উৎপাত লণ্ডন নগরীয় কেবিনেট অর্থাৎ রাজ মন্ত্রিগণের অসদ্বিবেচনার দ্বারা উপস্থিত হয় নাই কোর্ট আব ডাইরেক্টরদিগের গুপ্ত কমিটীর কার্য্য উক্ত দুর্ঘটনার মূল, অতএব আপনাকে বিজ্ঞাপন করিতেছি কোর্ট আব ডাইরেক্টরদের উক্ত নিয়ম রহিত করা কর্ত্তব্য, নতুবা মুসলমানদিগকে হিন্দুস্থান সমর্পণ করা উচিত।"

## কুলিদিগের দেশান্তর গমন । ১০ এপ্রিল ১৮৪৩ । ২য় খণ্ড ১০ সংখ্যা

কথিত আছে যে যত সাবধানতা পূর্ব্বক কুলিদিগকে দেশান্তর প্রেরণ করা যাউক তথাচ তাহাদের পক্ষে অত্যাচার হইয়া থাকে, এইক্ষণে এই কথা সপ্রমাণ হইতেছে, কারণ বর্ত্তমান মাসের চতুর্থ দিবসীয় হরকরা সংবাদ পত্রে লিখে যে দুইজন দফাদার বক্স্ নামক এক ব্যক্তিকে চাকরির আশ্বাস প্রদান করত ভুলাইয়া হস্তগত করে এবং এক পক্ষ পর্য্যন্ত নিভৃত স্থানে তাহাকে কয়েদ রাখিয়া মরিচ উপদ্বীপে পাঠাইবার উপক্রম করিয়াছিল কিন্তু বক্স্ ভাগ্যক্রমে আপন রক্ষাহেতু উচ্চৈস্বরে ধ্বনি করাতে ঐ ব্যাপার প্রকাশ হইয়া পড়িল এক্ষণে সে ওই ধূর্ত্তদ্বয়ের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছে। আমরা অনুমান করি উক্ত বিষয়ে এ প্রকার নির্দ্দয়তার কর্ম্ম মধ্যে ২ ঘটিয়া থাকে কিন্তু শঠের শঠতা কর্ত্তৃক সাধারণের দৃষ্টি গোচর হয় না।

## নগরীয় করদায়কদিগের সভা । ১৭ এপ্রিল ১৮৪৩ । ২য় খণ্ড ১১ সংখ্যা

গত ১৫ তারিখে শনিবার বেলা তিন ঘণ্টার সময় টৌনহালে কলিকাতা নগরবাসী করদায়কদিগের সভা হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ দেব সভাপতি।

বাবু প্রাণকৃষ্ণ বাগ্‌জী কহিলেন অদ্যকার সভাতে এতাদৃশ অল্প সংখ্যক লোক সমাগমের কারণ এই যে কমিটী মহাশয়েরা সংবাদপত্রে এতদ্বিষয়ের সমাচার উত্তমরূপে প্রকাশ করেন নাই।

শ্রীযুক্ত বাবু রামগোপাল ঘোষ সভাপতির প্রার্থনায় কমিটীর কৃত নগরীয় কার্য্য নির্ব্বাহের নিয়ম পাঠ করিলেন।

মেষ্টর ডি এফ্ রেমফ্রি সাহেব উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহার্থক নির্দ্ধারিত নিয়ম পাঠ করিলেন যাহা আমাদিগের এতৎপত্রের গত সংখ্যাতে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং আপনার লিখিত নিয়ম সকল সভাস্থ লোকদিগের বোধগম্য করিবার জন্য বক্তৃতা করিলেন।

বাবু শ্যামাচরণ সরকার রেমফ্রি সাহেবের কৃত নিয়মের বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ পাঠ করিলেন। আমরা গত সংখ্যায় তাহা প্রকাশ করিয়াছি।

শ্রীযুক্ত বাবু রামগোপাল ঘোষ কহিলেন যে নগরীয় কার্য্য নির্ব্বাহার্থক কমিটীর কৃত ধারা এবং রেমফ্রি সাহেবের দ্বারা প্রস্তুত উক্ত কার্য্যের নিয়ম বিবেচনা করিলে এই বোধ হইবেক যে উক্ত উভয় ধারাতেই একটা আপত্তির বিষয় আছে অর্থাৎ ঐ দুই ধারাতে সম্মতিদান বিষয়ে বিশেষ ক্ষমতাবান্ লোকের উল্লেখ থাকাতে অনেকের শক্তি নষ্ট করা হইয়াছে।

পরিশেষে বিস্তর তর্ক বিতর্কের পর শ্রীযুত বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রস্তাবে এবং

চন্দ্রশেখর দে বাবুর পোষকতায় এই স্থির হইল যে অদ্যাবধি একমাস পর্য্যন্ত এতদ্বিষয় স্থগিত থাকুক; নূতন ২ যে সকল বিষয়ের উল্লেখ হইল ইতিমধ্যে কমিটীরা সে সকল বিবেচনা করুন, এবং তাঁহারা ইউরোপীয় অথবা আরমানী কিম্বা এতদ্দেশীয় উপযুক্ত লোকদিগকে আপনাদের বৈঠকে আহ্বান করিয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করুন, এরূপ করিলে তাঁহাদিগের কৃত ধারা সম্পূর্ণ এবং যথার্থ হইবেক। সভাপতির প্রতি ধন্যবাদ দানান্তর সভাভঙ্গ হইল।

## এতদ্দেশীয়দিগের কথোপকথনার্থক সাপ্তাহিক সভা

### ১৭ এপ্রিল ১৮৪৩। ২য় খণ্ড ১১ সংখ্যা

১৩ এপ্রেল বৃহস্পতিবার রজনীযোগে ফৌজদারী বালাখানাস্থ ৩১ নং ভবনের উপরি গৃহে উক্ত সভা হইয়াছিল। মেষ্টর স্পিড্ সাহেব সভাপতি।

ইউরোপীয় অনেক ব্যক্তি এবং এতদ্দেশীয় প্রায় একশত লোক উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র লাহিড়ি সভাকে নিবেদন করিলেন যে ভূমি বিক্রয় বিষয়ক প্রাচীন আইনের কোন ধারাতে বিনামি ক্রয় নিষিদ্ধ ছিল কিন্তু এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে যে আইন হইয়াছে তাহাতে সে ধারা নাই, আমার বোধ হয় ইহাতে অনেক ক্ষতির সম্ভাবনা। পূর্ব্বে যখন বিনামি ভূমি ক্রয়ের বিষয় আন্দোলিত হয় তখন অনেকে কহিয়াছিলেন যে এতদ্দেশীয় লোকদিগের আত্মীয়ের নামে ভূমি ক্রয়ের প্রথা বহুদিবসাবধি চলিত হইয়া আসিতেছে অতএব নূতন আইনে তদ্বিষয়ের উল্লেখ না থাকাতে ভাল হইয়াছে কিন্তু আমার বোধ হয় যে এরূপ প্রথা থাকিলে কেবল পাওনাদারদের পক্ষে মন্দ এবং কালেক্টরের আমলারা অন্যায় করিতে উত্তম পন্থা পায় অতএব আমার মত এই যে বিনামি ক্রয় নামঞ্জুর জন্য গবর্ণমেণ্টে এক দরখাস্ত পাঠান যাউক। তৎপরে বিভাগ লেখ্যানুসারে জমীদারীর অংশধারিদের বিষয় বর্ণনা করিয়া বলিলেন যে অনেক অংশির মধ্যে এক জনের ভাগের খাজানার টাকা বাকী পড়িলে সমুদয় বিষয় বিক্রীত হয়, কিন্তু এই মহা অনিষ্ট নিবারণ জন্য আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের নিকট দরখাস্ত করা উচিত।

শ্রীযুত বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় হিন্দু ও মুসলমানদিগের অধিকারকালে প্রজাদিগের কিরূপ অবস্থা ছিল এবং ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের শাসনেই বা কীদৃক্ অবস্থা হইয়াছে এতদ্বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া কহিলেন যে হিন্দুদের রাজত্ব কালে সামান্য প্রজাদের ভূমিতে স্বত্ব ছিল, ইংলণ্ডীয়েরা এতদ্দেশাধিকারী হইয়া অবধি প্রজাদের স্বত্ব উচ্ছিন্ন করিয়া জমীদারদের অধিকার সৃষ্টি করিয়াছেন কিন্তু ইহা যুক্তি ও ন্যায় বিরুদ্ধ।

শ্রীযুত বাবু শ্যামাচরণ সেন বক্তৃতা করিয়া কহিলেন যে বঙ্গদেশীয় রাইয়তেরা তিন প্রকারে যন্ত্রণা ভোগ করে। ১। ভূম্যধিকারিরা তাহাদের প্রতি নিগ্রহ করেন। ২। নিকটস্থ ধনি মহাশয়রা দৌরাত্ম্য করেন, ৩। তাহারা নিজের অজ্ঞানতা দ্বারাও দুঃখ পায়।

স্পিড্ সাহেব বলিলেন যে কৃষিকর্ম্ম বৃদ্ধ্যর্থক নব প্রকাশিত উপায় সকল গ্রহণে রায়তদের অনিচ্ছা নাই, অর্থাভাব প্রযুক্ত তাহারা তদনুসারে কর্ম্ম করিতে অক্ষম ; এই বিষয় সপ্রমাণ জন্য তিনি মুরশিদাবাদে যাহা দেখিয়াছেন তাহার কএক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলেন।

স্পিড সাহেবের প্রস্তাবে শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র লাহিড়ির পোষকতায় এবং সভাস্থ সকলের সম্মতিতে এই স্থির হইল যে এক্ষণে জমীনদার ও রায়তদের মধ্যে মধ্যবর্ত্তি লোক থাকাতে রায়তেরা জমীনদার হইতে কিরূপ অন্তর আছে তদ্বিষয়ের অবিবেচনার্থে এক কমিটী নিযুক্ত হউক। পুর্ব্ববৎ প্রজাপালনের প্রাচীন রীতি সংস্থাপনার্থে এবং জমীনদার ও প্রজা উভয়ের মঙ্গল নিমিত্ত ঐ কমিটী জমীনদার ও রায়তদের অবস্থার প্রমাণ সংগ্রহ করুন যেহেতু তাহা হইলে ভারতবর্ষের নানাবিধ প্রচুর ধন প্রসবের যে ক্ষমতা আছে তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইতে পারিবেক।

## বেঙ্গাল ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান সোসাইটী। ২৫ এপ্রিল ১৮৪৩। ২য় খণ্ড ১২ সংখ্যা

২০ এপ্রেল বৃহস্পতিবার রাত্রিতে ফৌজদারী বালাখানার ৩১ নং ভবনে সাধারণ সভা হইয়াছিল ; মেষ্টর জর্জ টমসন সভাপতি। সভাপতির কিঞ্চিৎ বক্তৃতানন্তর নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞা সকল ধার্য্য হইল।

মেষ্টর জি টি এফ স্পিড্ সাহেবের প্রস্তাবে বাবু রামচন্দ্র মিত্রের পোষকতায় ধার্য্য হইল যে :

১। ভারতবর্ষের যদ্রূপ অবস্থা এবং এতদ্দেশের সহিত ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের এবং ইংলণ্ডীয় লোকদিগের যেরূপ সম্বন্ধ তাহাতে এই সভার মতে অত্যত্র ব্যক্তি দিগের সাধ্যানুসারে স্বদেশের সদবস্থা ও সৌভাগ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

ক্রো সাহেবের প্রস্তাবে বাবু মধুসূদন সেনের পোষকতায় ধার্য্য হইল যে :

২। এতৎ সভার মত এই যে পৃথক ২ ব্যক্তিরা স্বতন্ত্র হইয়া দেশের উপকার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু সাধারণ ব্যক্তিরা একমত হইয়া যাহাতে ভারতবর্ষের উৎকৃষ্টতা এবং কর্ম্মক্ষমতা ও এতদ্দেশে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের চিরস্থায়ি রাজত্বে সাহায্য করিতে পারেন তজ্জন্য এই সভা স্থাপিত করা গেল, ইহাতে জাতি, ধর্ম্ম, জন্মভূমি, এবং পদের কোন প্রভেদ থাকিবেক না, সর্ব্বপ্রকার মনুষ্য আসিতে পারিবেন।

বাবু তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তির প্রস্তাবে বাবু চন্দ্রশেখর দেবের পোষকতায় ধার্য্য হইল যে :

৩। এই সভার নাম বেঙ্গল ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান সোসাইটী রহিল ইহাতে ভারতবর্ষের লোকদিগের অবস্থা, ব্যবস্থা এবং দেশের উপায় ইত্যাদি বিবিধ বিষয় সকলের অনুসন্ধান করিয়া তাবৎ ব্যক্তিকে অবগত করান যাইবেক এবং সভ্যেরা আইনানুসারে লোকের মঙ্গল, অবস্থার উৎকৃষ্টতা এবং ভিন্ন ২ শ্রেণিস্থ মনুষ্যের কুশল চেষ্টা করিবেন।

বাবু রামগোপাল ঘোষের প্রস্তাবে বাবু শ্যামাচরণ সেনের পোষকতায় ধার্য্য হইল যে :

৪। এই সভার সভ্যেরা রাজবিদ্রোহী না হইয়া এবং ইংলণ্ডীয় রাজার আইনের অবিরোধে চালিত আইন সকল মান্য করত ভারতবর্ষের মঙ্গল চেষ্টা করিবেন।

বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রস্তাবে বাবু রামগোপাল ঘোষের পোষকতায় স্থির হইল যে :

৫। যে সকল ব্যক্তিরা বয়ঃপ্রাপ্ত অথচ কোন বিদ্যালয়ের ছাত্র নহেন তাঁহারা যদি সভার নির্ব্বাহার্থ সাহায্য করেন এবং উপরিলিখিত প্রস্তাব সকল অন্তঃকরণ সহিত গ্রাহ্য করেন তবে এতৎ সভার সভ্য হইতে পারিবেন।

মেষ্টর স্পিড সাহেবের প্রস্তাবে বাবু প্রাণকৃষ্ণ বাগ্‌চীর পোষকতায় ধার্য্য হইল যে :

৬। নিম্নলিখিত কমিটী উপরিউক্ত প্রস্তাবের মর্ম্মানুসারে সাধারণের বিজ্ঞাপনার্থ এক পত্র, এবং সভার কর্ম্মকারির তালিকা, ও কার্য্য নির্ব্বাহের নিয়মাদি প্রস্তুত করিয়া ৪ মে বৃহস্পতিবার রাত্রির সাধারণ সভাতে উপস্থিত করিবেন।

শ্রীযুত বাবু চন্দ্রশেখর দেব, বাবু রামগোপাল ঘোষ, বাবু তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তি, বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র।

অনন্তর সভাপতিকে সভার ধন্যবাদ প্রদত্ত হইল। সভাপতিও সভাস্থ ব্যক্তিদিগকে নমস্কার জানাইয়া কহিলেন আমার প্রার্থনা এই যে সভার অভিপ্রায় যেন সিদ্ধ হয়, আর আমি এদেশেই থাকি অথবা দেশান্তরেই অবস্থান করি সর্ব্বদা এতদ্দেশের মঙ্গল চেষ্টায় প্রবৃত্ত থাকিব।

যে ২ মহাশয়েরা এই সভার সভ্য হইতে বাসনা করেন আমরা তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা কমিটীর নিকট স্ব ২ নাম প্রেরণ করুন, আমরা অনুমান করি যদবধি সভার কর্ম্মকারক নিযুক্ত না হয় তদবধি কমিটী সভা সম্বন্ধীয় পত্রাদি গ্রহণ করিবেন।

## মেং জান সলিবান সাহেবকে প্রশংসা পত্র প্রদানার্থক সভা

২৫ এপ্রিল ১৮৪৩। ২য় খণ্ড ১২ সংখ্যা

[ এই ] সভা ১৮ এপ্রেল টৌনহালে হইয়াছিল। কতিপয় ইংরাজ ইষ্ট, ইণ্ডিয়ান ও এতদ্দেশীয় প্রায় পাঁচ শত লোক উপস্থিত ছিলেন।

এডেম্ ফ্রিরি স্মিথ সাহেব প্রধান সরিফ সভাপতি হইয়াছিলেন তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে লা কমিসনর মেং ডি এলিয়েট ও বামপার্শ্বে মেং জর্জ টমসন ছিলেন।

১৫০ জনের স্বাক্ষরিত সভা আহ্বান করনাথক পত্র পঠিত হইলে সরিফ সাহেব কহিলেন যে উপস্থিত বিষয়ে যে ২ বক্তৃতা করিবেন তাহা মনোযোগ ও অপক্ষপাতিত্ব পূর্ব্বক শুনা যাইবেক।

শ্রীযুত বাবু রামগোপাল ঘোষ, শ্রীযুত বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র, শ্রীযুত বাবু দক্ষিণারঞ্জন

মুখোপাধ্যায় ও মেং জর্জ টমসন সাহেব সভায় বক্তৃতা করিলেন।

নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞা সকল সভার সম্মতিক্রমে নির্দ্ধারিত হইল।

শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রস্তাবে শ্রীযুত বাবু রামগোপাল ঘোষের পোষকতায় ধার্য্য হইল :

১। গত ২১ ডিসেম্বর ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রোপাইটরদিগের সভাতে মেষ্টর জান সলিবান সাহেব (যিনি পূর্ব্বে মান্দ্রাজের সিবিল সরবিসে নিযুক্ত ছিলেন) এতদ্দেশীয়দিগের গুণ বিবেচনাপুর্ব্বক রাজকীয় তাবৎ কর্ম্মে নিয়োগ হয় এতদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন, অতএব এই সভার মতে তাহার প্রতি ধন্যবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য।

রাজা বরদাকণ্ঠ রায় বাহাদুরের প্রস্তাবে শ্রীযুত বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্রের পোষকতায় এই ধার্য্য হইল :

২। এতদ্বিষয়ে যাঁহারা ২ সম্মত হন তাঁহাদিগের এই প্রশংসাপত্রে স্বাক্ষর করান যাইবেক তৎপরে সলিবান সাহেবের সমীপে বিলাতে প্রেরিত হইবেক।

লণ্ডন নগরস্থ ইণ্ডিয়া হৌসে সভাকারি ইষ্টইণ্ডিয়া ষ্টকের মান্য অধ্যক্ষ সমীপেষু

হে মহাশয়গণ,

কলিকাতা নিবাসি নিম্নে স্বাক্ষরকারি ব্যক্তিরা যথোচিত সম্মান পুরঃসর আপনকারদিগের সমীপে নিবেদন করিতেছেন :

যৎকালে ইংলণ্ডীয় মহাশয়দিগের ভারতবর্ষে অধিকার স্থাপন হয় তৎকালীন এতদ্দেশ সংক্রান্ত সমুদায় রাজকীয় কর্ম্ম এতদ্দেশীয় জনগণের হস্তে সমর্পিত ছিল এবং অত্রত্য ব্যক্তিদিগের ক্ষমতা দ্বারা সহজেই তৎ কর্ম্ম সকল নির্ব্বাহ হইত।

কিন্তু ইংলণ্ডীয়েরা এতদ্রাজ্যে স্বাধিকারের দৃঢ়তা হইবামাত্র এখানকার লোকদিগকে এই সকল কর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া তত্তৎ কার্য্যে কবেনণ্ট সিবিল সরবেণ্ট নিযুক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন।

ঐ সময়াবধি গত কএক বৎসর পর্য্যন্ত এতদ্দেশের লোকদিগকে কেবল ক্ষুদ্র কর্ম্মার্পণ করিতে লাগিলেন, এবং তাহাদিগকে অত্যল্প বেতন দানের নিয়ম করিলেন সুতরাং তাহারা লোভী হইল আর যে সকল ব্যক্তিকে আত্মকার্য্য নির্ব্বাহার্থে তাহাদিগের নিকট যাইতে হইত তাহারও উৎকোচ প্রদান ব্যতিরেকে প্রায় স্বকার্য্য সমাধা করিতে সক্ষম হইতেন না।

অতএব প্রায় নীচ ব্যক্তিরাই গবর্ণমেণ্ট কার্য্যে নিযুক্ত হইত এবং তাহারা বেতনের অল্পতা প্রযুক্ত কুক্রিয়া করিত কিন্তু তাহাদিগের অসচ্চরিত্র দ্বারা এতদ্দেশীয় তাবন্মনুষ্য কুস্বভাবরূপ অপবাদগ্রস্ত হইয়াছেন।

গত চার্টরের ৮৭ প্রকরণে লিখিত আছে যে "ভারতবর্ষজাত লোকের ও বিলাতের

রাজার· তদ্দেশবাসি জন্মতঃ প্রজার ধর্ম্ম, জন্মস্থান, বংশ এবং বর্ণ অথবা ইহার মধ্যে অন্যতম কোন কারণ কোম্পানীর অধীনে কর্ম্মপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক হইবেক না"।

আপনাদিগের আবেদনকারিরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত ইহা স্বীকার করিতেছেন যে উক্ত আইন প্রচার হইয়া অবধি এতদ্দেশীয় লোকেরা পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদে নিযুক্ত হইতেছেন এবং ইহাদিগের প্রতি এক্ষণে কিঞ্চিৎ সদ্ব্যবহারও হইতেছে তথাচ আপনাদিগের আবেদনকারিগণের বিবেচনায় এই বোধ হয় যে পক্ষাঘাতবিহীন পালিয়ামেণ্ট মহাসভা যে অভিপ্রায়ে উক্ত আইন করেন তাহা সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয় নাই।

আপনাদিগের আবেদনকারিদিগের মত এই যে ইংলণ্ডাধিকৃত ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশেই মান্য বিদ্বান ও সৎ মনুষ্য আছেন এক্ষণে যে সকল কর্ম্ম ইউরোপীয় লোক দ্বারা নির্ব্বাহ হইতেছে তাহা ইহারা অনায়াসে সমাধা করিতে সক্ষম, তথাচ ঐ নিয়ম অদ্যাবধি চলিত হয় নাই।

অতএব আপনকারদিগের আবেদনকারিদিগের প্রার্থনা এই যে গত ২১ ডিসেম্বর মেং জান সলিবান সাহেব যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা আপনারদিগের সভাতে পুনর্ব্বার বিবেচিত হয়।

## কুলিদিগের দেশান্তর প্রেরণ। ২৫ এপ্রিল ১৮৪৩। ২য় খণ্ড ১২ সংখ্যা

স্টার পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল ২৯ ডিসেম্বর অবধি ১১ এপ্রিল পর্য্যন্ত ১১৮০৮ টৌন পরিমিত ২১ খান জাহাজে যত কুলি গিয়াছে তাহার মধ্যে পুরুষ ৩৩৩৭, স্ত্রীলোক ৪০৮, বালক ১৩৩।

## দাসত্ব লোপ করণ। ১ মে ১৮৪৩। ২য় খণ্ড ১৩ সংখ্যা

আমরা অতিশয় আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে বর্ত্তমান বৎসরের পঞ্চম আইন দ্বারা ভারতবর্ষের দাস ক্রয়ের রীতি রহিত হইল এবং এই ব্যবস্থা এতদ্দেশস্থ বহুতর দাসত্বকারিদিগের পক্ষে শুভদায়ক প্রযুক্ত আমরা অতি সম্মানপূর্ব্বক গ্রাহ্য করিলাম। ওএষ্ট ইণ্ডিয়ার গোলামদিগের উপর যেরূপ ভয়ানক অত্যাচার হয় এতদ্দেশীয় দাসগণের উপর যদিও তাদৃশ হয় না তথাচ ইহারা দাসত্ব জন্য মন্দ হইতে মুক্ত নহে, ফলতঃ আমরা দাসদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা ব্যবহার না করিলেও দাসত্বের স্বাভাবিক গুণে তাহাদের মনুষ্যত্ব নষ্ট হইয়া তাহারা সামান্য দ্রব্য পদার্থবৎ গণ্য হয় এবং মনুষ্য জাতি হইলে যে সকল বিষয়ে অধিকার হয় তাহা হইতেও চ্যুত হয়। হিন্দু এবং মুসলমান রাজার দ্বারা দাসত্বের রীতি স্থাপিত হইয়াছিল এবং তাহা ভয়ানক প্রকৃতিতেই হউক অথবা কোমল প্রকৃতিতে হউক এতৎকাল পর্য্যন্ত ছিল কিন্তু এক্ষণে ইংলণ্ডীয় শাসনকর্ত্তাদিগের দ্বারা লুপ্ত হওয়াতে

ভারতবর্ষের ইতিহাস মধ্যে তাঁহাদিগের মহতী কীর্ত্তি থাকিল এবং বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তাদেরও ইহা দ্বারা বিশেষ সুখ্যাতি হইল। যে সকল মহাশয়েরা এতদ্বিষয়ে ইংলণ্ডীয় লোকদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন এবং পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় পুনঃ ২ আন্দোলন করিয়াছেন এক্ষণে তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিলে আমাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মের হানি হয়। মেষ্টর ডবলিউ এডেম, ব্রিটিস এণ্ড ফারেন এন্টীশ্লেবরির রিপোর্টার ও অন্যান্য সংবাদ পত্র সম্পাদকেরা এতদ্বিষয়ে অনেক যত্ন করিয়াছেন। যে সকল ব্যক্তিরা এই অহিত-জনক দাসত্ব ব্যবহারের মন্দতা ও অনিষ্টতা দর্শাইতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাদিগের নিরাকাঙ্ক্ষি পরিশ্রম আমরা যাবৎ যথার্থ বিচার ও দয়ার উপকার জ্ঞান থাকিবেক তাবৎ স্মরণ করিব।

কিন্তু যত্তবধি দাসত্ব মোচনের এই আইন গোলামেরদের উত্তমরূপে বোধগম্য না হইবেক তদবধি তাহারা এই ব্যবস্থার উপকার ভোগ করিতে পারিবেক না, এক্ষণে সকল দাসরক্ষকেরা গোলামদিগকে ভুলাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিবেন এবং তাহাদিগের দ্বারা পুর্ব্ববৎ অন্যায়রূপে কর্ম্ম করিয়া লইয়া তাহার ফল ভোগ করিবেন, অতএব আমাদের প্রার্থনা এই যে উক্ত আইন যাহাতে ফলদায়ক হয় সাবধান পুর্ব্বক তাহার উপায় সৃষ্ট হউক যেন গোলামদিগের অনভিজ্ঞতায় বা তাহাদের স্বামিদিগের অন্যায় দ্বারা ইহার মর্ম্ম নষ্ট হয় না; আর সকল প্রদেশে ইহা উত্তমরূপে প্রকাশিত হউক এবং যাহারা ইহার উল্লঙ্ঘন করিবেন তাহাদিগের প্রতি যথোচিত দণ্ডাজ্ঞা হউক।

### ফ্রেণ্ড আব ইণ্ডিয়া ও টৌনহালের সভা। ১ মে ১৮৪৩। ২য় খণ্ড ১৩ সংখ্যা

শ্রীরামপুরের সম্পাদক মহাশয় সম্পাদকীয় উক্তির মধ্যে টৌনহালের গত সভার কার্য্য বিষয়ে এক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার লিখনের অনেকাংশ আমাদিগের সন্তোষ জনক বটে; তিনি কহেন যে তাঁহার সংবাদপত্রের প্রকাশারম্ভাবধি ইংলণ্ডীয় শাসন কর্ত্তারা যাহাতে এতদ্দেশীয় দিগের মঙ্গলান্বেষণকেই রাজ্যের প্রধান কর্ম্মজ্ঞান করেন এতদ্বিষয়ে বারম্বার পোষকতা করিয়া লিখিয়াছেন; আর বলেন যে আমার মত এই যে সমান ক্ষমতার্পণ দ্বারা জয়ী এবং পরাজিত ব্যক্তিদিগের পরস্পর প্রভেদ ও অনৈক্য দূর করা উচিত, এবং ভারতবর্ষীয় লোকদিগকে অত্রস্থ রাজকীয় উচ্চ কর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া উত্তমরূপে এতদ্দেশ শাসন করা অসাধ্য, অতএব অত্রত্য ব্যক্তিদিগের রাজকীয় উচ্চ কর্ম্মে উপযুক্ত করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ তাহাদিগের শিক্ষা প্রদান করা আবশ্যক তৎপরে সরলান্তঃকরণে তাহাদিগকে রাজকীয়কর্ম্মে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য, অসদাচরণের কারণ থাকিলে কি ইউরোপ কি এশিয়া উভয় স্থানেই হইতে পারে কিন্তু এজন্য ভারতবর্ষীয় বহুসংখ্যক মনুষ্যের ভাবি উন্নতির উৎসাহ ভঙ্গ করা উচিত হয় না; এবং তিনি কহেন যে আমার এইমত পরিবর্ত্ত

হইয়া ররঞ্চ ক্রমশ যথার্থ বোধ হইয়াছে। ফ্রেণ্ড আব ইণ্ডিয়া সম্পাদক যখন একপ্রকার আত্মমত প্রকাশ করিলেন তখন টৌনহালের সভার দরখাস্ত যাহা আমাদিগের গত সংখ্যক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে তাঁহার সম্মত হওয়া আশ্চর্য্য নহে।

সম্পাদক মহাশয় এতদ্রূপে দরখাস্তের তাৎপর্য্যের বিষয় পোষকতা করিয়াছেন কিন্তু অন্যান্য বিষয়ের পোষকতায় কিঞ্চিন্মাত্র লেখেন নাই এবং এই কহিয়াছেন যে দরখাস্তের প্রথম পরিচ্ছেদ অস্পষ্ট, দ্বিতীয় অংশ অশুদ্ধ, পঞ্চম অসংলগ্ন সপ্তম অযথার্থ। ইণ্ডিয়া সম্পাদক দরখাস্তের প্রথমাংশে "ইংরাজদিগের এতদ্দেশ জয় করিবার পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় লোকদিগের দ্বারা এদেশের রাজকীয় তাবৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইত", এই বাক্যে এতদ্দেশীয় শব্দে মুসলমান কি হিন্দু ইহার কোন বিশেষ উল্লেখ না থাকাতে অস্পষ্ট বোধ করেন ; কিন্তু ইহাতে কি অস্পষ্ট হইল ? আমাদিগের বিবেচনায় অস্পষ্টতা বোধ হয় না, আর যে বাক্যটী লিখিত হইয়াছে তাহাতে কি কেহ অস্বীকৃত হইতে পারেন ? আমারদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে কেহই অস্বীকার হইতে পারেন না ; আর ঐ দরখাস্তের এমত অভিপ্রায় নহে যে হিন্দু ও মুসলমানদিগের কোন প্রভেদ থাকে উক্ত কথার উল্লেখ দ্বারা আমাদিগের রাজকীয় কর্ম্মে অধিকারিতা মাত্র দর্শান হইয়াছে। কিন্তু সম্পাদক মহাশয় প্রথম পরিচ্ছেদকে অস্পষ্ট করিয়াও শেষে তাহার যথার্থ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন যে একথা সকলেই জানে। উক্ত প্রথম পরিচ্ছেদে কোন কাল বিশেষের অথবা জাতি বিশেষের উল্লেখ নাই ; আমাদিগের বোধ হয় মুসলমানদিগের ভারতবর্ষ আক্রমণের পূর্ব্বে এতদ্দেশের রাজকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইত, এবং বিচারালয়ে মুসলমান কর্ম্মকারি নিযুক্ত হইবার অগ্রিমকালে এখানকার বিচার সম্পর্কীয় কর্ম্মও চলিত, কিন্তু মুসলমানই হউক অথবা হিন্দুই হউক এতদ্দেশীয়েরদের দ্বারাই সে সকল কর্ম্ম সম্পন্ন হইত, এবং এই সকল বিবেচনা করিয়াই গত চার্টরে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত আছে যে জয়ী এবং পরাজিত ব্যক্তিদের মধ্যে কোন প্রভেদ রাখা যাইবেক না, আর ইহা স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে যে জন্মস্থান ধর্ম্ম ইত্যাদি বিবেচনা না করিয়া যোগ্যতা থাকিলেই রাজকীয় সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মার্পণ করা যাইবেক। আমরা জ্ঞাত হইলাম যে চার্টর কর্ত্তারা সিবিল সরবিস কর্ম্ম আপনাদিগের হস্তগত রাখিতে মানস করেন, ফ্রেণ্ড কহেন যে ইহা তাঁহাদিগের এক প্রকার পরিশ্রমের বেতন স্বরূপ ;—এক্ষণে আমারদের বোধ হইতেছে যে চার্টরের ৮৭ প্রকরণের লিখন প্রতারণা মাত্র, যেহেতু ঐ প্রকরণোক্ত অঙ্গীকার কেবল কর্ণে শুনা যায় কার্য্যে কিছুই দেখা যায় না ; যেমন কোন ব্যক্তি প্রকাশ্যরূপে কাহাকেও একটা বড় রুটী দিতে কিম্বা বিদেশীয়দিগের সহিত এক টেবিলে আহার করিতে আদেশ করিয়া গোপনে সঙ্কেত করেন যেন গুড়গাঁড়া ব্যতিরিক্ত আর কিছু না পায়, চার্টরের লেখাও তদ্রূপ হইয়াছে। যদি ইংরাজী ভাষার অর্থ থাকে এবং ইংলণ্ডীয় লোকেরা বাস্তবিক মর্য্যাদাসম্পন্ন হন আর পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার কৃত ব্যবস্থার স্থৈর্য্য থাকে তবে আমরা কহিতে পারি যে চার্টরের ৮৭ প্রকরণ অতি স্পষ্ট এবং তাহাতে জাতি ও শরীরের বর্ণ ইত্যাদির কোন

আপত্তি নাই, এবং সিবিল সরবিস কর্ম্মে কোর্ট আব ডিরেক্টরদিগের একাধিপত্য এই শব্দও তদ্দ্বারা নিস্তব্ধ হইয়াছে। ফ্রেণ্ড আব ইণ্ডিয়া সম্পাদক চার্টরের এমত কোন ধারা দেখাইতে পারেন যাহাতে ডিরেক্টবদিগেব পবিশ্রম জন্য তাঁহাদিগের বেতন দেওয়া উচিত ও বিচার সম্মত বলিয়া লেখা আছে? এবং কোর্ট আব ডিরেক্টরেরা প্রত্যেকে সালিয়ানা তিন হাজার টাকা বেতন স্বরূপে পাইয়া থাকেন, তাঁহারা যদিও পদস্থ হইবার সময় ইস্তাহারে কোটি মনুষ্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিযা বোর্ডে স্থান প্রার্থনা করেন তথাচ বিলক্ষণরূপে জানা আছে য রুটী ও মৎস্যেতে তাঁহাদিগের বড লোভ এবং লাভ সম্ভাবনা বিরহ হইলেই তাঁহাদিগেব ভাবতবর্ষের প্রতি স্নেহ ক্ষুদ্র বরফ খণ্ডেব ন্যায় গলিয়া যাইবেক, এই সকল বিবেচনায ৮৭ প্রকবণের বিপরীত হইলেও সিবিল সববিস কর্ম্মার্পণের সমুদায় ভার ডিবেক্টরদিগেব হস্তে থাকিবেক। এক্ষণে আমরা দবখাস্তেব বিষযে কিঞ্চিৎ কহিতেছি, আমাদের বোধ হয় চার্টরের ৮৭ প্রকরণেব মর্ম্ম একেবারে মারা পডিয়াছে, ১৮৩৭ সালে হৌস আব কামান্সে বিজ্ঞ রাজকর্ম্মকাবি লার্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক কি সাক্ষ্য দিযাছিলেন? আমবা অনুমান কবি তিনি এই কহিযা থাকিবেন যে বর্ত্তমান এ্যাক্টে যদিও গুরুতর বিষয প্রকাশ হইয়াছে অর্থাৎ ইংলণ্ডাধিপতিব প্রজাগণের বাজকীয কর্ম্মপ্রাপ্তি বিষযে জাতি ধর্ম্ম বর্ণ ইত্যাদি প্রতিবন্ধক হইবেক না তথাপি এ বিষয় সিদ্ধির নিমিত্ত এ পর্য্যন্ত কোন বিষয প্রকাশ হয় নাই এবং আমি যতদূর জানি তাহাতে আমার বোধ হয় যে উক্ত আইন বৃথা হইয়াছে। আমরা যদিও অনেককালেব কথা লিখিলাম তথাচ ইহার সপ্রমাণ কবিতে পাবি কিন্তু ফ্রেণ্ড আব ইণ্ডিযা সম্পাদক যখন কহিতেছেন যে ঐ আইন লেখামাত্র, কোর্ট আব ডিবক্টেবদিগেব বাজকীয কর্ম্মে ভিন্নদেশীয লোক নিযুক্ত করণেব ক্ষমতা হইতে রহিত কবা কখনই অভিপ্রেত নহে, তখন আর সপ্রমাণ কবণেব আবশ্যক কি, এস্থলে আমাদিগের কটূক্তি কবণেরও প্রযোজন নাই ও আমরা বিনা কারণে খেদ কবিতেও চাহি না, কিন্তু নিম্নলিখিত বিষয় বিবেচনা করিলে অন্তঃকবণে দুঃখ ও বিষাদ স্বয়ং উপস্থিত হয়, কি আশ্চর্য্য। যে কর্ম্মে সিবিল সরবেণ্টরা নিযুক্ত হইয়া অত্যল্পকালের মধ্যে ৫।৭।১০ সহস্র টাকা উপার্জ্জন কবে সে কর্ম্মে তাহাদিগেব এতদ্দেশীয় সহকাবিরা একজন সিবিলিয়নের তামাকু পানে যে খবচ লাগে তাহাও পায না। ঐ সিবিলিয়নেবা এতদ্দেশ হইতে প্রচুব অর্থ উপার্জ্জন কবিয়া ইংলণ্ডে যাত্রা কবত ষ্টক্ হোল্ডারের কোন লার্ড অথবা লেডিকে সম্বোধন করিয়া ভারতবর্ষের প্রতি স্নেহ প্রকাশক পত্র লেখেন তৎপরে বোর্ডে স্থান প্রাপ্ত হইয়া সালিয়ানা এক কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা মূল্যে কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব ভার পান কিন্তু এরূপ ক্ষমতাপন্ন হইয়া কি তাঁহারা ভারতবর্ষের মঙ্গল চেষ্টা করেন? যাহা হইতে তাঁহাদিগের ধন হইল, আমরা উত্তর করি 'না' কিন্তু ফ্রেণ্ড আব ইণ্ডিয়া সম্পাদক যে কহেন তাঁহারা কেবল নিজের মঙ্গল চেষ্টা করেন তাহাই যথার্থ, অতএব ঐ সকলকে কি দয়াবান্ দেশ হিতৈষী এবং নিরাকাঙ্ক্ষী বলা যাইতে পারে? তাহাদের ইস্তাহারে এরূপ পাঠ লেখা উচিত, যথা—হে

ভদ্র স্ত্রীপুরুষগণ,—মৃত্যু হওয়াতে বোর্ডের যে মেম্বর খালি হইয়াছে আমি তৎকর্ম্ম প্রার্থনা করি আপনারা যদি সাহায্য করিয়া আমাকে তৎকর্ম্মে নিযুক্ত করেন আমি নিশ্চিতরূপে অঙ্গীকার করিতেছি তবে আপনকারদের দয়া ও সাহায্যের প্রত্যুপকারার্থে ভারতবর্ষীয় কর্ম্ম তদ্দেশের কোন লোককে অর্পণ করিব না আমি ঐ সকল কর্ম্ম আপন পরিবারের বালকদিগের বিদ্যাবুদ্ধি থাকুক বা না থাকুক তাহাদিগকে সমর্পণ করিতে এবং আমার এতৎ কর্ম্মে আনুকূল্যকারক মহাশয়দিগের সন্তানগণকে প্রদান করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিব এবং আমি নিশ্চয় কহিতেছি যে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এবং তাহার প্রশংসাকারিরা চার্টারের ৮৭ প্রকরণের যে অর্থ করেন তাহা কখন গ্রাহ্য করিব না।

## ভূম্যধিকারি সভা। ৮ মে ১৮৪৩। ২য় সংখ্যা ১৪ সংখ্যা

ভূম্যাধিকারি সভার অধ্যক্ষ মহাশয়েরা এই প্রার্থনায় গবর্ণমেণ্টে এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন যে নিয়মিত সময় রাজস্ব দাখিল করিতে অপারক হইলে একমাস অথবা ন্যূনকল্পে ১৫ দিন পুর্ব্বে ইস্তাহার দিয়া জমীদারি বিক্রয় করণ বিষয়ে যে আইনের পাণ্ডুলেখ্য কিয়দ্দিবস হইল প্রকাশিত হইয়াছিল সেই আইন তদ্রূপেই যেন প্রচলিত হয় এবং ১৮৪১ শালের ১২ আইনের ৬ ধারানুসারে এক্ষণে নির্দ্ধারিত দিনে খাজানা দাখিল না হইলে তৎপর দিবসে যে জমীদারি বিক্রয় হইতেছে তাহা রহিত হয়। তাহারা ঐ প্রার্থনায় এই সকল যুক্তি দেখান্ যে ইস্তাহার দিয়া জমীদারি বিক্রয় করিবার নিয়ম হইলে ঐ জমীদার বন্ধকধারিদিগের এবং মহাজনের ও পত্তনিয়াদারদিগের এবং গবর্ণমেণ্টের পক্ষে লাভ হয় আর তাহাতে জমীদারির অধিক মূল্য সম্ভাবনায় টাকার দাদন হওয়াতে কৃষি কর্ম্মের উপকার হয়। ভূম্যধিকারি সভার অধ্যক্ষ মহাশয়রা যে ২ কারণ দর্শাইয়াছেন সে সকলই যুক্তিসিদ্ধ এবং মনোনীত বটে কেবল পত্তনিয়াদারের বিষয়ে আমরা ঐক্য হই না, কারণ ১৫ দিন অথবা ২১ দিন পুর্ব্বে ইস্তাহার দিয়া জমীদারি বিক্রয়ের নিয়ম হইলেও ক্রয় কর্ত্তাদের নূতন বিক্রয়ের আইনানুসারে পত্তনিয়াদারের পাট্টাপত্র না মঞ্জুর করণের ক্ষমতা নিবারণের কোন উপায় দেখি না। ঐ আইন প্রচলিত হইলে মান্য ও সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারিরা জমীদারি ক্রয় করিতে পারেন কিন্তু আমরা যেরূপ জানি এবং শুনিতেছি তাহাতে আমাদিগের বোধ হয় তাঁহারা পত্তনিয়াদার-দিগের বিষয়ে মনোযোগ করিবেন না কারণ আইনানুসারে পত্তনিয়ারকে বহিষ্কৃত করিবার ক্ষমতা আছে এবং তাহাতে তাঁহাদিগের বিলক্ষণ লাভ সম্ভাবনা।

নূতন বিক্রয়ের আইনদ্বারা সটীক সংবাদ না দিয়া যে সকল জমীদারি অল্পমূল্যে বিক্রীত হইয়াছে ভূম্যধিকারি সভা তাহার এই হিসাব দিয়াছেন যে ১৮৩৯।৪০ শালে সদর জমার উপর শতকরা ৩১০ টাকা মূল্যে জমীদারি বিক্রীত হইতেছে, ১৮৪০।৪১ শালে শতকরা ৪৩৯ টাকাতে বিক্রয় হইয়াছে, এবং ১৮৪১।৪২ শালে যখন উক্ত আইন প্রকাশ

হয় তখন শতকরা ২৬৪ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে। এই হিসাব কেবল চব্বিশ পরগণার কি নিম্ন বাঙ্গালার সকল প্রদেশে ইহার বিশেষ আমরা বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু ইহা সুস্পষ্ট জানা যাইতেছে যে নির্দ্ধারিত দিবসে খাজনা দাখিল না হইলে অধিক সংবাদ না দিয়া অকস্মাৎ জমীদারি বিক্রয়ের নিয়মে অনেক উৎপাত ঘটে অর্থাৎ জমীদারি বন্ধক রক্ষকের ক্ষতি হয় ক্রেতারা মূল্যের টাকা সংগ্রহ করিতে পারে না এবং বিক্রেয় বিষয়ের অংশিরা ক্রয় করিতে অবকাশ পান না সর্ব্বদা নিলাম না করিয়া ভূম্যধিকারি ভাগ্যবন্ত লোকদিগকে রক্ষা করা গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত বটে অতএব আমরা অনুমান করি ভূমাধিকারি সভার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইয়া তাহাদিগের ঐ প্রস্তাব বিবেচিত হইতে পারিবেক।

## খ্রীষ্টিয়ান অবজারবার এবং এতদ্দেশীয় শিক্ষিতগণ

১৭মে ১৮৪৩। ২য় খণ্ড ১৫ সংখ্যা

শ্রীযুত বেঙ্গাল স্পেকটেটর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

হে মহাশয়,

মে মাসীয় খ্রীষ্টিয়ান অবজারবরের নিম্নলিখিত কতিপয় পংক্তি পাঠে আমি অতিশয় চমৎকৃত হইয়াছি এবং আমার কিঞ্চিৎ ক্রোধও জন্মিয়াছে কারণ তাহাতে শিক্ষিত হিন্দুদিগের মিথ্যা কুৎসা লিখিত হইয়াছে। ফোর্ট গ্লষ্টর স্থলে যে প্রকার শিল্প বিদ্যার শিক্ষা প্রদান হয় তদ্বিষয়ে বক্তৃতা করত উক্ত পত্রসম্পাদকগণ কহিয়াছেন যে "কলিকাতার কলেজ এবং স্কুল হইতে যাহারা কৃতবিদ্য হইয়া বহির্গত হন তাঁহাদিগের মধ্যে শত ২ লোকের দ্বারা এই কথা ভয়ানকরূপে সপ্রমাণ হইতেছে, ভারতবর্ষীয় লোকদিগের এবং ভারতবর্ষের বন্ধুগণের মনে তাহাদিগের মধ্যে অনেক ব্যক্তি এই প্রত্যাশা উপস্থিত করেন যে তাঁহারা পরিশ্রম পূর্ব্বক কৃতিত্ব প্রকাশ করণের দৃষ্টান্তস্থল হইবেন, কিন্তু কিয়দ্দিন পরে তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টি করিলে এই বোধ হইবেক যে তাহাদিগের চক্ষুর জ্যোতিঃ নষ্ট হইয়াছে এবং বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা গিয়াছে এবং বিদ্যোপার্জ্জন করিয়াও বিবেচনা ও পরিশ্রমাভাবে কুপথগামী হইয়া কেবল ইন্দ্রিয়বশবর্ত্তী হইয়াছেন অথবা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া কর্ম্মদক্ষতা ও প্রাখর্য্যতা এবং অভিমান প্রকাশ করিতেছেন এবং অনেক স্থলে লোকের দুঃখদায়ক হইয়া মুদ্রা গ্রহণে রত হইয়াছেন"। একপ্রকারে ঐ পত্রে এতদ্দেশীয় শিক্ষিত হিন্দুগণ যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের কাজে নিযুক্ত আছেন ও যাঁহারা নাই কাহাকেও পরিত্যাগ না করিয়া তাবতের নিন্দা লিখিত হইয়াছে, ঐ সম্পাদকেরা সকল ব্যক্তিকে প্রখর, দক্ষ ও অভিমানী বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন ইহাতে সম্পাদক পাদরি সাহেবদিগের নিজের নম্রতা কিঞ্চিন্মাত্র প্রকাশ হয় নাই, যদি এদেশের লোকেরা প্রখর, দক্ষ, ও অভিমানী হয় তথাপি খ্রীষ্টিয়ান অবজারবরের স্বদেশীয় লোক ও ভ্রাতৃগণ হইতেই ইহারা ঐ বিষয়ের উপদেশ পাইয়াছেন,

বাস্তবিক ইহাঁরা এপর্য্যন্ত পশ্চিম ভূখণ্ডীয় উপদেষ্টৃগণের ন্যায় ঐ সকল গুণে নিপুণ হন নাই। হে সম্পাদক মহাশয়, এতদ্দেশীয় লোকদিগকে অভিমানী বলিয়া নিন্দা করণে ইউরোপীয়-দিগের নির্লজ্জতা, এতদ্দেশ জয়ের গর্ব্ব এবং ঐশ্বর্য্যভোগ মত্ততা প্রকাশ মাত্র, এদেশের দীন প্রজাগণ স্বীয় শারীরিক দৌর্ব্বল্যজ্ঞানে নম্র হইয়া পরাক্রমি জয়কর্ত্তাদের নিকট সামান্য মর্য্যাদা এবং সদ্ব্যবহার মাত্র প্রার্থনা করেন, যাহা খৃষ্টের মতাবলম্বিদিগের নিকট মনুষ্য ভাবাপন্ন সকল লোকেই পাইতে পারেন, অথচ সম্পাদক পাদরি সাহেবেরা ইহাকে অভিমান বলিতেছেন; ঐ লেখকেরদের প্রথমতঃ আপন গৃহে দৃষ্টি করা উচিত, তাঁহাদিগের ধর্ম্ম-স্থাপকের জীবনাবস্থায় যে সকল নম্রতা ও সুশীলতা প্রকাশ হইয়াছিল তাহার কোন চিহ্ন আপনাদিগের মধ্যে দেখিতে পাইবেন না, অগ্রে তাহারা আপনাদিগের চক্ষুর উপরে যে বৃহৎ কাষ্ঠ ঝুলিতেছে তাহা দূর করুন পরে অন্যে চক্ষুর তিল প্রকাশ করিবেন।

অপর উক্ত সম্পাদকেরা গবর্ণমেন্টের কর্ম্মে নিযুক্ত এতদ্দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে অনেকে পরদ্রোহী হইয়া মুদ্রা আকর্ষণ করেন এই এক অপবাদ লিখিয়াছেন কিন্তু ইহা নিতান্ত অলীক ও মিথ্যা গ্লানিমাত্র, অতএব যাহারা ওই অপবাদ দিয়াছেন কেবল তাঁহাদিগেরি অভদ্রতা খ্রীষ্টিয়ানত্বের হানি হইতেছে আর তাঁহাদিগের পাদরিত্বের প্রতি ইহা যে গ্লানিকর হয় তাহা আমরা বলিতে চাহি না, এক্ষণে আমি তাঁহাদিগের ভদ্রতার প্রতি সম্বোধন করিয়া এই কহিতে হয় তাঁহারা ঐ অপবাদ সপ্রমাণ করুন, নতুবা তাঁহাদের দেশ ঈশ্বরাজ্ঞার মধ্যে নবম আজ্ঞা লঙ্ঘন জন্য তাঁহারা যে দোষগ্রস্ত হইয়াছেন সেই দোষ স্বীকার করুন।

ভবদাজ্ঞাবর্ত্তিনঃ
কস্যচিদেতদ্দেশীয়স্য

## নগরীয় কার্য্য এবং শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল

### ১ জুন ১৮৪৩। ২য় খণ্ড ১৭ সংখ্যা

শ্রীযুত বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

হে মহাশয়।

কলিকাতার বসতিমান লোকের নগরী কার্য্য নির্ব্বাহার্থক সভার বৈঠকে নগরীয় কার্য্য সম্পাদনের নিয়ম স্থির করণার্থে যে কাল অবধারিত হইয়াছিল তাহা অতীত হইয়া যাওয়াতে উক্ত সভার অনররি সেক্রেটরি শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল গত মাসের ১৯ তারিখের মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের সাপ্তাহিক বৈঠকে উপস্থিত হইয়া উদ্বেগের সহিত কহিয়াছিলেন যে এতন্নগর নিবাসি ইউরোপীয় এবং অন্যান্য মহাশয়েরা যে পর্য্যন্ত কমিটীর সাহায্য না করেন সে পর্য্যন্ত তৎসংক্রান্ত আর অধিক বৈঠক করণে ফল নাই কেননা ঐ

কমিটীর পূর্ব্ব বৈঠক কেবল কএক জন বালক ও যুবা লইয়া হইয়াছিল এবং তৎসময়ে কতিপয় হিন্দু কালেজের ছাত্রেরা উপস্থিত হইয়া কার্য্যে বাধা জন্মাইয়াছিলেন তাঁহারা কেবল মেজে চাপড় মারিয়াছিলেন মাত্র।

এতৎ শ্রবণে মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা উক্ত বাবুকে এই আদেশ করিলেন যে তিনি যাহা মৌখিক কহিলেন তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রিপোর্টের ন্যায় তাঁহাদিগের নিকটে উপস্থিত করিবেন। যাহা হউক উক্ত সেক্রেটরি মহাশয়ের এতদ্রূপ রিপোর্ট প্রস্তুত করণের পূর্ব্বে আমরা তাঁহাকে এই বলি যে তিনি পোলিসের ঘরে দ্বিতীয় বৈঠক অবধি যে ২ বৈঠক হইয়াছিল এবং তাহাতে যে ২ কর্ম্ম হইয়াছে তাহা বিলক্ষণরূপে বিবেচনা করিয়া দেখুন এবং স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়া কহুন যে হিন্দু কালেজের শিক্ষিত কতিপয় বালকেরা কমিটীর কার্য্যের ব্যাঘাত কি প্রকারে করিয়াছিলেন। অপর তিনি কহিয়াছেন যে হিন্দু কালেজের বালকেরা মেজে চাপড়াইয়াছেন মাত্র আর কিছু কর্ম্ম করেন নাই, ইহা অতি অপ্রমাণ্য উক্ত কমিটীর সংক্রান্ত যতবার বৈঠক হইয়াছিল তাহার প্রথমবারের বৈঠক ভিন্ন সকল বৈঠকে আমি উপস্থিত ছিলাম কিন্তু কালেজের বালকেরা যে মেজে চাপড়াইয়াছে ইহা আমি দেখি নাই; আর যদিও তাহাদিগের মধ্যে কেহ আহ্লাদিত হইয়া বা স্বীয়াভিপ্রায় ব্যক্ত করণাশয়ে মেজে থাবড়া মারিয়া থাকেন তাহাতেই যে বৈঠকের কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মিল ইহাই বা কিরূপে বিবেচনা সিদ্ধ হইতে পারে, তবে যে বৈঠকে অল্পলোকের সমাগম হইয়াছিল তাহার কারণ এই যে ঐ ২ বৈঠক হইবার সংবাদ অনেকে প্রাপ্ত হন নাই; একথাও গত বৈঠকে এতদ্দেশীয় কোন মহাশয় উত্থাপন করিয়াছিলেন। অপর ব্যক্ত আছে যে এতন্নগরস্থ হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে অনেকে ইংলণ্ডীয় সংবাদপত্র পাঠ করেন নাই অতএব উক্ত বৈঠকের তাৎপর্য্য ও নির্দ্ধারিত দিবস কি ধারাতে কমিটীর লোকদিগকে জানাইয়াছেন! যাহা হউক ইহাতে যে ক্রটি হইয়াছে তাহা কমিটীকে আপন শিরে লইতে হইবেক। অপর উক্ত সেক্রেটারি কহিয়াছেন যে উক্ত বৈঠকে কেবল কতকগুলিন বালক ও যুবা একত্রিত হইয়াছিলেন একথার ভাব আমি সুন্দররূপে বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই, উক্ত বৈঠকে যাহারা ২ উপস্থিত হইয়াছিলেন তন্মধ্যে অনেকে যে প্রাপ্ত ব্যবহার এবং তাহাদিগের বুদ্ধির পরিপক্কতা ও প্রগাঢ়তা জন্মিয়াছে ইহা অনেকে স্বীকার করিতে পারেন।

যাহা হউক, আমি বোধ করি যে অনরারি সেক্রেটরি মহাশয় কর্ত্তৃক যাহা উক্ত হইয়াছে তাঁহার মনের স্থিরতার সহিত নহে এবং তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমি এক্ষণে এই ভিক্ষা চাহি যেন পোলিসে রিপোর্ট পাঠাইবার সময় পূর্ব্বের কথা সকল সুন্দররূপে বিবেচনা করিয়া দেখেন এবং কমিটির অন্যান্য মহাশয়দিগের সহিত পরামর্শ করিয়া তদ্বিষয় ধার্য্য করেন।

## সাধারণের অপকারজনক ব্যাপার। ১ জুন ১৮৪৩। ২য় খণ্ড ১৭ সংখ্যা

শ্রীযুত বেঙ্গাল স্পেকটেটর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

হে মহাশয়,—গবর্ণমেণ্ট এবং এতন্নগরস্থ ব্যক্তিরা বহুকালাবধি এই বাঞ্ছা করিতেছেন যে এতন্নগর উত্তমরূপে পরিষ্কৃত থাকে এবং ইহার মধ্যে দুর্গন্ধি ও পীড়াকর ময়লা না থাকিতে পারে, সম্প্রতি এতন্নগরস্থ জনগণেরা নগর রক্ষণাবেক্ষণের কার্য্য আপনাদিগের হস্তগত করিবেন আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন তদ্বিষয়ক কার্য্য কি পর্য্যন্ত সম্পন্ন হইল এখন তদনুসন্ধানের উপযুক্ত সময় নহে।

গোময়াদি অপবিত্র এবং পচা দ্রব্য যাহা পথের পার্শ্বে লোকেরদের বাটীর বা অশ্বশালাদির সম্মুখে প্রতিদিন রাখা গিয়া থাকে তাহা স্কেবেঞ্জরের গাড়িতে বোঝাই হইয়া সহরের মধ্যে স্থানান্তরে নিক্ষিপ্ত হয় কিন্তু সহর পরিষ্কার রাখনের নিমিত্তে এ রীতি অস্মাদাদির বিবেচনায় উৎকৃষ্ট বোধ হয় না যেহেতু তদ্দ্বারা সহরের একস্থান পরিষ্কার হইয়া অন্যস্থান অপরিষ্কৃত হয় অতএব সহরের ময়লা সহরের বাহিরে কিঞ্চিদ্দূরে কোন পতিত ভূমিতে নিক্ষিপ্ত করা ভাল কিন্তু তাহা হয় না।

কিয়ৎ সপ্তাহাবধি শোভাবাজারস্থ কোন এক স্থানে ময়লা এবং পচা দ্রব্যাদিতে পরিপূর্ণ বহুসংখ্যক স্কেবেঞ্জারের গাড়ি প্রায় প্রতিদিন আসিতেছে এবং তদন্তর্গত ময়লা সমস্ত ঐ স্থানে নিক্ষিপ্ত হইতেছে, রাশি ২ ময়লা ঐ স্থানে জড় হওয়াতে তৎস্থানস্থ বায়ু অতিশয় দুর্গন্ধি ও লোকেরদের অস্বাস্থ্যদায়ক হইয়াছে উক্ত স্থানের সংলগ্ন বা নিকটবর্ত্তি স্থানে মক্ষিকার এমত বৃদ্ধি হইয়াছে যে তৎস্থানস্থ লোকেরা পাখার বাতাস ব্যতিরেকে আহারীয় দ্রব্য ভক্ষণ করিতে পারেন না। অসম্পন্ন ব্যক্তিরা প্রায় ভোজনান্তে প্রতিদিন বমন করে এক্ষণে ঐ স্থানের দশা এ পর্য্যন্ত হইয়া উঠিয়াছে বোধ হয় আগামি বর্ষায় আরো কদর্য্য হইবেক।

আমরা জ্ঞাত হইয়াছি যে শোভাবাজার অঞ্চলের স্কেবেঞ্জর সাহেব ঐ জায়গার গর্ত্ত ময়লা মাটির দ্বারা ভরাট করিয়া উচ্চ নীচাদি সমান করিয়া দিতে স্বীকার করিয়াছেন এবং তদুপলক্ষে জায়গার কর্ত্তার নিকট পারিতোষিক পাইবেন। যাহা হউক, ব্যক্তি বিশেষের কিঞ্চিৎ লাভের নিমিত্তে অনেক যন্ত্রণা পাইতেছেন।

হে সম্পাদক বঙ্গীয় ভাষায় অনুবাদ সহিত এতৎ ক্ষুদ্র পত্রিকা আপনকার সমীপে প্রেরণ করিতেছি এতদ্বিষয়ে আপনকার পত্রে উদিত করণে যদি কোন হানি না থাকে তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিলে বাধিত হইব কিমধিকমিতি।

কলিকাতা। ভবদাজ্ঞাবর্ত্তিনঃ।

২২ মেং ১৮৪৩। কস্যচিদেতন্নগর বাসিনঃ

## নগরীয় কার্য্য এবং বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল

৮ জুন ১৮৪৩। ২য় খণ্ড ১৮ সংখ্যা।

শ্রীযুত বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর সম্পাদক সমীপেষু।

হে মহাশয়,—আপনকারগত সপ্তাহের পত্রে শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ মতিলালকে বিলোডোন করিয়া যৎকিঞ্চিৎ লিখিয়াছিলাম, উক্ত বাবু বর্ত্তমান জুন মাসের প্রথম দিবসীয় পোলিসের মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের সাপ্তাহিক বৈঠকে নগরীয় কার্য্যবিষয়ক রিপোর্ট সমর্পণ করিয়াছেন, অনুমান হয় বাবু রিপোর্ট প্রস্তুত করণ সময়ে আপন নাসিকায় চশমা লাগাইয়া এবং আপন লম্বোদরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া প্রয়োজন মতে অভিনব উদাহরণ ও পোষকতাদি-দ্বারা লিপি প্রস্তুত করিয়া থাকিবেন। উক্ত রিপোর্ট ঐ বাবু উদ্বেগের সহিত লিখিয়াছেন এমত চিহ্ন পাওয়া যায় অতএব চিকিৎসকেরা বাবুকে উদ্বেগনাশক ঔষধ দিলে ভাল হইত। হিন্দু কালেজের কতিপয় বালকদিগের মেজ চাপড়াইয়া সভায় জনতা করণের এবং নগরীয় কার্য্য নির্ব্বাহার্থক কমিটীর কর্ম্মে বাধা জন্মাইবার কথা যাহা তিনি পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেট সাহেব-দিগের সম্মুখে অপরামর্শপূর্ব্বক খেদ করিয়া কহিয়াছিলেন তাহার কোন প্রসঙ্গ তাহাতে নাই, আমার নিঃসন্দেহরূপে বোধ হয় যে উক্ত বাবুর হিন্দু কালেজের ছাত্রেরদের প্রতি যে অভিপ্রায় ছিল তাহা পুনর্ব্বিচার ও বিবেচনারূপ ভৌতিক মন্ত্রের দ্বারা নষ্ট হইয়াছে এবং যথার্থতা প্রকাশ হইয়াছে সুতরাং ঐ সকল বালকগণ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আর যুদ্ধ করিবেন না, যাহা হউক, প্রতি কার্য্যে এবম্প্রকারে দ্বিগুণ লাভ হইলে সংসারের কার্য্য উত্তমরূপে চলিতে পারে। অপর উক্ত বাবু অনররি সেক্রেটরির পদত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন উক্ত কার্য্য হইতে যে এককালে নিবৃত্ত হইবেন এ মত আমরা মনেও করি না। তাঁহার উক্ত কার্য্য হইতে অবসর লওনের আকাঙ্ক্ষার কারণ এই যে নগরীয় কার্য্য বিষয়ক বৈঠক টৌনহালে সমৃদ্ধি পূর্ব্বক হইয়াও কোন ইউরোপীয় মহাশয় তৎকমিটীর সংশ্লিষ্ট হয়েন নাই যে স্থানে বক্তৃতার ভূষণার্থে বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেবীরা চিরকালাবধি অলঙ্কার যোগাইয়া আসিতেছেন; যাহা হউক ইহা খেদের বিষয় বটে; কিন্তু সম্যক প্রকারে কার্য্য নির্ব্বাহের চেষ্টা না দেখিয়া পদ পরিত্যাগ করাতে অজ্ঞতা প্রকাশ মাত্র। প্রথমতঃ পোলিস ঘরে যে প্রকারে উক্ত কমিটী মহাশয়দিগের বৈঠক হয় তদ্দ্বারা ইউরোপীয় এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়ান মহাশয়েরা মনে করিয়া থাকিবেন যে ঐ বৈঠক কেবল এতদ্দেশীয়দিগের নিমিত্তে হইয়াছিল এবং আমার অনুমান হয় তাহাদের মনে এই সংস্কার অনেক দিন থাকিবেক। ইউরোপীয়-দিগের মধ্যে কেবল রেম্ফ্রে সাহেব উক্ত কমিটীর শেষের দুই বৈঠকে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং নগরীয় কার্য্য সুধারা করণের নিমিত্তে তাঁহার উৎসাহ অদ্যাপি আছে, আমি অনুমান করি এতদ্দেশীয় কতিপয় মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধ প্রযুক্ত উক্ত সাহেব প্রথমবারের কমিটীর বৈঠকেতে অধিষ্ঠান হইয়াছিলেন অতএব ঐ প্রকারে যদি অন্যান্য পারগ এবং

দূরদেশী ইউরোপীয় মহাশয়দিগের আহ্বান হইত তবে ঐ ব্যাপারে ক্ষোভের বিষয় থাকিত না, যাহা হউক নগতস্যানুশোচনা, কিন্তু এখনও উপায়ের পথ আছে, অতএব পোলিসের মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগকে সেনাপতি করিয়া পুনর্ব্বার নগরীয় কার্য্যের যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইয়া যাউক, নতুবা পীড়াদায়ক কারণ সকলকে বলবান রাখিয়া ভেষজ সেবনে রত হইতে হইবেক।

ভবদাজ্ঞাবর্ত্তিনঃ কস্যচিৎসাক্ষিণঃ

## কুলিদিগের দেশান্তর প্রেরণ। ১৭ অক্টোবর ১৮৪৩। ২য় খণ্ড ৩৫ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

কুলিদিগের দেশান্তর প্রেরণের প্রথা ভারতবর্ষীয় দীন দরিদ্র ও মূর্খ লোকদিগের পক্ষে বিশেষ যন্ত্রণার কারণ হইয়াছে ইহা প্রায় সর্ব্বসাধারণে কহিয়া থাকেন। ইংলণ্ডের প্রিবি কৌন্সেলের আজ্ঞানুসারে গবর্ণমেন্ট যৎকালীন কুলিদের দেশান্তর প্রেরণবিষয়ক আইন করেন তখন তাহাদিগের উপর অত্যাচার নিবারণের ও সুন্দররূপে রক্ষণাবেক্ষণের অনেক উপায় করিয়াছিলেন, আমাদের বোধ হয় এক্ষণে অত্যাচার বারণের কতক উপায় লুপ্ত হইয়াছে অথবা কুলিদিগকে পথে লইয়া যাইবার বিধি ও মরিসস উপদ্বীপে তাহাদের সহিত ব্যবহার করণের নিয়ম সকল প্রকৃতরূপে ব্যবহৃত হয় না।

মেষ্টর মিলর নামক কোন ভদ্রব্যক্তি এতদ্বিষয়ের একটা অতি গর্হিত দৃষ্টান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ মহাশয় কতিপয় আত্মীয় সমভিব্যাহারে বুটানিক উদ্যানে গমনকালীন দেখিলেন একজন লোক গঙ্গার জলে ভাসিতেছে এবং তাহাকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত কোন চেষ্টা হইতেছে না, তিনি আপনার নৌকার নাবিককে জিজ্ঞাসা করাতে শুনিলেন যে ঐ ব্যক্তি কুলি, উহারা জলে পড়িলে কেহ আশ্রয় দেয় না; সাহেব ঐ বাক্য শ্রবণ মাত্রে ত্বরায় ঐ কুলির নিকট নৌকা লইয়া যাইতে কহিলেন কিন্তু তাঁহার নৌকা তথায় উপস্থিত হইবার অগ্রে একজন জেলিয়া ঐ কুলিকে তুলিল অনন্তর সাহেব জেলিয়ার নৌকার নিকট যাইয়া উহাকে আপনার নৌকায় লইলেন, ইতিমধ্যে আর একজন কুলি জাহাজ হইতে জলে পড়িল, ঐ জাহাজ মিলর সাহেবের নিকটে ছিল তাহার কর্ম্মকারিরা কুলিদিগের ব্যাপার স্থির হইয়া দেখিতেছিল মেং মিলর জাহাজের নিকটবর্ত্তী হইলেন তাহার কর্ম্মকারিরা ঐ কুলিকে দিতে কহিল কিন্তু সাহেব দিলেন না, মিলর সাহেব হরকরা সম্পাদককে যে পত্র লেখেন তাহাতে এই কহেন যে দ্বিতীয় কুলি পড়িবার সময় যখন তাহাকে তুলিবার কারণ তাহার হস্তে নৌকার দাঁড় দেওয়া যায় তখন সে পুনর্ব্বার কুলি ধৃতকারকদিগের হস্তগত হইবার ভয়ে শীঘ্র দণ্ড অবলম্বন করে নাই। মিলর সাহেব ঐ রূপে দুই জন কুলির প্রাণ রক্ষা করিয়া পোলিসের চিপ মাজিষ্ট্রেটকে পত্র লিখিলে সেখান হইতে এক জন সারজন আসিলেন এবং ঐ সারজন জাহাজস্থিত গমনানিচ্ছ কুলিদিগের পরিত্রাণকারকস্বরূপ

হইলেন, জাহাজের প্রায় ৪৫ জন কুলি তাঁহার নিকটে মুক্তি প্রার্থনা করিল সারজন তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া পোলিসে পাঠাইয়া দিলেন অবশিষ্ট যাহারা জাহাজে রহিল 'তাহারা আপনাদিগের দুঃখের বিষয় সারজনকে জানাইল তাহাদের মধ্যে অনেকে পীড়িত ছিল।

যাহারা স্বেচ্ছাক্রমে যাইতে উদ্যত হইয়াছিল তাহারাও উক্ত সাহেবের নিকট আত্মদুঃখ নিবেদন করিয়াছিল ইহাতে বোধ হইতেছে অতিশয় যন্ত্রণা এবং তাড়নার ভয়েই তাহারা ঐ কর্ম্ম স্বীকার করে।

জাহাজ হইতে মুক্ত কুলিরা পোলিসের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে যেরূপ জোবানবন্দি দিয়াছে তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে দফাদারেরা তাহাদিগকে ভুলাইয়া গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করত বিবিধ প্রকারে তাড়নাদি করে। কুলিদিগকে যে প্রকার অত্যাচার করিয়া ধরিয়া আনে তাহার রিপোর্ট ১০ তারিখের হরকরা পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল ষ্টার সম্পাদক মহাশয় আপনার ১৩ তারিখের পত্রে উক্ত রিপোর্টে লিখিত কুলিদিগের জোবানবন্দির সত্যতার প্রতি সন্দেহ করিয়াছেন তাঁহার সন্দেহের কারণ এই যে সকলে এক কথা কহিয়াছিল, কিন্তু সম্পাদক মহাশয় যদ্যপি ১১ তারিখের হরকরাতে মিলর সাহেবের পত্র পাঠ করিতেন তবে ঐ অসৎ কর্ম্মের পক্ষ হইতেন না এবং তজ্জন্য তাঁহাকে অপ্রতিভ হইতে হইত না। হরকরা সম্পাদক কুলিদিগকে ছল ও বলপূর্ব্বক ধৃত করণের বিষয়ে যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহা মিলর সাহেবের পত্রদ্বারা স্পষ্টরূপে সপ্রমাণ হইতেছে ঐ পত্রে দেখা যাইতেছে যে উক্ত সাহেব যখন পোলিসের সারজনের সহিত জাহাজের নিকটে যান তখন প্রায় ৫০ জন কুলি জাহাজ হইতে নামিয়া তাঁহার বোটে আসিয়াছিল স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গমনোদ্যত কুলিদের মধ্যেও অনেকে কহিয়াছিল যে তাহারা প্রায় ২৫ দিন পর্য্যন্ত ক্লেশ ভোগ করিতেছে; বিমুক্ত কুলিদিগের মাজিষ্ট্রেটের নিকট এক প্রকার জোবানবন্দি বলিয়া ষ্টার সম্পাদক সন্দেহ করেন কিন্তু তাহাদিগের জোবানবন্দি বস্তুতঃ এক প্রকার হয় নাই. তাহারা যে ২ বিষয় করিয়াছে তাহার মধ্যে বিশ্বাস না করা যায় এমত কোন কথা নাই। ঐ সকল কুলিরা যে প্রকার বন্দোবস্তে মরিসসে যাইতে স্বীকৃত হইয়াছিল তাহাতে যদি লভ্য থাকিত তবে রাজীনামা অস্বীকার করিয়া ৫০ জন কুলি জাহাজ হইতে পলায়ন করিয়া আসিত না।

উক্ত বৃত্তান্ত শ্রবণে আমাদিগের বোধ হইতেছে কুলির বাণিজ্য আইনানুসারে হইলেও সম্পূর্ণরূপে অত্যাচারের নিবারণ হয় না; পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন, মিলর সাহেব যদি না থাকিতেন তবে যে দুই জন কুলি জলে পড়িয়াছিল তাহাদের এবং তৎসঙ্গি কুলিদের কি দশা হইত!

ঐ বিষয়ে উক্ত ব্যতিরিক্ত আরো অন্যায় আছে, কুলির এজেন্ট সাহেব দফাদারদিগকে এক ২ পরোয়ানা দিয়াছেন তাঁহার অভিপ্রায় এই যে তাহারা যখন কুলিদিগকে রাজী করিবে তখন কেহ কিছু না বলিতে পারে কিন্তু দফাদারেরা মফঃসলে যাইয়া ঐ পরোয়ানার

বলে প্রায় সর্ব্বসাধারণ লোককে ধৃত করত তাহাদের উপর দৌরাত্ম্য করে এবং কোন ভদ্রলোক কিঞ্চিৎ না দিলে তাহাকে ধরিবার উপক্রম করে, আমাদের অনুমান হয় গবর্ণমেণ্ট যদি ঐ পরোয়ানার মূল্য করিতেন তবে অনেক টাকা আসিত।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আপন কর্ত্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিদিগের আজ্ঞানুসারে যখন কুলিদিগের দেশান্তর গমন বিষয়ক আইন প্রচার করেন তখন তাঁহার বোধ হইয়াছিল যে ঐ আইন এবং তৎসমভিব্যাহৃত তালিকার অনুসারে কর্ম্ম হইলেই কুলিরা নিরাপদে পঁহুছিবেক এবং তাহাদের উপর অত্যাচার হইবেক না কিন্তু এ বিষয়ের অন্যায় সম্পূর্ণরূপে রহিত হয় নাই, ইহাতে মন্দ আছে কি না তাহার পরীক্ষারম্ভকালীন বিজ্ঞ ব্যক্তিরা যাহা কহিয়াছিলেন তাহাই হইতেছে এক্ষণে আমরা শুনিতে পাই দফাদারেরা নিরন্তর অসংখ্য লোক লইয়া আসিতেছে, অনুমান হয় এ বিষয়ে তাহাদের উপরিস্থ কর্ম্মকারক মহাশয়দিগের যোগ আছে, কি আশ্চর্য্য কলিকাতা নগরীতেই প্রকাশ্যরূপে দাসত্ব ব্যাপার হইতে লাগিল। কুলিদিগকে ছল বল পূর্ব্বক দেশান্তরে লইয়া যাওনের বৃত্তান্ত যদিও অন্য কোন সংবাদপত্রে প্রকাশ হয় নাই এবং ভুলাইয়া কত লোককে লইয়া গিয়াছে তাহার সটীক সমাচার পাইবার কোন উপায় নাই তথাচ মধ্যে ২ হরকরাপত্রে উক্ত বিষয়ের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তদ্দ্বারাই আমরা জানিতে পারিয়াছি যে কুলিদিগের উপর অধিক অত্যাচার হইতেছে; প্রজার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি গবর্ণমেণ্ট একপ্রকার অত্যাচার দেখিতেছেন তথাপি নিবারণের উপায় কেন না করেন এবং নগরীয় লোকেরাও একত্রিত হইয়া পরামর্শপূর্ব্বক গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর কেন না করেন; লার্ড বিশপ, ডাক্তার চারলস ক্লার্ক, এবং ডিকন্স সাহেব কি অজ্ঞানী ও নিরাশ্রয় সঙ্গি প্রজাগণের এরূপ স্বাধীনতা বিনাশ কালীন মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিবেন? আমাদের অনুমান হয় ইঁহারা মৌন হইবেন না, এই অত্যাচার বারণের উপায় অনুসন্ধানার্থ শীঘ্র একটা সভা হইবেক।

অর্থনীতি

**কয়লার আকর প্রকাশ ও এতদ্দেশীয়দিগের ব্যবসায়োৎসাহ। মে ১৮৪২। ২ সংখ্যা**

যেসকল ব্যক্তিরা এ দেশের বাণিজ্য বৃদ্ধির নিমিত্তে বাষ্পীয় জাহাজ দ্বারা দেশে ২ গমনাগমন করিতে উদ্যত তাহারা কয়লার খনি প্রকাশক কমিটির নির্দ্ধারিত ব্যাপার শ্রবণে অতিশয় আহ্লাদিত হইবেন এবং এতদ্দেশও বহুকালাবধি অতি প্রসিদ্ধরূপে স্বভাবত সম্পত্তি-যুক্ত অতএব ইহার গুপ্তধন প্রকাশিত হইলে বিবিধ প্রকারের লোকদিগের লাভ সম্ভাবনা। ইংরাজী ১৮৩৮ শালে নিম্ন লিখিত দেশ সকলের স্থানে ২ কয়লার আকর প্রকাশ হইয়াছে। যথা ১ বর্দ্ধমান, ২ চিলমেরি, ৩ ভাগলপুর, ৪ ব্রিড্‌জিধর, ৫ কলিঙ্গরের উপত্যকাভূমি, ৬ রাজমহল, ৭ বীরভূম এবং এজায় ৮ শ্রীহট্ট, ৯ আসামস্থ ধর্ম্মপুর, ১০ কায়াকফু, ১১ চিরাপুঞ্জি, ১২ কটক, ১৩ সেগুয়া, ১৪ পেলেমো, ১৫ কচ, ১৬ আসামস্থ সফরী নদী, ১৭ আসামস্থ নেমরূপ, ১৮ নর্ম্মদা, ১৯ সোহাঘর, ২০ সোতোগোর, ২১ মানপুর ২২ জবলপুর, ২৩ নাগপুরস্থ খণ্ডা, ২৪ টৌয়া, ২৫ হরিদ্বার, ২৬ আটক, ২৭ টিসা ও টিটস। নদী।

গত বৎসরের রিপোর্ট লিখে যে তানাসারামদেশে এবং আসাম, বর্দ্ধমান শ্রীহট্ট, কটক, রাজমহল, ও পালামান এই সকল দেশের অন্যান্য স্থানে অনেক খনি প্রকাশিত হইয়াছে ইহাতে আমারদিগের বোধ হয় ভবিষ্যতে এ বিষয়ের যে অনুসন্ধান হইবেক তাহাতেও এতদ্রূপ ফল হইতে পারে কিন্তু যদ্যপিও উক্ত প্রকারে বিবিধ আকর প্রকাশ দ্বারা এতদ্দেশে বাণিজ্যবৃদ্ধি ও অত্রস্থ ব্যক্তিদিগের যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞানোদয় হইয়া সভ্যতার সম্ভাবনা তথাপি বিশেষ উৎসাহ এবং উদ্যোগ ব্যতিরেকে অন্য উপকার হইবেক না।

এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের ছয়খান বাষ্পীয় জাহাজ প্রস্তুত আছে এবং তাহাতে প্রতিবৎসর ৯১০০০ মোন কয়লা ব্যয় হয়, তাহা বর্ত্তমান কয়লার কুঠী সকল দ্বারা নিষ্পন্ন হইতেছে কিন্তু গঙ্গার শাখা নদীতে ও অন্যান্য নদীতে বাষ্পীয় জাহাজের গমনাগমন আরব্ধ হইলে অধিক কয়লার প্রয়োজন হইবেক, ঐ জাহাজের একবার যাতায়াতে ২৫০০০ মুদ্রা লাভ হয় সুতরাং এতদ্দেশস্থ লোকদিগের ধন উক্ত বিষয়ে উত্তমরূপে খাটিতে পারে এতদ্রূপ কথনে আমার-দিগের এমত অভিপ্রায় নহে যে আমরা ধন প্রয়োগের সদুপায় প্রদর্শনে সক্ষম কিন্তু প্রধান তাৎপর্য্য এই যদি এদেশের কতিপয় ধনি ব্যক্তি আকরাদি প্রকাশ করণে প্রবৃত্ত হয়েন ও উত্তমরূপে তৎকর্ম্ম নির্ব্বাহ হয় তবে বিস্তর লাভের সম্ভাবনা এবং তদ্দ্বারা অন্যান্য লোকদিগের বাণিজ্যাদি কর্ম্মে উৎসাহ ও কর্ম্মকর্ত্তাদিগের জ্ঞানানুসন্ধানে যত্ন আর দেশের সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গল হইতে পারে।

ইংরাজী ১৮৪১ শালের ডিসেম্বর মাসীয় সিবিল ইঞ্জিনিয়র ও আর্কিটেক্‌টিটের জরনেলে

গত ত্রিংশতি বৎসরে এ দেশে যে সকল রাস্তা ও খাল নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার বৃত্তান্ত পাঠে বোধ হইল যে পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে দেশান্তরে গমনাগমনের কিঞ্চিৎ সুযোগ হইয়াছে অতএব তদ্বিষয়ে অধিক সদুপায় হইলে তদ্দ্বারা বাণিজ্যের বৃদ্ধি ও দেশের উন্নতি হইবেক।

ভারতবর্ষস্থ ভিন্ন ২ দেশের মৃত্তিকা জল বায়ু ও খনি প্রভৃতি নানা প্রকার প্রযুক্ত কোথায় কোন প্রকার শস্য অত্যল্প কোথায় বা অধিক উৎপন্ন হইয়া পরস্পরের সেই ২ সামগ্রীর অভাব হয় কিন্তু উদ্বৃত্ত দ্রব্যাদির বিনিময় হইলে ঐ অপ্রতুল নষ্ট হইতে পারে এবং যদ্যপি সময়ের গতি এক প্রকার হইত তবে রাস্তা ও খালের দ্বারা তৎকর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতে পারিত ফলত জলপ্লাবন ও অন্যান্য কারণে কোন স্থানে সুভিক্ষ কোথায়ো বা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে অন্য কোন উপায় দ্বারা শীঘ্র আহারীয় দ্রব্যাদি প্রেরিত হইতে পারে না ও ত্বরায় দেশান্তর গমনাগমনে বিস্তর উপকার সুতরাং এই সকল কারণে বাষ্পীয় জাহাজের অতি প্রয়োজন অতএব আমরা আশ্বাস করি যে এতদ্দেশীয় লোকেরা উক্ত বিষয়ে যত্নবান্ হউন এবং ধনবৃদ্ধি ও দেশের মঙ্গলার্থে আপাতত কতিপয় ব্যক্তি কয়লার কুঠী ও বাষ্পীয় জাহাজ নির্ম্মাণ ও তদ্ব্যবহার করণে প্রবৃত্ত হউন।

## পারঘাটার জমার উপস্বত্ব। আগষ্ট ১৮৪২। ৬ সংখ্যা

সম্প্রতি ভারতবর্ষের সুপ্রিম গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশের পারঘাটার জমা এবং তদুৎপন্ন উপস্বত্বের বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিতেছেন এবং তদ্বিষয়ে যে কতিপয় নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে এদেশের আপামর সাধারণ লোকেরা পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। আর রাজকীয় সমাচার পত্র দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে পারঘাটার রাজস্ব কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে বাঙ্গালা ও বেহার প্রদেশের নানা স্থানে উক্ত নিয়মানুসারে এক ২ কমিটী স্থাপিত হইয়াছে।

ইংরাজী ১৮২৬ শালের ১৯ আইনে পারঘাটার রাজস্বের বিষয় প্রথম নির্দ্ধারিত হয় এবং উক্ত আইনানুসারে তদ্বিষয়ের কর্ত্তৃত্বভার তত্তৎ প্রদেশের কালেক্টরদিগের উপর সমর্পিত ছিল কিন্তু ১৮২৯ শালের ৬ আইন দ্বারা ঐ আইন রহিত হইয়া তদুৎপন্ন উপস্বত্ব যে ২ বিষয়ে ব্যয় হইবেক তাহার নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক তদ্বিষয়ের সমুদায় কর্ত্তৃত্বভার মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের প্রতি অর্পিত হইয়াছে।

উক্ত আইনদ্বারা আরো নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এক পোলীসের সংস্থাপন, সুন্দররূপে তৎকর্ম্ম নির্ব্বাহ, পথিক লোকদিগের রক্ষণাবেক্ষণ, বাণিজ্যাদি সুগম ও সৈন্যদিগের শীঘ্র দেশান্তর প্রেরণ ইত্যাদির সদুপায়ার্থে পারঘাটার উপস্বত্ব ব্যয় হইবেক; এবং ঐ আইনে লেখে "যে পর্য্যন্ত উপরি লিখিত বিষয় সকল সম্পন্ন না হয় তাবৎ উক্ত বিষয়ের উপস্বত্বের টাকা সরকারে জমা হইবেক না এবং যদি অধিক লাভ হয় তবে প্রথমে তদ্দ্বারা ঐ সকল

কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইবেক পরে অবশিষ্ট টাকা সাধারণ উপকার জনক কর্ম্মে অর্থাৎ রাস্তা, নর্দ্দমা, সেতু ইত্যাদির নির্ম্মাণ ও মেরামতে ব্যয় করা যাইবেক"।

প্রায় ২৪ চব্বিশ বৎসর গত হইল উক্ত নিয়ম প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যে তদনুসারে সমুদয় কার্য্য করিয়াছেন ইহা কহা যায় না। যদ্যপিও এই কালের মধ্যে কোন ২ প্রদেশের কর্ম্মদক্ষ বিজ্ঞ মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা উদ্যোগী হইয়া ঐ উপস্বত্ব হইতে স্ব ২ অধিকার মধ্যে রাস্তা সেতু প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং অধিকাংশ মফঃসলের নগর মাজিষ্ট্রেটেরা ও ঐ সকল কার্য্য অনেক করিয়াছেন, যাহা এক্ষণে তাঁহারদের সম্মানের চিহ্নস্বরূপ জাগরূক আছে; তথাপি ক্রমে ২ উক্ত বিষয়ের উপস্বত্ব বৃদ্ধি হইয়া অনেক টাকা সরকারে জমা হইয়াছে। সম্প্রতি অবগত হইলাম যে উপরি উক্ত আইনে উল্লেখিত সাধারণ মঙ্গল-জনক বিষয়ের কল্পিত প্রতিবন্ধক নিবারণ করিয়া ঐ আইনের যথার্থতা স্থাপনার্থে নূতন নিয়ম হইয়াছে; ইহাতে আমাদিগের গবর্ণমেণ্টকে যথোচিত সম্মান প্রদান পুরঃসর সন্তুষ্ট হওয়া উচিত।

উক্ত বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মনস্থ ও প্রজাদিগের প্রত্যাশা কি প্রকারে সম্পন্ন হইবেক, ইহার বিবেচনার্থে প্রত্যেক প্রদেশে এক ২ লোকেল কমিটী অর্থাৎ ক্ষুদ্র সভা স্থাপিত হইয়াছে কিন্তু আমি দেখিতেছি যেসকল ব্যক্তিরা ঐ ২ সভাতে সভ্য আছেন তাঁহাদিগের তদ্বিষয়ে বিশেষরূপে মনোযোগ দিবার অবকাশ নাই। আর যাহারা সরকারী কর্ম্ম ধর্ম্মতঃ নির্ব্বাহ করা উচিত বোধ করেন, উক্ত সভাদিগের মধ্যে এতাদৃশ ব্যক্তি অত্যল্প, কিন্তু যো হুকুমবাদী অকর্ম্মণ্য লোক অনেক, সুতরাং এতাবৎকাল পর্য্যন্ত যে তাঁহারা কি কর্ম্ম করিলেন অদ্যাপি তদ্বিষয়ে জনরব কিছুই শুনা যায় নাই। এস্থলে আমরা মন্ত্রপাঠরূপ এরূপ লিখনের তাৎপর্য্য এই, যেমন বালকেরা মন্ত্র পড়িলে তাহারদিগের নিকটে ভূতের অধিকার থাকে না সেইরূপ অকর্ম্মণ্য ব্যক্তিদিগের রাজকীয় কর্ম্মে অধিকার নিবারণ হয়। কথিত আছে যে কোন এক স্থানে শীকারের উপযুক্ত নানা প্রকার পশুপক্ষী বসতি করে কিন্তু তথাকার পথ অতি কদর্য্য এবং সেতু সকল নদীর স্রোতোদ্বারা ভগ্ন হইয়াছে; আর একস্থান (যাহার নাম গ্রহণ করা আমার উচিত নহে) তথায় কোন প্রধান ব্যক্তি বাস করেন সেই স্থানের পথও ঐরূপ; এই উভয় স্থানের পথ ও সেতুর পরিষ্কারার্থে বিশেষ উদ্যোগ হইতেছে; কিন্তু প্রথম স্থানের পথ প্রভৃতি সুগম হইলে কেবল মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের আমোদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা এবং দ্বিতীয় স্থানের রাস্তা উত্তম হইলে ঐ প্রধান ব্যক্তির পক্ষে সুবিধা হইবেক। এই স্থলে সর্ব্বত্রগামী ধীর বায়ু আমারদিগের কর্ণের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে যে আইনে কি পারাবারের উপস্বত্বের এই প্রয়োজন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে? চুপ কর!

অবগত হওয়া গেল যে উক্ত বিষয়ের কোন কমিটী পথিকদিগের ঝড় বৃষ্টি ও উষ্ণবায়ু দ্বারা ক্লেশ বিবেচনা করিয়া নদী প্রভৃতি পারঘাটের নিকট এক ২ খান আটচালা নির্ম্মাণের কল্পনা করিতেছেন, আমরা বোধ করি এ বিষয়ে কমিটীর মনোযোগ করা উচিত; যেহেতু

পথিকেরা কখন ২ বহুলোকের সমাগমে কখনো বা একাকী প্রযুক্ত কর্ণধারের অবজ্ঞা ও আলস্যে নদীতীরে বসিয়া রৌদ্র বৃষ্টি প্রভৃতি দ্বারা অশেষ প্রকার ক্লেশ পায়। পথিক লোকদিগের উক্ত প্রকার ক্লেশ নিবারণ ও আরামের সদুপায় নিরূপণে কমিটীর মনোযোগ দেখিয়া আমরা তাঁহাদিগকে আরো অনুরোধ করি, নাবিকেরা পথিকদিগের নিকট অন্যায় কর গ্রহণরূপ যে উপদ্রব করিয়া থাকে তাহা হইতে পথিকেরা যাহাতে রক্ষা পায় তদ্বিষয়েও কিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাত করুন; ঐ কর আইনানুযায়ী বটে, কিন্তু অত্যাধিক প্রযুক্ত আমরা তাহাকেই অন্যায় কহিয়া থাকি; ফলতঃ সকল প্রদেশেই পারঘাটের হার্ট অত্যন্ত অধিক, পরিমিত না হইলে প্রজাদিগের পক্ষে মঙ্গলদায়ক হইবেক না। এবং এক্ষণে মেদিনীপুর প্রভৃতি প্রদেশে একখান পাল্কী পার করিতে।০ চারি আনা ভাড়া লইয়া থাকে কিন্তু তাহার অদূরবর্ত্তী হুগলি অঞ্চলে দ্বিগুণ, ইহাতে পথিকদিগকে স্থানে ২ হারের বিভিন্নতা দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইতে হয়। আর ঐ হারকে তাঁহারা অন্যায় বলিয়াও বোধ করিতে পারেন, ও যে সকল মাজিষ্ট্রেটেরা এই প্রকার বিভিন্ন হারে সম্মতি দিয়াছেন তাঁহারদিগের প্রতিও সর্ব্বদা দোষারোপ করিয়া থাকেন এবং হারের নিয়ম না থাকাতেই নাবিকেরা তাহাদিগের প্রতি স্বেচ্ছাক্রমে যে ২ দৌরাত্ম্য করে তাহাও সহ্য করিতে হইতেছে অতএব মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের কি অবিচার! আমরা এক্ষণে পারাবারে কমিটীকে এই অনুরোধ করি যে ১৮২৯ শালের ৬ আইনে ৭ ধারার ১ প্রকরণ অনুসারে পারাবারের করের বিষয়ে যে অন্যায়ও অসঙ্গত হার নির্দ্ধারিত আছে তাহা করণার্থে তাঁহারা পোলিসের মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের নিকটে অবিলম্বে আবেদন করুন, তাহা রহিত হইলে লোকদিগের অনেক ক্লেশ নিবারণ হইবেক এবং এক্ষণে যেরূপ কর্ম্ম চলিতেছে তাহাতে কোন নির্দ্ধারিত নিয়ম না থাকাতে পথিকের অন্যায় দাওয়া বলিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের প্রতি যে দোষারোপ করেন তাহারও মোচন হইবেক।

আমি শুনিলাম উক্ত বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং চেষ্টিত আছেন অতএব অবশ্যই সম্পন্ন হইবেক। কিন্তু অন্য এক বিষয়ে অর্থাৎ পথের দুই পার্শ্বে বৃক্ষ রোপণ হইলে পথিক লোকেরদের পক্ষে বহুকালের নিমিত্ত বিশেষরূপ উপকারক হয়; ইহাতে কেবল কিঞ্চিৎ মনোযোগ আবশ্যক, অধিক ব্যয়ের আশঙ্কা নাই। পূর্ব্বকালে দিল্লীর কোন সম্রাট্ পথের উভয় পার্শ্বে এই প্রকার ছায়াতরু রোপণ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার অতিশয় সুখ্যাতি চিরস্থায়িনী হইয়া আছে। বিশেষতঃ উষ্ণদেশে পথের ধারে বৃক্ষ থাকিলে পথিকদিগের পক্ষে বিশেষরূপ উপকার দর্শে অতএব আমি উৎসাহ পূর্ব্বক প্রস্তাব করি যে ডাকের পথের দুইধারে নানা প্রকার ফলের বৃক্ষ রোপিত হয় তাহা হইলে পথিকেরদের শ্রান্তি দূর ও আরাম হইবেক। যাঁহারা এক্ষণে ডাকযোগে পাল্কীতে গমনাগমন করিতেছেন তাহারা পথিমধ্যে রৌদ্র দ্বারা অতিশয় ক্লান্ত হইলে কোন ২ স্থানে ছায়াহীন শুষ্ক বাবলা বৃক্ষ ব্যতীত অন্য কোন বৃক্ষ চক্ষুতে দেখিতেও পান না; বোধ করি এই সকল ব্যক্তিরা আমার

প্রস্তাবে আহ্লাদ পুর্ব্বক সম্মত হইতে পারেন। আমারদের দেশে বৃক্ষ রোপণে যে ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে তদ্দ্বারা লোকদিগের যথেষ্ট উপকার জন্মে; পরমেশ্বরের কি আশ্চর্য্য দয়া যে দেশে যে সামগ্রীর অধিক প্রয়োজন সেই স্থানেই তাহার প্রচুর সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই, এতদ্দেশ উষ্ণ প্রধান অতএব এই স্থানে যেমন অধিক ছায়াবৃক্ষ জন্মে অন্য কোন দেশে তদ্রূপ হয় না। এবং উক্ত বিষয় ইহা বহু বিত্তসাধ্য নহে আর এতদ্দেশে অশ্বত্থ বট আম্র পিচুল বকুল প্রভৃতি নানা প্রকার বহুচ্ছায় ও ফলপুষ্পবান বৃক্ষ অনেক আছে অনায়াসেই রোপণ হইতে পারে। এবং যদি গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে লাভাকাঙ্ক্ষা রাখেন তাহাও সম্ভাবনীয় বটে কারণ শাল প্রভৃতি নানা প্রকার বন্যবৃক্ষ রোপণ করিলে তদ্দ্বারা লোকের উপকার ও গবর্ণমেণ্টের আত্মলাভেরও সম্ভাবনা, আর যদি নানা দেশ হইতে বিবিধ বৃক্ষ আনীত হইয়া পথের ধারে রোপিত হয় তবে এতদ্দেশে ক্রমে ২ কৃষি কর্ম্মেরও বৃদ্ধি হইতে পারে। যদি কেহ এরূপ আপত্তি করেন যে এগ্রিকলচর সোসাইটী দ্বারা দেশান্তর হইতে ঐ সকল বৃক্ষ আনাইতে অধিক ব্যয় হইবেক, তাহাতে আমার বক্তব্য এই যে যদি গবর্ণমেণ্টের প্রজাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করা মানস হয় তবে আপাতত এতদ্দেশজাত বৃক্ষ সকল রোপণ করিলেও লোকেরদের যথেষ্ট উপকার হইবেক এবং ব্যয়েরও লাঘব আছে; আর প্রত্যেক প্রদেশের মাজিষ্ট্রেটরা স্ব ২ অধীন দারোগাদিগের প্রতি এ বিষয়ের ভারার্পণ করিলে অনায়াসেই সম্পন্ন হইতে পারে এবং দারোগাদিগের অধীনে যে সকল কয়েদি চোরেরা কর্ম্ম করে তন্মধ্যে ছয় জন মাত্র সেই ২ পরগণার ডাকের পথের ধারে বৃক্ষ রোপণে নিযুক্ত হইলে বিনা ব্যয়ে সহজেই নিষ্পন্ন হইবেক। কিন্তু এই প্রস্তাবে আর একটি বক্তব্য এই, যাবৎ এই সকল বৃক্ষ উচ্চ হইয়া না ওঠে তাবৎ পশ্বাদিকৃত ও অন্যান্য উপদ্রব হইতে তাহারদের রক্ষণাবেক্ষণে মনোযোগ করিতে হইবেক। বোধ করি এ বিষয়ে অবশ্যই সকলের সম্মতি হইতে পারে আর যে দেশের পথে বৃক্ষ সকল রোপিত হইবেক তদ্দেশবাসি লোকেরাও উৎসাহ পূর্ব্বক এবিষয়ে সাহায্য করিতে পারেন।

আমার প্রস্তাবিত বিষয় নূতন নহে অতএব পোলীসের সাহেবেরা গ্রাহ্য করিয়া তাহাতে মনোযোগ করিতে পারেন ইহাতে তাঁহাদিগের অধিক শ্রমও হইবেক না; বিশেষতঃ এক্ষণে পোলীসের সাহেবেরদের কর্ত্তব্য কর্ম্মে অতিশয় যত্ন দেখিতেছি। প্রায় ছয় বৎসর গত হইল মুরশিদাবাদের কমিস্যনর শ্রীযুত ওয়ালটর সাহেব আপনার অধীনস্থ তাবৎ মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগকে কহিয়াছিলেন যে তাঁহারা পোলীস ও দারোগাদিগকে এই সমাচার দেন যে পথের উভয় পার্শ্বে যে সকল বৃক্ষ হইয়া থাকে তাহার রক্ষণাবেক্ষণে তাহারা সাবধান হয় এবং যাহাতে নূতন ২ বৃক্ষ জন্মে তাহাতেও চেষ্টা পায়। আমার বোধ হয় সকল প্রদেশেই এইরূপ অনুমতি হইয়া থাকিবেক এবং এক্ষণেও এমত আদেশ আছে যে পথের ধারের বৃক্ষ সকল ভূম্যধিকারিদিগের হস্তীতে না নষ্ট করে। এই স্থলে আমি আর এক দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি এক্ষণে আজিমগড়ের মাজিষ্ট্রেট সাহেব পথের ধারে বৃক্ষরোপণার্থে অতিশয় যত্নবান হইয়াছেন

ও তজ্জন্যে তাঁহার যথেষ্ট সুনাম হইয়াছে ; আমারদিগের দেশের অনেক ডাকের পথের ধারে বৃক্ষ আছে তাহাতে এই এক উপকার দর্শিয়াছে যে ঐ সকল বৃক্ষের মূল দ্বারা পথ অতিশয় শক্ত হইয়া তাহা হস্তী অশ্ব প্রভৃতির খুরে উৎকীর্ণ হইতেছে না কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ঐ সকল বৃক্ষ শ্রেণীবদ্ধ নহে এবং তন্মধ্যে কণ্টক ও বন্যবৃক্ষই অধিকাংশ, বোধ হয় দোকানদার ও কুলি প্রভৃতি ইতর লোকদ্বারা তাহা রোপিত হইয়া থাকিবেক অতএব আমার প্রার্থনা পথের ধারের দোকানদারেরা যেমন অন্য লোকের আবরণের জন্য স্থানে ২ কণ্টক বৃক্ষ রোপণ করিয়াছে সেইরূপ সূর্য্যকিরণ হইতে পথিকদিগের রক্ষণার্থে তাবৎ পথের দুই পার্শ্বে রীতিমত শ্রেণী পূর্ব্বক বৃক্ষরোপণ করিতে গবর্ণমেণ্ট মনোযোগ করুন। আর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে উড়িষ্যার অন্তঃপাতি বালেশ্বর, পুরী, কটক এই কএক দেশে পারাবারের উপস্বত্ব বিষয়ে যে কমিটী স্থাপিত হইয়াছে তাঁহারা এতদ্বিষয়ে অধিক মনোযোগ করিতেছেন না এবং ঐ কমিটীর দ্বারা যে সাধারণের কোন উপকার দর্শাইয়াছে তাহা অদ্যাপিও কিঞ্চিন্মাত্র শুনিতে পাই নাই। অবগত হইয়াছি যে উক্ত কএক প্রদেশে ১৮২৯ শালের ৬ আইন চলিত নাই, যদ্যপি ইহা সত্য হয় তবে জগন্নাথের যাত্রিদিগের পক্ষে শ্রেয়স্কর বটে কারণ তাহা হইলে বালেশ্বর যাইতে কোলনের ঘাটে এবং রামঘাটে পারাবারের কর দিতে হয় না ; আর রামঘাট হইতে পুরী যাইতে সুবর্ণরেখা হংসন বাউলি, বৈতরণী, শালাণ্ডী, মালিয়ান্দী, কাঁটুলি, বালহস্তাস্ত কোকোয়, গোবরী, দেগুবুজা এই দশটা নদী পার হইতে যে কর দিতে হইত না তাহার তাৎপর্য্য এই বোধ হয়, যৎ কালে পুরীতে জগন্নাথের কর ছিল তৎকালেই ঐ সকল নদী পার হইবার কর রহিত হইয়াছিল, কারণ তাহা না হইলে নদী পার হইতেই যাত্রিদিগের সকল অর্থ শেষ হওয়াতে জগন্নাথের বাবতে গবর্ণমেণ্টের কিঞ্চিৎ প্রাপ্তি ও যাত্রিদিগের দর্শন সম্পন্ন হইত না কিন্তু এক্ষণে জগন্নাথের কর নাই অতএব গবর্ণমেণ্ট ঐ সকল নদীর পারাপারের কর গ্রহণ কেন না করেন।

ওয়াই।

## রাজস্ব বিষয়ক সভা। সেপ্টেম্বর ১৮৪২। ৭ সংখ্যা

[ কোন পত্র প্রেরক হইতে প্রাপ্ত ]

বাঙ্গালা এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশে রাজকীয় কর্ম্মকারিদিগের বেতন, কমিসন, কর্ম্মালয়ের ব্যয় এবং বাজে খরচ ইত্যাদির ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া ১৮৪০ শালের শেষ পর্য্যন্ত গত ৬ বৎসরে প্রায় একক্রোর টাকা যে অধিক ব্যয় হইয়াছে তাহা ন্যায্য কি অন্যায্য এই বিষয়ের অনুসন্ধানের জন্যে গবর্ণমেণ্টের জুডিসিয়ল ডিপার্টমেণ্টে গত ২৩ জুন তারিখে যে এক কমিটি স্থাপন করিবার কল্পনা স্থির হইয়াছিল তাহা জুলাই মাসের ষড়বিংশ বাসরে গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে ; কথিত আছে যে ঐ কমিটী উল্লেখিত

বিষয় সকলের তথ্যানুসন্ধান করিয়া গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিবেন এবং অন্যান্য প্রদেশাপেক্ষা বাঙ্গালা প্রদেশের খরচের বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিতে ঐ কমিটী গবর্ণমেণ্ট দ্বারা অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন যেহেতু গত ৮ বৎসরের মধ্যে কেবল এই প্রদেশেই পঞ্চাশ লক্ষ টাকা বাজে খরচ হইয়াছে।

উক্ত কমিটী স্থাপনের তাৎপর্য্য এই যে ইহা দ্বারা অপব্যয় নিবারণ হইয়া রাজস্ব সঞ্চয় হইবেক এবং ঐ সঞ্চিত মুদ্রা সকল ভারতবর্ষের উত্তম শাসন বিষয়ে ব্যয় হইবেক অতএব লার্ডসাহেব ঐ কমিটির অধ্যক্ষ কমিসনর সাহেবদিগকে অনুমতি করিয়াছেন যে সকল কর্ম্মালয় অনাবশ্যক তাহা লোপ করেন এবং যাহাতে উত্তমরূপে উপকার না হইতেছে তাহারও কিয়দংশ উচ্ছেদ করেন, আর যে সকল আফিস কেবল একজন মনুষ্যের উপকারার্থ হইয়া আছে তাহাও গবর্ণমেণ্টের এই অপ্রতুলের সময়ে রাখিবার কোন আবশ্যক নাই।

আমার বোধ হয় গত গবর্ণর সাহেবের শাসনকালীন যে সকল বিষয়ে ব্যয় হইয়াছে তাহা নিতান্ত অপব্যয় নহে ফলতঃ বিশেষ বিবেচনা করিলে ন্যায্যই বোধ হয় যেহেতু রাজ্যের সুশাসনের নিমিত্ত পূর্ব্ব গবর্ণর সাহেব চিরকালের জন্য কোন বিষয়ে ব্যয়ের নির্দ্ধারণ অথবা বাজে খরচের বৃদ্ধি কোন প্রকারে কখনই করেন নাই এবং লোকেরদের মনোবাঞ্ছা পূরণার্থ অধিক নতন কর্ম্মালয়ও স্থাপিত করেন নাই ফলত তাহার রাজস্ব সময়ে এতদ্দেশীয় অনকবেনাণ্ট (যাহারা শপথপূর্ব্বক কর্ম্মে প্রবৃত্ত নহে) কর্ম্মকারকদিগের নিমিত্ত আবগারির সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্টী কর্ম্ম ভিন্ন কেবল মফঃসলের পোলীসের কর্ম্মের প্রস্তাব হইয়াছিল কিন্তু খেদের বিষয় এই যে তদ্বিষয়ের কিঞ্চিৎ সদুপায় হইয়াই তাঁহার ইচ্ছার শেষ হয়, অতএব এস্থলে ঐ কমিসনরেরা যে কোন্ বিষয়ের কোন্ অংশ রহিত বা কোন্ বিষয় লোপ করিবেন তাহা আমরা কিছুই দেখিতে পাই না; আর ইহা সর্ব্ববিদিত আছে যে জমী বাজেয়াপ্ত, পরিমাণ, সঙ্কলন, ও বন্দোবস্ত করণ, এবং খাজানা বৃদ্ধির নিমিত্তে প্রত্যেক প্রদেশে যে সকল বৃহৎ ২ কর্ম্মালয় আছে তাহা অতি অচিরস্থায়ী, উক্ত কর্ম্মসকল সম্পন্ন হইলেই ঐ সকল কর্ম্মালয় লুপ্ত হইবেক; অতএব জিজ্ঞাসা করি অধিক খরচ হইতেছে এই ভয়ানক শব্দ কোথা হইতে কি জন্য উপস্থিত হইল? ফ্রেণ্ড আব ইণ্ডিয়া এ বিষয়ে যে উত্তর করেন যে যুদ্ধ সম্পর্কীয় বিষয়ে এতদৃশ গুরুতর ব্যয় হইতেছে, বোধ হয় তাহাই যথার্থ, তাহা চিরস্থায়ি হোক অথবা অচিরস্থায়ী হোক, ফলত ঐ সকল খরচ যুদ্ধ বিষয়ে হইলেও প্রচলিতরূপে সিবিল খরচের মধ্যে গণ্য লইয়াছে।

আর কেবল বাঙ্গালা প্রদেশে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা যে ব্যয় হইয়াছে তাহাও নিতান্ত বাজে খরচ নহে যেহেতু ঐ টাকা হইতে বাঙ্গালা প্রদেশে গবর্ণমেণ্টের যে ঋণ ছিল তাহার অনেকাংশ কোর্ট আব ডিরেক্টরদিগের অনুমতিক্রমে শোধিত হইয়াছে এবং নিষ্কর ভূমি বিষয়ে প্রজাদিগের সহিত গবর্ণমেণ্টের বিবাদকালে ঐ সকল ভূমি বাজেয়াপ্ত করিয়া তাহার উপর কর নির্দ্ধারণ দ্বারা অনেক টাকা গবর্ণমেণ্টের কোষে জমা হইয়াছিল।

কিন্তু পরে আদালতে বিচার হইয়া প্রজাদিগের পক্ষে ডিক্রী হওয়াতে ঐ টাকা পুনর্ব্বার গবর্ণমেণ্টকে প্রত্যর্পণ করিতে হইয়াছিল এবং লার্ড বেণ্টিক সাহেবের রাজত্বকালে কোম্পানির অনেক মোকর্দ্দমা আরব্ধ হইয়া অকলণ্ডের সময় শেষ হয় তাহাতে মোকর্দ্দমার খরচা ও দণ্ড-প্রদানে অনেক টাকা খরচ হইয়াছে এই সকল টাকা পূর্ব্বোক্ত পঞ্চাশ লক্ষের মধ্যে বটে কিন্তু এক্ষণে ঐ সকল বিষয়ের নিষ্পত্তি হইয়াছে অতএব তদ্রূপ খরচের সম্ভাবনা আর নাই।

সম্প্রতি লার্ড এলেনবরা সাহেব ঐ সকল খরচ জানিবার নিমিত্ত যে এক কমিটি স্থাপিত করিয়াছেন তাহাতে আমরা পরমাহ্লাদিত হইলাম ভরসা করি উক্ত কমিসনারদিগের দ্বারা প্রস্তাবিত কর্ম্ম সম্পন্ন হইলে তদ্বিষয়ে সাধারণে প্রকাশ করিবেন এবং যে সকল বিষয়ে অন্যায় ব্যয় হইতেছে তাহাতে শ্রীযুতের দৃষ্টিপাত হইয়া তাঁহার মতানুসারে ভারত-বর্ষীয় রাজ্যের সুশাসন এবং অত্রস্থ প্রজাগণের উন্নতির নিমিত্ত যত্ন বিধান হইবেক।

## রাজস্ব বিষয়ক সভা। ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৪২। ৮-সংখ্যা

আমারদিগের গতসংখ্যাক পত্রে কোন পত্রপ্রেরক বর্ত্তমানে গবর্ণর লার্ড এলেনবরা সাহেবের রাজস্ব বিষয়ক সভা স্থাপনের বিষয় লিখিয়াছিলেন; ঐ সভা গত মাসের ৬ তারিখে লার্ড আক্‌লণ্ডের রাজত্ব সময়ে যে প্রকার ব্যয়ের বৃদ্ধি হয় তদ্বিষয়ে এক রিপোর্ট উপস্থিত করিয়াছেন।

উক্ত রাজস্ব বিষয়ক সভার বিষয়ে লার্ড এলেনবরা সাহেবের প্রতিজ্ঞা পত্র এবং ঐ রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে আমরা রাজ্য সম্পর্কীয় কাগজ পত্রের মধ্যে ঐ দুই কাগজ দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্য বোধ করিলাম ফলত ঐ সভা অন্যায় ব্যয় দর্শাইবার কোন কার্য্য না পাওয়াতে তদ্বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র ধার্য্য করিতে পারেন নাই।

উক্ত সভা নিযুক্ত হইলে তাহার প্রতি নিম্ন লিখিত দুই কর্ম্মের ভার অর্পিত হয় অর্থাৎ প্রথমত তাঁহারা রাজকীয় কর্ম্মকারকদিগের বেতনাদি, কমিসন, কর্ম্মালয় সকলের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় ও অন্যান্য বাজে খরচ এই সকলের খতিয়ানে যে এক কোটি টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিবেন, দ্বিতীয়ত কেবল বঙ্গদেশের বাজে খরচের খতিয়ানে যে ৫০ লক্ষ টাকা অধিক ব্যয় হয় তাহারও কারণ জানিবেন; সভা প্রথমোক্ত বিষয় সকলে কোন খরচ অন্যায় পাইলেন না সুতরাং তদর্থ কেবল এক রিপোর্ট করণের অঙ্গীকার করিয়া দ্বিতীয় বিষয়ে প্রবৃত্ত হন কিন্তু তাঁহারা মনে ২ জানিতেন যে এবিষয়েও তাঁহাদিগের চেষ্টা সিদ্ধ হইবেক না এই জন্যে লজ্জাভয়ে লার্ড সাহেবের আদেশের অনুবর্ত্তী সম্পূর্ণরূপে না হইয়া অন্য পথাবলম্বী হইলেন।

সকলের স্মরণ থাকিতে পারে, লার্ড এলেনবরা ১৮৩৫ এবং ১৮৪০ এই দুই বৎসরের

ব্যয়ের তুলনা করিয়া শেষোক্ত সনের খরচকে অধিকরূপে স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু ঐ সভা বিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া গত ১৮৩৩ শালের চার্টরে রাজস্ব বিষয়ক ব্যয়ের বৃদ্ধি হওয়াতে ১৮৩০ শালাবধি রাজ্যের ব্যয় গণনা করিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহাদিগের তাৎপর্য্য এই যে নূতন চার্টরে গবর্ণমেণ্ট সম্পর্কীয় কোন ২ কার্য্যের পরিবর্ত্তনে ব্যয়ের কি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল তাহার নির্য্যাস হইবেক। আমরা বিশেষ অনুষ্ঠান করিয়া অবগত হইলাম যে লার্ড সাহেব বঙ্গরাজ্যের যে ৫০ লক্ষ টাকা বাজে খরচ দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন তন্মধ্যে যুদ্ধার্থে ৩১৭২৫০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে অর্থাৎ কাবুলের যুদ্ধের নিমিত্ত ৬৩৮৫০০ এবং চীন দেশের সহিত সংগ্রামার্থ ২৫৮৮৭৫০ টাকা খরচ হয়, অবশিষ্ট ১৩৭৩৯৯৮ মাত্র টাকা অধিক, ইহা সমুদায়ের তৃতীয়াংশও নহে। পরে ঐ সভা ১৮৩০ শালাবধি যে ২ কারণে রাজস্ব ব্যয়ের বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয় তাহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন ও ঐ সনে ৩৭৩৪৬০৭ টাকা বাজে খরচ দেখিয়া তদ্বিষয়ের রিপোর্ট করিতে স্থির করেন কিন্তু সভা যদি লার্ড সাহেবের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেন তবে তাঁহাদিগের এবিষয়ের অনুসন্ধান করা আবশ্যক হইত না কারণ লার্ড সাহেব স্বীয় আজ্ঞাপত্রে স্বয়ং কহিয়াছেন "১৮২৯ শালাবধি ১৮৩৪ শাল পর্য্যন্ত কোন প্রকারের ব্যয় বাহুল্য হয় নাই" অতএব সভা যে বিষয়ের অনুসন্ধান করিলেন তাহা লার্ড সাহেবের আজ্ঞার অতিরিক্ত, কিন্তু তথাপি লার্ড সাহেব ঐ সভার রিপোর্ট প্রশংসা করিয়া অধ্যক্ষদিগকে অনেক ধন্যবাদ করিয়াছেন এবং রিপোর্টকারক মহাশয়দিগের গুণ প্রকাশার্থে ঐ রিপোর্ট কোর্ট আব ডিরেক্টরদিগের সমীপে প্রেরণ করিয়াছেন।

রাজকীয় ধনরক্ষক এবং উদ্ধারকারক তাবৎ কর্ম্মচারির নিকটে ঐ আজ্ঞাপত্র এবং রিপোর্ট প্রেরিত হইয়াছে এবং তাঁহাদিগের প্রতি এই অনুমতি হইয়াছে সকলে পরিমিত ব্যয়ী হইয়া রাজ্যের মঙ্গল চেষ্টা করুন, এ স্থলে এক প্রসিদ্ধ প্রাচীন কথা তুলনা স্বরূপ প্রদর্শিত হইতে পারে অর্থাৎ "একরাশি তুঁষ মধ্যে কেবল একটী শস্য,"। এক্ষণে সিবিল সরবেণ্টদিগকে পরিমিত ব্যয়ের নীতি শিক্ষা করাইবার জন্য ছাপা কালী কাগজে যাহা ব্যয় হয় তাহা জানিতে সকলের ইচ্ছা হইতে পারে এবং লার্ড সাহেবের বিবেচনা বিষয়ে নিম্ন শ্লোক পঠিত হইতে পারে যথা

"হে লিউপরকস [ Lupercus ] তুমি যে বল আমার লেখাতে কোন গুণ নাই ইহা নিতান্ত মিথ্যা নহে"।

এক্ষণে পরিমিত ব্যয়ের নীতি শিক্ষা করাইতে যে অনর্থক বৃথা ব্যয় হইবেক তন্নিমিত্ত আমরা খেদ করি না কিন্তু ভারতবর্ষীয় প্রধান ২ কর্ম্মকারকেরা অন্যান্য কর্ম্মকারিদিগকে উক্ত নীতি শিক্ষা প্রদান করত তৎপালনকরক দিগকে উচ্চপদাভিষিক্ত করণের আশ্বাস দেওয়াতে আমারদিগের এই ভয় হইতেছে যে ঐ সকল ব্যক্তিদিগের দ্বারা এক্ষণে আরো অন্যায় হইবেক কারণ তাঁহাদিগের মধ্যে কোন মহাশয় উচ্চ

পদাকাঙ্ক্ষায় গবর্ণমেণ্টের মর্য্যাদা হানি করিয়া অন্যায় পূর্ব্বক অনেক নিষ্কর ভূমিতে কর নির্দ্ধারিত করিয়াছেন এবং এমৎ অনেক লোক আছেন যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত কারণে কোন ২ বিষয়ের আইনানুসারে উত্তমরূপে বিবেচনা না করিয়া কেবল গবর্ণমেণ্টের লভ্যাংশে দৃষ্টি করেন। আমরা শুনিতে পাই এক্ষণে সকল প্রকার বাজে খরচ একেবারে স্থগিত হইবেক, লার্ড সাহেব স্বীয় আজ্ঞাপত্রে কহিয়াছেন আবশ্যক কর্ম্মে কোন নিয়ম করণের প্রয়োজন নাই অতএব কোম্পানীর যাহাতে কিঞ্চিৎ সঞ্চয় হয় তাহারি চেষ্টা হইবেক এবং তদর্থে কোন অন্যায় হইলেও বিবেচনা হইবেক না।

এতদ্দেশীয় বিষয় সকলে যাঁহাদিগের বিশেষ অনুসন্ধান আছে তাঁহাদিগের দ্বারা যদি লার্ড এলেনবরা ঐ সকল অবগত হইবার মানস করিতেন তবে এতাদৃশ বিষয় উপস্থিত হইত না, এক্ষণে লার্ড আকলণ্ড এবং লার্ড এলেনবরা ইঁহাদিগের উভয়কে যদি তুলনা করা যায় তবে বোধ হইবেক যে আক্‌লণ্ড সাহেব অতি ধীর, এবং কোন বিষয়ে তাহার প্রগল্‌ভতা ছিল না।

## বাণিজ্য ও কৃষিকর্ম্ম। ১ ডিসেম্বর ১৮৪২। ১৩ সংখ্যা

গত মাসের ১২ তারিখের বোম্বে টাইমস নামক সংবাদ-পত্র দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে বোম্বে এবং সিন্ধুনদীর তীরস্থদেশ ও পঞ্জাব এই সকল স্থানে ব্যবসায়ি লোকদিগের স্বচ্ছন্দে গমনাগমনার্থে সংলোজ এবং মার্কণ্ডের মধ্যস্থলে কতিপয় ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় সৈন্য স্থাপনের প্রস্তাব হইতেছে? আরো শুনা গেল যে সংলোজ ও সিন্ধুনদীতে অনেক বাষ্পীয় জাহাজের যাতায়াত হইবেক, এই দুই বিষয় যদি উত্তমরূপে নিষ্পন্ন হয় তবে বাণিজ্য ও দেশান্তরে গমনাগমনে যে প্রকার উপকার সম্ভাবনা, তদ্বিষয়ে আমাদিগের লিখন বাহুল্য মাত্র।

অনুমান হয়, জাহাজের ভাড়া অতি শীঘ্র বৃদ্ধি হইবেক, কারণ কলিকাতা হইতে চীন দেশে যে ২ জাহাজ গিয়াছে, সে সকল ফিব্রুয়ারি মাসের ১৫।১৬ তারিখের পূর্ব্বে আসিবেক না, এবং মরিসস উপদ্বীপে ৬ অথবা ৮ সহস্র কুলি প্রেরণার্থে অনেক জাহাজের প্রয়োজন হইবেক, আমরা শুনিলাম, কুলিদের দেশান্তর প্রেরণের আইন শীঘ্র প্রকাশিত হইবেক। যদ্যপি মান্দ্রাজে রাস্তা এবং সেতু প্রকৃতরূপে নির্ম্মিত না হয় তদবধি মার্ক্‌ইস টুইডল সাহেব রাজ্যের টাকা ব্যয় করিবেন না।

## এরারুট। ১ এপ্রিল ১৮৪৩। ২য় খণ্ড ৯ সংখ্যা

আমরা আহ্লাদ পুরঃসর প্রকাশ করিতেছি যে বীরভূম প্রদেশের বাবু শম্ভুচন্দ্র ঘোষ কোম্পানী যাহাদের এক পত্র আমাদিগের প্রথম সংখ্যাতে প্রকাশিত হইয়াছিল

তাঁহারা এক্ষণে উত্তম এরারুট প্রস্তুত করিতেছেন, তাঁহারা ঐ এরারুট কতিপয় সম্ভ্রান্ত ডাক্তর, এগ্রিকলচর সোসাইটী ও মেডিকেল বোর্ডে পাঠাইয়াছিলেন, সকলেই উত্তম বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহারা যে সকল সার্টিফিকট পাইয়াছেন তাহার সহিত ক্ষুদ্র ২ টীনের বাক্স করিয়া সকল কমিশন রুমে ঐ এরারুট অতি শীঘ্র বিক্রয় করিবেন; আমরা অন্তঃকরণের সহিত প্রার্থনা করি উহা বাহুল্যরূপে বিক্রয় হউক, এবং ভরসা করি যে অন্যান্য ব্যক্তিরা এইরূপ স্বাধীন জীবিকার পন্থা দেখিবেন।

## বেঙ্গাল ব্রিটিস ইণ্ডিয়া সোসাইটী। ২৪ জুলাই ১৮৪৩। দ্বিতীয় খণ্ড ২৪ সংখ্যা

এতৎ সভার সবকমিটির দ্বারা এতদ্দেশীয় ভূমি কর্ষকদিগের অবস্থা বিষয়ক কএক প্রশ্ন প্রস্তুত হইয়া ভিন্ন ২ স্থানে প্রেরিত হইতেছে; আমরা অতিশয় আহ্লাদ পূর্ব্বক ঐ সকল প্রশ্ন নিম্নে প্রকাশ করিলাম, বোধকরি যে সকল মহাশয়দিগের নিকট এই সকল প্রশ্ন প্রেরিত হইবেক তাঁহারা ইহার সদুত্তর দানে বিশেষ যত্ন করিবেন।

(১) রাইয়তদিগের মধ্যে খোদকস্তা প্রভৃতি কত প্রকার বিভেদ আছে এবং ঐ সকল ভিন্ন ২ রায়তদিগের পাট্টাতে কিরূপ প্রভেদ হইয়া থাকে ও তদনুসারে ভূমির উপর তাহাদিগের মধ্যে কাহার কিরূপ স্বত্ব থাকে?

(২) যাহারা রাইয়তদের নিকট জমী বিলি করিয়া লয় এমত কোন পেটাও রাইয়ত আছে কি না? যদি থাকে তবে তাহারা কত প্রকার এবং ভূমিতে তাহাদের কিরূপ স্বত্ব?

(৩) জেলার মধ্যে শালি শুণো প্রভৃতি কত প্রকার ভূমির ভেদ হইয়া থাকে?

(৪) ঐ সকল ভিন্ন ২ প্রকার ভূমিতে কি ২ ফসল ও বৎসরের মধ্যে কত ফসল হয়?

(৫) রাইয়তেরা আপনাদের জমী স্বয়ং আবাদ করে কি না যদি তাহারা স্বয়ং না করে তবে ঐ সকল জমি কাহারা আবাদ করে স্বয়ং কৃষিকারক রাইয়ত অধিক কিম্বা অন্যের দ্বারা কৃষিকারি রাইয়ত অধিক? আর দুই প্রকার রাইয়তের মধ্যে কোন্ প্রকার রাইয়ত কত গুণ অধিক?

(৬) উক্ত ভিন্ন ২ প্রকার ভূমিতে শালিয়ানা গড়ে কত ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং ঐ শস্য বাজারে গড়ে কি মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে?

(৭) যে স্থলে রাইয়ত স্বয়ং ভূমির আবাদ না করে সে স্থলে কৃষিকারককে কত বেতন অথবা উৎপন্ন শস্যের কত ভাগ দিতে হয়?

(৮) উক্ত ভিন্ন ২ প্রকার জমির প্রত্যেক বিঘা আবাদ করিতে কত খরচা পড়ে?

(৯) ভূমি সকল প্রস্তুতাবধি শস্য উৎপন্ন করিয়া বিক্রয় পর্য্যন্ত কি ২ খরচ পড়ে তাহার বিশেষ বলিবেন?

(১০) ঐ সকল ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে রাইয়তদিগের কি ২ উপায় আছে?

(১১) যদি রাইয়তকে কর্জ্জ করিতে হয়, তবে কাহার নিকট কি ২ সর্ত্তে কর্জ্জ করে? আর রাইয়তেরা মহাজনী কিম্বা তকাবী দ্বারা অথবা অন্যান্য প্রকারে যেরূপে টাকা সংগ্রহ করে তদ্বিষয়ে আপনি যাহা জানেন তাহা বলুন?

(১২) উক্ত ভিন্ন ২ প্রকার ভূমির প্রতি শালিয়ানা খাজানা কত? বিঘাতে রাইয়তকে বা কত দিতে হয় এবং পেটাও রাইয়তকে কত দিতে হয়?

(১৩) জমীদার ও তালুকদার ইজারদার প্রভৃতিরা রাইয়তদিগের উপর কত প্রকার কি ২ আবওয়াব তলব করিয়া থাকেন, এবং রাইয়তেরা পেটাও রাইয়তদের নিকটই বা কি ২ আবওয়াব লইয়া থাকে, আর এই সকল আবওয়াব কে কি প্রকারে আদায় করে?

(১৪) রাইয়তেরদের দেয় খাজানার সহিত তুলনা করিলে আবওয়াবের পরিমাণ কত হইবেক?

(১৫) রাইয়তেরা খাজানা ও আবওয়াব দিতে বিলম্ব করিলে জমীদারেরা কি প্রকারে কত সুদ লইয়া থাকেন?

(১৬) রাইয়তেরা জমীদারকে এবং পেটাও রাইয়তেরা রাইয়তকে সেলামি প্রভৃতি কিছু দিয়া থাকে কি না?

(১৭) খাজানার উপর কি বিবেচনায় কত সেলামি প্রভৃতি লইয়া থাকে?

(১৮) খাজানা এবং আবওয়াব সমুদয় দিয়া রাইয়তেরদের গড়ে কি উপস্বত্ব থাকে, যাহারা স্বয়ং কৃষি করে তাহারাই বা কি পায় এবং যাহারা অন্যের দ্বারা কৃষি করে তাহাদেরি বা কি লাভ থাকে?

(১৯) দেখা যাইতেছে যে ভূমিতে ফসল উৎপাদনার্থে শ্রম ও ব্যয় উভয়েরই আবশ্যক হইয়া আপনকার জেলাতে ব্যয়েতেই বা কত লাভ হয় এবং শ্রমেতেই বা কত মুনফা হয় ইহার প্রভেদ আপনকার জ্ঞানানুসারে এই তালিকায় লিখিবেন।

(২০) একশত রাইয়তের মধ্যে কতজন রাইয়ত সালিয়ানা ১২ টাকা অবধি ৩০ টাকা লাভ করে?

৩১ অবধি ৬০ টাকা পর্য্যন্ত.
৬০ অবধি ১০০ টাকা পর্য্যন্ত.
১০০ অবধি ২০০ টাকা পর্য্যন্ত.
দুই শতাধিক কত.

(২১) রাইয়তেরা কি প্রকার আহারাদি করিয়া থাকে ও কিরূপ অবস্থায় থাকে এবং তাহাদের মধ্যে এক ২ ব্যক্তির কত ব্যয় পড়ে?

(২২) রাইতেরদের ব্যয়াদি ও পানাদি বিষয়ে কি প্রকার স্বভাব?

(২৩) রাইয়তেরদের সুখাভিলাষ ও ভোগেচ্ছা কি পর্য্যন্ত আছে তাহা আপনি যত জানেন তাহা বলুন।

(২৪) রাইয়তেরা কাহাকেই বা আবশ্যক বলে এবং সুখই বা কাহাকে বোধ করে ও ভোগই বা কাহাকে কহে ?

(২৫) ভিন্ন প্রকার ও বিভিন্ন জাতীয় রাইয়তদের মধ্যে কি পর্য্যন্ত বিদ্যা বা জ্ঞানের চর্চ্চা আছে এ বিষয়ে আপনি যতদূর জানেন তাহা সমুদায় বলুন।

(২৬) আপনার বিবেচনায় তাহাদিগের জ্ঞান বৃদ্ধির নিমিত্ত উত্তম উপায় কি হইতে পারে ?

(২৭) ঐ সকল লোকেরা আপনাদের বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট ? এবং অবস্থার উৎকৃষ্টতার জন্য তাহাদের বিশেষ যত্ন আছে কি না ?

(২৮) তাহারা অবস্থার উৎকৃষ্টতার জন্য স্বয়ং কোন উপায় দর্শাইতে পারে কি না ?

(২৯) সামান্যতঃ যে রূপে কৃষিকর্ম্ম হইয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা উত্তম কৃষির কোন উপায় কখন কোন জমিদার বা রাইয়ত করিয়াছিল কি না ?

(৩০) রাইয়তদের জ্ঞান বৃদ্ধি এবং অবস্থার উৎকৃষ্টতার নিমিত্ত কোন জমীদার কখন কোন উপায় করিয়াছিলেন কি না ? যদি করিয়া থাকেন তবে কি পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন আপনি এ বিষয়ের যে ২ দৃষ্টান্ত অবগত আছেন তাহা লিখিবেন ?

# শিক্ষা

## নীতি এবং ব্যবসায়ি শাস্ত্র শিক্ষা। এপ্রিল ১৮৪২। ১ সংখ্যা

আমাদিগের পরমাহ্লাদের বিষয় এই যে এতদ্দেশীয় লোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্তে গবর্ণমেণ্টের ক্রমশ অধিক যত্ন হইতেছে যেহেতু আরল আক্‌লণ্ড সাহেব উক্ত বিষয়ের পক্ষে বাহুল্যরূপে লিপিদ্বারা স্বমত প্রকাশ করিয়াছেন এবং শিক্ষা প্রদানের বাৎসরিক ব্যয়ার্থে যে এক লক্ষ মুদ্রা পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক দত্ত হইত তদ্দ্বারা শিক্ষা সমাজের অধীনস্থ বিদ্যালয় সকলের নির্ব্বাহ না হওয়াতে তাহার বৃদ্ধি হইয়া প্রায় ১৫০০০০ হইয়াছে; আর সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট ঐ সকল বিদ্যালয়ের প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ এবং কর্তৃত্ব করণাভিপ্রায়ে কৌন্‌সেল আব এডুকেসন স্থাপন করিয়া তৎসম্পাদকীয় কর্ম্মে একজন সিবিল সরবেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছেন অতএব বিদ্যালয়ে যে রীত্যনুসারে শিক্ষা হইয়া থাকে তদ্বিষয়ে আমারদিগের যৎকিঞ্চিৎ বক্তব্য তাহা এই সুসময়ে প্রকাশ করিতেছি। এক্ষণে শিক্ষা সমাজের অধীনে প্রধান বিদ্যালয় ৮, প্রথম শিক্ষার উপযোগি পাঠশালা ৩৬, কেবল পরীক্ষার নিমিত্ত স্থাপিত পাঠালয় ৬; শেষোক্ত দুই প্রকার বিদ্যামন্দিরে প্রথম শিক্ষার উপযুক্ত পুস্তক সকলের পাঠ হয় এবং প্রথম শিক্ষার উপযোগি বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের পাঠবৃদ্ধি হইলে তাহারা প্রধান বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইতে পারেন ও তথাকার উচ্চ শ্রেণীতে কাব্য ইতিহাসাদি রেখা গণিত, ক্ষেত্র পরিমাণ বিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা ইত্যাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন হয়। এইরূপ শিক্ষার নিয়ম দ্বারা বোধ হইতেছে যে ছাত্রদিগের বুদ্ধি বৃদ্ধির নিমিত্তে যাদৃশ মনোযোগ নীতি বিদ্যানুশীলনের প্রতি তাদৃশ নাই; এস্থলে আমারদিগের এমৎ তাৎপর্য্য নহে যে কেবল নীতি পুস্তকের কিঞ্চিৎদংশ পাঠ করাইলেই তাহাদিগের সুনীতি জন্মিবে, ফলত প্রতিদিন অনুশীলন দ্বারা তাহাদিগের মনে সৎ প্রবৃত্তির অঙ্কুরের প্রাদুর্ভাব এবং সদ্ব্যবহারের সাময়িক পুরস্কারের নিয়ম ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায় দ্বারা তদ্বিষয়ের বিশেষ ফলোৎপত্তি অতি সুকঠিন।

অতএব শিক্ষকদিগের কর্ত্তব্য এই যে তাঁহারা ছাত্রদিগকে নিয়মিতরূপে নীতিগ্রন্থ পাঠ করান এবং তদতিরিক্ত সচ্চরিত্রতার আবশ্যকতাপক্ষে ও যাহাতে অন্তঃকরণের সদ্ভাব উদয় হয় এতদ্রূপ বিষয়ে পুনঃ ২ উপদেশ প্রদান করেন এবং উপদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক যে সকল ছাত্রেরা সচ্চিত্র ও সুশীল হয় তাহাদিগের সময়ানুসারে পুরস্কারের নিমিত্তে অধ্যক্ষ সমীপে বিজ্ঞাপন করেন।

পুর্ব্বোক্ত বিদ্যালয় সকলে বর্ত্তমান অধ্যয়ন প্রণায় অন্য এক দোষ এই যে তথায় বিদ্যাভ্যাসমাত্র হয় কিন্তু কি প্রকারে ব্যবসায় করিতে হয় তাহা শিক্ষা নাই যাহা তাবৎ দেশের বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইংরাজী ১৮৪০ শালের ১৬ ডিসেম্বরে গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি

মেং বুসবি সাহেব সাধারণ শিক্ষা সমাজে এক পত্র লেখেন যে "বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের অবশ্য প্রথমে রাজকীয় কর্ম্মাকাঙ্ক্ষা হইতে পারে এবং জেলার পাঠশালাস্থ ছাত্ররা মধ্যবর্ত্তি প্রধান বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া পারিতোষিক বেতন প্রাপ্ত্যানন্তর বিচার অথবা রাজস্ব সম্পর্কীয় কর্ম্ম পাইতে পারিবেন" এতৎ পত্রদ্বারা গবর্ণমেণ্টের এতৎ অভিপ্রায় প্রকাশ হইতেছে যে এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে রাজকীয় কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন ইহাতে যদ্যপিও আমরা বাধিত এবং পরমোপকৃত আছি তথাপি বোধ হয় যে কেবল তদ্বিষয়ের নিয়ম করিলে ঐ সকল ছাত্রদিগের অন্যান্য উপায় দ্বারা যে প্রকার উন্নতির সম্ভাবনা তাহার সঙ্কোচ হয় কিন্তু তদপেক্ষা বিদ্যালয়ে শিক্ষার নূতন রীতি স্থাপিত হইলে তাহাদিগের বহু প্রকারে উপকার হইতে পারে।

এক্ষণে ছাত্রদিগের যে প্রকার শিক্ষা হইতেছে তাহাতে বৈষয়িক কর্ম্মে তাহাদিগের বুদ্ধির এমত প্রাখর্য হয় না যদ্দ্বারা জীবিকার নূতন উপায় সৃষ্টি করিতে পারেন কারণ প্রত্যক্ষ দেখিতেছি কোন ছাত্র বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলে প্রথমত অর্থোপার্জনের বিষয়ে তাহাকে নিতান্ত নিরুপায় হইতে হয় বিশেষতঃ যে ব্যক্তি স্বাধীনতায় কাল যাপন করিতে ইচ্ছুক তাহার জীবিকোপায় অতি দুর্ঘট এবং কোন ব্যক্তি অর্থ কিম্বা অন্য কোন প্রকার সাহায্য ব্যতিরেকে তাহার উন্নতির সম্ভাবনা থাকে না।

রাজকীয় কর্ম্ম প্রথমতঃ অতি দুষ্প্রাপ্য, এবং নিম্নপদস্থ বিচারকর্দিগের বেতন অত্যল্প, এবং এতদ্দেশীয় লোকের প্রতি সিবিল সরবেণ্টদিগের যাদৃশ অবজ্ঞা ও তুচ্ছ তাচ্ছীল্যতা তাহাতে তৎকর্ম্ম প্রাপ্তেও অত্যন্ত অসুখ বোধ হয়। আর যদ্যপিও বেতনের বৃদ্ধি এবং সিবিল সরবেণ্ট হইতে অসুখ নিবারণ, এবং যোগ্যপাত্র বিবেচনা পূর্ব্বক কর্ম্মে নিয়োগ হয় তথাপি এমৎ কদাপি সম্ভাব্য নহে যে প্রত্যেক সুশিক্ষিত ছাত্রের নিমিত্তে রাজকীয় কর্ম্মের বাহুল্য হইবেক। অতএব বিদ্যালয়ে ব্যবসায়োপযুক্ত বিদ্যা শিক্ষা করাইলে ছাত্রদিগের মঙ্গলবৃদ্ধির সম্ভাবনা এবং তদ্দ্বারা তাহারা স্বাধীনতা পূর্ব্বক পরমসুখে কালযাপন করিতে পারিবেন ও দেশমাত্রের উন্নতিকারক যে শিল্প শাস্ত্র তাহার প্রতি বিশেষ যত্নবান হইবেন। এই ব্যবসায়ি বিদ্যা শিক্ষা প্রদানের উপরে যদি কেহ এরূপ আপত্তি করেন যে বিদ্যালয়ের মধ্যে তৎশিক্ষার নিয়ম হইলে গবর্ণমেণ্টের অধিক ব্যয়ের সম্ভাবনা অতএব ছাত্রেরা বিদ্যালয়ে সুশিক্ষিত হইয়া ব্যবসায়ি ব্যক্তিদিগের নিকটে তদ্বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারিবেন? ইহাতে আমারদিগের বক্তব্য এই যে ঐরূপ শিক্ষাতে প্রথমতঃ অধিক কালব্যয়, দ্বিতীয়তঃ তাহা সর্ব্বসাধারণের মনোনীত নহে, তৃতীয়তঃ উপদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক চালনা করিলে যাদৃশ ফল দর্শিবে প্রস্তাবিত উপায়ে তাদৃশ হইতে পারিবে না সুতরাং বিদ্যালয় মধ্যে শিক্ষার পরিবর্ত্তে ব্যবসায়িদিগের নিকটে শিক্ষা উৎকৃষ্ট বোধ হয় না. আর যদ্যপি ব্যবসায়িদিগের নিকটে বেতনাদির নিয়মদ্বারা তাহাতে প্রবৃত্তি সম্ভবে তথাপি অশিষ্ট দুই কারণের অনুরোধে বিদ্যালয় মধ্যে যে সকল পদার্থ বিদ্যা প্রভৃতির পাঠ হয় তাহার ব্যবহার প্রদর্শন পূর্ব্বক ব্যবসায়ি বিদ্যার আলোচনাই ফলদায়ক। আর এই ব্যবসায়ি বিদ্যার প্রচার হইলে গবর্ণমেণ্টের

রাজ্যসম্বন্ধীয় শিল্পকর্ম্মে যথেষ্ট সাহায্য, এবং এতদ্দেশীয় নব্য ব্যক্তিদিগের সদবস্থা, ও বহুবিধ শিল্পস্থাপন, এবং তদ্দ্বারা বহুসংখ্যক লোকের প্রতিপালন, আর দেশমধ্যে বিদ্যা, কৃষিকর্ম্ম আর বাণিজ্যের বৃদ্ধি ইত্যাদি নানাবিধ উপকারের সম্ভাবনা প্রযুক্ত ভাবি ভূরি ফল বিবেচনা করিলে তৎ শিক্ষার্থ ব্যয় অত্যল্প বোধ হইবেক।

ফ্রান্সদেশে উক্ত ব্যবসায়োপযুক্ত বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্তে পেরিস নগরে পলিটেক্নিক্ নামক ও অন্যান্য বিদ্যায় স্থাপিত হইয়া তাহাতে উপদেশ ও ব্যবহার প্রদর্শন পুরঃসর শিল্প, কৃষি, গৃহনির্ম্মাণ, চিত্রকরণ, নাবিকীয়, ও দুর্গনির্ম্মাণ ইত্যাদি লৌকিক কর্ম্মোপযোগি বিদ্যা শিক্ষাপ্রদানে যে প্রকার ফল জন্মিয়াছে তাহা স্মরণ করিলে প্রস্তাবিত বিষয়ের আবশ্যকতা পক্ষে এবং তদ্দ্বারা সম্ভাবিত ফলসমূহ অবশ্য বিশ্বাস হইবেক।*

## নীতি শিক্ষা। মে ১৮৭২। ২ সংখ্যা

শ্রীযুত বেঙ্গাল ইস্পেক্টেটর পত্র সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

হে মহাশয়,

"কোথায় গেল ইজিপ্সন থিবস টায়র।
সমুদ্র তরঙ্গোপরি পাল মাইয়র॥
যে সকল বিদ্যা জন্যে এই সব দেশ।
ঐশ্বর্য্যেতে পূর্ণ ছিল নাহি তারো লেশ॥
সিরাকুজ ক্ষেত্রে যদি কবর হইতে।
ডাক আর্কিমিডিজকে কারণ জানিতে॥
কহিবেন তবে তিনি এই সে নিশ্চয়।
দয়া সত্য ধর্ম্মহীন বিদ্যা কিছু নয়॥"

ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থ

গত মাসীয় বেঙ্গাল ইস্পেক্টেটরে বিদ্যালয়স্থ ছাত্রদিগের নীতি শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব পাঠ করিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম যেহেতু তদ্ব্যতিরেকে দেশের মঙ্গলবৃদ্ধির সম্ভাবনা-ভাব সুতরাং তাহা অত্যাবশ্যক অতএব এ বিষয়ের বারম্বার আন্দোলন দ্বারা পাঠকবর্গের বিবেচনা ও পরামর্শানুসারে অধিক সদুপায় উপস্থিত হইবার আশ্বাসে প্রস্তাবিত নীতি শিক্ষা বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি।

* ফ্রান্সদেশের বিদ্যালয়দ্বারা যে বিশেষ উপকার হইতেছে তাহার প্রমাণ এই যে কন্সরভেটির দি আর্ট এবং মিচিয়ার্থ নামক সোসাইটীতে প্রতি বৎসর যে সকল শিল্পদ্রব্যাদি উপস্থিত হয় তাহার উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতা প্রকাশ হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশীয় লোকদিগের শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হওয়াতে এক্ষণে আমারদিগের অতিশয় ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন কারণ শাস্য শাসক ব্যক্তিদিগের অন্যান্য বিষয়াপেক্ষা পরস্পরের আন্তরিক মিল ও মতের ঐক্য শাসনকর্ত্তা কর্ত্তৃক শাসিত লোকদিগের বিদ্যাদান ব্যতিরেকে সম্ভবে না।

পূর্ব্ব মাসীয় পত্রে লিখিত আছে "এরূপ শিক্ষা দ্বারা বোধ হইতেছে যে ছাত্রদিগের বুদ্ধি বৃদ্ধির নিমিত্তে যাদৃশ মনোযোগ নীতি বিদ্যানুশীলনের প্রতি তাদৃশ নাই" এবং আমার দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছে যে এক্ষণে কৌন্সেল আব এড়ুকেসন যে রীতিতে শিক্ষা প্রদান করিতেছেন তাহাতে নীতি শিক্ষার সম্পর্ক নাই অতএব তদনুসারে শিক্ষা হইলে বোধ হয় যে বিদ্যোপার্জ্জনের ফলোৎপাদন অতি দুর্ঘট। শিক্ষার নিয়মে নীতি শাস্ত্রের উল্লেখ না থাকিবার বীজ আমারদিগের অনুমান হয় যে গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে ধর্ম্মের সম্পর্ক রাখিতে অনিচ্ছুক; ইহাতে কোন ২ ব্যক্তিরা কহেন যে খ্রীষ্টধর্ম্মের সহিত নীতি শাস্ত্রের বিশেষ সম্বন্ধ প্রযুক্ত গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে তৎশিক্ষার প্রথা করেন নাই; ঐ মত কেবল অকারণে ধর্ম্মপক্ষপাতি মিসনরি সাহেবদিগের হইতে পারে বটে কিন্তু গবর্ণমেণ্টের যে এতাদৃশ অভিপ্রায় তাহা কখন স্বীকার করা যায় না যে হেতু খ্রীষ্টধর্ম্মের সহিত নীতি শাস্ত্রের যে কোন সম্বন্ধ নাই তাহা অতিপ্রসিদ্ধ এবং তদুল্লেখে লিপি বাহুল্য মাত্র আর যদিও নীতি শাস্ত্রের সহিত কাল্পনিক ধর্ম্মের সংস্রব থাকে তথাপি বিদ্যালয়ে তৎশিক্ষা রহিত করা অনুচিত কারণ পৃথিবীস্থ তাবজ্জাতীয় মনুষ্যদিগের কাল্পনিক ধর্ম্ম ভিন্ন ২ হইলেও নীতিশাস্ত্র প্রায় এক প্রকার এবং পরম্পরা সিদ্ধ সাধারণ প্রধান ২ নীতি সকল সর্ব্বসম্মত ও সর্ব্বত্র প্রচলিত, ইহার প্রমাণ প্রত্যক্ষ দেখ, খ্রীষ্টিয়ানেরা খ্রাইষ্টকে পরমেশ্বরের পুত্র এবং মুসলমানেরা মহাম্মদকে ঈশ্বরের ব্যবস্থা প্রকাশক ও হিন্দুরা শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরাবতার মানিয়া পরস্পর স্ব স্ব ধর্ম্মের সভ্যতা স্থাপন পূর্ব্বক অন্যান্য ধর্ম্মকে মিথ্যা বোধ করেন কিন্তু সৃষ্টির কর্ত্তা ও তাবৎ সুখের কারণ যে পরমেশ্বর তাহার সত্তার প্রতি কাহারও মতামত নাই এবং সর্ব্বদেশীয় ও সর্ব্বকালীন জ্ঞানি মনুষ্যেরা অন্য ধর্ম্মপুস্তক মানেন না কিন্তু ঈশ্বর সৃষ্ট তাবৎ বস্তুর স্বভাবাদির অনুসন্ধান দ্বারা পরমেশ্বরের অনুমান করিয়া থাকেন। আর অতি ক্ষুদ্র পিপীলিকার গতি দ্বারা যে প্রকার পরমেশ্বরের সত্তা, দয়া ও পরাক্রম প্রকাশ হয় বৃহদাকার ও বিবেচনাক্ষম মনুষ্য সৃষ্টিতেও তদ্রূপ জানা যায়। অতএব পূর্ব্বোক্ত সকল জাতিকেই পরমেশ্বরের সত্তা প্রভৃতি ও মরণানন্তর পুনর্জ্জন্ম ইত্যাদি বিষয়ে একমত দেখা যাইতেছে ঐ সকল জাতিদিগের কল্পিত ধর্ম্মশাস্ত্রে যদ্যপিও বিস্তর মিথ্যা ইতিহাস ও পরমেশ্বরের প্রতি দোষারোপ পূর্ব্বক অন্যান্য মনুষ্যের পূজ্যত্ব প্রতিপাদন থাকুক তথাপি তন্মধ্যে যে ২ নীতি আছে তাহাকে অবশ্য যথার্থ এবং উৎকৃষ্ট বলিতে হইবেক। অস্মদাদির শাস্ত্রোক্ত যে সকল নীতি তাহা কোন অংশে খ্রীষ্ট শাস্ত্রোক্ত নীতি অপেক্ষা অপকৃষ্ট নহে এবং সাহস পূর্ব্বক কহিতে পারি যে অতিশয় স্বধর্ম্মপক্ষপাতি পাদরি মহাশয়েরাও স্বীকার করেন যে বেদ পুরাণ স্মৃতি ও অন্যান্য হিন্দু শাস্ত্রে যে নীতি আছে

তাহা বাইবেলের নীতির সমান ; এ বিষয় সপ্রমাণার্থে ডাক্তর টাইটেলর সাহেবের সহিত বাদানুবাদ কালে এতদ্দেশীয় বিজ্ঞ রাজা রামমোহন রায় যে মত প্রকাশ করেন তাহা লিখিত হইল "খ্রীষ্টিয়ান জিজ্ঞাসা করেন যে রামদাস কি বলেন যে হিন্দুধর্ম্মের নীতি খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের মত উত্তম ; হাঁ, আমি তাহা স্বীকার করি এবং মনু বেদান্ত প্রভৃতি কতক শাস্ত্রের ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ আছে অতএব আমি বুদ্ধিমান বিজ্ঞ লোকদিগকে অনুরোধ করি যে তাঁহারা খ্রীষ্টিয়ান এবং হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যে কাহাতে উৎকৃষ্ট নীতি তাহা বিবেচনা করুন। যদ্যদি খ্রীষ্টিয়ান বেদ শাস্ত্রের কর্ম্মকাণ্ড দেখিয়া উপহাস করেন তবে আমিও তাঁহার ধর্ম্মশাস্ত্রে ঐরূপ কর্ম্মকাণ্ড দেখাইব এবং তিনি হিন্দুধর্ম্মের ইদানীন্তন অপকৃষ্টতা দেখাইলে তাহার খ্রীষ্টধর্ম্মেরও পূর্ব্বাপেক্ষা জঘন্যতা অস্মৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইবে, ফলত তিনি স্থির জানিবেন হিন্দুধর্ম্মে কর্ম্মকাণ্ডের বাহুল্য থাকিলেও ইহার নীতি মন্দ নয়।" অতএব আমারদিগের বিবেচনায় নীতি শাস্ত্রের সহিত ধর্ম্মের সম্পর্কাভাব প্রযুক্ত বিদ্যালয়ে তৎ শিক্ষায় কিঞ্চিন্মাত্র হানি নাই।

গবর্ণমেণ্টের পাঠশালাতে এবং প্রধান বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের নীতি শিক্ষার বিষয়ে যে তাদৃশ মনোযোগ নাই ইহার কারণ যাহা হউক কিন্তু ইহা সত্য যে বিদ্যালয়ে তৎ শিক্ষার প্রথা নাই কেবল দর্শন শাস্ত্র শিক্ষার নিমিত্ত অধিক যত্ন। আর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে অত্রস্থ প্রধান বিদ্যালয় হিন্দুকালেজের ছাত্রদিগের গণিত ও অন্যান্য দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন নিমিত্তে সর্ব্বমতে সর্ব্বদা পুরস্কার প্রদান হইতেছে কিন্তু সেখানে নীতি শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত এবং স্মিথ বেন্থাম প্রভৃতির নীতি পুস্তক পাঠের নিয়ম অদ্যাবধি হইল না অতএব বোধ করি যে নীতি বিষয়ের সদসদ্বিবেচনার ভার কেবল ছাত্রদিগের অস্থির ও কোমল বুদ্ধিতেই সমর্পিত হইয়াছে এবং সেখানে যে প্রকার শিক্ষা তাহাতে বিদ্যার বৃদ্ধি হয় কিন্তু অন্তঃকরণের সদ্ভাব ও দয়া ধর্ম্ম সুনীতির প্রাদুর্ভাব হয় না যদ্যপি গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশীয় বিদ্বান লোকদিগকে উত্তম ২ রাজকীয় কর্ম্মে নিযুক্ত করাতে তৎসমীপে আমারদিগের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা কর্ত্তব্য তথাপি বক্তব্য এই যে বিদ্যালয়ে বর্ত্তমান শিক্ষার নিয়ম দ্বারা ছাত্রদিগকে কেবল মুন্সেফ কালেক্টরের উপযুক্ত না করিয়া তাহাদিগকে ভাল ধার্ম্মিক মনুষ্য করা উচিত, দেশস্থ অন্যান্য ব্যক্তিরা যদৃষ্টান্তে ধার্ম্মিকতা ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়।

বোধ হয় বিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজন এই যে তদ্দ্বারা মনুষ্যের অন্তঃকরণের বিবিধ শক্তির প্রকাশ হইয়া সুখ বৃদ্ধি অথবা পরমেশ্বরের যে অভিপ্রায়ে ঐ শক্তি দিয়াছেন তাহার সুসিদ্ধি হইবেক এবং কর্ত্তব্য কর্ম্মে ও লাভে অভেদ বুদ্ধি, ও ধর্ম্মে এবং সুখে ঐক্য জ্ঞান জন্মিবে অতএব শিক্ষা দ্বারা যেমন বিদ্যার বৃদ্ধি হয় তদ্রূপ উক্ত প্রয়োজন সকলের সিদ্ধির নিমিত্তে অন্তঃকরণের স্বচ্ছতা উৎপাদন উচিত। যে সকল ব্যক্তিরা মনুষ্যের শক্তি বিষয়ে লিখিয়াছেন তাঁহারা আন্তরিক বিষয়কে দুই প্রকারে বিভক্ত করেন এবং লক, ইষ্টোয়ার্ড এবং ব্রৌন সাহেব ও অন্যান্য প্রধান ২ ইলংণ্ডীয় নৈয়ায়িকেরা প্রত্যেকে নামকরণে ভিন্ন ২

শব্দ প্রয়োগ করিলেও মানসিক শক্তিকে বুদ্ধি এবং নীতিজ্ঞতা এই দ্বিবিধ অংশে বিভাগ করিয়াছেন এই সকল প্রমাণে আমারদিগের বিলক্ষণ প্রত্যয় জন্মে এবং অনুভব হয় যে উক্ত প্রথম শক্তি অর্থাৎ বুদ্ধি দ্বারা লোকদিগের স্মরণ বিবেচনা তর্ক ইত্যাদিতে ক্ষমতা হয় এবং দ্বিতীয় শক্তি অর্থাৎ নীতিজ্ঞতা দ্বারা অন্তঃকরণের সদ্ভাব ও সুনীতির আবির্ভাব হয় অতএব গবর্ণমেণ্ট যে নিয়মে শিক্ষা দিতেছেন তাহাতে যদি নীতি শিক্ষার রীতি না হয় তবে পরমেশ্বর যে অভিপ্রায়ে মনুষ্য সৃষ্টি তাহা নিষ্ফল হইবেক যদ্যদি এক্ষণকার শিক্ষা দ্বারা ঐ শক্তির একাংশের বুদ্ধি প্রযুক্ত অর্দ্ধেক সফল হইতেছে তথাপি সমুদয়ের সফলতা এবং পূর্ণতা করা উচিত যেহেতু শিক্ষা দানের অভিপ্রায় এই যে তদ্দ্বারা বুদ্ধির প্রাখর্য্য হইয়া বিদ্যাবৃদ্ধি ও অনুমান শক্তি হইবেক এবং অন্তঃকরণে দয়ার্দ্রতা পরহিতেচ্ছা ইন্দ্রিয় দমন এবং সাধারণ সুখাকাঙ্ক্ষা জন্মিবেক।

অস্মদ্দেশীয় কতিপয় লোকেরা মনে করেন যে বালকদিগের লিখন পঠন এবং অঙ্কশাস্ত্র ইতিহাসাভ্যাস ও গবর্ণমেণ্টের আইনে কিঞ্চিৎ বোধ হইয়া ব্যবসায়িদিগের নিকটে কর্ম্মনির্ব্বাহকতা ও রাজকীয় বিচার সম্পর্কের মুন্সেফী প্রভৃতি কর্ম্ম ক্ষমতা জন্মাইলেই বিদ্যোপার্জ্জনের ফলোদয় হয়, কিন্তু আমারদিগের মত তদ্বিরুদ্ধ কারণ পরমেশ্বর কেবল অঙ্ক শাস্ত্র ইতিহাসাদি শিক্ষার নিমিত্তে মনুষ্যের অন্তঃকরণে উক্ত দ্বিবিধ শক্তি অর্পণ করেন নাই কিন্তু ধার্ম্মিকতাদি সদ্‌গুণ সম্পন্ন হইবার আশয়েই তৎসৃষ্টি করিয়াছেন অতএব আমারদিগের প্রস্তাব্য এই যে বিদ্যালয়ে নীতি শিক্ষার রীতি হয় এবং উত্তরোত্তর বালকদিগের জ্ঞানবৃদ্ধি-ক্রমে সাধারণোপকারার্থ সৎপ্রবৃত্তি প্রদানারম্ভ হয় আর তদ্ব্যতিরিক্ত তথায় অন্যান্য যে সকল পুস্তক পাঠ হয় তাহা হইতেও নীতি উপদেশ দেওয়া উচিত যথা ভূগোল শাস্ত্রের পাঠকালে তৎশিক্ষকের কর্ত্তব্য যে নানাদেশীয় লোকদিগের রীতি ব্যবহার এবং জলবায়ুর গুণাগুণ দ্বারা ভিন্ন ২ দেশীয় লোকদিগের যেরূপ স্বভাবাদি তাহার ব্যাখ্যা করেন এবং ইতিহাসের অধ্যাপনা সময়েও কেবল অনর্থক প্রাচীন ঘটনাদি অভ্যাসের উপদেশ দ্বারা বালকের ধারণাশক্তিকে বৃথা নষ্ট না করিয়া পূর্ব্বকালীন নীতিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সদ্‌গুণ এবং রাজাদিগের দৌরাত্ম্য ও পরাক্রমেচ্ছা প্রভৃতির বর্ণন পুরঃসর তাহাদিগের অন্তঃকরণে সুনীতির বীজ রোপণ করেন।

খেদের বিষয় এই যে এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট যে নিয়মে শিক্ষা দিতেছেন তাহা আমরা যেরূপ প্রস্তাব করিলাম ও যাহাতে সর্ব্বাং মঙ্গল হয় তাহার সহিত কোন মতে ঐক্য নহে যেহেতু প্রধান বিদ্যালয় হিন্দুকালেজে নীতি শিক্ষার প্রথা নাই এবং যদি তথাকার শিক্ষকেরা অন্যান্য পুস্তকের অধ্যাপনা কালীন কোন স্থলে উত্তম নীতি দেখেন তাঁহারা তদ্বিষয়ের আন্দোলন না করিয়া কেবল অর্থ মাত্র প্রকাশ করত তাহা ত্যাগ করেন এবং ঐ বিদ্যালয়ে পাঠ্য নানা প্রকার গদ্য-পদ্য পুস্তকের যে সকল নীতি তাহাও উত্তমরূপে উপদেশ হয় না।

. অতএব তাবৎ বিদ্যালয়েই নীতিশিক্ষা প্রদান আবশ্যক এবং ছাত্রদিগের বুদ্ধি ও অন্তঃকরণ উভয়কেই উৎকৃষ্ট করা উচিত বিশেষতঃ বুদ্ধি অপেক্ষা অন্তঃকরণের উৎকর্ষের অধিক প্রয়োজন যেহেতু বুদ্ধি দ্বারা কোন বিষয়ে সত্য মিথ্যা জ্ঞান হয় বটে কিন্তু অন্তঃকরণের যোগ ব্যতিরেকে তাহাতে মগ্ন হওয়া যায় না এবং বুদ্ধি তীক্ষ্ণ অথচ অন্তঃকরণ মন্দ হইলে ধার্ম্মিক হইতে পারে না ও সেই অন্তঃকরণে দয়া ধর্ম্ম ইত্যাদির বীজ থাকিলেও তাহার অঙ্কুর হইয়া ফল জন্মে না ইহার প্রমাণ সরলান্তঃকরণ সুনীতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা দীন দরিদ্রদিগের দুঃখ দেখিয়া যাদৃশ কাতর হয়েন উক্তরূপ মনুষ্যেরা তাহাদিগের ক্লেশ দেখিয়া তন্নিবারণের উপায় জানিয়াও তাহাদিগের সাহায্য করণে প্রবৃত্ত নহেন এবং অবহুজ্ঞ ব্যক্তিরাও স্বীকার করেন যে কর্ত্তব্য কর্ম্মে শ্রদ্ধা ব্যতিরেকে তাহার জ্ঞান কোন কার্য্যকর নহে। সুনীতি দ্বারা পরমেশ্বরের সত্তা, ধর্ম্ম, পুনর্জন্ম, ইত্যাদিতে বিশ্বাস হয় কারণ সদন্তঃকরণ ও সুনীতিজ্ঞ ব্যক্তিরা কদাচ ঐ সকল অস্বীকার করেন না কিন্তু যাহারা বিদ্বান অথচ নীতিজ্ঞান রহিত তাঁহারা অপ্রত্যয় করিতে পারেন ও বুদ্ধি দ্বারা সদসদ্বিবেচনার ক্ষমতা হইলেও অন্তঃকরণের ঐ শক্তির আশ্রয় ব্যতিরেকে তাহার ধারণ হয় না ; এই উভয় পৃথক ২ থাকিলে ক্ষীণ কিন্তু মিলিত হইলে সকল সম্পদের কারণ, এবং মিলিত ঐ শক্তি দ্বারাই কি মহৎ কি ক্ষুদ্র তাবৎ বস্তুতে পরমেশ্বরের সত্তা, দয়া ও পরাক্রম জানিতে পারা যায়।

অতএব শিক্ষা দ্বারা বুদ্ধি এবং অন্তঃকরণ উভয়কেই উৎকৃষ্ট করা উচিত যদি কেহ প্রশ্ন করেন যে এতদ্দ্বয়ের মধ্যে প্রধান কে? তাহাতে আমরা সাহস পূর্ব্বক কহিতে পারি যে বুদ্ধি অপেক্ষা অন্তঃকরণের সৎ প্রবৃত্তি হওয়া অধিক আবশ্যক যেহেতু তাহাতে মনুষ্যত্ব ও অন্যান্য লোকাপেক্ষা মর্য্যাদা এবং সম্ভ্রম বৃদ্ধি হয়।

কালেজে শুদ্ধ দর্শন বিদ্যার আলোচনা প্রযুক্ত তৎ শিক্ষা শুষ্ক এবং ফলদায়ক নহে, এরূপ কথনে আমারদিগের এমন তাৎপর্য্য নয় যে আমরা দর্শন শাস্ত্রের নিন্দা করিতেছি কিন্তু বোধ হয় যে নীতি শাস্ত্রের দ্বারা মানসিক সদ্ভাবের দৃঢ়তা হওয়াতে অধিক উপকারহেতু তৎশিক্ষা যেরূপ আবশ্যক দর্শন শাস্ত্র দ্বারা কেবল বাহ্য পদার্থ বিষয়ক জ্ঞান হেতু তাহা তাদৃশ নয় এবং উক্ত শাস্ত্র দ্বারা সুনীতি না জন্মিলে বিদ্যোপার্জ্জন জন্য সম্মান ও মহত্ত্ব প্রশংসনীয় হয় না ফলত স্বাভাবিক বুদ্ধি বিশিষ্ট এবং শক্তিমান লোকেরা অন্যের উপকারার্থে প্রবৃত্ত না হইলে তাহাদিগের ঐ বুদ্ধি এবং শক্তি বৃথা বিশেষতঃ যখন তাহারা পরের অপকার করেন তখন তাহা নিতান্তই নিরর্থক।

অতএব সৎপ্রবৃত্তির আবশ্যকতা হেতু বিদ্যালয়ে অতি শীঘ্র নীতিশিক্ষার প্রথা করণ উচিত এবং অন্তঃকরণের ধর্ম্মকে অর্থাৎ পরদুঃখে কাতর্য্য, স্নেহ, ও সুনীতি ইত্যাদিকে স্বাভাবিক শক্তির উপরে সমর্পণ না করিয়া শিক্ষা দ্বারা উৎকৃষ্ট করিলে মঙ্গল সম্ভাবনা আর ছাত্রদিগকে পরমেশ্বরে উক্তি ও ধর্ম্মের ফল সুখ এবং পাপের ফল দুঃখ ইত্যাদি জানাইতে

বাল্যাবস্থায় উপদেশ কর্ত্তব্য যেহেতু এই অবস্থা নীতি শিক্ষার উপযুক্ত সময় ও এইকালে যেরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হইবে অন্তঃকরণ মধ্যে তাহার দৃঢ় সংস্কার থাকিবেক এবং এ সময়ে নীতি শিক্ষা হইলে ধর্ম্মের সহিত সুখের যে সম্বন্ধ তাহার জ্ঞান জন্মিয়া যাবজ্জীবন ক্রমে ২ ঐ জ্ঞানের অতিশয় দৃঢ়তা হইবেক।

অতএব আমরা ভরসা করি যে গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে বিদ্যাদানে উৎসাহী হইয়া যেমন এক নূতন কৌন্সেল স্থাপিত করিয়াছেন তেমনি শিক্ষার নূতন রীতি করণে মনোযোগ করিবেন অথবা বিদ্যালয়ে বর্ত্তমান শিক্ষার ধারার কোন অংশের এরূপ পরিবর্ত্ত করিবেন যাহাতে ছাত্রদিগের নীতি বিদ্যা ও অন্যান্য বিদ্যা উভয়ই জন্মে।

## চিঠি। মে ১৮৪২। ২ সংখ্যা

শ্রীযুক্ত বেঙ্গাল স্পেকটেটর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

হে মহাশয়,

কিয়দ্দিবস হইল চন্দ্রিকা সম্পাদক মহাশয় স্বীয় পত্রে মেডিকেল কলেজ বিষয়ক যে এক প্রস্তাব লিখিয়াছেন তৎপাঠে আমি অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছি উক্ত বৃদ্ধ বন্ধু যে এতৎ বিদ্যা মন্দিরের প্রশংসা করেন তাহা অপেক্ষা আর আহ্লাদের বিষয় কি। ছাত্রদিগের ব্যবচ্ছেদ শিক্ষা যদ্যপি কতিপয় হিন্দুদিগের ঘৃণার্হ হইয়াছে তত্রাপি ইহা দ্বারা বহুবিধ প্রকারে দেশের মঙ্গল সম্ভাবনা। মহাশয়ের মিত্র সম্পাদক এ বিষয়ে এতদ্রূপে যে সুবিবেচনা ও উদারচিত্ততা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে এই স্পষ্ট বোধ হইল যে এইক্ষণে এতদ্দেশীয় লোকেরা ক্রমশ অনেক প্রকার সৎবুদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছেন। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিদিগের সম্বাদপত্রে ভারতবর্ষের উন্নতি জনক উপায় সমূহে সানুকল্যাভিপ্রায় প্রকাশ দর্শনে আনন্দিত চিত্ত হইয়া মনোমধ্যে এই ভরসা করি যে অস্মদ্দেশে মিথ্যা ধর্ম্মে দৃঢ়তা ও উপকারজনক ব্যাপার সমূহে দ্বেষাদ্বেষাদির শীঘ্রই লোপ হইবেক। এবং যদ্দ্বারা হিন্দুদিগের মন এ পর্য্যন্ত বদ্ধ ছিল সেই মিথ্যা ধর্ম্মরূপ শৃঙ্খল এক্ষণে ভগ্ন হইয়া শীঘ্র শুভ দিন আসিবেক। হিন্দুগণেরা বৈদ্যক শাস্ত্রাধ্যয়নে এবং আপনারদিগের আত্মীয়বর্গের ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা শিক্ষাকরণে কোন প্রকারে প্রতিবন্ধকতা করেন না ইহাতেও অনেক মঙ্গল সম্ভাবনা আর হে সম্পাদক মহাশয় এই ব্যাপার দৃষ্টে আমার ভরসা হইতেছে যে আপনি যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহাতে আর অধিক উৎসাহ পূর্ব্বক মনোযোগ করিবেন এবং অস্মদ্দেশে যে সমস্ত অন্যায় রীত্যাদি আছে তাহা সমুদায় দূরীকৃত করণে অধিক সচেষ্ট হইবেন। আপনি সত্যের পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন, এইক্ষণে জ্ঞান ও অজ্ঞান এতৎ পক্ষদ্বয়ে বিবাদ উপস্থিত কিন্তু এ বিবাদে পরিশ্রমের ক্রটি না হইলে আপনারই জয় সম্ভাবনা আপনি যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা অতি বৃহৎ, এবং অত্যন্ত পরিশ্রম সাধ্য কারণ বহুপ্রকার

অহিত জনক রীতি নীত্যাদি দূরীকৃত করিতে হইবেক কিন্তু এইক্ষণকার লোকদিগের আচরণাদি দর্শনে বোধ হয় যে আপনকার উদ্যোগ সকল হইবেক। রীতি, নীতি, ব্যবহারাদি সংশোধন বিষয়ের প্রস্তাবকালে মহাশয় স্বদেশীয় জনগণকে ইহা স্মরণ করিয়া দিবেন যে উক্ত বিষয় সমূহে তাহারদিগেরও যথাসাধ্য যত্নযুক্ত হওয়া সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। এবং আপনি এই উপদেশ দিবেন যে ভাবি ফলাফল বিবেচনা না করিয়া কেবল প্রকৃত ধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক কর্ম্ম করণ, এবং নারীগণ প্রতি দয়া প্রকাশ ও নম্রতাচরণ এবং স্ত্রী ও কন্যাদিগকে বিদ্যা শিক্ষা প্রদান নিতান্ত আবশ্যক। অপর সদাসদ্বিবেচনাক্ষম বালিকাদিগকে অত্যন্ত শিশুকালে পাত্রস্থ করণরূপ অন্যায় ব্যবহারের দোষ, এবং বিধবাদিগের পুনর্বিবাহের কর্ত্তব্যতাদি দর্শাইবেন অনন্তর অন্যায় প্রাচীন রীত্যাদির প্রতি আত্যন্তিক শ্রদ্ধা দূরীকরণ পূর্ব্বক যাহাতে অস্মদ্দেশীয়দিগের বুদ্ধি স্ফূর্ত্তি ও স্বাধীনতা জন্মে তাহাতে বিশেষ মনোযোগ করিবেন। অবশেষে পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি যে তেঁহ মহাশয়ের এই চেষ্টা ফলবতী করুন।

কস্যচিৎ বন্ধোঃ

## নীতিশিক্ষা । জুলাই ১৮৪২ । ৫ সংখ্যা

শ্রীযুত বেঙ্গাল স্পেকটেটর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

হে মহাশয়,

গত মে মাসীয় বেঙ্গাল স্পেকটেটর পত্রে আপনার কোন পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্টের পাঠশালা সকলে যে প্রকার অন্যান্য বিদ্যার শিক্ষাদানের রীতি আছে তদ্রূপ নীতি বিদ্যা উপদেশের প্রথা করণ অত্যাবশ্যক; ইহাতে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক পশ্চাল্লিখিত কএক পংক্তি আপনকার পত্রেক পার্শ্বে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

নীতিশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র এই উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ আছে কি না এ বিষয়ে বাদানুবাদ করিতে আমি নিতান্ত অনিচ্ছুক, এবং অত্রস্থ যুবাদিগের পক্ষে যদ্রূপ ধর্ম্মোপদেশের আবশ্যকতা তদ্রূপ ভারতবর্ষীয় লোকসমূহের সুখবৃদ্ধির নিমিত্ত তাহাদিগের কর্ম্মদাক্ষ্যপ্রদায়িনী বিদ্যা শিক্ষা প্রদান আবশ্যক কি না এতদ্বিষয়ের বিচার করণেও আমার বাসনা নাই, অপর পত্রপ্রেরক তাবৎ বিজ্ঞান শাস্ত্রের হেয়তা সপ্রমাণ করিতে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতেও দোষারোপ করিতে লেখনী ধারণ করিব না কিন্তু যে বিষয়ের বিবেচনা করণে উদ্যত হইয়াছি কেবল তদ্বিষয়েই কিঞ্চিৎ লিখি।

নীতি শাস্ত্রোপদেশের আবশ্যকতা প্রদর্শনার্থে আপনকার পত্রপ্রেরক লিখেন যে "প্রধান ২ নীতি সকল কেবল মনুষ্য মণ্ডলী বিশেষের মান্য ও গ্রাহ্য নহে কিন্তু তাহা সর্ব্বজন

সম্মত অথচ নিত্য"। আমি ইহাতে অস্বীকৃত নহি, কিন্তু এস্থলে প্রধান ২ নীতি কি তাহা বিবেচনা করিলে অস্তেয় অহিংসা এবং সত্য কথন ( অর্থাৎ পরস্বাপহরণ, প্রাণি হত্যা, মিথ্যা কথন ও মিথ্যা সাক্ষ্যদান অকর্ত্তব্য ) ইত্যাদি কতিপয় ভিন্ন অন্য প্রায় উপলব্ধ হয় না। আমরা শুনিয়াছি যে য়িহুদী জাতীয়েরা পরমেশ্বর হইতে উক্ত নীতি জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন অতএব নীতি শিক্ষা যদ্যপি পরমেশ্বরের আনুকূল্য ব্যতিরেকে মনুষ্যের অসাধ্য হইল তবে মহাশয়ের পত্রপ্রেরক সর্ব্বজন সম্মত ও নিত্য ঐ সকল নীতি শিক্ষা প্রদানের নিমিত্তে হিন্দু কালেজ নামক বিদ্যালয়ে ছয় কিম্বা আট শত মুদ্রা বেতনে একজন অধ্যাপক নিযুক্ত করণের যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে আমরা কেন না বিস্ময়াপন্ন হইব।

আমার বিবেচনায় উক্ত কতিপয় নীতি শিক্ষার নিমিত্ত সময় ও অর্থ ব্যয় এবং পরিশ্রম নিষ্প্রয়োজন কিন্তু আমার এমত অভিপ্রায় নহে যে উক্ত নিয়ম সকল অতিক্রম করিলে পাপগ্রস্ত হইতে হয় না সে যাহা হউক যে সকল হিন্দুদিগের পাঠার্থে মহাশয়ের পত্র প্রচার হইয়া থাকে, তাঁহারা যে ঐ সকল নিয়ম উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক দোষী হইবেন অদ্যাপি তাহাদিগের এতাদৃশ সাহস জন্মে নাই। অতএব বৈষ্ণব তন্ত্রাবলম্বি ব্যক্তিকে মদ্যপান নিবৃত্তি বিষয়ে ফলশ্রুতি প্রদর্শন প্রায় এক্ষণে মহাশয়ের পত্রে ঐ সকল নিয়মাতিক্রম দোষের হেয়তার আন্দোলন নিরর্থক।

আমার বোধ হয় যে মহাশয়ের পত্রপ্রেরকের অবশ্যই এমত অভিপ্রায় থাকিবেক যে পরদ্রব্যাহরণ অকর্ত্তব্য ইত্যাদি কতিপয় নীতি ব্যতিরিক্ত অন্যান্য গুরুতর বিষয়ও নীতি-শাস্ত্রের অন্তর্গত আছে। কিন্তু, দুঃখের বিষয় এই যে পত্রপ্রেরক স্বীয় পত্রে তথাপি নীতি শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করেন নাই; যাহা হউক এতদ্বিষয়ে তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত তৎপত্রের দুই প্রস্তাব নিম্নভাগে লিখিলাম।

প্রথম "শিক্ষাদানের অভিপ্রায় এই যে তদ্দ্বারা বুদ্ধির প্রাখর্য্য হইয়া বিদ্যা বৃদ্ধি ও অনুমান শক্তি হইবেক এবং অন্তঃকরণে দয়ার্দ্রতা পরহিতেচ্ছা ইন্দ্রিয়দমন এবং সাধারণ সুখাকাঙ্ক্ষা জন্মিবেক"।

দ্বিতীয়, "ইতিহাসের অধ্যাপনা সময়ে কেবল অনর্থক প্রাচীন ঘটনাদি অভ্যাসের উপদেশে দ্বারা বালকদিগের ধারণাশক্তিকে বৃথা নষ্ট না করিয়া পূর্ব্বকালীন নীতিজ্ঞ ব্যক্তি-দিগের সদ্গুণ এবং রাজাদিগের দৌরাত্ম্য ও পরাক্রমেচ্ছা প্রভৃতি বর্ণন পুরঃসর তাহাদিগের অন্তঃকরণে সুনীতির বীজ রোপণ করা উচিত"।

প্রথম প্রস্তাবের উপর বাহুল্যরূপ লিখনে পাঠকবর্গের পরিশ্রম মাত্র যেহেতু পত্রপ্রেরক যেবিষয় অতিশয় গুরুতর জ্ঞান করিয়া স্বীয় লেখনীকে যথেষ্ট কষ্ট দিয়াছেন তাহা অতি সহজ ও সকলেরি অনায়াসে বোধগম্য। আর শিক্ষার উত্তম রীতি দ্বারা যে প্রকৃষ্ট জ্ঞানোৎপত্তি হয় ইহা সত্য বটে কিন্তু অস্মদ্দেশীয় লোকদিগের বর্ত্তমান সাহসহীনতাদি দোষ থাকিতে যে তাহাদিগের বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও মহৎকার্য্য সম্পাদন ক্ষমতা জন্মিবে ইহা সম্ভাব্য

নহে, অতএব আমি এস্থলে অস্মদ্দেশীয় লোকদিগের অন্যান্য কুসংস্কারাদির বিষয় উল্লেখ না করিয়া কেবল এই মাত্র কহি যে শিক্ষা দ্বারা দেশ ও জাতিগত কুসংস্কারের পরীহার কখন হইতে পারিবেক না।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে কিঞ্চিৎ অধিক লিখনের আবশ্যক, পত্র প্রেরক লেখেন যে বিদ্যালয়ে নীতি বোধক ইতিহাসাদির অধ্যয়নের প্রথা করা উচিত, ইহাতে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে ইতিহাস পাঠ দ্বারা সাধারণ হিন্দুদিগের কি উপকার হইবে? বাঙ্গালিদিগকে এক্ষণে ধনী বলিয়া কেহ গণনা করেন না এবং আমি সাহস পূর্ব্বক কহিতে পারি যে হিন্দুকালেজ নামক বিদ্যালয়ে প্রায় ৫০০ পাঁচ শত ছাত্র আছেন কিন্তু তন্মধ্যে উচ্চ সংখ্যায় বিংশতিজন মাত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পৈত্রিক বিষয়াবলম্বনে কাল যাপন করিতে পারিবেন অপর ৪৮০ চারি শত অশীতি জনকে কোম্পানি বাহাদুরের অথবা প্রধান ব্যবসায়িদিগের কর্ম্মস্থানে যে কোন কর্ম্মাবলম্বন করিয়া অতি কষ্টে জীবন ধারণ করিতে হইবেক, অতএব আমি জিজ্ঞাসা করি যে ঐ সকল যুবা ব্যক্তি যাহারা পরে গবর্ণমেণ্টের অধীনে অতি সামান্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেন ও যাহাদিগকে কেবল কায়িক পরিশ্রমে স্ব ২ পরিবার পোষণে ব্যস্ত থাকিতে হইবেক তাহারা রোম রাজ্য বিনাশের আদ্যন্ত বিবরণ ও গ্রীস রাজ্যান্তর্গত তাবৎ রাজ্যো উন্নতি বিষয়ক ইতিহাস এবং পূর্ব্বকালীন মহাত্মা ব্যক্তিদিগের জীবন বৃত্তান্ত অবগত হইলে তাহাদিগের কি ফল দর্শিবেক তজ্জন্যে আমার মত এই যে সকলে প্রথমতঃ ধনোপার্জ্জনের উপায়ানুসন্ধান ও তদুপযোগি বিদ্যা শিক্ষা করিতে যত্ন করুন যদ্যপি ইহাতে অবজ্ঞা করিয়া কেবল মনোযোগের মাত্রোপযোগি অন্যান্য উৎকৃষ্ট বিদ্যাধ্যায়নের বাসনা করেন তবে বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু সমাজের যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি তাহাতে তাঁহাদিগের সুখ্যাতি প্রাপ্তি হওয়া দূরে থাকুক বরঞ্চ পরিবেশ নষ্ট এবং অক্ষম অথচ শাল দ্বারা উষ্ণীষ বন্ধনকারি ব্যক্তির ন্যায় তাঁহারা কেবল উপহাসাস্পদ হইবেন।

অপর এতদ্দেশীয় লোকদিগের উপরে রাজা এবং রাজপুত্রেরদের সর্ব্বদা অত্যাচার ও তাহাদিগের অতিশয় অর্থ তৃষ্ণা দেখাইয়া মহাশয়ের পত্র প্রেরক এদেশের লোকদিগকে তদ্বিষয়ে ঘৃণা করিতে যে অনুরোধ করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম না বাঙ্গালিদিগের আর ২ দোষ গুণ যাহা থাকুক কিন্তু ইহা সত্য বটে যে তাহারা রণদক্ষ নহে সুতরাং রাজ্য শাসনাদির ভারপ্রাপ্তি বিষয়ে একেবারে প্রত্যাশা বিহীন, অতএব রণপণ্ডিত রাজা ও রাজপুত্রেরা যে সকল কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন ইহাদিগের তন্নিবারণ করিবার অথবা স্বয়ং তদ্রূপ অসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা কি আছে। চিকিৎসকেরা পীড়িত ব্যক্তি উপস্থিত রোগের শান্তির নিমিত্ত ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা প্রদান করিয়া থাকেন কিন্তু ভাবি রোগের উপশমার্থ কদাচ ঔষধ প্রয়োগ করেন না এই দৃষ্টান্তেও বোধ হয় যে বাঙ্গালিরা যৎকালে সাহসী হইবেন অথবা হস্তে অসিধারণ করত স্বদেশের সিংহাসন আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিবেন তখন মহাশয়ের পত্রপ্রেরক লোভের দোষ দর্শাইয়া নীতি উপদেশ করণে

প্রবৃত্ত হইলে উপকারের সম্ভাবনা, কিন্তু এক্ষণে তাহার চেষ্টা ও পরিশ্রম বিফল, এবং এসময়ে বাঙ্গালিরা তাঁহার উপদেশের তৎপর্য্যাবধারণেও অক্ষম।

বাঙ্গালিদিগের বর্ত্তমানাবস্থা অবলোকন করিয়া আমি এই বিবেচনা করি যে এক্ষণে তাবৎ ব্যক্তিই প্রথমে ঐ সকল বিদ্যা শিক্ষাতে যত্ন করুন যাহাতে স্থখবৃদ্ধি হইতে পারে এবং গবর্ণমেণ্টের অধীনে যে ২ কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেন তাহা উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারেন এবং আমার বোধ হয় যে পাঠশালায় পূর্ব্বকালীন ইতিহাসাদি পাঠাপেক্ষা পোলিস অথবা স্থপ্রিমকোর্টের রিপোর্ট পাঠের প্রথা হইলে যথেষ্ট উপকার হইবার সম্ভাবনা। ভবিষ্যৎ-কালে ইতিহাসাদি ও ও অন্যান্য উত্তমোত্তম গ্রন্থাধ্যয়নের যে আবশ্যক হইবে ইহা আমি স্বীকার করি কিন্তু সে কাল অদ্যাপি উপস্থিত হয় নাই স্থতরাং এক্ষণে আমাদিগের শোভাকরী বিদ্যা ত্যাগ করিয়া অর্থকরী বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। এতদ্দেশীয় প্রায় অনেকেরি মনে এই স্থির আছে যে সংস্কৃত বিদ্যাতে অপূর্ব্ব ফল জন্মে কিন্তু সে তাহাদিগের ভ্রান্তি মাত্র ফলত তাঁহারা নিশ্চয় জানিবেন যে ইংরাজী বিদ্যাতেই বাস্তবিক উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব আমার প্রার্থনা এতদ্দেশীয় লোকেরা অনুমান শাস্ত্রের অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন এক্ষণে ঐ সকল শাস্ত্রকে কর্ম্মোপযোগি করুন ও ইউরোপীয় লোকেরা বাণিজ্য এবং অন্যান্য কর্ম্মে যেরূপ সাহসাবলম্বন করেন ইঁহারাও তদ্রূপ করুন। আর আমাদিগের এক্ষণে যে অবস্থা তাহাতে সকলেরি কিঞ্চিৎ ২ ধন সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য, এবং এতদবস্থায় অর্থের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া স্ব ২ বালকদিগের বিদ্যাশিক্ষা প্রদান কোনমতে শ্রেয়স্কর নহে, ও অর্থাকাঙ্ক্ষা না হইলে অস্মদাদির দারিদ্র্য ও অলসতা কখনই দূর হইবেক না; বরঞ্চ ক্রমে ২ আমাদিগের পক্ষে অধিক মন্দ হইবেক। অতএব যে সকল বিদ্যাতে কর্ম্ম নৈপুণ্য ও অল্প ব্যয়ে অধিক স্থখ ও ধনোপার্জ্জন হয় এমত বিদ্যা শিক্ষার্থ সকলে যত্ন করুন। যদিও ইংলণ্ডদেশে কোন ২ মহৎ ব্যক্তিরা অর্থোপার্জ্জন প্রত্যাশা রহিত হইয়া বিদ্যাপার্জ্জনের চেষ্টা করিয়াছিলেন ও তাহাতে তদ্দেশের অনেক উপকার হইয়াছিল ইহা আমরা নিশ্চয়রূপে অবগত আছি তথাপি তদ্দৃষ্টান্তক্রমে সময়ানুসারে অস্মদ্দেশের ঐরূপ উপকার সম্ভাবনার আশ্বাস করিয়া এক্ষণে অস্মদ্দেশীয় অধিক ব্যক্তিকে লাভাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া ঐরূপ বিদ্যাশিক্ষা করিতে দিলে যে এতদ্দেশের পক্ষে ঝটিতি কোন উপকার হইবেক ইহা আমি প্রত্যয় করিতে পারিব না।

কামানসেন্স

## কৃষ্ণনগরের বিদ্যালয়। ১ অক্টোবর ১৮৪১। ৯ সংখ্যা

লার্ড বেণ্টিক্ক সাহেবের অধিকার সময়ে মফঃসলে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে আরম্ভ হইলে আমরা সকলেই অনুমান করিয়াছিলাম কৃষ্ণনগর অতি প্রধান স্থান তথায় অবশ্যই এক পাঠশালা হইবেক, কিন্তু সার এড্ওয়ার্ড রায়েন সাহেব শিক্ষা সমাজের

অধিপতিত্ব পদ গ্রহণান্তর মফস্বলের লোকদিগের ইংরাজী ভাষার প্রতি অশ্রদ্ধা দেখিয়া কোন ২ জেলার পাঠশালা লোপ করতঃ যেখানকার মনুষ্যেরা তদ্ভাষার উপকার ও লাভ বুঝেন তত্তৎ স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করিতে যখন প্রবৃত্ত হইলেন তখন কি জন্য ঐ স্থানে পাঠশালা করিলেন না? মুরশিদাবাদ, হুগলি, বোয়ালিয়া এবং যশোহর এই সকল জেলায় স্কুল হইল কিন্তু সর্ব্ব মধ্যস্থল নবদ্বীপে হইল না; আমারদিগের বোধ হয় ঐ স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করা অত্যাবশ্যক, কারণ ঐ প্রদেশ অতি বৃহৎ ও সেখানে অনেক ধনবান্ ভদ্রলোক বসতি করেন এবং ঐ দেশ বহুকালাবধি বিদ্যার নিমিত্ত প্রসিদ্ধ আছে; বিশেষতঃ তথায় প্রায় তাবৎ লোকই অতিশয় বুদ্ধিমান ও বিদ্যা বৃদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বদাই উৎসাহান্বিত। বঙ্গদেশের লোকেরা নবদ্বীপকে বিদ্যার আকর স্বরূপে গণনা করিতেন ঐ নগর কেবল সংস্কৃত বিদ্যার আলোচনার নিমিত্ত প্রসিদ্ধ নহে কিন্তু তথায় তদ্ভিন্ন বাঙ্গালা ও অন্যান্য বিবিধ বিদ্যার অনুশীলন হইত; ভারতচন্দ্র রায় তাঁহার তুল্য কবি অদ্যাপি দৃষ্ট হয় নাই তিনি ঐ নগরে থাকিয়া স্বীয় গ্রন্থাদি রচনা করেন; আমরা আরো কহিতে পারি উক্ত নগরস্থ আপামর সাধারণ লোক রীতি, চরিত্র এবং সভ্যতার নিমিত্ত যেরূপ খ্যাত্যাপন্ন, বাঙ্গালা প্রদেশের কোন স্থানের মনুষ্যেরা তাদৃশ নহে। এই মহানগর নিবাসি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাতে কেবল বিদ্বজ্জনগণের সমাগম হইত এমত নহে কিন্তু ঐ সুবিজ্ঞ মহাশয় অনেকানেক রসিক ব্যক্তি লইয়াও সর্ব্বদা আমোদ করিতেন; প্রায় ৬০ বৎসর অতীত হইল ঐ বিখ্যাত ভূপতি বিদ্যা বৃদ্ধির নিমিত্ত যথেষ্ট যত্ন করিয়াছিলেন তন্নিমিত্ত যে সকল ব্যক্তিরা তাঁহার গুণানুবাদ শ্রুত আছেন তাঁহাদিগের মনোমধ্যে অদ্যাবধি ঐ মহাত্মার মহিমা জাগরূক রহিয়াছে; আমরা নিশ্চয়ই কহিতে পারি বিদ্যামন্দির স্থাপন দ্বারা যদি কোন দেশ সভ্য ও বিদ্বান্ হয় তবে এই নগরই সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী হইবেক অতএব অত্রস্থ লোকদিগের এতাদৃশ বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি এবং বাদানুবাদকরণ নৈপুণ্য দৃষ্টি করিয়াও যে শিক্ষা সমাজ এ স্থানে একটীও পাঠশালা স্থাপন করিলেন না ইহাতে তাঁহাদিগের বিবেচনার ত্রুটি বোধ হয়। আমরা বিলক্ষণরূপে দেখিতেছি ঐ স্থান বিদ্যারোপণের অতি উপযুক্ত ভূমি আর ঐ জেলায় যে মিসনারি সাহেব থাকেন তিনি শিক্ষা সমাজাপেক্ষা তৎপ্রদেশীয় লোকদিগের রীতি চরিত্রাদি উত্তমরূপে অবগত আছেন কিন্তু তিনি এ বিষয় অসিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা বোধ করেন না বরঞ্চ নিজাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে বিদ্যা বৃদ্ধির নিমিত্ত যে শ্রম করিয়াছিলেন তাহা কিঞ্চিন্মাত্র নিষ্ফল হয় নাই; অতএব আমরা ভরসা করি শিক্ষা সমাজ আমারদিগের এই প্রস্তাব অনুপযুক্ত বোধ করিবেন না, আর তাঁহারা যে নিয়মে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শিক্ষা প্রদান করেন তাহারও কোন ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা নাই যেহেতু অত্রত্য লোকদিগের নিকটে ইংরাজী ভাষায় যথেষ্ট সমাদর, এবং নবদ্বীপ হইতে অনেক কেরাণী কলিকাতায় আসিয়া থাকে ও জেলার আদালত কাছারিতেও বহুতর লোক আছে তদ্ভিন্ন নীলকর সাহেবদিগের কর্ম্মালয়েও বিস্তর মানুষ কর্ম্ম করেন

সুতরাং ইউরোপীয়দিগের কর্ম্ম নির্ব্বাহ তজ্জাতীয় ভাষাভ্যাস ব্যতিরেকে সুকঠিন প্রযুক্ত ইংরাজী শিক্ষার আবশ্যকতায় তথাকার বিদ্যালয়ে ছাত্রাভাব হইবারও কোন সম্ভাবনা নাই। আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক আরো কহিতে পারি একটা বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে তত্রত্য ছাত্রেরা তাহার অর্দ্ধেক ব্যয়ের সাহায্য করিবেক কিন্তু তথাপি প্রথমে তাহাদিগের নিকট শিক্ষার বেতন গ্রহণ না হইলেই ভাল হয়।

আমারদিগের এস্থলে উপরি লিখিত প্রস্তাব করণের তাৎপর্য্য এই, এক্ষণে কৃষ্ণনগরে বিদ্যালয় স্থাপন করিবার যে উদ্যোগ হইতেছে তাহাতে কৌন্সেল আব এড়ুকেশনের অধ্যক্ষেরা মনোযোগ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ সাহায্য করুন; ঐ নগরে বিদ্যালয় সংস্থাপন করিবার কথা উত্থাপনের কারণ নিম্নে লিখিতেছি।

কতক বৎসর গত হইল কৃষ্ণনগর নিবাসি শ্রীযুত বাবু প্রসাদ লাহিড়ি নামক এক ব্যক্তি কলিকাতায় মেং হিয়ার সাহেবের স্কুলে ইংলণ্ডীয় বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া স্বদেশে প্রস্থান পূর্ব্বক নিজবাটী মধ্যে কতিপয় দেশস্থ বালকগণকে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন পরে ক্রমশ শতাধিক ছাত্র হওয়াতে নগর মধ্যে একটা বাটী ভাড়া লইয়া এক পাঠশালা করেন, বিদ্যার্থিদিগের নিকটে কিঞ্চিৎ ২ বেতন গ্রহণ করাতে অবাধে তাহার অধ্যাপনা উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইত এবং তৎকালীন তথাকার মাজিষ্ট্রেট মেং আলিকজেণ্ডার সাহেবও তাহাকে সর্ব্বদা উৎসাহ প্রদান করিতেন; কিন্তু ঐ সাহেব অন্য প্রদেশে গমন করাতে বিদ্যালয়ের ক্রমশ হ্রাস হইতে লাগিল, ছাত্রদিগের বেতনের অনেক টাকা বাকী পড়িল, সুতরাং শিক্ষক বাবুরও মনোযোগের অল্পতা হইল, এক্ষণে ঐ বিদ্যালয় সম্পূর্ণরূপে উচ্ছিন্ন হইয়াছে। কৃষ্ণনগরবাসি মনুষ্যদিগের সৌভাগ্যক্রমে তথায় মেং লোচ যিনি নূতন মাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন ঐ সাহেবও বিদ্যা বৃদ্ধি বিষয়ে অত্যন্ত উৎসাহী, আমরা শুনিলাম তিনি ঐ স্থানে বিদ্যালয় স্থাপনের নিমিত্ত যথেষ্ট যত্ন করিতেছেন, সেখানকার লোকেরাও প্রতি মাসে চাঁদা দিতে প্রায় ৫০ টাকা স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং একেবারে ৭ হাজার টাকা সংগ্রহ হইয়াছে, ও ক্রমে বৃদ্ধি হইবার অনেক সম্ভাবনা আছে। ইহাতে আমাদিগের আশ্বাস হইতেছে যে ঐ সাহেব তথাকার মৃত বিদ্যালয়কে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারিবেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এতদ্দেশীয় লোকদিগের যেরূপ অবস্থা তাহাতে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতিরেকে কোন বিদ্যালয় অবাধে চলিতে পারে না অতএব তথায় বিদ্যালয় স্থাপনের নিমিত্ত সংগৃহীত টাকা কৌন্সেল আব এড়ুকেসনে প্রেরিত হইবে এবং তথাকার লোকের বহুতর ব্যক্তির স্বাক্ষরিত তৎপ্রার্থনা পত্রও পাঠাইবেন। আমরা ভরসা করি কৌন্সেলের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা মনোযোগ পূর্ব্বক এ বিষয় গ্রাহ্য করিতে পারেন।

## স্ত্রীশিক্ষা। ১৫ অক্টোবর ১৮৪২। ১০ সংখ্যা

কিয়দ্দিবস গত হইল এতন্নগরে স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা শিক্ষার্থে এক পাঠশালা স্থাপনের সংবাদ ১৮০ সংখ্যক ভাস্করে প্রকাশিত হইয়াছিল; ঐ বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থিনীরা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করেন নাই এবং আপন ২ স্বামির সমভিব্যবহারে কোন ২ সভায় গমন করেন এবং সকল সভাতেই সাহেব ও বিবি লোকেরা তাহাদিগকে অতিশয় সম্মান করেন। এই স্কুল কোন্ স্থানে আছে তাহা আমাদিগের জানিতে বাঞ্ছা হয় অতএব উক্ত সংবাদ পত্রের সম্পাদক যদ্যপি এই সমাচার দেন তবে আমরা আপ্যায়িত হইব।

## বিদ্যাশিক্ষা। ১ নভেম্বর ১৮৪২। ১১ সংখ্যা

এতদ্বিষয়ে ১৮৪০।৪১ এবং ১৮৪১।৪২ শালের রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। সাধারণ শিক্ষা সমাজের ঐ রিপোর্ট বহি পূর্ব্ব ২ বৎসরের রিপোর্ট বহি অপেক্ষা অতি উত্তম ও সম্পূর্ণ বোধ হইল, আমরা স্থানাভাব প্রযুক্ত যদিও তদ্বিষয়ে বাহুল্য লিখনে অশক্ত, তথাপি এস্থলে কিঞ্চিৎ লিখনে আবশ্যক বোধ করিলাম।

১৮৪০ শালের ৩০ আপ্রেল অবধি ১৮৪১ শালের ৩০ আপ্রেল পর্য্যন্ত উক্ত বিষয়ে আয় কোং ৪৩১১১০।৴১০ তন্মধ্যে ঐ বৎসর ৪১৪৮২৫॥১১ ব্যয় হয়; এবং ১৬০৬৬॥৵৮ গবর্ণমেণ্টের এজেন্সিতে আমানত থাকে, অবশিষ্ট ২১৯।৴৬। তৎপর বৎসরে অর্থাৎ ১৮৪১ সালের ৩০ আপ্রেল অবধি ১৮৪২ শালের ৩০ আপ্রেল পর্য্যন্ত ৬১৫৫২৯॥৴৪ টাকা আয় হয়, গবর্ণমেণ্টের আধিক ১৯৪০১৮৮৵১০ দানেতে এই আয়ের বৃদ্ধি হইয়াছে আমরা কৃতজ্ঞতা-পূর্ব্বক অবশ্যই স্বীকার করিব যে আমাদের পূর্ব্ব গবর্ণর লার্ড আকলণ্ড সাহেব দ্বারা ঐ আয়ের বৃদ্ধি হয়। উক্ত বৎসরে সমুদায়ে ৫৩১৩৯৭৮৵৯ ব্যয় হইয়া ৮৪১৩১॥৵৭ অবশিষ্ট থাকে কিন্তু কি নিমিত্ত এত টাকা বাকী রাখা যায় তাহা আমরা জ্ঞাত নহি, গত জানুয়ারি মাসের প্রথম তারিখে এডুকেশন ফণ্ডের ৫৬৫৯০০ টাকা গবর্ণমেণ্টের এজেন্টের হস্তে থাকে কিন্তু ৮৪০০০ টাকার কিয়দংশ উপযুক্ত এবং উত্তম কর্ম্মে কেন না ব্যয় হয় আমরা শিক্ষা বিষয়ে সরকারি খরচের এতাদৃশ অল্পতা দেখিতে পারি না।

১৮৪১।৪২ শালের ভাবি আয় ব্যয়ের এক তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে; তাহাতে আয় কোং ৫৬৮৪৩৮৶, ব্যয় ৫২৮৭৯১৮০ অবগত হওয়া গেল ১৮৪১ শালের ৩ আপ্রেল তারিখে ৪০টা কালেজ এবং স্কুল সাধারণ শিক্ষাসমাজের অধীনে ছিল ঐ সকল বিদ্যালয়ে ৭৩২৪ জন ছাত্র শিক্ষা পাইতেন ঐ সকল পাঠশালায় প্রত্যহ গড়ে ৪৪৪৮ জন বালক উপস্থিত হইতেন এবং ঐ সকল বিদ্যামন্দিরের মাসিক ব্যয় গড়ে কোং ৩৩৩০৩/৭ হইয়া থাকে। অপর ১৮৪২ শালের ৩০ আপ্রেল তারিখে অভিনব কৌন্সেল আব এডুকেশনের তৎকর্তৃত্বাধীনে ৪২ কালেজ এবং স্কুল ছিল এবং ঐ সকল বিদ্যালয়ের বহিতে ৭৩৯১ জন

বালকের নাম লিখিত আছে এবং তন্মধ্যে ৫০১৯ জন বালক নিয়মিতরূপে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়, উক্ত সংখ্যক বিদ্যালয় সকলের মাসিক ব্যয় সমুদায়ে ৪১৮৬৯৮৴০। আমরা বিদ্যার্থিদিগের পাঠশালায় উপস্থিত হইবার সংখ্যা বৃদ্ধি দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম; ১৮৪০ শালে শতকরা ৬০ জন বালক নিয়মিত উপস্থিত হইত, এবং ১৮৪১।৪২ শালে শতপ্রতি ৭৯ নিয়মিত বিদ্যালয়ে গমন করে। আমরা ভরসা করি আগামিতে এই রিপোর্টের বৃত্তান্ত লিখনে সমর্থ হইব এবং এতদ্দেশীয় বিদ্যাবৃদ্ধি নিমিত্তোৎসাহবান মহাশয়দিগকে তৎ পাঠ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিব।

## বিদ্যাশিক্ষা। ১৫ নভেম্বর ১৮৪১। ১২ সংখ্যা

গবর্ণমেণ্টের রাজ্য সম্পর্কীয় যাবদীয় কার্য্য আছে তন্মধ্যে শিক্ষা প্রদানের বিষয়ে যদ্রূপ কৃতজ্ঞতা ও আহ্লাদজনক ভাবোদয়ের সম্ভাবনা অন্যান্য বিষয়ে তদ্রূপ হয় না; আর যে সকল মহাশয়দিগের হস্তে এতদ্দেশীয় লক্ষ ২ মনুষ্যের ভাগ্য সমর্পিত হইয়াছে তাঁহারা যদি কেবল রাজস্ব আদায় এবং সামান্য পোলিস এবং বিচারালয় স্থাপনাকেই রাজ্য কর্ম্ম বোধ করিয়া তন্মাত্রেরি নির্ব্বাহ করেন তবে তাঁহাদিগেরও কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমুদায় করা হয় না। সর্ব্বসাধারণ প্রজাবর্গের জ্ঞানোৎপাদন করাই উত্তম রাজশাসনের চিহ্ন, এবং সাধারণের জ্ঞানোৎপত্তি হইলেই দেশ মধ্যে কুক্রিয়ার সমতা হইয়া সৎকর্ম্মের বৃদ্ধি, ও বাণিজ্য ব্যবসায়াদির পথ মুক্ত হইয়া রাজ্য মধ্যে ধন বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা; অতএব এই মহোপকার-জনক বিদ্যা শিক্ষাদান বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সংপ্রতি উৎসাহ প্রকাশ হওয়াতে এক্ষণে তদ্বিষয়ের সমাচার লিখিতে আমাদিগের অতিশয় আহ্লাদ জন্মিবেক। সাধারণের শিক্ষা প্রদান কর্ম্ম গবর্ণমেণ্টের আপন কর্ত্তৃত্বাধীনে আনিবার আশায় "কৌন্সেল আব এডুকেশন" স্থাপিত হওয়াতে যদিও অতি সৎপরামর্শ সিদ্ধ ও বিশেষ উপকার জনক ব্যাপার হইয়াছে তথাপি যে পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের অন্যান্য কর্ম্মের ভারগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি উক্ত বিষয় নির্ব্বাহের ভার থাকিবেক তদবধি ঐ ব্যাপার দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিবেক না। কারণ এখানকার জেনেরেল কমিটীর এবং মফঃসলের অন্যান্য কমিটীর অধ্যক্ষদিগের হস্তে গবর্ণমেণ্ট সম্পর্কীয় আর ২ কর্ম্মের ভার থাকাতে তাঁহারা সেই কর্ম্মকেই প্রধান এবং গুরুতর বোধ করিয়া থাকেন; অতএব যে সকল ব্যক্তিরা ধর্ম্মভীত, গবর্ণমেণ্ট সম্পর্কীয় প্রধান কর্ম্ম করিতেই তাঁহাদিগের সময় যায় আর যাঁহাদিগের ধর্ম্মের প্রতি তাদৃশ নিষ্ঠা নাই তাঁহাদিগের কি প্রধান কি অপ্রধান উভয়েই তাচ্ছীল্য হয়।

এডুকেশন কমিটীর যে এক রিপোর্ট পুস্তক সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে আমরা তৎপাঠে অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম; ঐ রিপোর্টে এই স্থির হইয়াছে যে কৌন্সেল আব এডুকেশনের সেক্রেটরি সাহেবকে তাবৎ কালেজ ও স্কুলের তত্ত্বাবধারণ করিবার নিমিত্ত

প্রদেশে ২ ভ্রমণ করিতে হইবেক। আমরা উক্ত সভার এই পরামর্শ শুনিয়া মহোপকার স্বীকার করি, ভারতবর্ষীয় জনগণের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত তাঁহাদিগের যে যথেষ্ট মনোযোগ হইয়াছে এক্ষণে তাহা প্রকাশ হইল, আর ইহাতে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অধ্যাপকদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি হইবেক এবং দেশীয় লোকদিগেরও বিদ্যা ও জ্ঞানের প্রতি আমোদ জন্মিবেক; কিন্তু উক্ত কৌন্সেলের সেক্রেটরি সাহেবের প্রতি জেনেরেল ডিপার্টমেণ্টের ডিপুটী সেক্রেটরি কর্ম্মের ভার আছে এবং শেষোক্ত কর্ম্ম পূর্ব্বাপেক্ষা অতিগুরুতর, অতএব যৎকালে জেনেরেল ডিপার্টমেণ্টের কর্ম্ম উপস্থিত হইবেক তখন তিনি বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধারণ নিমিত্ত ভ্রমণ করিতে পারিবেন না সুতরাং তাহাতে যে বহুতর উপকার হইত তাহার ব্যাঘাত হইবে; অতএব আমরা দেখিতেছি বিদ্যাদান বিষয়ক কর্ম্ম সরকারি অন্যান্য কর্ম্মকারিদিগের অধীন হইয়াছে. কিন্তু এবিষয়ের সেক্রেটরির প্রতি অন্য কর্ম্মের ভারার্পণ উচিত হয় না যাহাতে তাঁহার সমুদয় মনোযোগ ও ক্ষমতা ঐ বিষয়ে অর্পিত হয় তাহাই করা কর্ত্তব্য হয়; এক্ষণে উক্ত সেক্রেটরি মহাশয় যে নিয়মে কর্ম্ম করিতেছেন তাহাতে উত্তমরূপে এতৎ কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না এবং তদ্দ্বারা লোকদিগের মঙ্গল প্রত্যাশার সম্পূর্ণতারও সম্ভাবনা হয় না।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ওরিএণ্টেল বিদ্যালয় সকলের দর্শকত্ব কর্ম্মে টমিরসন সাহেবকে নিযুক্ত করণের যে প্রস্তাব হইতেছে তাহাতেও আমরা এই আপত্তি করিতে পারি; ঐ সকল প্রদেশের স্কুলের কর্ত্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধারণ করা অতি আবশ্যক বটে কিন্তু যে পর্য্যন্ত তদ্বিষয়ের ভার অপ্রধান কর্ম্মের ন্যায় থাকিবেক তদবধি কি প্রকারে তাহার দ্বারা সম্পূর্ণ উপকার পাওয়া যাইতে পারে। আমরা শুনিলাম জেনেরেল কমিটীর প্রতি এই আদেশ হইয়াছে যে প্রদেশীয় বিদ্যালয়ের দর্শক উক্ত টামরসন সাহেবের সহিত তাঁহারা সর্ব্বদা তদ্বিষয়ের পত্রাদি লিখন পঠন করিবেন কিন্তু যাহাতে ঐ সাহেবের হস্তে সমর্পিত গবর্ণমেণ্টের প্রধান কার্য্যের ব্যাঘাত হয় এমত অধিক পত্রাদি লিখিতে পারিবেন না। যাহা হউক, আমরা এই আংশিক মহোপকার পাইয়াও অকৃতজ্ঞ হই না কিন্তু প্রার্থনা করি, গবর্ণমেণ্ট যেমন বিদ্যাদানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তেমনি উত্তম উপায় করিয়া ইহার উপকার সকল বিস্তৃত করুন।

## মেডিকেল কালেজ। ১৫ নভেম্বর ১৮৪২। ১২ সংখ্যা

মেডিকেল কালেজের ছাত্রদিগের বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে যাহা পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম তদ্বিষয়ে আমাদিগের ভ্রমোপশম হইয়াছে। চিকিৎসালয় এবং ঔষধাগার এবং মিউজিয়ম অর্থাৎ আশ্চর্য্য দ্রব্যালয়াদির ব্যয় সম্বলিত ঐ বিদ্যালয়ে বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে সর্ব্বশুদ্ধ প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি প্রতি মাসে ৭০ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে ইহাতে আমাদিগের মনে এই আহ্লাদ জন্মিতেছে যে উক্ত কালেজ এবালিস অর্থাৎ লোপ করণের বিষয়ে যে জনশ্রুতি তাহা সম্ভব নহে।

## হিন্দুকালেজের ছাত্রদিগের নীতি শিক্ষা বিষয়ে মেং কেমেরিন সাহেবের অভিপ্রায়। ১ ডিসেম্বর ১৮৪২। ১৩ সংখ্যা

( চিঠি )

শ্রীযুক্ত বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

হে মহাশয়,

এড়ুকেশন কমিটির যে রিপোর্ট পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহা মহাশয়ের পত্রে এবং অন্যান্য সংবাদ পত্রে পরীক্ষিত হইতেছে, ঐ রিপোর্টে যে সকল বিষয় আছে তাহা অতি গুরুতর, এবং তাহাতে কৌন্সেল আব এড়ুকেসনের অধীনে সে সমস্ত বিদ্যালয় আছে তত্রস্থ ছাত্রগণের কি প্রকার লেখা পড়া হইতেছে তাহার বৃত্তান্ত লিখিত আছে। ঐ রিপোর্ট দ্বারা প্রমাণ হইল যে এতদ্দেশে এক্ষণে উত্তমরূপে বিদ্যার আলোচনা হইতেছে এবং জনগণের বিদ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে দেশাধিপতিদিগের যথেষ্ট যত্ন হইয়াছে। এড়ুকেসন কমিটির পরিবর্ত্তে কৌন্সেল আব এড়ুকেসন স্থাপিত হওয়াতে যে মঙ্গলের সম্ভাবনা ছিল তাহা হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এবং গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশীয় লোক সমূহের বিদ্যা দানের ভার স্বয়ং গ্রহণ করাতে দেশমধ্যে বিদ্যা বৃদ্ধি এবং যথেষ্ট উপকার হইতেছে, হে মহাশয় আমি যে বিষয়ের উপর এই ক্ষুদ্র পত্রিকা লিখিতে মানস করিয়াছি তাহাতে এই সকল বিষয়ের উল্লেখ করা অতিরিক্ত।

ঐ রিপোর্টের ক্রোড়পত্রে লা কমিসনর মেং কেমরিন সাহেব এড়ুকেসন কমিটির অধ্যক্ষ প্রযুক্ত যে স্বীয় মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে হিন্দুকালেজের ছাত্রদিগের নীতি শিক্ষার বিষয়ে লিখিত আছে ; এবং ঐ সাহেব উক্ত বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থিগণের নীতি শিক্ষার নিমিত্ত তাহাদিগকে স্মিথ সাহেবের কৃত নীতি শিক্ষা বিষয়ক পুস্তক পাঠ করাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। ঐ মহাশয়ের অভিপ্রায় এই, উক্ত পুস্তকে ধর্ম্মের বিষয়ে কিছু মাত্র তর্ক বিতর্ক নাই। কেবল নীতির বিষয় লিখিত আছে অতএব যে বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম বিষয়ের আলোচনা হয় না তথাকার ছাত্রদিগের তাহাই উপযুক্ত পাঠ্য গ্রন্থ ; আর বেন্থম ও ক্রোম ভিন্ন অন্যান্য তাবৎ নীতি শিক্ষা বিষয়ক পুস্তকে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের পোষকতা ও তৎপ্রতি পক্ষপাত আছে এই জন্য ঐ মহাত্মা ছাত্রগণের পাঠের নিমিত্ত সে সকল পুস্তকের উল্লেগ করেন নাই।

হিন্দুকালেজস্থ ছাত্রগণের নীতি শিক্ষা বিষয়ে উৎসাহ জন্মাইবার নিমিত্ত ঐ সাহেব প্রস্তাব করিয়াছেন যে তত্রস্থ প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রদিগের মধ্যে যে বালক নীতি বিষয়ে উত্তম রচনা করিতে পারিবেন তিনি স্বনাম স্বাক্ষরিত এক স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হইবেন। অবগত হইলাম কাপ্তেন রিচার্ডসন সাহেব উক্ত কেমেরিন সাহেবের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া হিন্দুকালেজের ছাত্রদিগকে নীতি বিষয়ের ৩টা উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন এবং প্রথমে স্মিথের মারল সেন্টিমেণ্ট নামক পুস্তকের বিষয় কথিত হইয়াছিল। এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য এই, ঐ উপদেশ প্রদান কি জন্য রহিত হইল ? কৌন্সেল আব এড়ুকেসনের অধ্যক্ষ

মহাশয়েরা কি এবিষয়ে প্রতিবন্ধক হইলেন ? অথবা অধ্যাপক মহাশয় স্বেচ্ছাক্রমে প্রতিবন্ধক হইলেন ? হায় ! কি খেদের বিষয়, উক্ত বিদ্যালয়ে নীতি শিক্ষার নিমিত্ত যে কোন উপায় হয় তাহার অঙ্কুর হইবা মাত্র নষ্ট হইয়া যায় ; ইহাতে বোধ হয় স্মিথ সাহেবের পুস্তকের অর্থ কেপুলার্ড সাহেবের গোরের সহিত নষ্ট হইয়া গেল।

স্মিথ সাহেবের সেন্টিমেণ্ট নামক পুস্তক অতি উৎকৃষ্ট, এবং তিনি যে দর্শন শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া ঐ পুস্তক লিখিয়াছেন তাহা এতাদৃশ উপাদেয় যে কেবল তদ্দারাই মনুষ্যগণ যথার্থ সুখী হইতে পারে। আর ঐ পুস্তকের ভাষা অতি গভীর, এবং রচনা সুকোমল, ও অনুমানাদি ভাল আছে, এবং অতিশয় বুদ্ধি প্রকাশ করিয়া ঐ পুস্তক লিখিত হইয়াছে ও তাহাতে যে সকল যুক্তি ও তর্ক বিতর্ক আছে তাহা অতি অসাধারণ, বিশেষতঃ নীতি শিক্ষাবিষয়ক যাবদীয় পুস্তকের মধ্যে ঐ গ্রন্থে যেমন উত্তমরূপে দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে এমত কোন পুস্তকে নাই এবং তাহাতে সত্য বিষয়ের আশ্চর্য্য বর্ণনা আছে ; আর দয়ার প্রসঙ্গে ঐ পুস্তকে যে সকল বিষয় লিখিত হইয়াছে তৎ সমুদয় যদিও সত্য না হউক তথাপি তন্মধ্যে ক্ষুদ্র ২ যে সমস্ত বিষয় আছে তাহাতে কাহারো সন্দেহ জন্মে না অতএব বিবেচক মনুষ্য মাত্রেই ঐ পুস্তকের প্রশংসা করেন এবং তাহাতে বক্তৃতা দ্বারা সত্য বিষয় সকল যে রূপ প্রব্যক্ত, তাহাতে গুণগ্রাহক ব্যক্তিরা অবশ্যই তাহাকে বহু মূল্য বোধ করেন।

আমার বোধ হয় স্মিথ সাহেবের উক্ত পুস্তক অপেক্ষা বেন্থমের ডিয়ণ্টলোজি নামক পুস্তক অতি উৎকৃষ্ট, বোধ করি কেমেরিন সাহেবও তাহা জ্ঞাত আছেন, তথাপি তৎ পুস্তক বিদ্যালয়ে পাঠ করাইবার নিমিত্ত যে অনুরোধ করেন নাই তাহার কারণ অনুমান হয়, ঐ সাহেব উক্ত পুস্তককে অতি দুরূহ এবং নূতন প্রস্তুত প্রযুক্ত দুষ্প্রাপ্য বোধ করিয়া থাকিবেন। অতএব আমরাও ঐ দুই কারণ মনে করিয়া উক্ত মহাশয়ের সহিত একমত হইয়া এই কহিতেছি যে স্কুলে এবং বিদ্যালয়ে পাঠার্থে পূর্ব্বোক্ত পুস্তকই দেওয়া উচিত, কিন্তু আমার দুঃখের বিষয় এই যে, এ পর্য্যন্ত কেমেরিন সাহেবের প্রস্তাব সফল হইল না ; ফলত হিন্দু কালেজে নীতি শিক্ষা প্রদানের প্রথা না থাকাতে যে একটা গুরুতর অভাব আছে তাহা যত শীঘ্র দূর হয় ততই ভাল, অতএব কৌন্সেল আব এড়ুকেসন দ্বারা বিদ্যাদান বিষয়ে যে সকল নিয়ম হইয়া থাকে তন্মধ্যে এতদ্বিষয়ের উল্লেখ না থাকাতে মহৎ দোষ হইতেছে।

হে সম্পাদক কৌন্সেল আব এড়ুকেসনের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা ছাত্রগণের অনাবশ্যক বিদ্যা শিক্ষার জন্য অতিশয় মনোযোগ করিতেছেন কিন্তু অতি প্রয়োজনীয় নীতিশিক্ষা দানের প্রতি তাহাদিগের কিঞ্চিন্মাত্র যত্ন দেখি না এই হেতু আমরা তাঁহাদিগকে অবশ্যই দোষি করিতে পারি ; ফলত আমার অভিপ্রায় এই, কেবল লেখাপড়া শিখাইলেই ছাত্রদিগের সুনীতি জন্মে না ও বিদ্যাশিক্ষার যথার্থ ফল কেবল বুদ্ধির প্রাচুর্য্য করা নহে, কিন্তু দয়া ও স্নেহের উদ্রেক হইয়া মানসিক সুখোৎপাদন এই বিদ্যোপার্জ্জনের ফল, তাহা নীতি

শিক্ষার ব্যতিরেকে কখনই হয় না। নীতি শিক্ষার দ্বারা যে উপকার ও গুণ জন্মে এস্থলে তৎ বিষয়ের অধিক লিখনের প্রয়োজন নাই কারণ আমি মহাশয়ের পত্রে একবার লিখিয়াছিলাম। খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের সহিত নীতি বিদ্যার সংস্রব না থাকাতে এতদ্দেশের স্কুলের এবং কালেজের ছাত্রগণের নীতি শিক্ষার প্রতি পূর্ব্বে যে কেহ ২ আপত্তি করিয়া ছিলেন উক্ত কেমেরিন সাহেব তাহার খণ্ডন করিয়াছেন তিনি ঐ রিপোর্টে লেখেন যে স্মিথের পুস্তক পাঠ করাইবার এই একটা মহৎ গুণ আছে যে তাহাতে কোন ধর্ম্মের সম্পর্ক নাই। হে সম্পাদক আমি এতদ্বিষয়ে অধিক লিখিয়া পাঠকবর্গকে বিরক্ত করিতে ইচ্ছা করি না; আমার প্রার্থনা এই, এতদ্বিষয়ে কৌন্সেল আব এডুকেসনের যাদৃশ মনোযোগ করা কর্ত্তব্য তাহা শীঘ্র করুন এবং বিদ্যালয় সকলে নীতি শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া বিদ্যার্থিগণের নিয়মিতরূপে নীতি শিক্ষা হউক, ও আপাতত উক্ত কৌন্সেল পরীক্ষার নিমিত্ত ইংলণ্ড হইতে একজন অধ্যাপক আনাইয়া হিন্দু কালেজে নিযুক্ত করুন।

কস্যচিৎ পাঠকস্য।

## এতদ্দেশীয় ভাষায় শিক্ষোপযোগি পুস্তক প্রস্তুত করণ

১ ডিসেম্বর ১৮৪২। ১৩ সংখ্যা

(সম্পাদকীয়)

সাধারণ শিক্ষা সমাজের রিপোর্ট দৃষ্টি করিয়া অবগত হওয়া গেল যে এতদ্দেশীয় ভাষা শিক্ষার নিমিত্ত উপযুক্ত পুস্তক প্রস্তুত করণের উপায় স্থির করণার্থে যাহা ২ কর্ত্তব্য তদর্থে এক সব-কমিটী নিযুক্ত হইয়াছিল; ঐ সব-কমিটীর অধ্যক্ষ মহাশয়েরা তদ্বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া যে রিপোর্ট প্রেরণ করিয়াছিলেন তদ্দৃষ্টে কৌন্সেল আব এডুকেসন এই স্থির করিয়াছেন যে প্রথমে কতিপয় পুস্তক ইংরাজী ভাষায় রচিত হইবেক, পরে এদেশের নানা ভাষায় ঐ সকল পুস্তক অনুবাদ করা যাইবেক, যেহেতু তাহাতে সকল প্রদেশের শিক্ষা প্রদান এক প্রকারেই নির্ব্বাহ হইবেক। এক্ষণে বঙ্গ এবং উর্দ্দু ভাষায় রচিত যে ২ পুস্তক উপস্থিত আছে ও যাহার বিশেষ বিবরণ উক্ত রিপোর্টের ৩৩ পৃষ্ঠে লিখিত হইয়াছে তাহাই আপাতত দেশীয় ভাষা শিক্ষার পাঠশালা সকলে পাঠ্যগ্রন্থ হইবেক। আমরা আরো শ্রবণ করিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম যে ঐ সকল পুস্তক উপযুক্ত ব্যক্তিদিগের দ্বারা প্রস্তুত হইতেছে, তদ্বিষয়ের সমুদায় বিবরণ আগামী রিপোর্টে প্রকাশিত হইবেক; উপস্থিত রিপোর্টে যৎকিঞ্চিৎ যাহা লিখিত হইয়াছে তাহার তাৎপর্য ২৬ এপ্রেলের গবর্ণমেণ্ট গেজেটে কেবল একবার প্রকাশ হইয়াছিল তদবধি আর কিছুই শুনিতে পাই নাই; উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহার্থে যাহা ২ ধার্য্য হয় তৎসমুদায় আমরা পূর্ব্বে অবগত হইতে পারিতাম কিন্তু এক্ষণে তাহাতে নিরাশ হইয়াছি, এতদ্দেশীয় ভাষায় পুস্তকাদি প্রস্তুতকরণ বিষয়ে কৌন্সেল যখন যাহা ২

স্থির করেন তাহা যদি সৰ্ব্বদা প্রকাশ হয় তবে তদ্দ্বারা যে উপকার সম্ভাবনা তদ্বিষয়ের বাহুল্যরূপে বর্ণনা করা অনাবশ্যক। এতদ্দেশীয় এবং ইংলণ্ডীয় অনেক ২ মহাশয়েরা প্রস্তাবিত মহোপকারজনক কৰ্ম্মের সুসিদ্ধির নিমিত্ত উৎসাহী আছেন অতএব তাঁহাদিগের মধ্যে যে সকল ব্যক্তির ক্ষমতা এবং অবকাশ আছে তাহারা যদি জানিতে পারেন যে এ বিষয়ে কি প্রকারে পরিশ্রম করিতে হইবেক, আমরা বোধ করি, তবে কৌন্সেল আব এড়ুকেসন উক্ত বিষয়ে অবশ্যই তাহাদিগের সাহায্য প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। অতএব এক্ষণে উক্ত কৌন্সিলের কৰ্ত্তব্য এই যে প্রস্তাবিত বিষয় ঘটিত যে ২ বিধি স্থির হইয়াছে অথবা যাহা হইবেক তৎ সমুদায় সকল সংবাদ পত্রে প্রকাশ করুন এবং উত্তমরূপে তৎকৰ্ম্ম সম্পাদানার্থে বিনা বেতনে অথবা বেতন দান পুরঃসর যে ২ সাহায্য প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা রাখেন তাহাও প্রকাশ্যরূপে ব্যক্ত করুন।

## গবর্ণমেণ্ট সংস্থাপিত বিদ্যালয়ের লোকেল কমিটি। ১৫ ডিসেম্বর ১৮৪২। ১৪ সংখ্যা

আমরা স্বয়ং যাহা ২ অনুসন্ধান করিয়াছি এবং মফঃসলের বন্ধুদিগের প্রমুখাৎ যে সকল সংবাদ পাইয়াছি তদ্দ্বারা অনেক দিবসাবধি আমারদিগের দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছে যে দুই এক স্থান ভিন্ন প্রায় তাবৎ প্রদেশীয় বিদ্যালয়ের কৰ্ম্মাদির প্রতি তত্রস্থ লোকেল কমিটিরা বিশেষরূপে মনোযোগ করেন না, সুতরাং এতদ্রূপে বিদ্যালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ হওয়াতে কোন ফল হইতেছে না। শিক্ষা সমাজের রিপোর্টে দেখা যাইতেছে, যে উক্ত লোকেল কমিটির সভ্যেরা গবর্ণমেণ্টের কৰ্ম্মকারক, তৎপ্রযুক্ত তাহাদিগের হস্তে অধিক পরিশ্রমীয় কৰ্ম্ম থাকে, সুতরাং তাহারা বিদ্যালয়ের কৰ্ম্ম দেখিতে অবকাশ পায়েন না, এবং কোন স্থানে বিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের রীতি বিষয়ে শিক্ষা সমাজের সহিত লোকেল কমিটির ভিন্নমত প্রযুক্ত ঐ কমিটির অধ্যক্ষেরা অন্তঃকরণ সহিত সাহায্য করেন না, আর কোন ২ স্থানে অধ্যক্ষদিগের উৎসাহাভাবেও সাহায্য হয় না; তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে রাস্তা, বাটী, সেতু ইত্যাদি নির্ম্মাণে উৎসাহী কিন্তু কিন্তু, বিদ্যা বৃদ্ধি দ্বারা যে সাধারণের অবস্থা উৎকৃষ্ট হয় ইহা তাঁহাদিগের বুদ্ধিতে উদয় হয় না; কিন্তু কতিপয় এতাদৃশ যশস্বী লোকও আছেন যাঁহারা স্বীয় অবকাশ এবং পরিশ্রম ও অন্যান্য উপায় দ্বারা সাধারণের বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে যত্ন করিয়া থাকেন; তথাচ এক্ষণে আমরা সামান্যতর কহিতে পারি যে উক্ত কমিটি সকলের দ্বারা কোন কাৰ্য্য দর্শিতেছে না এবং গবর্ণমেণ্টও তাহা অবগত আছেন। সাধারণ শিক্ষা সমাজ স্বীয় রিপোর্টে প্রকাশ করিয়াছেন যে "লোকেল কমিটি দ্বারা তাহারদিগের যেরূপ সাহায্য প্রাপ্তির প্রত্যাশা ছিল তাহা তাঁহারা প্রাপ্ত হন নাই, অতএব যে সকল লোকেল কমিটি উক্ত কৰ্ম্মে তাদৃশ মনোযোগ করেন নাই গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে যথেষ্ট অনুযোগ করিয়াছেন।"

আমারদের বোধ হয়, ঐ অনুযোগেও প্রায় কোন কার্য্য হয় নাই এবং উত্তরকালে তদ্দ্বারা যে কোন ফল হইবেক এমত আশ্বাসও নাই ; অতএব গবর্ণমেণ্টের বিদ্যালয় সকলের তদারক এবং পরীক্ষার নিমিত্ত উপযুক্ত লোক নিযুক্ত ব্যতিরেকে তাহারদিগের উত্তমরূপ রক্ষণাবেক্ষণের অসম্ভব প্রযুক্ত এতদ্বিষয়ে কৌন্সেলের গোচরার্থে আমরা পুনঃ ২ আন্দোলন করিতে ত্রুটি করিব না কিন্তু এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট সম্পর্কীয় কর্ম্মকারকদিগের বেতন কর্ত্তনের জনরব সিমুলিয়া হইতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ইহাতে বোধ হয় আমাদিগের প্রস্তাবে গবর্ণমেণ্টর মনোযোগ হইবেক না।

আমরা উক্ত প্রস্তাবের একেবারে গ্রাহ্যতা বিষয়ে যদিও আশ্বাস করিতে পারি না তথাপি ঐ সকল প্রস্তাবের কিয়ংদশ যে গ্রাহ্য হইয়াছে, তাহাই বড় আহ্লাদের বিষয়, আমরা শুনিলাম এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট অনেক বিদ্যালয়ে উপযুক্ত দর্শক নিযুক্ত করণের আয়োজন করিতেছেন।

আমরা শুনিলাম ঢাকার বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপেল শীতকালে শ্রীহট্ট, কুমিল্লা, বরিষাল, চট্টগ্রাম এবং রানারি এই সকল প্রদেশের বিদ্যালয় দর্শন করিতে যাইবেন ; এবং কৌন্সেল আব এড়ুকেসনের সেক্রেটরি অল্পদিনের মধ্যে মেদিনীপুর, জয়পুর, বোয়ালিয়া, ভাগলপুর, বাঁকুড়া, এবং মুরসিদাবাদের বিদ্যালয় ও অবকাশানুসারে অন্যান্য স্থানের পাঠশালা দর্শন করিতে যাইবেন। আমাদিগের আশ্বাস হইতেছে যে তিনি কার্য্যের সুগতি ক্রমে পরিশ্রম ও উৎসাহ পূর্ব্বক উক্ত বিদ্যালয় সকলের বিষয় বিলক্ষণরূপে অনুসন্ধান করিবেন, এবং বোধ হয়, তৎকালে অনেক ২ শিক্ষালয় উৎকৃষ্ট করণের কারণ দেখিতে পাইবেন, কিন্তু তাহাদিগের যথার্থ অবস্থা জানিবার নিমিত্ত অধিক কৌশল আবশ্যক হইবেক, হঠাৎ উপস্থিত না হইলে অনেক ২ স্থানে কেবল মিথ্যা আড়ম্বর দেখিতে পাইবেন।

অতএব আমরা অনুরোধ করি উক্ত কার্য্যে সাহায্যার্থে একজন এতদ্দেশীয় সুবিজ্ঞ লোক নিযুক্ত করুন, যেহেতু বুদ্ধিমান ও বিজ্ঞ এবং ইংরাজী ও বঙ্গভাষায় বিশেষ পারদর্শী বাঙ্গালিরা ইংরাজ অপেক্ষা এতদ্দেশীয় লোকদিগের ব্যবহার উত্তমরূপে জানেন, অতএব এতদ্বিষয়ে বাঙ্গালির সাহায্য গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক, আর তিনি বিদ্যালয়ের বাহিরে আসিয়া তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে পারিবেন কৌন্সেলের সেক্রেটরি কিম্বা ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপেল তদ্রূপ পারিবেন না।

উপর প্রদেশের বিদ্যালয়ে এবং স্কুলে এতদ্দেশীয় ভাষা শিক্ষা কিরূপ হয় তদনুসন্ধানে যে উদ্যোগ হইয়াছে তাহা আমরা নিম্নে লিখিতেছি ; দুই মাস হইল মাদরসার কালেজের সহকারি সম্পাদক হাফেজ আহমদ কুবীর বিদায় লইয়া স্বদেশে অর্থাৎ রামপুর, বোয়ালিয়াতে গমন করিয়াছেন, প্রত্যাগমনকালে তাহাকে আগ্রা, দিল্লী, মিরট, বিরেলি, ফরাক্কাবাদ এলাহাবাদ, গাজিপুর, গোরক্ষপুর, আজিমগড়, পাটনা, ভাগলপুর, এবং মুরসিদাবাদ, এই সকল প্রদেশের বিদ্যালয়ে দর্শনার্থ গমন করিতে হইবেক, এবং তাহাকে তত্তৎ প্রদেশের

বিদ্যালয়ে এতদ্দেশীয় ভাষার পরীক্ষা করিতে হইবেক, কিন্তু সকল বিষয়েতেই এলাহাবাদের তামসন্‌সাহেবের সহিত পরামর্শ করিবেন।

তাবৎ বিদ্যালয়ে এই প্রকার দর্শক নিযুক্ত করিলে যথেষ্ট উপকার সম্ভাবনা, যেহেতু তাহাদিগের দ্বারা যে সকল অনুসন্ধান হইবেক তদ্দ্বারা ভবিষ্যতে অনেক কার্য্য দর্শিতে পারিবেক।

## বিদ্যাশিক্ষা। ১৫ ডিসেম্বর ১৮৪২। ১৪ সংখ্যা

আমরা শুনিলাম, এতদ্দেশীয় সাধারণ জনগণের জ্ঞান বৃদ্ধির নিমিত্ত ডাক্তর ডফ সাহেব বিনা বেতনে জেনেরল এসেম্বিলির স্কুলে প্রতি শনিবার সায়ংকালে ৭ ঘণ্টার সময় মনুষ্যদিগের আন্তরিক ভাব বিষয়ক বিদ্যার উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ঐ সাহেব ৬ বার উপদেশ দিয়াছেন তন্মধ্যে প্রথমে শরীর হইতে মন ভিন্ন পদার্থ, এতদ্বিষয়ের ব্যাখ্যা করেন, এবং দ্বিতীয়াবধি পঞ্চম উপদেশে জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলের বিশেষ বিবরণ কহেন, ষষ্ঠোপদেশে চিন্তা প্রবাহের বিষয় ব্যাখ্যা করিয়াছেন; এই সকল উপদেশ কালে প্রতিবার প্রায় ৭০ জন করিয়া শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তর সাহেবের বক্তৃতার এবং সিদ্ধান্ত করণের বিশেষ ক্ষমতা থাকাতে তাঁহার উপদেশ শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, আমরা অনুমান করি ভবিষ্যতে অধিক শ্রোতার সমাগম হইতে পারে।

সাধারণ শিক্ষা সমাজের প্রাচীন সভ্য ডাক্তর জে গ্রাণ্ট সাহেব এতদ্দেশীয় জনগণের বিদ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে অনেক সাহায্য করিয়াছেন এবং হিন্দু কালেজ ও মেডিকেল কালেজের পক্ষে তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল, ঐ মহাশয় শীঘ্র ইংলণ্ড যাত্রা করিবেন। আমরা সরলান্তঃকরণে খেদপূর্ব্বক কহিতেছি তিনি স্বদেশে গমন করিলে কৌন্সেল আব এডুকেসনের সভা তন্মহাশয়ের দ্বারা যে সকল হিত চেষ্টা হইত তাহা স্থগিত হইয়া অনেক ক্ষতি হইবেক। সে যাহা হউক, আমরা এক্ষণে প্রার্থনা করি তিনি স্বচ্ছন্দে নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে প্রত্যাগমন করুন।

আগামি শনিবার বেলা চারিঘটিকার সময় মেডিকেল কালেজে তদ্বিদ্যালয়স্থ ছাত্রদিগের পারিতোষিক হইবেক, অতএব আমরা এতদ্দেশীয় সাধারণ জনগণকে অনুরোধ করিতেছি, তাহারা নির্দ্ধারিত সময়ে উক্তস্থানে উপস্থিত হইয়া এই মনোহর বিষয় সন্দর্শন করুন। আমাদিগের অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় এই যে প্রতি বৎসর উক্ত বিদ্যামন্দির হইতে অস্মদ্দেশীয় সুশিক্ষিত চিকিৎসক বাহির হইতেছেন; আমরা আশ্বাস করি ঐ সকল ব্যক্তিরা স্বীয় কার্য্যে এবং দেশের মঙ্গলজনক ব্যাপারে উদযুক্ত থাকিবেন।

## শীল বিদ্যালয়ের পাঠারম্ভ। ৮ মার্চ ১৮৪৩। ২ খণ্ড ৬ সংখ্যা

শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল কর্ত্তৃক বদান্যতা প্রকাশ পূর্ব্বক হিন্দুবালকগণের শিক্ষার্থে স্থাপিত অভিনব বিদ্যালয়ের পাঠারম্ভ ১ মার্চ্চ বুধবার প্রাতে হইয়াছিল তৎকালীন অনেক

সম্ভ্রান্ত ইংরাজ ও বিবি লোক এবং বাঙ্গালি উপস্থিত ছিলেন। ঐ বিদ্যালয়ে এককালীন ৫ শতাধিক বালকের শিক্ষা হইতে পারিবেক। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান জজ স্যার্ জে পি গ্রাণ্ট এড্‌বোকেড জেনেরল প্রধান ২ কৌন্সেলি, শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, কাপ্তেন বর্চ্চ, রেবেরণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্য, মেং জার্জ টমসন, ডাক্তার কার, জেবিয়া কালেজের অধ্যাপকগণ, জে প্যাটন অনেক মহাশয় ঐ পাঠারম্ভ দেখিতে আসিয়াছিলেন।

বেলা দশ ঘটিকার পরে সেণ্ট জেবিয়া কালেজের অধ্যাপক রেবেরণ্ড জনসন সাহেব উঠিয়া কহিলেন, "আমাকে শীল বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ করিবেন অতএব এতদ্বিদ্যাগার স্থাপনের অভিপ্রায় ও কিরূপ রীতিবর্ত্মে এই পাঠশালা নির্ব্বাহ হইবেক কিঞ্চিৎ বর্ণনা করি, এই বলিয়া তিনি যে বক্তৃতা করিলেন তাহা সকলের মনোনীত হইয়াছিল; তিনি বিদ্যালয় স্থাপকের বদান্যতা ও স্বচ্ছাশয়তা বিশেষ রূপে বর্ণন করিয়া কহিলেন, পাঠশালা স্থাপনের নিমিত্ত যদবধি শীল বাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে তদবধি আমি শীল বাবুর অতি প্রশংসনীয় মহৎ আশয় ও সদ্ব্যয় ব্যগ্রতা দেখিতেছি, শীলবাবু এতদ্বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন এবং শিক্ষকেরা স্ব২ পরিশ্রম এবং ক্ষমতা প্রকাশ নির্বিঘ্নে বালকগণের শিক্ষা দিবেন, আমি যে সম্প্রদায়ের লোক তাঁহারা অনেক কালাবধি ভারতবর্ষের উপকার করণের সুযোগ দেখিতেছেন এবং তাঁহারা ইউরোপের উত্তমোত্তম স্থান হইতে বিদ্যা এবং দর্শন শাস্ত্রাদি শিক্ষা করিয়া ভারতবর্ষে আগমনানন্তর এতদ্দেশীয়দিগের শিক্ষাপ্রদানে বিশেষ ইচ্ছুক আছেন, সুতরাং গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্ত হইলেই সন্তুষ্ট হইবেন; তাঁহাদের নিতান্ত বাসনা এই যে কোন মতে মনুষ্যের উপকার হয়।" তৎপরে মেষ্টর জনসন সাহেব জেবিয়া কালেজের অধ্যাপকেরা যে প্রকার নিয়মাদিতে শীল বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের শিক্ষাদান কর্ম্মনির্ব্বাহ করিবেন তাহা ব্যক্ত করিলেন এবং শীল বিদ্যালয়ের স্থাপক মহাশয়কে প্রশংসা করিয়া বক্তৃতা শেষ করিলেন।

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান জজ স্যার লারন্স পিল উঠিয়া কহিলেন, আমি শারীরিক অসুস্থ ও পরিবারের মধ্যে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হওয়াতে মনোমধ্যে অসুখী আছি, তথাচ এখানে আগমন অতি কর্ত্তব্য ভাবিয়া আসিয়াছি; এতদ্বিদ্যালয়ের নির্ব্বাহক জেবিয়া কালেজের অধ্যাপকগণের সহিত আমার মতের ভিন্নতা থাকিলেও তাঁহাদিগের প্রতি আমার দ্বেষ নাই; বিদ্যালয় স্থাপক বাবু পরমেশ্বর প্রসাদাৎ ধনবান হইয়া যে সদ্ব্যয়ে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন ইহা দেখিয়া আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম, শীলবাবু যে জেবিয়া কালেজের অধ্যক্ষদিগের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন ইহাও আমার বড় আহ্লাদের বিষয়, আমি নিঃসন্দেহ রূপে বোধ করি ঐ অধ্যক্ষেরা শীল বিদ্যালয়স্থ ছাত্রগণকে কেবল ব্যুৎপত্তি শাস্ত্র ও দর্শন বিদ্যোপদেশ দ্বারা বিদ্বান করিবেন, আমি চৌরাঙ্গীর বিদ্যালয়ে এরূপ দেখিয়াছি অতএব এই কথা বলিতেছি; আর সকলেই বিলক্ষণ রূপে জ্ঞাত আছেন যে উক্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা পৃথিবীর সর্ব্বাংশের সামান্য জনগণের দর্শনশাস্ত্রের শিক্ষাদান আরম্ভ করেন;

তাঁহারা লেষ্কেসায়র দেশের প্রেষ্টন প্রদেশে এক বিদ্যালয় স্থাপিত করেন তদ্দৃষ্টেই ইংলণ্ডের সকল স্কুল হয়, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে দর্শনশাস্ত্রের প্রায় তাবৎ শাখার উত্তমোত্তম গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু অনহঙ্কৃত স্বভাব প্রযুক্ত তাহাতে নাম দেন নাই, ও গ্রন্থকর্ত্তার সম্মানাকাঙ্ক্ষা করেন নাই, তাঁহাদের তাৎপর্য্য এই যে তদ্দ্বারা লোকের উপকার হয়, আর আমি দেখিয়াছি অনেক গুণবান মহাশয় দরিদ্র বালকগণকে বিনা বেতনে শিক্ষা প্রদান করত অধিক সময় ক্ষেপণ করিতেছেন। আমি এক্ষণে কোন্ বিদ্যালয় ভাল ও কোন্টা মন্দ তদনুসন্ধান করিয়া সময় ক্ষেপ করিব না, এতন্নগরে বহু সংখ্যক লোকের বসতি তন্নিমিত্ত এখানে বিদ্যাশিক্ষা দান অত্যাবশ্যক, অতএব এখনকার বিদ্যালয়ের ক্রমশ সংখ্যা বৃদ্ধি দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম ; এক্ষণে জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি এই বিদ্যালয়ের ক্রমে শ্রীবৃদ্ধি হউই।

রেবেরণ্ড আরবিন সাহেব কহিলেন, "জনসন সাহেব যে বিষয়ের বক্তৃতা করিলেন তাহার সহিত আমার অভিপ্রায়ের নৈকট্য সম্বন্ধ আছে কারণ আমিও সর্ব্বদা ঐ প্রকার মত ব্যক্ত করিয়াছি, আমি সর্ব্বদা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকি হিন্দু বালকদিগের শিক্ষার্থে নানা দর্শনশাস্ত্রের ব্যবহার প্রদর্শিত হইতে পারে কি না ?" পরে ঐ প্রকার শিক্ষায় যে অনেক ২ উপকার হয় তাহা বর্ণনা করিয়া কহিলেন, জেবিয়ার বিদ্যালয়ে যেরূপ উৎকৃষ্ট ধারায় শিক্ষা প্রদান হয় শীল বিদ্যালয়েও তদ্রূপ করণে চেষ্টা করিতে আমি ত্রুটি করিব না ; ছাত্রদিগকে আবশ্যক বিষয়সকল প্রথমেই শিক্ষা দেওয়া উচিত, আমি ভরসা করি পরে এ বিদ্যালয়ে উক্ত প্রকার শিক্ষা হইবেক।

বাবু শ্যামাচরণ সরকার বঙ্গভাষায় বক্তৃতা করিয়া সভাস্থ জনগণ দ্বারা বারম্বার প্রশংসিত হইলেন।

মেষ্টর জর্জ টমসন সাহেব কহিলেন, অদ্য আমি শীলবাবু কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া এই অভিনব হিন্দু বিদ্যালয়ের পাঠারম্ভ দর্শন করিতে আসিয়াছি, ইহাতে আমার অন্তঃকরণে যে আনন্দোদয় হইয়াছে তাহা প্রকাশ না করিলে অসুখী হইব। এই সভাতে সকলে আহ্লাদজনক বিষয় দেখিতেছি, আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান শীলবাবু সৎ-পরিশ্রমে ধনোপার্জ্জন করিয়া তাহার কিয়দংশ স্বদেশীয় জনগণের বিদ্যাবৃদ্ধির নিমিত্ত অর্পণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, ইঁহার নিতান্ত মানস এই যে ধনব্যয় করিয়া লোকের বিদ্যাবৃদ্ধি করিবেন। তিনি অভিলষিত বিষয় সফল করিতে যে সম্প্রদায়ের লোকের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা অন্যান্য দেশের লোকের সভ্যতাকরণের চেষ্টাতে যাদৃশ বিখ্যাত হইয়াছেন অন্য কোন সম্প্রদায়েরা অদ্যাপি তাদৃশ খ্যাতি প্রাপ্ত হয় নাই, আমি তাঁহাদিগের মতাবলম্বী নহি তথাচ মুক্তকণ্ঠে সরলান্তঃকরণে বলিতেছি, শীল বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা যে সম্প্রদায়ের লোক তাহাদের সুশীলতা বিলক্ষণ অবগত আছি, তাহারা পৃথিবীর অনেক দেশের লোকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত আত্মলাভ ত্যাগ করিয়া বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। আমি

বোধ করি এ বিদ্যালয়ে ছাত্রগণের কেবল ব্যুৎপাদক শাস্ত্র ও দর্শন বিদ্যার শিক্ষা হইবেক এবং শিক্ষাতে ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত কোন সম্পর্ক থাকিবেক না অতএব ইহা অতিশয় আহ্লাদের বিষয় বটে, আমিও আত্মমতের অব্যাঘাতে আহ্লাদপূর্ব্বক সাধ্যানুসারে সাহায্য করিব। লোকে কহে যে বীজ বপন করিলে যে অঙ্কুর হয় তাহাতে সময়াপেক্ষা করে ইহা অতি যথার্থ, অতএব আমি ভরসা করি বিদ্যালয়-স্থাপক বাবু সময়ক্রমে অবশ্যই স্বীয় বদান্যতার ফল দেখিতে পাইবেন, আর নিঃসন্দেহ রূপে কহিতে পারি যে তাঁহার লোকান্তর হইলে ভাবি লোকেরা এই বীজের বিবিধ ফল ভোগ করিবেন।

ভাস্কর সম্পাদক বঙ্গভাষায় বক্তৃতা করিলেন।

উক্ত বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবার নিমিত্ত অনেক ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। আমরা শুনিলাম যদবধি কালেজ নির্ম্মিত না হয় তদবধি বিদ্যার্থিগণের সংখ্যার ক্রম থাকিবেক।

## সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা। ৮ মার্চ ১৮৪৩। ২ খণ্ড ৬ সংখ্যা

গত মাসের ৮ তারিখে সংস্কৃত কালেজের হালে উক্ত সভার মাসিক বৈঠক হইয়াছিল। তথায় শ্রীযুত বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বঙ্গদেশের কোম্পানির তাবৎ আদালতের এবং পোলিসের বর্ত্তমান অবস্থা বিষয়ক পত্রপাঠ করিতে আরম্ভ করিলে কাপ্তেন রিচার্ডসন সাহেব রাজবিদ্রোহ ভাবিয়া পঠনা রহিত করেন সেই পত্র এতন্মাসের ২ এবং ৩ তারিখের হরকরা পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

দক্ষিণারঞ্জন বাবুর বাঞ্ছা এই যে তাঁহার লিখিত প্রস্তাব ক্ষুদ্র পুস্তকে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া অল্প মূল্যে সাধারণ সমীপে প্রেরণ করেন। কাপ্তেন রিচার্ডসন কলিকাতা ষ্টার এবং ফ্রেণ্ড আব ইণ্ডিয়া ইহারা উক্ত বাবুর রচনায় দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে রাজদ্রোহী বলিয়া যে অপরাধী করিয়াছেন, এক্ষণে দ্বেষবিহীন পাঠকবর্গ তদ্বিষয়ের বিবেচনা করুন। কাপ্তেন সাহেব উক্ত বাবুর রচনা পাঠকালে যে ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাতে উক্ত সভার সভ্যরা অপমান বোধ করিয়া কালেজ হাল পরিত্যাগ করিয়াছেন; এক্ষণে ফৌজদারী বালাখানায় ৩১ নম্বরের বাটীতে তাঁহাদিগের বৈঠক হয়।

## বিদ্যাশিক্ষা। ১ মে ১৮৪৩। ২খণ্ড ১৩ সংখ্যা

এইচ বি বেলি সাহেব কি জন্য এডুকেশন কৌন্সেলের সেক্রেটরি পদ পরিত্যাগ করিতে আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার কারণ আমরা জানি না। ডাক্তার এফ মোএট সাহেব সেক্রেটরি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন, আমরা শুনিতেছি তিনি কেবল নগরীয় বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধারণ করিবেন, মফঃসলস্থ পাঠশালার ও বিদ্যালয় সকলের তত্ত্বাবধারণের ভার জেনারল ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটরি টি আর ডেভিড্‌সন সাহেবের প্রতি অর্পিত হইয়াছে। এইরূপ বন্দোবস্ত উৎকৃষ্ট হইল কি অপকৃষ্ট হইল সময়ক্রমে জানা যাইবেক, কিন্তু ইহাতে বোধ হইতেছে

এখন পর্য্যন্ত বিদ্যা প্রদান কার্য্য উপরি কর্ম্ম স্বরূপ রহিল। বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধারণ ও কার্য্যাদি নির্ব্বাহার্থে এতাদৃশ লোককে নিযুক্ত করা উচিত যিনি অন্যান্য কর্ম্মে আবদ্ধ না থাকিয়া ঐ বিষয়েই সমুদায় মনোযোগ প্রদান করিতে পারেন।

## হিন্দুকালেজান্তর্গত বাঙ্গালা পাঠশালা এবং গৌড়ীয় ভাষার চর্চ্চা

২৪ জুলাই ১৮৪৩। ২ খণ্ড ২৪ সংখ্যা

( সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত )

হিন্দুকালেজের পাঠশালার শিলারোপণের দিবসে যাহা ২ দৃশ্য হইয়াছিল এবং তৎকালীন যে ২ মহাশয়েরা উপস্থিত ছিলেন ও যে ২ ঘটনা ও বক্তৃতা হইয়াছিল তাহা আমাদিগের বিলক্ষণ স্মরণ আছে; তৎকালীন দৃষ্ট বিষয়ের সহিত যে ২ ব্যাপার সংসৃষ্ট ছিল তাহা এতদ্দেশের বিদ্যাবৃদ্ধ্যনুধ্যায়ি মহাশয়দিগের অন্তঃকরণে সুখোদয় করিয়াছেন। সাধারণ শিক্ষা সমাজের পূর্ব্বতনাধ্যক্ষ মহাশয়ের যে প্রকার বক্তৃতা শুনা গিয়াছিল তাহাতে আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে এতদ্দেশীয় ভাষার প্রতি ক্রমশঃ বিশেষ উৎসাহ প্রদত্ত হইবেক এবং উক্ত ভাষা যাবতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যয়নীয় বিদ্যার মধ্যে গণ্য হইবেক, আমাদের স্মরণ হইতেছে উক্ত সমাজাধ্যক্ষ মহাশয় স্বীয় বক্তৃতাকালীন স্বীকার করিয়াছিলেন যে এতদ্দেশীয় ভাষা বৃদ্ধির নিমিত্ত শিক্ষা সমাজ পরিশ্রম করিবেন এবং পাঠশালার স্থাপনাদৃষ্টে বোধ হইয়াছিল যে ঐ অঙ্গীকার প্রতিপালিত হইবেক।

উক্ত পাঠশালায় পাঠনারম্ভ হইবামাত্র ভূরি ২ বিদ্যার্থিগণের শিক্ষার নিমিত্ত প্রার্থনার গোলযোগ হইল, পরে কতিপয় শিক্ষক ও গুরু মহাশয় নিযুক্ত হইলে বালকদিগের শ্রেণীবদ্ধ পূর্ব্বক পাঠ্য পুস্তক অবধারিত হইল এবং একজন মান্য ক্ষমতাপন্ন সংস্কৃত শাস্ত্রের পারদর্শি পণ্ডিত মহাশয় পাঠশালার রক্ষণাবেক্ষণার্থে ও ছাত্রগণের প্রতি নীতি বিদ্যার উপদেশার্থে নিযুক্ত হইলেন ( উক্ত মহাশয় কর্ত্তৃক কতিপয় উপদেশ প্রদত্ত হয় ও ক্রমশঃ দাতব্য উপদেশ সকলের নিয়ম প্রচার হয় ) পরে কতিপয় বাঙ্গালা পুস্তক রচিত হইয়া মুদ্রাঙ্কিত হইল এবং ব্যুৎপাদক শাস্ত্র ও দর্শন বিদ্যার কোন ২ শাখা বিষয়ক গ্রন্থ প্রস্তুত করণার্থে কতিপয় ব্যক্তির প্রতি ভারার্পণ হইল এবং নিরন্তর বিদ্যালয়ের উন্নতির অনুসন্ধান হইতে লাগিল এবং ছাত্রদিগের পরীক্ষা গ্রহণ এবং পারিতোষিক দানের প্রথা হইল এবং এই নিয়ম হইল যে পাঠশালার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র বিনা বেতনে হিন্দু কালেজের মধ্যে ইংরাজী ভাষা অধ্যয়ন করিতে পারিবেন। এই সকল ব্যাপার দৃষ্টে আমাদের বোধ হইয়াছিল যে পাঠশালার ছাত্রগণ বিদ্যোপার্জ্জনে বিশেষ উৎসাহ প্রাপ্ত হইবেন এবং পাঠশালার কার্য্যে কালেজ কমিটির মনোযোগ সমভাবে থাকিবেক। এক্ষণে আমরা খেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে আমাদিগের ঐ আশাতে নিরাশ হইতে হইল, এখন কালেজের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা পাঠশালায়

নিয়মপূর্ব্বক গমনাগমন স্থগিত করিয়াছেন এবং তাহার কার্য্যাদি মনোযোগপূর্ব্বক অবলোকন করেন না, ছাত্রগণের বিদ্যাবৃদ্ধির বিষয়ের কোন অনুসন্ধান নাই, আর বর্ত্তমান পাঠের রীতি ভাল কি মন্দ ও তাহা উৎকৃষ্ট হইতে পারে কিনা এবং ভিন্ন ২ শ্রেণীস্থ বালকদের পাঠ্যপুস্তকের পরিবর্ত্ত করা কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য এ সকল বিষয়ে কাহারো কিছু মনোযোগ নাই এবং শিক্ষকেরা স্ব ২ কর্ম্মে পারগ কিনা তাহারও অনুসন্ধান কেহ করেন না, আর বৎসরের মধ্যে নির্দ্ধারিত সময়ে নিম্ন শ্রেণিস্থ বালকদিগের উচ্চ শ্রেণি প্রাপণ ও উৎসাহ প্রদান নিমিত্ত পরীক্ষা নাই। পূর্ব্বে এই পাঠশালায় প্রায় পঞ্চশত বিদ্যার্থী ছিল কিন্তু এক্ষণে বালকদিগের পিতা-মাতা ও অভিভাবকেরা অনেকে পাঠশালা হইতে স্ব ২ বালকদিগকে বাহির করিয়া লইতেছেন এখন তাঁহাদের বোধ হইয়াছে যে পাঠশালায় এক বৎসরে যত শিক্ষা হয় বাটীতে শিক্ষকের নিকটে অধ্যয়ন করিলে ৩ মাসের মধ্যে ততোধিক শিক্ষা হইতে পারে; আমাদের বোধ হয় উক্ত বিদ্যালয়ের কার্য্যাদি উত্তমরূপে অবলোকিত না হওয়াতেই এই খেদজনক দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে এই বিদ্যামন্দিরে ১ শত মাত্র বালক আছে। যে সকল ব্যক্তিরা মৃত মেষ্টর হিয়ার সাহেবকে পরোপকারার্দ্রান্তঃকরণে পাঠশালার তাবৎ বিষয়ের উপায় চিন্তন পুরঃসর তথাকার স্থালে বেড়াইতে দেখিতেন তাঁহারদের কখনই বোধ হয় নাই যে ঐ পাঠশালার এতাদৃশ দুর্দ্দশা হইবেক, উক্ত মহাত্মার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে পাঠশালার উন্নতি হইবেক এবং তিনি স্বীয় উৎসাহ ও অপ্রকাশ্য উপকারিত্ব শক্তির দ্বারা তদ্বিষয়ে পোষকতা করিতে পারিবেন; এতদ্দেশীয় ভায়া বুদ্ধির বিষয়ে তাঁহার এমত ভরসা ছিল যে তিনি কোন সময়ে তাঁহার এক বন্ধুকে কহিয়াছিলেন যে আর দশ বৎসর জীবিত থাকিলে অত্রস্থ স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে উদ্যোগ করিবেন কিন্তু শীঘ্র লোকান্তর হওয়াতে ঐ সৎকর্ম্মানুষ্ঠান জন্য সুখাস্বাদন করিতে পারিলেন না; যাহা হউক, তাঁহার দ্বারা যে সকল বিদ্যার অনুশীলন আরব্ধ হইয়াছে তাহা এক্ষণে স্থগিত করা অনুচিত। হিন্দু-কালেজের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা তাঁহাকে দিয়া পাঠশালা স্থাপন করেন এবং এই সম্মান দানে সাধারণ শিক্ষা সমাজের অধ্যক্ষ মহাশয়েরাও সম্মত হইয়াছিলেন অতএব এক্ষণে যদি ঐ পাঠশালার কর্ম্ম উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হয় তবেই কালেজ কমিটী এবং সাধারণ শিক্ষা সমাজের হিয়ার সাহেবের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও আপনাদের গৃহীত ভারের অনুযায়িক কার্য্য হয়। যদ্যপি হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষদিগের উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহে অবকাশ না থাকে যাহা তাবৎ বিদ্যালয়ের বিনা বেতনে কর্ম্মকারি অধ্যক্ষদিগের প্রায় হইয়া থাকে তবে কৌন্সেল আব এড়ুকেসনকে তদ্বিষয়ের বিজ্ঞাপন করা উচিত কারণ তাহা হইলে কৌন্সেল পাঠশালাকে পুনর্জ্জীবিত করণের উপায়ানুসন্ধান করিতে পারেন। আমরা বিশ্বাস করি ডাক্তার মোএট সাহেব এতদ্বিষয়ে যথাযোগ্য মনোযোগ দানে সত্বর হইবেন। আমরা শুনিলাম কালেজ কমিটীর গত বৈঠকে পাঠশালার উন্মূলনের প্রস্তাব হইয়াছিল কিন্তু তাহা গ্রাহ্য হয় নাই এক্ষণে এই বিবেচিত হইতেছে যে ছাত্র সংখ্যার ন্যূনতা হেতু শিক্ষকের সংখ্যা অল্প করা উচিত

কি না; যাহা হউক অধ্যক্ষ মহাশয়দের স্মরণ করা উচিত যে ঐ পাঠশালা কেবল পরীক্ষার্থ স্থাপিত হইয়াছে। অর্থাৎ যদি এ বিদ্যালয় উত্তম রূপে নির্ব্বাহ হয় তবেই অন্যত্র এবম্প্রকার বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে আর যদি মহানগরীর এ পাঠশালা সফল না হয় তবে অন্যত্র পাঠশালা স্থাপনের উৎসাহ একেবারে লুপ্ত হইবেক। অতএব আমরা কালেজের অধ্যক্ষ মহাশয়দিগকে বিনয়পূর্ব্বক নিবেদন করি এতদ্বিষয়ে তাঁহাদের যাহা কর্ত্তব্য উত্তমরূপে বিবেচনা করুন।

## হিন্দুকালেজে বাঙ্গালা শিক্ষা। ১ আগষ্ট ১৮৪৩। ২ খণ্ড ২৫ সংখ্যা

(সম্পাদকীয়)

শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের বাঙ্গালা শিক্ষার নিমিত্ত যে ধারার প্রস্তাব করেন তাহা সাধারণ শিক্ষাসমাজের গত রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত ধারানুসারে শিক্ষা দানের নিয়ম না হওয়াতে হিন্দুকালেজের জুনিয়ার ডিপার্টমেণ্টের বিদ্যার্থিবর্গের বঙ্গীয় ভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি জন্মিতেছে না অতএব ঐ ডিপার্টমেণ্টের পণ্ডিত মহাশয়েরা সেক্সন কমিটীর স্মরণার্থ আবেদন করিয়াছেন। পণ্ডিতেরা কহেন যে এই ডিপার্টমেণ্টে কতিপয় নিম্নশ্রেণিতে কেবল বর্ণমালা ও পশ্বাবলীর পাঠনা হয় তাহাও উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তক নহে এবং উপর শ্রেণিতে কোন পাঠ্য গ্রন্থ নাই, তত্তৎ পংক্তিস্থ বালকবৃন্দের কেবল অনুবাদ করণ দ্বারা গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষা হয়, এবং ছাত্রগণের বাঙ্গালা শিক্ষার বৃদ্ধি হইল কি না ইহা জানিবার নিমিত্ত পৃথক্ রেজিষ্টর নাই আর বাঙ্গালা ভাষার পৃথক্ পরীক্ষা হয় না এবং তদর্থ উত্তম পুরস্কার দানের প্রথা নাই বিশেষতঃ ছাত্রদিগের উচ্চ শ্রেণি প্রাপণেও বঙ্গীয় ভাষাজ্ঞান অনপেক্ষিত ইত্যাদি নানাবিধ কারণে বাঙ্গালা ভাষার শিক্ষা ভালরূপে হইতেছে না, পরে প্রার্থনা করিয়াছেন যে শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের প্রস্তাবিত ধারায় লিখিত পুস্তক সকলের মধ্যে কোন ২ গ্রন্থ এক্ষণেও মুদ্রিত হয় নাই অতএব যদবধি উক্ত ধারার লিখিত পুস্তক প্রস্তুত হইয়া তদনুসারে পাঠনার প্রথা না হয় তদবধি নিম্নলিখিত পুস্তক সকলের অধ্যাপনানুমতি হউক।

| | |
|---|---|
| ১ শ্রেণী | প্রবোধচন্দ্রিকা |
| ২ শ্রেণী | ১ ডিবিজন, জ্ঞানপ্রদীপ, |
| | ২ ডিং, রাজাবলী, |
| | ৩ ডিং, জ্ঞানচন্দ্রিকা, |
| ৩ শ্রেণী | ১ ডিং, হিতোপদেশ এবং গৌড়ীয় ব্যাকরণ, |
| | ২ ডিং, জ্ঞানার্ণব এবং গৌড়ীয় ব্যাকরণ, |
| | ৩ ডিং, বাঙ্গলার ইতিহাস. |

৪ শ্রেণী ১ ডিং, মনোরঞ্জন, ও বর্ণমালা নং ৩
২ ডিং, নীতিকথা ২।৩ নং এবং বর্ণমালা নং ২
৩ ডিং, নীতিকথা, পশ্বাবলী, ও বর্ণমালা
৪ ডিং, নীতিকথা, বর্ণমালা

জুনিয়ার ডিপার্টমেণ্টের পণ্ডিতদিগের এতাদৃশ প্রার্থনা দেখিয়া আমরা তাহাদিগকে যথেষ্ট প্রশংসা করি যেহেতু তাঁহারা এমত গুরুতর আত্মকর্ত্তব্য কর্ম্ম মনোযোগপুর্ব্বক নির্ব্বাহ করিতে আপনারা সযত্ন হইয়াছেন। আমরা শুনিলাম উক্ত বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপেল মেষ্টর কার সাহেব পণ্ডিতদিগের ঐ আবেদন পত্র কমিটীতে না পাঠাইয়া স্বয়ং কোন ২ শ্রেণিতে পণ্ডিত মহাশয়েরদের নির্দ্ধারিত বাঙ্গালা পুস্তক প্রদান করিয়াছেন অবশিষ্ট পংক্তি সকলেও ত্বরায় দিবেন এমত প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আমাদের আশ্বাস হইতেছে যে তিনি সাধ্যানুসারে এ বিষয়ে শীঘ্রতা করিতে ক্রটি করিবেন না ; আমরা ভরসা করি ইহাই হিন্দু-কালেজে উত্তমরূপে বাঙ্গালা শিক্ষার সূত্র হইবেক ও এতদ্বিষয়ে কালেজের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা বিশেষ মনোযোগী হইবেন কিন্তু তাঁহারা এ বিষয়ে উৎসাহ প্রদান না করিলে সুসিদ্ধের সম্ভাবনা নাই ; এক্ষণে কালেজের বালকেরা বাঙ্গালা শিক্ষা করিতে যে অতিশয় অনিচ্ছুক তৎকারণ এই বোধ হয় এই যে তাহাদের পরিশ্রমের কোন উৎসাহ বা পুরস্কার প্রদত্ত হয় না সুতরাং তাহারা শিক্ষাতে মনোযোগ করে না। বিদ্যার বিষয়ে উৎসাহ প্রদত্ত হইলেই বালকদিগের শিক্ষা করিতে উৎসাহ হয়। হুগলিকালেজের ছাত্রেরদের যে বাঙ্গালা ভাষায় উৎকৃষ্ট বিদ্যা জন্মে তাহার কারণ অনেক আছে, সে বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা শিক্ষার নিমিত্ত বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হয় এবং উত্তম পাঠ্য পুস্তক আছে ও ছাত্রেরা পরিশ্রম করিলে পুরস্কার পায়। হিন্দুকালেজ হুগলিকালেজ অপেক্ষা অতি প্রাচীন, এবং ইহা কৌন্সেল আব এড়ুকেশন ও গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টিপথে রহিয়াছে ও ইহার অধ্যক্ষ মহাশয়েরাও বিদ্বান মান্য ও বিজ্ঞ অতএব এ বিদ্যালয় এতদ্রূপে বিবিধ প্রকারে সৌভাগ্যান্বিত তথাপি যে বাঙ্গালা শিক্ষা বিষয়ে হুগলিকালেজ হইতে ন্যূন থাকে ইহা বড় আক্ষেপের বিষয় ; আর বাঙ্গালা ভাষা সম্প্রতি নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয়ও নহে যেহেতু এক্ষণে রাজকীয় কর্ম্মে উক্ত ভাষা ব্যবহৃত হইতেছে।

আমরা খেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে উক্ত বিদ্যালয়ের সিনিয়র ডিপার্টমেণ্টের পণ্ডিত মহাশয়েরা এপর্য্যন্ত তত্রস্থ ছাত্রগণের বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার বিষয়ে মনোযোগ করেন নাই, ঐ ডিপার্টমেণ্টে নিম্ন চারি শ্রেণীতে কেবল গৌড়ীয় ব্যাকরণের পাঠ ও অনুবাদ করণ দ্বারা বাঙ্গালা শিক্ষা হয় ; শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে ঐ ডিপার্টমেণ্টের ছাত্ররা বাঙ্গলা শিক্ষার নিমিত্ত সংস্কৃত হিতোপদেশ ও রঘুবংশ পাঠ করিবেন এবং শ্রুত লিখন ও রচনা করণ দ্বারা ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইবেন কিন্তু তাহার ঐ প্রস্তাব রিপোর্টেতেই রহিয়াছে ; এক্ষণে আমরা এই জানিতে অভিলাষ করি প্রধান গৃহের ছাত্রদের

বাঙ্গালা শিক্ষার নিমিত্ত উক্ত বাবুর প্রস্তাবিত ধারা প্রচলিত হইবেক অথবা অন্য কোন নূতন নিয়ম সৃষ্ট হইবেক। আমরা আরও জানিতে প্রার্থনা করি যে এতদ্দেশীয়ভাষার পুস্তক সংগ্রহার্থে যে সাবকমিটী নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত কি করিলেন? এবং এক্ষণে এতদ্দেশে কৌন্সেল আব এডুকেসনের অধীনে যে সকল পাঠশালা আছে তাহাতে গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষাদানের বিষয়ে কৌন্সেলেরই বা মত কি? এদেশের লোকদিগকে সভ্য করিতে হইলে এদেশের ভাষার আলোচনা করা অতি কর্ত্তব্য আর এই ব্যাপার প্রয়োজনীয় ও উপকারক অতএব ইহাকে সফল করিবার নিমিত্ত বিশেষ মনোযোগ করা আবশ্যক। আমরা ভরসা করি সেকসন কমিটীর ও কৌন্সেল আব এডুকেসনের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা অস্মল্লিখিত বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিবেন এবং আমরা অল্পদিনের মধ্যে এতদ্বিষয়ের শুভ সংবাদ প্রকাশ করিতে পারিব।

# বিবিধ

**বাঙ্গালিদিগের শক্তি ও সাহসার্থে মাংস ভক্ষণের প্রয়োজন। জুন ১৮৪২। ৩ সংখ্যা**

শ্রীযুক্ত বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

হে মহাশয়,

এতদ্দেশস্থ লোকেরা যে ২ দোষ জন্য দুরবস্থাপন্ন হইয়াছেন যে সকলের মূল কেবল তাহাদিগের দুর্ব্বলতা। তাহারা শক্তি বৃদ্ধির উপায়ানুসন্ধানে নিতান্ত ভ্রান্ত, আমার অনুমান হয় অত্রস্থ দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ লোকের মধ্যে দুই শত ব্যক্তিও উত্তম খাদ্যের বিশেষ গুণ জানেন না সুতরাং তাহাতে যে বলবান, আয়ুবৃদ্ধি ও শরীরের পুষ্টি হয় ইহারও অনুসন্ধান নাই।

এই গুরুতর বিষয়ে এতদ্দেশীয় মনুষ্যদিগের অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত সর্ব্বদা এদেশে অমঙ্গল ঘটিতেছে, যদ্যপি ভারতবর্ষস্থ সমুদয় লোক শক্তি বিষয়ে ইউরোপীয় লোকাপেক্ষা ন্যূন, তথাপি তদন্তঃপাতি বঙ্গ প্রদেশের জনগণ যাদৃশ দুর্ব্বল অন্যান্য প্রদেশীয়দিগকে প্রায় তাদৃশ দেখা যায় না। ১৪৯ সংখ্যক এডিম্বরা রিবিউ নামক পুস্তকের ১৭২ পৃষ্ঠে কোন বিজ্ঞব্যক্তি লিখিয়াছেন যে বঙ্গদেশের পুরুষদিগের শরীর স্ত্রীলোকের শরীরের ন্যায় অশক্ত এবং তাঁহারা যে ২ কর্ম্ম করেন তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র বল প্রকাশ হয় না আর তাহাদিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল অতিকোমল, অতএব অন্য দেশীয় লোক দ্বারা অনেককাল পর্য্যন্ত পরাজিত হইয়া অতিশয় যন্ত্রণা ভোগ করত তাহারা সাহস, স্বাধীনতা ও সত্য কথন ইত্যাদি গুণে রহিত হইয়াছেন এবং তাহাদিগের মনও শরীরের তুল্য দুর্ব্বল যেহেতু কোন ব্যক্তিকে দুষ্কর্ম্ম করিতে সাক্ষাৎ দেখিয়াও তাহাকে বাধা দিতে তাহাদিগের সাহস হয় না কিন্তু উল্লেখিত দোষ হেতু যদিও কোন বাঙ্গালি কোম্পানির সৈন্য মধ্যে নিবিষ্ট নাই তথাপি তাহাদিগকে স্বভাবত অসাহসী কহা যাইতে পারে না। ঐ পুস্তকের ১৭৩ পৃষ্ঠে আরও লিখিত আছে যে সকল দুঃখ অতিশয় অনিবার্য্য তৎসহনেও বাঙ্গালিদিগের সাহস দৃষ্ট হয় এবং পূর্ব্বকালে ইষ্টোকি নামক পণ্ডিতেরা যত বাহ্য যন্ত্রণা সহিষ্ণুতা দ্বারা জ্ঞানোদয়ের সম্ভাবনা মনে করিতেন ইহারা তত ক্লেশ সহ্য করিতে পারেন। ইউরোপীয় যোদ্ধা বহুতর কামানের গোলা ও অগ্নি বৃষ্টির মধ্যে উল্লাসিতান্তঃকরণে প্রবিষ্ট হয় কিন্তু সে চিকিৎসকের অস্ত্র দেখিয়া ভয় পায় ও কোন কারণে রাজাজ্ঞায় মৃত্যু অবধারিত হইলে অতিশয় ক্লেশ বোধ করে। বাঙ্গালিদিগের স্বদেশ উচ্ছিন্ন ও বাটী ভস্মসাৎ হইয়া সমভূমি ও সন্তানাদি অপমানিত হইয়া বিনষ্ট হইলেও অক্ষমতা প্রযুক্ত কিঞ্চিন্মাত্র প্রতীকার চেষ্টা করিতে না পারিয়া রোমান মিড্‌সস্ নামক ব্যক্তির ন্যায় নিষ্ঠুর যন্ত্রণা সহ্য করিতেছেন এবং ইংলণ্ডীয় আল জারনেল সিড্‌নি নামক

ব্যক্তির রাজাজ্ঞায় উদ্বন্ধন মৃত্যু সময়ে যে প্রকার সাহস ও ধৈর্য্য ছিল ইহাদিগেরও তদ্রূপ দেখা যায়।

বাঙ্গালিদিগের শরীরের ক্ষীণতা ও সাহসের অল্পতা যেং কারণে হইতেছে তন্মধ্যে আহারের লঘুতাই প্রধান, তাহারা অন্ন, সুপ, অন্যান্য ব্যঞ্জন, কিঞ্চিৎ মৎস্য এবং অত্যল্প দুগ্ধ ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করেন কিন্তু ইউরোপীয় লোকেরা মাংসই অধিক আহার করেন। আমারদিগের এমত মানস নহে যে কোন্ ২ দ্রব্য লঘুপাক এতৎপত্রে তাহার আন্দোলন করি কিন্তু এস্থলে কেবল এইমাত্র কহি যে সকল চিকিৎসা গ্রন্থে উক্ত বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়াছি সে সকলেই একবাক্যে লিখিত আছে যে মাংসাহার দ্বারা শরীরে বল জন্মে আর শাক মূলাদি খাদ্যদ্রব্যাপেক্ষা মাংস অতি সহজে পরিপাক হয় অতএব এদেশের লোকদিগের অপেক্ষা ইউরোপীয়দিগের যে শক্তির আধিক্য তাহা কেবল আহারের বিভিন্নতা প্রযুক্ত।

এক্ষণে সর্ব্বদা শুনা যায় যে ইংলণ্ডীয় ভাষা শিক্ষায় অনেক উত্তমোত্তম ফল উৎপন্ন হইতেছে আমরা যদিও তন্নিন্দা করণে ইচ্ছুক নহি তথাপি এমত স্বীকার করিতে পারি না যে তাহাতে সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট ফল হইয়াছে। উক্ত ভাষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা নীতি ও রাজনীতি বিষয়ক প্রধান কথা শীঘ্র কহিতে পারেন এবং সত্য সদ্ব্যবহার ধার্ম্মিকতা ইত্যাদিকে মান্য করেন ইহা সত্য কিন্তু তাহাতেই যে তাঁহারা অধিক সাহসী, শক্তিমান বৃহদ্ব্যাপারে উৎসাহী অবশ্যই হইবেন, এবং উক্ত সত্য সদ্ব্যবহারাদি থাকিলেই যে তাঁহাদিগের সাহস প্রভৃতি জন্মিবেক এমত সম্ভাব্য নহে। ফলত উল্লেখিত সত্যাদি গুণ অতিমহৎ হইলেও কেবল ঐ সকল দ্বারা বাঙ্গালিদিগের সৌভাগ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা বোধ হয় না, আমাদিগের শক্তির অধিক প্রয়োজন, তাহা শাকাদি আহার ত্যাগ করিয়া মাংস ভক্ষণে প্রবৃত্ত না হইলে হইবেক না।

এস্থলে এরূপ আপত্তি হইতে পারে যে শীতলদেশে মাংসাহারে উপকার দর্শিলেও গ্রীষ্মপ্রধানক দেশে তদাহারে শরীরের সুস্থতা ও শক্তির পক্ষে অতিমন্দ হয় এবং অস্মৎ পরিচিত দুই তিন জন বিজ্ঞ চিকিৎসকেরাও ঐ আপত্তি গ্রাহ্য করিয়া থাকেন, আমরাও স্বীকার করি যে খাদ্যসামগ্রীর পরিপাকের বিচারকালে দেশ বিশেষের বিবেচনা আবশ্যক কিন্তু এমত কহিতে পারি না যে ভারতবর্ষের লোকদিগের মাংসাহার সহ্য হয় না। ইহাদিগের মাংসাহার নিতান্তই যদি অসহ্য হয় তবে এই নিশ্চয় হইল যে ইউরোপীয়দিগের ন্যায় ইহাদিগের শক্তি ও সাহস কখনই হইবেক না। আর যদি শক্তি ও সাহস বৃদ্ধির সম্ভাবনা না থাকিল তবে তত্রস্থ ব্যক্তিদিগের বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্তে এতাদৃশ ব্যয় করণে কি প্রয়োজন ও ইহাদিগের সদবস্থার জন্যে বৃথা আন্দোলনে কি ফল, এবং পূর্ব্বাবধি প্রচলিত রীতি ব্যবহারের পরিবর্ত্তনেরি বা আবশ্যক কি? কারণ ভারতবর্ষের জলবায়ু অবস্থা শোধনের প্রতি অখণ্ডীয় প্রতিবন্ধক হইল ও আমরা এক্ষণে যে অবস্থায় আছি তাহাতেই চিরকাল থাকিব অথবা তদপেক্ষা আরো দুর্দ্দশাপন্ন হইব। কিন্তু মাংসাহার দ্বারা শরীরের

কি প্রকার ভাবান্তর হয় অদ্যাপিও তাহার বিশেষ পরীক্ষা হয় নাই অতএব আমার বিবেচনায় উক্ত অনিষ্ট খণ্ডনে যত্ন ত্যাগ করিয়া তন্মতে সন্তুষ্ট থাকা অনুচিত। আমার নিশ্চয় বোধ হয় যে মনুষ্যের শরীরের পক্ষে আহার ও শীত গ্রীষ্ম এই উভয়ের গুণ বিবেচনা করিলে শীত গ্রীষ্মের গুণ অতি অকিঞ্চিৎকর অতএব বাঙ্গালিরা আহারের প্রতি যত্ন ও মনোযোগ করিলে ইউরোপীয়দিগের তুল্য শক্তিমান হইতে পারেন যেহেতু যাহারা এক্ষণে কিঞ্চিৎ ২ মাংসাহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহাদিগের কিছুমাত্র অসুখ হয় নাই বরং শরীরের পুষ্টতা, ও অন্যান্য লোকাপেক্ষা সাহস বৃদ্ধি হইয়াছে।

এদেশের লোকেরা মাংসাহারের প্রতি পূর্ব্বলিখিত ব্যতিরিক্ত অন্যান্য আপত্তি করিবেন কারণ হিন্দুশাস্ত্রে মাংস ভক্ষণের নিষেধ না থাকিলেও পরিত্যাগে ফলাধিক্য কহিয়াছেন সুতরাং ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা তদনুসারে চলিতে অতিশয় ইচ্ছুক হইবেন অতএব আমারদিগের উন্নতির প্রতি ইহাও প্রধান প্রতিবন্ধক, কিন্তু সাহস পূর্ব্বক তন্নিবারণ করা উচিত. এক্ষণে হিন্দুধর্ম্মের পরিত্যাগ অথবা তদীয় দুষ্টাংশের নিরাকরণ এই উভয় উপায়ের একতর অবলম্বন করিলেই আমারদিগের অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে অতএব তস্মদীয় বিবেচনায় এই বোধ হয় যে হিন্দু শাস্ত্রোক্ত মাংসাহারের নিষেধ উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বদেশীয় জনগণকে তদ্ভক্ষণে প্রবৃত্তি দেওয়া যায় তাহা হইলে এক্ষণে শক্তি ও সাহসাভাব প্রযুক্ত যেমন তাহারা হেয়ত্ব রূপে প্রসিদ্ধ আছেন অল্পদিনের মধ্যে সেই সকল গুণের জন্য তেমনি বিখ্যাত হইবেন।

পরিশেষে আমি স্বদেশস্থ লোকদিগকে উপরিলিখিত বিষয়ে মনোযোগ করিতে অনুরোধ করত এই নিবেদন করি যে তাঁহারা সপরিবারে মাংস ভক্ষণে প্রবৃত্ত হউন জীবন ধারণের নিতান্তাবশ্যক দ্রব্যাহরণে অস্থির পরিশ্রম মাত্রোপজীবি ব্যক্তিদিগের পক্ষে মদীয় প্রস্তাব অনুপযুক্ত তথাপি ইহা নিশ্চয় জানিবেন যে আপামর সাধারণের এতাদৃশ দুরবস্থা মোচন ব্যতিরেকে এদেশের সভ্যতা হইবেক না। সময়ান্তরে এবিষয়ে বিস্তারিত করিয়া লিখিব ইতিমধ্যে যদি এতদ্দেশীয় লোকদিগের উক্ত প্রস্তাব দ্বারা মাংসাহার বিষয়ক অনুসন্ধানেচ্ছা শ্রবণ করি তবে অন্তঃকরণ মধ্যে যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইব।

## মৃত মেং ডেবিড হিয়ার। ১৪ জুন ১৮৪২। ৪ সংখ্যা

(সম্পাদকীয়)

আমরা অতিশয় খেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে সাধারণ হিতৈষী এবং হিন্দুদিগের পরমোপকারী মেং ডেবিড হিয়ার সাহেব ওলাউঠা রোগের বশবর্ত্তী হইয়া বর্ত্তমান মাসের প্রথম দিবসে বেলা প্রায় ৬ ঘণ্টার সময় প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। মরণের পূর্ব্বদিবসীয় রাত্রি ১ ঘটিকা সময়ে তাঁহার ঐ মহারোগের সঞ্চার হয়, উক্ত মহাশয়ের বয়ঃক্রম ৬৭ বৎসর হইয়াছিল। আমারদিগের বোধ হয় যে তাঁহার অনেক হিন্দু বন্ধুগণের পক্ষে এই মৃত্যু সম্বাদ

অকস্মাৎ বজ্রাঘাত তুল্য হইয়াছিল; বহুসংখ্যক বাঙ্গালিরা শোকে কাতর হইয়া তাঁহার মৃতদেহে সম্মান প্রদানার্থে গিয়াছিলেন যে পর্য্যন্ত তাঁহার শরীর মেং গ্রে সাহেবের বাটীতে ছিল তাবৎ প্রায় হিন্দুগণ দ্বারা বেষ্টিত দেখিয়াছি তৎকালে তাহারা সকলে দুঃখ সাগরে-মগ্ন ও অন্তঃকরণ মধ্যে নিতান্ত অসুখী হইয়া কেহ এক দৃষ্টিতে মৃতকায় নিরীক্ষণ করিতেছিলেন কেহ বা অনুপম গুণানুবর্ণনে ব্যাকুল ছিলেন এবং কেহ তাঁহার প্রাণ বিয়োগে বিষাদ প্রকাশ করিতেছিলেন। তাহাদিগের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি তাঁহার মুখের প্রতিমূর্ত্তি করাইবার নিমিত্তে সচেষ্টিত হইয়া মেং মেণ্ডি সাহেবকে আনয়ন করিয়াছিলেন কিন্তু ঐ সাহেব তাঁহার বদন বিলক্ষণরূপে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন যে কালাতীত প্রযুক্ত তৎকর্ম্ম উত্তমরূপে সম্পন্ন হইবেক না। পরে বেলা ৫৷৷০ ঘটিকার সময় শবানুগমনার্থে উক্ত গ্রে সাহেবের বাটীতে বিস্তর ভদ্রলোকের সমাগম হইলে তাঁহার সকলে একত্র হইয়া মৃতদেহের পশ্চাতে হিন্দু-কলেজের দক্ষিণ গোলদীঘীর ধারে গমন করিয়াছিলেন যদ্যপিও তদ্দিনে যে মেঘাড়ম্বর প্রযুক্ত আকাশের সুগতি ছিল না তথাপি তাঁহারা অন্তেষ্টিক্রিয়া দর্শনার্থে প্রায় পঞ্চ সহস্র লোক আসিয়াছিলেন।

মেং হিয়ার সাহেব ইং ১৮০০ শালে ঘটিকা যন্ত্র নির্ম্মাণ কর্ম্ম করণার্থে এতন্নগরে আগমন করেন, তিনি কিয়দ্বৎসর পর্য্যন্ত ঐ ব্যবসা করিয়া পরে মেং গ্রে সাহেবকে তৎকর্ম্মার্পণ করিয়াছিলেন। ব্যবসা দ্বারা তাঁহার যে ধন সঞ্চিত হইয়াছিল তৎসহিত স্বদেশে প্রত্যাগমন না করিয়া এতদ্দেশীয় লোকদিগের বিদ্যা বৃদ্ধি বিষয়ে স্বীয় ধন ও সময় ক্ষয় করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন অতএব প্রথমে স্কুল সোসাইটীর স্থাপনে অনেক সাহায্য ও বঙ্গভাষা শিক্ষা প্রদানের সদুপায় করেন এবং এতন্নগরীর নানা স্থানস্থ পাঠশালায় স্বয়ং গমনাগমন করত শিক্ষক ও ছাত্রদিগের উৎসাহার্থে সময়ে ২ টাকা ও পুস্তক পারিতোষিক দিতেন পরে হিন্দু বালকদিগের নিয়মমতে বঙ্গভাষা শিক্ষার নিমিত্তে আপনার কর্ত্তৃত্বাধীনে পটলডাঙ্গায় এক পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন আমাদিগের বোধ হয় যে তাহাতেও সাধারণের উপকার হইয়াছিল।

ইংলণ্ডীয় ভাষা শিক্ষা প্রদানেও তাঁহার তদ্রূপ মনোযোগ ছিল কারণ বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রকারে জ্ঞানোৎপাদক পুস্তক সকলের অভাব প্রযুক্ত তিনি স্বীয় ব্যবসা পরিত্যাগাবধি এতন্নগরস্থ সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য হিন্দুদিগের সহিত আলাপ করত তাঁহাদিগের বালকদিগকে ইংলণ্ডীয় বুৎপাদক শাস্ত্র ও দর্শন বিদ্যা শিক্ষা করাইতে পুনঃ ২ অনুরোধ করিতেন এবং ইং ১৮১৬ শালে এতদ্দেশীয় ধনবান্ বাঙ্গালি মহাশয়দিগের সাহায্যে হিন্দু কলেজ স্থাপিত করেন। তিনি ওই বিদ্যালয়ের উন্নতির নিমিত্তে অতিশয় যত্নবান্ হইয়া তৎপ্রতি যে ২ উপকার করিয়াছেন তাহা ওই শিক্ষালয়ের আদ্যন্ত বিবরণের মধ্যে এক প্রধান চিরস্মরণীয় ইতিহাস হইবেক আর তিনি উক্ত বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ প্রযুক্ত কেবল যে নির্ধারিত কোন সময়ে কখন ২ আসিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন এমত নহে কিন্তু প্রায় প্রত্যহ তথায় উপস্থিত হইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত

অবস্থিতি করিতেন এবং প্রত্যেক বালকের পাঠ বিবরণ ও বিদ্যালয়ে আগমন অনাগমন, শারীরিক কুশলাদি এবং বিদ্যামন্দিরে ও বাটীতে কি প্রকার ব্যবহার ইত্যাদির অনুসন্ধান করিতেন এবং অমনোযোগি ও কুব্যবহারি ছাত্রদিগকে পিতৃবৎ স্নেহভাবে অনুযোগ করিতেন ও সুশিক্ষিত সদ্গুণ বালকদিগকে উৎসাহ ও পুরস্কার প্রদান করিতেন আর ছাত্রদিগের মধ্যে যে ২ বিবাদ উপস্থিত হইত তাহা স্বয়ং ভঞ্জন করিতেন এবং বালকদিগের পিতা মাতা অথবা অন্য অভিভাবকেরা কোন বিষয়ের নিমিত্তে অনুরোধ করিলে তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিতেন এইরূপে বিদ্যামন্দিরের সুন্দররূপ নির্ব্বাহ ও শ্রীবৃদ্ধির উপায়ানুসন্ধানে সাধ্যানুসারে তাঁহার ত্রুটি ছিল না।

স্কুল সোসাইটীর বিদ্যালয়ের উন্নতির নিমিত্তেও তাঁহার অতিশয় যত্ন ছিল তিনি ঐ পাঠশালার অনেক ২ সুশিক্ষিত ছাত্রকে হিন্দুকালেজে প্রেরণ করেন বোধ হয় ঐ বিদ্যালয় ব্যয় বিষয়ে সোসাইটী অপেক্ষা তাঁহার দ্বারা যথেষ্ট আনুকূল্য প্রাপ্ত হইত। শেষাবস্থায় ছোট আদালতের কর্ম্মানুরোধে যদ্যাপিও দিবাভাগে ঐ পাঠশালায় উপস্থিত থাকিতে অক্ষম হইয়াছিলেন তথাপি বেলাবসানে তথায় যাইতেন এবং রাত্রি পর্য্যন্ত থাকিয়া তাহার তাবৎ বিষয়ের নিগূঢ় অনুসন্ধান করিতেন। আর তাঁহার প্রতি মেডিকেল কালেজের রক্ষণাবেক্ষণের ভার থাকাতে তিনি প্রাচীন হিন্দুদিগের সহিত আলাপ দ্বারা এতদ্দেশীয় লোকদিগের ব্যবচ্ছেদ বিদ্যার প্রতি যে দ্বেষ ছিল তাহার হ্রাস করিয়াছিলেন নতুবা এদেশীয় লোকেরা স্ব ২ বালকদিগকে তথায় শিক্ষার্থ প্রেরণ করিতে শীঘ্র সম্মত হইতেন না। উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রগণ যে প্রকার মান্য করিতেন ও তাঁহার বিয়োগে যদ্রূপ কাতর আছেন ইহাতে বোধ হইতেছে যে ঐ বিদ্যামন্দিরের উন্নতির নিমিত্তে বিশেষ চেষ্টা করিতেন। এতদ্দেশীয় লোকদিগের বিদ্যা বৃদ্ধির নিমিত্তে যে ২ শিক্ষা সমাজ ও বিদ্যালয় হইয়াছে তাহার তাবতে তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছেন। তিনি এতদ্দেশীয় বালকদিগের বিদ্যা শিক্ষার অনেক সদুপায় সৃজন ও তাহার বৃদ্ধি করিয়াছেন কেবল তজ্জন্যে আমরা কৃতজ্ঞতা ও মান্যতা পূর্ব্বক তাঁহার নাম স্মরণ করিতেছি এমত নহে কিন্তু পীড়িত ব্যক্তির রোগ শান্তি, বিপদগ্রস্ত লোকের সান্ত্বনা, অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে সৎপরামর্শ কথন, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দান, এবং নির্ধনের সাহায্য করণ ইত্যাদি বিষয়ে সর্ব্বদা ব্যগ্র ও অভিরত থাকাতে তাঁহার প্রতি এদেশে আবালবৃদ্ধ বনিতাদি তাবৎ লোকের শ্রদ্ধা ছিল। ভিন্ন জাতীয়দিগের উপকারার্থে স্বীয় সময় ও ধনব্যয় পূর্ব্বক আত্মশ্লাঘা ত্যাগ করিয়া প্রবৃত্ত হইতে এবং পৃথিবীর যাবদীয় সুখাভিলাষ বিহীন হইয়া কেবল পরোপকারকে পরম সুখ জ্ঞান করত নিয়ত তদনুষ্ঠান করিতে ইঁহার তুল্য অন্য কেহই দৃষ্ট হয় নাই।

উল্লেখিত এই সকল সদ্গুণ ভিন্ন সাধারণ মঙ্গলার্থে তাঁহার অতি প্রশংসনীয় উৎসাহ ছিল, কলিকাতায় যে ২ সৎকর্ম্ম হইয়াছে তাহার তাবতে প্রায় তিনি সাহায্য করিয়াছেন, সকল ব্যক্তির স্মরণ থাকিতে পারে যে জুরিদিগের দ্বারা দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার, মুদ্রা

যন্ত্রের স্বাধীনতা, বর্ত্তমান চার্টরের অন্যান্য বিষয় সংশোধন ও আদালতে পারস্য ভাষার রহিত করণ ইত্যাদি বিষয়ের সুসিদ্ধির নিমিত্তে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। আর কুলি লোকদিগকে দেশান্তর লইয়া তাহাদিগের উপরে যে অত্যাচার হইত তন্নিবারণার্থে তিনি বিবিধ প্রকারে যত্ন পাইয়াছিলেন এবং পটলডাঙ্গায় বল দ্বারা অবরুদ্ধ কতিপয় ধাঙ্গড় অর্থাৎ ইতর লোককে মুক্ত করিয়াছিলেন এবং সাধারণ ক্লেশ নিবারণার্থে ও মঙ্গল জনক বিষয়ের আবেদন নিমিত্তে যখন যে সভা হইত তাহাতেই উপস্থিত থাকিয়া তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন আর কলিকাতাস্থ প্রায় সকল সোসাইটীতেই তাঁহার গতিবিধি ছিল এবং তাহাদিগের মঙ্গলার্থে স্বীয় ক্ষমতানুসারে যথেষ্ট আনুকুল্যও করিয়াছেন।

এতাদৃশ সচ্চরিত্র ও সংকর্ম্মশালি মেং ডেবিড হিয়ার সাহেব কেবল অস্মদ্দেশীয় লোকদিগের উপকারার্থে বহুকাল পর্য্যন্ত অভিরত ছিলেন অতএব তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করণে আমাদিগের সাধ্যানুসারে বিশেষ যত্ন বিধান কর্ত্তব্য। লোকেরা স্বভাবত সর্ব্বদাই আমাদিগকে নিরুদ্যম বলিয়া থাকে ইহাতে যদি আমরা অতিশীঘ্র ঐ দয়ালু মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক অস্মদাদির বংশাবলির মধ্যে তাঁহার নাম স্মরণের উপায় না করি তবে পৃথিবীস্থ লোকদিগের সমীপে আমাদিগের মনুষ্যত্ব থাকিবেক না তন্নিমিত্তে আমরা এতন্নগরস্থ মান্য হিন্দু মহাশয়গণকে বিনয় পুরঃসর নিবেদন করিতেছি যে তাঁহারা অতি ত্বরায় এক সভা করিয়া উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করুন বোধ হয় যে মেডিকেল কালেজ এই সভার উপযুক্ত ও সর্ব্বোতোভাবে উৎকৃষ্ট স্থান হইতে পারিবেক। আমাদিগের বাসনা এই যে কেবল এতদ্দেশীয় লোকদিগের নিকট হইতে চাঁদা স্বরূপে কতক টাকা সংগৃহীত হইয়া তাঁহার চিরস্মরণার্থে এক প্রতিমূর্ত্তি হয় এবং যে স্থানে তাঁহার স্তম্ভ নিম্মাণের সূচনা শুনিতেছি তাহার নিকটে ঐ প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত থাকে। এস্থলে যদ্যপিও তাঁহার স্মরণ যোগ্য অথচ সাধারণের উপকার জনক অন্যান্য সম্মান চিহ্নের প্রস্তাব হইতে পারে আমাদিগের বিবেচনায় বোধ হয় যে প্রতিমূর্ত্তি দ্বারা যাদৃশ উত্তমরূপে স্মরণ ও মনোমধ্যে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধার উদয় হইতে পারে অন্য কোন চিহ্ন দ্বারা তদ্রূপ হইবেক না।

অতএব আমরা আশ্বাস করি যে এই প্রস্তাব সকলে অন্তঃকরণ সহিত গ্রহণ করিয়া এতৎ কর্ম্ম সম্পাদনে সত্বর হইবেন।

উক্ত কএক পংক্তি লিখনানন্তর আমরা অবগত হইলাম যে রাজা কৃষ্ণনাথ রায় বাহাদুর এবিষয়ে উদ্যোগী হইয়া ১৭ জুন শুক্রবার বেলা ৪ ঘণ্টার সময় মেডিকেল কালেজে এক সভা করিবার আহ্বান পত্র প্রকাশ করিতেছেন ঐ পত্রে অধিক ব্যক্তির স্বাক্ষর থাকিলে উত্তম হইত তথাপি তাহাতে আমাদিগের কিঞ্চিন্মাত্র আপত্তি নাই যাহা হউক রাজা বাহাদুরকে আমাদিগের প্রশংসা করিতে হইবেক, আর তিনি যে ঐ সভাতে অধিক মান্য ব্যক্তির সমাগমার্থে ও উক্ত কার্য্য সমাধার নিমিত্ত চাঁদা সংগ্রহ করণে বিশেষ যত্ন করিবেন তাহাতে আমরা সন্দেহ করি না আমাদের বোধ হয় হিন্দুদলস্থ তাবৎ সম্ভ্রান্ত লোকেরা ও মেং হিয়ার

সাহেবের ভক্ত ব্যক্তিরা সকলেই এ বিষয়ে সাহায্য করিবেন। আমরা রাজা বাহাদুরকে অনুরোধ করি যে তিনি ইতিমধ্যে সাধারণ বিজ্ঞাপনার্থে সকল বাঙ্গালা সমাচার পত্রে ঐ সভার কল্পনা প্রকাশ করুন এবং সভার দিবসে প্রত্যেক বাঙ্গালি পল্লীর প্রকাশ্য স্থানে ঐ সভার সমাচার লিখিয়া সংলগ্ন করিয়া দিউন।

## মৃত মেং হিয়ার, ফ্রেণ্ড আব ইণ্ডিয়া ও চর্চ্চ আব ইংলণ্ড মেগেজিন

জুলাই ১৮৪২। ৫ সংখ্যা

পত্র

শ্রীযুত বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর সম্পাদক মহাশয়েষু।

হে মহাশয়,

মৃত মেং ডেবিড হিয়ার সাহেব নিয়ত সৎকর্ম্মানুষ্ঠান করত কালযাপন করিয়াছেন ইহাতে মনুষ্য মণ্ডলীরা তাঁহার প্রতি যেরূপ কৃতজ্ঞতা ও সম্মান প্রকাশ করিয়াছেন আমার বোধ হয় অন্য কোন ব্যক্তি কখনই তদ্রূপ সম্মানের পাত্র হয়েন নাই।

কিন্তু হে সম্পাদক মহাশয় আমার দুঃখের বিষয় এই যে উক্ত সদ্‌গুণান্বিত সাহেবের মৃত্যুর পর ফ্রেণ্ড আব ইণ্ডিয়া এবং চর্চ্চ আব ইংলণ্ড মেগেজিন পত্র সম্পাদকেরা মিথ্যা দোষারোপ করিয়া তাঁহার অনেক নিন্দা করিয়াছেন; ফ্রেণ্ড আব ইণ্ডিয়া সম্পাদক কহেন যে হিয়ার সাহেব নাস্তিক ছিলেন অর্থাৎ তিনি বাইবেল মানিতেন না এবং খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের প্রতি দ্বেষ করিতেন আর শিক্ষাদানের যে প্রকার রীতি করাইয়াছিলেন তাহাতে ধর্ম্মোপদেশের সম্পর্ক না রাখাতে বিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রগণকেও ধর্ম্মের বাহির করিয়া গিয়াছেন এতদ্দেশীয় লোকদিগের প্রতি খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের উপদেশ করা আবশ্যক কিনা ও হিয়ার সাহেবের শিক্ষাদানের রীতি নিন্দাযোগ্য কিনা এই প্রশ্নের এস্থলে আন্দোলনের প্রয়োজন নাই কিন্তু আমরা উক্ত সম্পাদক মহাশয়কে এইমাত্র অনুযোগ করি যে হিয়ার সাহেব যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তাঁহার বিপক্ষে একটী কথাও কহেন নাই, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, এখন এরূপ মিথ্যা গ্লানি করা অতি অনুচিত এবং ইহাতে সম্পাদকেরি অমনুষ্যত্ব প্রকাশ হইবেক আর তৎসম্পাদক মহাশয় এক্ষণে নিন্দা অথবা প্রশংসা যাহা করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন তাহাই করুন কিন্তু তাহাতে ওই মহাত্মার কিছুই ক্ষতি হইবেক না। আমরা জানিতাম যে লোকে বাস্তবিক দোষি ব্যক্তিরও মৃত্যু হইলে তাহার দোষাংশে দৃষ্টি না করিয়া কেবল গুণবর্ণন করিয়া থাকে কিন্তু কি আশ্চর্য্য উক্ত বিজ্ঞ সম্পাদক, হিয়ার সাহেবের মিথ্যা দোষ উদ্ভাবন করিয়া সাধারণ জনগণের নিকটে নিন্দা করিতেছেন।

এতদ্দেশের আচার ব্যবহারাদি বিশেষরূপে বিবেচনা করিলে অবশ্য প্রতীতি হইবেক যে হিয়ার সাহেবের শিক্ষা দানের রীতি ও নিয়ম সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট, যেহেতু তাহাতে

কোন ধর্ম্মের কিঞ্চিন্মাত্র সম্পর্ক নাই এবং গবর্ণমেণ্ট এদেশের লোকদিগকে বিদ্যা শিক্ষা করাইবার কল্পনাকালীন যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহারি অনুরূপ ; যদি ঐ শিক্ষা দানের রীতি কোন ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ রাখিত, আমার বোধ হয়, তবে, বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া যতলোক সুশিক্ষিত হইয়াছেন তাহার শতাংশের একাংশও তথায় পাঠার্থে যাইতেন না, এবং উক্ত প্রকার শিক্ষার নিয়ম দ্বারা ইহাও সপ্রমাণ হয় যে কোন ধর্ম্মের সহিত বিরোধ না করাই তাঁহার তাৎপর্য্য ছিল এবং তাহাতে ছাত্রদিগের পক্ষেও আর এক উৎকৃষ্ট উপকার হইত তাহারা অজ্ঞানপূর্ব্বক কোন ধর্ম্ম পরিত্যাগ না করিয়া, স্ববুদ্ধিতে বিবেচনা করিয়া যথার্থ ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইতে পারিত অতএব হিয়ার সাহেব পাদরিদিগের তুল্য ক্ষিপ্ত এবং অস্থির বুদ্ধি ছিলেন না। ফ্রেণ্ড আব ইণ্ডিয়া সম্পাদক যাহা কহিয়াছেন তাহা সকলই অলীক, এই হেতু তদ্বিষয়ে অধিক লিখনের প্রয়োজন নাই, আমি তাঁহাকে এইমাত্র কহি যে দেশ হিতৈষি অস্মদ্বন্ধুগণেরা এক্ষণে প্রার্থনা করেন যে হিয়ার সাহেব খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের প্রতি দ্বেষ করিয়া এবং শিক্ষার নিয়ম মধ্যে ধর্ম্মোপদেশের সম্পর্ক না রাখিয়াও আমাদিগের যে উপকার করিয়াছেন, ইংরাজদিগের অধিকার আরম্ভাবধি যে সকল পাদরিরা এদেশে আসিয়াছেন তাহারা, শ্রীরামপুরস্থ পাদরি মহাশয়েরা এবং ফ্রেণ্ড সম্পাদক, ইহারা সকলে একত্র হইয়া তাহার দশমাংশ উপকার করুন।

চর্চ্চ আব ইংলণ্ড মেগেজিন পত্র সম্পাদক মহাশয় ফ্রেণ্ড সম্পাদক অপেক্ষা অধিক নিন্দা করিয়াছেন তিনি কহেন "ধর্ম্ম বিষয়ে হিয়ার সাহেবের সদভিপ্রায় ছিল না এবং পরমেশ্বরের অস্তিত্ব ও মরণানন্তর পুনর্জ্জন্ম এই দুই বিষয়ে তিনি সন্দেহ করিতেন এবং খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম কিছুই জানিতেন না" উক্ত পত্রে হিয়ার সাহেবের কেবল নিন্দা নাই তাঁহার গুণানুবর্ণনও আছে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সম্পাদক ঐ মহাশয়ের যথার্থ গুণের বিষয়ে অধিক লিখিতে অশক্ত হইয়া মনঃকল্পিত দোষের বিষয়েই বাহুল্যরূপ লিখিয়াছেন অতএব উক্ত সম্পাদক মহাশয়ের নিকট আমার বক্তব্য যে ধর্ম্মের বিষয়ে হিয়ার সাহেবের মনে কি ছিল ইহার কুতর্ক ত্যাগ করিয়া তাঁহার আচরণ বিষয়ের বিশেষ বিবেচনা করুন ; আমার বোধ হয় তদ্বিষয়ের অনুসন্ধান করিলে সম্পাদক মহাশয় অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে ঐ মহাশয়ের চরিত্র অতি উৎকৃষ্ট, এবং অন্য কোন মনুষ্য প্রায় তাদৃশ দৃষ্ট হইবেক না কারণ ঐ ব্যক্তি বিদেশীয় অথচ ভিন্ন জাতীয় জনগণের সুখবৃদ্ধিতে যত্নবান হইয়া তন্নিমিত্তই স্বীয় শরীর ও তাবদ্বিষয় ক্ষয় করিয়াছেন।

নাস্তিক ও পশু এই দুই শব্দ মনুষ্যের পক্ষে অতিশয় ঘৃণাকর ; হিয়ার সাহেবকে কেহ নাস্তিক বলিলে যদি আমরা নিরুত্তর হইয়া থাকি তবে আমাদিগের বন্ধুর ন্যায় কার্য্য করা হয় না, অতএব আমারদিগের এবং তন্মহাশয়ের অন্যান্য বন্ধুগণের তাঁহার এই মিথ্যাপবাদ দূর করণে যত্ন করা উচিত, আমি সাহস পূর্ব্বক কহিতে পারি এতদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে মিথ্যাবাদী হইতে হইবেক না এবং যে সকল ব্যক্তিদিগের হিয়ার সাহেবের সহিত বিশেষ আলাপ

পরিচয় ছিল তাঁহারা নিশ্চয় জানেন যে তিনি পরমেশ্বরের অস্তিত্ব ও পরাক্রম ইত্যাদিতে অতিশয় বিশ্বাস করিতেন তাঁহারাও এক্ষণে ঐ মহাশয়ের উক্ত অপবাদ মোচনে অবশ্যই ব্যগ্র হইবেন এবং ঐ ব্যক্তির জীবন বৃত্তান্ত বিশেষরূপে অবগত হইলে সকলেরি বুদ্ধিতে তাঁহার আস্তিকতা সপ্রমাণ হইতে পারে, ফলত ঐ ব্যক্তি যে সকল সৎকর্ম্মে রত ছিলেন তাহা কোন ধর্ম্মের সহিত বিরুদ্ধ নহে বরঞ্চ সূক্ষ্ম বিবেচনায় তাহাই যথার্থ ধর্ম্ম, এবং তিনি ঈশ্বরবৎ সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি, দয়ালু ও শত্রু মিত্র রহিত ছিলেন আর ধার্ম্মিক ও জ্ঞানি মনুষ্যেরা অধিক প্রয়াস পাইয়া যে সকল কর্ম্ম করিতে বাঞ্ছা করেন তাহা তাঁহার স্বাভাবিক ছিল অতএব তিনি যে পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না ইহাতে সম্পাদক মহাশয় কি প্রমাণ পাইলেন আর যে ব্যক্তি প্রাণপণে পরোপকার করিয়া গিয়াছেন তাঁহার প্রতি এইরূপ সন্দেহই বা কি প্রকারে জন্মিল। লিখন পঠনে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরও যদি অন্তঃকরণ নির্ম্মল হয় তবে পরমেশ্বরের সত্তাতে তাহার কখনই সন্দেহ থাকে না কিন্তু বিদ্বান মনুষ্যেরও অন্তঃকরণ স্বচ্ছ না হইলে ঐ বিষয়ে সন্দেহ জন্মিতে পারে অতএব যে ব্যক্তি পরের দুঃখ দেখিয়া কাতর হইতেন ও তাবতের প্রতি স্নেহ করিতেন আর যাঁহার অন্তঃকরণ অতি নির্ম্মল এবং দয়া ধর্ম্ম ইত্যাদি সদ্গুণে পরিপূর্ণ ছিল তিনি যে পরমেশ্বরের সত্তায় বিশ্বাস করিতেন না ইহা কখনই সম্ভাব্য নহে।

হে সম্পাদক হিয়ার সাহেব যে খ্রীষ্টিয়ান ছিলেন না ইহা সত্য বটে কিন্তু মহাশয়ের পত্রে ধর্ম্মের বিষয়ে আন্দোলন করিতে আমার বাসনা নাই অতএব উক্ত বিষয়ে কিছু লিখিব না; চর্চ্চ আব ইংলণ্ড মেগেজিন পত্র সম্পাদক অতিশয় স্বধর্ম্মের পক্ষপাতী, তিনি উক্ত মহাশয়কে নিন্দা করিতে পারেন কিন্তু পরমেশ্বরের যথার্থ মতাবলম্বি ব্যক্তিকে নাস্তিক কহা অনুচিত; অথবা উক্ত সম্পাদক মহাশয় কেবল খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের অনুশীলন করিবার নিমিত্ত স্বীয় পত্র প্রকাশ করিয়াছেন সুতরাং খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির গ্লানি না করিলে তাঁহার কি প্রকারে কর্ম্ম চলিবেক ফলতঃ সকল দেশের পুরোহিতদিগের স্বভাবই এই যে তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানী ও নাস্তিক এই উভয়কে তুল্য জ্ঞান করেন এবং লোকেরাও জাতীয় ধর্ম্ম ত্যাগ করিলেই নাস্তিক কহে; আমরা শুনিতে পাই এ দেশের যে সকল ব্যক্তিরা সুশিক্ষিত হইয়া হিন্দু ধর্ম্মের কোন ২ অংশে অশ্রদ্ধা করেন তাহাদিগকে পৌত্তলিক হিন্দু মহাশয়েরা নাস্তিক ও ম্লেচ্ছ বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন এবং মুসলমানেরাও, যে সকল ব্যক্তিরা কোরান না মানে, তাহাদিগকে নাস্তিক বলিয়া থাকে অতএব সম্পাদকের ঐরূপ উক্তিতে আমরা বিস্ময়াপন্ন হই না যেহেতু পরমেশ্বরের, যথার্থ ও সূক্ষ্ম, মতাবলম্বি, কিন্তু স্বজাতীয় ধর্ম্মত্যাগি, ব্যক্তির প্রতি নাস্তিক শব্দ প্রয়োগ আবহমান কাল পর্য্যন্ত হইয়া আসিতেছে।

এক্ষণে এই দুই পত্র সম্পাদক হিয়ার সাহেবকে নাস্তিক বলিয়া নিন্দা করুন তথাপি উক্ত মহাশয় কর্ত্তৃক এদেশের লোকদিগের বিদ্যা দ্বারা মূর্খতার পরিহার এবং সত্য দ্বারা

মিথ্যার পরাভব এবং কারণ দ্বারা অকারণে মগ্নতার দূরীকরণ এবং জ্ঞানালোক দ্বারা অজ্ঞানান্ধকার নষ্ট হওয়াতে ইহাদিগের মনোমধ্যে তাঁহার নাম চিরকাল থাকিবেক এবং পরোপকার পরমধর্ম্ম এবং তাহাতে প্রবৃত্ত হইলে পরমেশ্বরের আরাধনা হয় এই বোধ অস্মদ্দেশীয় লোকদিগের যে পর্য্যন্ত থাকিবেক তদবধি ইঁহারা তাঁহাকে বিস্মৃত হইবেন না। এবং এদেশের আপামর সাধারণ জনগণেরা তাঁহাকে সর্ব্বদা এই বলিয়া স্মরণ করিবেন যে তিনি আমারদিগের যাহাতে উপকার হয় তদ্বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন ও আমারদিগের সুখ সুনীতি ও বিদ্যা বৃদ্ধির নিমিত্ত অতিশয় উৎসাহী ছিলেন এবং বালকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত সমুদয় ধন ও শরীর পর্য্যন্ত ব্যয় করিয়াছেন এবং নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দান ও পীড়িতের রোগ শান্তিতে সর্ব্বদা উদ্যত হইতেন। আমরা বোধ করি হোয়ার্ড, উইলিয়ম ফোর্ড, লার্কসন এবং ফেনেলন, এই চারি ব্যক্তির ন্যায় তিনিও চিরস্মরণীয় হইবেন এবং পরমেশ্বর কেবল আমাদিগের দেশের সভ্যতাদি পুনরুদ্ধার করিতেই তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

কস্যচিৎ পাঠকস্য

## মাংসাহারের বিষয়। জুলাই ১৮৪২। ৫ সংখ্যা

শ্রীযুত বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর সম্পাদক মহাশয়বর্গ সমীপেষু।

হে মহাশয়গণ,

আমি আপনারদিগের একজন পাঠক, গত মাসীয় বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটরে প্রকাশিত 'এক্স' স্বাক্ষরিত প্রেরিত পত্রের কিঞ্চিৎ উত্তর লিখিতে প্রার্থনা করি।

এতদ্দেশীয় সর্ব্বসাধারণ লোকদিগের মাংসাহারের আবশ্যকতা এবং অক্লেশে তদ্ভক্ষণে সক্ষম ব্যক্তিদিগের স্ব ২ পরিবার মধ্যে তদাহারের প্রথা হওয়া উচিত, এই দুই বিষয়ের স্থাপনার্থে উক্ত পত্র প্রেরক অনেক তর্ক বিতর্ক করত আপনাকে শ্রান্ত করিয়াছেন, আমার বোধ হইল যে তাঁহার বিবেচনায় মাংসাহার সকল ব্যাধি ও শারীরিক মানসিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ, এবং মাংস ভক্ষণাভাবেই বঙ্গদেশীয় লোকেরা এতাদৃশ ক্ষীণ হইয়া আছেন; তিনি আরো লিখিয়াছেন যে এতদ্দেশীর মনুষ্যেরা এক্ষণে শক্তি ও সাহস ইত্যাদির অভাব জন্য যেরূপ ঘৃণিতরূপে খ্যাত আছেন ইহাদিগের প্রতি মাংসাহারের উপদেশ হইলে অল্পকাল মধ্যে ঐ সকল গুণের নিমিত্ত অবশ্যই তদ্রূপ সুখ্যাতিমন্ত হইবেন।

যদ্যপি এতাদৃশ বিবেচক ব্যক্তির সহিত বাদানুবাদ করণে আমি কোনমতে ইচ্ছুক নহি তথাপি এ বিষয়ে মহাশয়দিগের পত্রপ্রেরকগণে মৌনাবলম্বন করিলে আপনারা এমত বোধ করিতে পারেন যে এক্স নামক পত্র প্রেরকের প্রস্তাবিত মহাসিদ্ধান্ত যদিও প্রাচীন ও ইদানীন্তন গ্রন্থবিরুদ্ধ তথাপি তাহাতে সর্ব্বসাধারণ পাঠকবর্গ সম্মত হইলেন তন্নিমিত্ত মহাশয়দিগকে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

এদেশের স্বভাব অর্থাৎ জলবায়ুর পরিবর্ত্তন না হইলে এখানকার সর্ব্বসাধারণ জনগণের যে মাংসাহার সহ্য হইবেক ইহা কখন আমাদিগের বুদ্ধিতে প্রবিষ্ট হয় না আর পত্র প্রেরক কি জানেন না যে বাঙ্গালা দেশের এক প্রান্ত অবধি অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যাবদীয় ভূমিতে বিবিধ প্রকার শস্যোৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা গো মহিষাদির চারণ স্থান নহে অতএব এতাদৃশ অবস্থায় এদেশে কি প্রকারে অধিক গ্রাম্য পশু জন্মিবেক? এবং এখানকার আবাদযোগ্য ভূমি সকলের প্রতি অঙ্গুলির কর থাকাতে বোধ হয় যে এতদ্দেশে কখনই পশু বৃদ্ধি হইবেক না আর ধান্য ও ইক্ষুক্ষেত্রাপেক্ষা পশু চারণ ভূমিতে অধিক লাভ না হইলে ভূম্যধিকারিরাও কদাচ তদ্বিষয়ে হস্তার্পণ করিবেন না অতএব সর্ব্বপ্রকারে পশুবৃদ্ধির অসম্ভাবনা দেখিতেছি। *

আর পত্রপ্রেরকের উক্তিতে যে যুক্তি চলে না এই বিষয়ে তাঁহাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি এতদ্দেশীয় সিপাহি সৈন্যের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তিরা কেবল চিঁড়া চর্ব্বণ করিয়া আহার করে অন্য কতকগুলিন ডাল রুটি মাত্র খায় তাহারা কি বলবান্ ও সাহসী নহে? ফলত তাহাতে অদ্যাবধি কাহারো সন্দেহ দেখি নাই বোধ করি পত্রপ্রেরক বা স্বমত স্থাপনের নিমিত্তে কহেন যে তাহারা ভীত, ক্ষীণ ও অতি দুর্ব্বল। আর কেবল মাংসাহার দ্বারা যে বল ও সাহস জন্মে ইহা পূর্ব্বে কখন আমারদিগের কর্ণগোচর হয় নাই এই প্রথম শুনিলাম অতএব হে সম্পাদকগণ এস্থলে আমার জিজ্ঞাস্য এই এক্ষণে কি আমরা গুরু-মহাশয়ের পাঠশালা ত্যাগ করিয়া পত্রপ্রেরকের মতানুসারে কষায়ির অস্ত্র শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইব?

আমি এই বাদানুবাদে মৌনাবলম্বন করিতে বাঞ্ছা করি কিন্তু পত্রপ্রেরকের বিরুদ্ধ মত খণ্ডন ও তাঁহার ভ্রম ভঞ্জন নিতান্ত আবশ্যক অতএব বেঞ্জামিয়ন ফ্রাঙ্কলিনের জীবন বৃত্তান্ত হইতে কিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়া মহাশয়দিগের পাঠকবর্গের সমীপে প্রকাশ করিতেছি; তন্মহাশয়েরা যদিও ঐ বিবরণ পূর্ব্বে অনেক ২ বার পাঠ করিয়াছেন তথাপি এ স্থলে সংলগ্ন বোধ করিবেন না।

"ট্রিয়ন নামক কোন গ্রন্থকার কর্ত্তৃক শাকাদি আহারের পোষকতায় এবং মাংস ভক্ষণের বিপক্ষে যে পুস্তক রচিত হয় তাহা এই সময়ে বেঞ্জামিয়ন পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন ঐ বেঞ্জামিয়ন সর্ব্বদা এই ভাবিতেন যে তিনি অনেক মেষ ছাগ প্রভৃতি পশু ও নানাপ্রকার পক্ষিকে অনপরাধে বধ করিয়া স্বীয় উদর পূর্ণ করিয়াছেন এবং এই চিন্তাকালে

* লণ্ডন নগরীয় কোন সমাচার পত্রে প্রকাশিত এক হিসাব পত্রে দেখা গেল যে ইং ১৮৪১ শালে পেরিশ নগরে মাংস বিক্রয়ার্থে তত্রস্থ কষায়ি লোকেরা ৫৯০৭১৬ সংখ্যক বৃষ গাভী বৎসতরী এবং মেষ নষ্ট করিয়াছে ঐ নগরের লোক সংখ্যা দশ লক্ষ মাত্র অতএব দশ লক্ষ লোকের আহারার্থে উক্ত সংখ্যক পশুর আবশ্যক হইলে বঙ্গদেশস্থ দুই কোটি মনুষ্যের নিমিত্তে প্রতি বৎসর ১১৮১৪৩২০ সংখ্যক পশুব প্রয়োজন হইবেক কিন্তু পত্র-প্রেরক এই বিষয় নির্ব্বাহের কোন উপায় দেখান নাই।

পৃথিবীস্থ তাবৎ মনুষ্যের পক্ষে বিবেচনা করিলে দেখিতেন যে মনুষ্য জাতি মাত্রেরাই পশুদিগকে আক্রমণ করিয়া হিংসা করিতেছে এবং তাহাদিগের রক্ত ও সংহারকালীন চীৎকার ধ্বনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইতেছে অতএব মনোমধ্যে আপনাকে অতি জঘন্য জ্ঞান করিয়া কেবল মনুষ্য জাতিকে ঘৃণা করিতেন এমত নহে কিন্তু পরমেশ্বরকেও বারম্বার অনুযোগ করিতেন।

"ঐ ব্যক্তির এতদ্রূপ মনঃপীড়া অধিকক্ষণ থাকিত না কারণ তিনি বিবেচনা করিতেন কেবল মনুষ্য জাতিরা পশুদিগকে সংহার করিয়া আহার করিতেছে এমত নহে কিন্তু তাহাদিগকে স্বজাতীয়ের মধ্যেও স্ব স্ব জীবন ধারাণার্থে সবল কর্ত্তৃক দুর্ব্বল পশুরা বিনষ্ট হইতেছে।

"আর তিনি মনে করিলেন যে ঈশ্বর সৃষ্ট মনুষ্য পশু পক্ষি ও শাকাদি ইহারা কেহই চিরজীবী নহে কোন সময়ে অবশ্যই বিনষ্ট হইবেক অতএব ব্যাধি প্রভৃতি অন্যান্য উপদ্রোহ দ্বারা তাহাদিগের জীবন নাশাপেক্ষা কোন প্রাণির তৃপ্তির নিমিত্তে মরণ ভাল।

"পরে তাঁহার মনে উদয় হইল যে পরমেশ্বর যদিও স্বসৃষ্ট তাবৎ প্রাণিকে মৃত্যুর বশতাপন্ন করিয়াছেন তথাপি একের জীবন রক্ষার্থে অন্যের জীবন বিনাশ ও একের সুখের জন্যে অন্যের দুঃখ দেখিয়া অন্তঃকরণ মধ্যে অতিশয় শোক উপস্থিত হয় কিন্তু ভগবানের কি আশ্চর্য্য মায়া একের দুঃখ ব্যতিরেকে অপরের সুখ কদাচ সম্ভবে না কারণ দেখিতেছি পশুদিগের জীবন রক্ষার নিমিত্তে তৃণ সকল নষ্ট হইতেছে এবং মনুষ্যদিগের প্রাণ ধারণার্থে পশু পক্ষি প্রভৃতির বিনাশ হইতেছে এবং ঐ পশু পক্ষির মধ্যেও বলবানেরা স্ব ২ বলবৃদ্ধির জন্যে দুর্ব্বলকে আহারার্থে নষ্ট করিতেছে। অতএব কোন প্রাণির তৃপ্তির জন্যে পশ্বাদি জীব হিংসায় দোষাভাব বোধ হয় আর ঐ পশ্বাদি কালক্রমে জরাগ্রস্ত ও গোরাভিভূত হইয়া মরিলে ঐ সকল মৃতদেহ কেবল লোকদিগের চক্ষুর ভয়জনক ও তদ্দ্বারা জল এবং বায়ুর দুর্গন্ধ মাত্র এ কারণেও পূর্ব্বকল্পশ্রেষ্ঠ।

"এই সুখজনক চিন্তাকালে অকস্মাৎ তাহার অন্তঃকরণে এই এক দুঃখ উপস্থিত হইল যে পরমেশ্বর যাহাদিগকে জীবন প্রদান করিয়াছেন অনপরাধে তাহাদিগের বধে অবশ্যই নিষ্ঠুরতা প্রকাশ হয়; কিন্তু এই দুঃখ অধিকক্ষণ থাকিল না।"

"তিনি পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন যে পরমেশ্বর পশ্বাদিকে কেবল সুখের অবস্থায় রাখিবার মানসে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই অবস্থা শেষ হইবার পূর্ব্বে তাহাদিগের মৃত্যু হইয়া মূর্ত্ত্যন্তর হইলেই সুখে কাল যাপন হয় অতএব মাংসাহারের বিপক্ষ বাদিরা বৃথা কেন পশ্বাদির বহুকাল জীবন প্রার্থনা করেন; আমার বোধ হয় তৃণাদির যদ্যপি বিবেচনা করিবার ক্ষমতা থাকিত তবে তাহারা বহুকাল পর্য্যন্ত ক্ষেত্র মধ্যে থাকিয়া গলিত ও শুষ্ক পত্র দ্বারা ভূমিকে অপরিষ্কৃত করণের বাসনা ত্যাগ করিয়া শীঘ্র বিনষ্ট হইয়া অন্য কোন মূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিত হইবার প্রার্থনা করিত এবং মেষশাবকদিগেরও হিতাহিত বিবেচনা

ক্ষমতা থাকিলে তাহারাও বন্য ও বৃদ্ধ মেষ হইয়া প্রাচীনাবস্থায় রোগভোগ পুর্ব্বক মরিতে ইচ্ছুক হইত না বরঞ্চ যুবাবস্থায় অন্য কোন প্রাণি দ্বারা হত হইতে বাসনা করিত।”

মাংসাহারের অনুকূল এই প্রকার অনেক মত আছে এবং সম্প্রতি দর্শন বিদ্যা দ্বারা প্রকাশ হইয়াছে মনুষ্যদিগের দন্ত ও নাড়ী প্রভৃতি শস্যাহারি ও মাংসাহারি এই উভয়বিধ পশুদিগের দন্তাদির সমান, ইহাতে যদ্যপিও আমরা স্বীকার করি যে মনুষ্যেরা সর্ব্বপ্রকার জন্তুর তুল্য প্রযুক্ত মাংস ও শস্যাদি উভয় প্রকার ভক্ষ্য ভক্ষণেই সক্ষম তথাপি তাহারা যখন যে দেশে বাস করেন তখন সেই দেশের জলবায়ুর সহিত মিল করিয়া আহারাদি করিয়া থাকেন ইহার প্রমাণ প্রত্যক্ষ দেখুন এতদ্দেশীয় লোকেরা অন্য ব্যঞ্জনাদি যেরূপ অতি সহজে পাক করেন কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তি দেশস্থ মনুষ্যেরা বৃহৎ ২ মাংসপিণ্ড সেইরূপ অনায়াসে জীর্ণ করে অতএব এদেশের লোকদিগের তাহাদিগের তুল্য আহার কি প্রকারে হইবেক। এদেশস্থ তাবৎ লোকেরই মাংস ভক্ষণ করিতে বাসনা আছে কিন্তু সহ্য করিবার উপায় নাই। যেহেতু এখানকার অনেক ধনি অত্যন্ত সুখ মাত্রাভিলাষ ব্যক্তিরা অন্যান্য বিবিধ প্রকারে আপনাদিগের লোভ পূরণ করিয়া থাকেন কিন্তু গ্রীষ্ম কয়েক মাস তাহাদিগকে প্রায় মাংসাহার করিতে দেখা যায় না।

এ বিষয়ে অধিক কথনে লিপি বাহুল্যমাত্র; আমি মহাশয়দিগের পত্রপ্রেরককে এই অনুরোধ করি যে তিনি এ সকল বিষয়ে বৃথা তর্ক বিতর্ক পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে পল্লীগ্রামস্থ লোকেরা কি প্রকার দুর্দশা ভোগ করিতেছে ইহার অনুসন্ধান করুন এবং যে ২ উপায় দ্বারা ঐ সকল দুরবস্থা মোচন হইতে পারে তৎপ্রকাশ করিতে সযত্ন হউন।

## মৃত রাজা রামমোহন রায়ের-স্মরণার্থক সভা। জুলাই ১৮৪২। ৫ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে যে মৃত রাজা রামমোহন রায়ের বিদ্যা ও সদ্‌গুণ প্রভৃতি কি প্রকারে চিরস্মরণীয় হয় তাহা স্থির করণার্থে ইং ১৮৩৪ শালের এপ্রেল মাসে এতন্নগরস্থ বিজ্ঞ প্রধান ব্যক্তিদিগের টৌনহালে এক সভা হইয়াছিল। তৎসভায় স্যার জে পি গ্রাণ্ট সাহেব সভাপতিত্বপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মেং জে পেটল সাহেব, শ্রীযুক্ত বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক, মেং এইচ এম পারকর, মেং টি এম টরটন এবং মেং জে সদরল্যাণ্ড সাহেব কর্ত্তৃক উক্ত মহাবিজ্ঞ মহাশয়ের পাণ্ডিত্য ও বিবিধ সদ্‌গুণ বর্ণিত হইলে তৎসভায় নিম্নলিখিত তিন প্রতিজ্ঞা ধার্য্য হইয়াছিল।

প্রথম, রামমোহন রায় মহাজ্ঞানী দেশহিতৈষী ও স্বদেশস্থ লোকদিগের সুনীতি জ্ঞানবৃদ্ধি এবং সাধারণ মঙ্গলের নিমিত্ত বিশেষ যত্নবান ছিলেন অতএব তাঁহার নাম এরূপে চিরস্মরণীয় করা উচিত যাহাতে তাহার প্রতি এই সভার সভ্যদিগের শ্রদ্ধা প্রকাশ হয়।

দ্বিতীয়, উক্ত বিষয় নির্ব্বাহ হেতু সাধারণ চাঁদা করা কর্ত্তব্য এবং উক্ত মহানুভব ব্যক্তির নাম চিরস্মরণীয় বিষয়ে চাঁদায় স্বাক্ষরকারি অধিকাংশ ব্যক্তির যে মত তাহাই গ্রাহ্য হইবেক তত্তন্মহাশয়েরা স্বয়ং অথবা প্রতিনিধি দ্বারা সভাতে স্ব ২ মত প্রকাশ করিবেন কিন্তু সভার বিবেচনার নিমিত্তে ৬ সপ্তাহ অবকাশ প্রদান করিতে হইবেক।

তৃতীয়, এস্থলে উপস্থিত নিম্নলিখিত মহাশয়েরা চাঁদার টাকা সংগ্রহার্থে এক কমিটি করিবেন এবং ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ হইতে ঐ টাকা আদায় হইলে কিছুকাল পরে স্বাক্ষরকারি ব্যক্তিদিগকে এই সভাতে আহ্বান করা যাইবেক।

| | |
|---|---|
| স্যার জে পি গ্রাণ্ট | মেং জে জি গারডন |
| মেং টি এইচ টরটেন | „ ডবলিউ এইচ স্মোণ্ট |
| „ এল ক্লার্ক | রস্তমজি কাওয়াসজি ইস্কয়ার |
| „ জে সদরল্যাণ্ড | বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক |

বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল

প্রায় ৮ বৎসর গত হইল উক্ত সভা স্বাক্ষরকারি ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং ঐকমত্য ও অতিশয় উৎসাহ পুর্ব্বক তদ্বিষয়ে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল নির্দ্ধারিত হইয়াছিল কিন্তু আমাদিগের আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে উক্ত বিখ্যাত মহাশয়ের নাম চিরস্মরণার্থে ঐ সভা যে উদ্যোগ করিয়াছিলেন অদ্যাবধি তাহার কিঞ্চিন্মাত্র ফল দৃষ্ট হইল না। মেং টরটন সাহেব যৎকালে ঐ খ্যাতাপন্ন মহাত্মার স্বাধীন স্বভাবের বিষয়ে বক্তৃতা করেন তৎকালে তিনি কহিয়াছিলেন যে রামমোহন রায় ভারতবর্ষে গবর্ণর এডম্ সাহেবের রাজত্বকালে মুদ্রা করণের প্রতিবন্ধক আইনের প্রতি সাহস পুর্ব্বক দোষোদ্ভাবন করিয়াছিলেন কিন্তু অন্য কোন ব্যক্তির ও বিষয়ে প্রকাশ্যরূপে আপত্তি করিতেও ভরসা হয় নাই অতএব যদি এতৎ সভাস্থ ব্যক্তিরা এতাদৃশ স্বাধীন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে যত্নবান্ না হয়েন তবে পৃথিবীস্থ লোকদিগের সমীপে তাহাদিগের মানের হানি হইবেক এইরূপ বক্তৃতার যে ফল হইয়াছিল বোধ হয় তাহা ক্ষণিক নতুবা যে বিষয়ের নিমিত্তে উক্ত সভা আহূত হইয়াছিলেন তাহার কার্য্য অবশ্যই ধার্য্য হইত।

এতদ্দেশস্থ লোকদিগের মধ্যে রামমোহন রায় দ্বেষ ও মাৎসর্য্য রহিত ছিলেন, তিনি এক বিদ্যামন্দির স্থাপন করেন ও বঙ্গভাষায় নানাবিধ পুস্তক রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন ঐ সকল পুস্তক এমত উৎকৃষ্ট যে অদ্যাবধি কোন ব্যক্তিকে তাদৃশ লেখনে সক্ষম দেখা গেল না। স্বদেশীয় মনুষ্যদিগের জ্ঞান ও সুনীতির বৃদ্ধির নিমিত্ত তাঁহার অধিক যত্ন ছিল এবং সর্ব্বদা সত্যের অনুসন্ধানে ও দেশের মঙ্গলার্থে মনোযোগ করত স্বাধীনতায় কাল যাপন করিয়াছেন। গত চারটরে ভারতবর্ষের পক্ষে যৎকিঞ্চিৎ মঙ্গল জনক বিষয় যাহা ধার্য্য হইয়াছে তাহাতে উক্ত মহাশয়ের বিস্তর সাহায্য ছিল তন্নিমিত্তেও আমরা তাঁহাকে চিরকাল স্মরণ করিতে বাধিত আছি। অতএব এতাদৃশ হিতৈষি মহাপুরুষের

প্রতি আমারদিগের যাহা কর্ত্তব্য তদ্দ্বারা উত্তেজিত হইয়া উক্ত সভার নিকটে বিনতি-পূর্ব্বক আমরা এই প্রার্থনা করি যে তাঁহারা ওই মহাত্মার নাম যাহাতে চিরস্মরণীয় হয় তদ্বিষয় সম্পন্ন করিতে আর কালবিলম্ব না করেন. আমরা আশ্বাস করি যে অন্যান্য সংবাদপত্র প্রকাশক মহাশয়েরাও আমাদিগের এই প্রার্থনা সিদ্ধির নিমিত্তে ঐ সমাজকে অবশ্য অনুরোধ করিবেন। রামমোহন রায় সর্ব্বদা কেবল যথার্থ গুণ বিবেচনায় রত থাকিতেন বাহ্য শোভার তাঁহার স্পৃহা ছিল না অতএব ঐ সভা বহুদিবস হইল যে ৮০০০ মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে যদ্যপি স্বাক্ষরকারি ব্যক্তিদিগের সম্মতিক্রমে এক্ষণে অতি দুষ্প্রাপ্য তন্মহাশয়ের কৃত পুস্তক সকল ক্ষুদ্র ২ খণ্ডে পুনর্মুদ্রাঙ্কিত করেন এবং অবশিষ্ট মুদ্রা ও ঐ সকল মুদ্রিত পুস্তক বিক্রয়ের লভ্য বঙ্গভাষার বৃদ্ধির নিমিত্তে এতদ্দেশীয় কতিপয় বিজ্ঞ সম্ভ্রান্ত মনুষ্যের হস্তে সমর্পণ করেন তবে আমারদিগের বোধ হয় যে ইহাতে তাঁহার মনোনীত চিরস্মরণ হয়। আর এ দেশে বঙ্গভাষায় রচিত ব্যাকরণ ইতিহাসাদি ব্যুৎপাদক গ্রন্থ ও দর্শন বিদ্যার উত্তম পুস্তক সকলের অতিশয় অভাব আছে অতএব কৌন্সেল আব এডুকেশন তদ্দূরীকরণার্থে যেরূপ যত্নবান্ হইয়াছেন সেইরূপ যদি অত্রত্য কতিপয় ব্যক্তিরা সচেষ্ট হয়েন তবে অনুমান হয় যে অতিশীঘ্র বঙ্গভাষার উন্নতি হইতে পারে। আমারদিগের এই প্রস্তাবে যে ফল সম্ভাবনা তাহা বিস্তারিত করিয়া বর্ণনে লিপি বাহুল্য মাত্র অতএব আমরা ভরসা করি উক্ত সভা প্রস্তাবিত বিষয় বিবেচনা করিবেন, আর যদ্যপি এই প্রস্তাব সভার গ্রাহ্য হইয়া আমারদিগের প্রতি সেই সকল গ্রন্থানুসন্ধানের ভারার্পণ হয় তবে রামমোহন রায়ের কৃত পুস্তকসকলের তালিকা, যাহা আমরা প্রস্তুত করিয়াছি ও যে ২ পুস্তক পাওয়া যায় তৎসমুদয় আহ্লাদ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সমীপে প্রেরণ করিব।

## মৃত মেং ডেবিড হিয়ার সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি। আগস্ট ১৮৪২। ৬ সংখ্যা

মেং হিয়ার সাহেবের স্মরণার্থ প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করণার্থে কমিটী নিযুক্ত হইয়া অবধি তিনবার বৈঠক হয়; তাঁহাদিগের দ্বারা যে ২ কর্ম্ম সম্পন্ন ও যে ২ বিষয় নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে তাহার প্রধান বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু রমাপ্রসাদ রায়, দিগম্বর মিত্র, রামচন্দ্র মিত্র, কৈলাসচন্দ্র দত্ত, দীননাথ দত্ত ব্রজনাথ ধর এবং প্যারিচাঁদ মিত্র, এই সকল ব্যক্তিরাও উক্ত কমিটীর সভ্য হইয়াছেন। উক্ত কমিটীতে এই ধার্য্য হইয়াছে যে চাঁদার টাকা আদায় হইলে ইউনিয়ন বেঙ্কে জমা থাকিবেক এবং ক্রমশ যত টাকা আদায় হইবেক তাহাও তথায় সুদের হিসাবে জমা হইবেক। শ্রীযুক্ত বাবু দিগম্বর মিত্র ও শ্রীযুক্ত বাবু হরচন্দ্র ঘোষ ইঁহারা উক্ত কমিটীর সম্পাদকীয় কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন কিন্তু পুর্ব্বোক্ত মহাশয় কলিকাতা হইতে স্থানান্তরে গমনোদ্যত হওয়াতে সমুদয় সম্পাদকীয় ভার শ্রীযুক্ত বাবু হরচন্দ্র ঘোষজ মহাশয়ের প্রতি

অর্পিত হইয়াছে; আর প্রতিমূর্ত্তি হইতে পারিবেক কি না, ও কত ব্যয়ে তাহা সম্পন্ন হইবেক এবং তন্নির্ম্মাণেই বা কিয়ৎকাল যাইবেক, এই সকল অনুসন্ধান করণের ভারও ঐ কমিটী উক্ত মহাশয়কে দিয়াছেন আমরা বিশ্বাস করি সম্পাদকের অনুসন্ধান দ্বারা সাধারণ সভার প্রতিজ্ঞার ন্যায্যতাই সংস্থাপিতা হউক এবং সেই সভাতে "প্রতিমূর্ত্তি" "প্রতিমূর্ত্তি" বলিয়া যে উন্মত্ত চীৎকারবৎ মহাধ্বনি হইয়াছিল তাহারও কার্য্যসিদ্ধি স্বরূপ ফল দর্শিয়া প্রতিধ্বনিরূপে সকলের সন্তোষজনক হউক।

সম্প্রতি বেঙ্গাল হেরল্ড ও লিটরেরি গেজেট পত্রে মৃত মেং হিয়ার সাহেবের মুখবিশ্রী প্রযুক্ত তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি করণের প্রতি উক্ত পত্র সম্পাদকদিগের আপত্তি দেখিয়া আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম; আমরা তন্মহাশয়দ্বয়কে যথোচিত সম্মানপূর্ব্বক এই নিবেদন করি যে উক্ত পরোপকার পরায়ণ পরম দয়ালু ধার্ম্মিক মহাত্মার চিরস্থায়ি স্মরণ চিহ্ন করিবার তাৎপর্য্য এই যে তন্মহাশয়ের প্রতি আমারদের অতিশয় ভক্তি প্রকাশ হইবেক এবং তাঁহার নামও চিরকাল থাকিবেক; আর তাঁহার অন্তঃকরণের ভাব প্রকাশার্থে প্রতিমূর্ত্তি করা, ইহার সহিত তাঁহার শরীরের সম্বন্ধ কি আছে; অতএব তাহাদিগের তর্কের প্রবলতা কিছুই দেখিতে পাই না, যদি তাঁহারা এমত লেখেন যে মহৎ ও সৎকর্ম্মকারী ব্যক্তিও শ্রীহীন হইলে প্রস্তর কিম্বা ধাতু দ্বারা তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি করা উচিত নয়; ইহাতে আমারদের বক্তব্য এই যে তাঁহাদিগের এ যুক্তি যদি সুযুক্তি হইত তবে অত্যন্ত কদাকার সক্রেটিসের প্রতিমূর্ত্তি হইত না।

আমরা শুনিলাম যে চাঁদা বহিতে ৩৭৩ নাম ও ১১০২৬ টাকা স্বাক্ষর হইয়াছে; এক্ষণে আমারদিগের বলা বাহুল্য মাত্র, প্রস্তাবিত প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণে যে ব্যয় হইবেক ঐ টাকা প্রায় তাহার তৃতীয়াংশরূপে গণিত হইতে পারে। আর অবগত হওয়া গেল যে নগর ও প্রদেশের অনেক মহাশয়েরা এ পর্য্যন্ত চাঁদায় স্বাক্ষর করেন নাই কিন্তু আমরা তন্মহাশয়দিগকে বিনয় পুরঃসর নিবেদন করি যে যাঁহারা এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ ২ দান করিতে ইচ্ছুক আছেন তাঁহারা উক্ত কমিটীর সম্পাদকের সমাচারাপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং অতি শীঘ্র সম্পাদককে বিজ্ঞাপন করুন, কারণ হিয়ার সাহেবের স্মরণার্থে স্বেচ্ছাধীন দানেই তাঁহাদের যথেষ্ট গৌরব ও ঐ স্মারকচিহ্নও অধিক পুজ্য হইবেক। আমরা বোধকরি তাবৎ ব্যক্তির অন্তঃকরণে ঐ মহোপকারির স্মরণে প্রেম, ভক্তি, শোক ও কৃতজ্ঞতার অবশ্য উদয় হইবেক; আর সুস্বভাব বিশিষ্ট এমত হিন্দুই বা কে আছে যাহার অন্তঃকরণে ঐ সকল ভাব উদয় না হয়? অতএব ঐ মহাশয়ের স্মারক চিহ্ন নিষ্পন্নার্থে যে প্রকারে চাঁদার টাকা বৃদ্ধি হয় ও যাহাতে আমারদের অনৈক্য দূর হইয়া উক্ত কার্য্যে পরস্পর ভ্রাতৃবৎ জ্ঞানে সকলেরই সমান উদ্যোগ হয় এমত চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

মৃত মেং হিয়ার সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদিগের এরূপ আবশ্যক হইয়াছে যে যে ব্যক্তি এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিমুখ হইবেন তাঁহাকেই বোধ করা যাইবেক যে

তিনি ঐ ব্যক্তির মহোপকার স্বরূপ ঋণের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না অতএব যে প্রকার উৎসাহাবলম্বন ও যত্নপুর্ব্বক প্রবৃত্ত হইলে উক্ত বিষয় সম্পন্ন হইতে পারে আমারদের সকলেরি সর্ব্বতোভাবে তদ্রূপ চেষ্টা করা উচিত।

## নগরের এবং প্রদেশের বিবিধ বিষয়। ১৫ অক্টোবর ১৮৪২। ১০ সংখ্যা

দুর্গোৎসব এবং অন্যান্য পৌত্তলিক কাণ্ড বেদের বিপরীত, কারণ তাহাতে এক ব্রহ্মের অর্চ্চনা ব্যতীত আর কিছু আদিষ্ট নাই অতএব পৌত্তলিক কাণ্ডকে আদি ধর্ম্মজ্ঞান করা ভ্রম মাত্র এবং ঐ পৌত্তলিক ব্যাপার স্থাপনের কারণ এই যে মূঢ় ব্যক্তিরা ধর্ম্ম কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিবে ইহা অনেক গ্রন্থে কথিত আছে অতএব ইহা যে আদি ধর্ম্ম নহে তাহার প্রতি উক্ত যুক্তিও আর এক প্রমাণ হইল। ইহার সৃজনের কারণ স্মরণ না থাকাতে পরম ব্রহ্মের অর্চ্চনার সহিত গোলযোগ হইতেছে কিন্তু যাহারা বিবেচনা ও চিন্তা করিয়া দেখিবেন তাহারা ইহার যথার্থ তাৎপর্য্য বোধ করিতে পারিবেন।

গত ৯।১০ বৎসরাবধি পরস্পর অভিযোগ ও অন্যান্য দৈব ঘটনা হেতুক ভাগ্যবন্তদিগের ধনঃক্ষয় হওয়াতে দুর্গোৎসবে উৎসবের ক্রমশ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। অনেক ২ নব্য বাঙ্গালিরা ইহার প্রতি অনুকূল নহেন, ও কোন ২ প্রাচীন মতাবলম্বি হিন্দুরাও কহেন যে এই পুজার কালীন সাধারণের উৎসব ও শিষ্টাচার ও আত্মীয়তার বৃদ্ধি হয় তন্নিমিত্তে তাঁহারা ইহাতে প্রবৃত্ত হয়েন; ইহাতে বোধহয় যে পুর্ব্বে যেমত ইহার প্রাদুর্ভাব ছিল তাহার হ্রাস হইয়াছে ও যেমত বিদ্যার প্রাচুর্য্য হইবেক সেইমত ইহা ক্রমে ক্ষীণতাপ্রাপ্ত হইবেক। কিন্তু ইহা সাধারণের এমত আমোদজনক হইয়াছে যে কোন ২ পল্লীস্থ লোকেরা নিকটস্থ ধনোন্নত হিন্দুদিগের বাটীতে তাহাদিগকে পুজা করাইবার মানসে প্রতিমা নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ও ঐ প্রতিমা দূরীকরণের লজ্জার ভয়ে সুতরাং তাহাদিগকে পুজা করিতে হয়। এ বৎসর ক্রয় বিক্রয় অন্যান্য বৎসরের ন্যায় হয় নাই ও নৃত্য গীতাদিরও অনেক ন্যূনতা হইয়াছে কেবল শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্তের ভবনে উত্তম বাদ্যকর ও গায়ক ছিল।

## মল্লযুদ্ধ এবং বাঙ্গালিদিগের দুর্ব্বলতা ও অসাহসিকতার বিষয়
## ১৫ই অক্টোবর ১৮৪২। ১০ সংখ্যা

চিঠি

শ্রীযুত বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

হে মহাশয়,

বঙ্গদেশীয় মনুষ্যগণ জন্মাবধি অতি দুর্ব্বল, এবং মাংসাহারের ব্যবহার ও যুদ্ধবিগ্রহাদি শিক্ষার প্রথা না থাকাতে তাহাদিগের ঐ দুর্ব্বলতা এতাবৎকাল পর্য্যন্ত দূরীকৃত হইল না

অতএব এক্ষণে শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি বিষয়ে তাহাদিগের মনোযোগ বিধান নিতান্ত আবশ্যক; কিন্তু অনেকানেক সুবুদ্ধি ও সুশিক্ষিত বাঙ্গালি মহাশয়েরা মদীয় প্রস্তাবের বিষয়ে তাচ্ছীল্য প্রকাশ করত কহেন যে এতদ্দেশীয় লোকদিগের উত্তম নীতি ও ধর্ম্ম জ্ঞানাভাবেই এতদ্রূপ সাহসহীনতাদি দোষসমূহ দৃঢ়তর মূলবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

পূর্ব্বোক্তমতে যে অশেষ দোষ আছে তাহা সপ্রমাণ করণ অতি সহজ, যেহেতু সকলেই স্বীকার করেন যে বাঙ্গালি মহাশয়েরা আপন মান রক্ষাকে অতিশয় গুরুতর বিষয় বলিয়া জ্ঞান করেন না, এবং কোন ধনি কুটুম্বের প্রদত্ত অন্নাদি দ্বারা স্বীয় পরিবার প্রতিপালনেও অপমান বোধ করেন না, আর আপনার স্ত্রী, কন্যা অথবা সহোদরার বলাৎকার করিতে কোন ব্যক্তি উদ্যত হইলেও তাহাদিগের রক্ষার্থ যথাসাধ্য প্রাণপণে কোন বাঙ্গালি মহাশয়েরা যত্ন করেন না; এই সকল এবং অন্যান্য ব্যবহার বিবেচনা করিলে এতদ্দেশীয় জনগণের পুরুষত্বাভাব স্পষ্টরূপে সপ্রমাণ হয়, কিন্তু ঐ সকল দোষের মূল অনুসন্ধান করিলে শারীরিক বল বীর্য্যাভাবই বোধগম্য হইবেক সুতরাং ইহাতে সকলেই অনায়াসে স্থির করিতে পারিবেন যে শারীরিক শক্তি সাহসাদি গুণ না জন্মিলে কোন প্রকার নীতি শিক্ষাদি দ্বারাও কদাচ কাপুরুষত্বাদি দোষের পরিহার হইবেক না।

অতএব বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালিদিগের শারীরিক বল ও বিক্রম বৃদ্ধির নিমিত্ত পূর্ব্বাপেক্ষা বিশেষরূপে যত্ন করা অতি কর্ত্তব্য, কারণ কোম্পানি বাহাদুরের অভিনব চার্টরের ৮৭ ধারানুসারে অস্মদ্দেশীয় হিন্দু মুসলমানাদি সকল জাতি ও সকল বর্ণের লোক রাজকীয় কর্ম্ম প্রাপ্ত হইতে পারিবেক এবং যদ্যপি এদেশের মনুষ্যদিগের সাধারণ অজ্ঞতা ও অযোগ্যতা হেতুক বিশেষত রাজকীয় পদ প্রদানে গবর্ণমেণ্টের স্বজাতীয়গণের প্রতি পক্ষপাত প্রযুক্ত ঐ আইন অদ্যাবধি বিফল হইয়া রহিয়াছে তথাপি আমার বোধ হয় অল্পকালের মধ্যেই এতদ্দেশীয়েরা ইংরাজদিগের ন্যায় রাজকীয় উচ্চপদ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন এবং ঐ শুভ সময় উপস্থিত হইলে ইঁহাদিগকেও ইংরাজদিগের সমান বল বিক্রম ও সাহসাদি প্রকাশ করিতে হইবেক। কিন্তু তাঁহারা যদি এক্ষণে তদ্বিষয়ে তাচ্ছীল্য করিয়া কেবল নীতি ও শাস্ত্র বিদ্যায় পারক হইতে চেষ্টা করেন তবে তাঁহাদিগের কার্য্য কর্ম্মে ইংরাজদিগের সমভিব্যাহারী হওয়া দূরে থাকুক প্রত্যুত তাহারা চিরকাল পর্য্যন্ত পশ্চাতেই পড়িয়া থাকিবেন অতএব আত্মহিত ও প্রকৃত সম্মানাকাঙ্ক্ষি লোকেরা সর্ব্বতোভাবে পরিশ্রম পূর্ব্বক এমত বিষয়ের অনুসন্ধান করুন যাহাতে স্বদেশস্থ জনগণের দুর্ব্বলতাদি দূরীকৃত হয় ও সাহসহীনতাদি দোষ সমূহ একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

মহাশয়ের পাত্রকার পূর্ব্ব এক সংখ্যায় মাংসাহার দ্বারা বাঙ্গালিদিগের শারীরিক বলবৃদ্ধির বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিয়াছিলাম এইক্ষণে মল্লযুদ্ধ শিক্ষা দ্বারা ঐ কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে কিনা এতদ্বিষয়ের বিবেচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

এতদ্দেশে যে ২ মল্ল বিদ্যার অনুশীলন হইয়া থাকে তাহার বিস্তারিত বর্ণনে

প্রয়োজনাভাব, যেহেতু অধিকাংশ পাঠকবর্গ তাহা বিলক্ষণরূপে অবগত আছেন কিন্তু আমার বাসনা এই যে ঐ বিদ্যার ফলের প্রতি তাহাদিগের যে সংশয় আছে তাহা উচ্ছিন্ন হয় অতএব সংপ্রতি প্রকাশিত এক বৈদ্যক গ্রন্থ হইতে পশ্চাল্লিখিত কএক পংক্তি সংগ্রহ করিয়া প্রমাণ স্বরূপে এস্থলে লিখিলাম; এই চূর্ণকে মল্লবিদ্যানুশীলনে যেরূপ শারীরিক বল বৃদ্ধি হয় তাহা সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থকার ডাক্তর ব্রেট সাহেব কহেন যে (ঐ সাহেবের কৃত ব্যবচ্ছেদ সম্বন্ধীয় প্রধান ২ রোগ বিষয়ক প্রেক্টিকেল প্রুসের ৪২ পৃষ্ঠে দৃষ্টি করিবেন) "ভারতবর্ষীয় অন্যান্য মনুষ্যগণ যদ্রূপ সর্ব্বদা পীড়িত মল্লগণেরা তাদৃশ রোগগ্রস্ত হয় না, আর ঐ মল্লদিগের শরীরে রক্ত যথেষ্ট এবং নাড়ী ও শিরা প্রভৃতি অত্যন্ত শক্ত তত্রাপি ইহারা অন্যান্য লোকের ন্যায় রোগাদির আক্রমণে শীঘ্র অভিভূত হয় না, এবং যে সকল ইউরোপীয়েরা উত্তমরূপে মল্ল বিদ্যার অনুশীলন করেন তাহারা অতিশয় বলিষ্ঠ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করত স্বচ্ছন্দ শরীরে পরমসুখে কাল যাপন করেন। আমি বহু-দিবসাবধি প্রশংসাপুর্ব্বক এতদ্দেশীয়দিগের মল্লবিদ্যা অভ্যাস করিতেছি এবং আমার বোধ হয় যে ইংলণ্ড দেশাপেক্ষা এখানে আমার যে শারীরিক সুস্থতা ও সবলতা, এবং শ্রমসাধ্য কর্ম্ম নিষ্পাদনে ক্ষমতা জন্মিয়াছে তাহার কারণ কেবল মল্লযুদ্ধাভ্যাস"।

ডাক্তর ব্রেট সাহেবের কথা যদ্যপিও এতদ্বিষয়ে মান্য করা উচিত, তথাপি আমার বিবেচনায় এতদ্দেশীয় মল্লবিদ্যা প্রশংসনীয়া নহে কারণ তদনুশীলন দ্বারা যে শারীরিক বল ও স্থূলতা বৃদ্ধি হয় ইহা স্বীকার করিলেও এমত কহিতে হইবেক যে তদনুরূপ কর্ম্মদক্ষতা ও সাহস বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু আমার বোধ হয় ঐ বিদ্যা শিক্ষাকালীন কোন প্রকার ঈর্ষা অথবা উৎসাহাদি না থাকাতেই ঐরূপ হয়। যেহেতু আমি কএক জন অতি বনবান্ মল্লকে দেখিয়াছি তাহারা অত্যন্ত বলিষ্ঠ বটে কিন্তু অসাহসিকতা ও কর্ম্মক্ষমতাদি বিষয়ে প্রায় অন্যান্য বাঙ্গালিদিগের সমান।

আমার বিবেচনায় এই বোধ হয় যে এক্ষণে বাঙ্গালিরা বলবৃদ্ধির নিমিত্ত প্রথমে উত্তমরূপে চলিতে ও দৌড়াদৌড়ি করিতে শিক্ষা করুন পরে অশ্বারোহণ, এবং ঢালি পাক, ও ক্রিক্রেট গোলা শিক্ষা করিতে সচেষ্টিত হউন, আর বন্দুক ছুড়িতে ও শীকার করিতে অভ্যাস করাও তাঁহাদিগের উচিত বটে কিন্তু ইহা যে তাঁহারা শিক্ষা করিবেন এমত আশ্বাস করিতে পারি না কারণ তাঁহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে মাংসাহারের অতিশয় নিষেধ আছে।

আমার বোধহয় কোন বাঙ্গালি শারীরিক স্বচ্ছন্দতা ও সবলতা জন্য পরম সুখের আস্বাদ কখনই প্রাপ্ত হন নাই। আর দৈহিক তাবৎ সুখের মধ্যে এই সুখই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; যাঁহারা সতত মল্লবিদ্যানুশীলন দ্বারা নীরোগ ও বীর্য্যবন্ত হইয়া আছেন তাঁহারাই কেবল ওই পরম সুখ সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিতেছেন কিন্তু আমার বাসনা এই যে সকল বাঙ্গালিরা স্বচ্ছন্দ শরীর ও বীর্য্যবন্ত হয়েন অতএব প্রার্থনা করি প্রথমত তাবৎ ধনী ও স্বাধীন এবং বিষয়

কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিরা প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যার সময়ে ন্যূনাধিক চারিঘণ্টা কাল কোন প্রকার মল্লবিদ্যানুশীলনে মনোযোগ করুন।

আমার অনুভব হয় যে এতদ্দেশীয় যুবকগণকে মল্লবিদ্যা শিক্ষা প্রদানে বিশেষ উপকার সম্ভাবনা কিন্তু শিক্ষাকালীন কোনপ্রকার সম্ভ্রমের নিয়ম সংস্থাপন না হইলে তাহাতে উপকার দর্শিবেক না অতএব সকল যুবক বাঙ্গালিরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া এই এক নিয়ম স্থির করুন যে তাঁহারা আপন সমবয়স্কদিগের সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া কদাচিৎও যেন পরাঙ্মুখ না হন, আর ঐ যুবাদিগকে এই শিক্ষা প্রদান কর্ত্তব্য যে তাঁহারা আপনাদিগের সঙ্গিগণের মধ্যে যাহাদিগকে অত্যন্ত বলবান্ ও সাহসী দেখিবেন তাহাদিগকে যেন সম্মান প্রদান করেন ও তাহারদের সরলতাদি গুণের প্রশংসা করেন, আমি নিশ্চয় কহিতে পারি যুবাদিগকে এইরূপ উপদেশ করিলে তাঁহারা সহজেই সাহসী ও দয়াদি মহাগুণ সম্পন্ন হইবেন এবং ঐ সকল গুণপ্রভাবে ক্রমে তাঁহাদিগের মনে সাহসান্বিত ও সম্ভ্রান্ত হইবার বাসনা জন্মিবেক এইরূপে যেমন তাহাদিগের বলবৃদ্ধি হইবেক তেমনি ক্রমশ রীতি চরিত্রাদিরও উৎকৃষ্টতা হইবেক এবং পরে তাঁহারা অপর সাধারণের হিতজনক ব্যাপার সম্পন্ন করণে যোগ্যতা প্রাপ্ত হইবেন।

কিন্তু এইরূপ শিক্ষাপ্রদানে যে অমঙ্গলের লেশমাত্রও নাই এমত বলিতে পারা যায় না যেহেতু মল্লবিদ্যানুশীলন দ্বারা পাদাদি ভগ্ন এবং কখন ২ বা জীবন নাশেরও সম্ভাবনা আছে পরন্তু যাঁহারা আপন ইচ্ছায় দরিদ্রতায় নিমগ্ন হইয়াছেন তাহাদিগের বিষয় বিবেচনা করিয়া আমার এই ভরসা হয় যে বাঙ্গালিদিগের মধ্যে প্রকৃত সম্ভ্রমের নিয়ম সকল স্থাপিত হইলে স্ব স্ব মান সম্ভ্রম রক্ষার্থ প্রাণপণেও নানা বিধ ক্লেশ স্বীকার করিবেন।

## সংবাদ। ১ নভেম্বর ১৮৪২। ১১ সংখ্যা

শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর আগষ্ট মাসে স্কটলণ্ড দেশ দর্শনার্থ যাত্রা করিয়াছিলেন; এডেনবর নগরের কৌন্সেলিরা এক মহাসভা করিয়া উক্ত বাবুর যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিয়াছেন এবং তত্রস্থ মাজিষ্ট্রেট ও কৌন্সেলিরা নূতন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া এবং লার্ড প্রবোষ্ট সাহেব ঐ বাবুর সুখ্যাতির বিষয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া তাঁহাকে নগরবাসির মধ্যে গণ্য করিয়াছেন এবং বাবুও উত্তম বক্তৃতা করিয়া তাঁহাদিগকে উত্তর প্রদান করিয়াছেন, তিনি কহিয়াছেন যে আমার শ্রোতারা আমাকে যে সম্ভ্রম প্রদান করিলেন ইহাই আমার জন্ম-দেশের উপকারের চিহ্নস্বরূপ, এবং যাহাতে বাঙ্গালা দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয় এতাদৃশ কর্ম্মে তাঁহারা উৎসাহী হইবেন, এমত যদি জানিতে পারি তবে আপনকারদিগের দত্ত এই সম্ভ্রমকে অতিশয় কিম্মতীয়রূপে গণনা করিব। শুনা গেল যে উক্ত বাবু সাধারণ উপকারজনক কর্ম্মের মধ্যে নিষ্কর ভূমির বিষয়ে এক আবেদন পত্র তত্রস্থ প্রধান ২ কর্ত্তৃপক্ষ লোকদিগের নিকটে

উপস্থিত করিয়াছেন। আমরা অবগত হইয়া আহ্লাদিত হইলাম যে ঐ বাবু অক্টোবর মাসের জাহাজে ইংলণ্ড পরিত্যাগ পুর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবেন কারণ তিনি আর অধিক দিন তথায় বাস করিলে সেখানকার শীতে তাঁহার শারীরিক পীড়া হইবার সম্ভাবনা হইত।

## মেং ডেবিড হিয়ার সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি। ১৫ নভেম্বর ১৮৪২। ১২ সংখ্যা

আমরা অবগত হইলাম মেং ডেবিড হিয়ার সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি হইবার নিমিত্ত যে চাঁদা পুস্তক প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে ১৬০০০ টাকা স্বাক্ষর হইয়াছে কিন্তু প্রস্তাবিত প্রতিমূর্ত্তি সম্পন্ন হইতে যে ব্যয় হইবেক তাহাতে এক্ষণেও আর ১২।১৪ হাজার টাকার আবশ্যক আছে; মেং হিয়ার সাহেবের সৎপরিশ্রম দ্বারা যাবৎ সংখ্যক লোক উপকৃত হইয়াছেন তাহার সহিত স্বাক্ষরকারিদিগের তুলনা করিলে বোধ হয় যে অত্যল্প ব্যক্তির স্বাক্ষর হইয়াছে। অতএব আমরা আশ্বাস করি যে সকল ব্যক্তিরা তাঁহার পরিশ্রম দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যাঁহারা বিদ্যার প্রতি সম্মান করেন ও বিদ্যানুশীলনে সতত পরমানন্দ বোধ করেন তাঁহারা অবশ্যই বাধ্য হইয়া পরম হিতৈষী উক্ত মহাশয়ের প্রতিমূর্ত্তির যে কল্পনা হইতেছে তাহাতে কিঞ্চিৎ ২ প্রদান করত মহোপকারির প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সম্মান প্রকাশ করিতে আর কালবিলম্ব করিবেন না। ঐ বিষয়ে যে ২ মহাশয়েরা স্বাক্ষর করিবেন তাঁহারদিগের দাতব্যের সংখ্যাধিক্যকে আমরা প্রশংসা করি না কিন্তু এতদ্বিষয়ে তাহাদের স্বেচ্ছাপুর্ব্বক দিৎসাই অতি প্রশংসনীয়।

আমরা শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি যে অস্মৎসমাজস্থ প্রধান ২ ধনাঢ্য মহাশয়েরা এতদ্বিষয়ে তাচ্ছীল্য প্রকাশ করিয়াছেন।

## বাটীর টেক্স। ১৫ নভেম্বর ১৮৪২। ১২ সংখ্যা

সংবাদ

কলিকাতার টেক্সের কালেক্টর সাহেব বাঙ্গালী টোলা নিবাসিদিগকে নোটিস অর্থাৎ সংবাদ দিয়াছেন যে উত্তরকাল তাহাদিগের নিকট টেক্সের বিল তিনবার মাত্র পাঠান যাইবেক ইহাতে যদি তাহারা বিলের টাকা না দেন তবে সরকারের লোক কর্ত্তৃক তাঁহাদিগের মালামাল ক্রোক করা যাইবেক এবং তদ্দ্বারা পুর্ব্বে রীত্যনুসারে অন্তঃপুরের দ্রব্যাদি ক্রোক করণের প্রতি কোন বাধা থাকিবেক না।

## বঙ্গভাষা। ১ ডিসেম্বর ১৮৪২। ১৩ সংখ্যা

সংবাদ

হিন্দু কালেজের প্রাচীন ছাত্র শ্রীযুক্ত বাবু গোপাললাল মিত্র বস্ত্রাবলী নামে বঙ্গভাষার এক অভিধান প্রস্তুত করিয়াছেন, অবগত হওয়া গেল, ঐ পুস্তক কতিপয় সদ্বিবেচক বিদ্বান

ব্যক্তির সমীপে পরীক্ষার্থ প্রেরিত হইয়াছিল, এবং পরীক্ষক মহাশয়েরা তদ্বিষয়ে সদভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত বাবু পূর্ব্বে ব্যুৎপাদক শাস্ত্র ও দর্শন শাস্ত্র ঘটিত যে ২ পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা সাধারণ শিক্ষা সমাজে গ্রাহ্য হইয়াছে। যাহা হউক এতদ্দেশীয় ভাষার উৎকৃষ্টতা করণ অত্যাবশ্যক, অতএব অস্মদ্দেশীয় লোকদিগকে উৎসাহ পূর্ব্বক ঐ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে শুনিলে আমারদিগের অতিশয় আহ্লাদ জন্মে।

## বিদ্যাশিক্ষা। ১ ডিসেম্বর ১৮৪২। ১৩ সংখ্যা।

সংবাদ

আমরা শুনিলাম যে অস্মদ্দেশীয় কোন বাবু কৌন্সেল আব এডুকেশনে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন হিন্দু কালেজের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রেরা এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার বিষয়ে রচনা করিলে তাহাদিগের মধ্যে যিনি অত্যুত্তম হইবেন তাঁহাকে একটা স্বর্ণের মেডেল ও দ্বিতীয় ছাত্রকে এক রূপার মেডেল পুরস্কার দিবেন।

## সংবাদ। ১ ডিসেম্বর ১৮৪২। ১৩ সংখ্যা।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর স্কটলণ্ড দেশ ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, সেখানে যথেষ্ট সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন; উক্ত বাবু কোন্ দিবস তথা হইতে ইংলণ্ড দেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন তাহার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। শুনা গেল যে তিনি ইংলণ্ডের মহারাণীকে এক মহামূল্য শাল এবং প্রিন্স আলবর্টকে এক কিম্মতীয় ছোরা উপঢৌকন প্রদান করিয়াছেন, ঐ বাবু ৩০ সেপ্টেম্বরে উইণ্ডসর দেশের রাজপ্রাসাদে মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করেন, তাহাতে মহারাণী ও প্রিন্স আলবর্টের নিকট যথেষ্ট সংকার প্রাপ্ত হইয়াছেন; এবং ঐ স্থানেই মহারাণীর নিকট স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার বিদায় লইয়াছেন। অবগত হওয়া গেল যে ইংলণ্ডেশ্বরী উক্ত বাবুকে আপনার ও প্রিন্স আলবর্টের এক প্রতিমূর্ত্তি প্রদান করিবার মানস প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ বাবু ১৫ অাক্টোবরে পেরিস নগরে গমনার্থে ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়াছেন, তৎস্থান হইতে মারসেলিস এবং আলেকজেন্দ্রিয়াতে যাত্রা করিবেন। আমরা শুনিলাম যে বাবু "নাইট" উপাধি গ্রাহ্য করেন নাই। তিনি সুএজে গত মাসের ২৫ পঁহুছিয়া থাকিবেন ও আগামী মাসের শেষে এতন্নগরে আসিতে পারেন।

## মেষ্টর জর্জ টমসন, এতদ্দেশীয়জনগণ, এবং ভারতবর্ষের অবস্থা শোধনার্থক সভার প্রস্তাব। ফেব্রুয়ারি ও মার্চ ১৮৪৩। ৪ ও ৫ সংখ্যা।

১১ জানুয়ারি রাত্রিযোগে সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভার যে মাসিক বৈঠক হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুক্ত বাবু রামগোপাল ঘোষের আহ্বানে মেং জর্জ টমসন সাহেব উপস্থিত হইয়াছিলেন। সভার কার্য্য শেষ হইলে সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী

ঐ সাহেবকে সভার ভাবি মঙ্গল বিষয়ক কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে অনুরোধ করাতে তন্মহাশয় নিম্নলিখিত বক্তৃতা করেন।

হে সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভার সভাপতি এবং সভ্য মহাশয়েরা! আমি আপনাদিগের অনুমতিক্রমে ভবদ্গণকে প্রিয় বন্ধুরূপে সম্বোধন করিতেছি; সভাপতি মহাশয় আমাকে কিঞ্চিৎ বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করাতে আমার অন্তঃকরণে নানাবিধ ভাবোদয় হইতেছে, আমি কোন্ বিষয়ে কি কহিব এখন স্থির করিতে পারি নাই। কিয়ৎ বৎসরাবধি ভারতবর্ষের সদবস্থা এবং ভবিষ্যন্মঙ্গলানুসন্ধানে আমার ক্রমশ অধিক যত্ন হইয়াছে, আমি যদিও এতদ্দেশীয় বিষয় সকল সর্ব্বদা পাঠ এবং পুনঃ ২ চিন্তা করিয়াছি ও তন্নিমিত্ত অনেক লিখিয়াছি ও বক্তৃতা করিয়াছি তথাপি আমার বাসনা ছিল এতদ্দেশে আগমন করিলে অত্রস্থ জনগণের সহিত আলাপ করিব এবং ভ্রমণ ও দর্শন দ্বারা বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ইহাদিগের উপকার করণে অধিক সক্ষম হইব; এক্ষণে জগদীশ্বরের কৃপায় এই স্থানে উত্তীর্ণ হইয়াছি, অদ্য রাত্রিতে এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিত বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকটে দণ্ডায়মান হওয়াতে এতাদৃশ আহ্লাদ হইল যে তাহা স্বপ্ন কি বাস্তবিক এখনও নিশ্চয় করিতে পারি নাই। আমি অদ্ভুত বস্তু দর্শনার্থ অথবা আত্মলাভাকাঙ্ক্ষায় এতদ্দেশে আগমন করি নাই; আমি ইংলণ্ডে প্রয়োজনীয় কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলাম, তাহা ত্যাগ করিয়া এখানে আসিবার তাৎপর্য্য এই, এদেশের অবস্থা যথার্থরূপে অবগত হইলে আমার দ্বারা আপনাদিগের উপকার হইবেক; এদেশের নদী পর্ব্বত ও প্রাচীন আশ্চর্য্য দ্রব্যাদি দর্শনে আমার প্রয়াস নাই, অনুসন্ধান করিতে হইলে যদৃচ্ছাক্রমে দৃষ্ট হইতে পারে; আমি এতদ্দেশের বর্ত্তমান অবস্থা এবং বর্ত্তমান ও ভবিষ্যন্মাঙ্গলিক বিষয় অবগত হইতে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছি, আমার বাসনা এই যে এদেশের লোকদিগের স্বদেশীয় ধনভোগ হয়। আমি যে দেশ হইতে আসিয়াছি তাহা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মূল এবং এদেশের শাসন সম্পর্কীয় তাবদ্বিষয়ান্দোলনের স্থান; এতদ্দেশের শাসনের উৎকর্ষাপকর্ষে ইংলণ্ডীয় লোকেরা যাহাতে পরমেশ্বরের নিকট আপনাদিগকে দায়ী বোধ করেন তদ্বিষয়ে আমি বিশেষ মনোযোগ করিয়াছি, যাঁহাদিগের হস্তে শাসনের ভার সমর্পিত হইয়াছে তাঁহারা অতি বিবেচক সৎকর্ম্মশালী এবং সুবিচারক হইলেও ইংলণ্ডীয় লোকেরা উক্ত দায় হইতে মুক্ত হইতে পারেন না, কিন্তু তাহারা এদেশের বিশেষ বৃত্তান্ত অনবগত প্রযুক্ত কোন বিষয়ের বিবেচনা করণে অথবা বর্ত্তমান দোষ শোধনের উপায় করণে অক্ষম; যদি তাঁহারা এদেশের বিষয় সকল জ্ঞাত হইতে পারেন এবং যদি তাহাদিগের যত্ন উৎপাদন করিয়া দেওয়া যায় তবে এতদ্দেশের সুবিচার ও উপকার জনক উপায়ে অবশ্য সাহায্য করেন এবং তাহাতে এতদ্দেশের ক্লেশজনক ব্যাপারের দমন ও পরিবর্ত্ত হইয়া রাজশাসনের ভবিষ্যৎ রীতি উৎকৃষ্ট হয়; অতএব ইংলণ্ডীয় লোকেদের অমনোযোগ ও অজ্ঞাততার দূরীকরণ ব্যতিরেকে আপনাদিগের এবং এতদ্দেশের পক্ষে শ্রেয়ঃ সম্ভাবনা নাই, আর এতদ্দেশ শাসনের সনন্দ

পত্র পার্লিয়ামেণ্টে প্রস্তুত হয় ইংলণ্ডীয়েরা পার্লিয়ামেণ্টের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং ইংলণ্ডের রাজার ও তত্রস্থ মনুষ্যদিগের আজ্ঞানুসারে যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এতদ্দেশ শাসন করেন তাঁহারা কোন বিষয় আবেদন করিলে ইংলণ্ডীয় লোকেরদের দ্বারা শেষ বিবেচনা হয়; তাঁহাদিগের এদেশের সদ্বিচার এবং উত্তমরূপে শাসনের উপায় করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম বটে কিন্তু তাঁহারা এখানকার যথার্থ বৃত্তান্ত অনবগত প্রযুক্ত তৎকরণে অক্ষম। আমি ইংলণ্ডে থাকিয়া ভারতবর্ষীয় বিষয়ের অনুসন্ধান পাইবার জন্যে চেষ্টা করিতে ক্রটি করি নাই তাহাতে যাহা ২ যথার্থ বোধ হইয়াছিল তাহা অস্মদ্দেশীয়দিগকে বিদিত করিয়াছি, আমি সর্ব্বদাই দেখিতাম যে বিলাতের অনেক লোক ঐরূপ জানিতে এবং তদনুসারে কর্ম্ম করিতে অতিশয় ইচ্ছুক, তাঁহাদিগের বাসনা এই যে, এদেশ সুবিচার পুর্ব্বক শাসিত হয়, আর তাঁহারা সকলেই স্ব ২ কর্ত্তব্য কর্ম্ম উত্তমরূপে জ্ঞাত হইয়া তদনুসারে কর্ম্ম করিতে বাঞ্ছিত আছেন, তাঁহাদিগের এমত ইচ্ছা নয় যে এতদ্দেশে ব্যবহার এবং রাজ্য সম্বন্ধীয় মন্দ ব্যাপার চিরস্থায়ী হয়, তাহাদিগের বোধ হইয়াছে যে ঐ সকল মন্দ ব্যাপার থাকাতে ইংলণ্ডীয় ও তত্রস্থ লোকদিগের পরস্পর উপকারের অনেক হানি হয়; আমি এতদ্দেশে আগমনোন্মুখ হইলে ভারতবর্ষের হিতৈষী তত্রস্থ সুহৃস্ত ২ ব্যক্তি আমাকে উৎসাহ দিয়াছেন এবং পরমেশ্বরের নিকট আমার অভিলাষ সিদ্ধির প্রার্থনা করিয়াছেন। আমি শীঘ্র এতদ্দেশে উত্তীর্ণ হইয়া অত্রস্থ লোকদিগের সমীপে যে বক্তৃতা করিয়াছি এবং সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিক সভায় উপস্থিত হইয়াছি তাহাতে আমার আগমনের সার্থকতার সম্ভাবনা হইল, আপনাদিগের সভায় মুদ্রিত পুস্তক পাঠ করিয়া আমার অতিশয় আহ্লাদ জন্মিয়াছে এবং তৎপাঠে বিলাতের এবম্প্রকার সভাকে স্মরণ হইল; আমি দুর্দ্দশাপন্ন লোকদিগের যে উপকার করিয়াছি ও তদ্বিষয়ে আমার যে যৎকিঞ্চিৎ ক্ষমতা জন্মিয়াছে তাহা সভার প্রসাদাৎ হয়। এই সভার কিঞ্চিৎ কালাবধি হ্রাসতা শ্রবণ করিয়া আমি অতিশয় দুঃখিত হইলাম আমার বিবেচনায় এই বোধ হয় যে সাধারণের মনোনীত এবং এতদ্দেশীয়েরদের চিত্ত ও কর্ত্তব্য কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ বিষয় সকল প্রস্তাব্য হইলে সভার উন্নতি হইতে পারে, আপনাদিগের সভার যেরূপ অভিপ্রায় তাহাতে উক্ত প্রকার অনেক ২ প্রশ্ন উপস্থিত হইবে এবং তদ্দ্বারা আপনাদিগের ভাবি নানাবিধ কার্য্যেও উপকার দর্শিবে; এরূপ করিলে আপনারা শিক্ষা ও লাভ উভয়ই প্রাপ্ত হইবেন এবং যন্নিমিত্ত জীবন ধারণ করিতে হয় তাহাতেও অনেক আনুকুল্য পাইবেন; আর এবম্প্রকার সভা সকল বিধিমতে উপকারজনক, কারণ তদ্দারা স্বীয় অজ্ঞানের জ্ঞান হইয়া জ্ঞানাপার্জ্জনে ইচ্ছা হয় এবং অন্যকে উপার্জ্জিত জ্ঞানের উপদেশ করিতে ক্ষমতা জন্মে।

আমার এতদ্দেশে আগমনের তাৎপর্য্য এতৎ সভার অভিপ্রায় হইতে ভিন্ন নহে অর্থাৎ জ্ঞানোপার্জ্জনই উভয়ের অভিপ্রেত; আমি আপনাদিগকে ও ভবদীয় দেশের বিষয় সকলকে কর্ণে শুনিয়াছিলাম এবং কোন ২ পুস্তক পাঠে এদেশের অবস্থা বিশেষ ব্যবহার এবং

অভাব ইত্যাদিও যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞাত হইয়াছিলাম কিন্তু আমার যথার্থ ও নিগূঢ় তত্ত্বানুসন্ধানের মানস থাকাতে তাহাতে পরিতোষ জন্মে নাই, অতএব স্বয়ং দেখিতে এবং অত্রস্থ জনগণের সহিত বিবেচনা করিতে আসিয়াছি। যদবধি এখানে থাকিব তাবৎ পর্য্যন্ত এতদ্দেশীয়দিগের সহিত সর্ব্বদা আলাপ হইলেই আমার কর্ত্তব্য কর্ম্মানুষ্ঠান এবং সম্মান হয় যেহেতু তাহাতে আমি সকলের মানস অবগত হইতে পারিব আপনারা উপযুক্ত হইয়া স্বদেশীয় লোকদিগের প্রাপ্য বস্তুর নিমিত্ত পুনঃ ২ আন্দোলন করত ঐ সকল বিষয় সদ্বিচারপ্রিয় ইংলণ্ডীয়দিগের দৃষ্টিগোচর করিলে আমি যথেষ্ট পুরস্কার বোধ করিব ( প্রশংসার ধ্বনি )।

টমসন সাহেব এবম্প্রকার বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবর্গের প্রতি বন্ধুত্বভাব প্রকাশ করাতে সকলেই তাঁহার সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। সকলেরি বিদিত আছে ইংরাজ জাতীয়দিগের সহিত বাঙ্গালিদের যেরূপে আলাপ হইয়া থাকে তাহাতে পরস্পরের যে তাদৃশ ঘনিষ্ঠতা কেন জন্মে না তৎকারণ অনেক আছে আমরা এক্ষণে তাবৎ প্রকাশ করিতে অক্ষম দুই একটা কহি। টমসন সাহেবের পশ্চাল্লিখিত বক্তৃতা পাঠে স্পষ্ট বোধ হইবেক যে ইংলণ্ড হইতে যে সকল ব্যক্তিরা এতদ্দেশে আগমন করেন তাঁহারা প্রায় হিন্দুদিগের দ্বেষ্টা, তাঁহাদিগের ঐ দ্বেষ হিন্দুদিগের অন্ত্যজ জাতির প্রতি শাস্ত্রীয় দ্বেশের ন্যায় ক্রমশ প্রবল হইয়া আসিতেছে। তজ্জন্য তাঁহারা স্বীয় ধর্ম্মেরও বিপরীত ব্যবহার করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন অর্থাৎ অস্মদ্দেশীয় লোকদিগের সহিত সরলান্তঃকরণে আলাপ না করিয়া ঘৃণার সহিত ব্যবহার করেন অথবা আপনাদিগের মহত্ত্ব এবং সাহায্য করণাভিমান প্রকাশ করিয়া নীচভাবে কথোপকথন করেন, কিন্তু যে সকল মনুষ্য সদন্তঃকরণ ও সুবুদ্ধি এবং যাঁহারা জানেন যে পরস্পর সকলেই সমান তাঁহারা এ ব্যবহারকে উত্তম বোধ করেন না। ইংলণ্ডীয় ও বাঙ্গালিদিগের পরস্পর ঘনিষ্ঠতা না জন্মাইবার প্রতি আর এক কারণ এই, ইংরাজরাই সিবিল এবং মিলেটরি সম্পর্কীয় তাবৎ উচ্চপদ প্রাপ্ত হয়েন এবং ঐ সকল ব্যক্তিরা বাঙ্গালিদিগের নিকট এতাদৃশ অধিক সম্মান আকাঙ্ক্ষা করেন যে তাহাতে মুক্তকণ্ঠে সৌহৃদ্যভাবে কথোপকথন হয় না, আমরা তাঁহাদিগের প্রতি কেবল মৌখিক সম্মান প্রকাশ করিয়া থাকি কারণ রাজকীয় কর্ম্মকারিরা দেশের দুঃখ শ্রবণে অনিচ্ছুক এবং তাহারা গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুবর্ত্তী প্রযুক্ত তন্নিবারণে অক্ষম এই বিবেচনা করিলে তাহাদিগের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জন্মে না; অতএব অন্য কারণ না থাকিলেও উক্ত কারণেই স্পষ্ট বোধ হইবেক যে যদবধি এরূপ অবস্থা থাকিবেক তদবধি ইংরাজ ও বাঙ্গালিদিগের পরস্পর আত্মীয়তা হইতে পারে না কিন্তু উল্লেখিত টমসন সাহেবের ন্যায় মৃত এফ জে সোর, রবট রিকার্ডস, কর্ণেল টাড্ এবং স্যার চারল্স ফারবেস প্রভৃতি যাহারা জাত্যভিমান অহঙ্কার দ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া অস্মদ্দেশীয় বিজ্ঞ ও ধার্মিক ব্যক্তিদিগের সহিত সমানভাবে অর্থাৎ আপনাদিগের প্রভুত্ব ও উচ্চ পদস্থতার গর্ব্ব পরিহার করিয়া মিলিত

হইয়াছিলেন তাঁহাদিগের প্রতি এতদ্দেশীয়েরা যেরূপ শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহারাই জানিতেন।

আমরা এক্ষণে টমসন সাহেবের কথা কিঞ্চিৎ কহি, অস্মদ্দেশীয় সকল ব্যক্তিরই বোধ হইয়াছে যে ঐ মহাত্মার চরিত্র এবং স্বভাব অতি উৎকৃষ্ট। এই মহাশয় পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লক্ষ ২ মনুষ্যদিগের দাসত্ব মোচনার্থ দৃঢ় যত্ন করিয়া কার্য্য সিদ্ধি করিয়াছেন এবং তাহাদিগের প্রতি সদ্বিচার ও দয়ার প্রার্থনাতে ইঁহাকে মৃত্যুবৎ আপদে পড়িতে হইয়াছিল। পূর্ব্বাবধি সকলেই জানেন যে ইনি ভারতবর্ষীয়দিগের পরমবন্ধু এবং এতদ্দেশীয়দিগের প্রতি যে ২ অত্যাচার হয় তদনুসন্ধানার্থে ইংলণ্ডে যে এক সভা হইয়াছে তাহার স্থাপনকর্ত্তা; ইনি অস্মদ্দেশীয়দিগের প্রাপ্য বস্তুতে অধিকারার্থে অনেক বাদানুবাদ করিয়াছেন। এই মহাশয়ের এক্ষণে এতদ্দেশে হঠাৎ আগমনের তাৎপর্য্য এই যে তিনি অস্মদ্দেশের অবস্থা উত্তমরূপে অবগত হইবেন এবং যাহাদের দুঃখে দুঃখী সুখে সুখী তাহাদিগের সহিত একত্র হইয়া সকলের মতামত ও অভাব জানিবেন। আর যে ২ বিষয় পুনঃ ২ বর্ণন করিয়াছেন তাহা স্বচক্ষুতে দেখিবেন অর্থাৎ ভারতবর্ষে যে কি প্রকার অবস্থা তাহা স্বয়ং জ্ঞাত হইবেন; তিনি ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া অত্রস্থ জনগণের বর্ত্তমান অবস্থা জানিবার নিমিত্ত স্ত্রী পুত্র আত্মীয়বর্গ এবং স্বদেশের প্রশংসনীয় ও সম্ভ্রান্ত কর্ম্ম এবং জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর সকলে বন্ধু এবং ভ্রাতা এবং এক রাজার প্রজা এইভাবে এতদ্দেশে আসিয়াছেন। আমরা বোধ করি ভারতবর্ষে এবম্প্রকার ব্যক্তি কেহ কখন আসেন নাই, এই মহাশয় অস্মদ্দেশীয়দিগের নিমিত্ত এতাদৃশ পরিশ্রম ও আত্মহানি স্বীকার করিয়া এতদ্দেশে আসিয়াছেন অতএব তাঁহার আগমনে যদি অস্মাদাদির অন্তঃকরণে উৎসাহ না জন্মিত তবে বড় আশ্চর্য্যের বিষয় হইত। যৎকালীন সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভাতে তাঁহার প্রথম উপস্থিত হইবার জনরব হইয়াছিল তৎকালে এদেশের অনেক লোক তাঁহার ভারতবর্ষাগমনের আহ্লাদ প্রকাশার্থে এবং তিনি যে মানসে আসিয়াছেন তৎপ্রতি সম্মান করিতে ঐ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন; ঐ সভার সভাপতি মহাশয় যখন তাঁহাকে কিঞ্চিৎ বক্তৃতা করিতে কহিলেন তখন তিনি যে প্রকার বক্তৃতা করিলেন তাহাতে তাঁহার পূর্ব্বশ্রুতগুণের কিঞ্চিন্মাত্র ত্রুটি বোধ হয় নাই। আমরা তাঁহার বক্তৃতা বিষয়ে এক্ষণে কিছু লিখিব না পাঠকবর্গ আপনারাই বিবেচনা করিবেন, আমরা পূর্ব্বে কহিয়াছি যে উক্ত সাহেব এতদ্দেশীয়দিগের মঙ্গলার্থে আসিয়াছেন এবং তিনিও ঐ সভাতে বক্তৃতা করিলেন এতৎশ্রবণে সকলেরি তাঁহার নিকট হইতে ঐ বিষয় শুনিতে মানস হইয়াছিল অতএব রেবেরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই মানস পূর্ণ করিবার নিমিত্তে এবং টমসন সাহেবের সহিত বিশেষরূপে আলাপ করিবার জন্যে কতকগুলিন ব্যক্তিকে নিজ ভবনে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং ঐ নিমন্ত্রণে অনেকেই আগমন করিয়াছিলেন।

রেবেরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বাবুর বাটীর সভাতে টমসন সাহেব যে সকল কথা কহিয়াছিলেন

তাহা তৎপরবর্ত্তি সভা সকলে বক্তৃতার ন্যায় প্রণালী পূর্ব্বক এক বিষয়ক নহে ;. ঐ সভার বক্তৃতা অনেক দিন হইয়াছে এবং আমরা তৎকালীন স্মরণার্থ কিছুই লিখিয়া লই নাই অতএব তিনি কোন কথার পর কি কহিয়াছেন এক্ষণে যদিও নিশ্চয় বলিতে পারিব না তথাপি তাঁহার বক্তৃতার স্থূল তাৎপর্য্য আমাদিগের স্মরণে আছে। তিনি কহিয়াছিলেন "এতদ্দেশীয় যে সকল ব্যক্তিরা অনুগ্রহ করিয়া আমার সহিত আলাপ করিবেন আমি তাঁহাদিগকে বিজ্ঞাপন করিতেছি, আপনারা আমার অসাধারণ প্রভুত্ব বোধ করিয়া আপনাদিগের সভায় আগমনে আমার অনুগ্রহ ভাবিবেন না, আমি মনের মধ্যে বিলক্ষণ জানি অস্মদ্দেশীয় অনেকানেক ব্যক্তিরা দেশ বিদেশ জয় করিয়া তত্রস্থ লোকদিগকে যদ্রূপ অবজ্ঞা করিয়া থাকেন আমার তাদৃক ব্যবহার নয়, এরূপ ব্যবহার কখনও আমার মনেও হয় না ; আমি যে ধর্ম্মাবলম্বী তাহাতে যদি দেশের কিম্বা বর্ণের ভিন্নতা ভাবিয়া আপনাদিগের সহিত কুব্যবহার করি তবে সর্ব্বস্রষ্টা পরমেশ্বরের অপমান করা হয়। আমি ধার্ম্মিক এবং বুদ্ধিমান লোকদিগকে সম্মান করি এবং তাঁহাদিগের অবস্থা দেখিয়া দোষ-গুণ বিবেচনা করি। আমার বিবেচনায় এই বোধ হয় জন্মদ্বারা অথবা শিক্ষাভাবে মূর্খ এবং কুব্যবহারি মনুষ্যদিগকে ঘৃণা করা অনুচিত, দয়া করিয়া তাহাদিগের সাহায্য করা উচিত, অর্থাৎ দুর্ব্বলের প্রতি বলবানের সাহায্য করা অতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম ; আর আমার মত এই নিরুপায় এবং মূর্খ লোকের দ্বারা কোন জাতির কিম্বা কোন ব্যক্তির আত্মলাভ করা সর্ব্বতোভাবে অকর্ত্তব্য। আমি স্পষ্টরূপে আত্মপ্রত্যয় প্রকাশ করিতেছি, অস্মদ্দেশীয় লোকেরা স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম অনেকবার বিস্মৃত হইয়াছেন তাঁহারা রাজ্য ও ধন বৃদ্ধির নিমিত্ত যদ্রূপ প্রয়াসী আপনাদিগের অধীনস্থ লোকের সুখ বৃদ্ধি বা উন্নতির নিমিত্ত তদ্রূপ প্রয়াস করেন না ; আমি ভরসা করি ইংলণ্ডীয়েরা অধীনস্থ প্রজার প্রতি আত্ম কর্ত্তব্য জানিয়া যৎকালে তদ্রূপ ব্যবহার করিবেন ঐ সময় অতিশীঘ্র উপস্থিত হইবেক যন্নিমিত্ত আমি সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়াছি। এক্ষণে আমেরিকাস্থ ইংলণ্ডাধিকৃত দেশের পক্ষে কিঞ্চিৎ সদ্বিচার হইয়াছে এবং তাহার উপকারও প্রকাশ পাইতেছে ঃ ভারতবর্ষের অবস্থাও অনেক বিষয়ে উত্তম হইয়াছে তথাপি এখনও বিস্তর অবশিষ্ট আছে।" তৎপরে টমসন সাহেব পুনশ্চ কহেন, "এদেশের উন্নতির নিমিত্ত যে প্রকারে আমার ইচ্ছা জন্মিল আমার সম্মুখবর্ত্তি উপস্থিত মহাশয়দিগকে বিজ্ঞাপন করিতে বাসনা করি, আমি অন্যান্য কতিপয় ব্যক্তির সহিত কি ২ উপায় দ্বারা এদেশের মঙ্গল চেষ্টা করিতে বাঞ্ছিত তাহাতে কাহার ২ ভ্রম জন্মিতে পারে যে ভ্রম দূর করণার্থেও বিজ্ঞাপন করা আবশ্যক। ইংলণ্ডীয় লোকেরা গবর্ণমেণ্টের মেম্বর, তাঁহাদিগের অধীনস্থ প্রজার প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবগত করাইতে আমি অনেকবার চেষ্টা করিয়াছি কেন না ভারতবর্ষের উপকার কর্ত্তব্য এতদ্বিষয় ইংলণ্ডের তাবৎ লোক জানিলে গবর্ণমেণ্ট অন্যায় করিতে পারেন না অর্থাৎ যখন ইংলণ্ডস্থ বুদ্ধিমান বহুলোক নিজ দেশের পক্ষে অথবা ইংলণ্ডাধিকৃত দেশ সকলের

মঙ্গলদায়ক কোন ব্যবস্থা বা নিয়ম আবশ্যক বোধ করেন তখন তাঁহাদের প্রতিনিধি গবর্ণমেণ্টের মেম্বরদিগকে অবশ্য করিতে হয়"। অনন্তর টমসন সাহেব বহুবিধ ভয়ানক প্রতিবন্ধক সত্বেও যে সকল মহাব্যাপার ক্রমশ নিষ্পন্ন হইয়া শেষে সফল হইয়াছে তদ্বিষয়ে বর্ণন করিলেন তিনি বলিলেন "অন্যান্য দেশের ব্যবস্থা যদ্রূপ ক্রমে ২ শোধিত হইয়াছে এদেশেরও তদ্রূপ হইবেক কিন্তু এখানকার গবর্ণমেণ্ট পার্লিয়ামেণ্ট হইতে ক্ষমতা পাইয়াছেন তাঁহাদিগের ঐ ক্ষমতা অল্পকাল স্থায়ী। সুতরাং তাঁহারা এদেশের লোকদিগের সুখের নিমিত্ত আবশ্যক নিয়ম করণে অক্ষম অথবা অনিচ্ছুক; অতএব মহাপরাক্রান্ত পার্লিয়ামেণ্টের কার্য্য সকল যাঁহাদিগের মতানুসারে নিষ্পন্ন হয় ঐ বিষয়ে তাহাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিলে মহৎ পরিবর্ত্ত হইতে পারে কেন না রাজকীয় ব্যাপারে তত্রস্থ প্রজাদিগের ক্ষমতা আছে এবং তাহারাই পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য নিযুক্ত করেন ইহাতে ঐ পার্লিয়ামেণ্ট স্বাধীন ও বুদ্ধিমান একত্রিত বহু প্রজার ন্যায্য প্রার্থনা অধিককাল অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। আমি ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের প্রতি দোষারোপ করিতে কখনই ইচ্ছুক নহি তথাচ অনেক দিন অবধি আমার এই বোধ হইয়াছে যে এতদ্দেশের মঙ্গলার্থে ইংলণ্ডীয় জনগণের মনোযোগ করা অত্যাবশ্যক, কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাঁহারা এদেশের কার্য্য সকল নিতান্ত অজ্ঞাত আছেন তদবধি তাহাদিগের মনোযোগ হওয়া অসম্ভব। কএক বৎসরাবধি আমি বক্তৃতা এবং লিখন দ্বারা অস্মদ্দেশীয় লোকদিগের এই সকল বিষয়ের অজ্ঞাততা নষ্ট করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আমি যে২ চেষ্টা করিয়াছি তাহা নিতান্ত বিফল হয় নাই তথাপি আমার বোধ হইল সেখানে থাকিয়া এদেশের তাবদ্বৃত্তান্ত বিলক্ষণরূপে অবগত হওয়া অতি কঠিন এবং মূলশুদ্ধ যে সকল বিষয় জানা যায় তাহাতে মদ্দেশীয় লোকদিগের বিশ্বাসোৎপাদন করা দুঃসাধ্য অতএব আমি স্বয়ং স্বচক্ষুতে দেখিয়া বিবেচনা করিতে এতদ্দেশে আগমন করিয়াছি। আমি পুস্তক পাঠ দ্বারা এদেশের পূর্ব্ববৃত্তান্ত ও ভারত-বর্ষের হিন্দু শাসনকর্ত্তাদিগের বিবরণ অবগত হইয়াছি এবং মুসলমান কর্ত্তৃক এদেশের জয় ও তাহাদিগের হইতে যে ২ ঘটনা হয় তদ্বিষয়ক অনেক পুস্তক পড়িয়াছি এবং এদেশে অস্ম-দ্দেশীয়েরদের বৃত্তান্ত ও যে সকল খ্যাতাপন্ন মনুষ্যেরা এখানকার রাজশাসনের নানা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন তাহাদিগের আচরণ ও কর্ম্মাদি তত্তৎ পুস্তক পাঠে জ্ঞাত হইয়াছি এবং ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের শাসনের নিয়ম ও তাহাদিগের কর্ম্ম সকল অবগত হইয়াছি, আর ইংরাজদিগের শাসনে অত্রত্য লোকেরা যেরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছেন তাহা সঠীক জানিবার কোন উপায় করিতেও ত্রুটি করি নাই। আমি এদেশের শাসনের প্রধান নিয়ম ও তৎকারণের যে ২ বিষয় বর্ণন করিয়া স্বদেশীয় লোকদিগের নিকট বক্তৃতা করিয়াছি সে সকল যদিও কোন ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে অন্যথা করিতে পারেন নাই তথাচ আমার যেরূপ বাঞ্ছা তাহাতে স্বয়ং এদেশে আসিয়া সকল বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করা আবশ্যক; আমার এতদ্দেশে আগমনের আর এক তাৎপর্য্য এই, এদেশের যদি কোন দুঃখজনক বিষয় বা নিয়ম

থাকে এবং যদি ব্যবস্থাপকদের দ্বারা তন্নিবারণ হইবার সম্ভব হয় তবে এখানকার বুদ্ধিমান লোকেরা যাহাতে স্বয়ং আত্ম দুঃখ বর্ণন করেন তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিব। আমি গবর্ণমেণ্টের প্রতি সাধারণ লোকের রাগ উত্থাপন করিতে অথবা বিভিন্ন শ্রেণীস্থ ব্যক্তিদিগের রাজার প্রতি অসন্তোষ উৎপাদন করিতে বাসনা করি না; আর গ্রেটব্রিটনের সহিত ভারতবর্ষের যে সম্পর্ক হইয়াছে তাহা উচ্ছেদ হইবারও কোন সম্ভাবনা নাই, যদি কোন রূপে সম্ভব হয় তবে আমার অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, কারণ ইংলণ্ডীয়েরা ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম করণে সংপ্রতি সচেতন হইতেছেন কোন উপায় হইলে তাঁহারা এদেশের পক্ষে এমত মনোযোগ করিবেন যে তাহাতে মহোপকার দর্শিবেক। অতএব আমি আপনাদিগকে ব্যগ্রতা পূর্ব্বক কহিতেছি আপনারা স্বদেশের মঙ্গলার্থে বিদ্যাবুদ্ধি প্রকাশ করিয়া স্বয়ং চেষ্টা করুন এবং এদেশের তাবৎ বৃত্তান্ত সংকলন পূর্ব্বক শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া প্রথমে এখানকার গবর্ণমেণ্টের নিকট বিজ্ঞাপন করিয়া পরে ইংলণ্ডের লোকদিগের নিকট প্রেরণ করুন, কিন্তু এবিষয়ের জন্য সকলে একমত হইয়া এক সভা স্থাপন করা আবশ্যক বোধে আমি কহিতেছি, আপনারা বিবেচনা করুন নানা বিষয়ের অনুসন্ধানার্থে একটা সভা স্থাপন করা কর্ত্তব্য কিনা তাহাতে আপনারা বিবিধ বিষয়ের সন্ধান পাইবেন এবং আপনাদের পরস্পর মিল ও ঐক্য থাকিবেক। এতদ্দেশের মঙ্গলার্থে আপনাদের মধ্যে কোন জাতীয় লোককে অগ্রসর দেখিতে আমার এমত বাঞ্ছা যে আমার আক্ষেপ হয় আমি কেন হিন্দু হই নাই কারণ তাহা হইলে স্বদেশীয়দিগের মঙ্গলার্থে আপনাকে উৎসর্গ করিতে পারিতাম এবং দেশের উপকারার্থ আত্মসুখ পরিত্যাগ করিয়া নির্ভয়ে মঙ্গল চেষ্টা করণের এক দৃষ্টান্তস্থল হইতাম কিন্তু আপনাদিগের মধ্যে এ প্রকার অধিক মনুষ্য পাওয়া কি নিতান্ত অসম্ভব? আমি বোধ করি উপকারের পথ দেখাইয়া দিলে অনেকেই তৎপথবর্ত্তী হইতে পারেন, অতএব যে সকল ব্যক্তিরা দেশোপকারার্থ চেষ্টিত তাহাদিগের সহিত আমি আলাপ করিতে সাধ্যানুসারে যত্ন করিব যেহেতু তাঁহারা জানিতে পারিবেন যে তাহাদিগের পরিশ্রম দ্বারা ক্রমশ কিরূপ মহা ব্যাপার নিষ্পন্ন হইতে পারে; আমি আপনাদিগকে যে সকল কথা কহিলাম তাহা যদি সুখজনক ও লভ্যদায়ক বোধ হইয়া থাকে তবে আপনাদের সহিত পুনশ্চ এইরূপ আলাপ করিতে বড় সুখী হইব।

টমসন সাহেবের বক্তৃতা শেষ হইলে শ্রীযুত বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ভারতবর্ষের গত মন্দ শাসন এবং রাজস্ব ও পোলিসের বর্ত্তমান অবস্থা এবং প্রজাদিগের মঙ্গলার্থে গবর্ণমেণ্টের নিরুদ্যমতা ইত্যাদি কএক বিষয় বর্ণনা করিয়া টমসন সাহেব আমাদিগের দেশের উপকারার্থে অনেক সাহায্য করিয়াছেন এই জন্য তাঁহাকে সভার ধন্যবাদ জানাইলেন।

৩০ জানুয়ারি সোমবার শ্রীযুত বাবু চন্দ্রশেখর দেবের বাটীতে। দ্বিতীয় সভা হইয়াছিল

তৎসভায় রাজা বরদাকান্ত রায় সভাপতি এবং প্রায় ৩২ জন দর্শক উপস্থিত ছিলেন; তাহাতে মেষ্টার জর্জ টমসন নিম্নলিখিত বক্তৃতা করেন।

টমসন সাহেব কহিয়াছিলেন, সকলেই জানেন যে আমি এতদ্দেশের মঙ্গল এবং উন্নতির নিমিত্ত অতিশয় মনোযোগী এবং এদেশের কুশলাকাঙ্ক্ষা করিয়াই এখানে আসিয়াছি, এতদ্দেশে যে পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিব আমার বাসনা এই যে ততদিন এখানকার সকল শ্রেণির লোকদিগের সহিত সরলান্তঃকরণে পরস্পরের অভিপ্রায় প্রকাশ পূর্ব্বক কথোপকথন হয়, আমি থাকিব, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আমি প্রতি সপ্তাহের এক দিন সায়ংকালে এতদ্দেশীয়দিগের সভাতে উপস্থিত এবং এদেশের লোকেরা সকল বিষয়ে অর্থাৎ বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ অবস্থাতে কি২ মত প্রকাশ করেন তাহা অবগত হইব, কিন্তু আমি স্বয়ং কাহাকেও কোন বিষয়ের উপদেশ দিব না কেবল অন্যের অভিপ্রায় জানিব এবং কোন২ বিষয় জিজ্ঞাসা করিব কেহ কোন প্রশ্ন করিলে তাহার উত্তর প্রদান করিব এবং লোকদিগকে স্বদেশস্থ বহু সংখ্যক ব্যক্তির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইতে উৎসাহী করিব আর যে প্রকারে উপকার হইতে পারে তাহার উপায় দর্শাইয়া দিব। আমার প্রার্থনা ঐ সভাকে কেহ যেন গোপনীয় বিবেচনা না করেন, ভারতবর্ষের বিষয়ে আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম আমি সাধারণের সমীপে প্রকাশ করিতে মানস করি এবং এদেশের লোকদিগের প্রতি আমার যে বক্তব্য, যদি তাদৃশ সুবিধা হয়, তবে এখানকার গবর্ণমেণ্ট এবং অস্মৎ স্বদেশীয়দিগের সমক্ষে বলিতে প্রস্তুত আছি। এদেশের মঙ্গলার্থে যে২ উপায় আমার বিবেচনায় উৎকৃষ্ট বোধ হয় সে সকল ন্যায় মূলক সুতরাং তাহাতে প্রজারা রাজার প্রতি অনুরক্ত হইতে পারে এ প্রযুক্ত ভারতবর্ষে ইংরেজদিগের রাজত্বের স্থিরতারি অনুকূল, এবং রাজ্যের উৎপাত জনক নহে ও তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র দোষ নাই; আমি রাজবিরুদ্ধে অথবা অন্য কোন কুউপায়ে হস্তক্ষেপ করিতে বাঞ্ছা করি না, আমার মানস এই যে কেবল জ্ঞানবৃদ্ধি এবং বুদ্ধি দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন হয়। অতএব প্রার্থনা করি এতন্নগরীয় সুশিক্ষিত এবং সদাশয় জনগণ ঐক্য হইয়া এতাদৃশ জ্ঞান এবং ক্ষমতাবৃদ্ধির নিমিত্ত উৎসাহী হউন যদ্দ্বারা স্বাপেক্ষা অক্ষম অন্যান্য লোকের উপকার হইতে পারে, এবং আপনারাও দেশের জ্ঞানবান্ প্রজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে পারেন, এবম্প্রকার লোকের সাহায্য এক্ষণে ইংলণ্ডে বড় আবশ্যক হইয়াছে, আপনারদিগের নিজের কিম্বা দেশীয় লোকদিগের দুঃখজনক কোন বিষয় থাকিলে স্পষ্ট এবং যথার্থরূপে বর্ণনা করা কর্ত্তব্য, ঐ সকল বিষয় আইনের মন্দতাতে কিম্বা আইন চলন দোষে হইয়াছে প্রথমত তাহার অনুসন্ধান করুন, তৎপরে অত্রস্থ গবর্ণমেণ্টের এবং ইংলণ্ডীয় লোকদিগের অথবা পার্লিয়ামেণ্টের সমীপে বিজ্ঞাপন করিতে চেষ্টা করুন। যদি আপনারা এরূপে উদ্যোগী হয়েন তবে ইংলণ্ডের যে সকল ব্যক্তিরা এদেশের হিত চেষ্টা করেন তাঁহাদিগের পক্ষে অনেক সাহায্য হইবেক এবং আপনাদের দেশের সদবস্থার উপায়ও সহজ হইয়া আসিবে; আমি আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে চার্টর অর্থাৎ সনন্দানুসারে এতদ্দেশ শাসিত হয় তাহার দোষগুণ বিশেষ রূপে

বিবেচনা করুন এবং তাহার প্রত্যেক প্রকরণের অর্থ তাৎপর্য্য উত্তমরূপে অবগত হউন। ঐ সনন্দে ভারতবর্ষীয়দিগের মঙ্গলার্থে যে২ বিষয় লিখিত আছে তাঁহাকে বলবন্ত করিতে আপনাদিগের অধিকার আছে, যদি দেখেন গবর্ণমেণ্ট সনন্দের লিখিত কোন২ নিয়মভঙ্গ করিতেছেন অথবা কোনটা প্রচলিত করেন নাই তবে সর্ব্বপ্রকারে প্রকাশ করুন, তাহা হইলে আপনাদিগের নিজের এবং দেশের মঙ্গল ও ইংলণ্ডীয় বন্ধুদিগের প্রতি কর্ত্তব্যানুষ্ঠান হইবেক; আর আপনাদিগের দেশের উন্নতির যে২ নানাবিধ পন্থা এবং তৎপ্রতিবন্ধক আছে তাহাও জ্ঞাত হওয়া উচিত এবং যে২ মন্দ আছে তৎশোধনের উপায় অনুসন্ধান করিয়া প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। কারণ তাহাতে আপনাদিগের যে সকল দূরস্থ বন্ধুরা এক্ষণে কেবল গবর্ণমেণ্টের কাগজ পত্র দৃষ্টি করিয়া এদেশের অবস্থা কিঞ্চিৎ২ জানিতেছেন তাঁহারা অনেক বিষয়ের অনুসন্ধান পাইবেন। আপনাদিগের বিবেচনা করা উচিত যে রাজকীয় কর্ম্মে নিবিষ্ট ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ ২ কোন২ বিষয়ে অত্যন্ত পক্ষপাতী, কেহ বা স্ব২ কর্ম্মে সর্ব্বদা ব্যস্ত, বণিকেরা ক্রয় বিক্রয় ব্যাপারেই নিমগ্ন, ইউরোপীয় অন্যান্য লোকেরাও স্ব২ কর্ম্মে নিযুক্ত। এই হেতু তাঁহাদিগের প্রায় অবকাশাভাব; ঐ সকল ব্যক্তিরা যদিও বিদ্যার প্রাচুর্য্য দ্বারা এতদ্দেশীয়দিগের কিঞ্চিৎ২ উপকার করিতেছেন তথাচ তাবৎ প্রজার অবস্থার উৎকৃষ্টতা করণ রূপ বৃহৎ ব্যাপার তাঁহাদিগের দ্বারা নিষ্পন্ন হইতে পারিবেক না; অতএব এতদ্দেশীয় বিজ্ঞ লোকদিগের আত্মচেষ্টার প্রতি নির্ভর করা উচিত। আপনারা নিজের এবং দেশস্থ লোকদিগের উপকার বাঞ্ছা কার্য্য দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করুন, আপনাদের আত্মোদ্যোগ ব্যতিরেকে কেবল অন্যের দ্বারা কখনই উপকার হইবেক না। অতএব এক্ষণে অন্যের সাহায্যও গ্রহণ করিতে থাকুন এবং স্বয়ং উন্নতির বীজ বপন করুন; আপনাদিগের প্রার্থিত বিষয় বিস্তর আছে তন্নিমিত্তে অধিক পরিশ্রম করা আবশ্যক; আপনারা বিদ্বান, এবং ক্ষমতাবান তন্নিমিত্ত আমি অনুরোধ করি স্বয়ং আত্মমঙ্গল চেষ্টা করুন, আমি নিশ্চয় বলিতেছি স্বয়ং যত্ন করিলে আপনাদিগের সাহায্যের জন্য বন্ধুর অভাব হইবেক না, নিজে উৎসাহী হইলে তোমারদের প্রতি রাজার কর্ত্তব্যতাতেও সাহায্য হইবেক এবং অবশেষে আপনারাই দেশের লোকদিগের মঙ্গলের কারণ হইবেন আর তাহাতে আপনাদিগের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিদিগের উদ্যম বৃদ্ধি হইবেক এদেশের অবস্থা ক্রমে২ উৎকৃষ্ট অবশ্যই হইবেক। আমি কেবল আপনাদিগের নিকট বন্ধু এবং ভ্রাতৃ ভাবে আসি নাই কিন্তু এদেশের দীন হীন ব্যক্তির প্রতিও আমার সেই ভাব জানিবেন, যদবধি এতদ্দেশে থাকিব তাবৎ পর্য্যন্ত আপনাদিগের সাহায্য করিতে ত্রুটি করিব না, এখান হইতে গমন করিয়াও যাবজ্জীবন সহায়তা করিব, আর আমি যে আপনাদিগের যথার্থ বন্ধু এবং ভারতবর্ষের বাস্তবিক হিতৈষী তাহা কার্য্য দ্বারা দর্শাইতে চেষ্টা করিব।

গবর্ণমেণ্টের এবং ভারতবর্ষীয় বন্ধুদিগের সহিত মিলিত হইয়া এতদ্দেশের মঙ্গলার্থ উপায় অনুসন্ধান করিবার নিমিত্তে একটা সভা স্থাপন করা কর্ত্তব্য কিনা, এবিষয়ের অনেক্ষণ

পর্য্যন্ত. বিবেচনা হয়, তাহাতে শ্রীযুত বাবু রামগোপাল ঘোষ এবং বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় অধিক কহিয়াছিলেন ; তৎপরে শ্রীযুত দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষালেরও পোষকতায় সভার সম্মতিক্রমে এই ধার্য্য হইল।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া এখানকার গবর্ণমেণ্টের এবং ইংলণ্ডের ও অন্য ২ স্থানের বন্ধুদিগের সহিত মিলিত হইয়া এদেশের সদবস্থার উপায় করিতে এক সভা স্থাপন করা কর্ত্তব্য ও আবশ্যক।

বাবু প্রসন্নকুমার মিত্রের প্রস্তাবে এবং রায় মথুরানাথ চৌধুরির পোষকতায় ও সভাস্থ সকলের অনুমতিক্রমে নিম্ন লিখিত ব্যক্তিরা ভাবি সভার কার্য্য ও রীতিবর্ত্ম বিবেচনা করিয়া স্থির করিতে কমিটীরূপে নিযুক্ত হইলেন তাঁহাদিগের প্রতি এই ভার হইল যে আগামি এই প্রকার বৈঠকে ঐ বিষয়ের রিপোর্ট দিবেন এবং স্বেচ্ছানুসারে অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে কমিটীর মধ্যে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। শ্রীযুক্ত বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ঐ কমিটীর আহ্বানকর্ত্তা হইলেন, এবং কমিটীর তিনজন উপস্থিত থাকিলেই কার্য্যারম্ভের আদেশ হইল।

রাজা বরদাকান্ত রায় বাহাদুর, রায় মথুরানাথ চৌধুরী, বাবু নন্দলাল সিংহ, বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, বাবু রামধন ঘোষ, বাবু রামগোপাল ঘোষ, বাবু তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, বাবু চন্দ্রশেখর দে, বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র, এবং সাতকড়ি দত্ত।

শ্রীযুত বাবু রামগোপাল ঘোষের প্রস্তাবে শ্রীযুত বাবু নন্দলাল সিংহের পোষকতায় এবং সকলের সম্মতিতে এই ধার্য্য হইল যে ঐ কমিটীর বৈঠকে টমসন সাহেবকে তাঁহার সুবিধা মতে উপস্থিত হইতে এবং পরামর্শ প্রদান করিতে অনুরোধ করা যাইবেক।

শ্রীযুত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মাণিকতলার উদ্যানে ৬ ফিব্রুয়ারি সোমবার, রাত্রি-যোগে এতদ্দেশীয়দিগের এক সভা হইয়াছিল। তাহাতে প্রায় দুই শত বাঙ্গালি এবং টমসন সাহেব ও অন্য ৫ জন ইংরাজ উপস্থিত হইয়াছিলেন ; আর ৯ জন বাবু অনুপস্থিতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ঐ সভাতে টমসন সাহেব নিম্নলিখিত বক্তৃতা করিয়াছেন।

এই সভাতে বহুসংখ্যক এতদ্দেশীয় ভদ্রজনের সমাগম দেখিয়া আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম, আমাদিগের সভাতে ক্রমশ লোকের সমাগম বৃদ্ধি হইতেছে ইহাতে আমার অনুমান হয় যে বিষয়ের জন্য আমরা একত্র হইয়াছি তাহাতে সকলেরি মন আকৃষ্ট হইতেছে। আমার বোধ হয় আপনারা কেবল নূতন ব্যাপার দর্শনের মানসে অথবা আমি কি কহিব তৎশ্রবণাভিলাষে আগমন করেন নাই কিন্তু স্বদেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়াই উপস্থিত হইয়াছেন। এতদ্দেশীয় এই সকল বুদ্ধিমান বিজ্ঞ জনগণের সহিত আমার বন্ধুস্বরূপে আলাপ পরিচয় হওয়াতে আমি যে কি পর্য্যন্ত আপ্যায়িত হইয়াছি তাহা ব্যক্ত করিতে পারি না ; আমার আরো আহ্লাদের বিষয় এই যদিও আমি আপনাদিগের ভাষায় অনভিজ্ঞ তথাপি আপনারা সকলে আমার উক্তি বুঝিতেছেন। আমি অনুমান

করি আমাদিগের এই স্থানে একত্র হইবার তাৎপর্য্য উপস্থিত মহাশয়দিগের মধ্যে সকলেই অবগত হইয়াছেন, আমরা রাজাজ্ঞার অনুবর্ত্তী এবং নির্ব্বিরোধীরূপে ভারতবর্ষের হিত চেষ্টা করিতে বাসনা করি; আমাদিগের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে সর্ব্ব প্রকারে অর্থাৎ একত্রে অথবা পৃথক্‌রূপে এই বৃহৎ রাজ্যের চিরস্থায়ি উন্নতির উপায়ানুসন্ধান হয়। আমি অনুমান করি এতৎসভাস্থ মহাশয়দিগের মধ্যে কেহই এমত অহঙ্কারী নাই যিনি মনে করেন যে অন্যের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া কেবল স্বীয় ক্ষমতা দ্বারা সমুদয় ভারতবর্ষের উপকার করা যায়। আমরা পরস্পরের সাহায্য ব্যতিরেকে একাকী কিছুই করিতে পারি না কিন্তু যদি অনেকে মিলিত হইয়া উৎসাহ এবং বিবেচনা পুর্ব্বক চেষ্টা করা যায় তবে অনেক বিষয় সম্পন্ন হইতে পারে। আমার এতদ্দেশে আগমনের তাৎপর্য্য এই যে প্রথমত কোন এক মহা বিষয় আপনাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিব যাহা দ্বারা আপনারা স্বয়ং স্বদেশের মঙ্গল চেষ্টা করিবেন আর সে বিষয় এমত উত্তম যে তাহাতে জীবন সমর্পণ এবং সাধ্যানুসারে পরিশ্রম ও সর্ব্বদা চিন্তা করা অতি কর্ত্তব্য। তদনন্তর আমি আপনাদিগকে স্ব ২ কর্ত্তব্য কর্ম্মে উৎসাহী হইতে অনুরোধ করিব তাহাতে যদি সুসিদ্ধি হয় তবে তোমাদিগের অভিলষিত বিষয় সফল করিবার নিমিত্ত মিলিত হইয়া সকলের বুদ্ধি ও জ্ঞান একত্র করিয়া চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিব। আপনারা অবগত আছেন যে অনেকের ঐক্যতাতেই অদ্ভুত কর্ম্ম সকল সম্পন্ন হয়, ঐক্যতায় সেতু নির্ম্মাণ হইতেছে এবং নদী প্রভৃতির নীচে শুড়ঙ্গ করিয়া পথ নির্ম্মিত হইয়াছে এবং মহাসমুদ্রোপরি জাহাজ সমূহ চলিতেছে ও সৈন্য সংগ্রহ হইয়াছে এবং নগর স্থাপন হইতেছে এবং রাজ্যের সংস্থাপন ও ধ্বংস হইতেছে এইরূপে পরিশ্রম দ্বারা কীটেরদের কর্ত্তৃক যদ্রূপ পর্ব্বত এবং উপদ্বীপ নিম্মিত হয় তদ্রূপ মনুষ্যদিগের পরিশ্রমেও অনেক অদ্ভুত কর্ম্ম হইতেছে অতএব সকলে একত্র হইয়া যদি পরিশ্রম পুর্ব্বক ভারতবর্ষের নিমিত্ত চেষ্টা করা যায় তবে অবশ্য উপকার হইবে; কিন্তু এই বিষয় সম্পন্নার্থে দেশের সর্ব্বপ্রকার লোকের সহিত একত্র হওয়া আবশ্যক কারণ নানাপ্রকার লোকের নানাবিধ জ্ঞান ও নানাবিধ বিষয়ে দৃষ্টি থাকে, সুতরাং তাহাদিগের দ্বারা অনেক বিষয়ের অনুসন্ধান পাওয়া যায় এবং তাহাদের দেশস্থ উচ্চ নীচ নানা জাতীয় মনুষ্যের সহিত সহবাস থাকাতে তাহারা বিবিধ মতে ঐ সকল ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণে দেশোপকারার্থ উৎসাহের বীজ রোপণ করিতে পারেন। মহৎ ২ বিষয় সকল প্রথমত এইরূপেই বৃদ্ধমূল হইয়া ক্রমশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কারণ ঐ সকল ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ সৎপরামর্শ দিতে পারেন কেহ বা কৃতিত্ব প্রকাশ করিতে পারেন কেহ বা আপনার সময় দিতে পারেন কেহ ধনব্যয় করিতে পারেন কেহ বা স্বীয় পরিশ্রমে অথবা অন্যের প্রতি স্বীয় কর্ত্তৃত্ব দ্বারা কার্য্য সিদ্ধির উপায় করিতে পারেন যাহার কোন বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব ক্ষমতা থাকে তিনিও তাহা অর্পণ করিতে পারেন; অতএব আপনারা অভিপ্রেত বিষয় সিদ্ধির

নিমিত্ত যে সকল নিয়ম করিবেন তাহা সর্ব্বসাধারণের মনোনুরঞ্জক হইলে এইরূপে সকলেরই সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন; আমার প্রার্থনা এই যে কোন লোক যেন বয়স ধন জাতি আস্থা ও ধর্ম্ম ইত্যাদি কারণে আপনাদিগের দল হইতে অন্তর না হয়, সাধারণের মঙ্গলার্থে এবং রাজ সম্বন্ধীয় দুঃখ মোচনার্থে এই ব্যাপার হইতেছে, আপনাদিগের অন্য ২ বিষয়ে যাহার যে মত থাকুক ইহার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই, যে বিষয়ের নিমিত্ত এই সভা হইয়াছে তাহা সকলেরই প্রয়োজনীয় তৎপ্রযুক্ত তাবতেই এই সভায় আসিতে পারেন। এ বিষয়ে যুবাদিগকেও সমভিব্যাহারী করা উচিত কারণ তাঁহারা শীঘ্র প্রবীণ হইবেন এবং অচিরাৎ ভাবি বংশীয়দিগের জনক হইয়া আমাদিগের ইদানীন্তন উপদেষ্টা-দিগের পদ প্রাপ্ত হইবেন, বিশেষ যুবা পুরুষেরা জ্ঞানোপার্জ্জনে অধিক উৎসাহান্বিত এবং অনেক প্রকারে পক্ষপাতবিহীন ; প্রাচীন লোকেরা অনেকেই প্রায় বহুবিধ কর্ম্মে ব্যাপৃত এবং তাহাদিগের মত একবার যাহাতে স্থির হইয়াছে তাহা হইতে প্রায় বিচলিত হয় না; আর যুবারা পরিশ্রম করণে সমর্থ, তাহারা সদুপদেশ প্রাপ্ত হইলে তাহাদিগের হইতে অনেক সাহায্যের ও বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা; বয়স্ক ব্যক্তিরা প্রায় বহুশ্রুত ও বহুদর্শী প্রযুক্ত তাহাদের নিকট অনেক সৎ পরামর্শ পাওয়া যায় এবং তাঁহারা বিবেচক অতএব তাঁহাদিগকে সঙ্গি করিলে সহসা কর্ম্ম করণের দোষ হইতে রক্ষা পাইবেন; আপনা-দিগের সভাতে দরিদ্র লোকেরও সমাগম থাকা উচিত কারণ তাহারা কি ২ দুঃখ ভোগ করে এবং তন্মোচনের কি ২ প্রতিবন্ধক আছে এ সমস্ত বিষয় বিশেষরূপে জ্ঞাত হইতে পারিবেন; নগরবাসী, গ্রামবাসী, ব্যবসায়ী, কৃষিকারী এবং রাজকীয় কর্ম্মচারী ইত্যাদি নানা প্রকার লোকের নানা বিষয়ে জ্ঞান আছে, তাহাদিগের সহিত আপনাদিগের সভার সম্পর্ক থাকিলে নানা বিষয়ে তত্ত্ব জানিতে পারিবেন; কর্ম্মদক্ষ লোকের নিকট এক প্রকার জ্ঞান পাওয়া যায় এবং বিবেচক ও শাস্ত্রজ্ঞের সমীপে অন্য প্রকার জানা যায়; অতএব সমূহ লোকের সহিত একত্র বিবেচনা এবং অনুসন্ধান করিলেই নিগূঢ় তত্ত্ব জানিতে পারিবেন; কোন ব্যক্তি এমত অহঙ্কার করিতে পারেন না যে তিনি তাবৎ বিষয় অবগত আছেন, কোন ২ বিষয়ে কোন ২ ব্যক্তি বিশেষ তত্ত্বজ্ঞ থাকেন অতএব পরস্পরের সাহায্য গ্রহণ অত্যন্ত আবশ্যক, কিন্তু পরস্পরের অভিমান ত্যাগ ব্যতিরেকে সাহায্য গ্রহণ হইতে পারে না; আপনারা এই স্থানে সকলে একত্র হইয়াছেন, অবশ্যই বিবেচনা করিয়া থাকিবেন যে এই একত্র হওয়াতে শ্রেয় আছে, অতএব একমত হইয়া আপনাদিগের ধর্ম্মের অবিরোধি পরস্পরের মত গ্রহণ করা উচিত; যখন কোন বিষয় সিদ্ধ করিতে অথবা কোন বিষয়ে প্রতিবন্ধক হইতে ইচ্ছুক হইবেন তখন যদি সকলে একমত থাকেন তবে অনায়াসে সম্পন্ন হইবে, বৃহৎ সভা হইলে তাহাতে বিভিন্ন মতের ও বিভিন্ন চরিত্রের নানাবিধ লোকের অবস্থিতি অবশ্যই রাখিতে হয় এতাদৃশ স্থলে ক্ষুদ্র ২ বিষয়ের নিমিত্ত আপত্তি করা অনুচিত, এবং ঐ আপত্তি না করিলে প্রধান বিষয়ের সিদ্ধির অনেক সুবিধা

হয়। যে ব্যক্তি রাগদ্বেষবিহীন হইয়া অন্যের মত গ্রহণ এবং দোষ উপেক্ষা করিতে পারেন সেই ব্যক্তিই অনেকের বিশ্বাস্য এবং রাজনীতিতে পারগ হয়েন, ধৈর্য্যাবলম্বন ব্যতিরিকে অন্যের শাসনকর্ত্তা হওয়া যায় না, অতএব তুচ্ছ বিষয়ে কাহাকেও যদি বাধা না দেন তবে সহজে অতি শীঘ্র মহাব্যাপার নিষ্পন্ন করিতে পারিবেন। হে শ্রোতৃবৃন্দ, আমি অনেক কথা কহিয়া ক্লেশ দিতেছি আপনারা ক্ষমা করিবেন। সাধারণের উপকারার্থ স্বেচ্ছাধীন যে সকল সভা স্থাপিত হয় তাহাতে কেবল জ্ঞান ও নীতিজ্ঞতা দ্বারাই প্রভুত্ব হইতে পারে, আর সে সকল সভা স্থাপনার্থ আমার পূর্ব্বোল্লেখিত কথা সকলের বিবেচনা এবং গ্রহণ করা উচিত হয়। আপনাদিগের এই সভার প্রধান তাৎপর্য্য স্বদেশের উপকার চেষ্টা, এজন্য আমি অনুরোধ করি, আপনারা বন্ধু বৃদ্ধি করণে আলস্য করিবেন না, পরস্পর দ্বেষ ত্যাগ করিয়া ঐ বন্ধুরা যাহাতে সাহায্য করেন সর্ব্বদা তাহার উপায় অনুসন্ধান করুন, তাহাতে আপনারা অভিপ্রেত বিষয়ের উৎকৃষ্টতা এবং পরস্পর ঐক্যতার দ্বারা সরলতা হেতুক পরীক্ষা কালে অবশ্য অজেয় হইবেন, এবং পৃথক শ্রেণীস্থ ও ভিন্ন মতস্থ এবং বিভিন্ন অবস্থাপন্ন লোকেরা একত্র হইয়া পরস্পর সাহায্য করিলে আপনারা অবশ্যই মহোপকারজনক বিষয় সম্পন্ন করিতে পারিবেন। আমার যে সকল ব্যক্তির সহিত পরিচয়ের কোন সম্ভাবনা ছিল না ভারতবর্ষের বিষয়ে মনোযোগী থাকাতে তাঁহাদের সহিত আলাপ হইল ইহাতে আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি; এ বিষয়ে মনোযোগী না থাকিলে আপনাদিগের গুণ ও সদ্ব্যবহার কিরূপে জানিতে পারিতাম? আপনারা সকলে সাবধান হউন, কোন প্রকারে যেন আত্মবিচ্ছেদ ঘটে না, সকলে একত্র হইয়া দেশের মঙ্গলার্থ মনঃস্থির করুন এবং যে বিষয়ের জন্য এখানে একত্র হইয়াছেন তাহার উপকার বিবেচনা করুন, মনের মধ্যে অন্যান্য বিষয়ে যাঁহার যে বিভিন্ন মত আছে তাহাতে আস্থা না করিয়া প্রকৃত বিষয়ে সকলে মিলিত হউন, বিভিন্ন ভাব থাকিলে কোন ফল দর্শিবেক না। স্বদেশের উপকার চেষ্টা করিলে আপনার পক্ষে যে কি প্রকার উপকার হয় তাহাও আমি কহিব। যদি আপনাদিগের দেশোপকারী হইতে বাসনা থাকে তবে প্রথমতঃ স্বদেশের সহিত উত্তমরূপে পরিচিত হউন; আপনাদিগের অভিপ্রায় কি? অনুমান করি দেশস্থ পৃথক ২ শ্রেণির লোকদিগের অবস্থা ও তাহাদিগের প্রার্থনা এবং তাহারা কি কারণে কি পর্য্যন্ত কি প্রকার ক্লেশ ভোগ করে এবং কিরূপেই বা তন্মোচনের উপায় হইতে এই সকলের বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া গবর্ণমেণ্টের সমীপে বিজ্ঞাপন করাই আপনাদিগের মত হইবেক; এই অভিলষিত বিষয় সিদ্ধ করণে উপযুক্ত হইবার নিমিত্তে আপনাদিগের স্বদেশের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জানা আবশ্যক, কারণ এ দেশের যে সকল মন্দ রীতি দেখিতেছি তাহার অনেকাংশ ইংলণ্ডীয় শাসনকর্ত্তা ও তদগ্রিম মুসলমান রাজ্যাধি-পতিদিগের শাসনের পূর্ব্বাবধি চলিত হইয়া আসিতেছে অতএব পূর্ব্বতন ভূপতিদিগের ইতিহাস অধ্যয়ন করা অতি আবশ্যক এবং সেই সকল রাজারা কিরূপ শাসন করিতেন

ও তাঁহাদিগের অধিকারে তৎকালীন লোকদিগের কি প্রকার অবস্থা ছিল আর যৎকালে মুসলমান এবং ইংলণ্ডীয়েরা ভারতবর্ষীয় রাজত্ব প্রাপ্ত হইলেন তখনই বা এদেশে কি প্রকার অবস্থাপন্ন ছিল এ সমস্ত জানা উচিত, যদি এ সকল বিষয়ের অনুসন্ধান না করেন তবে গবর্ণমেণ্ট দ্বারা কি ২ দোষ হইতেছে ও কোন ২ বিষয়ে অমনোযোগ করিতেছেন তাহা অবগত হইতে পারিবেন না ও এক্ষণকার গবর্ণমেণ্ট কি মন্দ করিতেছেন এবং পূর্ব্বকালীন শাসনকর্ত্তা হইতে কি ২ হইয়াছে তাহারও বিশেষ জানিতে পারিবেন না এবং কোন্ দোষ শীঘ্র শোধিত হইতে পারে ও কাহাতে কাল বিলম্ব হইবেক ইহাও বুঝিতে অক্ষম হইবেন, অধিকন্তু এতদ্দেশে ইংলণ্ডীয়দিগের আগমনের কারণ ও কি প্রকারে তাঁহাদের শক্তির উদ্রেক ও বৃদ্ধি হয় ইত্যাদি অনুসন্ধান করা আপনাদিগের পক্ষে শিক্ষাদায়ক এবং উপকারজনক, ইহাতে আলস্য করিলে আপনাদিগের দেশে ইংলণ্ডীয়দের প্রবল প্রতাপের ও আপনাদের দুর্ব্বলতার কারণ কখনই জানিতে পারিবেন না, যদি আপনারা এ দেশে ইংলণ্ডীয়দিগের উন্নতির কারণ জানিতে পারেন তবে জ্ঞান-বৃদ্ধি স্বদেশস্নেহ ঐক্যতা এবং রাজনীতিজ্ঞতা ইত্যাদির উপকার বুঝিতে পারিবেন, এবং মন্দ অজ্ঞান পরস্পর সন্দেহান্বিত ও স্বদেশস্নেহে বঞ্চিত মনুষ্যদিগের অবস্থাও জানিতে পারিবেন; এতদ্ব্যতিরিক্ত দেশের অবস্থা কখন কি প্রকার পরিবর্ত্ত হইয়াছে এবং এদেশের রাজনীতিই বা কিরূপে চলিত হইয়া আসিতেছে ইহা জানিলে ভবিষ্যতে কি প্রকার পরিবর্ত্ত হইবেক এবং তখন রাজনীতি কিরূপ হওয়া উচিত ইহাও স্থির করিতে পারিবেন। এক্ষণে আপনাদিগের যেরূপ অবস্থা তাহাতে ইংলণ্ডের ইতিহাস রাজশাসনের ধারা ও তত্রত্য লোকদিগের স্বভাব এবং বুদ্ধি প্রভৃতি জানা অত্যাবশ্যক, কারণ আপনারা যে সকল উপকার চেষ্টা করিতেছেন তাহার মূল ইংলণ্ড, যে সনন্দানুসারে এতদ্দেশ শাসিত হইতেছে সেই সনন্দ ইংলণ্ডে প্রস্তুত হয় এবং তদনুসারে শাসনকারিরা ইংলণ্ড হইতে এখানে আইসেন, ইংলণ্ড এদেশের অধিপতি মহারাণীর বাসস্থান, তথা হইতে এতদ্দেশের গুরুতর রাজকীয় কর্ম্মে লোক নিযুক্ত হয়, কোর্ট আব ডিরেক্টর এবং বোর্ড আব কণ্ট্রোলেরা তথায় থাকেন; এতদ্ভিন্ন সেখানে অনেক যোগ্যতা সম্পন্ন লোক আছেন, তাঁহাদিগের যদিও কোন ২ বিষয়ে দোষ আছে আমি সে সকল দোষ গোপন করিয়া প্রশংসা করিতে বাসনা করি না তথাপি তাঁহাদিগের সদ্বিচারেচ্ছা যোগাযোগ্যের শীঘ্র বিবেচনাক্ষমতা দীনের প্রতি দয়া এবং উদ্যোগিতা প্রভৃতি অনেক গুণ আছে যন্নিমিত্ত তাঁহারা যখন কোন উত্তম বিষয়ে মনোযোগ করেন তখন সমুদয় প্রতিবন্ধক নষ্ট করিয়া চেষ্টা সফল করেন এই হেতু শত্রুপক্ষীয়েরাও তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিয়া থাকেন, অতএব ইংলণ্ড দেশ ও তত্রস্থ লোকদিগের বৃত্তান্ত জানা আবশ্যক, আমার এমত কোন ভয় নাই যে আপনারা তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে জানিলে স্বতন্ত্র হইতে চেষ্টা করিবেন; আর ইংলণ্ডের অল্পসংখ্যক লোকদিগের কুৎসিত আচরণ অবলোকন করিয়া

তাবতকে হেয় জ্ঞান করিবেন না তত্রস্থ ব্যক্তিরা যে সকল পরোপকার জনক কর্ম্ম করিয়া পৃথিবীর অনেকাংশে সুখ্যাতিপ্রাপ্ত হইয়াছেন সেই সকল কর্ম্ম বিবেচনা করিবেন ; ইংলণ্ডীয়েরা কখন ২ আত্মশক্তির মন্দ ব্যবহার ও মানের হানিজনক কর্ম্ম এবং কখন ২ স্বীয় বলের ও ধনের গ্লানিকর কার্য্য করিয়াছেন সত্য তাহাতে অস্বীকৃত হই না কিন্তু তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ হইতে সত্যপ্রতি প্রীতি এবং অনাথের প্রতি স্নেহ কখনই অন্তর হয় নাই। এক্ষণে আমি ভারতবর্ষের বিষয়ে পুনশ্চ কিঞ্চিৎ কহিতেছি ; আপনারা দেশের বর্ত্তমান অবস্থার এবং স্বদেশীয় লোকের চরিত্র ও দেশের সীমা বিভাগ, অত্রস্থ নানাবিধ মনুষ্যের রীতিনীতি, ও কি প্রকারে কি জন্য কোন ২ প্রাচীন ধারার পরিবর্ত্ত হইয়াছে আর ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টই বা তৎপরিবর্ত্তে কি ২ নিয়ম করিয়াছেন ও তাহা কি প্রকার হইয়াছে এবং কিরূপে চলিতেছে ও তাহা সৎ কি অসৎ এ সকল অবগত হউন, এবং আপনাদিগের দেশের কি ২ অভাব আছে এবং কি প্রকারে তাহা দূর হইতে পারে ইহা অনুসন্ধান করিয়া জানাইতে চেষ্টা করুন ; আমি ফল কথা কহিতেছি, যদি ভারতবর্ষের মঙ্গলার্থে আকাঙ্ক্ষিত থাকেন তবে আমার উক্ত বিষয়ে মনোযোগ করুন। আমি জিজ্ঞাসা করি যদি আপনারা দেশের উপকার চেষ্টা করেন তবে তাহাতে কি আপনাদের উপকার হইবেক না ? এবং মনোমধ্যে কি মহৎ আশা জন্মিবেক না ? আর আমার পরামর্শে কি আপনারা ভ্রান্তি এবং পক্ষপাত হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন না ? ফলত অস্মন্মতে কর্ম্ম করিলে নিঃসন্দেহরূপে অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হইবেন ও অবশ্য শাসনকর্ত্তা-দিগের আচরণের সন্ধান পাইবেন এবং যে বিষয়ের ভার গ্রহণ করিয়াছেন তাহাও সম্পন্ন হইবেক। আমি এতদ্দেশের তাবৎ বিদ্বান ব্যক্তিদিগকে এই বিষয়ে প্রবৃত্ত দেখিলে যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইব তাহা বলিতে পারি না ; ইহাতে তাহারদের ঐক্যতা হইবেক এবং দেশের ভারগ্রাহী প্রযুক্ত তাঁহাদিগেরি কর্ত্তৃত্ব হইবেক, আর ঐ সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করিলে সবল হইবেন এবং ইংলণ্ডীয় বন্ধুরা তাঁহাদিগের বলবৃদ্ধি করিয়া দিবেন। আমি এখানকার গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে কোন কথা কহিতেছি না অতএব বোধ করি গবর্ণমেণ্ট আপনাদের প্রতি এই হিতোপদেশ কহিতে আমাকে নিবারণ করিবেন না ; যে সকল ব্যক্তিরা বোধ করেন যে অজ্ঞানতা দ্বারা দেশের যেমন প্রাধান্য হয় জ্ঞানে তাদৃশ হয় না তাহারা পেচকের ন্যায় অন্ধ। আমি আপনাদিগকে আরো কহিতেছি ভারতবর্ষে যদি এইরূপ একটা দলবদ্ধ থাকে তবে ভারতবর্ষের ইংলণ্ডীয় বন্ধু-দিগের পক্ষেও অনেক সাহায্য হয় ; এতদ্দেশের উপকারজনক কোন নিয়ম যদি কখন হয় তবে প্রথমত ইংলণ্ড হইতেই হইবেক কিন্তু এখানকার লোকেরা তত্রস্থ বন্ধুদিগকে সকল বিষয় বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক মনোযোগী না করিলে শীঘ্র ফল দর্শিতে পারে না, অতএব আপনারা এইরূপ দলবদ্ধ হইয়া তাবৎ বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদিগকে জানাইতে চেষ্টা করুন এবং কি প্রকারে আপনাদের মঙ্গল হইতে পারে তাহার উপায় বলুন।

আপনারা নিশ্চয় জানিবেন যে শাসিত ব্যক্তিদিগের মতানুসারে ব্যবস্থা বা নিয়ম না হইলে কখন রাজশাসন উত্তম হয় না, আর যাহাদের নিমিত্ত কোন নিয়ম করা যায় সে ব্যক্তিরা যদি উত্তমরূপে বুঝিতে পারে এবং কিরূপে চালাইতে হয় তাহা জানিতে পারে তবেই উৎকৃষ্ট হয়। আমি এ পর্য্যন্ত এতদ্দেশের দুরবস্থার বিষয় কিঞ্চিন্মাত্র কহি নাই ইহাতে আপনারা আশ্চর্য্য হইবেন না; অবস্থা উত্তম করণের ক্ষমতা যাঁহাদিগের আছে তাঁহাদিগের নিকটে বলিতে ক্রটি করিব না, আপনারা স্বয়ং আত্ম দুঃখ নিবারণের উপায় করিতে সচেষ্টিত হউন; আমি এই দেশকে অতিশয় ভালবাসি এজন্য আপনা-দিগকে এই সকল পরামর্শ বাক্য কহিলাম অতএব আপনারা আমার এই ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন; আমি এখানে আপনাদিগকে যেমন পরামর্শ দিলাম এইরূপে অন্যত্র অনেক ২ স্থানে রাজকীয় লোকদিগের আচরণের বিষয়েও নিন্দা করিয়াছি; আমি যখন আপনাদিগকে কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ দিতেছি তখন আমার আত্ম কর্ত্তব্যে কখনই বিস্মৃত হইব না, আমার বাঞ্ছা এই যে ভারতবর্ষের সকলেই এই বিষয়ের ভার গ্রহণ করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মে যত্নবান হয়েন, আপনারা এদেশের বিজ্ঞ লোক অতএব অনুরোধ করি, কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে পরিশ্রম স্বীকার করুন, আমি যখন আপনাদিগকে পরিশ্রম করিতে বলিলাম তখন অস্মদ্দেশীয় লোকদিগকে ভারতবর্ষের মঙ্গলার্থে চেষ্টা করিতে অবশ্যই কহিব।

টমসন সাহেবের মনোহর বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে শ্রীযুক্ত বাবু হরচন্দ্র লাহিড়ি সভাস্থ ইংরাজী ভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের বোধার্থে বঙ্গভাষায় ঐ বক্তৃতার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিলেন এবং প্রস্তাবিত সভা স্থাপনের আবশ্যকতা ও লভ্য দেখাইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ভারতবর্ষের মঙ্গলার্থ চেষ্টা করিলে বর্ত্তমান সময়ে আনুকূল্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা ও তৎকারণাদির বিবরণ করিয়া এতদ্রাজ্যেতে যে সকল ব্যবহার, অত্যাচার, প্রজার প্রাপ্য বস্তুতে বঞ্চনা হয় এবং গবর্ণমেণ্ট আপন স্বীকারের উল্লঙ্ঘন করেন, এসকল বিষয়ের দোষ বর্ণন করিলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র ঠাকুর টমসন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন দশ শালা বন্দোবস্ত সংক্রান্ত বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট যেরূপ কর্ম্ম করিয়া আসিতেছেন এবং লার্ড কর্ণোওয়ালিসের নিয়মানুসারে এতদ্দেশের ভূম্যধিকারিদিগের উৎপন্ন স্বত্ব রক্ষার্থে যে ভূম্যধিকারি সভা নামে এক সভা হইয়াছে তাহা অবগত আছেন কি না? আরো জিজ্ঞাসা করিলেন এই সভা হইলে উক্ত সভায় আবশ্যকতা থাকিবেক কি না?

১ উত্তর। টমসন সাহেব কহিলেন: আপনাদিগের এরূপ অনুসন্ধান দেখিয়া আমি বড় আহ্লাদিত হইলাম; লার্ড কর্ণোওয়ালিসের আইন ও তাহার অভিপ্রায় আমি বিলক্ষণরূপে অবগত আছি, ভূম্যধিকারি সভা স্থাপনের কারণ ও ঐ সভা হইতে অদ্য পর্য্যন্ত যে সমস্ত কার্য্য হইয়াছে সে সকলও জ্ঞাত আছি, আমার বোধ হয় ঐ সভা নিষ্ফল

ভূমিতে কর স্থাপনের আপত্তি আইন দেখাইয়া প্রবল করিতে পারিবেন এবং তাঁহারা কহিতে পারেন যে এরূপ করিলে সুবিচার হয় না ও প্রজাদিগের বিশ্বাস যায় এবং সদ্বিবেচনার বিরুদ্ধ কর্ম্ম করা হয় ; আমি ভরসা করি ঐ সভার চেষ্টা সফল হইয়া গবর্ণমেণ্ট নিষ্কর ভূমির কর স্থাপন দ্বারা যে অত্যাচার করিতেছেন তাহার নিবারণ হইবেক ; ঐ সভা লার্ড কর্ণোওয়ালিসের বন্দোবস্তের নিয়ম রক্ষার্থে যত্ন করিতেছেন অতএব তদর্থে আমি কিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পারিলে অতিশয় পরিতোষ বোধ করিব।

২ উত্তর। ভূম্যধিকারি সভার চলিত কার্য্য রোধ হয় অথবা তদ্বিরুদ্ধে অন্য একটা সভা স্থাপন হয় এমত আমার বাসনা নয় ; গবর্ণমেণ্টের কোন নিয়ম মূলক ও সর্ব্ববিদিত একটী অত্যাচার নিবারণের নিমিত্ত ঐ সভা স্থাপিত হইয়াছে, এবং ঐ নিয়ম খণ্ডনার্থে বহু সংখ্যক সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালি ও ইংরাজ একত্র হইয়া চেষ্টা করিতেছেন, আমি প্রার্থনা করি তাঁহাদিগের চেষ্টা সফল হউক, আমিও তাঁহাদিগের সহকারী হইতে আশা করি। প্রস্তাবিত ভাবি সভার কার্য্য এই, ইহাতে কেবল রাজস্ব বিষয়ের অনুসন্ধান হইবেক না, কিন্তু বঙ্গদেশ ও ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাবদ্দেশের বিষয় সকলের বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া সকল লোককে বিদিত করান যাইবেক ; জ্ঞানোপার্জ্জনে ইচ্ছুক ও উপদেশ দানে সক্ষম সর্ব্বপ্রকার ব্যক্তিরা এই সভার সভ্য হইবেন এবং যে কোন ব্যবসায়ী হউক সকলেই এ সভায় আসিতে পারিবেন আর ভারতবর্ষের যাহাতে মঙ্গল হয় এ সভাতে কেবল তাহারি চেষ্টা হইবেক তাহাতে ভূম্যধিকারি সভা ও প্রস্তাবিত সভা পরস্পর প্রতিকূল হইবেক না। বরঞ্চ অন্যান্যের আনুকূল্য হইতে পারিবেক। প্রশংসার ধ্বনি ;

শ্রীযুক্ত বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বঙ্গভাষাতে বক্তৃতা করিলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র কহিলেন প্রস্তাবিত সভার কমিটীতে অন্য কতিপয় লোক নিযুক্ত করা উচিত কারণ এই সভাতে আগত অনেক ব্যক্তি পূর্ব্ব বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না ; আরো এই বলিলেন যে দেশের বর্ত্তমান মন্দের শোধন ও উপকারজনক বিষয় প্রচলিত করা ভূম্যধিকারি সভার দ্বারা অথবা অন্য সভার দ্বারা হইতে পারে কি না ইহা উক্ত কমিটী অবশ্যই বিবেচনা করিবেন, তাঁহারা রিপোর্ট করিলে এতৎ প্রশ্ন আগামি সভায় বিবেচনা করা যাইবেক। পরে টমসন সাহেবের আগমনে এদেশের মঙ্গল চেষ্টার যে এক উত্তম সময় হইয়াছে তাহাতে সভাস্থ লোকদিগকে মনোযোগ করিতে এবং এই সুসময়কে সার্থক করিতে অনুরোধ করিলেন ; আর কহিলেন, টমসন সাহেব আমাদিগের প্রতি বন্ধুর ন্যায় পরামর্শ প্রদান দ্বারা যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন অবিলম্বে তদনুযায়ি কর্ম্ম করিয়া তাঁহার সাহায্য করিলে যেরূপ আমাদিগের মর্ম্মজ্ঞতা ব্যক্ত হয় অন্য কিছুতে তাদৃক্ হয় না।

শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল সিংহ কহিলেন, দেশের সদবস্থার জন্য পরিশ্রম করিতে অবহেলা করা অনুচিত, সকলেরি কায়মনে তদর্থ যত্ন করা কর্ত্তব্য।

তৎপরে নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞা সকল সর্ব্বসম্মতিতে ধার্য্য হইল। গত সভার প্রতিজ্ঞা সকল এ সভাতে গ্রাহ্য করা গেল।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা কমিটীতে নিযুক্ত হইলেন। যথা

শাহজাদা জেলালউদ্দিন, বাবু হরচন্দ্র ঘোষ, বাবু শিবচন্দ্র ঠাকুর, মুন্সী ফজললকরিম, বাবু হেরম্বনাথ ঠাকুর, বাবু অবিনাশচন্দ্র গাঙ্গুলি, বাবু হরিমোহন সেন, রামচন্দ্র মিত্র, বাবু গিরিশচন্দ্র দেব, বাবু আনন্দনারায়ণ ঘোষ, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, বাবু নীলমণি মতিলাল।

শ্রীযুক্ত বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও বাবু তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ইঁহারা উভয়ে সম্পাদকরূপে নিযুক্ত হইলেন।

টমসন সাহেব এই সভায় আগমন করিয়াছেন এজন্য তাঁহার ধন্যবাদ হইল।

টমসন সাহেবও আপনার নমস্কার জানাইলেন, পরে রাত্রি দশ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হইল।

১৩ ফিব্রুয়ারি সোমবার রজনীযোগে শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মাণিকতলার উদ্যানে আর এক সভা হইয়াছিল, তাহাতে রাজা সত্যচরণ ঘোষাল সভাপতি এবং এতদ্দেশীয় ২ শতাধিক লোক ও কতিপয় ইউরোপীয় উপস্থিত ছিলেন। সভার আরম্ভে টমসন সাহেব নিম্নখিত বক্তৃতা করেন।

আপনাদিগের এই সভার সাপ্তাহিক বৈঠক দেখিয়া আমি নানা কারণে সন্তুষ্ট হইতেছি, আপনারা এতদ্রূপে একত্রিত হইতেছেন ইহার কর্ত্তা আমি নহি, কেবল আপনাদিগের মনোযোগে হইতেছে; এই বৈঠকে সকলে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সমাগত হইতেছেন, আমারদিগের এতদ্রূপ বৈঠক করণের তাৎপর্য্য এই যে এতদ্দ্বারা পরস্পরের শিক্ষা ও মঙ্গল হইবেক এবং অবশেষে সর্ব্বসাধারণের সম্পূর্ণরূপে সুখ ও উপকার জন্মিবেক। আমরা কেবল লোকদিগকে নীতিজ্ঞ করিতেই যত্নবান অতএব সত্য, জ্ঞান ও প্ররোচনারূপ অস্ত্র ধারণ করিলেই আমাদিগের কার্য্য সিদ্ধ হইবেক। এই ভূমণ্ডল মধ্যে আমাদিগের একত্রিত হইবার নিমিত্তে কলিকাতা অপেক্ষা অধিক উপযুক্ত স্থান আর কুত্রাপি নাই, আমরা ভারতবর্ষীয় রাজধানীর মধ্যস্থলে একত্রিত হইতেছি। ভারতবর্ষ শব্দ মুখ হইতে নির্গত হইবামাত্র মনের মধ্যে কি অপূর্ব্ব ভাবোদয় হয় দেখুন, ঐ ভাবদ্বারা আমাদিগের মনে প্রথমতঃ পূর্ব্বকালীয় ঘটনা উপস্থিত হইয়া ইতিহাস পুস্তকের লিখিত প্রামাণিক কথা স্মরণ হইতেছে এবং তদনন্তর তৎপ্রাচীন সময়ের কথা সকলেতেও মন যাইতেছে। ভারতবর্ষ শব্দোচ্চারণ মাত্রেই বোধ হয় যেন আমাদিগের সম্মুখে একটি অপূর্ব্ব রাজ্য দণ্ডায়মান হইল, এই রাজ্য এতাদৃশ চিত্রবিচিত্র উর্ব্বরা, সুদৃশ্য এবং শ্রেষ্ঠ যে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা তৎসদৃশ স্থান অবনী মধ্যে দৃষ্ট হয় না। ভারতবর্ষ শব্দের প্রসঙ্গেই আমি যেন দেখিতেছি আমার সমীপে শত অযুত মনুষ্য দণ্ডায়মান আছেন, তাঁহারা সকলেই আমার ন্যায় ভাগ্য এবং সংস্কারের

বশীভূত, এবং অন্যান্য দেশীয় নরের ন্যায় সাহস, ভয়, ও বিবেচনা ও সুখ দুঃখাদির আস্পদ, তাঁহারা যদি অজ্ঞানতাবৃত থাকেন তাহাদিগকে জ্ঞানী করা যাইতে পারে অসভ্য থাকেন গুণাভ্যাগ করত সভ্যতা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন, নিরাশ্রয় হইলে তাঁহাদের প্রতি সাহায্য করা উচিত, যদি তাহাদিগের প্রতি অবিচার হইয়া থাকে তবে সুবিচার প্রাপ্ত হইতে পারেন। এই ভারতবর্ষ আপনাদিগের দেশ এবং জন্মভূমি, ভারতবর্ষীয় পূর্ব্ব ইতিহাসগ্রন্থে আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষের বৃত্তান্ত আছে, এতদ্দেশের বর্ত্তমান ব্যক্তিরা আপনাদিগের ভ্রাতৃতুল্য এবং এদেশের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে আপনাদিগের বংশাবলির বর্ণন থাকিয়া যুষ্মৎ সন্তান সন্ততির পক্ষে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত হইবেক। অতএব আপনারাই ভারতবর্ষীয় ভবিষ্যৎ ইতিহাসের উৎকৃষ্টাপকৃষ্টতার কারণ; এবং সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদিগের প্রত্যেকের আচরণ ও গুণ বিবেচনা দ্বারা ভারতবর্ষীয় ভবিষ্যৎ ইতিহাসের বিষয় বলা যাইতে পারে। আমি দূরদেশস্থ বটে, তথাচ মনুষ্য জাতি প্রযুক্ত কর্ত্তব্যতা ও লাভ এবং ভাগ্য বিষয়ে আপনাদিগের সহিত সমান এবং আপনারাও আমার ন্যায় মনুষ্য জাতি; যদিও আপনারা পৃথিবীর অন্য খণ্ডে বাস করেন তথাপি আমি আপনাদিগকে ভ্রাতৃ তুল্য জ্ঞান করি, কেন না বাস্তবিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমরা সকলে এক বংশোদ্ভব এবং সাধারণ কল্পে আমাদিগের এক পিতা, এই বিশ্ব সংসারকে আমি স্বদেশ জ্ঞান করি এবং সমস্ত মনুষ্য আমার স্বদেশীয় লোক। নর জাতিমাত্রকে মনুষ্যই বলা গিয়া থাকে, তাহারা এফরিকানিবাসী হউন বা ভারতবর্ষবাসী হউন এবং তাহাদিগের মধ্যে কাহারো সূর্য্যোতাপে পিঙ্গলবর্ণ হইয়া থাকুক কাহার বা উত্তরীর স্নিগ্ধ বায়ু জন্য বরফবৎ শুভ্রবর্ণ হউক। এতদ্ব্যতিরিক্ত আপনাদিগের সহিত আমার অন্য প্রকার সম্বন্ধ আছে অর্থাৎ বিশেষ বিষয়ে আমরা সকলেই এক জাতি প্রাপ্ত, কারণ ইংলণ্ডীয়দিগের রাজ্য বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত হইলেও এক রাজ্য বলা গিয়া থাকে, আমরা সকলেই এক রাজার প্রজা, ইংলণ্ডাধীন সকল দেশ এবং দ্বীপ ঐ বৃহৎ রাজ্যের অংশ বিশেষ মাত্র, অতএব এক্ষণে লণ্ডন নগরের রাজপথ দিয়া যাহারা গমনাগমন করিতেছেন তোমাদিগকে তাঁহাদিগের সদৃশ গণ্য করি এবং ইংলণ্ডের লোকেরা তৎস্থানস্থ ব্যবস্থা দ্বারা যে সুখ ভোগ করিতেছে ভারতবর্ষস্থদিগকেও তৎসুখভোগাধিকারী বোধ করি, কারণ সমস্ত প্রজাবর্গের নিমিত্তে ঐ বিধি সংস্থাপিত হইয়াছে। উক্ত ব্যবস্থানুসারে প্রজাবর্গ যদিও রাজকীয় ব্যাপারে ভিন্ন ২ ক্ষমতাপন্ন তথাপি তাঁহারা যে কোন দেশবাসী হউন এবং যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী হউন এবং তাঁহাদিগের শরীরের যে কোন বর্ণ হউক সকলেই ঐ বিধির দ্বারা তুল্য রূপে রক্ষিত এবং প্রতিপালিত হইতে পারেন; প্রজার মধ্যে যাঁহারা রাজকীয় ব্যাপারে অনভিজ্ঞ বা তত্তৎ বিষয়ে স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করণে তৎসংক্রান্ত বিষয় বিশেষে স্বীয় সম্মতি প্রদানে অক্ষম তাঁহাদিগের প্রতি যাহাতে সুবিচার হয় এবং তাঁহারা যাহাতে সুরক্ষিত হয়েন প্রধান ব্যক্তিরদের সর্ব্বদা তদ্বিষয়ে মনোযোগ করা কর্ত্তব্য। আপনারা যাবৎ ইংলণ্ডের অধীন থাকিবেন তাবৎ ইংলণ্ডের অতি প্রিয় ব্যক্তিদিগের ন্যায় সুরক্ষিত

এবং প্রতিপালিত হইতে পারেন এবং ইংলণ্ডের ব্যবস্থামতে রক্ষণাবেক্ষণ প্রার্থনাতেও আপনাদিগের অধিকার আছে। আপনারা সর্ব্বদা মনে রাখিবেন ভারতবর্ষ এবং তদুপলক্ষে উপার্জ্জিত অন্যান্য দেশের অধিকার ইংলণ্ডের রাজার নামে হইয়া আসিতেছে, ইংলণ্ডীয়দিগের হস্তে এতদ্দেশের রাজকার্য্য নির্ব্বাহের ক্ষমতা ইংলণ্ডের রাজাজ্ঞায় মহাসভা কর্ত্তৃক দত্ত হইয়াছে, উক্ত মহাসভার অধ্যক্ষেরা সর্ব্বদা অনুসন্ধান করিয়া থাকেন তাঁহাদিগের কৃত ব্যবস্থা যথার্থরূপে ব্যবহৃত হইতেছে কি না। ইংলণ্ড দেশের মূল ব্যবস্থা প্রকৃতরূপে এবং উপযুক্ত মতে ব্যবহারের নিমিত্তে তদ্দেশীয় লোকেরা কতকগুলিন ব্যক্তিকে পার্লিয়ামেণ্ট নামক মহাসভার অধ্যক্ষতা পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। এদেশের বর্ত্তমান অবস্থাতে এতৎ স্থানস্থেরা ইংলণ্ডীয় লোকদিগের ন্যায় রাজকীয় ব্যাপারে ক্ষমতাপন্ন নহেন কিন্তু রাজকর্ম্মাধ্যক্ষেরা ইংলণ্ড দেশের মূল ব্যবস্থানুসারে এদেশের প্রজাগণের প্রতি সুবিচার করণের নিমিত্তে ধর্ম্মতো বদ্ধ আছেন। এদেশের যাবদীয় রাজকর্ম্ম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামধারি সম্প্রদায়ের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে এবং তাহাতে পার্লিয়ামেণ্টের পূর্ণ সম্মতি আছে। কেননা প্রথমত উক্ত সম্প্রদায় কর্ত্তৃকই এদেশে ইংলণ্ডাধিকার হয়, দ্বিতীয়ত উক্ত সম্প্রদায়ান্তর্গত ব্যক্তিরা এদেশের রীতিনীতি এবং লোকেরদের অবস্থার বিশেষজ্ঞ, এই বিবেচনায় উক্ত সম্প্রদায়কে রাজকীয় কর্ম্মনির্ব্বাহে পটু বোধ করিয়া ভারার্পণ করিয়াছেন, আপনাদিগের জানা কর্ত্তব্য যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি পূর্ব্বাবধি এ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্টের অধীন, কখন স্বাধীন নহেন, আর ঐ সম্প্রদায় এইক্ষণে কেবল বোর্ড আব কণ্ট্রোলের কর্ত্তৃত্বাধীন রহিয়াছেন এমত নহেন কিন্তু পার্লিয়ামেণ্টেরও অধীন। তাঁহাদিগের সনন্দের মেয়াদ পর্য্যন্ত আপন ২ কৃত কার্য্যের নিকাশ প্রয়োজন মতে পার্লিয়ামেণ্টে দাখিল করিতে হয়, আর পার্লিয়ামেণ্ট উক্ত সম্প্রদায়কে সনন্দ না দিলে যেমন ভারতবর্ষীয় রাজকার্য্য বিষয়ক নূতন বিধি সংস্থাপনে বা তদ্বিষয়ক পূর্ব্বকৃত বিধির রূপান্তর কিম্বা অন্যথা করণে ক্ষমতাবান এক্ষণেও তদ্রূপ। আমার এসমস্ত কথা আপনাদিগের নিকট প্রসঙ্গ করণের তাৎপর্য্য এই যে আপনারা অবগত হউন, কতদূর পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের বশীভূত হইয়া থাকা উচিত; যদিও বাস্তবিক পার্লিয়ামেণ্ট বা তৎস্থানস্থ লোকেরা তোমাদিগকে বিস্মৃত হইয়া থাকেন তথাপি তত্রস্থ লোকেরা তৎস্থানীয় চলিত ব্যবস্থা অনুসারে যেরূপ উপকার প্রাপ্ত হইতেছেন তোমরা সেইরূপ পাইতে পার এবং তাহাদের ন্যায় তোমাদিগের মান সম্ভ্রমাদি ও রক্ষণাবেক্ষণ হওয়া উচিত; আর ইংলণ্ডীয়দিগেরও অধীনস্থ এতদ্দেশীয় দশ কোটি মনুষ্যের অবস্থা অবগত হওয়া অতি কর্ত্তব্য, যেহেতু তাঁহাদিগের নিযুক্ত ব্যবস্থাপকের দ্বারা এতদ্দেশ শাসিত হইতেছে। আপনারা বিলক্ষণরূপে প্রত্যয় করুন, অতি মহা বিষয় হইলেও শাসনকর্ত্তারা আত্মলাভালাভ বোধ ব্যতিরেকে কখনই তাহাতে বিশেষ মনোযোগ করেন না, সুতরাং রাজ সভায় যাঁহাদিগের প্রতিনিধি নাই তাঁহাদিগের স্বীয় উপকার জনক কোন বিষয়

সিদ্ধ করিতে হইলে উক্ত সভার সভ্য নিয়োজক লোকের দ্বারা ঐ সভ্যদিগের তদ্বিষয়ে মন আকর্ষণ ব্যতিরেকে সম্পন্ন হইতে পারে না, অতএব ইংলণ্ডস্থ পার্লিয়ামেণ্ট প্রতিনিধি দায়ক এবং অন্যান্য তাবৎ ব্যক্তিকে এদেশের মঙ্গলার্থে প্রথমত দয়ার্দ্রচিত্ত ও মনোযোগী করান আবশ্যক, ইহা হইলে পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যেরা যখন দেখিবেন যে ইংলণ্ডস্থ তাবৎ লোকের ভারতবর্ষের প্রতি নানাবিধ প্রকারে মনোযোগ প্রকাশ হইতেছে অর্থাৎ সংবাদ পত্রে ভারতবর্ষের বিষয় পুনঃ ২ আন্দোলিত হইতেছে এবং নানাস্থানে সভা স্থাপিত হইয়া তদ্বিষয়ের বাদানুবাদ হইতেছে এবং ইংলণ্ডস্থ ব্যক্তিরা পার্লিয়ামেণ্টে তজ্জন্য অনেক ২ আবেদন পত্র প্রেরণ করিতেছেন এবং মহারাণীর সমীপেও আবেদন করিতেছেন তখন তাঁহারা অবশ্যই বোধ করিবেন তাঁহাদিগের নিয়োজকেরা যে ভারতবর্ষের বিষয়ে এতাদৃশ মনোযোগী তাহার অবস্থা জ্ঞাত হওয়া অত্যাবশ্যক কর্ম্ম, আর তাঁহার বিশিষ্টরূপে মনোযোগ না করিলে তত্রস্থ লোকদিগের বিশ্বাস হইতে অন্তর হইবেন এবং কি জন্য মনোযোগ করেন না তৎকারণ শীঘ্রই হইক অথবা বিলম্বে হউক অবশ্যই দর্শাইতে হইবেক। প্রায় ৪ বৎসর গত হইল এইরূপে ভারতবর্ষের বিষয়ে ইংলণ্ডীয়দিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত লণ্ডন নগরে এক সভা স্থাপিত হয়। ঐ সভায় সভ্যেরা অভিপ্রেত সিদ্ধির নিমিত্ত নানাবিধ ক্ষুদ্র ২ পুস্তক রচনা করিয়া প্রচার করেন। কিন্তু তাহাতে স্বভাবত এই ফল জন্মিল, তত্রস্থ লোকেরা ঐ পুস্তকের লিখনকে অত্যুক্তি বোধ করিলেন এবং এই কহিতে লাগিলেন যে ব্যক্তিরা ভারতবর্ষ কখন দেখেন নাই তাঁহারা তদ্বিষয়ের পরামর্শ ও অবস্থার যে বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন তাহা বিশ্বাস্য হইতে পারে না। অতএব ঐ সময়ে আমাদিগের পক্ষে এ দেশের লোকদিগের সাহায্য বিশেষ আবশ্যক হইয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষীয়-দিগের নিকট হইতে আমরা একটী কথাও শুনিতে পাই নাই; আমাদিগের বোধ ছিল এদেশের লোকেরা অস্মদগণ দ্বারা আত্ম বক্তব্য বিজ্ঞাপন করিবেন কিন্তু তাহা না হইয়া তাঁহাদিগের জন্য আমাদিগকে জানাইতে হইয়াছিল; আমরা ভারতবর্ষে এক ব্যক্তিকেও আমাদিগের নিকটে এখানকার সমাচার জানাইতে অথবা আমরা সেখানে যাহা ২ বলিতেছিলাম তাহার সত্যতা প্রমাণ করিয়া দিতে উন্মুখ হইতে দেখি নাই, সুতরাং আমাদিগের পরিশ্রমের অনেক ব্যাঘাত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের অধীনস্থ অন্যান্য দেশের লোকেরা এপ্রকার নহে, তত্তদ্দেশে আমাদিগের সমাচার দিবার অনেক মনুষ্য আছে, তাহারা আমাদিগকে সর্ব্বদা আত্মদেশের বিষয় অবগত করাইয়া আমাদিগের ক্ষমতা জন্মিয়া দেন, আর সে সকল দেশ ভারতবর্ষাপেক্ষা ইংলণ্ডের অতি নিকটবর্ত্তী প্রযুক্ত আমরাও স্বয়ং কখন বা লোক প্রেরণ করিয়া সেখানকার অবস্থা জানিতে পারি। এক্ষণে এদেশের এই দুরবস্থা মোচনের উপায় কি? উত্তর, এখানকার লোকেরা স্বয়ং আত্ম অবস্থা বিজ্ঞাপন করিলেই হইতে পারে, এক্ষণে হয় তাঁহারা আত্ম দুঃখ অস্বীকার করুন নচেৎ কি ক্লেশ আছে তাহা বিজ্ঞাপন করুন, এদেশের কোন ২ ব্যক্তি কহেন "আমাদিগের পরস্পর এতাদৃশ প্রণয় নাই

যে আমরা সকলে একমত হইয়া আত্মবিষয় বিজ্ঞাপন করিতে পারি” ইহাতে পরস্পরের ঐক্যতা নিমিত্ত এক সভা স্থাপনের আবশ্যকতাই প্রকাশ পাইতেছে। আমার বোধ হয় একটা সভা স্থাপন হইলেই যে সকল ব্যক্তিরা বিশেষ ২ দুঃখ ভোগ করিতেছেন তাহাদিগের সহিত স্বার্থপরতাবিহীন পরোপকারপরায়ণ মনুষ্যদিগের ঐক্যতা হইতে পারিবেক। কেহ ২ কহেন এরূপ করিলে গবর্ণমেণ্টের প্রতি তাঁহাদিগের প্রতিকূলাচরণ প্রকাশ পাইবেক, কিন্তু তাহা সম্ভব নহে, কারণ গবর্ণমেণ্ট সম্পর্কীয় কর্ম্মচারী যে সকল ব্যক্তিরা আমার সহিত কথোপকথন করিয়া অনুগ্রহ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই আক্ষেপ করেন এদেশের প্রতি গবর্ণমেণ্ট যে ২ কর্ম্ম করেন তাহাতে তত্রস্থ লোকেরা আপনাদিগের মতামত প্রকাশ করিতে কোন উপায় করে না। আমি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি, এ দেশের লোকদিগকে সুখী করিতে গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা আছে। তাঁহারা যে সকল আইনাদি প্রকাশ করেন তাহা যাহাতে প্রজাদিগের সুখোৎপাদনরূপ রাজনীতির বিরুদ্ধ না হয় ইহাই তাঁহাদিগের অভিপ্রেত; তাঁহারা অন্য একটী আইনের পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করি, আপনারা কহিতে পারেন, এতদ্দেশীয় লোকদিগের এমত কোন সভা আছে যে তথায় ধৈর্য্যতা ও বিজ্ঞতা পূর্ব্বক এ পাণ্ডুলিপির বিবেচনা হয় এবং তত্রস্থ সভাসদেরা তাহার দোষ গুণ ও তাহা হইতে কি ফল হইবেক এসব বিবেচনা করিতে পারেন; যদি এতাদৃক্ কোন সভা থাকে তাহার নাম কি? এবং সে সভা কোথা আছে; আমাকে বলুন, আমি তৎ শ্রবণে অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া অবিলম্বে সেই সভার সহিত মিলিত হইব। আপনাদিগের সহিত আমার ৬ সপ্তাহের ন্যূনকাল সাক্ষাৎ হইয়াছে কিন্তু ইতিমধ্যেই আমার বিলক্ষণ বোধ হইয়াছে আমি যেরূপ সভার কথা কহিয়া আসিতেছি তদ্রূপ একটা সভা স্থাপন করা আবশ্যক এবং ইতিমধ্যে যে সকল সমাচার পত্র প্রকাশ হইয়াছে সে সকল পত্রেতেও এই আবশ্যকতার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে অথচ এদেশের এক ব্যক্তিকেও রাজ্যশাসন বিষয়ক কোন কথা উত্থাপন করিতে দেখি নাই। আমাদিগের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি ঐ বিষয়ে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া থাকিবেন এবং গবর্ণমেণ্টও তাঁহার বুদ্ধি ও জ্ঞান বিবেচনা করিয়া মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু ইহাতেই কি আপনাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা হইল? সংবাদ পত্র সম্পাদকেরা আপনাদিগের শুভাশুভ কোন বিষয়ে নিজাভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারেন কিন্তু তাহাতে তাঁহাদিগেরই মত ব্যক্ত হইতে পারে। আপনাদিগের আপনার অভিপ্রায় প্রকাশের কোন সম্ভাবনা নাই। তাহাদিগের কথা কখন তথ্যও হইতে পারে কদাচিৎ অতথ্যও হইতে পারে। তাঁহারা আপনাদিগের অভিপ্রেত উপকারি বিষয়ও লিখিতে পারেন এবং অনভিপ্রেত অনুপকারি বিষয় প্রকাশ করিতে পারেন; আর সমাচার পত্রে বিশেষ ২ ব্যক্তি লিখিয়া থাকেন তাহাতে কথঞ্চিৎ কতিপয় ব্যক্তিরই মত প্রকাশ হইতে পারে সমুদয় লোকের অভিপ্রায় প্রকাশ সম্ভব নয়; আর যে আইন এদেশের লোকদিগে ভাবি সৌভাগ্যাসৌভাগ্যের জনক এবং

যাহাতে তাঁহাদিগের ভূম্যাদির অধিকারিত্ব ও অধিকারিত্বের কথা, স্বোপার্জ্জিত এবং পৈতৃক বিষয় দানবিক্রয়াদির নিয়ম, স্বাধীনত্বের হ্রাস বৃদ্ধির প্রস্তাব, অধিক রাজস্ব গ্রহণের বিষয়, সদসদ্বিচারের কিম্বা সাক্ষ্যগ্রহণের নিয়ম ইত্যাদি উপকারানুপকারজনক বিষয় লিখিত আছে যদি অত্রস্থ লোকেরা সকলে একত্র হইয়া বৈঠক করিয়া সেসব বিষয়ের আন্দোলন করেন তাহাতে কি রাজদ্রোহাচরণ হয়? আমার বোধে হয় না; সংবাদ পত্রে প্রতি সপ্তাহেই নূতন ব্যবস্থা অভিনব নিয়ম নূতন ধারা প্রকাশ হইতেছে তাহাতে আপনারা কেহই মতামত প্রকাশ করিতেছেন না এবং কেহ প্রতিবন্ধক হইতেছেন না ও তত্তন্নিয়ম পরিবর্ত্তনার্থে কোন পরামর্শ দিতেছেন না, যে কর্ম্ম সকলের কর্ত্তব্য তাহা কাহারো কর্ত্তব্য হইতেছে না, সুতরাং ঐ সকল ব্যবস্থা বিনাবাধায় গবর্ণমেণ্টের স্বীয় ইচ্ছা অভিপ্রায় ও বিবেচনানুসারে প্রচলিত অথবা অপ্রচলিত হইতেছে; ঐ সকল ব্যবস্থাদিদ্বারা যদি তোমাদিগের কোন উপকার না হয় অথবা অপকার হয় তবে গবর্ণমেণ্ট কি তোমাদিগের এই দোষের কারণ কহিতে পারেন না; আমার বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট তোমাদিগকেই দোষি করিতে পারেন। কেহ ২ কহিতে পারেন এই কর্ম্ম বিজ্ঞ এবং বহুদর্শি লোকের কর্ত্তব্য, আমি স্বীকার করি, এ কর্ম্ম বিশেষরূপে তাহাদিগেরই কর্ত্তব্য বটে অন্যের কর্ম্ম নয়, কিন্তু সেই দিন ভারতবর্ষের কি আশ্চর্য্য সৌভাগ্যসূচক হইবেক যে দিনে এখানকার জ্ঞানবান ও বিজ্ঞ মনুষ্যদিগের জ্ঞানরূপ প্রদীপ উজ্জ্বল হইয়া মফঃসলের অন্ধকারময় দূরস্থ দেশ এবং রাজমন্দির আলোকময় করিবেক এবং সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া ইংলণ্ডে যাইয়া আমাদিগকে পথ দেখাইয়া দিবেক; পরন্তু মনুষ্যেরা ক্রমে ২ জ্ঞানবান্ ও বহুদর্শী হয় অতএব পর আমাদিগের জ্ঞানবান লোকের আবশ্যক হইলে এক্ষণকার যুবাদিগের প্রতি যত্ন করা উচিত, তাহাদিগের প্রতি নীতি এবং জ্ঞান উভয়েরই উপদেশ কর্ত্তব্য, এবং বিষয়জ্ঞান এবং দর্শন বিদ্যা দুই শিখান উচিত ও তাহাদিগের অন্তঃকরণে সদাশয়ের বীজ রোপণ করা আবশ্যক আর তাঁহাদিগের নিকটে তাহাদিগের দেশ কি বিষয়ের প্রতীক্ষা করে তাহা এক্ষণেই তাহাদিগকে অবগত করান আবশ্যক, তাহাদিগের কি ২ জ্ঞানোপার্জ্জন আবশ্যক, কোন্ পথবর্ত্তী হওয়া উচিত, কি ২ পূর্ব্বানুষ্ঠান করিতে হইবেক ও কি ক্লেশ সহ্য এবং সুখ পরিত্যাগ করিতে হইবেক এ সমস্ত তাহাদিগকে এক্ষণে জানান আবশ্যক; আর তাহাদিগের দ্বারা কি উপকার হইবেক এবং কি সুখ্যাতি তাহাদিগকে অপেক্ষা করিয়া আছে ও কি পুরস্কার তাঁহারা প্রাপ্ত হইবেন এসমুদায়ও তাঁহাদিগকে অবগত করান কর্ত্তব্য তাঁহারা যদি এ সময়ে কুপথগামী হন তবে চিরকাল কুমার্গে থাকিবেন তাহাদিগের প্রথমাবস্থায় যখন রীতিনীতির প্রগাঢ়তা এবং ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যে স্থৈর্য্য জন্মে নাই সেই সময়ে স্নেহবাক্যে সৎপরামর্শ দেওয়া কর্ত্তব্য এবং স্বয়ং শিষ্টতা প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে শিষ্ট হইতে শিক্ষা দেওয়া উচিত এবং সাহস প্রদান ও সাহায্য করা কর্ত্তব্য। এই সভাস্থ যুবাদিগের মধ্যে এক ব্যক্তিকে যদি স্বদেশের

হিতজনক কর্ম্মে অমনোযোগ এবং আত্মসুখরতি হইতে নিবৃত্ত করিয়া সচ্চিত্তে দেশোপকারার্থে চেষ্টা করিতে মনোযোগী করিতে পারি এবং আমিই যদি তৎকারণ হই তবে যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইব এবং কি পুরস্কার বোধ করিব তাহা ব্যক্ত করিতে পারি না। এই সভাস্থ মহাশয়দিগের মধ্যে নিতান্তপক্ষে এক ব্যক্তিও বলুন যে তিনি অতঃপর স্বার্থপর না হইয়া কেবল স্বদেশ, জন্মভূমি ও প্রিয়বাসস্থানের নিমিত্ত জীবনধারণ করিবেন এবং স্বদেশের অবস্থা জ্ঞানে রাজনীতির জ্ঞানোপার্জ্জনে ও দেশস্থ মনুষ্যগণের প্রয়োজনীয় বিষয়ানুসন্ধানে যত্ন করিবেন এবং উপযুক্ত রাজশাসনের রীতিজ্ঞ হইতে যত্নবান হইবেন এবং যে ২ উপায়ে দেশের মঙ্গল হয় তদনুচিন্তন করিবেন তার অন্তঃকরণের ভাব প্রকাশ করণের উপায় শিক্ষা করিতে অগ্রসর হইবেন এবং যাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবেক তাহাকে জ্ঞান এবং সৎপরামর্শ প্রদান করিয়া তাঁহার উদ্যমবৃদ্ধির চেষ্টা করিবেন; এক ব্যক্তিও যদি এ প্রকার বলেন তবে অল্প কালের মধ্যে আপনাদিগের যে কি পর্য্যন্ত উপকার হইবেক তাহা আপনারাও জানিতেছেন; সে ব্যক্তি যদিও এক্ষণে একাকী সহায়হীন এবং উপেক্ষার পাত্র তথাপি তিনি কি একাকীই থাকিবেন কখনই কি সমভিব্যাহারী ও সাহায্য পাইবেন না এবং মান্য হইবেন না? সদাশয় সদ্বিবেচক জ্ঞানী তাবদীয় ব্যক্তিই কি তাহাকে অবহেলা করিবেন? এবং দেশোপকারী রূপ মহদ্ধর্ম্মাচরণে কি তাঁহাকে অসহায় থাকিতে হইবেক? তিনি সৎকর্ম্ম জন্য স্বীয় অন্তঃকরণের প্রশংসা ব্যতীত অন্যের পুরস্কার কি কখনই পাইবেন না? তিনি স্বীয় যুবাবস্থার উদ্যোগ দ্বারা প্রাচীন লোকের আলস্যকে অবশ্য নিন্দাস্পদ করিবেন। এবং তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া অন্যান্য যুবাপুরুষেরও মনে উদ্যম বৃদ্ধি হইবেক, তাহার মহৎ চেষ্টাকে সদাশয় বিজ্ঞ লোকেরা অবশ্য মান্য করিবেন এবং সকল সন্মহাশয়েরা তাঁহাকে সদুপদেশ এবং সাহায্য দানে অগ্রসর হইবেন, তাঁহার যত্ন ও আচরণ দেখিয়া অন্যান্য লোকেরাও তৎপথাবলম্বী হইবেন, তিনি অনেক লোকের অন্তঃকরণে উদ্যমবৃদ্ধি করিবেন এবং তাহা দেখিয়া অনেকের যত্ন হইবেক, এইরূপে ক্রমশ যত্নবান লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবেক, অতএব ঐ এক ব্যক্তিই সকলের উদ্যমের মূল হইয়া ভবিষ্যৎকালে এদেশের দুরবস্থারূপ অন্ধকারময় রাত্রির অবসানের কারণ হইবেন। এতদ্দেশীয় অনেক ব্যক্তি এককালীন সভা করিয়া যে উদ্যোগ প্রকাশ করিবেন আমি এমত আশ্বাস করি না, আমার বাঞ্ছা এই এতদ্বিষয়ে সচিন্তিত মনুষ্যগণ ক্রমশ উপস্থিত হইয়া স্বেচ্ছাচর উদ্যম প্রকাশ করুন, স্বেচ্ছা ব্যতিরেকে কেহ যেন না আইসেন। দেশোপকার ও পরোপকাররূপ কর্ম্মে অনিচ্ছায় উপরোধে নিযুক্ত হওয়া অনুচিত, এতাদৃশ কর্ম্মে যে কোন উদ্যোগ করিতে হয় তাহা ধর্ম্ম বোধেই করা কর্ত্তব্য, অতএব যাহারা এ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন তাহাদিগের যেন এই ভাষা হয় যে "আমাদিগের কর্ত্তব্য এজন্য আমরা করিতেছি" আর যাহারা দেশের উৎকর্ষ করিতে চেষ্টা করেন তাহাদিগের রাগ দ্বেষ রহিত চরিত্র ও সদ্বুদ্ধি এবং সহিষ্ণু স্বভাব আবশ্যক, বিশেষত ভারতবর্ষে ঐ সকল গুণের অতিশয় প্রয়োজন; আপনাদিগের

কর্ম্মে মহামহা ব্যাঘাত আছে তৎপ্রযুক্ত সহিষ্ণুতার আবশ্যক, সদ্বুদ্ধির প্রয়োজন. এই যে তদ্ব্যতিরেকে প্রথমাবস্থায় যদি এক পদ চলেন তবে মনোমধ্যে যে উপকার প্রত্যাশা আছে তদপেক্ষা অধিক অপকার হইবেক, আর রাগ দ্বেষহীন না হইলে আপনারা সদ্যুক্তি দ্বারা যে লাভ করিবেন চরিত্রের দোষে তাহার অধিক ক্ষতি হইবেক। মূর্খ, ভ্রান্ত, সন্দিগ্ধচিত্ত, ক্রোধি স্বভাব, অভিমানী, এবং অবজ্ঞাকারী ইত্যাদি নানাবিধ ব্যক্তির সহিত আপনাদিগকে ব্যবহার করিতে হইবেক এবং যে সকল লোকের অভিপ্রায় উত্তম কিন্তু ক্ষমতা ও বুদ্ধি অল্প তাহাদিগেরও সহিত ব্যবহার করিতে হইবেক অতএব অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের জ্ঞানোপদেশে প্রস্তুত হউন। অনেক কালাবধি যে সকল মত চলিয়া আসিতেছে তাহার মান রক্ষা করিবেন কুৎসা ও ব্যঙ্গ দ্বারা অবজ্ঞা করিবেন না কারণ তাহা করিলে যে সকল ব্যক্তিদিগকে ঐ মত পরিত্যাগ করাইতে চেষ্টা করিবেক তাহাদিগের রাগ জন্মিয়া আপনাদিগের প্রবৃত্তি বাক্য গ্রহণে তাঁহাদিগের মনের এবং হৃদয়ের পথ রুদ্ধ হইবেক। কেহ কোন কর্ম্ম করিলে তাহার মূল অনুসন্ধান করিবেন না, যে ধারায় কর্ম্ম হয় কেবল সেই ধারার দোষ দেখাইতে প্রবৃত্ত হউন এবং ঐ ধারা পরিবর্ত্তের আবশ্যকতা দেখাউন, কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের কৃত কর্ম্মের মূল অভিপ্রায়ের উপর আস্কন্দন করিয়া শত্রুবৃদ্ধি করিবেন না, নিন্দাকর শব্দের ব্যবহার ত্যাগ করুন কারণ নিন্দাতে আপনাদিগের উপস্থিত বিষয়ের উপায় হইবেক না। আপনারা সত্যবাদিত্ব পরিত্যাগ না করিয়া যতদূর পর্য্যন্ত অন্যের গুণ গ্রহণ ও দোষের উপেক্ষা করিতে পারেন তাবৎ করিতে যত্ন করুন তাহাতে আপনাদিগের সত্যপ্রতি প্রেমই প্রকাশ পাইবেক এবং অন্যের নিন্দা করিতে হইলেও তোমাদের প্রতি লোকের বিশ্বাস থাকিবে। আপনারা নিশ্চয় জানিবেন যে সকল অপকার জনক বিষয় উপস্থিত আছে তাহা যে চিরকাল থাকে কাহারো ঈদৃক বাসনা নয়, তথাপি যে ঐ সকল বিষয় আছে তৎকারণ কেবল লোকের অজ্ঞান অথবা উপায়করণে ক্ষমতাভাব মাত্র, আপনারা যে কথা কহিতে ইচ্ছা করিবেন তাহা প্রমাণ শুদ্ধ বলিবেন এবং এক পক্ষের বাক্য শুনিয়া কোন সিদ্ধান্ত স্থির করিবেন না আর বর্ণনাকালে অত্যুক্তি করিবেন না মতাপেক্ষা ন্যূন কথন ভাল অধিক কথা কিছু নয় অর্থাৎ যে বিষয়ের কোন কথা কহিবে অনুসন্ধানকালে তাহা সত্য হইতে অধিক না হইয়া বরঞ্চ ন্যূন হওয়া ভাল। আপনারা প্রথমে জানিবার ইচ্ছা অধিক প্রকাশ করুন, জানাইতে ইচ্ছুক হইবেন না, যদ্রূপ নূতন নিয়ম সৃজনের চেষ্টা করিবেন প্রাচীন সুনিয়মানুসারে কর্ম্ম করিতেও তদ্রূপ যত্ন করুন, এক স্থানের দোষ দেখিয়া স্থানান্তরে তাদৃক দোষোদ্ভাবন করিবেন না, মন্দ লোকের নিন্দাতে যেমন চেষ্টা করিবেন সন্মনুষ্যের সুখ্যাতিতেও সেই মত যত্ন করিবেন; আর বিবেচনা না করিয়া এক জাতীয় লোকের সামান্যতে নিন্দা ত্যাগ করুন কারণ এরূপ অন্যায় করিলে আপনাদিগের বন্ধুরা বিরক্ত হইয়া সমভিব্যাহার ত্যাগ করিবেন; আপনারা উপদেশ পাইলেই গ্রহণ

করিবেন, কখনও এমত মনে করিবেন না অদ্য যে জ্ঞানোপার্জ্জন হইল তাহাই যথেষ্ট, কল্য অধিক জ্ঞানের আবশ্যকতা নাই, কিন্তু অহরহ নূতন জ্ঞানের চেষ্টা করুন, আর আপনারা সর্ব্বাপেক্ষা সচ্চরিত্রের কর্ম্ম করিতে যত্নবান হউন, কর্ম্মকালে কেবল উচিত অনুচিত বিবেচনা করিবেন লাভালাভে দৃষ্টি রাখিবেন না, আর তাৎকালিন লাভালাভ দৃষ্টে কোন অনুষ্ঠান করিবেন না, ধর্ম্মপথাবলোকন করিয়াই সর্ব্বদা কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবেন। যদি আপনাদিগের স্বদেশের বিশেষ উপকার প্রার্থনা এবং সুখ্যাতিমন্ত হইবার বাসনা থাকে তবে লাভালাভে সমান জ্ঞান করুন, মন্দলোকেরাই লাভালাভ বিবেচনা করিয়া থাকে এবং রাজ্যশাসনে যত মন্দ দেখেন তাহার মূল লাভালাভ বিবেচনা। তোমাদিগের প্রতি আমি অতি স্নেহান্বিত তৎপ্রযুক্ত অকপটে এই ক্ষুদ্র পরামর্শ প্রদান করিলাম, যে সকল ব্যক্তিরা অপকারজনক কর্ম্মে প্রবৃত্তি দিতে অথবা সৎকর্ম্মের উদ্যম ভঙ্গ করিতে তোষামোদ করে আমি তাহাদিগের শ্রেণীস্থ নহি; আমি তোমাদিগকে হিতাহিত বিবেচক এবং স্ব ২ কর্ম্মের দায়ী বোধ করি, আপনারা এমত ক্ষমতার সহিত সৃষ্ট হইয়াছেন যে স্বয়ং সদ্ব্যবহার করিয়া দেশময় সদ্ব্যবহার বিস্তৃত করিতে পারেন এবং যতকাল হিন্দুজাতি থাকে তাবৎ পর্য্যন্ত স্থায়ী করিতে পারেন। ধর্ম্ম, জ্ঞান, সত্য ও নীতিজ্ঞত্বা এই সকল কেবল উচ্চ পদাভিষিক্ত অথবা ধনি ব্যক্তিতেই থাকে এমত নহে, আমি নিশ্চয় জানি, ঐ সকল গুণ থাকিলেই সৎকর্ম্মের ক্ষমতা জন্মে ও তদ্দ্বারা ক্ষুদ্রলোকও উচ্চপদ প্রাপ্ত হইতে পারেন, তদ্ব্যতিরেকে উচ্চপদ ও ধন বৃথা, ঐ সকল গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের দ্বারা অনেকানেক কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছে, আপনারা উক্ত গুণান্বিত হইলে ইংলণ্ডীয়েরাও আপনাদিগের হিতাকারক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন। কোন ২ ব্যক্তিরা এই কহিয়া আমার অপযশঃ করেন, আমি এস্থানে ধনোপার্জ্জন বুদ্ধি ও পরাক্রম অযোগ্য কর্ম্ম সফল করিতে আসিয়াছি। কিন্তু আমি সকলকে প্রকাশ্যরূপে জানাইতেছি, আমার কখনই এমত বাসনা নহে, ভারতবর্ষের প্রতি আমার কর্ত্তব্যকর্ম্ম আমি করিতে পারিলেই অমূল্য ধনলাভ বোধ করিব। প্রথমতঃ আমি সাধ্যানুসারে এদেশের অবস্থা জানিতে চেষ্টা করিব তৎপরে আপনাদিগকে এতদ্দেশের দুঃখজনক নানাবিধ বিষয় দেখাইয়া দিব এবং অবশেষে ইংলণ্ডে গমন করিয়া এখানকার যথাদৃষ্ট বৃত্তান্ত ও লোকদিগের অন্তঃকরণের ভাব স্বদেশীয়দিগের নিকট বর্ণন করিব। আমি আপনাদিগকে জানাইতেছি আমি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অথবা এখানকার গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ নহি, উক্ত কোম্পানী আমার অপকার বা উপকার কিছুই করেন নাই, এখানকার গবর্ণমেণ্টের সভ্যদিগের নিকট হইতে শিষ্টাচার অনুগ্রহ আতিথ্য এবং সম্মান প্রাপ্ত হইতেছি এবং তাঁহাদিগের সদ্‌গুণ দৃষ্টে আমারও তাঁহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, আমি এদেশের যথার্থ অবস্থা এবং রাজশাসনের ও রাজকীয় কর্ম্মের দোষগুণ দেখিতে আসিয়াছি অতএব উক্ত প্রকার অথবা তদ্বিপরীত ব্যবহার করিলে আমি বাঞ্ছিত বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইব আপনারা এমত বোধ করিলে মহাদুঃখিত হইব। আমি যদবধি এতদনুসারে থাকি তদবধি

সকল লোকের বিশেষতঃ বাঙ্গালিদিগের সহিত আলাপ করিতে বাসনা করি ; স্বদেশীয়দিগের নিকট আতিথ্য গ্রহণ উত্তম বটে কিন্তু আমি কেবল তাহা না করিয়া সপ্তাহের এক রাত্রিতে আপনাদিগের সভায় উপস্থিত হইয়া নিজাভিপ্রায় জানাইব এবং আপনাদিগের মনের কথা শুনিব, কেহ ২ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এতাদৃশ সভাতে কি তোমার মানসিক কার্য্য সফল হইবেক, আমি উত্তর করিয়াছি না হইতে পারিবেক না ; তথাপি আমার এ সভায় আগমনের তাৎপর্য্য এই যে এতদ্দেশীয় বিষয়ানুসন্ধানে আমার এবং অত্রস্থ ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণে দৃঢ় প্রবৃত্তি জন্মিবেক এবং তদ্দ্বারা আমরা উপযুক্ত ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবগত হইতে পারিব আমি ইংলণ্ডে কোর্ট আব ডিরেক্টর এবং প্রোপাইটরদিগের সমীপে যাহা কহিয়াছি এখানেও তাহা বলিতেছি, আমার বাঞ্ছা এই এতদ্দেশীয় লোকেরা স্বীয়ভার, ক্ষমতা, এবং কর্ত্তব্য কর্ম্ম বুঝিয়া তদনুসারে দেশের মাঙ্গলিক উপায়ানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন এবং স্বয়ং আত্মাভিপ্রায় প্রকাশপূর্ব্বক প্রাপ্য বিষয়াধিকারের জন্য প্রার্থনা করেন, এবং স্বদেশীয় ক্লেশভোগি মনুষ্যদিগের প্রতি দয়া রাখেন ও স্বয়ং উদ্যুক্ত হইয়া আপন দেশের অত্যাচার রাজসন্নিধানে নিবেদন করেন ; আমি নিশ্চয় কহিতেছি, এরূপ করিলে ভারতবর্ষের অবস্থা অবশ্যই উৎকৃষ্ট হইবেক ; এবং আপনাদিগের মঙ্গলার্থে ইংলণ্ডীয়দিগের যে যত্ন হইতেছে তাহারও বৃদ্ধি হইবেক ; আমার নিতান্ত বাসনা এই দেশের যুদ্ধবিগ্রহ ও অন্যান্য উৎপাতজনক বিষয় স্থগিত হয় এবং গবর্ণমেণ্ট প্রজাগণের মাঙ্গলিক উপায়ানুসন্ধানে সযত্ন হয়েন।

এতদ্দেশের শোধনীয় বিষয় অতি গভীর এবং বিশেষ প্রয়োজনীয়, বিশেষত উন্নতি কারণ কর্ম্ম সকল অতি গুরুতর অতএব পরস্পরের প্রণয় এবং নির্ব্বিরোধে ও আইনানুসারে উপায়ানুসন্ধান ব্যতিরেকে সম্পন্নতার কোন সম্ভাবনা নাই। আপনাদিগের দেশস্থ ব্যক্তিদিগের বুদ্ধি এবং সুনীতি বৃদ্ধির চেষ্টা এবং এক্ষণে এতদ্দেশে যে প্রকার শস্য উৎপন্ন হইতেছে তদপেক্ষা যাহাতে অধিক হয় তাহার যত্ন করা কর্ত্তব্য। আমি প্রার্থনা করি পরমেশ্বর সকলকে এই গুরুতর কর্ম্মে সক্ষম হইতে আশ্রয় প্রদান করুন এবং এক্ষণে যে সূর্য্য দুই প্রহরের সময়ে গঙ্গার উপরে কিরণ দিতেছেন তদপেক্ষা অধিক উজ্জ্বল সূর্য্যোদয়ের কাল শীঘ্র উপস্থিত করুন এবং সকল মনুষ্যের অন্তঃকরণে জ্ঞানময় সূর্য্যের চৈতন্যদায়ক আলোক বিস্তৃত করুন এবং আপনাদিগের সকলকে সুখের ও সত্যের পথে প্রেরণ করুন আর গবর্ণমেণ্টকে তাবতের রক্ষক ও সুখবর্দ্ধক এবং প্রজার সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী করুন ; আর সন্তুষ্ট সুরক্ষিত ও উন্নতিশালী প্রজাদিগের স্নেহই ঐ গবর্ণমেণ্টের মূল হউক।

উক্ত সভায় তৎপশ্চাৎ যে ২ কার্য্য হইয়াছিল এবং গত দুই সভাতে যাহা ২ হইয়াছিল আগামি সংখ্যার পত্রে সে সকল প্রকাশ করা যাইবেক।

উক্ত সভার তাবৎ রিপোর্ট সংগ্রহ করিতে এবং অনুবাদ করণে অনিবার্য্য বিলম্ব

হওয়াতে আমরা নিয়মিত সময়ে অর্থাৎ গত ১৫ই ফিব্রুয়ারি তারিখে এতৎপত্র প্রকাশ করিতে অক্ষম হইয়াছিলাম অতএব গ্রাহক ও পাঠক মহাশয়দের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। ভারতবর্ষের বিখ্যাত হিতৈষি মেষ্টর জর্জ টমসন সাহেবের এতন্নগরে আগমনাবধি অত্রস্থ ব্যক্তিরা যে ২ বিষয় করিয়াছেন তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতে আমরা ইচ্ছুক ছিলাম। এতৎপত্রে যে সকল বিষয় প্রকাশ হইল তাহা এমত আবশ্যক যে আমাদের আশ্বাস হইতেছে ইহাতে ১৫ তারিখে পত্র প্রকাশ না হওয়াতে পাঠকবর্গ যে নৈরাশ্য বোধ করিয়াছেন ও যন্নিমিত্ত আমরা মার্জ্জনা প্রার্থনা করিলাম আর স্থানাভাব প্রযুক্ত যে সংবাদ ও প্রেরিত পত্রাদি প্রকাশিত হইল না এ সমুদয়ের অধিক বিনিময় বোধ করিবেন।

এতৎ পত্র এক্ষণে মাসে দুইবার প্রকাশ না হইয়া মেং টমসন সাহেবের সাহায্যে সপ্তাহানন্তর প্রকাশ হইবেক। এতৎ ক্ষুদ্র পত্রিকা দ্বারা যাহাতে ভারতবর্ষের উপকার হয় তন্নিমিত্ত উক্ত সাহেব অতি যত্নবান, আমরা ভরসা করি পাঠকবর্গ এই সংবাদ শ্রবণে আহ্লাদিত হইবেন। বর্ত্তমান গ্রাহকদিগের নিকট ইহার মূল্য বৃদ্ধি করা যাইবেক না কিন্তু এতৎ পত্র নির্ব্বাহে ব্যয় হইবেক আমাদিগের বলা বাহুল্য, অতএব সাহায্য প্রাপ্ত হইলে আপ্যায়িত হইব; আমরা ভরসা করি আগামি পত্রে গ্রাহকের সংখ্যাধিক্য এবং এতৎ পত্রের অভিপ্রায়ানুযায়িক প্রেরিত পত্র প্রাপ্তির সংবাদ প্রকাশ করিতে পারিব।

## মেং জর্জ টমসন ও হিন্দুদিগের কথোপকথনার্থক সভা। ৮ মার্চ ১৮৪৩। ২য় খণ্ড ৬ সংখ্যা

টমসন সাহেবের বক্তৃতা গত সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে, তাঁহার কথাবসানে মেং স্পিড তদুক্তির আনুকূল্যে কিঞ্চিৎ বক্তৃতা করিলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু হরচন্দ্র লাহিড়ি এক পত্র পাঠ করিয়া এতদ্রাজ্যের বিচারাদি সম্পর্কীয় নানাবিধ দোষ দর্শাইলেন এবং অবশেষে প্রস্তাব করিলেন যে এতদ্দেশীয়দিগের প্রতি যে ২ অত্যাচার হয় তন্নিবারণার্থে ইংলণ্ডে আমাদিগের একজন এজেণ্ট অর্থাৎ প্রতিনিধি রাখা আবশ্যক।

বাবু শ্যামাচরণ বসু এক পত্র পাঠ করিয়া এতদ্দেশীয় তাবদ্ব্যক্তিকে স্বদেশের মঙ্গলান্বেষণে উৎসাহী হইতে কহিলেন এবং সভার বৃত্তান্ত সকলকে অবগত করিবার নিমিত্ত এক খান সংবাদ পত্র প্রকাশের প্রস্তাব করিলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় কহিলেন উক্ত দুই বাবুর প্রস্তাবদ্বয় উপযুক্ত বটে, কিন্তু এক্ষণে সভা স্থাপনের ইতি কর্ত্তব্যতা বিবেচিত হইতেছে, সম্পূর্ণরূপে স্থির হয় নাই, অতএব সভার স্থৈর্য্য হইলে পরে ঐ দুই প্রস্তাব বিবেচনা করা যাইবেক।

শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর বক্তৃতা করিয়া সভাদিগকে স্বদেশের মঙ্গল চেষ্টায়

উৎসাহী হইতে কহিলেন এবং ইংরাজদিগের রাজশাসনের ও ভূম্যধিকারিদিগের জমীদারী রীতিবর্ত্মের কোন ২ দোষ উল্লেখ করিলেন।

মেং স্পিড সাহেব সভ্যদিগকে কহিলেন, প্ল্যান্টারস জর্ণেল নামক তাঁহার স্বীয় সংবাদ পত্রে ভারতবর্ষের উপকারার্থে সভ্যদিগের অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন; তাহাতে শ্রীযুক্ত বাবু তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তির প্রস্তাবে এবং বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রের পোষকতায় সভা হইতে উক্ত সাহেবের ধন্যবাদ হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র দেব এক পত্র পাঠানন্তর সভাস্থ ব্যক্তিদিগকে উপস্থিত বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী হইতে অনুরোধ করিলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রস্তাব করিলেন যে এখানকার সংবাদ পত্র সম্পাদকেরা স্ব ২ পত্রে ভারতবর্ষের উপকারার্থ উৎসাহ পূর্ব্বক বিষয় লিখিয়া প্রকাশ করিতেছেন অতএব তাঁহাদিগকে সভার ধন্যবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য।

মেষ্টর জর্জ টমসন সাহেব উক্ত বাবুর প্রস্তাবে পোষকতা করিলে সংবাদ পত্র সম্পাদকের-দের প্রতি সভার ধন্যবাদ হইল, এবং রাত্রি সার্দ্ধদশ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হইল।

২০ ফিব্রুয়ারি সোমবার রজনীযোগে শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মাণিকতলার উদ্যানে এতদ্দেশীয়দিগের আর এক সভা হইয়াছিল, তাহাতে শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর দে সভাপতি এবং দুই শতাধিক বাঙ্গালি ও তিন জন ইউরোপীয় উপস্থিত ছিলেন, সভার আরম্ভে মেং জর্জ টমসন সাহেব নিম্নলিখিত বক্তৃতা করিলেন।

টমসন সাহেব বলিলেন, হে বন্ধুগণ, আমি অদ্যকার সভাতে কোন বিশেষ বিষয় কহিতে মনস্থ করিয়াছিলাম এবং প্রাতঃকালে যে ২ বন্ধুদিগের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাঁহাদিগের নিকটেও স্বীকার করিয়াছিলাম কিন্তু এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখিলাম ঐ বিষয় অদ্য না বলিয়া বারান্তরে উল্লেখ করা ভাল; আমার এতদ্রূপ মতান্তর কি জন্য হইল তৎ কারণ ঐ সকল বন্ধুদিগের সহিত স্থানান্তরে সাক্ষাৎ হইলে কহিব। আমি এক্ষণে যে সকল কথা কহিব, বোধ হয়, আপনাদিগের মনোযোগের অযোগ্য হইবেক না; আপনাদিগের পরে যে সকল কর্ম্ম আবশ্যক হইবেক তাহাতে আপনাদিগকে প্রস্তুত করিবার জন্য সম্প্রতি উপদেশস্বরূপ কএকটী কথা বলিতেছি। এক্ষণে আমরা কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রারম্ভ মাত্রে প্রবর্ত্ত হইয়াছি, ঐ কর্ম্মের ইতি কর্ত্তব্যতা বিবেচনার এই উপযুক্ত সময়। অতএব এ স্থানে উপস্থিত হইয়া অবধি আমার মনে যে ২ সদুপদেশ উদয় হইয়াছে যে সকল পূর্ব্ববৎ সঙ্কোচরহিত হইয়া এক্ষণেও কহিতেছি। আমার পূর্ব্ব বক্তৃতাতে আপনাদিগের মনোযোগ দেখিয়া ভরসা হইতেছে যে পুনশ্চ কিঞ্চিৎ কহিলে আপনারা বিরক্ত হইবেন না। আমরা এই সভাতে প্রতি সপ্তাহে একত্র হইতেছি কিন্তু সভার প্রস্তাব্য বিষয় সকল যদি পূর্ব্বে স্থির করিয়া তদ্বিষয়ের কথোপকথন করা যায় তবে আমাদিগের আকাঙ্ক্ষিত লাভের বৃদ্ধি হইতে পারে। আর আমার বিলক্ষণ প্রত্যয় হইতেছে, এরূপ নিয়ম থাকিলে অনেক ব্যক্তি

বিশেষ ২ বিষয়ে বক্তৃতা করণের মানস প্রকাশ করিতে পারিবেন, আপনাদিগের কমিটীরা অনুমতি পাইলে কোন্ রাত্রিতে কি বিষয়ের বক্তৃতা হইবেক তাহাও স্থির করিতে পারেন, আর সভ্যেরা কোন্ রাত্রিতে কি হইবেক তাহা জানিতে পারিলে তদ্বিষয়ে বক্তৃতা করিতে প্রস্তুত হইতে পারেন ; এবং এনিয়মে অনেক লাভের সম্ভাবনা, প্রথমত, যে ব্যক্তি বক্তৃতা করিবেন তিনি পূর্ব্বে বক্তব্য বিষয়ের সর্ব্বাংশ বিশেষরূপে বিবেচনা করিবেন কারণ তিনি তদ্বিষয়ের উত্তম জ্ঞান ব্যতিরেকে কখন বক্তৃতাতে প্রবৃত্ত হইবেন না। আর পূর্ব্বে পাঠদ্বারা পরীক্ষা করিয়া এবং দেখিয়া সে বিষয়ের যাবদীয় অনুসন্ধান পাইয়াছেন তাহা সমুদয় আমাদিগকে জানাইবেন, এবং জ্ঞান বিষয় শৃঙ্খলামতে কহিতে চেষ্টা করিবেন এবং স্বীয় যুক্তি প্রবল করিতে ও যে সিদ্ধান্ত স্থির করিবেন তাহা পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করিতে যত্ন পাইবেন ; অন্যান্য ব্যক্তি তদ্বিষয়ে যদিও অভিজ্ঞ না হন তথাচ যাবৎ জানেন তাবৎ ব্যক্ত করিতে পারিবেন ; এবং কাহারো কোন বিষয়ে কোন ভ্রম বা দোষ থাকিলে সভাতে পরস্পরের বিবেচনা দ্বারা সে ভ্রম ও দোষ নষ্ট হইবেক। দ্বিতীয়ত লিখনের রীতির চর্চ্চাতে সভ্যদিগের অন্য উপকার হইবেক, তাহারা যে সকল পত্রাদি লিখিয়া আনিবেন পরস্পর আত্মীয় ভাবে বিতণ্ডা ব্যতিরেকে তাহার শৃঙ্খলা রীতি যুক্তি সিদ্ধান্ত এবং অন্যান্য বিষয়ের দোষগুণ বিবেচনা করিবেন, বিশেষতঃ যে ব্যক্তি যে বিষয় লিখিবেন তাঁহার তদ্বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানের আবশ্যক হইবেক কারণ তিনি প্রবল যুক্তি ও প্রমাণ ব্যতীত লিখিতে পারিবেন না সুতরাং তাহাতে তাঁহার যে পর্য্যন্ত বোধ জন্মিয়াছে তাহা জানাইতে চেষ্টা করিবেন, ঐ বিষয়ে যখন কোন অংশে আপনার অজ্ঞতা দেখিবেন তখন বিশেষ জ্ঞানোপার্জ্জনের ইচ্ছা অবশ্যই হইবেক, এইরূপে আপনার জ্ঞানবৃদ্ধি করিয়া তদ্দ্বারা অন্যের লভ্যোৎপাদন করিতে পারিবেন ; যখন তিনি দেখিবেন তাহার লিখন অন্যে বিবেচনা করিতেছে ও অপরাপরের লি[illegible]র সহিত তুলনা হইতেছে তখন সর্ব্বগ্রাহ্য এবং সকলের মান্য উৎকৃষ্ট লিখনের অনুরূপ লিখিতে স্বয়ং চেষ্টা করিবেন, এই রূপে তাঁহার স্বীয় লিখনের দোষমোচনে ও অনাবশ্যক বিষয় না লিখনে যত্ন হইবেক, এবং যত জ্ঞান বৃদ্ধি হইবেক ততই প্রমাণের দোষগুণ বিবেচনা পূর্ব্বক যুক্তি এবং সিদ্ধান্ত করণে ক্ষমতা হইবেক ; ইহাতে প্রথম ২ শ্রোতারূপে উপস্থিত ব্যক্তিরাও ক্রমে ২ বক্তৃতা করিতে পারিবেন এবং বাদানুবাদে কোন ভ্রম বা কুযুক্তি থাকিলে দেখাইয়া দিবেন আর যদি অধিক বক্তব্যতার বা প্রমাণের আবশ্যক হয় তাহাও জানাইতে পারিবেন সুতরাং সদ্বক্তৃতা শিক্ষারও এক উত্তম উপায় হইবেক। আপনাদিগের মিথ্যা জল্পনে প্রীতি জন্মাইতে আমার কখনই বাসনা নাই, অনির্গল কথনকে সদ্বক্তৃতা বলা যায় না, বক্তার সাহসোক্তিতেই যে সর্ব্বদা শ্রোতার বিশ্বাস জন্মে ইহাও অলীক ; যথোচিত ভাষাতে উপযুক্তরূপে উচ্চারণ ও ভঙ্গি দ্বারা মনের অভিপ্রায় প্রকাশ করণের ক্ষমতাকেই আমি সদ্বক্তৃতা কহি, এই সদ্বক্তৃতা বিদ্যা যে শ্রবণসুখদ এবং লোকের উপকারক তাহা সকলেই

স্বীকার করেন, সদ্বক্তৃতার ভাল ক্ষমতা থাকিলে যে বিষয়ে আমারদের জ্ঞান আছে তদ্বিষয়ানভিজ্ঞ অন্য ব্যক্তির জ্ঞানোৎপাদন অবলীলাক্রমে করা যাইতে পারে। আর যদি উত্তম বিষয়ে বক্তৃতা করা যায় তবে অবশ্য উত্তম ফল জন্মে; অনেক বিবেচনা, অনেক পাঠ এবং অধ্যয়ন, বক্তব্য বিষয়ের জ্ঞান, মনের প্রগাঢ়তা এই সকল গুণ সদ্বক্তৃতা বিদ্যোপার্জ্জনে আবশ্যক হয়। এ সভায় এইরূপে যথোচিত চর্চ্চা করিলে এই বিদ্যার উপার্জ্জন হইতে পারে আর যে সকল ব্যক্তির বক্তৃতাকরণে সাহস নাই তাঁহাদিগের ক্রমে সাহস জন্মিতে পারে যাঁহাদের অভ্যাস নাই তাঁহারা ক্রমশ অভ্যাস করিয়া পারগ হইতে পারেন যাঁহাদিগের কথা বিশৃঙ্খল তাহা সংলগ্ন ও সুশৃঙ্খল হইয়া অন্যের বোধগম্য হইতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি আমাদিগের এই কথোপকথনে অংশী না হন তথাপি তাঁহারা নিতান্তপক্ষে উপদেশও প্রাপ্ত হইবেন, এইরূপে অল্পই হউক অথবা অধিক হউক সকল ব্যক্তিরি লাভ সম্ভাবনা, বিশেষতঃ এতৎ সভা দ্বারা অধিক লাভ হইতে পারে কারণ এই সভার প্রস্তাব্য বিষয় সকল সমুদায় দেশের উপকারজনক তোমাদিগের এই দেশ পৃথিবীস্থ তাবৎ লোকের সমাদরণীয়, পৃথিবীর সকল দেশাপেক্ষা বাণিজ্য এবং শাসনাদি বিষয়ে এক প্রধান দেশের সহিত ইহার সম্পর্ক আছে, আর তোমাদিগের এই দেশে এখানকার ১৪ কোটি মনুষ্য আছেন, তদ্ভিন্ন পৃথিবীর যত লোক তাহার অর্দ্ধেকের সহিত এদেশের বিশেষ সম্পর্ক আছে, পরমেশ্বর প্রসাদাৎ তোমাদের এই দেশ হইতে ঐ অর্দ্ধেক লোকের জ্ঞানোদয় হইবার সম্ভাবনা। অতএব যখন তোমরা সকলে একত্র হইবে তখন এই বিবেচনা করিও "৫০ কোটি লোকের মধ্যে তোমরা উত্তমাবস্থাপন্ন সুতরাং সকলের প্রতি আমাদিগের বিশেষ কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে, এসিয়া খণ্ডে যত লোক আছে তন্মধ্যে কেবল আমরাই একত্র হইয়া সেই সকল লোকের এবং নিজের প্রতি রাজশাসনের উত্তমতা এবং সুখ ও সদবস্থা যাহাতে হয় তদনুসন্ধান করিতেছি, পরমেশ্বর আমাদিগকে যে মহাক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন তাহা তুচ্ছ করিব না, আমরা আকাঙ্ক্ষণীয় সদবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি এতদর্থে পরমেশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি, আমাদের যে আলোক আছে তাহা যেন অন্ধকার না হয় ও আমরা যেন অন্যকে কুপথগামী না করি।" আমি শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, কএক ব্যক্তি আপনাকে তোমাদিগের এবং তোমাদিগের দেশের উপকারী বলিয়া স্বীকার করেন অথচ তোমরা নিজের জ্ঞানবৃদ্ধি দেশের সদবস্থা এবং চতুর্দ্দিকস্থ দীন দরিদ্রের যে উপকার চেষ্টা কর তাহাতে অবজ্ঞা ও পরিহাস করেন; কিন্তু তোমরা ঐ সকল ব্যক্তির প্রতিবন্ধকতা গ্রাহ্য করিও না এবং তাহাদিগের উপহাস করিবার ক্ষমতা দেখিয়া ভীত হইও না, তাঁহারা পরিহাস করণার্থে যে সকল গ্লানিকর কথা বলেন তাহার উত্তর করিতেও যত্ন করিও না, সর্ব্বদা চেষ্টা কর তোমরা পরিহাসের পাত্র না হও; ঐ সকল ব্যক্তিরা যে তোমাদিগের আচরণের বিষয় নিন্দা করেন ও তোমরা কি কারণে কি কর্ম্ম কর, গ্লানি করিবার জন্য তাহার অনুসন্ধান করেন, সে সকলের

উত্তর জন্য তোমাদের বৃথা সময় নষ্ট করিবার আবশ্যক নাই। তোমাদিগের অন্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে, সেই কর্ম্ম করিলে অতিশীঘ্র তোমাদিগের গুণ প্রকাশ হইবেক; এক্ষণে লোকে তোমাদিগকে মিথ্যা নিন্দা করিতেছেন করুন কিন্তু তোমরা অচিরাৎ জ্ঞানবান্ ভদ্রলোকদিগের সমীপে যথেষ্ট প্রশংসা প্রাপ্ত হইবে। কোন২ ব্যক্তি তোমাদিগের এই প্রতিজ্ঞা অস্থায়ী বোধ করিয়া বর্ত্তমান নিন্দার যথার্থ পাত্র হইবার ভয়ে তোমাদিগের দল হইতে পৃথক হইতেছেন কিন্তু ইহাতে তাহাদিগের জ্ঞানিস্বভাব বা অনুগ্রাহকতা কিছুই প্রকাশ পাইতেছে না; আমার বিবেচনায় বোধ হয় তাহাদিগের এ সভায় আসিয়া নিজজ্ঞান ও সদ্বিবেচকতা গুণদ্বারা তোমাদিগকে সৎপরামর্শ দিয়া সাহায্য করা উচিত ছিল, কিন্তু তাঁহারা তদ্রূপ করিতেছেন না; যাহা হউক, এখন তোমাদিগের প্রতি বহুসংখ্যক লোকের চক্ষু পড়িয়াছে তোমাদিগের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইয়া আত্মকার্য্যে সাবধান থাকা উচিত, পরীক্ষাকালে যেন এই সচ্চেষ্টাতে উপহাস্য হইতে হয় না; যদিও তোমরা অন্যের সাহায্য ও সৎ পরামর্শের অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষী তথাপি যেন এমত প্রকাশ পায় যে তোমরা একাকীও কার্য্য সিদ্ধি করিতে পার; তোমরা এরূপে স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়া কর্ম্ম করিলে তোমাদিগের প্রতি লোকের যে ভ্রম আছে তাহা নষ্ট হইবেক, এবং তোমাদের উপহাস স্থগিত হইবেক ও অনেকে তোমাদিগকে প্রশংসা করিবেন; আর তোমাদিগের বন্ধু ও বল বৃদ্ধি হইয়া কর্ম্ম সফল হইবেক, কর্ম্ম সফল হইলে তোমাদিগের অভিভাবকতা ও প্রশংসা করিতে লোকের অভাব হইবেক না। আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি অতি গুরুতর ও মহত্তর বিষয়েতেও নিশ্চিত ফলের বলবতী অধ্যয়নে অথবা কোন বিষয়ের বিবেচনা করণেও বিশেষ তাৎপর্য্য ব্যতিরেকে লোকের প্রত্যাশা ব্যতিরেকে কখন অধিক দিন মনোযোগ থাকে না, অধিক মনোযোগ হয় না, ফলতঃ মহৎ উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে লোকের মনোযোগ হয় না; ফলতঃ মহৎ উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে বিশেষ যত্ন কখনই হয় না; ঘোড়দৌড় করণেতেও একটা সীমার আবশ্যকতা রাখে, নাবিকেরা যে জাহাজ চালায় তাহাদিগের অভিপ্রেত স্থানে উপস্থিত হইবার তাৎপর্য্য থাকে, কৃষকেরা শস্য প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাতেই বীজ বপন করে, যোদ্ধা জয় করিবার মানসে যুদ্ধ করে, গ্রন্থকর্ত্তারা যে পুস্তকাদি পাঠ করেন তাঁহাদিগেরও কোন তাৎপর্য্য আছে অর্থাৎ তদ্দ্বারা তাহারদিগের লিখনে ক্ষমতা জন্মাইবার বাসনা থাকে, শাসনকর্ত্তারা যে রাজনীতি অধ্যয়ন করেন তাহারও তাৎপর্য্য এই যে তদ্দ্বারা রাজসভাতে গুণ প্রকাশ হইবেক। হে বন্ধুগণ, তোমাদেরও যৌবনকালের মানসিক লোভাদির ও ভারতবর্ষ প্রযুক্ত সম্ভাব্যমান অসৎ প্রবৃত্তির নিবারণেচ্ছাতে অবশ্য কোন কারণ থাকিবেক যন্নিমিত্ত তোমাদিগের বিশেষ যত্ন হইয়াছে; সুতরাং তোমাদিগের বিশেষ শিক্ষারও আবশ্যকতা আছে। তোমাদিগের মধ্যে এমত কতকগুলিন লোকও দেখিতেছি যাহাদের কথা শুনিলে সেই পুত্রস্নেহান্ধ মাতাকে মনে পড়ে যিনি স্বীয় পুত্রের শিক্ষককে কহিয়াছিলেন যদবধি আমার পুত্র সন্তরণ না শিখে

তদবধি যেন জলের নিকট না যায়, ঐ সকল ব্যক্তিরদের মানস এই যে দেশের মধ্যে কতক গুলিন উপকারক মনুষ্য হয় কিন্তু সমুদ্র হইতে যেমন লক্ষ্মী সশস্ত্রা হইয়া আবির্ভূতা হইয়াছেন তদ্রূপ একেবারে প্রস্তুত দেশোপকারী দেখিতে প্রার্থনা করেন, আমি বোধ করি, এক্ষণে যে অদ্ভুত ঘটনার কাল নাই তাহা তাঁহারা বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন, গল্পের কাল গিয়াছে, প্রাত্যহিক ঘটনার কালই এখন উপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে কোন বিষয়ের সিদ্ধি করিতে হইলে তাহার উপায় চেষ্টা করিতে হয়, যুবাদিগের উপদেশ দান ব্যতিরেকে জ্ঞানী মনুষ্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা আর নাই। তোমরা ভারতবর্ষের ইদানীন্তন অবস্থা বিবেচনা কর ; যাহারা এদেশের বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন তাঁহারা সকলেই ভিন্নদেশীয় এখানকার শাসনকর্ত্তারা ভিন্নদেশোদ্ভব, হিতাহিতের পরামর্শকারিরা ভিন্নদেশোৎপন্ন, এখানকার পুরাবৃত্ত লেখকেরা এতদ্দেশীয় নহেন, এদেশের নিন্দাকারিরাও এখানকার মনুষ্য নয় ; আমার দুঃখের বিষয় এই যে এদেশের প্রশংসাকারীও কি ভিন্নদেশীয়কে হইতে হইল এদেশের লাভালাভের জন্য টৌন হালে যদি এক সভা হয় তাহাতে সকলই বিদেশীয় লোক বক্তা হইবেন, এদেশের লোকদিগের স্বার্থঘটিত কোন বিষয়ের জন্য ইংলণ্ডে লোক প্রেরণ করিতে হইলে তাহাও বিদেশীয় ব্যতিরেকে হইবেক না; কিন্তু এ সকল কি উচিত? আমি বোধ করি তোমরা উত্তর দিবে 'না'। এ অবস্থা কি থাকিবে? আমি প্রার্থনা করি, তোমরা ইহাতেও 'না' উত্তর দেও; যদি বল এ অবস্থার পরিবর্ত্ত কখন হইবে? উত্তর ক্রমশঃ বুদ্ধিশালী ও স্বদেশীয় শাসনকর্ত্তার ভাষাকথনক্ষম এবং উত্তম শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা যখন ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক পরিশ্রমশালী হইয়া এ দেশের বিষয় সকলে মনোযোগ করিবেন এবং অবস্থার কারণ ও ভবিষ্যৎ উপায় অনুসন্ধান করিবেন তখনই এ অবস্থার পরিবর্ত্ত হইবেক। তোমরা যে জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়াছ তাহা যে প্রকারে হইয়াছে সকলই জ্ঞাত আছ ; কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে এতন্নগরে এরূপ জ্ঞানের চর্চ্চা ছিল না, কতক গুলিন লোক জ্ঞান চর্চ্চার অভাবে দুঃখবোধ করিয়া তোমাদিগের শিক্ষা দানে উদযুক্ত হন, তাঁহারা কএক পাঠশালা এবং এক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাহাতে শিক্ষক এবং অধ্যাপক নিযুক্ত করেন, ঐ সকল শিক্ষকেরা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছেন, আমি তোষামোদ না করিয়া কহিতে পারি তোমরাও তাঁহাদের যত্ন বৃথা কর নাই ; ঐ সকল শিক্ষকেরা তোমাদিগকে আকাশের আশ্চর্য্য বস্তু প্রশংসা করিতে শিক্ষা দিয়াছেন, যে নিয়মে গ্রহ সকল ঘূর্ণায়মান হইতেছে ও সূর্য্য প্রকাশ পাইতেছেন এবং নদীতে যোয়ার ভাঁটা হইতেছে সে সকল তোমরা জানিয়াছ, এবং অন্তরিন্দ্রিয়াদি রূপ দেশে তোমাদের গতিবিধি হইতেছে, আর অন্তঃস্থ যে বস্তু দ্বারা সঙ্কল্প যুক্তি এবং সদসদ্বিবেচনা করিতেছ ও দৃশ্য এবং ঐহিক বস্তু হইতে অদৃশ্য চিরস্থায়ি বস্তু বুঝিতেছ এবং যাহার সাহায্যে আকাশ পথগামী হইয়া অলঙ্ঘনীয়াজ্ঞ জগৎকর্ত্তার স্বর্গীয় আনন্দধাম অবলোকন করিতেছ ঐ সকল শিক্ষকেরা সে বস্তুর গুণাদি প্রকাশ করিয়াছেন, তোমরা এতদ্দেশীয় লোকের মধ্যে বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া অনেক২ উচ্চপদ

প্রাপ্ত হইয়াছ, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি যদি তোমাদিগের নিমিত্ত বিদ্যালয় ও তন্মধ্যে শ্রেণী এবং শিক্ষক না থাকিত ও যদি জ্ঞানের প্রতিযোগী উদ্যম বর্দ্ধক নানা বিষয় তোমাদের মধ্যে উপস্থিত না হইত এবং তোমাদের পরীক্ষাদানের নিয়ম এবং অনেকের নিকট বক্তৃতাদি করণের প্রথা ও পরিতোষিক এবং বৃত্তি প্রাপ্তির রীতি না থাকিত তবে তোমরা কি প্রকারে এরূপ কৃতবিদ্য হইতে? আমি নিশ্চয় কহিতে পারি তোমরা কেবল ঐ সকল দ্বারাই বিদ্বান হইয়াছ, যাঁহারা এই প্রকারে সুশিক্ষিত হইয়াছেন তাঁহাদিগের দেশোপকারজনক বিদ্যোপার্জ্জনের নিমিত্ত উক্ত প্রকারে আর এক শিক্ষা আবশ্যক; কাহারা এতাদৃশ মানস নয় যে তাঁহারা অঙ্কবিদ্যা, ভূগোলবৃত্তান্ত, দর্শনশাস্ত্র, এবং প্রাচীন মতের আলোচনা ও ব্যাখ্যাতেই চিরকাল মগ্ন থাকেন, কারণ ঐ সকল বিদ্যার আলোচনা যদিও বৈষয়িক কর্ম্মের অত্যন্ত বিপরীত নয় তথাচ যে সকল বিষয় কর্ম্মে তোমাদিগকে নিযুক্ত হইতে হইবেক তাহার সহিত উহার বিশেষ সম্পর্ক নাই, ফলতঃ এক্ষণে যে প্রকারে বিষয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতেছে তাহাতে তোমাদিগের অন্যান্য বিষয় জ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন; আর আমার বোধ হয় না যে তোমারা ঐ সকল দর্শনাদি বিদ্যার চর্চ্চাতে প্রীতিপূর্ব্বক নিযুক্ত হও, কেন না সর্ব্বদা যে সকল বৈষয়িক কর্ম্ম তোমাদিগকে করিতে হইবেক তাহার সহিত তাদৃশ সম্পর্ক নাই; অতএব তোমরা যে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছ তদ্দ্বারা বৈষয়িক জ্ঞান লাভের উপায় করহ অর্থাৎ এক্ষণে সংসার কিরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে, তোমাদিগের উপস্থিত অমঙ্গল কি ২ কারণে ঘটিয়াছে, এবং দেশের ধারা ও রীতি কি প্রকার ও দেশস্থ লোকদিগের বুদ্ধি বিদ্যা স্বভাব আশয় এবং কর্ম্ম কিরূপ, বাণিজ্য এবং শিল্পবিদ্যা কিরূপে চলিতেছে, এখানকার জলবায়ু কিরূপ, শস্যাদি কেমন উৎপন্ন হয়, কি কারণে কৃষ্যাদির হানি হইতেছে, কিরূপে রাজস্ব গৃহীত হয়, কোন ২ দ্রব্য একাধিপত্যে আছে ও তাহার কিরূপ ব্যবসা হইতেছে, আদালত এবং পোলিসের কর্ম্ম কি প্রকারে চলিতেছে, কারাগার সকলের কি প্রকার অবস্থা, দস্যুবৃত্তির কিরূপ প্রাদুর্ভাব, সামান্য লোকেরা কি প্রকার অজ্ঞান, ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে কি কারণে দুর্ভিক্ষ হইয়া লোক মারা পড়ে, কি জন্য এখানকার দীন অন্ত্যজ জাতীয় লোককে এদেশে কৃষ্যাদি করিতে না দিয়া মরিচ উপদ্বীপে ইক্ষুর কৃষি করিতে লইয়া যাইতেছে, পৃথিবীর যাবতীয় দাস ক্রেতা অপেক্ষা অতি দুষ্ট উক্ত দ্বীপের কৃষ্যধ্যক্ষেরা পূর্ব্বে ক্রীতদাসদিগকে অত্যন্ত নিগ্রহ করিয়া ঐ সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন, এক্ষণে হঠাৎ এমন সদ্ব্যবহারী ও দয়ার্দ্রচিত্ত কি জন্য হইলেন এবং তাঁহাদিগের অধীনে কৃষি করিতে দরিদ্র লোকেরা এতাদৃক্ দূরদেশ হইতে সমুদ্র পার হইয়া কি লোভে যায়, এই সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করহ। আমি তোমাদিগকে স্বদেশ পরিত্যাগের দুঃখ না দিয়া ইংলণ্ড দেখাইতেছি। ইংলণ্ডের রাজশাসনের কি ধারাতে ইংলণ্ডীদিগের মধ্যে তোমরা বর্ত্তমান সময়ে কি প্রকার গণ্য হইতে পার এবং কি প্রকারে তোমরা আমাদিগের সহায়

হইতে পার ও তোমাদের স্বদেশের মহত্তর বিষয়ে সাহায্য করণের কিরূপ ক্ষমতা আছে এ সকল ব্যক্ত করিতেছি। অনেকে তোমাদিগকে কহিয়া থাকেন যে প্রকার রীত্যনুসারে তোমাদিগের শাসন হইতেছে তোমরা তদপেক্ষা উত্তম শাসনের উপযুক্ত নহ; একথা তোমাদিগের পক্ষে অত্যন্ত গ্লানিকর, অতএব এই নিন্দা সাধ্যানুসারে মোচন করিতে প্রতিজ্ঞা কর; কেহ ২ তোমাদিগকে বালক কহেন তাহা স্বীকার করহ, কিন্তু অধিক বয়স্কের ন্যায় বিবেচনাক্ষম হইতে চেষ্টা কর; কোন ২ ব্যক্তি বলেন তোমরা কেবল উন্মত্ততা প্রকাশ করিতেছ তাহাও সহ্য করিয়া আপনারদের জ্ঞানবৃদ্ধির চেষ্টা কর; তোমাদের অল্প বয়স্কতারূপ দোষ ক্রমশঃ সহজেই স্বয়ং পরিহৃত হইবেক, ফলতঃ তোমরা সে দোষের জন্য নিন্দনীয় হইতে পার না যেহেতু অল্প বয়স্কতা যদি দোষ হয় তথাপি তোমরা তাহার কারণ নহ; তোমরা কহিতে পার যে প্রাচীন ব্যক্তিদের তৃতীয় জর্জের অধিকার কালে জন্ম জন্য গুণ যেমন তাঁহাদিগের নহে তদ্রূপ চতুর্থ জর্জের রাজত্ব সময়ে আমাদিগের জনন জন্য যে দোষ হইয়াছে তৎ কারণও আমরা নহি; কেহ ২ কহেন তোমরা কেবল গোলযোগ করিয়া বেড়াইতেছ, বলুন, তোমরা যদি রাজকর্ম্মকারি ব্যক্তি বিশেষের প্রতি কটাক্ষ না করিয়া কেবল দেশোপকার চেষ্টায় নিযুক্ত থাক তবে কোন হানি নাই; আর যদি তোমরা প্রকাশ্যরূপে সভা করিয়া সভার কর্ম্ম তাবতের গোচর কর এবং আপনাদের মনস্থ ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকলকে জানাইতে চেষ্টা কর ও সৎপরামর্শ এবং বিজ্ঞ লোকের সদুপদেশ পাইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক কৃতকর্ম্ম সকলের বিদিত কর তবে কোন ২ ব্যক্তি তোমাদিগকে রাজদ্রোহী বলিয়া যে অপবাদ দিতেছেন তাহাতেও কোন ক্ষতি হইবেক না। তোমাদিগের যেন স্মরণ থাকে যে অত্যন্ত ব্যগ্রতাতে সৎকর্ম্মেরও হানি হয়, অতএব কেবল অভিপ্রায় উত্তম হইলেই কর্ম্ম সম্পন্ন হয় না, সদুপায় করণেরও আবশ্যকতা আছে। যখন আমরা কোন লোককে অবিচারক কহি তখন আমাদিগের বিচার করা উচিত, আমরা যখন কোন ব্যক্তিকে পক্ষপাতী অথবা অনুগ্রাহক বলি তখন আমাদিগের ঐ সকল দোষ হইতে পৃথক হওয়া উচিত, যখন আমরা কোন ব্যক্তিকে কহি যে ইনি দীনদরিদ্রের প্রতি নিগ্রহ করিতেছেন তখন আমাদিগের ঐ সকল ব্যক্তির প্রতি একাগ্রচিত্তে অনুগ্রহ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য, আমরা যখন বিদেশীয় লোকেরদের দোষ দেখাই তখন স্বদেশীয় লোকের দোষ ও দুষ্কর্ম্ম প্রকাশ করা উচিত, আমরা যাহা লিখিব এবং বলিব তাহাতে যেন সত্য কথা থাকে এবং সমুদয় সত্য হয়, এবং যে রোগের কথা কহিব তাহার প্রতীকারের উপায় প্রকাশ করি; এরূপ করিলে আমাদিগের সম্মুখে কি আশ্চর্য্য বৃহৎ পরিশ্রম ভূমি প্রকাশমান হইবেক এবং তাহাতে পরিশ্রম করিলে কি অনির্ব্বচনীয় নির্ম্মল সুখ্যাতির সম্ভাবনা; সদ্ব্যবহার করিলেই আমাদিগের বলবৃদ্ধি হইবেক এবং আমরা স্বচ্ছায় হইলে আমাদিগের পরাক্রম বাড়িবেক। শত্রু পক্ষীয়দিগকে আমাদের কৃতকর্ম্ম দেখাইয়া দিলেই

আমাদের উত্তর দেওয়া হইবেক ; আমরা ভারতবর্ষোপকারী বলিয়া যে সুখ্যাতির আকাঙ্ক্ষা করি তাহার দার্ঢ্য ও চিরস্মরণার্থক চিহ্ন কেবল বাক্যে না থাকিয়া যেন কার্য্যে থাকে। আমার ভরসা হইতেছে, এই নগরমধ্যে অতি শীঘ্র তোমাদের নাম এবং বৈঠক স্থান নির্ণীত হইবেক, অর্থাৎ তোমাদিগের বৈঠকের জন্য নির্ধারিত স্থান হইবেক এবং সভার আকৃতি হইয়া তৎকর্ম্ম নির্ব্বাহের সুনিয়ম স্থির হইবেক ও সভার এক উপযুক্ত নাম হইবেক ? কিন্তু যে পর্য্যন্ত এ সকল স্থির না হয় তদবধি যে প্রকারে আরম্ভ হইয়াছে তদ্রূপেই চলুক ; তোমরা যখন সভার বাহিরে থাকিবে তখনও যেন তোমাদের দেশোপকা[illegible]-জনক কর্ম্মের উপায় চেষ্টাতে মন থাকে। আমি কোন গ্রন্থ হইতে নিম্নলিখিত উপদেশ প্রদান করিতেছি, আপনারা ক্ষমা করিবেন, "তোমাদের শ্রদ্ধাতে সাহস, সাহসে ধৈর্য্য, ধৈর্য্যেতে পরস্পর ভ্রাতৃবৎ স্নেহ, এবং ভ্রাতৃস্নেহে দয়া যোগ কর" ইহা করিলে তোমাদিগের এই একত্র হওয়া ভারতবর্ষের বাস্তবিক আহ্লাদের বিষয় হইবেক এবং তাহাতে ভারতবর্ষের লাভ ও তোমাদের সুখ্যাতি উভয়ই হইবেক।

শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র টমসন সাহেবের মতের পোষকতার্থ কিঞ্চিদ্বক্তৃতা করিয়া কহিলেন কোন কারণ বশতঃ যেন সভ্যেরা ভগ্নোত্তম না হন।

বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ এক রচনা পাঠ করিয়া প্রস্তাবিত সভার অভিপ্রায় অত্যুত্তম বলিয়া বর্ণনা করিলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর বর্ত্তমান জমিদারি রীতিবর্গে যে অত্যাচার হইতেছে তদ্বিষয়ক এক রচনা পাঠ করিলেন।

মেং স্পিড টমসন সাহেবের প্রস্তাবিত বিষয়ের আনুকূল্যে কিঞ্চিৎ বক্তৃতা করিলেন এবং বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের উল্লেখিত মতে স্বীয় মত প্রকাশ করিয়া কহিলেন এতৎ সভায় এই বিষয়ের বিশেষ বিবেচনা করা [illegible]তি কর্ত্তব্য।

বাবু অভয়াচরণ বসু বক্তৃতা করিয়া কহিলেন এতদ্দেশীয় লোকেরা এই রাজশাসনে যে নানাবিধ ক্লেশভোগ করিতেছে তাহা সাহস পূর্ব্বক সর্ব্বদা বিজ্ঞাপন করা উচিত।

শ্রীযুক্ত বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এক দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া কহিলেন, ইংলণ্ডীয় লোকেরা অস্মদ্দেশীয় দিগকে সর্ব্বদা কুবাক্য কহিয়া থাকেন, তাহা অতি মন্দ এবং তাহাতে তাঁহাদিগের ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ হয়, বিশেষতঃ আইনের বিরুদ্ধ কর্ম্ম করা হয়। কারণ কোম্পানীর সনন্দ পত্রের ৮৫ প্রকরণে ঐ বিষয়ের স্মরণ আছে, পরে উক্ত বাবু সনন্দ পত্রের ঐ প্রকরণের প্রশংসা করিলেন।

সভা হইতে নিম্নলিখিত দুই বিষয়ের অনুসন্ধান করণ স্থির হইল।

মেং স্পিড সাহেব পোলিসের বর্ত্তমান অবস্থা অনুসন্ধানের প্রস্তাব করিলেন।

মেং টমসন সাহেব প্রজাদিগের বর্ত্তমান অবস্থা অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করিলেন।

রাত্রি ১১ ঘণ্টার সময় সভা ভঙ্গ হইল।

## হিয়ার সাহেবের প্রতিমূর্ত্তির চাঁদা। ২৪ মার্চ ১৮৪৩। ২য় খণ্ড ৮ সংখ্যা

আমরা শুনিলাম এ বিষয়ের জন্য ৮ হাজারের অধিক টাকা আদায় হইয়াছে; তন্মধ্যে ১৫০০ টাকা শতকরা ৫।০ সুদে ইউনিয়ন বেঙ্কে স্থাপিত হইয়াছে, এবং ৩১০০ টাকার কোম্পানীর কাগজ খরিদ হইয়াছে। কলিকাতার কোন সম্ভ্রান্ত হৌস দ্বারা লণ্ডন নগরের কোন হৌসে টাকা প্রেরণ করা যাইবেক এবং ইটালিতে প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণে অল্প ব্যয় কারণ তথায় প্রস্তর অতি সুলভ ববং ভাস্করের বেতন অত্যল্প এজন্য লণ্ডনের সেই হৌস দ্বারা তথায় টাকা পাঠান যাইবেক এই বন্দোবস্ত অতি শীঘ্র হইবেক অতএব নগরের এবং প্রদেশের যে ২ মহাশয়ের ঐ বিষয়ের চাঁদায় স্বাক্ষর করিয়া অদ্যাপি মুদ্রা প্রদান করেন নাই তাহারা মনোযোগ করিয়া শীঘ্র প্রদান করুন, আমাদের এস্থলে একথা উল্লেখের আবশ্যক নাই, যিনি শীঘ্র দান করেন তাঁহার দ্বিগুণ দেওয়া হয়।

## মৃত রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ চিহ্ন। ১৬ জুলাই ১৮৪৩। ২য় খণ্ড ২৩ সংখ্যা

আমাদিগের স্বদেশীয় মান্য মৃত রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ চিহ্ন প্রস্তুত করণার্থ প্রায় ৮ বৎসর অতীত হইল শ্রীযুত স্যার জে পি গ্রাণ্ট, টারটন এল ক্লার্ক, জে সদরল্যাণ্ড, জি টি গার্ডেন, জে এইচ এস্‌মোন, রোস্তমজী কাওয়াসজী এবং বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক, ও বিশ্বনাথ মতিলাল কমিটীরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, ইহাদিগের দ্বারা উক্ত বিষয়ের কোন কার্য্য দৃষ্ট না হওয়াতে আমরা গতবর্ষীয় জুলাই মাসের স্পেক্‌টেটর পত্রে কিঞ্চিৎ লিখিয়া ঐ সকল মহাশয়দিগকে তদ্বিষয়ে মনোযোগ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম; বেঙ্গল হরকরা ফ্রেণ্ড আব ইণ্ডিয়া ও চার্চ্চ আব ইংলণ্ড মেগিজিন সংবাদপত্র সম্পাদকেরাও আমাদের সহিত একমত হইয়া এবিষয়ের আন্দোলন করিয়াছিলেন, তাহাতে আমারদের আশ্বাস হইয়াছিল যে কমিটী সতর্ক হইয়া উক্ত বিষয় সম্পাদনার্থ যে ২ উপায় করণ আবশ্যক তাহাতে নিযুক্ত হইবেন অথবা তদ্বিষয় কি পর্য্যন্ত সম্পন্ন করিয়াছেন স্বাক্ষর-কারিদিগকে তাহার রিপোর্ট দিবেন, কিন্তু আমরা খেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে আমাদের যে ২ বিষয়ে আশ্বাস ছিল তাহার কোন অংশে কমিটী কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগ করেন নাই।

কমিটী কি নিমিত্ত উক্ত বিষয়ে অমনোযোগী হইয়াছেন তাহা আমরা অবগত নহি, যাহা হউক কমিটী স্বাক্ষরকারি মহাশয়দিগের প্রতিনিধি স্বরূপ, যত টাকা আদায় ও ব্যয় করিয়াছেন ও যাহা প্রাপ্য আছে তাহাদিগকে এসকলের হিসাব দিতে হইবেক, অতএব তাঁহারা অর্পিত ভারের সম্পাদনার্থ কি পর্য্যন্ত করিয়াছেন তাহার রিপোর্ট প্রকাশ করা উচিত। সাধারণ লোকেরা কমিটীর অমনোযোগের কারণ এ পর্য্যন্ত কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। আমরা ভরসা করি যদবধি উক্ত বিষয়ের কোন কার্য্য না হয় তদবধি অন্যান্য সংবাদ সম্পাদকেরা স্ব ২ পত্রে এতদ্বিষয়ে আন্দোলন করিতে ক্ষান্ত হইবেন না।

পাঠকবর্গ সন্নিধানে এতদ্বিষয়ে পুনঃ ২ উল্লেখ করাতে আমাদের মৃত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়েম প্রতি আত্ম কর্ত্তব্য কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান হইতেছে, তাঁহার বিদ্যাবৃদ্ধি বিষয়ে পরিশ্রম ও দেশের সভ্যতা ও দেশস্থ জনগণের রাজ সম্বন্ধি সদবস্থা বৃদ্ধির যত্ন বিষয়ে আমরা যত চিন্তা করি ততই আমাদের বোধ হয় যে তাঁহার নাম অস্মদ্দেশীয় লোকের ভাবি বংশাবলির মধ্যে চির স্মরণীয় করা অতি কর্ত্তব্য, যদিও এতদ্দেশীয় সাধারণ লোকেরা তাৎকালীক অজ্ঞতাহেতু উক্ত মহাত্মার সদাশয়তা ও অন্তঃকরণের মহত্বের কিম্মৎ বুঝিতে পারেন নাই তথাচ ইংলণ্ডীয়েরা তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সম্মান ও ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি কএক সপ্তাহ ফ্রান্সদেশে বাস করিয়াছিলেন এবং তথাকার রাজা লুইস ফিলিপের সহিত অনেকবার ভোজন করিয়াছিলেন ; লার্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর তারিখের আপনার মিনুট বইতে লিখিয়াছিলেন যে "রাজা রামমোহন রায় ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় জ্ঞানী হিন্দুধর্ম্মের ভ্রম ও দোষ প্রদর্শন পুরঃসর সতীধর্ম্ম নিবারণার্থ বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মত এই যে ব্রহ্মজ্ঞানই হিন্দুদিগের বাস্তবিক ধর্ম্ম"। এই রূপে বহুতর ব্যক্তিরা উক্ত মহাত্মার প্রশংসা করিয়াছেন জেরিমি বেন্থেম সাহেব ঐ মহাশয়ের মহাগুণের প্রশংসা করত কহিয়াছিলেন যে "রাজা রামমোহন রায় ৩৫ কোটি দেবতা মানিতেন না, তিনি অস্মদাদি হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সত্যধর্ম্মের যথার্থ জ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিলেন" ঐ সাহেব উক্ত মহাত্মার এতাদৃশ সদগুণগায়ক হইয়াছিলেন যে এক সময়ে তাঁহাকে মনুষ্য জাতির উপকারের প্রধান সহকারী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন।

## হিন্দু ফিলেডেলফিক সোসাইটি। ১৬ই জুলাই ১৮৪৩। ২য় খণ্ড ২৩ সংখ্যা

হিন্দু কলেজের ও ওরিএন্টেল সেমিনরির কতিপয় সুশিক্ষিত ছাত্রেরা পরস্পর বিদ্যার আলোচনার নিমিত্ত হিন্দু ফিলেডেলফিক নামক এক সভা সংস্থাপিতা করিয়াছেন ; মেষ্টর এইচ জেফ্রি সাহেব ঐ সভার সভাপতি। আমরা শুনিলাম উক্ত সভাপতি মহাশয় তৎসভার সভ্যদিগকে ইংলণ্ডীয় আইন বিষয়ক কতিপয় উপদেশ প্রদান করিবেন। সভার গত বৈঠকে বাবু লাড্লিমোহন দত্ত কুলীনদিগের বিবাহ বিষয়ক এক পত্র পাঠ করিয়াছিলেন, কুলীনদিগের বহু বিবাহে যে ২ দোষ ঘটে ঐ পত্রে তাহা বিশেষরূপে বর্ণিত ছিল এবং তিনি লিখিয়াছিলেন যে বহুবিবাহ শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়েরি বিরুদ্ধ, বিশেষতঃ কুলীন ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় কেবল অর্থের নিমিত্ত বিবাহ করিলে স্ত্রী পুরুষের পরস্পর প্রণয় ও দার পরিগ্রহের তাৎপর্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না, উক্ত বাবুর এই মত আমরা আহ্লাদ-পূর্ব্বক প্রামাণ্য করি যেহেতু পরমেশ্বর পুরুষ জাতীয়দিগের সাহায্যার্থে এবং সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইয়া পুরুষের কর্ম্মে উৎসাহ প্রদান নিমিত্ত স্ত্রী জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন অতএব এতাদৃশ স্ত্রীলোকদিগেকে কেবল অর্থের নিমিত্ত ব্যবহার করিলে জগদীশ্বরের সৃষ্টির

বিরুদ্ধ কর্ম্ম করা হয়। লাড্‌লিমোহন বাবু এই বলিয়া পত্র সমাপ্ত করিয়াছেন যে শিশুবোধ ও সহমরণ দ্বারা স্ত্রীহত্যা প্রতি গবর্ণমেণ্ট যে প্রকার হস্তক্ষেপ করিয়া তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন এসিষয়ে তদ্রূপ মনোযোগ করুন, এবিষয়ে তাহার সহিত আমরা একমত হইতে পারি না কারণ প্রজার প্রতি রাজ্যধিপতির কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিবেচনা করিলে বিচার মতে আমরাও এ বিষয়ের প্রার্থনা করিতে পারি না এবং গবর্ণমেণ্টও কোন আজ্ঞা প্রচার করিতে পারেন না।

## ভারতবর্ষের দাসত্ব লোপ। ১নবেম্বর ১৮৪৩। ২য় খণ্ড ৩৭ সংখ্যা

( সম্পাদকীয় )

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ১৮৪৩ শালের ৫ আইনের বিষয় পালিয়ামেণ্ট মহাসভার বিজ্ঞবর অধ্যক্ষ মহাশয়দিগের সমীপে বিজ্ঞাপন করাতে কোর্ট আব এসোসিএসনের কর্ম্ম কর্ত্তারা কোর্ট আব ডিরেক্টারদিগের সন্নিধানে যে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন আমরা তদবিকল প্রকাশ করিতেছি।

"আপনারা ভারতবর্ষে দাসত্ব লোপ করিয়া যে যশস্কর কর্ম্ম করিয়াছেন তন্নিমিত্ত আমরা আপনাদিগকে অতিশয় ধন্যবাদ করি, আমরা তোষামোদ করিয়া আপনাদিগকে সুখ্যাতি গান করিতেছি না আপনারা যথার্থ প্রশংসার কর্ম্ম করিয়াছেন, ভারতবর্ষে রাজ শাসন বিষয়ে আপনাদিগের যে ২ দোষ আছে আমরা সর্ব্বদা প্রকাশ করিয়া থাকি এবং যদবধি আপনাদিগের ঐ বিষয়ে ত্রুটি থাকিবেক তদবধি তৎপ্রকাশে ক্ষান্ত হইব না কিন্তু আপনারা সেখানকার দাসত্ব লোপ করিয়া যে মহৎ এবং সৎ কর্ম্ম করিয়াছেন তন্নিমিত্ত আপনাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

আমরা প্রার্থনা করি পরমেশ্বর এই মহোপকারি কর্ম্মকরণ জন্য আপনারদিগকে আশীর্ব্বিধান করুন আর যে ভারতবর্ষে আপনারদিগের একাধিপত্য সেখানকার মঙ্গলান্বেষণে যেন আপনাদিগের মন থাকে আপনকারদিগের উপরেই সেখানকার সমুদায় কর্ম্মের ভার অতএব যদি আপনারা সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া বিবেচনা পুরঃসর কার্য্য করেন তবে আপনাদিগের যথেষ্ট গৌরব হইবেক। আমরা বিনয়পূর্ব্বক আপনাদিগের নিকট এই প্রার্থনা করি ভারতবর্ষে যে সমস্ত দ্রব্য একাধিপত্যে রাখাতে তদ্দেশের অনিষ্ট ঘটিতেছে সে সকল সামগ্রীর একধিপত্য আপনারা পরিত্যাগ করুন, আর ভারতবর্ষের বাণিজ্য বিষয়ে কতক গুলিন অন্যায় প্রতিবন্ধক থাকাতে তদ্দেশীয় ব্যবসায়ি লোকেরদের পক্ষে অনেক হানি হইতেছে আপনারা যদি ঐ সকল প্রতিবন্ধক দূর করিয়া দেন তবে সেখানকার লোকেরা অস্মদ্দেশোৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রী বিনিময় করিয়া লইতে পারে তাহাতে উভয়দেশীয় লোকদিগের বাণিজ্য বিস্তৃত হইয়া সুখবৃদ্ধির এতাদৃশ সদুপায় হয় যে

পৃথিবীতে কখন কাহারো তাদৃক উপায় দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আমাদের দেশের লক্ষ্য ২ মনুষ্য যেমন কর্ম্মাভাবে ক্লেশ পাইতেছে ভারতবর্ষীয়দিগেরও পরিশ্রম করণের প্রতি নানাবিধ প্রতিবন্ধক থাকাতে তাহারাও তদ্রূপ দুঃখ পায়, আর আমরা তদ্দেশীয় লোকদের উপরে পূর্ব্বে অনেক দৌরাত্ম্য করিয়াছি অতএব এক্ষণে যদি সৎকর্ম্ম করা যায় তবে তাহাদিগের সে দুঃখ দূর হইবেক।

আপনারা ভারতবর্ষে দাসত্ব লোপ করিলেন এক্ষণে যদি উত্তমরূপে শাসন করেন তবে ঐ বিষয় দ্বারা অন্য এক উপকার দর্শিবেক অর্থাৎ ইউনাইটেড দেশে এবং ব্রেজিলদেশে যে দাস করণের ব্যাপার আছে তাহা আর থাকিবেক না কারণ অতঃপর ভারতবর্ষের স্বাধীন লোকেরা যদ্রূপ সামগ্রী প্রস্তুত করিবেক উক্ত দেশদ্বয়ের দাসদিগের দ্বারা তদ্রূপ দ্রব্য উৎপন্ন হইবেক না এখন আমরা চিনি তুলা এবং উষ্ণ দেশজ অন্যান্য সামগ্রী ভারতবর্ষ হইতে এবং ইংলণ্ডাধিকৃত এষ্টইণ্ডিস হইতে আনাইব সুতরাং আমেরিকায় দাস করণের ব্যাপার আপনা হইতে লুপ্ত হইবেক। অবশেষে আমারদিগের প্রার্থনা এই যে পরমেশ্বরের প্রতি এবং মনুষ্য জাতির পক্ষে আপনাদিগের যাহা কর্ত্তব্য তাহাতে যেন অমনোযোগ না হয়, আপনারা ভারতবর্ষের হিত চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন তদ্দেশীয় লোকেরা বিস্তর দৌরাত্ম্য সহ্য করিয়াছে এক্ষণে তাহাদের উপকার করণে নিয়ত প্রবৃত্ত থাকুন আর সেখানকার বাণিজ্যের প্রতিবন্ধক সকল দূর করিয়া অস্মদ্দেশীয় জনগণের জীবিকার পথ বিস্তৃত করুন।

আমরা পুনশ্চ আপনাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করত পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি যে ভারতবর্ষের দাসত্ব লোপ পুরঃসর তদ্দেশের হিতজনক কর্ম্ম সম্পাদন করিতে আপনারদের যে উদ্যোগ হইয়াছে তাহার যেন শমতা না হয়।"

আমরা পূর্ব্বে কহিয়াছি যে উক্ত আইন দ্বারা এদেশের পক্ষে বিশেষ উপকার হইবেক এবং লক্ষ ২ লোক স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইবেক কিন্তু ঐ আইন প্রবল করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট কি উপায় করিয়াছেন? যাহা হউক, যদি এতদ্বিষয়ে সদুপায় করেন তবে মহামহা সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইবেন।

## রাইয়ত। ১ নবেম্বর ১৮৪৩। ১ম খণ্ড ৩৭ সংখ্যা

শ্রীযুত বেঙ্গাল স্পেক্টেটর সম্পাদক সমীপেষু।

হে মহাশয়।

বঙ্গদেশীয় রাইয়তদিগের অবস্থা দেখিয়া অনেকের মনে দুঃখ উপস্থিত হয়, ইহাদিগের ক্লেশের কারণ জানা এবং তন্নিবারণের উপায়ান্বেষণ ও ইহাদের পক্ষে সাহায্য প্রদান করা অতিশয় সন্তোষজনক বটে কিন্তু এই সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করা অতি কঠিন এবং এ বিষয়ে ক্ষমতাও অত্যল্প লোকের আছে।

রাইয়তেরা অতিশয় দীন ও নিরাশ্রয়, এক্ষণে এ প্রকার হইয়াছে যে রাইয়ত এই শব্দ উচ্চারণ করিলেই দরিদ্র মনুষ্য বুঝা যায়, তাহারা বিজাতীয় পরিশ্রম করে তথাচ স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ হয় না তাহারা যে ক্লেশে প্রাণ ধারণ করে পশুদিগের সহিত তুলনা করিলে বরঞ্চ পশুদিগকে সুখী বোধ হয় কারণ পরমেশ্বর পশুদিগের গ্রাসাচ্ছাদন একেবারে নিদ্দিষ্টই করিয়া দিয়াছেন আমার দুঃখের বিষয় এই যে রাইয়তেরা পরমেশ্বরের সৃষ্টিতে প্রধান মনুষ্যের তুল্য হইয়াও কেবল দরিদ্রতা হেতুক শারীরিক ও মানসিক অপর্য্যাপ্ত ক্লেশ ভোগ করে।

জমীদারদের দৌরাত্মাতেই প্রজাগণকে দুঃখভোগ করিতে হয়, লার্ড কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ি বন্দোবস্তকালীন জমীদারদিগকে ক্ষমতা প্রদান করাতেই তাহাদের রাইয়তদের উপর দৌরাত্ম্য করণের পন্থা হয়। ১৭৯৩ শালের ১৭ আইনের ২ প্রকরণ দ্বারা ভূম্যধিকারিরা যে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন তাহাতে জমীদারেরা রাইয়তদের উপর যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন অতএব ঐ আইনের দ্বারা প্রজাগণের পক্ষে কেবল অহিত হইতেছে, আমাদের বোধ হয় আইন কর্ত্তা মহাশয় মহৎ ছিলেন অতএব ঐ আইনে মহৎ লোকদের উপকার করিয়া গিয়াছেন কিন্তু আপন অধীনস্থ দরিদ্র প্রজাগণের দুঃখ ভাবেন নাই, কিরূপে স্বসমান প্রধান লোকেরদের মঙ্গল হইবেক কেবল ইহাই বিবেচনা করিয়াছিলেন। ভূম্যধিকারিদিগকে এতাদৃশ ক্ষমতার্পণের অন্য কারণ এই যে গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের নিকট হইতে অনায়াসে খাজানা আদায় করিতে পারিবেন সমারিস্থটে মোকদ্দমা হইবার যে প্রথা হইয়াছে তাহাতেও রাইয়তেরা ক্লেশ পায় আমার অনুমান হয় ব্যবস্থাপক মহাশয়েরা রাজস্ব সংগ্রহের সুবিধার নিমিত্ত উক্ত প্রকার মোকদ্দমার আইন করিয়াছেন, এবং খাজানার জন্য রাইয়তদিগকে অবরোধ করণের আইন করাতে জমীদারেরা প্রকাশ্যরূপে প্রজাগণকে যন্ত্রণা দেয়। ১৭৯৩ শালের ১৭ আইনের ২১ প্রকরণানুসারে খাজানা আদায়ের নিমিত্ত রাইয়তদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারিত না কিন্তু ১৭৯৯ শালের ৭ আইনের ১৮ ধারাতে তাহা রহিত হইয়া এই হুকুম হইয়াছে যে যদি কেহ অন্তঃপুরে মালামাল লুকাইয়া রাখে তবে পোলিসের একজন লোক সর্ম্ভব্যবহারে লইয়া অন্বেষণ করিতে যাইতে পারিবেক, পোলিসের লোকেরদের চরিত্র সকলেই জ্ঞাত আছেন, অতএব ঐ আইনে রাইয়তদিগের পক্ষে যে কি পর্য্যন্ত মন্দ হইয়াছে সকলে জানিতে পারিতেছেন।

জমীদারদের দৌরাত্ম্য নিবারণার্থ ও প্রজাগণের দুঃখ মোচনার্থ ১৭৯৩ শালের ১২।১৩।১৪।১৫।১৬ ধারাতে যে উপায় করিয়াছেন তাহা প্রায় মফঃসলের ভূম্যধিকারিরা মান্য করেন না অর্থাৎ তদনুসারে কার্য্য হয় না। লিডেন হালের লোকেরা রাইয়তদিগের পরিশ্রম দ্বারা সুখভোগ করেন ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট প্রজাগণের এতাদৃশ দুঃখ দেখিয়া যদি তন্নিবারণের উপায় না করেন তবে আমরা তাহাদিগকে দোষী করিতে পারি আর গবর্ণমেণ্ট আপনি কহিয়াছেন যে যুদ্ধ সম্পর্কীয় সৈন্যগণ দ্বারা এতদ্দেশ রক্ষিত হইয়াছে

এক্ষণে এমত কহিতে পারিবেন না অপ্রতুলের জন্য রাইয়তদিগকে ক্লেশ দিয়া ধনাহরণ করিতেছেন অতএব প্রজাগণের দুঃখ দেখিয়া সভ্য গবর্ণমেণ্টের নিচেষ্ট থাকা উচিত হয় না যাহাতে প্রজার ক্লেশ দূর হয় শীঘ্র তাহা করা কর্ত্তব্য কিন্তু এখানকার সভ্যতা নামমাত্র তদ্দ্বারা ফল কিছুই হয় না।

২২ আক্তোবর ১৮৪৩

কস্যচিৎ পাঠকস্য।
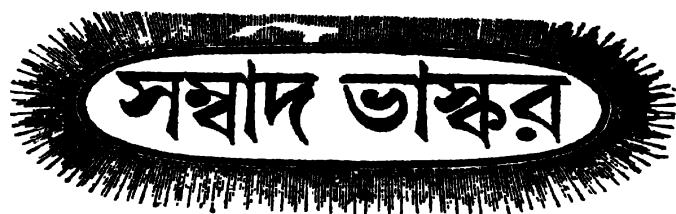
রচনা-সংকলন

# সমাজ ও অর্থনীতি

সম্বাদ ভাস্কর

# সমাজ ও অর্থনীতি

## চিঠিপত্র। ৮ ডিসেম্বর ১৮৪৯। ১০১ সংখ্যা

সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

পরহিতৈষি বিজ্ঞবর মহাশয়, ইহার পরে এ দেশের দশা কি হইবে আমি সেই চিন্তায় চিন্তিত হইয়াছি, এক কোম্পানীর কাগজের সুদের উপর এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিশেষতঃ কলিকাতা বাসি ধনিগণের প্রায় নির্ভর ছিল, সে কাগজ বাজারে প্রায় অচল হইয়াছে, চারি টাকা সুদি লক্ষ টাকার কাগজ বাজারে বিক্রয় করিতে গেলে পঁচিশ হাজার টাকা নোকশান দিয়াও বিক্রী হয় না চারি টাকা সুদি কাগজের গ্রাহক নাই বলিলেও হয়, গবর্ণমেণ্ট পাঁচ টাকা সুদি কাগজ বাহির করিয়া চারি টাকা সুদি কাগজ ক্রয়ি ধনিগণকে একেবারে সারিয়াছেন, এবং বাজারে টাকার যে রূপ গতিক দেখা যাইতেছে তাহা জ্ঞান হয় গবর্ণমেণ্টকে অতি শীঘ্র ছয় টাকা সুদি কাগজ বাহির করিতে হইবেক তাহা হইলে সাধারণ লোকেরা পাঁচ টাকা সুদি কাগজকেও এইরূপে হেয় জ্ঞান করিবেন, কিন্তু আমি ইহাও বলিতেছি ছয় টাকা কোথায় আছে বারো টাকা সুদি কাগজ বাহির করিলেও গবর্ণমেণ্ট আর এদেশে অধিক টাকা পাইবেন না, সম্পাদক মহাশয়, আমি বিলাতীয় হুণ্ডী, কোম্পানির কাগজ ক্রয় বিক্রয় করিতাম, এবং প্রজা লোককে ধান্যের বাড়ি নিয়মে ধান্য দিতাম, আর অগ্রায়ণ ও পৌষ মাসে ধান্য কাটা হইলে জমীদারেরা রাজস্বের জন্য ধান্যক্ষেত্রে আটক করিতে আমি অধিক সুদি খত লেখাইয়া লইয়া প্রজাদিগকে রাজস্বের টাকা দিতাম, এবং সোণারূপা হীরকাদি বন্ধক রাখিয়া ভদ্রলোকদিগকে গত পাঁচ বৎসরে অনেক টাকা দি..ছি. এইক্ষণে বাজার এমত মন্দ হইয়া উঠিয়াছে আসল টাকা দূরে মরুক তাহার পাঁচ আনা বাদ দিয়াও মুলধন উঠাইবার উপায় দেখিতেছি না, কোম্পানির কাগজ বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিয়াছি, কিঞ্চিৎ লাভের জন্য চারি টাকা সুদি এক লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ ক্রয় করিয়াছিলাম। কোম্পানি বাহাদুর পাঁচ টাকার কাগজ বাহির করিয়া দিলেন অমনি চারি টাকার কাগজের দর কম হইয়া পড়িল, তখন যদি হাজারে কিছু টাকা নোকশান করিয়া ছাড়িয়া দিতাম তবে এখন এত দুঃখ হইত না, তৎকালে কুবুদ্ধি হইয়াছিল কিছুকাল পরে কাগজের মূল্য বৃদ্ধি হইবে কিন্তু এইক্ষণে সেই কাগজ মাটী হইয়া গিয়াছে, অতএব আশী হাজার টাকার কাগজ পড়িয়া রহিয়াছে, এবং বিলাতি হুণ্ডীর প্রতি আর কেহ বিশ্বাস করেন না, বাণিজ্য হৌসের মহামারীর পুর্ব্বে অনেক টাকার হুণ্ডী ক্রয় করিয়া সে টাকা জলে দিয়াছি অতএব আর বিলাতীয় হুণ্ডীর নাম করি না, ধান্যের বাড়িতে অনেক ধান্য লাভ পাইতাম, অগ্রায়ণ পৌষ মাসে ঐ সকল ধান্য গোলাজাত করিয়া রাখিতাম, পর বৎসরের বৈশাখাবধি

কার্ত্তিক পর্য্যন্ত উচ্চ মূল্যে তাহা উঠিয়া যাইত, গত বৎসরের ধান্য সকল গোলা পরিপূর্ণ রহিয়াছে, গত বৎসর ধান্যের মূল্য বৃদ্ধি হয় নাই, এবং ভূমিতে বীজ বপণকালে বৃষ্টি হইল না, প্রজারা ধান্যের চাস করিতে পারিল না সুতরাং তাহারদিগকে বাড়ি দিতে ভরসা করিতে পারি নাই, এবং যাহারা অধিক সুদে রাজস্বের জন্য টাকা কর্জ্জ করিতে আসিত তাহারদিগকেও টাকা দিতে ভীত হইলাম, রাজস্ব দিবার জন্য তাহারা আমার নিকট হইতে যে টাকা লইবে তাহারদিগের ধান্য বিক্রয় করিয়া তাহা পাইবেক না, ঘরের টাকা দিয়া অনর্থক বিবাদ ক্রয় করায় প্রয়োজন বিরহ, কিন্তু এবৎসর অনেক জমীদার পেঁচে পড়িয়া গিয়াছেন, অন্যান্য বৎসর প্রজাদিগের ধান্য ক্রোক করিয়া রাখিতেন, প্রজারা অনেকে আমার নিকট হইতে টাকা লইয়া যাইয়া রাজকর দিত, এবৎসর আমি টাকা দিলাম না অনেক প্রজা ক্ষেত্রে ধান্য রাখিয়া পলায়ন করিয়াছে, এইক্ষণে সে ধান্য বিক্রয় হইবেক না জমীদারেরা আগামি লাট বন্দি সময়ে বিশঙ্কট শঙ্কটে পড়িবেন।

অনেক জমিদার লাট বন্দি সময়ে স্ত্রীপুত্রাদির অলঙ্কারাদি বন্ধক রাখিয়া টাকা কর্জ্জ করিয়া কালেকটর সাহেবদিগকে টাকা দিতেন এইক্ষণে আর সোণারূপা জহরাতাদির সে মূল্য নাই, আঠারো টাকার খুজরা সোনার মূল্য তের টাকা হইয়াছে খাঁটি রূপার অলঙ্কার বাসনাদির ভরি বারো আনাতেও কেহ লয় না, হীরা পান্না মুক্তাদি বিক্রয় করিতে গেলে জহরিরা বলে চাহে না পঁচিশ হাজার টাকা মূল্যের এক হীরার কণ্ঠা আমার নিকট বন্ধক রাখিয়া কোন ধনিলোক কালেকটার খাজনার জন্য ১২৫৪ সালের ১৭০০০ সতেরো হাজার টাকা লইয়াছিলেন এপর্য্যন্ত সুদ দেন নাই, সুদ ছাড়া আসল টাকা দিলেও আমি আহ্লাদ পূর্ব্বক লইতাম তাহাও দিতে পারেন নাই, কাযেই তাঁহার হীরার কণ্ঠা বাজারে পাঠাতে হইয়াছিল তাহাতে আসল মূল্যও হইল না, আরো অনেকের সোণারূপা আমার নিকট বন্ধক আছে, আমি যখন ঐ সোণারূপা রাখি তখন আমার সেকরাকে ডাকাইয়া কষ্ঠি পাতরে পরীক্ষা করিয়া স্বতন্ত্র চাঁচনীর সহিত বন্ধকী সোণা রূপা সমান হইল কিন্তু বাজারে সে মূল্যে বিক্রয় হয় না, ঋণদিগের অপরাধ নাই আমি তাহারদিগের সহিত বিবাদ করিতে পারি না আমাকেই ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে, ইহাতে দেশের এই দুর্দ্দশা হইল কেহ দ্রব্যাদি বন্ধক দিয়াও টাকা পাইবেন না, ইহার পরে ভারতবর্ষের সেই দশা উপস্থিত হইবে যেমন শুনিয়াছি এক সময়ে ইংলণ্ডে এক গোপনীয় বাজার করিয়া ইংরেজরা আপনারদিগের বিবিগণের কপালে টিকীট দিয়া বিবি ক্রয়ের মূল্য লিখিয়া অবলাগণকে সেই মূলে বিক্রয় করিতে ঐ বাজারে পাঠাইয়াছিলেন, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া শঙ্কা হইতেছে এদেশের দশা কি হইবে আমারদিগের রাজ্যপালেরা চতুর্দ্দিগে রঙ্গস্থলে রঙ্গ করিতেছেন, এদিগে অধীন রাজ্য নিধন হয় তাহা দেখেন না, আশা আছে নীলামের পূর্ব্বে সূর্য্য থাকিতে থাকিতে টাকা পাইবেন কিন্তু এরাজ্যে টাকা নাই, পরিশেষে অন্য জমীদারী গবর্ণমেণ্টের ঘাড়ে পড়িলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

কস্যচিৎ মহাজনস্য।

## সম্পাদকীয়। ১২ মার্চ ১৮৪৯। ৫৮৫ সংখ্যা

'কলিকাতা রাজধানীর উত্তরভাগে অর্থাৎ বাঙ্গালী পাড়ার লোকেদের সৌভাগ্য দেখা দিল, নগর শোভাকারি কমিসনরেরা উত্তরভাগের নর্দ্দমা পরিষ্কার করাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, অতএব আমরা বারম্বার যাহা লিখিয়াছিলাম বাঙ্গালী পাড়ার নর্দ্দমা সকল ময়লা পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, বাটী সকলের জল নির্গত হয় না, বর্ষাকালে অনেক বাড়ী পড়িয়া যাইবে এই সুযোগে তাহা সপ্রমাণ করি।

এই ক্ষণে সর্ব্বসাধারণ লোকেরা দৃষ্টি করুন, বাঙ্গালী পাড়ার প্রতি পথের পার্শ্বে পার্শ্বে নর্দ্দমার কত ময়লা উদ্ধৃত হইয়াছে, এক এক পথের উভয় পার্শ্বে স্থানে স্থানে পর্ব্বতাকার এমত ময়লা রহিয়াছে পথিকেরা এরূপ কখন দেখন নাই, গলি পথের কথা দূরে থাকুক, শিমলার প্রশস্ত পথ যাহা শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের বাটীর গেটের সম্মুখ দিয়া পূর্ব্বমুখে গিয়াছে, তাহাতেও দুই খানি গাড়ি সম্মুখাসম্মুখি হইলে আরোহিরা জ্ঞান করিয়াছেন ঘোর বিপদে পড়িলেন, শিমলার পরিসর পথের উভয় পার্শ্বেই যখন নর্দ্দমার ময়লায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল তখন গলিপথের দশা সহসাই বোধগম্য হইবে আমারদিগের পরিশ্রমে প্রয়োজন কি, যে যে পথের উভয় পার্শ নর্দ্দমার ময়লায় পরিপূর্ণ দেখিয়াছি এবং দেখিতেছি ঐ সকল পথের পার্শ্ববর্ত্তি ভদ্রলোকদিগকেই সাক্ষী মানিলাম উত্তরভাগের কমিসনের যদি এই সকল লোকের টিকীট প্রমাণে কমিস্যনর হইতে পারিয়াছেন তবে ইঁহারা যাহা বলিবেন অবশ্য তাহা গ্রাহ্য করিতে হইবেক, আর যদি ইঁহারদিগের বাক্যেতেও অপ্রত্যয় করেন তবে কোম্পানি বাহাদুরের পক্ষীয় প্রধান কমিস্যনর মেং পেটন সাহেব আসিয়া স্বচক্ষে দেখুন, আমরা দেখাইতে পারিব, ইহাতেও যদি না দেখিবেন তবে পক্ষপাত ব্যতিরিক্ত আর কি বলিতে পারি।

| ময়লা পরিপূর্ণ পথ। | সাক্ষী। |
|---|---|
| যোড়াসাঁকো বারাণসী ঘোষ স্ট্রিট। | বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, বাবু ভৈরবচন্দ্র ঘোষ, বাবু শম্ভুচন্দ্র ঘোষ, রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, |
| জগন্নাথ ঘাটে গমনীয় পথ। | বাবু রমানাথ ঠাকুর প্রভৃতি |
| বাবু গোপী মোহন ঠাকুরের ঘাট গমনীয় পথ। | বাবু হরকুমার ঠাকুর, বাবু আনন্দ নারায়ণ ঘোষ। বাবু গোপাললাল ঠাকুর। বাবু উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর। |
| বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নবীন বৈঠক খানা ও যোড়াবাগানের থানা গমনীয় পথ। | বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর যোড়াবাগান থানার সারজন বরকন্দাজাদি |

## সম্পাদকীয়। ৩ এপ্রিল ১৮৪৯। ৫৯০ সংখ্যা

কলিকাতা নগরীর বাড়ী সকল জরীপ হইতেছে; আমরা শ্রবণ করিলাম নগরের দক্ষিণাবধি আরম্ভ হইয়া উত্তরে বড়বাজার পর্য্যন্ত আসিয়াছে, অতি শিঘ্র বাঙ্গালী পাড়ার অন্তঃপুরে সরকারি লোকেরা প্রবিষ্ট হইয়া ছাতের উপর যাইয়া মাপ করিবে, ইহাতে আমরা সন্দেহ করি পাছে বাঙ্গালী পল্লীস্থ মান্য লোকেরা আপত্তি করেন, তাহা হইলে রাজ বিধানে দণ্ড যোগ্য হইবেন, কেননা এদেশের ব্যবহার আছে অন্য লোকেরা কাহারো অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারে না, দেশ ব্যবহারে তাহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের অপমান জ্ঞান হয়, বিবেচনা করিলে এ অপমান জ্ঞান অভিমানমূলক যেহেতুক বাটীর ভিতর ছাতের উপর যাইয়া যাহারা মাপ করে তাহারা ভিন্ন দেশীয় লোক নহে, এতদ্দেশীয় মোসলমান রাজমিস্ত্রিরা সরকারি চাকর হইরাছে তাহারাই প্রত্যেক বাটীর কর্ত্তাদিগের অনুমতি লইয়া অন্তঃপুরে যায় ইহাতে দোষ কি, মোসলমান রাজমিস্ত্রিরা বেতন ভোগী হইয়া যদি বাটী নির্ম্মাণ ও বাড়ী মেরামত করিতে অন্তঃপুরে যাইতে পারে তবে সরকারি চাকর হইয়া অন্তঃপুরে গেলে অপমানের বিষয় কি, বিশেষত গবর্ণমেণ্ট এই জরীপের জন্য বিধি নির্ব্বন্ধ করিয়াছেন, প্রজাগণ যদি ইহাতে আপত্তি করেন তবে নিবেদন পত্র দ্বারা আপনারদিগের আপত্তি করণের কারণ জানাইতে পারেন, তাহা দেখিয়া রাজকর্ম্ম-নির্ব্বাহক প্রধানের বিবেচনা পূর্ব্বক প্রজাদিগের সম্মান রক্ষার উপায় করিবেন, যাঁহারা প্রজাদিগের ধন-প্রাণ সম্মানাদি রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা অন্যায় করিতে পারেন না, যদি করেন তবে তাঁহারদিগের উপরের কর্ত্রী আছেন, তাহার নিকট নিবেদন করা যাইবেক অর্থাৎ আমরা যে শ্রীমতী মহারাজ্ঞীর অধিকারে আছি তাঁহার সাক্ষাতেই দুঃখ জানাইব তিনি কি আমারদিগের ক্রন্দন শুনিবেন না, তাঁহাকে এ বিষয় অবশ্য শুনিতে হইবেক, যেহেতুক পরমেশ্বর আমারদিগকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, তিনি যদি তাচ্ছিল্য করেন তবে পরমেশ্বর তাঁহাকে দণ্ড দিবেন, ফকীরকেও সম্রাট্ করিতে পারেন, সম্রাট্‌কেও ভিখারী করিতে সমর্থ হয়েন ইহা সকলেই জানেন, জানিয়াও যদি অন্যায় করেন তবে সর্ব্বোপরিস্থ মহান দণ্ডধন কি ঘাস কাটিতে আছেন।

প্রজারা দুঃখ পাইলে রাজ সমীপে তাহা জানাইবেন কিন্তু রাজ রাজ নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারেন না, রাজ নিয়োজিত রাজমিস্ত্রিরা প্রজাদিগের অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া বাড়ী জরীপ করিবে, রাজ্যেশ্বর এই নিয়ম করিয়া লোক পাঠাইয়াছেন, রাজ প্রেরিত লোকেরদের প্রতি ক্রোধ করিলে কি হইবে, তাহারা যে কর্ম্মের বেতন পায় তাহা না করিলে কর্ম্মচ্যুত হইবে, সম্ভ্রান্ত মহাশয়েরা সকলেই বিবেচনা করিয়া দেখুন তাহারদিগের দ্বারেতেও দ্বারপাল আছে, তাহারদিগকে যখন যে আজ্ঞা করেন তাহারা তখনি তাহা প্রতিপালন করে অক্ষম হইলে তাহারদিগকে রাখেন না, সর্ব্বত্র এইরূপ জানিবেন যাহারা

নগরীয় বাড়ী সকল জরীপ করণ কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের ভৃত্যতা স্বীকার করিয়াছে তাহারা প্রভুর নিয়ম হেলন করিয়া কি প্রজার কথা শুনিবে, ইহা যদি হয় তবে পরমেশ্বরের নিয়োজিত কর্ম্মচারিরাও তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘন করিতেন, কৈ, তাহা দেখিতে পাই না, সূর্য্য কি কখন পশ্চিমদিগে উদয় উদয় হইয়াছেন, চন্দ্র কি অমাবস্যা দিবসীয় রাত্রিতে পূর্ব্বদগে দেখা দেন, তারাগণ কি দুই প্রহর বেলা কালে দীপ্তি প্রকাশ করে, কোকিলেরা কি বসন্তকাল ব্যতীত সুস্বরে ডাকে, ভ্রমরেরা কি মধুহীন পুষ্পে যায়, পুরুষেরগর্ব্ভে কি সন্তান হয়, স্ত্রীলোকেরা কি ডিম্ব প্রসব করেন পক্ষিণীরা কি স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় সন্তান প্রসব করিতে পারে, কোন দেশের ইতিহাসে কি কেহ এরূপ লেখা দেখাইতে দেখাইতে পারিবেন স্ত্রীলোকের গোঁফ দাড়ী হইয়াছিল, পৌষ মাঘ মাসে কি কোন বৎসর বন্যা হয় শাল্মলী অর্থাৎ শিমুলবৃক্ষ যে সর্ব্বাপেক্ষা অকর্ম্মণ্য তথাপি কাত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে কি তাহার ফুল কেহ দেখিয়াছেন, স্ত্রীধর্ম্ম না হইলে কি স্ত্রীলোকের গর্ভ হইয়া থাকে, বায়ু কি কখন স্থগিত হইয়াছেন, কি হইতে পারেন, যদি মনুজাবধি বৃক্ষাদি পর্য্যন্ত কোনস্থলে পরমেশ্বরের নিয়মের অন্যথা দৃষ্ট হয় না তবে প্রজাগণ কি সাহসে রাজ নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিবেন এবং ইহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন মৃত্যুদিনে অবশ্যই মৃত্যু হইবে, ইহাও পরমেশ্বরের নিয়ম, এ সকল যিনি বুঝিতে পারিয়াছেন তিনিই মহাপুরুষ, আমরা বুঝিতেও পারি নাই তাহার কথাও নাই, এই কারণ আর লিখিলাম না কিন্তু আমারদিগের ইহা লিখিবার তাৎপর্য্য এই যে শ্রবণ করিলাম কেহ কেহ রাজমিস্ত্রিগণকে বাটীর ভিতর যাইতে দেন নাই, এজন্য রাজনিয়মে তাঁহারদিগের অর্থদণ্ড হইয়াছে এবং তৎপরে পোলীসের সাহায্যে রাজ মিস্ত্রিরা অন্তঃপুরে ছাতের উপরে যাইয়া জরীপ করিয়া আসিয়াছে, অতএব আপত্তি করিলে দণ্ডও লাগিবে, রাজমিস্ত্রিরাও বাটীর মধ্যে যাইবে, ইহা অপেক্ষা বাটীর কর্ত্তারা রাজমিস্ত্রিগণকে অন্তঃপুরে লইয়া যাইয়া সাক্ষাতে জরীপ করাইলে শারল্য ব্যবহার জানিয়া গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন।

## চিঠিপত্র। ১২ এপ্রিল ১৮৪৯। ১ম সংখ্যা

বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

যথাযোগ্য সম্মান পুরঃসর নিবেদন মিদং গত ২২ চৈত্র মঙ্গল বার দিবসীয় ভাস্কর পত্রে কলিকাতা নগরীয় বাড়ী সকল জরীপ করণ বিষয়ে মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহা দৃষ্টি করণান্তর অত্যন্ত চমৎকার জ্ঞান হইল, যেহেতু মহাশয় লেখেন, এতদ্দেশীয় মোসলমান রাজমিস্ত্রিরা সরকারি চাকর হইয়াছে তাহারাই প্রত্যেক বাটীর কর্ত্তাদিগের অনুমতি লইয়া অন্তঃপুরে যায়, ইহাতে দোষ কি, ইহাতে আমার বক্তব্য এই, যদিস্যাৎ আমরা আপন

স্বেচ্ছায় অন্তঃপুর মধ্যে অপর ব্যক্তিকে প্রবিষ্ট হইতে অনুমতি প্রদান করি তবে হানি নাই, কেন না সে আমারদিগের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে, কিন্তু বলপুর্ব্বক যদিস্যাৎ কোন ব্যক্তি হইতে চাহে, এবং তৎক্ষণাৎ আমরা আপত্তি না করিয়া তাহাকে প্রবিষ্ট হইবার অনুমতি করি, তবে একেবারে আমারদিগের প্রাচীন সংস্থাপিত হিন্দু নিয়মের বৈপরীত্যাচরণ করা হয়, সম্পাদক মহাশয়, আপনি এই এক সাধারণ প্রমাণ দৃষ্টি করুণ, যদিস্যাৎ আপনি কোন ব্যক্তিকে আপন বাটীতে অধিষ্ঠান হেতু নিমন্ত্রণ করেন তবে সে ব্যক্তি অনায়াসে আপনকার বাটীর ভিতর প্রবিষ্ট হইতে পারিবে তাহাতে মহাশয়ের বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক অত্যন্ত হর্ষচিত্তে তাহাকে সমাদরপুর্ব্বক গ্রহণ করিবেন, কিন্তু সেই নিমন্ত্রিত ব্যক্তি কোন সময়ে বিনা আবাহনে যদিস্যাৎ অন্তঃপুর মধ্যে প্রবিষ্ট হয় তবে তৎক্ষণাৎ আপনি তাহাকে যথোচিত দণ্ড প্রদান করিবেন, অনন্তর দেখুন জেলের মধ্যে রুদ্ধ কোন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলে জেলে যাইবার যে এক আশঙ্কা তাহা কখনও হয় না কিন্তু সেই জেলের মধ্যে অর্দ্ধঘটিকা রুদ্ধ থাকিতে হইবেক এমত আজ্ঞা কর্ণ-কুহরে প্রবেশ হইবামাত্রই মনের কত মহাভয় উপস্থিত হয়, অতএব এই স্থলে সেইরূপ বিবেচনা করিতে হইবেক, রাজা আমাদিগের প্রতি বল প্রকাশপুর্ব্বক অন্তঃপুর মধ্যে মনুষ্য প্রেরণ করিয়া বাটীর ভিতরের ছাত মাপিতেছেন, আমরা তাহাতে প্রতিবাদি নহি এবং প্রতিবাদী হইলেই বা কি হইবে, কেননা আমরা দুর্ব্বল প্রজা, আমাদিগের সৈন্য নাই, তোপ নাই, গোলা নাই, গুলি নাই, বন্দুক নাই, দুর্গ নাই, সুতরাং সাহস নাই, "যে আজ্ঞা" এই শব্দ মাত্র আমারদিগের সম্বল ইহাতে রাজা অত্যাচার করিলে রাজার দোহাই ব্যতীত আর কিছু বলিতে পারি না।

বিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয়, আপনি আমারদিগের স্বদেশীয় হিন্দু বিশেষত সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়াছেন যদিস্যাৎ গবর্ণমেণ্ট আমারদিগের বিষয় অথবা বিষয়ঘটিত কোন ব্যাপারের প্রতি কোন আজ্ঞা পালন জন্য অনুরোধ কিম্বা বল প্রকাশ করেন, তবে তাহার বিপক্ষে আপনাকে সাহসিক হইয়া দণ্ডায়মান হওয়া কর্ত্তব্য কিনা, এবং তাহা বর্জ্জিত করণ জন্য লেখনীকে সহায় করিয়া তর্ক করিতে হইবে কি না আমারদিগের বিবেচনায় আপনাকে অবশ্যই তাহা করিতে হইবেক, এস্থলে তাহা না করিয়া একেবারে পেয়াদা সাহেব হাত ধরিয়াছেন, বলিয়া শরীর এলাইয়া দিলেন একি আপনকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়াছে, আমরা বিষয়ি লোক সর্ব্বদা পরাধীন আপনাপন বিষয় কর্ম্মে অনুক্ষণ বিব্রত থাকি, রাজার নিয়মানিয়মের প্রতি লক্ষ্য করি এমত অবকাশ রহিত, তবে কেবল সম্পাদক মহাশয়েরা এতদ্দেশে আছেন বলিয়া নিশ্চিন্ত আছি যদি তাহারাই কতকগুলিন কাল্পনিক দৃষ্টান্ত দেখাইয়া স্বদেশীয় প্রাচীন নিয়মকে নষ্ট করিতে উদ্যত হইলেন, তবে আর কাহাকে বিশ্বাস করা যায়. বিশেষত আপনি দেখুন, আপনকার এই লেখার দ্বারা ভিন্নদেশীয় লোকের নিকট আমরা কত হেয় হইলাম যেহেতু যে বিষয়ে আপনি সপক্ষ সেই বিষয়ে স্বদেশীয় প্রাচীন প্রচলিত নিয়মের

এবং মনুষ্যের মতের বিপরীত পক্ষে লেখনীকে নৃত্য করাইতেছেন একি সম্পাদকের উচিৎ কাৰ্য্য হইয়াছে, যাহা হউক, ভবিষ্যতে কোন বিষয় লিখিতে হইলে বিবেচনা করিয়া লিখিবেন নিবেদন মিতি তারিখ ২৮ চৈত্র সন ১২৫৫ সাল।

অহং যথার্থবাদি হিন্দু।

## সম্পাদকীয়। ১১ এপ্রিল ১৮৪৯। ৫ সংখ্যা

আর কতকাল কলিকাতার পোলীস প্রহরিদিগের দোষ গোপন করিয়া রাখিবেন, রক্ষক হইয়া যাহারা ভক্ষকের কৰ্ম্ম করে তাহাদিগের অপরাধ কি গোপন থাকে, প্রধান মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অভিপ্রায় ছিল তস্করেরা চৌকিদারদিগকে দেখিতে পাইবেক না, চৌকিদারেরা দূরে থাকিয়া তস্করগণকে দর্শন করিয়া ধৃত করিতে পারিবে এই কারণ চৌকিদারদিগকে কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে সজ্জীভূত করিয়াছিল এইক্ষণে ডাকাইতির অনুকূল হইয়াছে, অন্ধকারে চৌকিদারেরা অন্ধকার রাত্রিতে অন্ধকারে মিলিয়া যায়, লোকেরা তাহাদিগকে চিনিতে পারেন না, রজনীযোগে পথিকেরা রাজপথে গমনাগমনে অন্ধকারে চৌকিদারগণকে দেখিতে পান না, চৌকিদারেরা স্বচ্ছন্দে পথিকদিগের দ্রব্যাদি অপহরণ করে, অনেক চৌকিদারের এইরূপ দোষ সপ্রমাণ হইয়াছে, বিশেষতঃ সম্প্রতি পোলীসের তৃতীয় মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত হিউম সাহেবের সাক্ষাতে এক চোর চৌকিদার আসামীরূপে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, পরে সপ্রমাণ হইল ঐ চৌকিদার একজন খালাসির জেব হইতে দুই টাকা অপহরণ করে, তাহাতে মেং হিউম তাহাকে চারিমাস কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন, কিন্তু আমরা তাঁহার এ বিচারকে সুবিচার বলিতে লজ্জা পাই, ঐ চৌকিদার যাহা নিবারণের জন্য বেতন ভোগিস্বরূপে নিযুক্ত হইয়াছিল, সেই কুকৰ্ম্ম আপনি করিয়াছে, এমত বিশ্বাসঘাতির প্রাণদণ্ড করিলেও রাগ যায় না, যদ্যপি তাহাও নিদারুণ বলিয়া না করুন তথাচ তাহাকে দ্বীপান্তরে প্রেরণ করিলে উচিত দণ্ড হইত, এবং এই দৃষ্টান্তে চৌকিদারেরা সকলে ভীত হইয়া আর কেহ পথিকদিগের কটিদেশে বস্ত্রে হস্ত দিত না, রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া যাহারা ডাকাইতী করে তাহারদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিলে নিগ্রহ স্থল আর কোথায়, আমরা জিজ্ঞাসা করি চোর চৌকিদারদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশে ভাল হয় কি মন্দ হয়, সভ্য দেশীয় লোকেরা প্রকাশিত রূপে বলিতে পারিবেন ‥ ইহাতে মন্দ ব্যতীত ভাল হইতে পারে; এবং কলিকাতায় যেমন জনরব হইয়াছে তদনুসারে জিজ্ঞাসা করিতে পারি এই সাহসেতেই কি চৌকিদারেরা সারজন সহ একত্র হইয়া চাঁপাতলায় ডাকাইতী করিতে গিয়াছিল, গৃহস্থের বাটীতে যাইয়া কুক্কুরকে গুলির দ্বারা নষ্ট করণের সাহস কি অন্য লোকের হইতে পারে, হা, প্রভু ভক্ত পশু সৎকৰ্ম্ম করিয়াও প্রাণে মারা গেল, ইহাতে কি প্রহরিদিগের আশ্চর্য্য প্রভুভক্তি প্রকাশ হয় নাই, পোলীস সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট মেং মেকান সাহেব

যদি মনে করেন তিনি প্রধান মাজিষ্ট্রেট পেটন সাহেবের মুখের পান হইয়াছেন তবে কি ইহাও বলা যাইতে পারে না আমরাও গবর্ণরবাহাদুরের মুখের চুরুট হইয়াছি, চুরুটের অগ্নিদ্বারা কি বিচারস্থল আলোকময় করা যায় না, চাঁপাতলার শেষ ডাকাইতীর বিষয় কৌশলরূপ জঞ্জাল চাপায় চাপা থাকিবেক না, ছাপায় প্রকাশ হইয়া পড়িবে, মেং মেকান যেমন সন্ধান করিতেছেন আমরাও ততোধিক সন্ধানে আছি কিন্তু অদ্য বিশেষ লিখিলাম না, পোলীসে কি বিচার হয় তাহা দেখিয়া একেবারে গবর্ণর কৌন্সেলেতেই রিপোর্ট দিব।

## সম্পাদকীয়। ২১ এপ্রিল ১৮৪৯। ৫ সংখ্যা

কলিকাতা নগরে কি অরাজকতা উপস্থিত হইল, গবর্ণমেণ্ট কি নগরনিবাসিগণকে নগরে থাকিতে দিবেন না, নগরশোভাকারি কমিসনেরদিগের উৎপাতে নগর বাসিরা অস্থির হইয়াছেন, যাহারা নর্দ্দমায় মজুর খাটায় তাহারা বেতন পায়, এবং মজুরেরাও বিনা বেতনে কর্ম্ম করে না, তথাপি যাঁহারদিগের বাটীর নিকটস্থ নর্দ্দমায় মজুর লাগে তাঁহারদিগের স্থানে ঐ সকল লোকেরা ঘুষ চায়, তাহা না দিলে রাগারাগী করিয়া প্রজাগণের উপর মোকদ্দমা উপস্থিত করে, এই এক ঘোরতর উৎপাত, ইহার উপর কমিস্যনরদিগের প্রেরিত আমিনগণ যাহারা গাড়ি ঘোড়ার সংখ্যা লিখিতে নিযুক্ত হইয়াছে তাহারা প্রজাসকলকে আরো ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে, লোকেরদের আস্তাবালের কপাট খুলিয়া হড় হড় শব্দে গাড়ি রাস্তায় বাহির করিয়া ফেলে, এবং এক ঘোড়ার গাড়ির কোম্পাস দেখিয়াও বলে এ যুড়িগাড়ি, ইহার বোম কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছে, এই ছল করিয়া আস্তাবালে যাইয়া সহিশাদির বস্ত্রাদি টানাটানি করে, গবর্ণমেণ্টের ভয়ে কেহ বিবাদ করিতে পারে না কিন্তু সহিশাদির এমত ক্রোধ হয় কমিস্যনরদিগের প্রেরিত নিজ লোকদিগের মস্তক দ্বিখা করে, প্রজা পক্ষীয় কমিস্যনরি কার্য্যে যে কয়েক জন শিশু নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহাদিগের বিদ্যাবুদ্ধির বিষয় অপ্রকাশ নাই, টাক্স দপ্তরখানার বহি বাহির করিয়া বাটীর সংখ্যা অর্থাৎ নম্বর দেখিয়া বাড়ী বাড়ী বেড়াইয়া যাহারা টিকিট লইয়াছেন তাহারা কেমন উত্তম লোক তাহা সকলেই বুঝিতে পারে, প্রজাপক্ষীয় কমিস্যনরদিগের কি কোন বিজ্ঞতম ভদ্রসন্তান আছেন, কোন অজ্ঞকে সিংহাসনে বসাইলে কি সে রাজত্ব করিতে পারে, রাজপুত্র দলিপ সিংহ রাজ্য শাসন করিতে পারিবেন না, এই কথা বলিয়া গবর্ণমেণ্ট এক স্বাধীন রাজকুমারকে রাজ্যচ্যুত করিলেন আর যাঁহারা কলিকাতা নগরীয় মান্যলোকদিগের আসনের নিকটেও যাইতে পারেন না তাঁহারদিগকে এই মহানগরের কমিস্যনারি কার্য্য দিলেন, গবর্ণমেণ্টের এ বিবেচনা বড় সুবিবেচনা হইয়াছে, সামান্য লোকের উচ্চ পদ হইলে তাহার অভিমানের লাঙ্গুল স্বর্গ পর্য্যন্ত যাইতে চায়, কিন্তু সে অভিমান পরে থাকে না, এইখানেই অপবর্গে যায়, আমাদিগের কমিস্যনরেরা কেবল অভিমান করেন উচ্চপদস্থ হইয়াছেন কিন্তু কার্য্য দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে

তাঁহারা উক্তপদের উপযুক্ত পাত্র নহেন, বিশেষত ঐ সকল কমিস্যনরেরাই গাড়ি ঘোড়ার কর সংগ্রাহক হইয়াছেন, তাঁহারা গাড়ি ঘোড়ার সংখ্যা নির্ণয়ার্থ আপনারদিগের আত্মীয় কুটুম্বদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন, কমিস্যনরদিগের ঐ সকল আত্মীয় কুটুম্বাদিরা নগরস্থ লোকেরদের প্রতি কথিত প্রকার অত্যাচার করিতেছে, অতএব আমরা প্রার্থনা করি গবর্ণমেণ্ট তাহারদিগের কর্ম্মের প্রতি নিরীক্ষণ করেন।

## সম্পাদকীয়। ৩ মে ১৮৪৯। ১০ সংখ্যা

কলিকাতা নগরীয় বাড়ী সকল জরীপকরণ প্রায় শেষ হইল, আমরা শুনিয়াছি এই কর্ম্মের জন্য ৪০ দল মনুষ্য নিযুক্ত হইয়াছিল তাহার মধ্যে ন্যূনাধিক ২৫ দল কর্ম্ম সারিয়া বিদায় পাইয়াছে অবশিষ্ট কয়েক দল ও শীঘ্র বিদায় হইবে, এইক্ষণে কলিকাতা নিবাসি মহাশয়েরা সতর্ক হউন, বাটী জরীপ করণের মূলাভিপ্রায় ট্যাক্স বৃদ্ধি করণ, তাহার অনুষ্ঠান হইতেছে, এই সময়ে সকলে ঐক্যবাক্যে সভা করিয়া ডেপুটি গবর্ণরের নিকট আবেদন করুন, বাটীর ট্যাক্স বৃদ্ধি হইলে বাঙ্গালী পল্লীনিবাসিদিগের পক্ষে অত্যন্ত দুঃখকর হইবে, ইংরেজ পাড়ার বাড়ী সকলের ভাড়া প্রায় নির্দ্দিষ্টই আছে, তাহার ভাড়া বৃদ্ধি করা যাইবেক না, গবর্ণমেণ্ট যদি ট্যাক্স বৃদ্ধি করেন তবে বাটীর কর্ত্তাদিগের উপস্বত্ব হইতে তাহা দিতে হইবেক, ইহাতেও বাঙ্গালীদিগের পক্ষেই অধিক অনিষ্ট সম্ভাবনা, কেননা ইংরেজ পাড়ার প্রায় সকল বাটী বাঙ্গালীদিগের সম্পত্তি, এবং বাঙ্গালী পাড়ায় বাঙ্গালীরা বসতি করেন বাঙ্গালীদিগের বসতি বাটীর ভাড়া ইংরেজ পাড়ার বাড়ীর ভাড়ার তুল্য হইতে পারে না, সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীদিগের বসতি বাটীর ভূমি অধিক এবং বৈঠকখানা দালান বাসগৃহও অনেক, গবর্ণমেণ্ট বড় বড় বাড়ীর স্থান এবং কুঠরী অধিক বলিয়া ইংরেজ পাড়ার হারে টাক্স ধরিবেন, কিন্তু বাঙ্গালিদিগের বাড়ীর ভাড়া তৎপরিমিত হইবেক না, বাঙ্গালীদিগের বাটীতে কুঠরী সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, নিচের ঘর সকল প্রায় অকর্ম্মণ্য, উপরের ঘরেতেও জানালা অধিক নাই এরূপাবস্থায় কি কোন সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালির বাটীতে কোন মান্য ইংরেজে বাস করিতে পারেন ইহাতে যদ্যপি বাঙ্গালী পাড়ার বাড়ী সকল অন্য দেশীয় লোকেরদের বাসোপযুক্ত না হইল তবে বাঙ্গালিদিগের বড় বড় বাড়ী সকল ভাড়ার সম্ভাবনাই রহিল না, অতএব ইংরেজ পাড়ার বাড়ীর ভাড়া নিরূপিত করিয়া তাহার বিংশতি অংশের একাংশ টাক্স ধরিলে বাঙ্গালি প্রজাদিগের প্রতি অন্যায় করা হইবে, ইহাতে ধনি লোকেরাও এপ্রকার অন্যায় টাক্স প্রদানে ক্লেশ জ্ঞান করিবেন, এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাটী যাহাতে দরিদ্র লোকেরা বাস করেন তাহার টাক্স বৃদ্ধি করিলে দরিদ্র প্রজারা নগরে তিষ্ঠিতে পারিবেন না, প্রজারা নগর ছাড়িয়া যদি অন্যত্র গমন করে তবে রাজধানী বনভূমি হইবে, তখন পশু মশুকাদিরা নগরে বসতি করিবে, গবর্ণমেণ্ট কি পশু মশুকাদি প্রজাদিগের নিকট হইতে অধিক টাক্স লইবেন, আমরা

গবর্ণমেণ্টকে আরো একবিষয় জিজ্ঞাসা করি বাঙ্গালিরা অধিক টাক্সই বা কেন দিবেন, ইংরেজ পাড়া অপেক্ষা বাঙ্গালি পাড়া হইতে এইক্ষণেও অধিক টাক্স সংগ্রহ হইতেছে, কিন্তু মেছোবাজারের চতুর্ম্মুখ পথ হইতে পূর্ব্বদিগে বড়বাজার পর্য্যন্ত যে পথ গিয়াছে তদবধি বাঘবাজারের খাল পর্য্যন্ত অধিক বাঙ্গালির বাসস্থান, কিন্তু গত বৎসরের জানুআরি অবধি বর্ত্তমান বৎসরীয় এপ্রেল পর্য্যন্তের মধ্যে কি ঐ বাঙ্গালি পাড়ার কোন পথ মেরামত হইয়াছে, না, কোন পথে ভিস্তি দেখা যায়, না, অন্ধকার রাত্রিতে বাঙ্গালি পাড়ায় আলোক দৃষ্ট হয়, ইংরেজ পাড়ার তাবৎ পথ জলময়, পথিকেরা পাদুকা সহিত চলিতে পারেন না, গড়ের মাঠের পথসকল কর্দ্দমাক্ত, কিন্তু বাঙ্গালিদিগের ভাতের হাঁড়ী পর্য্যন্ত ধূলায় পরিপূর্ণ হয়, এপ্রকার পক্ষপাত কি রাজার উচিত, ইহা সত্য বটে ইংরেজেরা ভাবিয়াছেন বাঙ্গালিদের শক্তি নাই, বিশেষত বাঙ্গালিগণ রাজভক্ত, রাজ বিপক্ষ হইবেন না, কিন্তু ইংরেজরা ইহাও স্মরণ করিবেন বহুকাল গত হইল তাহারদিগের জন্মদ্বীপের মধ্যেই কোন রাজা স্ত্রীলোকদিগেগের উপর টাক্স করিয়াছিলেন, স্ত্রীজাতির বয়ঃক্রম ষোল বৎসর হইলেই তাহাদিগের উপর টাক্স বসাইতেন, আমাদিগের দেশের কুলিরা এইক্ষণে যে অবস্থায় আছে সে দেশের লৌহজীবী অর্থাৎ কামারেরাও এই প্রকার দুঃখের অবস্থায় ছিল, একদিবস ঐ দেশীয় এক কামার হাতুড়ী হস্তে করিয়া লোহা পিটিতেছে, এই সময়ে গবর্ণমেণ্টের এক সারজন ঐ কর্ম্মকারের নিকট যাইয়া কহিল তোমার কন্যার বয়ক্রম ১৬ বৎসর হইয়াছে ৩ মাসের টাক্সের এই বিল দেখ এবং টাকা দেও, কর্ম্মকার কহিল আমার কন্যার বয়ঃক্রম ষোল বৎসর হয় নাই, কামারের কন্যাও তখন সম্মুখে ছিল, সারজন তাহাকে বিবস্ত্রা করিয়া কর্ম্মকারকে কহিল তোমার কন্যা কি ষোড়শবর্ষীয়া হয় নাই, এই দেখ, রাজার সারজনের এই অত্যাচারে হঠাৎ ক্রোধান্ধ হইয়া হাতুড়ী ধারী কামার তখনই সারজনের মাথায় যথাসাধ্য হাতুড়ীর আঘাত করে তাহাতে সারজনের মস্তক বিদীর্ণ হইয়া যায়, সারজন তাহাতেই পঞ্চত্ব পাইল পরে ঐ কামার হাতুড়ী সহিত পথে বাহির হইলে পঞ্চাশ হাজার লোক তাহার সঙ্গী হইয়া দুই ঘণ্টার মধ্যে রাজপক্ষীয় অনেক সাহস লোককে বিনষ্ট করিল, ইহাতেই বোধ করিতে হইবেক প্রজাপক্ষীয় লোকেরা টাক্সের জ্বালায় বিরক্ত হইয়া এই এই প্রকার দুঃসাহসিক নিষ্ঠাচার করিয়াছিল অতএব রাগান্ধ হইলে মনুষ্যের জ্ঞান থাকে না, অজ্ঞান হইলে ক্রোধ স্বভাবে কি না বাঙ্গালিরা এরূপ কুকর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইবেন, কেবল রাজ্যেশ্বরের স্মরণার্থ এই দৃষ্টান্ত দেখাইলাম।

## সম্পাদকীয়। ২৬ জুন ১৮৪৯। ৩৩ সংখ্যা

কলিতাতা নগরীয় মান্য লোক সকলকে আমরা বারম্বার বলিয়াছি বাড়ী সকল জরীপ হইতেছে ইহার পরেই বাটীর টাক্স বৃদ্ধি হইবে অতএব নগর নিবাসিরা এই সময়ে নিবারণের

উপায় চিন্তা করুন, তখন আমারদিগের কথায় কেহ মনোযোগ করেন নাই কিন্তু আমরা যাহা বলিয়াছিলাম তাহাই ফলিয়াছে, উকীল গ্রেহেম সাহেব নগরীয় বাটী সকলের টাক্স বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছে, আমরা নিশ্চিত জানিয়াছি শ্রীযুত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের বাটীর টাক্স বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে রাজা বাহাদুর আপত্তি করিয়াছিলেন তাঁহার বাটীতে নূতন কোঠা কুঠরী বৃদ্ধি করেন নাই তবে কেন, টাক্স বৃদ্ধি হয়, ইহাতে গ্রেহেম সাহেব রাজা বাহাদুরের এই সম্মান রাখিয়াছেন দ্বিগুণ টাক্স বৃদ্ধি করিয়াছিলেন তাহার কিঞ্চিৎ ছাড়িয়া দিয়াছেন অতএব আমরা যাহা বলিয়াছিলাম তাহাই সত্য হইল কিনা রাজধানীস্থ মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন।

এইক্ষণে ভূম্যধিকারি সভার বৃদ্ধ সম্পাদক বসু মহাশয় কোথায় গেলেন, তিনি কলিকাতা নগরীয়া বারবধূগণকেও সভ্যের আসনে আবাহন করিয়া, ইহতিষ্ঠ অত্রাধিষ্টানং কুরু, বলিয়াছেন, তাহারদিগের দ্বারে দ্বারে বেড়াইয়া আটগণ্ডা পয়সা পর্য্যন্ত ভিক্ষা করিয়াছেন, লম্বা আশা দিয়াছিলেন তাবদুপদ্রব হইতে রক্ষা করিবেন, এখন বারাঙ্গনাদিগের বাটীর দ্বিগুণ টাক্স হয় এসময়ে কি বেশ্যাদিগের জন্য পরিশ্রম করিবেন না, যদি এই অন্যায় টাক্স নিবারণ করিতে না পারেন তবে আর বারবিলাসিনীরা মাসে মাসে আটগণ্ডা পয়সা দিয়া তাঁহার বৃদ্ধকালের পথ্যাদানের অনুপান দুগ্ধ পানের অভিলাষ পরিপূর্ণ করিবেক না, এবং যাঁহারা অগ্রে টাকা দিয়াছেন তাঁহারাও সুদ সহিত মূল ধন চাহিতে পারেন অতএব "রণে পলায়তে ভীষ্মো বৃদ্ধঃ ষোড়শ বর্ষবৎ" মহাভারতের এই প্রমাণ স্মরণ করিয়া বৃদ্ধ বসু মহাশয় প্রতিজ্ঞা পালন করুন, বাঙ্গালি পড়ার পথে সকল কি ইংরেজ পাড়ার পথের ন্যায় হইয়াছে, বাঙ্গালি পল্লীতে কি রজনীতে রাজপথে আলোক দেখা যায় পথের ধূলা নিবারণার্থ কি বাঙ্গালিদিগের পথে ভিস্তিরা একবিন্দু জল দিয়া থাকে, তবে কেন বাঙ্গালিরা অধিক টাক্স দিবেন, বরং পূর্ব্বাবধি যাহা দিয়া আসিতেছেন তাহাও না দিতে হয় তজ্জন্য রাজদ্বারে নিবেদন করা উচিত।

## গো-শকট বাহকদিগের কি ঐক্যবাক্য। ২৬ জুন ১৮৪৯। ৩৩ সংখ্যা

( সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত )

বিধি নির্ব্বন্ধ হইয়াছে কলিকাতা নগরীয় গাড়িঘোড়া প্রভৃতির টাক্স হইবে, ইহাতে গোশকট বাহকেরা ঐক্যবাক্য হইয়া গত সোমবারাবধি তাহাদিগের গাড়ি চলায়ন বন্ধ করিয়াছে তাহাতে নগরবাসিদিগের বিশেষত বণিকগণের অনেক ক্ষতি হইতেছে বণিকেরা দ্রব্যাদি আমদানী রপ্তানী করিতে পারেন না, এবং আমরা গত বৃহস্পতিবারে নারিকেল ডাঙ্গার গোলা হইতে সুন্দরী কাষ্ঠ আনয়নার্থ লোক পাঠাইয়া ছিলাম আমারদিগের লোকেরা গোশকটাভাবে কাষ্ঠ আনয়ন করিতে পারে নাই এবং মুটেরাও গাড়য়ানদিগের সহিত যোগ

দিয়াছে, গাড়য়ান ও মুটে পাঁচ ছয় সহস্র লোক একত্র হইয়া ডেপুটি গবর্ণর বাহাদুরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছে তাহাদিগের প্রতি এই টাক্স ক্ষমা হয় কিন্তু উক্ত মহাশয় সাহেব তাহারদিগকে উত্তর প্রদান করিতে অসমর্থ হইয়াছেন, উড়ে বেহারা, রোমানি বেহারা, গরু গাড়য়ান ইত্যাদি নীচ লোকেরা ঐক্য বাক্য আছে কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে ইহা দেখিয়াও এতদ্দেশীয় মান্য লোকেরা লজ্জা জ্ঞান করেন না, আমরা সকলে পরামর্শ করিয়া কি গাড়ি ঘোড়া পরিত্যাগ করিতে পারি না, এদেশে যখন গাড়ি ঘোড়া ছিল না, তখন কি যানবাহন দ্বারা মান্য লোকদিগের কর্ম্ম চলে নাই, সম্ভ্রান্ত লোকেরা গাড়ি ঘোড়ার কর নিবারণ করিতে পারিলেন না এইক্ষণে গাড়য়ানদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

## চিঠিপত্র ২৮ জুলাই ১৮৪৯। ৪৭ সংখ্যা

মান্যবর শ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয়েষু।

বিজ্ঞ সম্পাদক, আমারদিগের রাজপুরুষেরা এতন্নগরস্থ প্রজাদিগের স্থানে রাজস্ব গ্রহণের এক নূতন নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন, তদুপলক্ষে আমার বক্তব্য কিঞ্চিৎ লিখিয়া প্রেরণ করিতেছি যদ্যপি মনোনীত হয় তবে ভাস্করৈক পার্শ্বে প্রকটিত করিবেন।

রাজ্যপালেরা আপনারদিগের রাজস্ব লইবেন ইহাতে ক্ষোভ নাই, যেহেতু তাহারদিগের দ্বারা প্রজাবর্গের ধন প্রাণ রক্ষা হইতেছে এবং সকলেই নিরুদ্বেগে কালযাপন করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে মনোনীবেশ পূর্ব্বক লোকযাত্রা নির্ব্বাহের উপায় করণের অবকাশ প্রাপ্ত হইতেছেন, বিশেষত রাজা আপন প্রাপ্য ধনের প্রতি ক্ষুদ্রাংশও পরিত্যাগ করিবেন না ইহাও অনুচিত নহে, কারণ বলপূর্ব্বক অথবা চতুরতা দ্বারা অপর ব্যক্তির স্বত্বভোগাকাঙ্ক্ষা দস্যুর ধর্ম্ম এবং প্রজা কিম্বা রাজা যে কেহ এমন অভিলাষ করেন তিনি অবশ্যই নিন্দা যোগ্য হয়েন ইহাতে সন্দেহ নাই অতএব যৎকালীন কলিকাতা নগর জরীপ করিবার জন্য রাজাজ্ঞা প্রদত্ত হয় সে সময়ে আমরা কোন দুঃখ প্রকাশ করি নাই, বহু ব্যক্তি অল্প রাজস্ব প্রদান করিয়া অধিক ভূমি ভোগ করিতেছেন এমত জানিয়াও বিবেচনা করিয়াছিলাম প্রথমত তাহারদিগের ক্লেশ হইবে কিন্তু রাজস্ব অপহরণ উচিত নহে, এবং আমাদিগের শাস্ত্রেও তাহাকে পাতক বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

এই ক্ষণে জরীপ সমাপ্ত হইয়াছে, কোন ব্যক্তি রাজকর দিতে বিলম্ব করিলেই তাঁহার দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া রাজ্যপালের হস্তগত হইবে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে দুষ্ট দমন না করিয়া শিষ্ট প্রজারাই পীড়িত হইবেন, ইহার কারণ এই যে বাঙ্গালি পল্লীস্থ অনেকানেক স্থানে পূর্ব্বে ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের বাগান ছিল ক্রমে কলিকাতা রাজধানীর বৃদ্ধি হওয়াতে ঐ সকল স্থানে লোকেরা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভূমি ক্রয় করিয়া বসতি করিতে আরম্ভ করেন এইরূপে এক এক পাটায় ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিরা অদ্যাপি বসতি করিতেছেন, তাঁহারা ক্রমে ক্রমে সকলে

আপন আপন অংশ একত্র করিয়া এক এক খাজনার বিল হইয়া থাকেন, কিন্তু এক্ষণে আর তেমন বিলম্ব করিতে পারিবেন না, শীলকর সাহেব আসিয়া যাঁহার যে দ্রব্য সম্মুখে পাইবেন তাহাই বিক্রয় করিয়া লইবেন, যদ্যপি তিনি আপন অংশ দিয়া থাকেন তবে প্রতিবাসিদিগের উপর অভিযোগ করিতে হইবেক, তাহাতে যে কষ্ট ও অপব্যয় তাহা অদৃষ্টে লিখিত বলিয়া স্বীকার না করিয়া কি করিবেন।

সত্য বটে প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন হইতে পাট্টা কোম্পানি হইতে খরিদ করিয়া লইলে এতদ্রূপ কোন গোল উপস্থিত হইতে পারে না, কিন্তু পাট্টা খারিজকরণ কথার কথা নহে, দুই এক মাস কালেকটর সাহেবের বিচার স্থলে অবাধে গমন আবশ্যক করিবে, সহস্রময় ঢেঁড়রা দিতে হইবেক এবং নানা প্রকার গুপ্ত ও প্রকাশ্য উভয় কারণবশতঃ ১০, ১৫ টাকা মিথ্যা অপব্যয় না করিলে কর্ম্ম পাইবেন না, এই সকল না হইলে কদাচ পাট্টা খারিজ হইতে পারে না, অতএব রাজেশ্বরেরা আপনারদিগের কিঞ্চিৎ লাভের জন্য প্রজাবর্গের প্রতি কি পর্য্যন্ত ক্লেশ প্রদান করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন রাজাপালেরাই ইহা বিবেচনা করিবেন, প্রজাদিগকে দুঃখ না দিয়া যদ্যপি রাজকর আদায় হয়েই উত্তম নহেং "ফ্রেণ্ড আফ ইণ্ডিয়া" সম্পাদক মহাশয় সহস্র প্রশংসা করিলেও আমরা ভুলিব না, কলিকাতা নগরস্থ প্রজাসকলকে নগরশোভাবর্দ্ধনার্থ চারিজন কমিস্যনর নিযুক্ত করিবার আজ্ঞা প্রদান করিয়া গবর্ণমেণ্ট পাট্টা খারিজ দ্বারা এক লাভের সোপান বাহির করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হইয়াছে, কোন ব্যক্তি একজন কমিস্যনরকে একখানি টিকীট দিবার জন্য বাতৎপদাকাঙ্খি কোন ব্যক্তিকে আপন বাটী আনয়ন করিয়া লন নাই। কিন্তু এবারে আর পরিত্রাণ পাইবেন না, হয় পাট্টা খারিজ করিয়া রাজকর্ম্মচারিদিগের এবং রাজাকালের মনস্তুষ্টি করুন নতুবা পাঁচজন চোরের সহিত যেমন সাধু ব্যক্তিও ধৃত হয়েন তাদৃশ দুর্দ্দশাপন্ন হইবেন, কিন্তু সম্পাদক মহাশয়, ইংরাজদিগের ব্যবস্থা এমত নহে তাঁহাদিগের শাস্ত্রের প্রকাশ্য যে "It better that ten Guilty men should escape rather than one innocent man shall suffer" অর্থাৎ মিথ্যাপবাদে এক ব্যক্তি নির্দ্দোষির দণ্ড করণাপেক্ষা ২০ জন দোষী পলায়ন করে ইহাও শ্রেয়ঃকল্প কিন্তু ইংরাজ বাহাদুরেরা এইক্ষণে আপনারদিগের উক্ত বিধির বৈপরীত্যাচরণ করিতে প্রবর্ত্ত হইতেছেন ইহার কি উত্তর দিবেন, আপনাদিগের অতি যৎসামান্য লাভাশয়ে প্রজাদিগকে এতাদৃশ ক্লেদ প্রদান সভ্য জাতির কর্ত্তব্য নহে, বরং কলিকাতার বাড়ী বাড়ী জরীপ করিয়াছেন প্রত্যেক প্রজাকে তাঁহারদিগের স্ব স্ব ভূমির এক এক নিদর্শন পত্র প্রদান করুন তদৃষ্টে নূতন নূতন বিল প্রস্তুত হউক তাহা কোন গোল থাকিবেক না, রাজা আপন রাজস্ব পাইবেন অথচ প্রজা মাত্রেই যথেষ্ট সুখী হইয়া তাঁহারদিগের আশীর্ব্বাদ করিবেন।

কস্যচিৎ কলিকাতা নিবাসিনঃ

## সম্পাদকীয়। ৯ আগস্ট ১৮৪৯। ৫২ সংখ্যা

আমরা এই সময়ে কমিস্যনর মহাশয়দ্বয়কে আরো এক বিষয়ের উপরোধ করি নগরীয় মান্য লোকেরা তাহারদিগের সাক্ষাতে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন ইহা পরম সুখের বিষয়·কিন্তু ধনিলোকেরা গরীবদিগের দুঃখের বিষয় বিশেষ জানেন না, অতএব শাকানাজ, মৎস্য, ফল, বিচালী, গুল, টিকে, কাষ্ঠ, ইত্যাদি বস্তু লইয়া যাহারা কলিকাতায় আইসে, তাহারদিগকেও ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, এবং নগর মাধ্য যে সকল বেশ্যারা বসতি করে তাহারাও রাজার প্রজা, চৌকীদার তাঁহাদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইয়া থানাতে ইন্‌স্পেকটরদিগের দেয় কিনা, এবং ইনস্পেকটরেরা সমস্ত রাত্রি রাখিয়া তাহারদিগের প্রতি অত্যাচার করে কিনা বেশ্যাদিগের মুখে ইহাও জানা আবশ্যক, এতদ্ভিন্ন ইনস্পেকটরদিগের মধ্যে অনেকে মদ্য পানে উন্মত্ত হইয়া বেশ্যালয়ে যাইয়া কতস্থলে কত অত্যাচার করিয়াছে বেশ্যারাই তাহা ব্যক্ত করিবে, ·এবং নগরীয় শুঁড়িদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করাও উচিত, কমিস্যনর মহাশয়েরা তাহাতেও পোলীসের সাহায্যে অনেকানুসন্ধান পাইবেন, এইক্ষণে চালাকনাথ মেকান সাহেব কোথা গেলেন, ঐ মেকান আমারদিগের বাটীতে আসিয়া বলিয়াছিলেন তোমরা পোলীসের বিপক্ষে লেখ এই কারণ মাজিষ্ট্রেটরা ভাস্করে পোলীসের বিজ্ঞাপন দেন না, আমি তাঁহারদিগকে বলিয়া পোলীসের বিজ্ঞাপন ভাস্করে পাঠাইয়া দিব, তোমরা আর পোলীসের বিরুদ্ধে আর লিখিবা না. তাহাতে আমরা উত্তর করিয়াছিলাম পোলীসের বিজ্ঞাপনের মূল্য তুচ্ছ ধনের জন্য সম্পাদকীয় কার্যের ত্রুটি করিতে পারি না, লেখনীর শক্তি দ্বারা পোলীস দোষ নির্ম্মূল করিতে পারিলে আমারদিগের অনেক লভ্য হইবে, অর্থাৎ সাধারণের উপকার স্বরূপ ·যে মহাবিত্ত তাহা প্রাপ্ত হইয়া চিরকাল সুখে থাকিব এবং গবর্ণমেণ্টও বিশেষ জানিতে পারিবেন আমারদিগের ছাপা যন্ত্রকে যেমন স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলেন আমরা তাঁহারদিগের অভিপ্রায়ানুরূপ তেমনি পরিশ্রম করিয়াছি, হে পাঠকগণ, আমারদিগের সেই সুখের সময় আসিয়া এই কারণ কমিস্যনর মহাশয়দিগের প্রতি বৈঠকের বিবরণ অনুপূর্ব্বক লিখিতেছি এখন পোলীসের মুখ ছোট হইয়া আসিতেছে, আমারদিগের মুখ প্রফুল্ল হইতেছে আর যে সকল সম্পাদকেরা পোলীসের তোষামোদ বিজ্ঞাপন লইয়াছিলেন এইক্ষণে তাঁহারা কহিতে পারেতেছেন না, কলিকাতা নগরে লোভী সম্পাদক অনেক আছেন সম্পাদকীয় কার্য্যে লোভ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রকৃতরূপে কর্ম্ম করেন এমত লোক কেবল ইংরাজ সম্পাদকদিগের মধ্যেও অল্প দেখিতে পাই, এই সময়ে বাঙ্গালী সম্পাদকেরা কি কেহ অগ্রসর হইয়া বলিতে পারেন পোলীস কার্য্য তদন্তকারি কমিস্যনরদ্বয় কি একজন কলিস্যনর ভাস্কর ব্যতীত অন্য বাঙ্গালা কাগজ গ্রহণ সাধারণ কারণ লোকেরা এই বিষয়তেই বাঙ্গালা কাগজের গ্রাহক সংখ্যা বুঝিতে পারিবে আমরা সাহস করিয়া বলিতেছি পোলীসের বিষয় যাহা লেখা হইয়াছে এবং হইতেছে কমিস্যনরদিগের মধ্যে

তাহার বর্ণে বর্ণে পাঠ হয়, এই কারণ আমরা এত পরিশ্রম করিতেছি, পরমেশ্বরের করুন উপযুক্ত কমিস্যনরদিগের কার্য্য দ্বারা আমাদিগের পোলীস নির্দোষ হউক।

## সম্পাদকীয়। ১৫ জানুয়ারি ১৮৫৬। ১১৬ সংখ্যা

যুব বাঙ্গালিরা আর কবে বাঙ্গালা ভাষায় পরিশ্রম করিবেন? ধনাশয় অপর ভাষায় অমূল্য বয়স কাটাইয়া দেখিলেন তাহাতে কি লভ্য করিয়াছেন? "রসনার বাসনার যদি কিছু সুসার" অর্থাৎ বিজাতীয় পান ভোজনাদি বিষয়ে যদি কিছু আস্বাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহাতেই বা কি হইয়াছে কেবল দেশীয় রীতি ব্যবহারে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, পিতা-মাতাদি বন্দনীয় লোক সকলকে যৎপরোনাস্তি নিন্দা করিয়াছেন, দেব দেবী বিগ্রহ সকলকে পাদুকা দর্শন করাইয়াছেন, কেহ ২ কোন ২ বিগ্রহের অস্থি চূর্ণও করিয়া থাকিবেন, অপর ভাষার দাসত্বে এইমাত্র কর্ম্ম হইয়াছে, ধর্ম্মের মর্ম্মে কুঠার মারিতেছেন, ইংরাজী ভব্য নব্য সভ্যেরা সকল ধর্ম্মকেই রম্ভা দেখাইয়াছেন, তবে পর ভাষার দাসত্বে কি উপকার হইয়াছে কেবল অভিমানে উন্মত্ত হইয়া "হুট্ হাট্" বলিতে পারেন আর ইংরাজী পাদুকা গ্রহণ পূর্ব্বক মোস ২ করিয়া বেড়াইতেছেন, এ দেশের প্রাচীন বিজ্ঞ লোকদিগের নীতি বর্ত্ম কিছুই রাখেন নাই, যাহার দিগের পিতা মাতার কিঞ্চিৎ সম্পত্তি ছিল তাঁহারা ইজার, চাপকান, চেইন, ঘড়ী, শাল, পাগ্ড়ী দেখাইতে সভায় ২ যান কিন্তু ইংরাজী ভাষায় তাদৃশ বক্তৃতাও করিতে পারেন না, হিন্দু কালেজের প্রথমাবস্থায় যাহারা ইংরাজী শিক্ষা করিয়া বাহির হইয়াছিলেন তাঁহারা কিছুকাল মদ্য মাংস ধ্বংস করিয়া তেজস্বিত্ব দেখাইয়াছেন এই ক্ষণে জজ্ হইয়া বসিয়াছেন আর তাঁহারদিগের সে প্রতিভা দেখিতে পাই না, অনেকে মদ্য মাংসাদিও পরিত্যাগ করিয়াছেন, হনিক্সাকরে জন্ম গ্রহণে কি এত মদ্য মাংস পাক পায়? তাঁহারা কি ইংরাজ কি বাঙ্গালি হিন্দু মোগলাদি কোন শ্রেণীতেই মিশ্রিত হন না, যেন স্বতন্ত্র এক শ্রেণী হইয়া রহিয়াছেন, এইক্ষণে যাহারা অপর ভাষায় দাসত্ব করিতেছেন তাঁহারা কি কর্ম্মের উপযুক্ত হইবেন তাহা ভাবিয়া স্থির করা যায় না, ইংরাজী ভাষায় তাদৃশ পারদর্শী হইলেন না সুতরাং ইংরজেরা কোন উত্তম কর্ম্মে ডাকিবেন না, বাঙ্গালা ভাষায় "ব" জানেন না তাহাতেই বা কি কর্ম্ম করিবেন।

বিশেষতঃ রীতি ব্যবহারে এমত ঘৃণিত হইয়া পড়িয়াছেন ভদ্র বাঙ্গালিরা তাঁহার-দিগের সহিত আলাপ করিতেও চাহেন না, আর আলাপ করিলেই বা সুখ কি? দশটা বাঙ্গলা শব্দ কহিতে হইলে তাহার মধ্যে সাতটা ইংরাজী শব্দ না দিয়া কথা কহিতে পারেন না, কি দুঃখের বিষয়, যেস্থলে পিতা-মাতা বলিতে হইবেক সে স্থলেও "ফাদার মাদার" বলিয়া বক্তব্য সমাধা করেন, আধুনিক ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের ইচ্ছা হয় বাঙ্গালা ভাষায় কোন ২ বিষয়ে লিখিয়া সমাচার পত্রে প্রচার করিবেন কিন্তু লিখিতে

বসিলেই দুই চক্ষু ললাটপানে উঠিয়া যায় অতি ক্লেশে যাহা লিখিয়া পাঠান তাহা পাঠ করিতে পাঠকদিগের শিরোধর্ম্ম পাদস্পর্শ করে এই ক্ষণে আমরা আধুনিক ছাত্রদিগের যে সকল পত্র পাইতেছি তাহা পাঠ করিতে অত্যন্ত ক্লেশ জ্ঞান হয়, অক্ষরগুলিন যাহা লেখেন্ তাহা যেন কাক বকের নখচিহ্ন সাজাইয়া দেন, যে সকল অক্ষর পাঠ করা যায় না অনেক চিন্তায় মর্ম্ম গ্রহণ করতেও সম্পাদকেরা গলদ্ঘর্ম্ম হন অতএব আমরা এই ক্ষণে ঐ প্রকার পত্র সকল প্রায় ফেলিয়া দেই কিন্তু যাঁহারা ঐ প্রকার লেখেন তাঁহার দিগের লজ্জা জ্ঞান হয় না ইহাও এক আশ্চর্য্য বিষয়, অনুমান করি তাঁহারা লজ্জাকে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, দিন, যাহা ভাল বুঝিবেন তাহাই করিবেন ; কিন্তু আমরা বিনয়পূর্ব্বক বলিতেছি ঐ প্রকার কাকা বকা পত্র পাঠাইয়া আমার দিগকে বিরক্ত করিবেন না আমরা তাহার দিগের পত্র সকল সংশোধন করিতে পারি না স্পষ্টাক্ষরে উৎকৃষ্ট ভাষায় বিশিষ্ট মর্ম্মে যদি পত্র লিখিয়া প্রেরণ করেন তবে গ্রহণ করিব, নতুবা কুৎসিত পত্র সকল যন্ত্রাগারের বাহিরে ফেলিয়া দিব ইহা নিশ্চিত জানিবেন।

## সম্পাদকীয়। ১৭ জানুয়ারি ১৮৫৬। ১১৭ সংখ্যা

ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা এখন কোথায় গেলেন ? চতুর্দ্দিগ নীরব, আর যে কিছুই শুনিতে পাই না, তবে কি বিধবা বিবাহে সকলে সম্মত হইলেন "মৌনং সম্মতি লক্ষণং", ইহা সকলেই স্বীকার করেন, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দ্বিতীয় পুস্তক অনেক দিন বাহির হইয়াছে, সকলে পাঠে ২ তাহা পুরাতন করিয়া ফেলিয়াছেন, তথাপি যে কেহ উত্তরের একখানা চোটি মাত্রও বাহির করিলেন না, ইহাতেই বোধ হয় ভাড়া পুঁজী শেষ হইয়া গিয়াছে মনুষ্য জীবদ্দশায় থাকিলে সকলি দেখিতে পান, বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য যখন প্রথমে পরাশরের বচনগুলিন বাহির করিলেন তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের হাত্ পা চৌক মুখ লাড়াই বা কে দেখে ? অগণ্য ধনি দিগের বাটী ২ সভা করিলেন আর বিচারের ঘটাই বা কি ? "কচ্ছে পুচ্ছ" অর্থাৎ কাছায় পাছা ঢাকাও রহিল না, প্রায় বিবস্ত্র হইয়া ক্ষুদ্র পুস্তক রূপ কত অস্ত্র বাহির করিয়া দিলেন, যাঁহার দিগের পূর্ব্ব পুরুষগণের নাম ধাম কেহ জানিত না তাঁহারাও কিঞ্চিৎ ২ ধন ব্যয়ে অধ্যাপক দিগের দ্বারা এক ২ পুস্তক বাহির করাইলেন, তাহাতেই নাম বাহির হইল অমুক অমুকের সভাপণ্ডিতেরা এই পুস্তক বাহির করিয়াছেন, হায়, সভাই বা কোথায়, সভাপণ্ডিতই বা কৈ ? সভার মধ্যে বাড়ীর ভৃত্যগণের মেলা, সভাপতির মধ্যে বাবুগণ, সভাপণ্ডিতের মধ্যে খোলাকাটা পুরোহিত সকল, ইহাতেই জাঁকজমক ভূমিকম্প করিয়া ফেলিয়াছেন এইক্ষণে আর আর সভাও নাই, সভাপতিগণের নামগন্ধও পাই না, বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্যের দ্বিতীয় গ্রন্থের উত্তর দানে সকলেই নিরুত্তর হইলেন, গলী ২ ভাঙ্গা কৃষ্ণ রাঙ্গা বাবুদিগের কথা মাচাঙ্গে থাকুক, নগর

বাহির বাসি নানা স্থানীয় দলপতিগণ যাহাঁরা ধন মান জ্ঞান গুণাভিমানে উন্নত হইয়াছেন অথচ বিদ্যাসাগরের প্রথম পুস্তকের উত্তর দিয়াছেন তাঁহারা কেন মৌনবতীর শরণাগত হইলেন, যদি প্রথম পুস্তকের উত্তর প্রদানে এইরূপ করিতেন তবে আমরা বলিতাম তুচ্ছ করিয়াছেন এই ক্ষণে তুচ্ছ বাক্য স্বরূপ ভস্ম দ্বারা তাঁহার দিগের সে মানের মূল পুষ্ট করিতে পারি না, একবার যখন উত্তর দিয়াছেন তখনই ধনুর্ব্বাণ করিয়া যুদ্ধ স্থলে দণ্ডায়মান হইয়াছেন এইক্ষণে নিরুত্তর হইলে বালকেরাও বলিবে পরাজয় মানিলেন তবে ধর্ম্ম শাস্ত্রই বা কোথায় রহিল আর তাঁহারাই বা কিরূপে ধর্ম্ম রক্ষা করিলেন? সুতরাং বিধবা বিবাহ অধর্ম্ম নহে ইহা স্বীকার করিয়া লইলেন, যদি শাস্ত্রীয় প্রমাণে দুর্ব্বল হইলেন তবে রাজদ্বারে আবেদনে আর কি ফল প্রাপ্ত হইবেন যাঁহারা বিধবা বিবাহের বিধি করিতে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন তাঁহারা অনায়াসে বলিবেন "তোমরা শাস্ত্রীর প্রমাণে দুর্ব্বল হইয়াছ কি প্রমাণে তোমার দিগের আবেদন গ্রাহ্যযোগ্য হইবেক" অতএব আমরা স্মরণ করাইতেছি যাহাতে রাজদ্বারে বড় মুখ ছোট করিতে না হয় শীঘ্র ২ এমত কোন সদুপায় করুন শাস্ত্রীর প্রমাণ স্বরূপ রজ্জু দ্বারা বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় গ্রন্থকে কুক্কুর পুচ্ছে বন্ধন করিয়া না দিলে ব্যবস্থাপক মহাশয়েরা আবেদনকারি দিগের কোন কথা শুনিবেন না, শ্রীল শ্রীযুক্ত লার্ড বাহাদুরের সহিত ইহা স্থির হইয়া গিয়াছে এইক্ষণে আপনার দিগের বল বুঝিয়া ফল পার্থনা করুন।

## সম্পাদকীয়। ১৯ জানুয়ারি ১৮৫৬। ১২২ সংখ্যা

### সন্থাল।

বিদ্রোহি প্রদেশের স্পিসিএল কমিস্নের শ্রীযুত মেং ইডেন সাহেব ৪২ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক দলের সেনাপতিকে ত্বরায় সেনা পাঠাইতে লিখিয়াছেন, হরিপুর এবং মকরার পাহাড়ের নিকট সন্থালেরা দারুণ অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সম্মুখে যাহাকে পায় তাহারি প্রাণ নাশ করে, এমত শুনা যাইতেছে, জয়পুর গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়াছে উক্ত স্থানের চতুর্দ্দিকে প্রায় ৮।১০ সহস্র সন্থালেরা ধর্ম্মা ও বিন্দাস্বার অধীনে একত্র হইয়াছে তথাচ কমিস্নর সাহেব তাহারদিগকে দস্যু মাত্র বোধ করেন।

ইংলিসম্যানের সংবাদদাতা লেখেন মেং ইডেন সাহেবের উপর যে গুরুতর ভার প্রদত্ত হইয়াছে তিনি তৎপদের উপযুক্ত পাত্র নহেন, রাণীগঞ্জে লেপ্টেনেন্ত গবর্ণর সাহেবের শিবিরে সাহঙ্কারে বলিয়াছিলেন "তিনি কেবল যষ্টি হস্তে সমুদায় বীরভূম ও ভগলপুর জেলা ভ্রমণ করিয়া এককালে বিদ্রোহিতা রহিত করিবেন, ভবিষ্যতে আর সন্থালেরা কাহারু প্রতি অত্যাচার করিতে পারিবেক না এখন তাঁহার সে যষ্টি কোথায় গেল, ডাকাইত দমনার্থ কি জন্য সৈন্য সাহায্য চাহিয়া পাঠাইয়াছেন।

বিদ্রোহি প্রদেশ শাসন করা সিবিল অফিসারের কার্য্য নহে, তাঁহারি মধ্যবর্ত্তিতায়

জেনেরেল ইলএট সাহেবের অধীনস্থ সেনা দ্বারা ভগলপুর প্রদেশীয় সন্তালেরা শান্তি পায় নাই কারণ কমিস্যনর সাহেব সর্ব্বদা জেনেরেল সাহেবের শিবিরে থাকিতেন,' সেনারা যে কোন বিদ্রোহিকে অস্ত্রাদি সহিত ধৃত করিয়া আনিত তিনি তাহার দিগের প্রতি দয়া প্রকাশিয়া ছাড়িয়া দিতেন; ১০ ডিসেম্বরে তাঁহার নিকট একদল ১২০ জন আর ১৫০ জন বিদ্রোহিগণ বিচারার্থে প্রেরিত হয়, তিনি বিনাবিচারে তাহারদিগকে মুক্তি দেন, এখন তাহারাই পুনরায় বিদ্রোহী হইয়া প্রজানাশ গ্রাম দাহ করিতেছে, অতএব গবর্ণমেণ্টের উচিত ঐ পদে জনেক উপযুক্ত মিলেটরী আফিসর নিযুক্ত করেন তবে ত্বরায় বিদ্রোহানল নিবারণ হইবেক "যার কর্ম্ম তারে সাজে অন্য লোকে লাঠী বাজে" সিবিলিয়ানেরা মিলেটরী কার্য্যের কি জানেন।

## সংবাদ। ২ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬। সংখ্যা ১২৪

লক্ষ্ণৌ

ইংলিস ম্যান সম্পাদক লেখেন "নগরে এমত জনরব উঠিয়াছে অযোধ্যার রাজা সহজে স্বরাজ্য ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করিবেন না, যুদ্ধ সজ্জা করিতেছেন এবং নেপালের রাজার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। দুই জন চাকলাদার সসৈন্যে লক্ষ্ণৌ নগরে আসিয়াছেন" আমরা এ জনরবে বিশ্বাস করি না। অযোধ্যা রাজের ক্ষমতা কি ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের সহিত যুদ্ধ করিবেন যদি করেন তবে তাহা "আসন্ন কালে বিপরীত বুদ্ধির কর্ম্ম" ব্যতীত আর কি বলা যাইবে। সহজে রাজ্য ছাড়িয়া দিলে বার্ষিক ১২।১৪ লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইবেন, অধিকন্তু কারাবদ্ধ হইবার সম্ভাবনা, আর নেপালের মহারাজাও ইংরাজ বল বিলক্ষণ জানেন তিনি যে অযোধ্যা রাজার পক্ষ হইয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিবেন ইহাও বিশ্বাস যোগ্য সংবাদ নহে, দেখা যাউক ইংলিস ম্যানের বাক্য কি রূপ সত্য হয়।

## সম্পাদকীয়। ২ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬। ১২৪ সংখ্যা

কুলীন দিগের বহু বিবাহ রূপ কুপ্রথা রহিত করণাভিপ্রায়ে কলিকাতা এবং তদিদস্ততঃ স্থানীয় অন্যূন ১৬০০ লোকের স্বাক্ষরিত এক আবেদন পত্র ব্যবস্থাপক সভায় প্রদত্ত হইয়াছে, সভার মেম্বরেরা ঐ আবেদন গ্রাহ্য করিয়া ছাপাইতে আজ্ঞা দিয়াছেন, হিন্দু বিধবা বিবাহ সপক্ষে আর দুই আবেদন পত্র ১৯ জানুয়ারি দিবসীয় সভায় অর্পিত হয়, এক আবেদনে কলিকাতা ও শাখা নগর নগর বাসী প্রায় ৬৫০ জনের স্বাক্ষর ও অন্য আবেদনে বারাসতের প্রায় ৩০০ লোকের স্বাক্ষর আছে।

ব্যবস্থাপক দিগের বিলক্ষণ হৃদ্বোধ জন্মিয়াছে বিধবা বিবাহ প্রচলনেও কুলীনদিগের বহু বিবাহ রহিত করণে এ দেশীয় অনেক লোকের মত আছে, বিধবা বিবাহ সপক্ষে ইতিমধ্যে

কলিকাতা কৃষ্ণনগর বারাসত পুনা সেতারা' ইত্যাদি স্থান হইতে ৫।৬ খানা আবেদন পত্র ব্যবস্থাকারি সভায় প্রদত্ত হইল কিন্তু কি সদর কি মফস্বল কোন স্থান হইতেই বিধবা বিবাহ প্রতিবাদি মহাশয় গণের স্বাক্ষরিত কোন আবেদন অদ্যাপি সভায় অর্পিত হয় নাই স্থতরাং ইহাতে ব্যবস্থাপকেরা মনে করিবেন এদেশীয় অধিকাংশ লোকের বিধবা বিবাহে সম্মতি আছে কেবল লোকানুরোধে অনেকে আন্তরিক অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারেন না বাস্তবিক একথা সত্য, বাধ্য বাধকতা ও লোকানুরাগ প্রিয়তা অনেককে যথার্থ বাদী হইতে দেয় না।

## রসরাজ হইতে উদ্‌ধৃত। ৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬। ১২৫ সংখ্যা

বারোশত বাষট্টি শাল কি শাল আসিয়াছিল, বাছের বাছ বড় লোক সকলেই ধরিয়া ২ লইয়া গেল, এই কাল বৎসর কেবল কলিকাতা বা তচ্চতুষ্পার্শ্ব বাসি প্রধান লোক দিগকেই সংহার করিতেছে এমত নহে, পৃথিবীর সকল দিগেই প্রধান দিগের মধ্যে মহামারী আরম্ভ করিয়াছে, লোকেরা বিশ্বাস করেন কাশীতে গেলেই কালের হস্ত এড়াইলেন, এ কাল বৎসর সেখানেও ছাড়ে নাই, বাবু রাজেন্দ্র মিত্র যিনি কাশীধামে বাঙ্গালি দিগের চূড়ামণি স্বরূপ ছিলেন, কাল বাষট্টি শাল সেখানেও চূড়া ভঙ্গ করিয়াছে; অর্থাৎ বাবু রাজেন্দ্র মিত্রকেও লইয়া গিয়াছে, বাঙ্গালি দিগের মধ্যে যাহারা কাশীধামে গমন করিতেন তাঁহারা সকলেই তথায় যাইয়া রাজেন্দ্র বাবুর শরণাগত হইতেন, রাজেন্দ্র বাবুর সহায়তায় উত্তম রূপে সকল কর্ম্ম সমাধা করিয়া আসিতেন, সেই পুণ্যধামে সকলের আশ্রয় স্বরূপ মহাত্মাও গেলেন, তবে পৃথিবীর প্রিয় পাত্রগণ প্রায় অদর্শন হইলেন, যে সকল অর্ব্বাচীনেরা জীবিত আছেন তাঁহার দিগের আশ্রয় স্থান আর কোথায়? লোকেরা দুঃখে পড়িয়া আর কাহার নিকট যুড়াইতে যাইবেন? দুঃখি দিগের চক্ষে জল নিবারণ করিয়া কে দুঃখ মোচন করিবেন? যদি স্বীকার করি পৃথিবী পাপে পরিপূর্ণা হইয়াছেন আর ভার ধারণ করিতে পারেন না তবে যে সকল মহামহিমেরা কাল গ্রাসে গিয়াছেন তাঁহারাই কি পাপ করিয়াছিলেন? তাঁহারা পাপ করেন নাই, পাপিগণকে পরিত্রাণ করিতেন এই কারণ কি কাল শাল পাপি দিগের আশ্রয় ভঙ্গ করিল, এই দুরন্ত বৎসরে রায় বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরি মহাশয় সর্ব্বাগ্রে মৃত্যু পথ দেখাইয়াছিলেন তৎপরে ক্রমে ২ বাছের বাছ প্রধান সকল গেলেন, সেইখানে আর ২ সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়া থাকিবেক, বাবু শ্রীনাথ মল্লিক, বাবু কানাইলাল ঠাকুর, বাবু নন্দলাল সিংহ, বাবু গিরীশচন্দ্র দেব, বাবু প্রমথনাথ দেব, বাবু দুর্গাচরণ দত্ত, বাবু রসময় দত্ত, বাবু শিবনারায়ণ ঘোষ, বাবু রাধামাধব বন্দোপাধ্যায়, বাবু নবীনকৃষ্ণ সিংহ, বাবু শ্রীকৃষ্ণ মল্লিক, বাবু প্রাণকৃষ্ণ মল্লিক, বাবু হরিশচন্দ্র সিংহ, বাবু আনন্দনারায়ণ ঘোষ, বাবু মতিলাল শীল, বাবু রাধামাধব দত্ত ইত্যাদি মহামহিম সকলের

সহিত আলাপাদি হইতেছে, ইহার পরে সকলে ঐক্য বাক্যে সেই স্থানেই যদি সভা করেন তবে আরো অনেকের প্রয়োজন হইবেক এখন পর্য্যন্তও কাল বৎসর যায় নাই আরো দুই মাস কয়েক দিবস আছে যদি সেখানকার টান পড়ে তবে ইহার মধ্যেই সকল সংহার করিবেক, অতএব জীবিত মহাশয়গণ সাবধান হউন, ধর্ম্ম কর্ম্ম আশ্রয় করুন, অসত্যের সঙ্গে আনুগত্য রাখিবেন না, কোন প্রকার পাপ পথে যেন মতি না যায়, আহার বিহার সঙ্কোচ করুন, ধন যদি থাকে তবে সম্ভব মত উপযুক্ত দান পথে দিবেন, ফলে ধর্ম্ম দুর্গের মধ্যস্থলে থাকিবেন, কাল বৎসর যেন স্পর্শ করিতে পারে না, এইক্ষণে আমরা অত্যন্ত ভাবিত হইয়াছি, পূর্ব্বোক্ত মহামহিম দিগের মধ্যে সকলের সঙ্গেই আমার দিগের মধ্যে সকলের সঙ্গেই আমার দিগের অত্যন্ত আত্মীয়তা ছিল, বিশেষত রাজা সত্যচরণ ঘোষাল ও বাবু আশুতোষ দেব যথেষ্ট স্নেহ করিতেন তাঁহারা যদি স্বর্গস্থলে যাইয়া সভা করেন তবে সম্পাদক দিগের জন্যই অগ্রে প্রয়োজন হইবেক, বিশেষতঃ আমার দিগের প্রবীণ মহাশয় ছয় মাস যাবৎ পীড়া ভোগ করিতেছেন, আমরা তাঁহাকে অতি যত্নে ধর্ম্ম পরিখা মধ্যে রাখিয়াছি তথাচ লক্ষী ছাড়া পীড়া ছাড়িয়াও ছাড়ে না তদুপরি নবীন শোক অর্থাৎ রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুরের ও বাবু আশুতোষ দেবের মৃত্যু শোকে আরো অধিক কাতর হইয়া পড়িয়াছেন অতএব সকলে আশীর্ব্বাদ করুন কাল বর্ষ যেন তাঁহাকে স্পর্শ করিতে না পারে, এ কথা সত্য বটে আমরা অনেক লোককে মর্ম্মব্যথা দিয়াছি কিন্তু তাহাতে আমার দিগের অপরাধ নাই, তাঁহারা কুপথে গমন করিয়াছিলেন আমরা সৎপথে আনিবার জন্য তাঁহার দিগের কুকর্ম্ম সকল প্রকাশ করিয়া দিয়াছি তাহাতে সকলে উপকৃত হইয়াছেন, কাহারো অনিষ্ট করি নাই তথাপি যদি মনে ২ দুঃখ বোধ করিয়া থাকেন এ সময়ে ক্ষমা করিবেন, অতএব সকলকে নমস্কার দিলাম আর কেহ কিছু মনে রাখিবেন না।

## সংবাদ। ৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬। ১২৫ সংখ্যা

### সন্তালীয় ঘোষণা

সন্তালেরা সুজারামপুরস্থ মেং জি গ্রাণ্ট সাহেবের কুঠীতে এবং ভাগলপুরের আদালতে যে দুই পরওয়ানা পত্র পাঠাইয়াছে নিম্নে তাহার অনুবাদ গ্রহণ করা গেল

১

"শিবশাহ ভগতসুবার আজ্ঞানুসারে সুজারামপুরের কুঠীওয়ালা মেং গ্রাণ্ট সাহেবের উপর।"

"সংবাদ লও, এই আজ্ঞা প্রাপ্তি পরে তুমি আপন দ্রব্যাদি লইয়া কুঠী ত্যাগ করিবে, যদি তুমি প্রতিবাদ কিম্বা কোন ওজর কর তাহা শ্রবণ করা যাইবেক না অতএব

এতদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বুধবারে আমারদিগের সেনারা তোমার কুঠীতে উপস্থিত হইবেক, কোন রাইয়তের হানি হইবেক না, বরঞ্চ তাহারদিগকে রক্ষা করা যাইবেক, তারিখ ১২৬২ সাল ৩০ পৌষ।

দ্বিতীয় পরওয়ানা কমিস্যনর জজ মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর সাহেব প্রভৃতি গবর্ণমেণ্টের চিহ্নিত ভৃত্যদের উপর।

২

"শিবশাহ্ ভগতস্থবা সন্তালিত বাজার আজ্ঞা"।

রামজিও লাল দেশ জয় করিয়াছেন তন্নিমিত্ত আমি লিখিতেছি, তুমি আমাকে জানাইবে যে জজ মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরেরা যুদ্ধ করণে মনস্থ করিয়াছেন কি না? যদি আমারদিগের স্থবারা আক্রমণ করে তবে রাইয়তদিগের ক্ষতি হইবেক এবং যদি ইংরাজ সেনারা আইসে তথাচ রাইয়তেরা ক্লেশ পাইবে, অতএব ইহা যুক্তিসিদ্ধ যে কেবল কিশোরীয়া স্থবার সহিত ইংরাজেরা যুদ্ধ করুন, তাহা হইলে রায়তদিগের কোন হানি হইবেক না, এই পরওয়ানার কর্ম্ম ডাকযোগে ঐ সকল লোকদিগকে জ্ঞাত কর যাহারদিগের নিমিত্ত ইহা লেখা হইল।

"সেরেস্তাদারকে লেখা যায়।"

তারিখ ১২৬২ সাল ২৯ পৌষ পুর্ণিমা, সোমবার"

এই পরওয়ানা পাঠ করিয়া পাঠকবর্গ বন্য সন্তালদিগের সাহস বিবেচনা করুন, তাহারা এবারে প্রজানাশ দেশ লুণ্ঠন না করিয়া এ প্রকার প্রজা রক্ষার প্রতিজ্ঞা করিতেছে, ইহার অবশ্য কোন কারণ থাকিতে পারে, বোধ হয় কোন বিজ্ঞ লোকে তাহারদিগকে পরামর্শ থাকিবেন প্রজাদিগকে হস্তগত করিতে পারিলে অনায়াসে তাহারদিগের মঙ্গল হইতে পারিবেক, যাহা হউক এবারে গতিক ভাল বোধ হয় না, আমারদিগের বোধ ছিল বর্ষা শেষ হইলেই সন্তালেরা নানা পর্ব্বতে পলায়ন করিবেক, গবর্ণমেণ্ট সেনার ভয়ে আর প্রকাশ হইতে সাহসী হইবেক না, কিন্তু যখন একবার তাড়িত হইয়া পুনরায় শীতকালে অরণ্য হইতে বহু সংখ্যা বহির্গত হইতেছে এবং সাহস গবর্ণমেণ্টের উপর এরূপ পরওয়ানা জারী করিতেছে তখন অনুমান হইতেছে কোম্পানি বাহাদুরকে বিশেষ ক্লেশ না দিয়া ক্ষান্ত হইবেক না, লেপ্টেনেন্ত মহাশয় সন্তালদিগকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন দেখা যাউক যদি তিনি তাহারদিগের মস্তকে পদ্মহস্ত বুলাইয়া বশীভূত করিতে পারিবেন।

## সম্পাদকীয়। ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬। ১২৮ সংখ্যা

লক্ষ্ণৌ। ৩০ জানুআরি

লক্ষ্ণৌ রেসিডেণ্ট জেনেরেল ঔটরাম সাহেব উক্ত রাজধানীতে উপনীত হইয়াছেন,

সকলেই ব্যগ্র হইয়া তাঁহার গমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, অনেকে নিশ্চয় ভাবিয়াছিলেন তাঁহার মুখ বিনির্গত বাক্যই প্রথমত অযোধ্যার স্বাধীনতা নাশক হইবেক, অযোধ্যা বাসি সকল লোকই পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছেন "রাজা কি রাজচ্যুত হইবেন? এবং যদি হন তাহারি বা কারণ কি? কোম্পানি বাহাদুর কি স্বয়ং অযোধ্যা রাজ্য শাসন করিবেন? তবে রাজভৃত্যেরা কি করিবে? কানপুরে যে সকল সেনা একত্র হইয়াছে তাহারা কতদিনে অযোধ্যা রাজ্যে প্রবেশ করিবেক, কেহ কি তাহারদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইবেক? তদুপযুক্ত ব্যক্তিই বা কৈ দেখা যায়"।

এ সকল প্রশ্নোত্তর কেহ করিতে পারে না, কোম্পানি বাহাদুরের অভিপ্রায় দুর্জ্ঞেয় অগ্রে তাহা কে বুঝিতে পারিবেক, রাজপরিবর্ত্তনে যে সকল লোকের ক্ষতি সম্ভাবনা তাহারা কহিতেছে অযোধ্যা রাজ্য ব্রিটিস রাজ্যভুক্ত হইবেক এ সংবাদ জনশ্রুতি মূলক, ইহার বিন্দুমাত্রও সত্য নহে কেবল সমাচারপত্র সম্পাদকেরা এই সকল মিথ্যান্দোলন করিতেছেন, রাজ্য কোম্পানির অধিকারভুক্ত হইলে যাহারা সুখ বোধ করিবে তাহারা কহে এ শুভকর্ম্ম ত্বরায় সম্পন্ন হইবে, ফলত অযোধ্যারাজ্য ব্যাপিয়া এই গোল উঠিয়াছে সর্ব্বত্রই এই কথোপকথন হইতেছে।

যে সকল প্রধান ২ লোকেরা রেসিডেণ্ট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতেছেন প্রত্যাগমন কালে প্রায় সকলেই ম্লান বদন দেখা যাইতেছে, কাপ্তেন হেজ সাহেব ও কাপ্তেন ওয়েষ্টন সাহেবেরা কোম্পানি অভিপ্রায়াবগতে বিরক্ত হইয়াছেন, প্রধান মন্ত্রী রেসিডেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিষণ্ণ বদন হইয়াছেন, ওজীর রেসিডেণ্ট সাহেবের প্রত্যাগমনে আহ্লাদ প্রকাশিয়া কহিলেন মহারাজ আপনার কলিকাতায় এত দীর্ঘ বাসের কারণ জানিতেও একবার সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, তাহাতে রেসিডেণ্ট সাহেব কহিলেন আমি এক্ষণে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি না, তৎপরে ওজীর পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন "আমি শুনিয়াছি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাহাদুর স্বয়ং অযোধ্যা রাজকার্য্য পরিচালনা করিবেন এ কথা কি সত্য? এবং কোম্পানির সেনারা কি অযোধ্যায় আসিবেক?" তাহাতে রেসিডেণ্ট সাহেব কহিলেন আমিও এ প্রকার জনশ্রুতি শুনিয়াছি। ফলতঃ নিশ্চয় সংবাদাবগত হই নাই কিন্তু সেনারা লক্ষ্ণৌ রাজ্যের মধ্য দিয়া ফয়জাবাদে যাইবেক এ-কথা যথার্থ বটে।

মন্ত্রির সহিত রেসিডেণ্ট সাহেবের এই মাত্র কথোপকথন হয়, তিন রেজিমেণ্ট সেনা কানপুরের নিম্নে গঙ্গা পার হইয়াছে এবং রাজার কমিসরিএট ডিপার্টমেণ্টের প্রধান কার্য্যকারক বাবু জয়লাল সিংহ সেনাগণের খাদ্যাদি সংগ্রহ করণের আজ্ঞা পাইয়াছেন।

রাজদরবারের দেওয়ান রাজা বালকৃষ্ণের সহিত প্রধান মন্ত্রী সায়ং অবধি রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত এক নির্জ্জন গৃহে বসিয়া পরামর্শ করেন, তিনি রেসিডেন্সি কর্ম্মালয় হইতে যাইয়া একেবারে রাজভবনে প্রবিষ্ট হন, রাজা খোজাদিগের নিকট গুপ্ত পত্র পাঠাইয়াছেন, ঐ খোজাদিগের মধ্যে দুইজন সেনাপতি আছে।

লক্ষ্মণৌ নগরের রাজবর্ত্মে ও সকল প্রকাশ্য স্থানে ঘোষণা পত্র লট্‌কাইয়া দিয়াছিলেন "যে কেহ অযোধ্যা রাজ্য ব্রিটিস রাজ্যভুক্তি বিষয়ে কথপোকথন করিবে তাহারা কঠিন রাজদণ্ড পাইবেক" কয়েক ব্যক্তি এই প্রকার কথোপকথন করণ কালে পোলিস কর্ম্মচারি দ্বারা ধৃত হইয়া সমুচিত দণ্ড লাভ করিয়াছে, রাজা সহ বকতোয়ালকে ডাকাইয়া আজ্ঞা দেন যদি কোন ব্যক্তি ঘোষণা না মানিয়া পুনরায় ঐ প্রকার কথপোকথন করে তবে তাহার মস্তক মুড়াইয়া দিবা এবং বিপরীত মতে গর্দ্দভে চড়াইয়া অর্থাৎ গর্দ্দভের পুচ্ছভাগে সম্মুখ করাইয়া নগর ভ্রমণ করাইবে, সহর কোতোয়াল এতদাজ্ঞা শ্রবণে মিনতি পূর্ব্বক উত্তর করিল এ প্রকার অপরাধিদিগের প্রতি পূর্ব্বোক্ত দণ্ড বিধান করিতে গেলে লক্ষ্মণৌ রাজ্যে গর্দ্দভ ও নাপিতের অপ্রতুল হইবেক অর্থাৎ সমস্ত লোকেই এই সংবাদ আলোচনা করিতেছে অতএব কত লোককে দণ্ড দেওয়া যাইবেক" রেসিডেণ্ট সাহেবের অযোধ্যায় গমনের প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই আজ্ঞা প্রচার হয়, রাজঘোষণা শ্রবণে দর্শনেও দণ্ড লোকেরা কিছুমাত্র ভীত হয় নাই বরঞ্চ রেসিডেণ্ট সাহেবের উপস্থিতিতে অনেকে এই সংবাদ লইয়া মহান্দোলন ও আমোদ করিতেছে।

৩১ জানুআরি

অযোধ্যা রাজ্যের স্বাধীনতা বিলোপ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই, রাজা এ সংবাদ বিশ্বাস করেন নাই যদিও অদ্যাবধি অযোধ্যা গ্রহণ বিষয়ে সরাসরি কোন ঘোষণা প্রচার হয় নাই তথাচ নিশ্চয় প্রকাশ হইয়াছে কোম্পানি বাহাদুর স্বয়ং উক্ত রাজ্যের শাসনীয় ভার গ্রহণ করিবেন।

অদ্য পুনর্ব্বার রাজমন্ত্রী রেসিডেণ্ট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, ক্রমিক দুই ঘণ্টা কাল রেসিডেণ্ট গৃহে বসিয়াছিলেন, অযোধ্যা রাজ্য গ্রহণ বিষয়ে তাঁহাকে গভর্ণর জেনেরেল বাহাদুরের অভিপ্রায় জ্ঞাত করা হইলে তিনি ক্ষুণ্ণ মনে বিষণ্ণ বদনে রেসিডেন্সি ভবন হইতে বহির্গত হইয়া এককালে রাজবাটীতে গমন করিলেন, অন্য কাহারু সহিত পথিমধ্যে বাক্যালাপ করেন নাই।

রাজা এই সংবাদ শ্রবণে মহাশোকাকুল হইয়া সে দিবস আহারাদিও করিলেন না, অন্তঃপুর মধ্যে ক্রন্দন ধ্বনি উঠিল এবং রাজপারিষদেরা বক্ষে চপেটাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। যদি রাজা ইতিপূর্ব্বে অযোধ্যার পূর্ব্বতন বিজ্ঞ রেসিডেণ্ট জেনেরেল স্লিম্যান সাহেবের পরামর্শ শুনিয়া অপমানিত হইবার পূর্ব্বে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক রাজকার্য্য ভার কোম্পানির হস্তে সমর্পণ করিতেন তবে এমন শোকাবিভূত হইতেন না।

মহারাণীর ৫২ সংখ্যা পদাতিক দল, ১ সংখ্যক লাইট কাবেলরি দল, ৪১ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক দল, ও এক কোম্পানি অশ্বারোহী তোপচালক সৈন্যগণ ১৬টা তোপ ও প্রত্যেক তোপের এক ২ সহস্র গোলা সহিত অদ্য প্রভাতে গঙ্গা পার হইয়া অযোধ্যাভিমুখে আসিতেছে, ১ ও ২ ফিব্রুআরি দিবসে কানপুর হইতে আরো অনেক সেনা আসিবেক।

১ ফিব্রুআরি।

রাজার সহিত রিসিডেণ্ট সাহেবের সর্ব্বদাই পত্র লেখালেখী চলিতেছে, রাজা সময় গতে এখন স্বীয় অপরিণাম দর্শিতা অনুভব করিয়া সরিফুদ্দৌলা ইব্রাহিম খাঁকে আহ্বান করিয়াছিলেন এই ব্যক্তি অতি সুবিবেচক ও জ্ঞানি মনুষ্য, অযোধ্যায় পুর্ব্ব রাজার রাজত্ব সময়ে ইনিই প্রধান মন্ত্রী ছিলেন এবং যাঁহাকে কর্ণেল স্লিম্যান সাহেব প্রধান মন্ত্রিত্ব পুনর্নিযুক্ত করণার্থে রাজাকে অনুরোধ করেন, রাজা তৎকালে সে হিত বাক্য শ্রবণ করেন নাই, ইব্রাহিম খাঁ রিসিডেণ্টের বিনানুমতিতে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করণে অস্বীকৃত হইবায় রাজা তজ্জন্য রিসিডেণ্ট সাহেবকে অনুরোধ করেন তাহাতে রিসিডেণ্ট ইব্রাহিম খাঁকে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুমতি দিয়াছেন, অনুমতি প্রাপ্তি পরে ইব্রাহিম খাঁ রাজ সন্নিধানে গমন করিয়াছেন ইহাতে রাজ দরবারস্থ অনেকে অনুমান করিতেছেন রিসিডেণ্ট সাহেবের প্রত্যাগমনের কেবল মন্ত্রী পরিবর্ত্তন মাত্র হইবেক, কিন্তু ইহা তাঁহার দিগের ভ্রান্তিমূলক বোধ, মন্ত্রীর এত সেনা লক্ষ্ণৌ নগরে কি জন্য যাইবেক পত্র দ্বারা রাজাকে জানাইলেই এ কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারিত।

গত দিবস প্রধান মন্ত্রী রিসিডেন্সি আফিস হইয়া প্রত্যোগমনকালে ভিক্ষুক দিগকে বহু ধন বিতরণ করিয়াছেন, এ পুণ্য সঞ্চয়ে এখন আর কি হইবে, সান্নিপাতে কণ্ঠরোধ করিলে বিষ প্রয়োগে কি উপকার দর্শে?

১ দিবস বেলা দুই প্রহর ৪ ঘটিকাকালে কাপ্তেন হেজ সাহেবকে সঙ্গে লইয়া জেনেরেল ঔটরাম সাহেব রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিয়াছেন, কি কথপোকথন হইয়াছে তাহা পশ্চাৎ প্রকাশ হইবেক।

এই প্রস্তাব অতি দীর্ঘ প্রযুক্ত আমরা অদ্য এ বিষয়ে কোন 'অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারিলাম না।

## সংবাদ। ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬। ১২৯ সংখ্যা

### পাটনা

পাটনা নগরে জনরব উঠিয়াছে এ বারে চারি লক্ষ সন্তাল গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে, রাজসেনারা তাহারদিগের বেগ ধারণে অসমর্থ হইয়াছে, বেহারীয় জবনেরাই এই অমূলক জনরব তুলিয়াছে তাহারা নিশ্চয় করিয়াছে সন্তালীয় বিদ্রোহিতা সূত্রেই ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট সিংহাসন ভ্রষ্ট হইবেন।

মেং আর বি চ্যাপম্যান সাহেব পাটনার মফস্বলস্থ গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা পাঠশালা তত্ত্বাবধারণ করিতে ত্বরায় যাইবেন, সম্প্রতি পাটনা প্রদেশে উত্তম বৃষ্টি হইয়াছে।

## সংবাদ। ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬। ১২৯ সংখ্যা

লক্ষ্ণৌ

৩ ফিব্রুআরিতে অযোধ্যা রাজ্যেশ্বর স্বীয় রাজ্যচ্যুতি সংবাদ শ্রবণে হতাশ হইয়া মুরচা হইতে তোপ সকল ভূমিতে ফেলিয়া দিতে ও সেনাগণের অস্ত্রাদি কাড়িয়া লইতে আজ্ঞা দিয়াছেন এবং তদনুসারে সেনারা নিরস্ত্র হইয়াছে, জেনেরেল ঔটরাম সাহেব প্রধান মন্ত্রীকে কহিয়াছেন, "উপস্থিত বিপদে শোক বিলাপ বৃথা, যাহা হইবে তাহা গণ্ডনীয় নহে, যদি তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টে কিছু জানাইতে ইচ্ছা হয় তাহা লিখিয়া দিলে আমি সাধ্য পক্ষে রাজার উপকার করিব ; কিন্তু রাজিনামায় স্বাক্ষর করণ অত্যাবশ্যক কর্ম্ম, না করিলে তাঁহার পক্ষে আরো মন্দ হইবে।

রাজমন্ত্রী রাজাকে এ সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন, আসিষ্টাণ্ট রেসিডেণ্ট জেনেরেল ঔটরাম সাহেবকে কহিয়াছেন রাজা রাজিনামায় স্বাক্ষর করণে স্বীকৃত আছেন তবে এইক্ষণে কি জন্য মতান্তর করিতেছেন বলা যায় না।

যদি গবর্ণমেণ্ট অযোধ্যা রাজ্য গ্রহণ করে তবে রাজা বিলাতে যাইবেন এরূপাভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, জানুআরি মাস পর্য্যন্ত বেতন শোধ করিয়া সমুদায় সেনাগণকে বিদায় দিতে আজ্ঞা দিয়াছেন, ভিন্ন ভিন্ন মহলের ও অন্তঃপুরের ভৃত্যবর্গ পর্য্যন্ত কর্ম্মচ্যুত হইয়াছে, রাজস্ব সংক্রান্ত প্রধান কর্ম্মকারক জানুআরি মাসের শেষ পর্য্যন্ত রাজস্বের হিসাব নিকাশ করিতেছেন।

পত্রান্তরে প্রকাশ করে ২ ফিব্রুআরি রাত্রিতে মহারাজ রাজ্য ত্যাগের সম্মতিসূচক রাজীনামায় স্বাক্ষর করিয়াছেন কিন্তু এ সংবাদ সত্য বোধ হয় না, অতএব পুনঃ সমাচারাগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল।

## সম্পাদকীয়। ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬। ১২৯ সংখ্যা

এক সন্তালীয় উপদ্রবেই গবর্ণমেণ্ট বিব্রত হইয়া উঠিয়াছেন, যদি এ সময়ে অন্য কোন দিগে বিদ্রোহানল জলিয়া উঠে একেবারে দেশ উচ্ছন্ন হইবেক, এ দেশে সৈন্যের বড় অনাটন পড়িয়াছে, রুষীয় সমরে গোরা পল্টন সকল গমন করিয়াছে, সিপাহি দলের অধিকাংশ লাহোরাদি উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এবং রাঙ্গুণ পেগু ইত্যাদি স্থানে রহিয়াছে, কলিকাতার নিকটে যে দুই একটি সিপাহি দল ছিল তাহারা সন্তাল তাড়নে নিযুক্ত আছে এখন অন্য কোন বন্য জাতি বিদ্রোহী হইলে গবর্ণমেণ্ট কি প্রকারে তাহারদিগকে নিবারণ করিবেন, দূর হইতে সেনা আনিতে ২ তাহারা সন্তালদিগের ন্যায় রাষ্ট্র বিপ্লব করিবে।

নগরে এমন জনশ্রুতি উঠিয়াছে কোল নামক পর্ব্বতীয় লোকেরাও রাজবিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে আমরা এ সংবাদের যথার্থতা জানিতে পারি নাই অজ্ঞাত বিষয়ে কি

অভিপ্রায় প্রকাশ করিব, ফলতঃ সন্তালদিগের প্রাদুর্ভাব ও গবর্ণমেণ্টের মৃদুভাব দৃষ্টে অপরাপর জাতিরাও সাহস পাইয়াছে তাহাতে কোলেরা বিদ্রোহাচারী হইবে বিচিত্র নহে, আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছিলাম সন্তালেরা কোল ভিল জাতির সঙ্গেও সংযোগ করিতেছে এই জনরব তাহারি প্রতিপোষক হইল।

## সংবাদ। ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬। ১৩০ সংখ্যা

রাজমহলের দক্ষিণাঞ্চলের কোন পত্রে প্রকাশ করে ভগলপুর প্রদেশীয় সন্তালেরা যদিও পুনর্ব্বিদ্রোহী হইয়াছে, তথাচ এখানে গোলযোগ নাই শ্রীযুক্ত স্থানে অদ্যাপি সেনা আছে অতএব এতদ্দেশীয় সন্তালেরা যদিই বা বিদ্রোহিতার উপক্রম করে তথাচ আপাততঃ পর্ব্বত ছাড়িয়া সমভূমে আসিতে পারিবেক না।

## বিধবা বিবাহ বিপক্ষে আবেদন। ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬। ১৩০ সংখ্যা

হিন্দু বিধবা বিবাহ বিপক্ষে যে সকল মহামহিমেরা সভা করিয়াছিলেন ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহার দিগের আবেদন সমর্পণ হইয়াছে, আবেদন পত্রে বহুলোক নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন, সভ্য মহাশয়েরা পল্লি গ্রামে ২ লোক পাঠাইয়া ছোট বড় অনেকের নাম স্বাক্ষর করাইয়াছিলেন কিন্তু স্বাক্ষর কারির দিগের মধ্যে এক আনা মনুষ্যও নাম লব্ধ নহেন, "পাড়া-গেঁয়ে ভূত" অর্থাৎ পল্লিগ্রামীয় দেবযোনি দিগের নাম স্বাক্ষরে কেবল আয়াস প্রকাশ হইয়াছে, ব্যবস্থাকারি সমাজাধ্যক্ষ মহাশয়েরা সে সকল ব্যক্তিদিগের এক ব্যক্তিকেও চিনিতে পারিবেন না, ইহাতে অপরিচিত নামে কি কাম সিদ্ধ হইবেক? ফলে পৃথিবীর পোনেরো আনা মনুষ্য এক দিগে হউন, আর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক আনা মনুষ্য সহিত একদিগে থাকুন, এবং আমার দিগের বিপক্ষে লক্ষ ২ লোকে খড়্গ ধারণ করুন তথাচ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য কিম্বা আমরা ইহাতে ভীত হইব না, পরমেশ্বর যদি স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিকে সমান স্বাধীনতা প্রদান করিয়া থাকেন তবে হিন্দু বিধবাদিগের যন্ত্রণা ভোগের অবশ্যই পরিশেষ হইবেক, আমারদিগের লেখনী এই সাহসে নৃত্য করিতেছে, অনিষ্ট দর্শিরা খ্রীষ্ট দেহে লৌহশলাকা পর্য্যন্ত প্রোথিত করিয়াছিলেন তথাচ ঐ মহাত্মা মৃত্যু ভয় করেন নাই "পরমেশ্বর প্রসাদাৎ ধ্রুবং তরিষ্যামি" এই নিশ্চয় বুদ্ধি দ্বারা তিনি পৃথিবীর উপকার বিষয়ে সর্ব্বজয়ী হইয়াছিলেন যদি পরমেশ্বর বিষয়ে আমারদিগের লেখনীর নিষ্ঠাচার থাকে তবে আমরাও অবশ্য দেখিব হিন্দু বিধবা দিগের বিবাহ হইয়াছে, এইক্ষণে দেখি পরমেশ্বর কি করেন।

## সংবাদ। ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬। ১৩০ সংখ্যা

### সমাচাবোপহার। বিধবা বিবাহ।

আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি ১৫ ফিব্রুয়ারি দিবসীয় বাঙ্গালা হরকরা

পত্রে জি সি বি ইতি নাম স্বাক্ষরিত কোন পত্রপ্রেরক লেখেন চন্দননগরের অর্দ্ধ ক্রোশ পথ ব্যবধান চালদা গ্রাম বাসি জনেক সৎ শূদ্র গত ৯ ফিব্রুয়ারি রাত্রে স্বীয় বিধবা কন্যাকে পুনঃ প্রাত্রস্থা করিয়াছেন, প্রথমে বিবাহে যে প্রকার বৈধ বিবাহ সংস্কারাদি ক্রিয়া করিতে হয় এ বিবাহে অনেক ভদ্র বরযাত্র কন্যাযাত্র উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সংবাদদাতার এ সংবাদ যদি সত্য হয় তবে সহজেই বলিতে হইবেক কলিকাতাবাসি সভ্য মহাশয়দিগের অপেক্ষা মফস্বলীয় লোকেরা বিধবা বিবাহ সপক্ষে অধিক অনুরাগী ও উৎসাহী হইয়াছেন, বহুকালবধি কলিকাতা নগরীতে বিধবা বিবাহ বিষয়ে আন্দোলন চলিতেছে কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে নগরবাসি বিধবা বিবাহ সপক্ষ কোন ভদ্র বা ক্ষুদ্র মহাশয়েরা বিধবা বিবাহ দিতে ও করিতে সাহসী হয়েন নাই অতএব মফস্বলীয় লোকেরা আইন না হইতেই বিধবা বিবাহের প্রথা দেখাইলেন তজ্জন্য তাঁহারদিগকে অধিক ধন্যবাদ দিতে হয়।

## সম্পাদকীয়। ডাফ প্রসঙ্গে। ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬। ৯৩১ সংখ্যা

সাধারণ বন্ধু শ্রীযুক্ত ডাক্তর ডফ সাহেব কলিকাতা নগরে শুভাগমন করিয়াছেন, আমরা পীড়িত প্রযুক্ত ঐ মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই, শুনিয়াছি গত রবিবারে তাঁহার স্থাপিত ধর্ম্মাগারে গমন করিয়াছিলেন এবং সোমবারে "ফ্রি চর্চ ইনিষ্টিটিউসন" নামক বিদ্যাগারে যাইয়া ছাত্রগণকে দর্শন দিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিবার জন্য উভয় স্থলেই মহাজনতা হইয়াছিল তাহাতে দিদৃক্ষু দিগের চক্ষু সার্থক হইয়াছে; রাজপথে গমনকালীন লোকারণ্য তাঁহাকে নমস্কার করিলেন, তিনি একাকী, প্রতি ব্যক্তিকে প্রতি নমস্কার করিতে পারেন না এই কারণ চতুর্দ্দিগে মস্তক নত করিতে ২ গিয়াছিলেন ইহাতে দর্শকেরা অপার হর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি পৃথিবীর প্রায় সকল খণ্ডে ভ্রমণ করিলেন এবং পৃথিবীময় যাহার নাম বিখ্যাত হইয়াছে এবং যিনি পরোপকারেই কেবল তাবৎ ধন বিসর্জ্জন দিলেন এবং সর্ব্বদেশে ভিক্ষা করিয়া পরোপকার করিলেন, এমৎ মহাপুরুষকে কি কি সামান্য পুরুষ বলা যায়? ডফ সাহেব মনুষ্যাকারে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বটে কিন্তু মনুষ্য নহেন; তাঁহার কর্ম্মসকল অলৌকিক, কেবল পৃথিবীর উপকার করিতে আসিয়াছিলেন তাহা করিয়া পৃথিবীর চিরস্মরণীয় হইলেন বিশেষতঃ মনুষ্যাকারে জন্মগ্রহণ করিয়া বিদ্যাদান বিষয়ে তিনি যাহা করিলেন পূর্ব্ব ২ রাজারা এবং বর্ত্তমানকালীন ভূপালেরাও এরূপ করিতে পারেন নাই, ডাক্তর ডফ সাহেব ধনী নহেন অথচ যে দেশে যান সেই দেশের ধন তাহার সঙ্গে সঙ্গে আইসে কিন্তু এই অতুল ধনের কিয়দংশ আত্মসুখে সংযুক্ত করেন নাই কেবল চীরবস্ত্র ধারণ ও দরিদ্র লোকেরদের ন্যায় সামান্য ভোজনেতেই জীবন যাপন করিলেন এবং ভারতবর্ষীয় মনুষ্যগণকে মনুষ্য করণার্থই প্রায় সকল ধন

দিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ভারতবর্ষীয় লোকেরা বুঝিতে পারিলেন না জন্ম-জন্মান্তরীয় পিতা স্বরূপ ডফ সাহেব তাঁহারদিগের উপকার জন্যই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

আমরা ডফ সাহেবের আশ্চর্য্য কার্য্য সকল স্মরণ করিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া যাই, পূর্ব্বে যাহা মনে করিয়া রাখি লিখিব, লিখন কালীন তাহাও লিখিতে পারি না, আনন্দ জল দুই চক্ষুকে চঞ্চল করিয়া ফেলে, হস্ত হইতে লেখনী পতিতা হইয়া যায়, তিনি পরমেশ্বরের প্রীত্যর্থ সকল কর্ম্ম করিলেন, পরমেশ্বর সমীপে অবশ্য প্রতিষ্ঠা পাইবেন, আমারদিগের প্রার্থনীয় এই যে গুণসিন্ধু বন্ধু আরো কিছুকাল বাঁচিয়া থাকেন তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে যেন আমার দিগের চরম সময় উপস্থিত হয়।

## সংবাদ। ২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬। ৩২ সংখ্যা

ফাঁসি

৮ [ ফিব্রুআরি ] দিবসে একজন সন্তালের ফাঁসি দ্বারা প্রাণ নাশ হয়, লেপ্টেনেন্ত টোলমিন সাহেবের হত্যা ব্যাপারে যে সন্তালেরা লিপ্ত ছিল এ ব্যক্তিও তাহারদিগের একজন সঙ্গী, এই সন্তালও ফাঁসীর আজ্ঞা শ্রবণে ভীত হয় নাই, ফাঁসী কাষ্ঠে উঠিবার কালেও তামাকু চাহিয়া খাইয়াছিল।

১৭ ফিব্রুআরিতে আর এক জন সন্তালের ফাঁসি হইবার কল্পনা আছে তাহার প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা প্রচার হইয়া গিয়াছে।

## সম্পাদকীয়। ২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬। ৩২ সংখ্যা

কিয়দ্দিন হইল আমরা আর কোন সন্তালীয় সমাচার শুনিতে পাই নাই, লক্ষ্ণৌ রাজ্যের সংবাদেই সকল সংবাদ পত্র পরিপূর্ণ হইতেছে, অন্যান্য সংবাদ লিখিবার স্থান থাকে না, কয়েকদিবস সন্তালীয় সংবাদ প্রকাশ হয় নাই বলিয়া পাঠকেরা যে মনে করেন না সন্তাল গোল নিবারণ হইয়াছে, তাহারা পূর্ব্ববৎ প্রবল আছে।

ইংলিসম্যান সম্পাদক কোন প্রামাণিক বন্ধুর পত্রে জ্ঞাতা হইয়াছেন বিদ্রোহি প্রদেশের যাবতীয় কামারেরা দিবা রাত্রি বন্দুক নির্ম্মাণ করিতেছে, বোধ হয় সন্তালেরাই তাহা প্রস্তুত করাইতেছে, তীর ধনুক টাঙ্গী লইয়া সিপাহিদিগের সহিত সম্মুখ সংগ্রাম করিতে পারগ হয় না এই জন্যই সন্তালেরা বন্দুকের আয়োজন করিতেছে।

উক্ত সম্পাদক আরো লেখেন লেপ্টেনেন্ত গবর্ণর বাহাদুর গেলবারে বিদ্রোহি প্রদেশে যাইয়া সন্তালদিগের প্রশ্রয় বাড়াইয়া দিয়াছেন, তিনি বিদ্রোহি প্রদেশীয় পোলিসে সন্তাল দারোগা সন্তাল বরকন্দাজ নিযুক্ত করিয়াছেন এবং সন্তালদিগকে এরূপ স্বাধীনতা দিয়াছেন

যে তাহারা আপনাপন মোকদ্দমা যখন পঞ্চাইতের দ্বারা নিষ্পত্তি করিবেক, ইহাতেই তাহারা আপনার দিগকে স্বাধীন বোধ করিতেছে এবং স্বাধীনতা রক্ষা জন্য অস্ত্রশস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করাইতেছে।

## সম্পাদকীয়। ২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬। ৩২ সংখ্যা

### অপূর্ব্ব দয়া প্রকাশ

ভগলপুর কোন জমীদার সন্তালীয় বিদ্রোহিতায় সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর বাহাদুরের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন, তিনি সন্তালীয় বিদ্রোহিতা সময়ে গবর্ণমেণ্টের অনেক সাহায্য করিয়াছেন, সন্তালেরা তাঁহার জমীদারী ও নীলকুঠী উচ্ছন্ন প্রায় করিয়াছে অতএব জমীদার প্রার্থনা করিয়াছেন লেপ্টেনেন্ট বাহাদুর অনুগ্রহ পূর্ব্বক কালেক্টর সাহেবকে আজ্ঞা করেন কালেক্টর সাহেব কিছুকাল তাঁহার জমীদারীর রাজস্ব গ্রহণে ক্ষান্ত থাকেন, লেপ্টেনেন্ট বাহাদুর এই আবেদন উত্তরে লিখিয়াছেন "সন্তালীয় বিদ্রোহিতায় তোমার যে ক্ষতি হইয়াছে গবর্ণমেণ্ট তাহার দায়ী নহেন। তজ্জন্য খাজনা গ্রহণ ক্ষমা করা যাইতে পারে না, তবে তুমি সন্তালীয় বিদ্রোহিতা কালে গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য প্রদান করিয়াছিলে তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট তোমার নিকট যৎপরোনাস্তি বাধিত হইয়াছেন এবং তদ্ধেতুক কালেক্টর সাহেবকে লেখা যাইবেক তিনি তোমাকে কিস্তির খাজনা দাখিল করিবার জন্য কিঞ্চিৎ অবকাশ দিবেন"।

আমরা বোধ করি পাঠকর্গ মধ্যে কেহ কখন এ প্রকার দয়ার কার্য্যের দৃষ্টান্ত না শুনিয়া থাকিবেন, ১৮৪৫ সালের ১ আইনের বিধানানুসারে কালেক্টর সাহেবদিগের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে, বিশেষ কারণে তাঁহারা খাজানা দাখিলের নিরূপিত সময়ের পরেও খাজানা লইতে পারেন অতএব লেপ্টেনেন্ট বাহাদুরের তদাজ্ঞা দ্বারা বিলক্ষণ দয়া প্রকাশ হইল।

## সম্পাদকীয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬। ৩৩ সংখ্যা

আমরা লিখিয়াছিলাম হিন্দু বিধবা বিবাহ বিপক্ষে যে সভা হইয়াছে ঐ সভার সভ্য মহাশয়েরা ব্যবস্থাকারি সভায় আপনারদিগের আবেদন পত্র, সমর্পণ করিয়াছেন কিন্তু পরে শুনিলাম মূল সভার আবেদন সমর্পণ হয় নাই, ঐ সভার বিদায় প্রত্যাশি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ স্বতন্ত্র এক আবেদন করিয়াছেন ঐ আবেদন পত্রে স্বাক্ষরকারি দিগের মধ্যে বিদ্যা শূন্য ধর্ম্ম ধ্বজিগণের সংখ্যাই অধিক, এ দেশে ফোঁটাকাটা ভট্টাচার্য্যই অনেক, প্রকৃত পণ্ডিত অধিক নাই,নবদ্বীপ ও বাক্লা চন্দ্র দ্বীপাদি নানা সমাজ বাসি প্রসিদ্ধ অধ্যাপক দিগের মধ্যে বহু লোকে স্বাক্ষর করেন নাই অতএব ব্যবস্থাকারি সভা যদি এই সময়ে একটি কৌতুক করেন তবে শুনিবেন আবেদন পত্রে স্বাক্ষরকারি ধর্ম্মধ্বজিরা দিগ্বিদিগ পলায়ন করিয়াছেন, সে কৌতুক

আর কিছুই নয়, রাজকীয় ঘোষণা দ্বারা নিমন্ত্রণ করিবেন ঐ আবেদন পত্রে যাঁহারা নাম লিখিয়াছেন টৌনহালে যাইয়া অমুক দিবস তাঁহার দিগের বিচার করিতে হইবেক, সেই বিচার সভায় গবর্ণর বাহাদুর কিম্বা লেপ্টেনেন্ত বাহাদুর উপস্থিত থাকিবেন, এই ঘোষণা দিলেই দেখিবেন ফোঁটাকাটা ভট্টাচার্য্য দিগের এক প্রাণীও টৌনহাল মুখে যাইবেন না। ভেক চিহ্ন তসর, গরদ, বনাৎ, হরি নামের মালা, নামাবলী প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া নারীপুরে বা দেশান্তরে যাইয়া লুক্কায়িত হইবেন, আমার দিগের স্মরণ হইতেছে সহমরণ বারণ পরে সহমরণ বারণ পক্ষীয় হিন্দু মহাশয়গণ অর্থাৎ রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি সকলে এক প্রতিজ্ঞা পত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন উদ্দেশ্য ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত গবর্ণর লর্ড বেন্টিক বাহাদুরকে দিবেন তাহাতে প্রতিজ্ঞা কারি মহামহিম দিগের অনুরোধে ঐ প্রতিজ্ঞা পত্রে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা অনেকে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন কিন্তু লার্ড বেন্টিক বাহাদুর যখন ঘোষণা দিলেন অমুক দিবস অমুক সময়ে গবর্ণমেণ্ট হৌসে শাস্ত্রীয় বিচার হইবেক, স্বাক্ষর কারিরা আগমণপূর্ব্বক লার্ড বাহাদুরের সাক্ষাতে শাস্ত্রীয় বিচার করিবেন তখন স্বাক্ষর কারি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কে কোথায় পলায়ন করিলেন তাঁহার দিগের অনুসন্ধান হইল না, যে-দিবস বিচার হইবেক তাহার পূর্ব্ব দিন বেলা চারি ঘণ্টাকালে রাজা রাজা রামমোহন রায়, বাবু কালীনাথ রায়, বাবু বৈকুণ্ঠনাথ রায়, বাবু রাধাপ্রসাদ রায় প্রভৃতি মহাশয়েরা অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের টোলে ২ ভ্রমণ করিয়া এক প্রাণিকেও দেখিতে পাইলেন না পরে বেলা পাঁচঘণ্টা কালে সকলে রাজা বাহাদুরের উদ্যানালয়ে আসিয়া শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যকে ডাকিলেন এবং কহিলেন "অর্থলাভ সময়ে যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা প্রতিজ্ঞা পত্রে নাম লিখিয়াছিলেন কার্য্যকালে তাঁহারা গোপন হইলেন, আগামী কল্য বেলা দশ ঘণ্টা কালে গবর্ণমেণ্ট হৌসে লার্ড বেন্টিক বাহাদুরের স্বাক্ষাতে আমরা এই প্রয়োজনীয় সময়ে কেবল আপনাকেই লক্ষ্য করিতেছি এ সময়ে আপনিও কি আমারদিগকে পরিত্যাগ করিবেন" ভট্টাচার্য্য কহিলেন না, যদি রসা রসাতল যায় তথাপি আমার প্রতিজ্ঞার অন্যথা হইবেক না; ইহাতেই পূর্ব্বোক্ত মহাশয়েরা আহ্লাদিত হইলেন এবং পর দিবস ভট্টাচার্য্যকে লইয়া গবর্ণমেণ্ট হৌসে গেলেন তৎপরে লার্ড বাহাদুরের সম্মুখে যে ২ ব্যাপার হইয়াছিল ইংরাজ বাঙ্গালি সাধারণ ন্যূনাধিক চারি পাঁচ সহস্র লোকে তাহা দেখিয়াছেন এ স্থলে তদ্বিস্তার লিখনে আমারদিগের আত্মশ্লাঘা হয়, ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঐ লোকমণ্ডল মধ্যে আত্মপক্ষে জয়ী হইয়া লার্ড বেন্টিক বাহাদুরের সাক্ষাতে সাহসিক রূপে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং তাহাতে প্রসন্ন হইয়া লার্ড বাহাদুর সুপ্রসন্ন বদনে ভট্টাচার্য্যের যে প্রশংসা করেন গবর্ণমেণ্টের তৎকালীন কার্য্য পুস্তকে তাহা লিখিত আছে, ফলে এতদ্দেশীয় অধ্যাপকগণের নাম স্বাক্ষরের প্রতি বিশ্বাস নাই, ধনিদিগের অনুরোধে তাঁহারা না করিতে পারেন এমত কর্ম্মই অপ্রসিদ্ধ অতএব ব্যবস্থাকারি সভা আবেদকগণকে আবাহন করুন তাহা হইলেই অপূর্ব্ব কৌতুকে আমোদিত হইবেন।

অপর মূল সভার আবেদন পত্র বুঝি শীঘ্র সমর্পণ হইবেক না, সম্পাদক ঘোষবাবু সংকল্প করিয়াছেন এই উপলক্ষে সর্ব্বত্র তাঁহার নাম প্রকাশ করিয়া লইবেন অতএব চতুঃসাগরি নাম স্বাক্ষর না করাইলে তাঁহার অভিলাষ পরিপূর্ণ হইবেক না তিনি গ্রাম নগর হাট বাজার প্রান্তর পর্ব্বতাদি সর্ব্বত্র আবেদনপত্র পাঠাইবেন, মাঠে ২ চাসি লোকেরা হাল বায়, পর্ব্বতে ২ গারো, কুকী, সন্তাল, কোল ভীল প্রভৃতি লোকেরা বসতি করে, তাহারদিগের নাম ধাম পর্য্যন্ত স্বাক্ষর করাইবেন এবং যদি ব্যাঘ্র, ভল্লুকাদি জন্তুরা আবেদন পত্রে নখ দন্তাদি দ্বারা আঁচড় পাড়ে লিখিতে পারে তবে তাহা করাইতেও ছাড়িবেন না, আমারদিগের ভয় হইতেছে পাছে পশুরা আবেদন পত্র ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলে তবে সম্পাদকের সকল উদ্যোগ মিথ্যা হইবেক, দূর হউক তিনি যাহা করিতে হয় করুন, ব্যবস্থাকারক সমাজ তদপেক্ষায় থাকিবেন না, তাঁহারা প্রজাপক্ষে বিধি স্বরূপ হইয়াছেন, বিধবাদিগের কপালে যে বিধি করিতে হয় তাহাতে যেন আর বিলম্ব করেন না। "শুভস্য-শীঘ্রং"।

## সম্পাদকীয়। ৪ মার্চ ১৮৫৬। সংখ্যা ৩৭

আমারদিগের নবীন বাহাদুর গত শুক্রবার শুভে ২ শুভাগমন করিয়াছেন উক্ত দিন শেষ বেলায় তাঁহার সম্মানার্থে কলিকাতা নগর তোপে ২ তোলপাড় হইয়াছিল, সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্তও তোপধ্বনির বিশ্রাম হয় নাই, নগর বাসি নির্ব্বোধ প্রভাবগত পূর্ব্বে জানিত না নবীন বাহাদুরের সন্তোষ জনক তোপ তুমুল হইতেছে, তাহাদিগের জ্ঞান হইয়াছিল সন্তালেরাই বুঝি কলিকাতা নগরীয় দুর্গাধিকার করিয়া লইল অতএব তাহারা ছানাপোনা সহিত ঘর বাড়ী ছাড়িয়া পলাইয়া যায় এমত সময়ে বিজ্ঞ লোকেরা কহিলেন "তোদের শঙ্কা নাই নবীন গবর্ণর বাহাদুর আসিয়াছেন এই কারণ ডঙ্কা হইতেছে" তাহাতেই নির্ব্বোধেরা বোচ্কা বুচ্কী সহিত স্ব স্ব গৃহে প্রবেশ করিল, ফলে কোন গভর্ণরের আগমনকালে, কলিকাতা নগর এত তোপ শব্দে স্তব্ধ হয় নাই শ্রীযুক্ত লার্ড কেনিং সাহেব অত্যন্ত সমাদরে গৃহীত হইয়াছেন, ইনি অধিক সমাদরের যোগ্য পাত্রও বটেন, এক সময়ে ইহাঁর পিতা ইংলণ্ডে সিংহাসনের প্রধান মন্ত্রী এবং সুপ্রতিষ্ঠিত উপস্থিত বক্তা ছিলেন, অতি মান্য বংশ বলিয়া শ্রীযুক্ত লার্ড ডেলহৌসি বাহাদুর ইহাঁর এত গৌরব করিলেন ইহাতে অপারদর্শিরা অনেকে অনেক প্রকার বলেন, কেহ ২ কহেন লার্ড ডেলহৌসি বাহাদুর ভারতবর্ষে অনেক অন্যায় করিয়াছেন, লার্ড কেনিং বাহাদুর যদি পালিয়ামেণ্টে তাহা প্রকাশ করিয়া দেন তবে ইংলণ্ডে যে সকল উচ্চ পদের ও লাভের প্রত্যাশা আছে তাহার ব্যাঘাত সম্ভাবনা এই কারণ পুরাতন বাহাদুর কেনিং বাহাদুরের সম্মান বৃদ্ধি করিয়া তোষামোদ করিলেন, কেহ ২ কহেন লার্ড ডেলহৌসি বাহাদুরের এ দেশের অন্নজল উঠিয়া গেল তিনি জন্ম দেশে চলিলেন, লেপ্টেনেন্ত বাহাদুরের

সঙ্গে তাঁহার অন্তরঙ্গতার বিচ্ছেদ হইয়াছে লেপ্টেনেন্ত মহাশয় এতদ্দেশে রহিলেন তিনি যদি পেটের ছুরী হইয়া পেট কাটেন আর নবীন বাহাদুর তাঁহার আনুকূল্য করেন তবে ইংলণ্ডীয় প্রভুগণ ভীষণ বদন হইলেও হইতে পারেন অতএব লেপ্টেনেন্ত বাহাদুরের সহিত নবীন বাহাদুরের যোগসাধন না হয় এই কারণ পুরাতন বাহাদুর নবীন বাহাদুরের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া পরিতোষ জন্মাইলেন, ফলে এ সকল কথা সত্য নয়, আমরা যাহা লিখিলাম পাঠক মহাশয়েরা ইহা সত্য জ্ঞান করুন, লার্ড কেনিং বাহাদুর যদি অধিক সমাদর পাত্র না হইতেন তবে আমারদিগের প্রধান মাজিষ্ট্রেট সাহেব ও সরিফ সাহেব শ্রীযুতের জন্য ঘাটমাঝির কর্ম্মে যাইতেন না এবং সেক্রেটরি সাহেবেরাও বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া প্রহরির কর্ম্ম করিতেন না বিশেষতঃ লেপ্টেনেন্ত বাহাদুর যিনি অভিমান মূলক সম্মান ভারে লড়িতে চড়িতে পারেন না লার্ড কেনিং সাহেব যদি অতি বড় লোক না হইতেন তবে কি ঐ মহাপুরুষ নিম্নস্থ সোপানে খাড়া হইয়া চৌকীদারী করিতেন? এ সকল বাগাড়ম্বরে প্রয়োজন নাই, শ্রীযুক্ত লার্ড কেনিং মহাশয় যে চাঁদপাল ঘাট হইতে সৈন্য শ্রেণীর মধ্য দিয়া শুভে ২ রাজবাটীর উপরি গৃহে আরোহণ করিয়াছেন এবং সকলের সহিত ভোজন পানে আমোদ প্রমোদ হইয়াছে ইহাই মঙ্গলের বিষয়, শ্রীযুক্ত লার্ড ডেলহৌসি বাহাদুরের আগমন সময়ে কলিকাতার প্রধান ধনাগার পড়িয়া গিয়াছিল ইহার আগমন কালে কোন অশুভ লক্ষণ হয় নাই অতএব আমরা প্রত্যাশা করি শ্রীযুতের শাসন সময়ে ভারত ভূমি কল্যাণ ভূমি হইবেন।

আমরা আপাততঃ নবীন হজুরালীর বিষয়েয় এই মাত্র লিখিলাম ইহার পরে যেমন ২ দেখিব সেইরূপ লিখিব কিন্তু বড় হজুরের বিষয়ে যাহা শুনিতেছি তাহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, তিনি এতদ্দেশে আসিয়া অবধি পীড়ায় ২ কাল ক্ষেপ করিয়াছেন, পর্ব্বতে পর্ব্বতেই অধিক সময় ছিলেন বরং কোন ২ সময়ে প্রকাশ করিয়াছেন রাজকার্য্য সম্পর্কীয় পত্রাদি পর্য্যন্তও পড়িতে পারিবেন না, বনে ২ স্নিগ্ধ বায়ু সেবনেও পীড়া শান্তি হয় নাই, এ দেশের কেমন উগ্র শক্তি যুবা গবর্ণর বাহাদুরের তাবৎ রক্ত উষ্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল তাহাতে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে; প্রায় শয্যাগতই থাকেন, শ্রীযুতের শ্রীমুখেও ক্ষত রোগ হইয়াছে। উদর পুরিয়া মদ্য মাংসও গ্রহণ করিতে পারেন না, লেডি ঠাকুরাণী যখন বর্ত্তমানা ছিলেন তখন শোণিত উষ্ণ হয় নাই তিনি নানা প্রকরণে সেবা শুশ্রূষায় রক্ত শীতল রাখিতেন ঐ শ্রীমতীও স্বর্গারোহণ করিলেন শ্রীযুতের কোমলাঙ্গেও স্পর্শাক্রামক ক্ষত রোগে আক্রমণ করিল, গমনকালে তাঁহার বান্ধবেরা ভোজন পানের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন তাহাতেও যাইতে পারেন নাই, হায়, শ্রীযুক্ত বাহাদুর স্বদেশ যানে, সাগর যানে না জানি কত ক্লেশ ভোগ করিবেন আমরা প্রার্থনা করি পরমেশ্বর যেন তাঁহাকে দুঃখ দেন না, সুস্থ শরীরে সাগর পার হইয়া দেশে যাইয়া যেন বান্ধবগণের সহিত আমোদ করিতে

পারেন, নাগপুরের নাগিণীদিগের উষ্ণ নিশ্বাসে কি এই দশা হইল, লঘু পাপও গুরুজনে লাগে, পরমেশ্বরের ব্যাপার কিসে কি হয় বলা যায় না।

## সম্পাদকীয়। ৮ মার্চ ১৮৫৬। ৩৯ সংখ্যা

শ্রীল শ্রীযুক্ত লার্ড ডেলহৌসি বাহাদুর গত বৃহস্পতিবার সায়াহ্নে স্বদেশ যাত্রা করিয়াছেন, পরমেশ্বর করুন তাঁহার এই যাত্রা শুভ যাত্রা হউক, স্বদেশ যাওয়া প্রভুদিগের মুখের পান হইয়া যেন দীর্ঘকাল সুখভোগ করিতে পারেন; শ্রীল শ্রীযুক্ত লার্ড গমনকালে এতদ্দেশীয় মান্যবর শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরকে বিলক্ষণ আপ্যায়িত করিয়া গিয়াছেন, এতদ্দেশীয় মান্য লোকেরা শ্রীযুক্ত লার্ড কেনিং বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করণার্থ গবর্ণমেণ্টের বাটীতে গমন করিয়াছিলেন তাহাতে লার্ড বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করণের পর রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর প্রভৃতি কতিপয় মহোদয় কিয়দ্দূরে দণ্ডায়মান হইয়া কথোপকথন করিতেছেন এমত সময়ে লার্ড ডেলহৌসি বাহাদুর অনুমান বিংশতি হস্ত অন্তরিত স্বকীয় উচ্চাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া উক্ত রাজা বাহাদুরের নিকটে আসিলেন এবং এমত আত্মীয়তা রূপে মঙ্গলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন তাহাতে অত্যন্ত স্নেহভাব প্রকাশ হইয়াছিল বিশেষত রাজা বাহাদুরকে ক্ষীণ দেখিয়া অতিশয় দুঃখ জ্ঞাপন করিলেন, তৎপরে কহিলেন "আইস রাজা লাড কেনিং সাহেবের সহিত তোমার সাক্ষাৎ করাইয়া দেই" এই বলিয়া রাজাকে সঙ্গে লইয়া লাড কেনিং বাহাদুরের নিকট গেলেন এবং তাহার সহিত উত্তম রূপে আলাপ করাইয়া পুনর্ব্বার সঙ্গে লইয়া রাজা বাহাদুরকে পূর্ব্ব স্থানে রাখিয়া বিদায় হইলেন, ইহাতে রাজা বাহাদুর আপ্যায়িত হইয়াছেন সন্দেহ নাই, বরং আমরাও পরমাহ্লাদিত হইলাম গমন কালে শ্রীযুক্ত লার্ড অতিমান্য একজন বাঙ্গালির সহিত এইরূপ সদ্ব্যবহার করিয়া গেলেন, এক সময়ে যখন রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের প্রতি মনুষ্য হত্যার অপবাদ হইয়াছিল তখন এই লার্ড এই রাজার বিপক্ষে কি না করিয়াছেন? আমরা শুনিয়াছি লার্ড বাহাদুর অত্যন্ত ক্রোধ পূর্ব্বক ডাম্পীয়র সাহেবকে লিখিয়াছিলেন "তুমি সাবধানে দেখিবা রাজা রাধাকান্ত যেন রাজদণ্ডের হস্ত ছাড়া না হয় ইহার উপযুক্ত দণ্ড হইলেই এতদ্দেশীয় দুরন্ত লোকেরা দণ্ড ভয়ে ক্ষান্ত হইবেক" রাজা বাহাদুর কোন দোষে ছিলেন না এই কারণ বিচারে নির্দ্দোষ হইয়া আসিলেন কিন্তু লার্ড বাহাদুর রাজাদের প্রতি শক্তি চালন করিতে ত্রুটি করেন নাই, সে এক সময় গিয়াছে, এই বাহাদুরই সে সময়ে গবর্ণর বাহাদুর ছিলেন, আবার এই এক সময়ও দেখিলাম, লার্ড বাহাদুর গবর্ণর বাহাদুরি পদ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া আবার এই রাজার সহিত এই প্রকার বন্ধুভাব দেখাইলেন, সময়ে কি না হয়, হে পাঠকগণ, শ্রীযুতের এই মহামায়া প্রকাশের অভিপ্রায় কি? আপনারা ইহার কি ভাব ব্যাখ্যা করিবেন? আপনারা যাহাই

বলুন, আমরা তর্কশাস্ত্রের কিঞ্চিৎ পড়িয়াছিলাম তাহাতে পারদর্শী হইতে পারি নাই এই কারণ আমারদিগের অন্তঃকরণ সতর্কে না যাইয়া কুতর্ক পথেই ধাবমান হয়, আমরা বোধ করি অভিমানী লার্ড বাহাদুর বিনাকারণে রাজা বাহাদুরকে মায়াজালে আবদ্ধ করিতে আইসেন নাই, শ্রীযুক্ত লার্ড দেখিলেন বাঙ্গালিরা তাঁহাকে সুখ্যাতি পত্র দিলেন না এবং তদুদ্দিশ্য দান পত্রেতেও বাঙ্গালিদিগের মধ্যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নাম স্বাক্ষর করিলেন না ইহাতে শ্রীযুক্ত লার্ড স্বদেশে যাইয়া দেখাইতে পারিবেন না এতদ্দেশীয় লোকেরা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, এই কারণ রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরকে অমায়িক বন্ধুভাব দেখাইলেন যদি রাজা বাহাদুর এতদ্দেশীয় প্রধান লোক সকলকে আবাহন করিয়া একটা সভা করেন আর ঐ সভা শ্রীযুতকে প্রতিষ্ঠা পত্র দেন, তবে কোর্ট আব ডৈরেক্টর্সে, হৌস আব কোমন্সে, প্রিবি কৌন্সেলে, কুলীন সভায়, শ্রীশ্রীমতী মহারাজ্ঞীর সমীপে বলিতে পারিবেন, সকলে দেখ, আমি ভারতবর্ষের গবর্ণরিপদে থাকিয়া ভারতবর্ষীয় প্রধান লোকদের হইতে কেমন সুখ্যাতি লইয়া আসিয়াছি, কিন্তু সে গুড়ে বালি পড়িয়া গিয়াছে, গবর্ণরি পদে থাকিতে যদি এতদ্দেশীয় প্রধানদিগের সহিত এইরূপ অমায়িক ব্যবহার করিতেন এতদ্দেশীয় লোকেরাও শ্রীযুতের গমন সময়ে খেদিত হইতেন এবং প্রতিষ্ঠা পত্র দিতেন আর যথাসাধ্য ধন দান দ্বারা শ্রীযুতের পাষাণময়ী মূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে চেষ্টিত হইতেন, এ দেশে যত কাল ছিলেন ইহার মধ্যে গবর্ণরি অভিমানে এতদ্দেশীয় কোন প্রধান লোকের সহিত হাস্য বদনে আলাপ করেন নাই, রক্ত মুখে আসিয়াছিলেন ভারতবর্ষীয় স্ত্রী পুরুষাদি সকলের রক্ত লইয়া গেলেন, লাহোরে কি না করিয়াছেন? অবিচারে মূলরাজকে সমূলে নিপাত করিলেন, মহারাজ রণজিত্‌ সিংহের মহারাণীকে বৈষ্ণবী করিয়া নেপালে পাঠাইলেন; তাঁহার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে রাজ্যচ্যুত করিলেন, আবার তাঁহাকে খ্রীষ্টীয়ান করিয়া ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দিলেন, এই অগ্নিদর গবর্ণর লাহোর ছারখার করিয়াছেন, নাগপুরীয়া মহারাণীদিগের স্ত্রীধন পর্য্যন্ত লইয়াছেন;

তাঁহারদিগের স্ত্রীধনের বস্ত্র পর্য্যন্ত রাখেন নাই, ব্রহ্মরাজ্যে বলক্রমে অনল ক্রিয়া করিয়াছেন, গমনকালেও অযোধ্যা রাজ্যে হনূমানি ব্যাপারে হনূমানি ব্যাপার করিয়া গেলেন "অত্যুচ্চৈঃ পতনায়" এ বাক্য অনর্থক বাক্য নয়, লার্ড ডেলহৌসি ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছিলেন এই কারণ সন্তালদিগের হস্তে পরাজয় মানিয়া জাহাজারোহণ করিলেন, যদিও আমরা প্রার্থনা করিতেছি তাঁহার এ যাত্রা শুভযাত্রা হউক তথাচ অত্যন্ত ভীত হইলাম বৃহস্পতিবারের শেষ বেলায় যাত্রা করিয়াছেন "যদি পাই সোনার দেশ, তবু না যাই বৃহস্পতির শেষ" বৃহস্পতিবারের শেষ যাত্রা বড় কুযাত্রা, বিশেষতঃ অমাবস্যা, ইহাতে এই প্রসিদ্ধ বাক্য আছে "মাসান্তে নিষ্ফলা যাত্রা, পক্ষান্তে মরণং ধ্রুবং" সকলের মধ্যে কেবল নক্ষত্রবল দেখিতেছি, নক্ষত্রবলেই যেন তরণীযোগে সাগর তরিয়া স্বদেশে যাইতে পারেন, আঃ, শ্রীযুক্ত লার্ড যেমন গমন করিয়াছেন অমনি অমাবস্যা কোটালে সমুদ্র উত্তোলিত হইয়া অর্থাৎ ঘোরতর বান ডাকিয়া উঠিয়াছিল কিন্তু তিনি

যখন ভারতবর্ষীয় স্থল হইতে জলযানে পদার্পণ করিয়াছেন তখনি ভারতবর্ষ পর্ব্বতাকারে উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে অতএব সমুদ্রীয় বানে তীর প্লাবন করিতে পারিবেক না।

## সম্পাদকীয়। ১৩ মার্চ ১৮৫৬। ১৪১ সংখ্যা

শ্রীযুক্ত লর্ড কেনিং বাহাদুর ব্যক্ত করিয়াছেন গবর্ণমেণ্টের ব্যয় সংক্ষেপ করিবেন এবং তাঁহার দ্বিতীয়াভিপ্রায় প্রকাশ হইয়াছে বিচার স্থলে যাহারদিগের মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিবে তাঁহারা সেক্রেটরি প্রভৃতি প্রধানদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেন না. শ্রীযুতের এই দুই অভিপ্রায়ই সদভিপ্রায় বটে, গবর্ণমেণ্ট এ দেশে স্বদেশে ঋণে ২ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পড়িয়াছেন রণে ২ আয় অপেক্ষা ঋণ অধিক হইয়া উঠিয়াছে, এ ঋণ পরিশোধ না হইলে সুদিন দেখিতে পাইবেন না, ঋণ চিন্তা বড় কুচিন্তা, এ চিন্তাজ্বরে মনুষ্যকে অত্যন্ত কাতর করে অতএব লার্ড বাহাদুর যদি ব্যয় সংক্ষেপ করিতে পারেন তবে যথার্থ প্রভুভক্তির ব্যবহার করিবেন কিন্তু ভৃত্যগণের সংখ্যা ন্যূন করিলেই যে ব্যয় সংক্ষেপ হইবেক আমরা এ মত বুঝিতে পারি না. অন্য জাতীয় ভৃত্যেরা বেতন অধিক পান না তাঁহারা অল্প বেতনে ভূতের ন্যায় খাটিয়া মরেন, গবর্ণমেণ্টের সকল কর্ম্ম তাঁহারাই করেন, সাহেব জাতিরা কেবল বসিয়া ২ অধিক টাকা হাত মারেন কলিকাতা নগরীয় সরকারি কর্ম্মালয় সকল গবর্ণমেণ্টের চক্ষের উপর রহিয়াছে ইহাতেও গৌর জাতিরা প্রায় কেহ দুই প্রহরের অগ্রে কর্ম্মাগারে যান না, ইচ্ছানুরূপ সময়ানুসারে কর্ম্মমন্দিরে উপস্থিত হইয়া বান্ধবদিগের এবং বিবীগণের সহিত আলাপ করিতেই অধিক সময় যায়, তৎপরে অনেকে কয়েকখানা কাগজে কেবল নাম স্বাক্ষর করিয়া স্বেচ্ছানুরূপ সময়ে বাসস্থানে প্রস্থান করেন, যাহারা বিচার সম্পর্কীয় কার্য্যে নিযুক্ত আছেন তাঁহারদিগের শঙ্কাই নাই, বাদি প্রতিবাদিগণের লিখিত বিষয় কতক শুনানী হইলেই হুকুম, অর্থাৎ আজ্ঞা কাঁদিতে আরম্ভ করেন তাহাতে কলম যে দিগে চলুক সেই দিগেই চলে, বাদি প্রতিবাদিদিগের মধ্যে এক পক্ষের মস্তক ছেদন করে, সুবিচার কুবিচার যাহাই হউক বিচার কর্ত্তা দোষী হয়েন না, কোন কথা হইলে বলেন "আমি যেমন বুঝিয়াছি, সেইরূপ বিচার করিয়াছি, যাহারা অসন্তোষ হয় উপরে আপীল অর্থাৎ পুনর্ব্বিচার প্রার্থনা করুক, গবর্ণমেণ্ট বিধান করিয়া রাখিয়াছেন বিচারপতিরা যেমন বুঝিবেন সেই রূপ আজ্ঞা দিবেন তাহাতে অবিচারেও তাঁহারদিগের দোষ নাই" এই বিধান সুবিধান কি কুবিধান লার্ড কেনিং বিবেচনা করিবেন, ইহাতেই থাক ২ বিচার স্থান হইয়াছে, তার উপর ২ বিচারপতিগণকে গবর্ণমেণ্ট বেতন প্রদান করিতেছেন, এক স্থানে যদি সুবিচার হয় তবে প্রজারা ক্লেশ পায় না এবং স্থানে ২ বিচার ক্রয় করিতেও সর্ব্বস্বান্ত হয় না, গবর্ণমেণ্টের ঐ বিধান মতে প্রজাগণের সর্ব্বনাশ হইতেছে আর বিচার কর্ত্তার একজনের কর্ম্মের উপর ২ অধিক জনে বেতন লইয়া

গবর্ণমেণ্টকে হৃত দরিদ্র করিতেছেন অতএব লার্ড কেনিং মহাশয় যদি বেতনভোগি সংখ্যা ন্যূন করিতে চাহেন তবে যাঁহারা অধিক বেতন পান অথচ ফুল বাবু হইয়া বেড়ান তাঁহারদিগের কর্ম্ম পক্ষে চক্ষুঃপাত করিবেন, মাস ২ চারি পাঁচ সহস্র টাকা বেতন, অথচ এক শত টাকা বেতনের কর্ম্মও হয় না এমত সকল কর্ম্মচারিদিগের কর্ম্ম দেখিয়া বেতন কর্ত্তন করিলে শ্রীযুত লার্ড সুপ্রতিষ্ঠিত হইবেন, কলিকাতা নগরীর প্রধান ২ কর্ম্মচারি গৌরাঙ্গদিগের ব্যবহারের বিষয়ে আমরা এই মাত্র লিখিলাম তাঁহারদিগের দেখাদেখী অধিক বেতন ভোগি ফ্রিঙ্গী কর্ম্মচারিরাও এইরূপ করেন, ফ্রিঙ্গীরা গবর্ণমেণ্টের পোষ্য পুত্রের ন্যায় হইয়াছেন আবার তাঁহারদিগের হাত টানা রোগটীও আছে, এই লেপ্টেনেন্ত মহাশয় যখন সেক্রেটরী ছিলেন তখন ইহাঁর কর্ম্মালয় হইতে ফ্রিঙ্গী দ্বারা কত টাকা অপহৃত হইয়াছিল কেনিং বাহাদুর লেপ্টেনেন্তকে জিজ্ঞাসা করিলেই আদ্যোপান্ত জানিতে পারিবেন অতএব গৌরাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ খ্রীষ্টীয়ানদিগের বেতন কর্ত্তন ও সংখ্যা ন্যূন বিষয়ে অগ্রে দৃষ্টিপাত করিবেন এবং জেলায় জেলায় নানা কর্ম্মে যে সকল গৌরাঙ্গেরা নিযুক্ত আছেন তাঁহারা অধিক বেতন লইতেছেন কিন্তু বেতনানুরূপ কর্ম্ম করেন না, মাজিষ্ট্রেট কালেক্টরেরা প্রায় নীলকরদিগের ঘরে ঘরেই খানা খাইয়া বেড়ান, অনেকে নীলকর কর্ম্মের অংশীয় হইয়াছেন, আমরা নাম ধরিয়া ২ বলিতে পারি, কিন্তু পালিয়ামেণ্টের এমত আইন আছে "তাঁহারা যাহা স্বেচ্ছা করুন তুমি কেন লিখিয়া প্রকাশ কর" এই বিধিবলে আমারদিগকে দণ্ডতলে লইয়া যাইবেন সুতরাং নাম ধরিয়া লিখিতে পারি না, কমিস্যনরদিগের মধ্যে অধিকাংশই নির্ব্বোধ এবং অনেকে আলস্যের দাসত্ব করেন, বিশেষতঃ মাজিষ্ট্রেট, জজ, কালেক্টর, কমিস্যনরাদির মধ্যে অনেকে এতদ্দেশে ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন, কে কাহার টাকা ধারেন আমরা তাঁহারদিগের নাম নির্দ্দেশ বলিতে পারি ঋণী ধনী উভয় পক্ষই মিথ্যা সাক্ষ্য দিবেন এই কারণ প্রস্তরে হস্ত চাপা রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত লার্ড অনুসন্ধান করিলেই সমস্ত জানিতে পারিবেন। তাঁহার প্রথমাজ্ঞার বিষয়ে এই পর্য্যন্তই লেখা হইল এইক্ষণে দ্বিতীয়াজ্ঞার প্রতি কিঞ্চিৎ বলি।

বিচারস্থানে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে বাদি প্রতিবাদি কেহ সেক্রেটরী প্রভৃতি প্রধানদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন না ইহাতেই অনুভব হয় শ্রীযুক্ত লার্ড স্বদেশে থাকিতে শুনিয়াছেন প্রধানেরা বাদি প্রতিবাদির নিকট হস্ত পাতেন পূর্ব্ব ২ ডেপুটি গবর্ণর প্রভৃতি অনেক এই কাজ করিয়া গিয়াছেন অদ্যাপিও এ দেশে তাঁহারদিগের দেনা আছে, এতদ্দেশীয় ধনিদিগের কাগজ পত্র বাহির করিতে পারিলে সেক্রেটরি ডেপুটি গবর্ণর প্রভৃতি অনেকের ঋণ পত্র প্রকাশ হইয়া পড়িবেক, প্রধানদিগের সহিত বাদি প্রতিবাদিগণের সাক্ষাতের অপেক্ষা নাই, তলে ২ চিরকুটে চিরকুটেই আদান প্রদান সম্পন্ন হয়, প্রধানদিগের মধ্যে এতদ্দেশীয় লোকদিগের ঋণগ্রস্ত নহেন এমত কত ব্যক্তি আছেন? শ্রীযুক্ত লার্ড যদি বাছনী করিতে আরম্ভ করেন তবে লোম বাছিতে ২

কম্বল যেমন হইয়া যায় সেই কাজ ঘটিয়া উঠিবে, যদি লার্ড কেনিং বাহাদুর উৎকোচ ও ঋণপ্রবাহ প্রতিরুদ্ধ করিতে পারেন তবে আমরা আহ্লাদিত হইয়া লিখিব ইঁহার তুল্য কোন লার্ড ভারতবর্ষে আইসেন নাই এবং গবর্ণমেণ্টের বাটিতে নানা ব্যাপারে যাঁহারদিগের নিমন্ত্রণ হয় লার্ড বাহাদুর তাঁহাদিগের অনেকের নাম কাটিয়া দিবেন, এইক্ষণে লক্ষ্মণৌ বাদশাহ বড় দোষী হইয়াছেন। লার্ড ডেলহৌসি তাঁহার রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছেন কিন্তু আমারদিগের স্মরণ হয় কোন কোন সেক্রেটরী এতদ্দেশীয় কোন কোন বাবুর হস্তে ঐ বাদশাহের নিকট হইতে একেবার পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকার ব্যাঙ্ক নোট লইয়াছিলেন এবং কোন কোন সেক্রেটরী রাত্রি দুই প্রহর সময়ে এতদ্দেশীয় মহা ধনশীল কোন কোন বাবুর বাটীতে যাইয়া লৌহ সিন্দুক হইতে, দুই লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ বাহির করিয়া লইয়াছিলেন, সদরীয় পুর্ব্ব পুর্ব্ব জজদিগের মধ্যে উৎকোচ গ্রহণীয় ব্যাপার অধিক ছিল অতএব লার্ড কেনিং বাহাদুর যদি প্রধানদিগের উদরশুদ্ধি করিতে চাহেন তবে চিরকুট লেখা পড়া বন্দ করুন, চিরকুটে চিরকুটে গবর্ণমেণ্টের এবং এতদ্দেশীয় ধনিদিগের সর্ব্বনাশ হইতেছে, এই যে গবর্ণমেণ্টের বাড়ীটী এ বাড়ীটীও সামান্য বাড়ীটী নয় ইহার প্রতি কুঠরীতে নানা প্রকার কল আছে, সেই সকল কলে জলের ন্যায় টাকা যাতায়াত করে কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সে টাকা দেখিতে পান না, লার্ড কেনিং বাহাদুরের কল্যাণ হউক ঐ সকল কল বন্দ করিলে পরমেশ্বর ও গবর্ণমেণ্ট শ্রীযুতের প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন।

সম্পাদকীয়। ১৮ মার্চ ১৮৫৬। ১৪৩ সংখ্যা

ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের যত রাজ্য বৃদ্ধি হইতেছে তাঁহারদিগের লোভের শরীর ততই প্রকাণ্ড হইয়া উঠিতেছে, যাঁহার শরীরে রুধির দেখেন তিনি মিত্রই হউন আর অমিত্রই হউন তাঁহার রুধির পান না করিয়া ছাড়াছাড়ী নাই; বিশেষত ডেলহৌসি বাহাদুর কি রাক্ষসী বেলায় ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তাঁহার অন্তঃকরণ কেবল রাক্ষসীর ব্যাপারেতেই নিযুক্ত ছিল, লাহোরীয় সহাসমর সময়ে পাতিয়ালার মহারাজ নরেন্দ্র সিংহ বাহাদুর ধনেজনে ব্রিটিসপক্ষের সহায়তা করিয়াছেন এ জন্য লার্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুর ঐ মহারাজের নিকট কত উপকার স্বীকার করিয়াছিলেন এবং বারম্বার কহিয়াছেন ভারতবর্ষে ব্রিটিস জাতির পরাক্রম থাকিতে কদাপি তোমার অমঙ্গল হইবেক না, ঐরূপ আশা ভরসা দিয়া তিনি কার্য্যসিদ্ধ করিয়া গমন করেন, তৎপরে লার্ড ডেলহৌসি বাহাদুরও মূলরাজের এবং ছত্র সিংহের ও রাজা শের সিংহের ঐ মহারাজের নিকট উপকার গ্রহণ করিয়াছেন সে সময়ে উক্ত মহারাজ ডেলহৌসি বাহাদুরের পরম বন্ধু ছিলেন তখন তাঁহার সহিত কোলাকুলী, গলাগলী কত প্রেম ভাব দেখাইয়াছিলেন এবং আদান প্রদান বিষয়েতেও প্রকৃত বন্ধুতার অনেক চিহ্ন প্রচার হইয়াছিল, তৎপরে ঐ বন্ধু রাজা কলিকাতায় আসিয়া কত উপঢৌকন দিয়াছেন

এবং ডেলহৌসি মহাশয়ও তাঁহাকে উপযুক্ত প্রতিদান দিয়া বিদায় করিয়াছেন এইক্ষণে বোধ হইতেছে ডেলহৌসি সাহেব উক্ত মহারাজের সহিত কেবল রাক্ষসী মায়ার ব্যবহার করিয়াছিলেন, মহারাজের মণি মুক্তাদি খচিত স্বর্ণ ছত্র দেখিয়া তাঁহার রুধির পান পিপাসায় গাত্র জ্বালা হইয়াছিল এই কারণ মহারাজ বিদায় হইয়া গেলে সূত্র তুলিলেন পাতিয়ালার রাজার এত সৈন্য রাখিয়া প্রয়োজন কি? যদি যুদ্ধাদি উপস্থিত হয় তবে ব্রিটিস সৈন্যরাই তাঁহার সপক্ষ হইয়া রক্ষা করিবেন, সৈন্যগণের বেতন প্রদানে মহারাজের অধিক ধন অপব্যয় হইতেছে অতএব কেবল দেহরক্ষার্থ রক্ষক মাত্র রাখিয়া অন্য সৈন্যগণকে বিদায় করিয়া দিন, ইহাতে পাতিয়ালার মহারাজ বুঝিলেন লার্ড ডেলহৌসি সাহেব প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় হইয়া সৎপরামর্শই বলিতেছেন তাঁহার অধীনে অশীতি সহস্র সুশিক্ষিত সৈন্য ছিল, মহারাজ রণজিৎ সিংহের খাল্‌সা সৈন্যদিগের কিয়দংশকেও তিনি রাখিয়াছিলেন, লার্ড ডেলহৌসির পরামর্শে অনেক সৈন্যকে বেতন দিয়া বিদায় দিলেন, পরে যখন লার্ড বাহাদুর বুঝিতে পারিলেন রাজা বাহাদুর আর সমরসজ্জা করিতে পারিবেন না তখন মহারাজের বৃত্তিভোগিদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার রাজ্যের সারাংশ কাড়িয়া লইলেন, পাতিয়ালার মহারাজের ভূম্যধিকার অধিক নয় কিন্তু মহারাজ রণজিৎ সিংহ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষকে যে অধিকার দিয়াছিলেন তাহা এক প্রকার নিষ্কর বলিলেও হয়, ঐ নিষ্কর ভূম্যধিকারে মহারাজ অনেক রাজস্ব পাইতেন, লার্ড ডেলহৌসি সাহেব মহারাজের যে ভূম্যধিকার হরণ করিয়াছেন তাহার বার্ষিক উপস্বত্ব পাঁচ লক্ষ টাকা, তাঁহার রাজ্যের প্রধানাংশে প্রতি বর্ষে দশ লক্ষ টাকা উৎপন্ন হয়, লার্ড বাহাদুর তাঁহার পাঁচ লক্ষ টাকা গিলিয়া বসিয়াছেন তবে আর মহারাজের কি রহিয়াছে? এতদ্দেশীয় জমীদারদিগের মধ্যেও অনেকের চারি পাঁচ লক্ষ টাকা আয় দেখা যাইতেছে, নড়াইল নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রামরত্ন রায় মহাশয় প্রতি বৎসর প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা রাজস্ব পাইতেছেন কিন্তু এত আয়েতেও তাঁহার নানা প্রকার ব্যয় কুলাইয়া সঞ্চয় হয় না অথচ আপনারদিগের উপভোগের ব্যয় অধিক নাই তাঁহারা সামান্য গৃহস্থ লোকের ন্যায় আচার ব্যবহার করেন, তাহারদিগের বসন ভূষণ দেখিলে জ্ঞান হয় সামান্য ধনি লোকেরাও সুখে আছেন, যাহারদিগের বৎসর পাঁচ লক্ষ টাকা আয় তাঁহারদিগের এইরূপ সুখভোগ দেখিতেছি কিন্তু পাতিয়ালার মহারাজ একজন সিংহাসনাধিকারী বিশেষ, অসংখ্য পরিবারাদি সহিত বসতি করেন, মহারাজ রণজিৎ সিংহের রাজত্বের পূর্ব্বাবধি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা স্বাধীনভাপূর্ব্বক রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন, তাঁহার নামের দীর্ঘতা বিচার করিলেই সর্ব্বদেশীয় প্রধানেরা তাঁহাকে অত্যন্ত প্রধান জ্ঞান করিবেন, পাতিয়ালার মহারাজের নাম এই "শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ রাজগণ রাজ্যেশ্বর নরেন্দ্র সিংহ মহীন্দ্র বাহাদুর, মহারাজ রণজিৎ সিংহ যে সর্ব্বজয়ী বীরপুরুষ হইয়া উঠিয়াছিলেন তিনিও এত দীর্ঘনাম প্রাপ্ত হন নাই, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট এই দীর্ঘ নামধারি

মহারাজকে যে দরিদ্র করিলেন ইহাতে কি ব্রিটিস জাতির কলঙ্ক হইবেক না? পাতিয়ালার মহারাজ খালসা সৈন্যগণকে বিদায় করিয়াছেন সত্য বটে কিন্তু সে সকল সৈন্যরা কি পুনর্ব্বার তাঁহার নিকট আসিতে পারে না? এইক্ষণেও শীকরাজ্য হতদরিদ্র হয় নাই, শীকেরদের মধ্যে অনেকের গোপনীয় বিষয় বিস্তর আছে এবং লার্ড ডেলহৌসি বাহাদুর যে লাহোরের সকল তোপ লইয়া আসিয়াছেন ইহাও বিশ্বাসযোগ্য নয়, ব্রিটিস জাতিরা শীক রাজ্য লইয়াছেন, পঞ্জাবে গো হত্যা ব্রহ্ম হত্যা করিয়াছেন, রাজপুত্রকে খ্রীষ্টিয়ান করিয়া স্বরাজ্যে লইয়া গিয়াছেন, মহারাজ্ঞী চন্দ্রাবতীকে বৈষ্ণবী করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন, ইহাতেই মনে করিবেন না শীকেরা ব্রিটিস জাতির বশীভূত হইয়াছেন বরং শীকেরদের অন্তঃকরণে বিজাতীয় ক্রোধ মূলবদ্ধ হইয়াছে, কোন দিগ্ হইতে কি হইয়া উঠিবে অদ্যাপিও কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই অতএব পাতিয়ালার মহারাজের সহিত বিবাদ সূত্র সমুদায় লাহোর গ্রস্থন করিবেক সেই সকল সৈন্যগণ যাহারা লার্ড হার্ডিঞ্জের সময়ে প্রকাশ পাইয়াছিল যাহার-দিগের ভয়ে প্রধান সেনাপতি লার্ড গফ সাহেব পলায়নপর হইয়াছিলেন তাহারাও প্রচ্ছন্নভাবে লাহোরেই রহিয়াছে অতএব লার্ড কেনিং মহাশয় তাঁহার পূর্ব্বাধিকারির অবিবেচিত নিষ্ঠুর ব্যবহারে চলিবেন না, এই পৃথিবীতে অনেকে রাজা হইয়াছিলেন, সসাগর পৃথিবীর অধিকারী হইয়াও কেহ পৃথিবীকে আয়ত্তে রাখিতে পারেন নাই, দ্বীপান্তরীয় লোভাসক্ত রাজপুরুষেরা যে নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিবেন ইহা স্বপ্নেও বিশ্বাসযোগ্য নয়, কেবল অন্যকে মনস্তাপ দিয়া আপনারদিগের মত্ততার উত্তাপ বৃদ্ধি করিতেছেন।

বিপুল হৃদয়ৈ র্ধীশৈঃ কৈশ্চিৎ জগৎ জনিতং পুরা বিধৃত মপরৈর্দত্তঞ্চান্যৈর্বিজিত্য তৃণং যথা। ইহহি ভুবনান্যন্যে বীরাচতুর্দ্দশ ভুঞ্জতে কতিপয় পুরস্বাম্যে পুংসাংক এষমদজ্বরঃ॥

অর্থাৎ পূর্ব্বকালে কোন মহেশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কোন ২ ব্যক্তি পালন করিয়াছেন, কেহ বা ইহা জয় করিয়া জ্ঞানপূর্ব্বক যাজকগণকে দিয়া গিয়াছেন, এই ক্ষণেও বীরেরা চতুর্দ্দশ ভুবন ভোগ করিতেছেন, তবে কতিপয় গ্রামের আধিপত্য পাইয়া পুরুষ-দিগের এত মত্ততার উত্তাপ কেন হয় বলা যায় না।

## বিধবা বিবাহ আইন। ২ আগস্ট ১৮৫৬। ৪৯ সংখ্যা

গত বুধবাসরীয় কলিকাতা গেজেটে বিধবা বিবাহের আইন প্রচার হইয়াছে, এ আইন ১৮৫৬ সালের ১৫ আইন নামে বিখ্যাত হইল, এই দিবস হিন্দুদিগের চিরস্মরণীয় হইবে, মৃত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সময়াবধি আমরা সহমরণ নিবারণ ও বিধবা বিবাহ এই দুই মহদুদ্দিশ্য সিদ্ধির সংকল্প করিয়াছিলাম, রাজা রামমোহন বর্ত্তমানে সতী দাহ নিবারণ আইন প্রচলন হয়, তিনি আর কিছুকাল জীবিত থাকিলে বিধবা বিবাহ আইন তৎসমকালেই প্রচল হইত, নিষ্ঠুর কাল অকালে তাঁহাকে গ্রাস করিলে তৎকালে

ভাবিয়াছিলাম, এ শুভ দিন দর্শন পর্যন্ত আমরা জীবিত থাকিব না, কিন্তু জগদীশ্বরের কৃপায় অদ্যাবধি স্বচ্ছন্দ শরীরে জীবিত আছি এবং বিধবা বিবাহ আইন প্রচলন হইতেও দেখিলাম, ধন্য জগৎ পাতা, তুমি বাঞ্ছিত ফলদাতা তাহার কোন সন্দেহ নাই, এক চিত্তে তোমার নিকট যে যাহা প্রার্থনা করে তুমি সময়ে অবশ্যই তাহার বাঞ্ছা পূর্ণ কর, আমরা বাল্যকালাবধি অদ্য পর্য্যন্ত তোমার নিকটে একাগ্রমনে অন্তর্ব্বাহ্যে প্রার্থনা করিতেছি কত দিনে হিন্দু অবলাবলীর দুর্দ্দিন দূর হইবে, এই সদুদ্দিশ্য সিদ্ধার্থে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া ছিলাম। এ জন্য আমরা কত লোকের কোপ বেগ ধারণ করিয়াছি, কত আপদ বিপদ সহ্য করিয়াছি, কত ক্লেশ ভোগ করিয়াছি, তথাপি আমারদিগের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় নাই, প্রতিজ্ঞা পূরণে মস্তক গেলেও ক্লেশ বোধ হয় না, "প্রাণান্তেপি প্রকৃতি বিকৃতির্থায়তে নোত্তমানাং" সল্লোকেরা যাহা প্রতিজ্ঞা করেন তাহা সৎ হউক আর অসৎ হউক তথাপি প্রাণপণে রক্ষা করেন, রাজা দশানন ও দুর্য্যোধনাদি অসৎ প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে সবংশে নাশ হইয়াছিলেন, সেই এক প্রতিজ্ঞা পূরণ গুণে তাঁহারা শত দোষে দোষী হইয়াও চির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, যে ক্ষীণ বুদ্ধিরা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারে না তাহারা মনুষ্য চর্ম্মে আবৃত পশুমাত্র, যে সকল প্রধান লোকের বিশেষত প্রকাশ্য পত্র-সম্পাদক-দিগের প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা, মতের স্থিরতা এবং চিত্তের প্রশান্তা নাই তাঁহারা লোক সমাজে আপনা আপনি বড় হইতে চাহেন এ বড় হাসির কথা, এ দেশী অনেক লোকের এই কুস্বভাব আছে, আমরা এ স্থলে পাঠকবর্গকে এই বিষয়ের একটি অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত দর্শাই, আমারদিগের পাঠক মহাশয়েরা অনেকেই গুপ্ত সম্পাদকের নাম শ্রুত আছেন এবং উক্ত সম্পাদক প্রথমে বিধবা বিবাহের প্রধান গোঁড়া ছিলেন তাহাও জ্ঞাত থাকিবেন, পরে নগরীয় প্রধান ২ হিন্দু মহাশয়েরা যখন বিধবা বিবাহ প্রতিকূলে আবেদন করণার্থ সভা করেন তখন গুপ্ত সম্পাদক মান্য লোভে গোপনে গোপনে এ দল ছাড়িয়া অন্যদলে নাম লেখাইলেন, বিধবা বিবাহের প্রধান প্রতিপক্ষ হইয়া উঠিলেন এবং কোন ২ প্রধান লোককে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় কবিত্ব প্রকাশ করিলেন, তাহাতে মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতিবাদেই ব্যবস্থাপকেরা ভয় পাইয়া আইন প্রচারে বিরত হইবেন।

এই রূপে নানা আলৎ পালৎ লিখিয়া তিনি ভাবিয়া ছিলেন, হিন্দু মণ্ডলীতে পূজা পাইবেন, প্রধান হিন্দু মহাশয়েরা সুবুদ্ধি সম্পাদকের নাড়ী নক্ষত্র বিদ্যাবুদ্ধি সকলি বিশেষ অবগত আছেন সুতরাং ভণ্ড-গুপ্তের কাল্পনিকতায় প্রতারিত হইলেন না, আমরা পূর্ব্বাপর বিধবা বিবাহের সপক্ষ এবং নগরীয় প্রায় সমস্ত শ্রেষ্ঠ হিন্দুদিগের সহিত আত্মীয়তা রাখি তথাচ কখন আমরা কাহারু মনরক্ষা জন্য স্বমতচ্যুত হই নাই তাহাতে হিন্দু মহাশয়েরা আমারদিগকে আরও প্রশংসা ও মান্য করিয়া থাকেন, গুপ্ত মহাশয় এ ডালে ওডালে লাফালাফি করিয়া কি মান মর্য্যাদা বিভব বাড়াইলেন? বিভূতির মধ্যে উভয় দলের উপহাস লাভ করিলেন অতএব ভদ্রের কর্ত্তব্য, যদি অসৎ প্রতিজ্ঞাও করে তথাচ প্রাণপণে তাহা রক্ষা করিবে।

## চিঠিপত্র। ২ আগস্ট ১৮৫৬। ৪৯ সংখ্যা

মান্যবর শ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

জিলা হুগলীর অন্তর্গত বেলমুড়ী গ্রাম নিবাসি বন্ধু শ্রীযুত পঞ্চানন বসুজ মহাশয় বিবাহের বিপক্ষ-পক্ষ হইয়া ভাস্করে স্বনামীয় প্রস্তাবের উত্তর মুদ্রিত করিয়াছেন, আমি বসুজ মহাশয়ের লিখিত প্রস্তাবের উত্তর নিম্নে লিখিলাম, অনুগ্রহপূর্ব্বক ভাস্করে স্থান দিয়া চির বাধিত করিবেন।

পশুদিগের মতানুগামী হইয়া মনুষ্যেরা কার্য্য করিবেক ইহা জগদীশ্বরের অভিপ্রেত নহে, যে স্থলে পরমেশ্বর পশুগণকে স্ত্রী সহবাসের সুখ বোধ দিয়াছেন সে স্থলে তাঁহার সৃষ্ট উৎকৃষ্ট জীব মনুষ্যকে যে তিনি সেই পরম সুখে বঞ্চিত করিয়াছেন ইহা কোন মতে সম্ভবে না, পুরুষদিগকে স্ত্রী জাতির প্রতি যেরূপ আসক্ত দেখা যাইতেছে তাহাতে অবশ্যই মানিতে হইবে, এ স্বভাব মনুষ্য জাতির স্বতঃসিদ্ধ, স্ত্রী সহবাসের নিমিত্ত মনুষ্যেরা এক স্বাভাবিক জ্ঞান ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রাপ্ত হইয়াছে এ বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ না দিয়া কেবল প্রতিদিন সংসারে যাহা ঘটিতেছে তাহার দ্বারাই ইহা সপ্রমাণ হইতেছে।

মনুষ্য জাতি মাতৃগর্ভে প্রথমতঃ জরায়ু শয্যায় শায়িত থাকে পরে যথাকালে ভূমিষ্ঠ হয়, তদনন্তর অতি শৈশবাবস্থায় মাতৃ, ধাত্রী প্রভৃতি স্ত্রীগণ দ্বারা প্রতিপালিত হয়, কিঞ্চিৎ বড় হইলে ভগিনী ও অন্যান্য বালক বালিকাগণের সহিত নানাবিধ অতুল্য ক্রীড়া করে, তাহার পর ভদ্র সন্তান হইলে বিদ্যারম্ভ হয় তাহা না হইলে অথবা আজীব সম্পাদনের উপায়াভাব থাকিলে নানাবিধ পরিশ্রম সাধ্য কর্ম্ম-শিক্ষা করিতে প্রবর্ত্ত হয়, ক্রমে বয়োধিক্য সহকারে জ্ঞান বৃদ্ধি হয়, বাল্য কালেও বালকেরা স্ত্রী জাতির প্রতি অশ্রদ্ধা বা অনাদর প্রকাশ করে না, এই বাল্যকাল অতি বিষম কাল, কারণ, হয় মনুষ্যগণ এই কালে দুঃসঙ্গ ও দুষ্প্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া নারী জন্যই সর্ব্বস্বান্ত চিরকালের নিমিত্ত লোক সমাজে ঘৃণ্য হইয়া যায়, না হয় সৎসঙ্গ ও সুপ্রবৃত্তি সহকারে জ্ঞানাভ্যাস দ্বারা লোকে প্রতিষ্ঠিত হয়, পরে যথাকালে সস্ত্রিক হইয়া অনৈসর্গিক কোন ঘটনা না হইলে যাবজ্জীবন একত্র বাস করে, তদনন্তর তাহাদিগের সন্তান সন্ততি হইলে পরম সুখে জগদীশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্য করিয়া জীবন যাপন করে, এ স্থলে মনুষ্যের জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত সকল অবস্থাতেই স্ত্রী জাতির সহিত সহবাস করিতে দেখা যাইতেছে এতদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, স্ত্রী সঙ্গ পুরুষের স্বভাব সিদ্ধ কর্ম্ম, নীতি শাস্ত্রে কথিত আছে "পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে। বার্দ্ধক্যে পুত্র পৌত্রাদি স্ত্রীয়ো নাস্তি স্বতন্ত্রতা" কুমারী কালে পিতা, যৌবন কালে স্বামী এবং বৃদ্ধ কালে পুত্র পৌত্রাদি স্ত্রী জাতীকে রক্ষা করে, তাহাদিগের স্বাতন্ত্র্য নাই, এই শাস্ত্রীয় প্রমাণ এই উক্তির পোষক কারণ, এতদ্বারা স্পষ্ট প্রকাশ হইতেছে যে পরস্পর সাহায্য ব্যতীত স্ত্রী পুরুষ কেহই সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে না, স্ত্রী

পুরুষ উভয়েই যে উভয়ের আশ্রয় লইয়া থাকে তাহার শত ২ প্রমাণ দেদীপ্যমান আছে যদি সকল অবস্থাতেই স্ত্রী জাতির সহায় ব্যতীত সংসার যাত্রা চলিল না তবে যথাকালে দার পরিগ্রহ করিয়া সংসারাশ্রম অবলম্বন করায় কি দোষ আছে? আমাদিগের স্বল্প জ্ঞানদ্বারা বোধ হইতেছে স্ত্রী পুরুষ সংযোগে জগদীশ্বরের সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে এবং হইতেছে।

বসুজ মহাশয় নারীর দুশ্চরিত্রতা প্রমাণার্থ আবার একটি উপাখ্যান প্রকটন করিয়াছেন, তাহাতে আরও তাঁহার ভ্রান্তি প্রকাশ পাইয়াছে কারণ তিনি যেমন নারীর কু চরিত্র বিষয়ক একটি প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন এমত পুরাণাদি শাস্ত্রে তদ্বিপরীত অর্থাৎ নারীর সুচরিত্র বিষয়ক শত ২ প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা লিখিয়া পত্র পুরণের প্রয়োজন কি?

সাবিত্রী সতী নিজ ভর্ত্তাকে যেরূপ শমন রাজের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছিলেন তাহা এদেশের আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেই জ্ঞাতা আছেন, জনক নন্দিনী যে রূপ সতীত্বের উদাহরণ দিয়া গিয়াছেন তাহাও অপ্রকাশ নাই অতএব রমণীরা সকলেই কদাপি অসতী ব্যভিচারিণী ও দুষ্টা হইতে পারে না, একের দোষে সহস্র ২ ব্যক্তিকে দোষী করা কদাচ সুবিচারের কর্ম্ম নহে, যাঁহারা অন্তোপান্ত বিবেচনা না করিয়া অকারণে স্ত্রী জাতির উপর মিথ্যা দোষারোপ করেন তাঁহাদিগের কি অল্প বুদ্ধি ও কি মূর্খতা, কত শত সতী সাধ্বীদিগের নাম প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছে, তাঁহাদিগের নাম স্মরণ পূর্ব্বক কোন কর্ম্ম আরম্ভ করিলে সে কর্ম্ম সুসিদ্ধ হয় ও মহাপাপ নাশ হয় অতএব আমি মধুসূদন সরকার মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি তিনি যেন বিবাহ করিয়া বংশ রক্ষা করেন, কেন নারী বিরক্ত পুরুষদিগের বাক্যে মোহিত হইয়া এমত দুষ্কর্ম্ম করিতে মানস করিয়াছেন, এই ঘোর কলিকালেও যে সতী নারী নাই এমত নহে, সতীসাধ্বী স্ত্রী বিস্তর আছে, "আপনি ভাল হলেই জগৎ ভাল" এই কথায় দৃষ্টি করিয়া সদবংশ সম্ভূতা সুলক্ষণা কন্যা বিবাহ করিয়া সুখভোগ করুন, বিবাহান্তে যখন সেই অমীয়া সুধাস্বাদ বুঝিতে পারিবেন তখন যেন আমার এই হিতবাক্যগুলিন স্মরণ করেন, অলমিতি।

শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন
সাং কাঁচরাপাড়া।

## খালের অত্যাচার। ২ আগস্ট ১৮৫৬। ৪৯ সংখ্যা

আমরা অনেকানেক বিশ্বস্ত লোক মুখে শুনিলাম বাগবাজারের খালে দাঁড়ি মাঝি ও মহাজনদিগের উপর গুরুতর অত্যাচার হইতেছে, তাহাতে আহারীয় দ্রব্য বোঝাই নৌকার আমদানী বন্দ হইয়া কাষ্ঠ চাউল ইত্যাদি দ্রব্য পূর্ব্ববৎ দুর্ম্মূল্য হইয়াছে, প্রধান

রাজপুরুষেরা এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া প্রজা ক্লেশ নিবারণ করুণ। রক্ষকেরাই ভক্ষক হইয়াছেন, স্থানাভাব প্রযুক্ত আমরা অদ্যবাসরীয় পত্রে এ বিষয়ের সবিশেষ লিখিতে পারিলাম না।

## সম্পাদকীয়। ৫ আগস্ট ১৮৫৬। ৫০ সংখ্যা

এইক্ষণে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশীয় মান্য লোকদিগের উপাধি হরণারম্ভ করিয়াছেন, অতএব এতকাল যাঁহারা পিতা পিতামহাদির উপাধি গৌরবে গৌরব জ্ঞান করিতেন এইক্ষণে তাঁহারদিগের যে গৌরব গেল আপনারদিগের নাম যন্ত্রে যদি সেই উপাধির জীবন্যাস না করিতে পারেন তবে আর সে উপাধির উত্তরাধিকারী বলিয়া উল্লাস প্রকাশ করিতে পারিবেন না কিন্তু আপনারদিগের নাম যন্ত্রে পুর্ব্বোপাধিকে মন্ত্রপূত করিতে হইলে রাজপূজা অপেক্ষা করে, আবার সে পূজায় কেবল পুষ্পাঞ্জলি রাজবলি হয় না, প্রচুর স্বর্ণাঞ্জলির প্রয়োজন, যাঁহারা উপাধির অভিমান সুখ মহাসুখ জ্ঞান করেন তাঁহারা এই অবধি অঞ্জলি প্রদানের আয়োজন করিতে আরম্ভ করুন, রাজার বেটা রাজা বলিয়া আশাষোটা জামাষোড়া দেখাইয়া যে অভিমান প্রকাশ করিতেন তাহার মুল স্থলে কুঠার পড়িয়াছে।

বহুকাল হইল বিষ্ণুপুর রাজ বংশীয় দুই ভ্রাতার মধ্যে বিবাদারম্ভ হইয়াছিল তাহাতে কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বতন্ত্র হইয়া জামকুণ্ডী নামক স্থানে গমন করেন সেই স্থানে তাঁহার রাজধানী স্থাপন হয়, শ্রীযুত এলিএট সাহেব যখন বর্দ্ধমানের কমিস্যনর ছিলেন তখন ঐ রাজার তাঁহার নিকট আপন মোজাহেরার প্রার্থনা করেন তাহাতে এলিএট সাহেব সন্দেহ করিলেন আবেদন পত্রে রাজা বাহাদুর নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন ইনি রাজা বাহাদুর উপাধি কোথায় পাইয়াছিলেন এবং কি জন্যই বা রাজা বাহাদুর উপাধি যোগ্য হইয়াছেন তাহা প্রকাশ করুন? পরে রাজা লিখিলেন মুর্শেদ খাঁ নামক নবাব সাহেব তাহাকে রাজা বাহাদুর নামে পত্র লিখিতেন এবং লার্ড কারণওয়ালিস সাহেব যখন উত্তর পশ্চিম রাজ্য হইতে আগমন করেন তখন রাজা তাঁহাকে সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে গবর্ণর বাহাদুরও তাঁহাকে রাজা বাহাদুর নামে পত্র লিখিয়াছেন কিন্তু এলিএট সাহেব ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না, আজ্ঞা দিয়াছেন আর তাঁহার নাম স্থলে রাজা বাহাদুর শব্দ ব্যবহার হইবেক না, পরে রাজা উপরে আপীল করিয়াছিলেন তাহাতেও কৃতকার্য্য হইতে, পারেন নাই, এলিএট সাহেব যাহা বলিয়াছেন উপরেও তাহাই গ্রাহ্য হইয়াছে, বিষ্ণুপুরীয় রাজা-দিগের একে দুঃসময়, তাহাতে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট জামকুণ্ডীর রাজার নামটী পর্য্যন্তও কাড়িয়া লইলেন অতএব রাজা নাম সম্বন্ধে যে মাল্য চন্দন পাইতেন এইক্ষণে তাহা হইতেও বঞ্চিত হইলেন।

পঞ্চকোটি রাজ্যাধিকারির প্রতিও এই বিষয়ের উত্তেজনা হইতেছে, আমরা শুনিলাম

গবর্ণমেণ্ট উক্ত রাজা বাহাদুরের পূর্ব্ব পুরুষীয় উপাধি পরিহরণ করিয়া লইয়াছেন, পঞ্চকোটি রাজেশ্বর ধনে জনে পরিপূর্ণ আছেন, জামকুণ্ডী রাজ্যেশ্বরের ন্যায় দারিদ্র্যতার আজ্ঞাপালক হন নাই অতএব পঞ্চকোটি রাজা গবর্ণর কৌন্সেল গৃহ দেখিয়া ইংলণ্ড পর্য্যন্তও চেষ্টা করিয়া দেখিবেন এবং তাহাতেও যদি পূর্ব্বপুরুষীয় উপাধি উত্তরাধিকারী না হন তবে রাজ পূজা দিয়া নূতনোপাধি পাইতে পারিবেন, যদি অভিনব সত্তেজোপাধি গ্রহণ করিতে পারেন তবে পুরাতন পচা উপাধিতে প্রয়োজন কি।

## সম্পাদকীয়। ৯ আগস্ট ১৮৫৬। ৫২ সংখ্যা

### কলিকাতাবাসিরা নগরে কি তিষ্ঠিতে পারিবেন না ?

আমরা শুনিলাম চোর বাগান বাসি ধনরাশিদিগের প্রতি আদেশ হইয়াছিল তাঁহারা আপনারদিগের দ্বারে ২ আলোক দিবেন, তাহতে বড় ২ বাড়ীধারি মহাশয়েরা আপনাপন ব্যয়ে দ্বারে ২ আলোক দিয়াছিলেন কিন্তু আলোক সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট পোলিসে যাইয়া জানাইলেন ঐ সকল লোকেরা ভাল শলিতা দিয়া আলোক দেন না ইহাতেই তাঁহারদিগের নামে শমন আসিল পরে তাঁহারা পোলিস সার্জ্জেন এবং চৌকীদারাদি দ্বারা সাক্ষ্য দিলেন প্রাতঃকাল পর্য্যন্তও তাঁহারদিগের দ্বারে ২ বিলক্ষণ আলোক থাকে, তথাচ ঐ সকল মান্য লোকদিগের ১০।৫ টাকা জরীমানা হইয়াছে, ইহাতে কি ভদ্র লোকেরা নগরে তিষ্ঠিতে পারেন ? কমিস্যনরদিগের উদর পুরণার্থ একে অন্যায় টাক্স লইয়া প্রজা সকলকে ত্যক্ত বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছেন তাহার উপর ছল ধরিয়া কথায় ২ এ প্রকার অর্থ দণ্ডে কি প্রজা-দিগের মুণ্ড ঘুরিয়া যায় না ? তন্ত্র শাস্ত্রে লেখেন "তিনশত বৎসর পরে এ দেশে ইংরাজ-দিগের রাজত্ব থাকিবেক না" তাহার একশত বৎসর যাইতে না যাইতেই রাজপুরুষেরা প্রজাদিগের শত্রু হইয়া উঠিলেন, প্রজাগণের রক্ত পরিশোষণ করিয়া লইয়াছেন, রক্ত ভক্তেরা ইহার পরে আর কি আহার করিয়া ভারতবর্ষে রাজত্ব করিবেন।

## খালের অত্যাচার। ৯ আগস্ট ১৮৫৬। ৫২ সংখ্যা

আমরা গত বৃহস্পতি বাসরীয় ভাস্করে কলিকাতার খালের অত্যাচার বিষয়ে যে প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম হাতে হাতেই তাহা সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে, গত বুধবার বেলা চারি ঘণ্টার পর হাটখোলা চীৎপুর, নারিকেলডাঙ্গা, বালীয়াঘাটা টালিগঞ্জ, খিদিরপুর ইত্যাদি স্থানীয় মহাজনেরা গবর্ণমেণ্ট হৌসের পশ্চিম দ্বারের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া ছিলেন। ন্যূনাধিক ৫০০ শত ব্যক্তি দুইঘণ্টা কাল চীৎকার করিয়া শ্রীযুক্ত লার্ড বাহাদুরকে আপনারদিগের দুঃখ জানাইয়াছেন, গত প্রস্তাবে আমরা অতি সংক্ষেপে লিখিয়াছি, মহাজনেরা বিস্তারিত রূপে সমস্ত বিষয় বলিয়াছেন, অনুমান করি তাঁহারদিগের চীৎকারে শ্রীযুক্ত বাহাদুর অস্থির হইয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্ট বাটী হইতে কয়েকজন চাপরাশী নীচে

আসিয়া মহাজনগণকে কি বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, ইহাতেই পাঠক মহাশয়েরা বুঝিতে পারিবেন শ্রীযুতের কর্ণগোচর না হইলে তাঁহার আজ্ঞাবাহক রাজদূতেরা জিজ্ঞাসা করিতে আসিত না, শুনিলাম দয়াময় গবর্ণর বাহাদুর চাপরাশীদিগের দ্বারা স্থাপন করিয়াছেন মহাজনেরা আবেদন পত্রে বিস্তারিত লিখিয়া তাঁহার সমীপে সমর্পণ করুন, তাহা দেখিয়া শ্রীযুত বাহাদুর বিহিতাজ্ঞা দিবেন অতএব মহাজনগণের আর্ত্তনাদ ফল মুখ হইল, মেং গিরিপ সাহেব মহাজনদিগের প্রতি যে সকল অত্যাচার করিয়াছেন করুণাকর লার্ড বাহাদুর অবশ্য তাহার প্রতিফল দিবেন, আমরা অনেকবার দেখিয়াছি দুঃখি লোকেরা গবর্ণমেণ্টের বাটীর সন্নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া এইরূপ চীৎকার করিয়াছিল তাহাতে পূর্ব্ব ২ গবর্ণরেরা তাহারদিগের অভিলাষ পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন, লার্ড বেণ্টিঙ্ক বাহাদুরের শাসন সময়ে খালাড়িরা ন্যূনাধিক দুই সহস্র লোক একত্র হইয়া গবর্ণমেণ্ট বাটীর সম্মুখে এইরূপ দুঃখ ধ্বনি করে, লার্ড বেণ্টিঙ্ক বাহাদুর সেই সময়ে শকটারোহণে বহির্গমন করিতেছিলেন, খালাড়িরা তাঁহার গাড়ির নীচে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে চাহিয়াছিল তাহাতে লার্ড বাহাদুর গাড়ি হইতে নামিয়া সহচর সেক্রেটারি সাহেবকে কহিলেন "ইহারা কি ২ বলে তুমি বিশেষ জানিয়া আমাকে জ্ঞাপন কর" এই কথা বলিয়া গবর্ণর বাহাদুর বহির্গমনে বিরত হইয়া উপবেশনাগারে গমন করিলেন, সেক্রেটারি সাহেব খালাড়িদিগের মধ্য হইতে চারিজন ভদ্র লোককে গবর্ণর বাহাদুরের সম্মুখে লইয়া গেলেন তাঁহারা ইংরাজী, বাঙ্গালা, পারস্যাদি ভাষায় সুনিপুণ ছিলেন, তাঁহারা ৫।৬ শত শরা সহিত বাহাদুরের সমীপে উপস্থিত হইলেন, গবর্ণর বাহাদুর ঐ সকল শরা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এ সকল কেন আনিয়াছ? উক্ত চারিব্যক্তি কহিলেন, গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারিত আছে লবণ প্রস্তুত করিয়া ওজন দিলে খালাড়িয়া প্রতি মোন লবণে ॥৴ আনা মাত্র মূল্য পাইবে কিন্তু তাহারা প্রতি মোনে পাঁচ আনাও পায় না এবং ওজন মুখে ঠাকুর বাবুর জন্য প্রতি মোনে এই এক এক শরা লবণ রাখিতে হয়, গবর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর লবণ প্রস্তুত করণীয় দাদনি টাকা অগ্রে দিয়া থাকেন খালাড়িয়া তাহা দেখিতে পায় না, কর্ম্মচারিরা টাকা বদলে খালাড়িদিগের আহারীয় তণ্ডুল দেন, বাজারে যে সকল ধানি মোটা চাল মোন আট আনা দশ আনার অধিক নয় কিন্তু খালাড়িদিগের নিকট হইতে মোন মূল্য ১॥০ টাকা কাটিয়া রাখেন, খালাড়িরা অন্নবস্ত্র পায় না আহারাভাবে তাহারদিগের পরিবারাদির প্রাণ বিয়োগ হইতেছে, লার্ড বাহাদুর খালাড়ি দিগের এই সকল দুঃখের বিষয় শ্রবণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন এ বিষয়ে উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন তৎপরে কালেক্টর প্লৌডিন সাহেব অবসর লইলেন এবং ঠাকুর বাবু সেরেস্তাদি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কারঠাকুর কোম্পানি নামে বাণিজ্যালয় স্থাপনের অনুষ্ঠান করিলেন, লার্ড বেণ্টিঙ্ক বাহাদুরের সময়ে খালাড়িরা এইরূপ করিয়াছিল, চারি কিম্বা পাঁচ বৎসর গত হইল উড়ে, বিহারাদিগের উপার্জ্জনের উপর যখন টাক্স স্থাপনের স্বস্তিবাচন হয় তখন তাহারা পাল্‌কী বহন গঙ্গাজল তোলনাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুর্গ প্রান্তর

পুরিয়া চীৎকার পুরিয়া চীৎকার করিয়াছিল তৎপরে গোশকট চালকেরাও গড়ের মাঠে যাইয়া এই প্রকার দুঃখ ধ্বনি করে তাহারাও অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিল। মহাজনেরা যে গবর্ণমেণ্টের বাটীর সিংহদ্বারে যাইয়া চীৎকার করিয়াছেন লার্ড বাহাদুর ইহাতে অবশ্যই মনোযোগ করিবেন আমরা অনুমান করি কলিকাতার খাল প্রস্তুত হইলে প্রথম যে মাসুল নির্দ্ধারিত হইয়াছিল সেই হারে মাসুল লইতে আজ্ঞা দিবেন, হে পরমেশ্বর, আমরা যাহা লিখিলাম শ্রীযুতের শ্রীমুখ হইতে যেন ইহাই প্রচার হয়।

## সম্পাদকীয়। ৯ আগস্ট ১৮৫৬। ৫২ সংখ্যা

কলিকাতা নগরে পয়সা প্রায় অপ্রাপ্য হইয়াছিল, টাকা ভাঙ্গাইতে গেলে চারি পয়সা, আধলী ভাঙ্গাইতে দুই পয়সা, সিকি ভাঙ্গাইতে এক পয়সা, দো আনি ভাঙ্গাইতেও এক পয়সা বাট্টা লাগিত, সমাচার পত্রে এই বিষয়ে বিশেষান্দোলন হইয়াছে ঐ সময়ে কোথা হইতে ত্রোজুরীতে দুই সহস্র টাকার পয়সা আসিয়াছিল হারবি সাহেব কর্ম্মচারিদিগকে কহিলেন তোমরা এই পয়সা বাজারে পাঠাইয়া দেও, পয়সার অভাবে প্রজাদিগের বড় ক্লেশ হইতেছে তাহাতে কর্ম্মচারিরা আপনারদিগের মধ্যে ঐ ভাগাভাগী রূপে আত্মসাৎ করিয়া লইয়া গেলেন, পরদিন সাহেব কহিলেন কোথায় কত টাকার পয়সা বিক্রয় হইয়াছে হিসাব আন, আমি দেখিব, কর্ম্মচারিরা হিসাব উপস্থিত করিলে সাহেব দেখিলেন ত্রোজুরির আমলারাই সকল পয়সা লইয়া গিয়াছেন, যিনি ২০ টাকা বেতনে কর্ম্ম করেন তিনিও ২৫ টাকার পয়সা লইয়াছেন এই সকল দেখিয়া সাহেব আমলাদিগকে ডাকাইলেন এবং কহিলেন "তোমরা অল্প ২ বেতনে কর্ম্মকর তোমারদিগের বেতনের অধিক টাকা পয়সা লইবার কি প্রয়োজন ছিল? তবে তোমরাই পয়সা বিক্রয় করিয়া বাজারে চারি পয়সা বাট্টা লইতেছ? এবারে তোমারদিগকে ক্ষমা করিলাম, বারান্তরে এ রূপ হইলে পদচ্যুত করিব" শ্রীযুত হারবি সাহেব পয়সার অভাব নিবারণার্থ শ্রীযুত লার্ড বাহাদুরের নিকট পত্র পাঠাইয়াছিলেন, লার্ড বাহাদুর সমাচার পত্রে পয়সার অভাব জানিয়া অধিক পয়সা প্রস্তুত করিতে আজ্ঞাদানে উদ্যত হইয়াছেন এমত সময়ে হারবি সাহেবের নিবেদন পত্র পাইয়া তৎক্ষণাৎ টাকশালে অধিক পয়সা প্রস্তুত করণের আজ্ঞাপত্র পাঠাইলেন, শ্রীযুত দিগের অনুগ্রহে এইক্ষণে পয়সার বাজার স্বচ্ছল হইয়াছে, কেমন, রাজপুরুষেরা নাকি সমাচার পত্রে লিখিত বিষয় গ্রাহ্য করেন না? যাঁহারা একথা বলেন তাঁহারা দেখুন সমাচার পত্র হইতে এই এক বিষয়ে কত উপকার প্রাপ্ত হইলেন এবং পয়সার বিষয়ে রাজপুরুষগণের প্রতি আমরা কত আক্ষেপ নিক্ষেপ করিয়াছিলাম তাহাও স্মরণ করিবেন।

## সম্পাদকীয়। ১২ আগস্ট ১৮৫৬। ৫৩ সংখ্যা

বোধ হয় মেং গিরিপ সাহেব এইক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন এ বনেও বাঘ আছে অতএব খালধারে যে সকল ঘোষণাপত্র লটকাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা উঠাইয়া লইয়া যাইয়া দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছেন, বিজ্ঞাপন পোড়াইয়া ফেলুন, আর যাহাই করুন, তাঁহাকে চিন্তানলে দগ্ধ হইতেই হইবেক, শ্রীযুক্ত লার্ড কেনিং সদর বোর্ডের উপর ভার দিয়াছেন মহাজনদিগের উপর অত্যাচারের সুবিচার হয়, পক্ষান্তরে ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট সাহেব শ্রীমতী রাণী রাসমণির আবেদনে বাদাবনে নাবিকদিগের নিকট সার্জন পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, প্রত্যেক নৌকার নাবিকেরা সার্জনের নিকটে সমুদয় দুঃখের কথা কহিয়াছে অতএব গিরিপ সাহেব বাদাবনি বাঘের ভয় পাইয়াছেন, এইক্ষণে গৌরদেহ গোপন করুন, আমরা জিজ্ঞাসা করি আসিষ্টাণ্ট আলডর সাহেব, সেরেস্তাদার নবীনচন্দ্র মিত্র, কালেক্টরী মোহরারগণ, পুরাতন দারোগা সকল কি অপরাধ করিয়াছিলেন? নির্দ্দোষ আমলাগণকে কিজন্য ছাড়াইয়া দিয়াছেন? তাঁহারদিগের পরিবর্ত্তে দরজী, পাটোয়ার, মুস্কিল আসানাদি মোসলমানগণকে রাখিয়াছেন তাহারা কি লেখাপড়া জানে? যেমন মর্ত্ত সংসর্গে স্বর্গলাভ করিতে চাহিয়াছিলেন তেমনি উপসর্গ-মার্গে লইয়া যন্ত্রণা ভোগ করুন।

## চিঠিপত্র। ১৬ আগস্ট ১৮৫৬। ৫৫ সংখ্যা

অশেষ মহিমাস্পদ শ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয়েষু—

বিধবা বিবাহের আইন পাস হওয়াতে তৎপক্ষীয়েরা যাদৃশ আনন্দনাদ করিতেছেন কুলীনদিগের বহু বিবাহ নিষেধের নিমিত্ত ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন পত্র প্রদত্ত হওয়াতে হালদার, ঘোষাল, চক্রবর্ত্তী বংশজ সন্তানেরা বাহু উত্তোলন করিয়া ততোধিক নৃত্য করিতেছেন এবং কহিতেছেন "রায় রাঢ়ী সমান হইল" হায় কি ভ্রম, কি আশা, বংশজ মহাশয়েরা বা তাঁহাদের সন্তানেরা যখন এইরূপ মনোরাজ্য করেন তখন তাঁহারা ইংলণ্ডীয় কোন কবি রচিত এই কয়েক পংক্তি মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন। "Pigmies are Pigmies still though ploud in Alps, Pyramids are Pyramids though in Vals"

বিধবা উদ্বাহের আইন পাস হওয়াতে বিধবা বিবাহের যেরূপ আশুতা সম্ভব বহু বিবাহের নিষেধক বিধি প্রদত্ত হইলে কুলীনত্ব লোপ হওনের তদ্রূপ আশঙ্কা বরং এ প্রথা উত্তোলন সহকারে কৌলীন্যের কলঙ্ক দূরীকরণ হইয়া গৌরব বৃদ্ধি হইবেক, বহু বিবাহের প্রথা কেবল ভঙ্গকুলীনেরদের মধ্যে প্রচলিত আছে, স্বভাবকুলীনেরদের মধ্যে নহে তবে বংশ রক্ষা প্রভৃতি অকাটাকারণে অকুলীনেরা যেমত দুই বা অধিক পত্নীবিবাহ করেন নৈকষ্য কুলীনেরা সেই মত কুল ক্রিয়াকালীন স্ব ২ ঘরে দুই বা তিন বার পাণি

গ্রহণ করিয়া থাকেন, এরূপ পাণিগ্রহণ কি সকল স্বভাব কুলীনে করিয়া থাকেন? তাহা নহে অনেকেই পুত্র বরে বা ভ্রাতৃযোগে কুলকর্ম্ম সম্পন্ন করেন, বংশজেরা সন্তান সন্ততি অভাবে যদি নূতন আইনানুসারে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণে অনুমতি পান তবে কুলীনেরা বংশ মর্য্যাদা ও জাতীয় সম্ভ্রম রক্ষার্থে তদ্রূপ অনুমতি অবশ্য প্রাপ্ত হইতে পারিবেন যদিস্যাৎ বংশ মর্য্যাদা ও জাতীয় সম্ভ্রম রক্ষা বংশ রক্ষাপেক্ষা অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া রাজপুরুষেরা কুলীনদিগের প্রতি অবিচার করেন তাহাতেই কুলনাশ হইবে এমত নহে, এরূপ হইলে কুলীনেরা পূর্ব্বমত সর্ব্বদ্বারী হইবেন অর্থাৎ সকলে ঐক্যবাক্য হইয়া পরস্পর কুলক্রিয়া সমাধা করিবেন সুতরাং কেহ কাহার প্রতি দোষারোপ করিতে পারিবেন না, যৎকালীন মহারাজ বল্লাল সেন কৌলীন্য মর্য্যাদা সংস্থাপন করেন তখন সকল কুলীন সকল কুলীনের সহিত আদান প্রদান করিতে পারিতেন, দেবীবর বিশারদ সেন, থাক ভাগ করিলে পর খড়দহ ফুলিয়া বল্লভী সর্ব্বানন্দী খুবই বাঙ্গাল পান কাফস্তি ও বালি ইত্যাদি ষষ্ঠত্রিংশৎ সেন সৃজন হইয়া ভিন্ন ২ শ্রেণী হইল এবং তদবধি সর্ব্বদারী কাল উঠিয়া গেল এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট যদি ব্যবস্থা দ্বারা এ ভিন্ন দুই বিবাহ উত্তোলন করেন তবে কুলীনেরা প্রাচীন উপায় অবলম্বন করিবেন তাহা হইলেই কুলক্রিয়াদি মুখ্য কর্ম্মে কোন বিঘ্ন জন্মিবেক না যদি বলেন আধুনিক প্রথা বলবতী হইলে কুলীনেরা শ্রোত্রিয় বংশজের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিবেন না সুতরাং আপনা আপনি কুলীন থাকিবেন? উত্তর অবশ্য শ্রোত্রিয় বিবাহ করিতে পারিবেন যথা কুলীন রামকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় বেখ্যের বড়াল দিগের ঘরে জ্যেষ্ঠ পুত্রের পাণিগ্রহণ করাইয়া কনিষ্ঠ পুত্রের পিতৃবরে পালটীর কন্যার সহিত বিবাহ দিয়া উভয় ভ্রাতার মধ্যে যোগসংস্থাপন পূর্ব্বক কুল ও শ্রোত্রিয়ের সহিত সম্পর্ক রক্ষা করিবেন এতাবতা কুলীনেরদের কি বিশেষ অপকার হইতে পারিবে? যে শ্রোত্রিয়েরা বা কুলাশ্রয়ি বংশজেরা চিরকাল কুলীন সন্তানদিগকে কন্যা দান করিয়া আসিতেছেন তাঁহারা কুত্রাপি নূতন নিয়মের অনুরোধে হালদার বা চক্রবর্ত্তী জামাতা করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন না উদয় বংশের তনয়ার কখন অধোবংশের তনয়ের সহিত পাণি-গ্রহণের প্রণালী কোন কালে বা কোন রাজ্যে দৃষ্ট নহে, ডিউকের কন্যার বিবাহ কি সামান্য ব্যক্তির পুত্রের সহিত ইংলণ্ড রাজ্যে হইয়া থাকে? নবাবের কন্যার উদ্বাহ কি সামান্য মুসলমানের সন্তানের সহিত হইবার সম্ভাবনা? বংশজেদের কুলীনেরদের তুল্য হওনের আশা সেইরূপ সম্ভাবনীয় অতএব বংশজ মহাশয়েরা কুলীনদিগের অনিষ্ট হইবার বিষয়ে আনন্দিত হইবেন না, যে কুলীন সে কুলীন যে বংশজ সে বংশজ থাকিবেন।

ইতি।

কস্যচিৎ সাধারণ হিতৈষিণঃ।

## সম্পাদকীয়। ১৬ আগস্ট ১৮৫৬। ৫৫ সংখ্যা

সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত টি, ওয়াকোপ সাহেব কলিকাতা নগরীর প্রধান মাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন ইহাতে আমরা আহ্লাদিত হইলাম, বিজ্ঞবর সাহেব যখন হুগলি জিলায় ঠগি কমিস্যনর ছিলেন তখন হুগলি, বৰ্দ্ধমান, মেদিনীপুর কৃষ্ণনগরাদি স্থানীয় দস্যু শাসন করিয়াছেন, পথিকেরা দস্যু, দস্যু ব্যতীত আর কথা ছিল না, ওয়াকোপ সাহেবের অপার পরিশ্রমে ঐ সকল স্থানের দস্যু ভয় প্রায় গিয়াছে, অন্যে পরে কথা কি কলিকাতা নিবাসিরাই সৰ্ব্বদা দস্যু ভয়ে কম্পিত কলেবর থাকিতেন, ইহা সত্য বটে শ্রীযুক্ত এলিএট সাহেবের শাসনে দস্যুরা নগর মধ্যে সাধ্য পরীক্ষা করিত না এবং সিঁদকাটীও প্রায় উঠিয়া গিয়াছিল কিন্তু এলিএট সাহেব নগর হইতে দস্যু তস্করদিগের আড্ডা উঠাইতে পারেন নাই, তাহারা বাহিরে যাইয়া চুরী ডাকাইতী করিয়া নগরে আসিয়া নাগরদিগের ন্যায় বেড়াইত, আমরা দেখিয়াছি নগর মধ্যে সন্ধ্যার পূৰ্ব্বে স্থানে ২ তাহারদিগের সভা হইত, হাবড়া চব্বিশ পরগণাদির অধিকারভুক্ত পোলিস দারোগারা ঐ সকল আড্ডায় ২ আসিয়া তাহারদিগের স্থানে দস্যু তস্করাদির অনুসন্ধান লইতেন এবং দস্যু তস্করদিগের দলপতি-গণকে উপঢৌকন দিয়া বশীভূত রাখিতেন, ওয়াকোপ সাহেবের অনুগ্রহে নগর হইতে ঐ সকল আড্ডা উঠিয়া গিয়াছিল, তাহার প্রেরিত অনুচরেরা আসিয়া কলিকাতার পোলিসের সহায়তায় নগর হইতে দল ২ দস্যু ধরিয়া লইয়া যাইত, যথার্থ বলিতে হইবেক ওয়াকোপ সাহেবের শাসনেতেই নগর সুস্থির হইয়াছিল, যিনি দূরে থাকিয়া দূরদৃষ্টি দ্বারা কলিকাতা নগরের অনিষ্ট নিবারণ করিয়াছিলেন সেই মহাশয় নগরে আসিয়া সম্পূর্ণ পরাক্রমে নগরীয় প্রধান মাজিষ্ট্রেটি আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন ইহাতে আমরা সম্পূর্ণ ভরসা করি আর নগর মধ্যে দস্যু তস্করদিগের শিকড় পর্য্যন্ত থাকিবেক না, এইক্ষণে কলিকাতা নগরে চুরী ডাকাইতির কথা শুনিতে পাই না।

আমরা সৰ্ব্বদাই বাঙ্গালিপাড়ার সিঁদ চুরীর অনুসন্ধান করি কিন্তু সিঁদ চুরী পর্য্যন্তও কর্ণগোচর হয় না, এইক্ষণে কেবল ছিঁকো চোরদিগের সাহস বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহারা মুখে মদ্য গন্ধ করিয়া মাতালের ন্যায় বেড়ায়, সুযোগ পাইলে স্ত্রীলোকদিগের অলঙ্কারাদি লইয়া সরিয়া যায়, স্ত্রীলোকেরা "ধর ২ চোর যায় ২" বলেন চোরেরাও "ধর ২ চোর যায় ২" বলিয়া এক দিগে সরিয়া পড়ে, তস্করগণের ঐ কথায় চৌকীদারদিগের ভেবাচাকা লাগিয়া যায়, তাহারা তস্করকেও সাধু ভাবিয়া ছাড়িয়া দেয় এবং চৌকীদারগণের আর এক মহদ্দোষ হইয়াছে তাহারা শুণ্ডিকালয়ের নিকট ২ বেড়ায়, রাজ মজুর ছুতার, মেথরাদি নীচ লোকেরা কৰ্ম্মস্থান হইতে আসিয়া শুণ্ডিকালয়ে প্রবেশ করে চৌকীদারেরা তাহারদিগকে ভয় দেখাইয়া পয়সা লয় এবং বেশ্যাদিগের দ্বারে দ্বারেও চৌকীদারগণের এই প্রকার উপাৰ্জ্জন হইতেছে ইহাতে চৌকীদারেরা প্রকৃত কৰ্ম্মে সতর্ক থাকিতে

পারে না এতদ্ভিন্ন চৌকীদারেরা আর এক অবিহিত কর্ম্মে প্রবৃর্ত্ত হইয়াছে, ভদ্র লোকেরা পথের পার্শ্বে গাড়ি রাখিয়া যদি কোন স্থানে যান তবে চৌকীদারেরা ঐ সকল গাড়ি ভাড়িয়া দিতে চায়, দুই চারিটা পয়সা পাইলে আর কিছু বলে না, বেশ্যাদিগের দ্বারে ২ গাড়ি লাগিয়া থাকে, চৌকীদারেরা ঐ সকল বেশ্যাদিগের নিকট কিছু ২ পায় এজন্য সহীস কোচমেনকে কিছু বলে না, বেশ্যাদিগের এই দান চৌকীদারদিগের মাসিক বেতন স্বরূপ হইয়াছে, ভাড়াটীয়া গাড়ি সকলের আড্ডার সম্মুখে সারি ২ গাড়ি লাগিয়া থাকে তাহাতে পথিকদিগের গাড়ি চালনে বাধা জন্মে তথাপি চৌকীদারেরা আড্ডাধারিদিগকে গাড়ি সরাইতে বলে না, চৌকীদারদিগের অন্যায় লোভে সাধারণ লোকদিগের এই সকল অনিষ্ট হইতেছে, সুপ্রতিষ্ঠিত মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত ওয়াকোপ সাহেব ইহার অনুসন্ধান করিবেন।

নগরীর দোকানি পসারিয়া পূর্ব্বে দ্রব্যাদি ক্রয়ে ওজন কম দিত তাহাতে সমাচার পত্র সম্পাদকদিগের উত্তেজনায় পোলিস হইতে তর্জ্জন গর্জ্জন হয় এবং কয়েক ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া লইয়া যাইয়া কলিকাতার পোলিস দণ্ড করেন এবং তাহারদিগের ওজনে কম দাঁড়ি বাটখারাও কাড়িয়া লইয়া গিয়াছিলেন তাহাতে কিছুকাল ঠিক ওজন দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় হইত, এইক্ষণে দোকানি পসারিরা পুনর্ব্বার স্বভাব ধারণ করিয়াছে এক নগর মধ্যে দ্রব্যাদি সকল অগ্নিমুল্য হইয়া উঠিয়াছে, পূর্ব্বে যে মোটা তণ্ডুল মোন ১।০—১।৵০ মূল্যে বিক্রয় হইত গতকল্য সেই তণ্ডুল মোন ১৷৷৵০—৸০ আনা হইয়া উঠিয়াছে গোলাধারিরা মধ্যম প্রকার তণ্ডুল মোন ২ টাকার ন্যূনে দেয় না তাহাতেও দুই তিন কোর ওজন কমী হয়, টাকায় আড়াই মোন কাষ্ঠ বিক্রয় হইতেছে, প্রকৃত ওজনে তাহা দুই মোনেও হয় না, দোকানি পসারিরা সকল দ্রব্যের ওজনে এই প্রকার অন্যায় করিতেছে, ইহাও প্রধান মেজিষ্ট্রেট মহাশয়ের শাসন যোগ্য বটে, বিজ্ঞবর মেজিষ্ট্রেট মহাশয় প্রজা কষ্ট নিবারণার্থ এ সকল বিষয়েতে দৃষ্টিপাত করিবেন, তিনি সর্ব্ব বিষয়ে বিজ্ঞতম, বর্ত্তমানে তাঁহার তুল্য মাজিষ্ট্রেট বর্ত্তমান দেখিতে পাই না, তিনি সমস্তই জানেন তাঁহাকে আমারদিগের অধিক বলা অধিক, কলিকাতার মাজিষ্ট্রেটি আসন একপ্রকার সিদ্ধপীঠ হইয়াছে, কয়েক বৎসর হইল আমরা দেখিতেছি এই আসনে যিনি বসিয়াছেন তিনিই উচ্চ পদস্থ হইয়াছেন, শ্রীযুত ওয়াকোপ সাহেব পূর্ব্ব ২ মাজিষ্ট্রেটাপেক্ষা কোন গুণে ন্যূন নহেন বরং পূর্ব্ব ২ মাজিষ্ট্রেটাপেক্ষা তাঁহাকে সর্ব্ব গুণালঙ্কৃত বলিতেও আমরা ভয় করি না, কলিকাতার মাজিষ্ট্রেটি কর্ম্মে সর্ব্ব বিষয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে নগরবাসিদিগের আশীর্ব্বাদে গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই তাঁহাকে উচ্চাসনে বসাইবেন আমরা প্রার্থনা করি তাহাই হউক।

## সম্পাদকীয়। ১৬ আগস্ট ১৮৫৬। সংখ্যা ৫৫

যদি রাজা প্রজা সমধর্ম্মী হন তবে প্রজা ধর্ম্মের প্রতি রাজ পুরুষদিগের সম্পূর্ণ স্নেহ

থাকে, প্রজা ধর্ম্মে কোন ব্যাঘাত হইলে রাজ্যেশ্বর জ্ঞান করেন আত্ম ধর্ম্মে বজ্রাঘাত হইল, ধর্ম্ম রক্ষার্থ প্রজাগণকে সদনে রোদন করিতে হয় না। ধর্ম্ম রক্ষা জন্য রাজ্যেশ্বর স্বয়ং চেষ্টিত হইয়া সুরক্ষার উপায় চিন্তা করেন, পরমেশ্বর ভারতবর্ষীয় লোক সকলকে বিজাতীয় রাজার পরাধীন করিয়াছেন সুতরাং প্রজাগণ ধর্ম্ম বিষয়ে রোদন করিলেও রাজ্যেশ্বর তাহা শ্রবণ করেন না, সর্ব্বকালে সর্ব্ব দেশে রাজবল প্রবল হইয়া আসিয়াছে, প্রজাদল রাজবলের তুল্য বল হইতে পারেন না, রাজ বল কল কৌশলে আত্ম ধর্ম্মই প্রবল করেন, শ্বেতজাতীয় ভূপাল কুল যদিও বলক্রমে প্রজাধর্ম্ম বলিদান করেন নাই তথাচ প্রজাগণকে আত্মধর্ম্মে আকর্ষণ করিতেছেন প্রজাদিগের ধর্ম্মবৃক্ষ ক্রমে ২ দোলায়মান হইতেছে, ক্রমে এইরূপ বিচ্ছিন্ন হইলেই উচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে, ইহার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছে, সংস্কৃত লিখিত বিপুল শাস্ত্রই হিন্দু জাতির ধর্ম্মমূলের অনুকূল ছিল, রাজ্যেশ্বর কল কৌশলে সেই সংস্কৃতের মূল তুলিয়া ফেলিতেছেন।

সংস্কৃত কালেজ হইতে সংস্কৃত উঠাইয়া দিয়াছেন, উক্ত রাজ বিদ্যাগারে আর ব্যাকরণ ও গতপাঠ হয় না, হায়, ধাতু চালান ব্যতীত কি হিন্দুদিগের ধাতু রক্ষা হইবেক? এইক্ষণে ধাতু পাঠের নামটী পর্য্যন্তও লোপ হইয়া গিয়াছে, রাজদ্বারে সংস্কৃত ভাষার সমাদার নাই, পল্লীগ্রাম বাসি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সন্তানেরাও ইহা দেখিয়া সংস্কৃত ভাষার আশা পরিত্যাগ করিয়াছেন, নবদ্বীপ নিবাসি অধ্যাপকেরাই স্ব স্ব সন্তানাদিকে ইংরাজি শিক্ষায় দীক্ষিত করিতেছেন তবে আর অন্যে পরে কা কথা, ইহাতে আমরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে দোষার্পণ করিতে পারি না, তাঁহারা ভূপালকুলে সংস্কৃত ভাষার সমাদর পান না, পক্ষান্তরে হিন্দু মহাশয়েরাও তাঁহারদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি করেন না কেবল নিমন্ত্রণের বিদায়ে কি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের দায় যায়? সংস্কৃত ব্যবসায়ে তাঁহারদিগের দায় পরিশোধ হয় না, তাঁহারাই বা কি করিবেন? হিন্দু মহাশয়েরা যদি আপনারদিগের ধর্ম্মবৃক্ষকে রক্ষা করিতে চাহেন তবে এই সময়ে ধর্ম্ম মূল সংস্কৃত শাস্ত্রের অনুকূল পথে দৃষ্টিপাত করুন, ধর্ম্ম রক্ষা বিষয়ে রাজ দ্বারে রোদন করিতে ক্রটি করেন নাই, সহমরণ বারণ কালেও তর্থ সামর্থ্যে যথোচিত চেষ্টা করিয়াছিলেন, ধর্ম্ম ত্যাগিরা পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারী হইবেন, এই বিধি প্রচার কালেও যথাসাধ্য বিরুদ্ধাচার করিয়াছেন, পুনর্ব্বার এই হাতে ২ দেখিলেন বিধবা বিবাহ বিধি নিবারণ করিতে পারিলেন না আবার কুলীনদিগের বহু বিবাহ নিবারণীয় বিধান হয় ২ হইয়াছে, হিন্দুরা চতুর্দ্দিগ হইতে আবেদন করিতেছেন এই বিধান প্রচার নিবারণ হয়, রাজ পুরুষেরা ইহা শুনিবেন না, বহু বিবাহ নিবারণ অবশ্যই করিবেন অতএব হিন্দু প্রজাগণ আর নৃপ দ্বারে রোদন করিয়া কেন ক্লেশ পান, ইংরাজেরা যখন এদেশে বদ্ধমূল হন নাই তখন প্রজাদিগের কোন ২ কথা শুনিতেন, এখন সর্ব্বজয়ী হইয়াছেন, ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের প্রভুত্ব মূল পাতাল ভেদ করিয়াছে আর কেহ সমর সজ্জায় লজ্জা দিবেন তাহার ভয় নাই ইহার পরে হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি আরো যথেচ্ছ ব্যবহার করিবেন, হিন্দুরা

গুরু পুরোহিত পর্য্যন্ত পাইবেন না, পুরোহিতেরা সংস্কৃত দেখিবেন না কি প্রকারে মন্ত্র পড়াইবেন? তন্ত্রশাস্ত্র না দেখিলে মন্ত্রোদ্ধারে অধিকার হয় না, গুরুকর্ম্ম ব্যবসায়ীরা মন্ত্রার্থ বুঝিতে পারিবেন না, শিষ্যদিগের কর্ণে কি বর্ণ প্রবেশ করাইবেন? যদি গুরু পুরোহিতের অভাব হইল, তবেই ধর্ম্ম কর্ম্মও গেল, ধর্ম্ম নষ্ট হইলেই সকলকে অধর্ম্মে আশ্রয় করিবে, অধর্ম্ম প্রভুত্ব সময়ে সীমন্তিনীরা ভ্রষ্টাচারা হইবে, ক্ষেত্র সকলে অপবিত্র বীজ নিক্ষিপ্ত হইলে কি জাতিধর্ম্ম কুলধর্ম্ম থাকিবে? সুতরাং সংসর্গ সঙ্করে বর্ণ সঙ্কর উৎপন্ন হইয়া জাতি বাধা করিবে, সর্ব্বশাস্ত্রে সাঙ্কর্য্যকেই জাতিবাধক স্বীকার করিয়াছেন, হিন্দু মহাশয়েরা এইক্ষণে অমুকের পুত্র অমুকের পৌত্র বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, সঙ্কর ২ হইলে কি অমুকের পুত্র, অমুকের পৌত্র বলিয়া বীজ শুদ্ধ শুদ্ধ জাতি জানাইতে পারিবেন? কে কাহারও পিণ্ড দিবেন? অমুক গোত্র, অমুক নামক পিতাকে পিণ্ড দিলাম, গঙ্গাজল তুলসীপত্র হস্তে করিয়া মিথ্যা বাক্য বলিতে পারিবেন না, এইক্ষণ বিধবা বিবাহের প্রতিকূলাচরণ করিতেছেন সঙ্কর হইলে বিবাহ প্রথাও থাকিবেক না, ধন্য ২ কুল কন্যারাও অবিবাহিতা কালে গর্ত্ত করিয়া অম্লান বদনে সন্তানাদি প্রসব করিবে অতএব হিন্দু মহাশয়েরা সচ্ছন্দে বসিয়া বালিশে আলস্য রাখিয়া কি চিন্তা করিতেছেন? যদি আমারদিগের পরামর্শ শ্রবণ করেন তবে ধর্ম্ম রক্ষার উপায় দেখুন, হিন্দু মাত্র সকলে একত্র হইয়া অর্থ সংগ্রহ করুন দান পত্রে প্রতিজ্ঞা লিখিবেন যাঁহার যত উপার্জ্জন হইবে মাসে ২ তাহার একাংশ ধর্ম্মার্থে রাখিবেন, একর্ম্ম অল্প ধনের কর্ম্ম নহে, প্রচুর ধন সংগ্রহ করিতে হইবেক, কোন বিশ্বাস যোগ্য স্থলে তাহা সঞ্চয় থাকিবে ঐ ধনে কোন বাণিজ্যালয় হইবে, বাণিজ্য দ্বারা তাহা বৃদ্ধি পাইবে, এ দিকে মাসে ২ সকল স্ব স্ব উপার্জ্জনের একাংশ দিবেন, মাসিক দানে মুল ধন পুষ্ট হইতে লাগিল, বাণিজ্য দ্বারা নানা দেশ হইতে বৃদ্ধি ধন আসিল, বাণিজ্য লভ্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে বিভক্ত করিয়া দিবেন, সে দান এইরূপ দান হইবে পণ্ডিতগণ স্বচ্ছন্দে থাকিয়া শাস্ত্র ব্যবসায় করিতে পারেন তাঁহাদিগকে অন্ন বস্ত্রাদি জন্য অন্য চিন্তা করিতে হইবেক না অন্য চিন্তায় চিন্তিত হইয়া অন্তেবাসিগণকে সুশিক্ষা দিবেন, ছাত্র-দিগের মধ্যে যিনি শিক্ষা বিষয়ে সুপাত্র হইবেন তিনি মাসে ২ বৃত্তি পাইবেন সেই বৃত্তি এমন বৃত্তি হইবে মাসে ২ তাঁহার বাটীর সকলের দিনবৃত্তি চলিবে, ইহা হইলে সে ছাত্রকে পরিবারাদি প্রতিপালন জন্য অন্য চিন্তা করিতে হইবেক না, হিন্দু মহাশয়েরা কি ইহা করিতে পারেন না? মনোযোগ করিলে অবশ্যই পারিবেন, রাজ্যেশ্বর বুঝিয়াছেন "হিন্দুধর্ম্মে হিন্দুদিগের অনুরাগ নাই" এই কারণ হিন্দু ধর্ম্মের মুলোৎপাটন করিতেছেন।

## সংবাদ । ১৯ আগস্ট ১৮৫৬ । ৫৬ সংখ্যা

### বিলাতীয় সমাচার

১০ জুলাই পর্য্যন্তের সমাচার যাহা সম্প্রতি আগত হইয়াছে তাহার মধ্যে বাণিজ্যকারি

মহাশয়দিগের পক্ষে অতি সন্তোষজনক সম্বাদ আসিয়াছে, তণ্ডুল, তিশি, সরিষা, পোস্তদানা, পাট, রেশম, সোরা, চিনি ইত্যাদি সমস্ত দ্রব্যাদি উচ্চমূল্যে বিক্রয় হইতেছে, সকল দ্রব্য তথায় উপস্থিত আছে, তাহা লভ্য জনক হইবার সম্ভাবনা কিন্তু এতৎ সম্বাদ বঙ্গরাজ্যের শুভসম্বাদ নহে এতদ্দেশে উৎপন্ন দ্রব্য সকল দুর্ম্মূল্য হইবার সম্ভাবনা, বিলাতে টাকার বাজার সুলভ হইয়াছে। ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের ডাইরেক্তরস মহাশয়েরা ডিস্কৌণ্ট ৪॥৹ টাকা নিয়ম করিয়াছেন তাহার মূল্য পূর্ব্বে ৫ টাকা ছিল উত্তম বিল পাইলে ৪ টাকাতেও ডিস্কৌণ্ট করেন এতদ্দ্বারা টাকার বাজার স্বচ্ছল হইতেছে, আলেকজান্দ্রিয়া, বোম্বাই, পীনাঙ্গ, সিঙ্গাপুর, হংকং, কাণ্টন, সেংহি এবং কলিকাতা নগরে ১৬৭৭৯৭ রূপা প্রেরিত হইয়াছে ইতিপূর্ব্বে ফ্রেঞ্চ দেশে জলপ্লাবনে প্রায় সমস্তই ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল, বিলাতীয় মহাশয়েরা তাহাতে অকপট স্বভাবে উপকার করিয়াছেন, এইক্ষণে রাজ্যের অঙ্গরাগ হইতেছে ফ্রেঞ্চ রাজ্যেশ্বর যুদ্ধ পরিশ্রম দূর করণার্থে প্লোমবাইয়াদ নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন।

## সম্পাদকীয়। ১৯ আগস্ট ১৮৫৬। সংখ্যা ৫৬

### কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

মান্যবর শ্রীযুক্ত গ্রাণ্ট সাহেব হিন্দু বিধবা বিবাহ বিধি প্রচার জন্য অগণ্য পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, কোন রাজ্যে চিরকাল প্রচলিত কোন কুনিয়ম খণ্ডন করিতে হইলে তাহাতে চতুর্দ্দিগ হইতে নানা প্রকার বাধা উপস্থিত হয়, এ বিষয়ের অনুষ্ঠান মাত্রেই বিশিষ্ট হিন্দু মহাশয়েরা নানা প্রকার আপত্তি করিয়াছিলেন ইহাতে হিন্দুদিগের বহু ব্যয় হইয়াছে, হিন্দুরা অসংখ্য করিয়াছেন লক্ষ্য ২ লোকে স্বাক্ষর করিয়া আবেদন পত্র দিয়াছেন,, যে সকল মান্য লোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া থাকে তাঁহারা শ্রীযুতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিধবা বিবাহ বিপক্ষে শাস্ত্র যুক্তি সহিত লক্ষ ২ বাক্য কহিয়াছেন এবং অনুনয় বিনয়ে বলিয়াছেন সাহেব এ বিষয়ে নিবর্ত্ত থাকেন, গ্রাণ্ট সাহেব কিছুতেই নিবর্ত্ত হন নাই, চতুর্দ্দিগ হইতে যত আবেদন পত্র আসিয়াছিল সদ্যুক্তি পাণ্ডিত্যে তাহা খণ্ডন করিয়াছেন, এক ২ দিবসীয় বক্তৃতায় গলদ্ঘর্ম্ম হইয়াছেন তথাচ পরিশ্রমে বিশ্রাম গ্রহণ করেন নাই, আমরা দেখিয়াছি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান ২ কৌন্সেলিরাও বক্তৃত্বাকালীন সভামধ্যে মদ্যপান করেন, গ্রাণ্ট সাহেব দুই তিন ঘণ্টাকাল দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা করিয়াছেন তথাচ নারীদিগের হিতকারী মহাশয় বিন্দুমাত্র বারি গ্রহণ করেন নাই যতদিন বিধবা বিবাহের বিধি প্রচার হয় নাই, ততদিন তাঁহার আহার নিদ্রা ছিল না, একদিকে গবর্ণমেণ্টকে বুঝাইয়াছেন, পক্ষান্তরে বিরুদ্ধাচারি আবেদনকারিদিগকে উপদেশ দিয়াছেন, সাহেব স্বয়ং গবর্ণর নহেন, গবর্ণরের অধীনে কর্ম্ম করেন, হিন্দু বিধবারা মরুক বাঁচুক তাঁহার কি আইসে যায়, এ বিষয়ে শ্রীযুতের এত পরিশ্রমের এত প্রয়োজন ছিল না, কেবল করুণাময় স্বভাবে বিধবাদিগের যন্ত্রণা নিবারণ

জন্য অনন্তচেষ্ট হইয়াছিলেন, বলিতে হইলে ইহাই বলিতে হয় কেবল গ্রাণ্ট সাহেবের উদ্যোগেই হিন্দু বিধবাদিগের যন্ত্রণাভোগ নিবারণের সদুপায় হইয়াছে অতএব হিন্দু মহাশয়দিগের উচিত হয় সকলে মিলিয়া তাঁহার সাক্ষাতে যাইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন, অসংখ্য নমস্কার করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেও এতন্মহোপকারের কৃতজ্ঞতা স্বীকার হয় না। কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মধারি বিরুদ্ধাচারি মহাশয়েরা ইহা করিবেন না তাঁহারা নিশ্চিত বুঝিয়া রাখিয়াছেন গ্রাণ্ট সাহেবই তাঁহারদিগের অনিষ্ট করিলেন অতএব আমরা তাঁহারদিগের কৃতজ্ঞতা স্বীকারের প্রত্যাশা করি না কিন্তু যাঁহারা বুঝিয়াছেন গ্রাণ্ট সাহেবের কৃত উপকারে উপকৃত হইয়াছেন, তাঁহারা এক সভা করুন এবং আপনারা ঐক্যবাক্যে কৃতজ্ঞতাসূচক এক প্রশংসা পত্র লিখিয়া গ্রাণ্ট সাহেবের নিকট যাউন, আদৌ মৌখিক বক্তৃতা দ্বারা তাঁহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিবেন, পরে শ্রীযুতের হস্তে ঐ প্রশংসা পত্র সমর্পণ করিয়া আপনারদিগের উচিত কর্ম্ম করিবেন, ইহা না করিলে অন্য কোন সাহেব আর হিন্দুদিগের প্রতি এ প্রকার দয়ার কর্ম্ম করিবেন না। অতএব আমরা কাতরতা স্বীকার পূর্ব্বক যুব হিন্দুমহাশয় সকলে নিবেদন করিতেছি তাঁহারা এ উচিত কর্ম্ম ভুলিবেন না, সভা করণের অনুষ্ঠান করিয়া আমারদিগকে পূর্ব্বাহ্নে জানাইবেন আমরা অনেক ভদ্র সন্তান সহিত ঐ সভায় উপস্থিত হইব এবং সাধ্যানুসারে যথোচিত সাহায্য করিব, এতদর্থে আপনারদিগের মধ্যে এক দান পত্রের অনুষ্ঠান করিতেছি যদি সভামধ্যে বিবেচনা হয় শ্রীযুত সাহেবকে চিরস্মরণীয় কোন চিহ্ন প্রদান করা যায় তবে দান-পত্র দ্বারা যত অর্থ সংগ্রহ করিতে পারি ধন রক্ষকের নিকট তাহা সমর্পণ করিব, যদিও আমারদিগের সংগৃহীত ধন সাগরে পাদার্ঘ্যের ন্যায় হইবে অথচ ভরসা করি সভ্য মহাশয়েরা আহ্লাদিত হইয়া তাহা গ্রহণ করিবেন এবং ইহাও বলিতেছি আমারদিগের দান পত্রে হিন্দু বিধবারাও অনেকে যথাসাধ্য অর্থ দিবেন অতএব প্রার্থনা করি যুব হিন্দু মহাশয়েরা এই শুভানুষ্ঠানে কষ্ট স্বীকার না করেন।

## সম্পাদকীয়। ৬ সেপ্টেম্বর ১৮৫৬। ৬৪ সংখ্যা

এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব ধনি লোকেরা প্রায় দরিদ্র কন্যাদিগকেই বিবাহ করিয়া থাকেন সুতরাং আর তাহারদিগকে জনকভবনে প্রেরণ করেন না, পিতা-মাতাদি জামাতালয়ে গমন করিলে কন্যাকে দেখিতে পান, বাটীতে লইয়া যাইয়া আহ্লাদামোদ করিতে পারেন না, তাহাতে তাহারদিগের আত্যন্তিক দুঃখ হয়, ধনি লোকেরা বধূদিগকে জনকনিলয়ে প্রেরণ করেন না পিতা-মাতাদি দুঃখ জ্ঞান করেন, এ পক্ষে এই একমাত্র দোষ লক্ষ্য হয় কিন্তু প্রেরণ পক্ষে অনেক দোষ দেখা যায়, সম্ভ্রান্ত ধনি কুলবধূরা দরিদ্র জনকনিলয়ে যাইয়া পাড়াময় বাড়ী ২ বেড়ায় সকলে তাহারদিগকে দেখিতে পায়, ইহাতে দেশ ব্যবহারে সম্ভ্রান্ত লোক-দিগের অপমান হয় এবং ধনি বধূদিগের শরীরে আপাদ মস্তক বহুমূল্য বসন-ভূষণ থাকে,

চোরেরা তাহা অপহরণ করিয়া লইয়া যায় ইহাতে ধনিদিগের অনেক ক্ষতি হয় এবং দরিদ্র কন্যারা ধনি বংশে বিবাহিত হইলে অট্টালিকায় থাকে দাসীরা তাহারদিগের সেবা করে, দরিদ্র পিতার- খড়্যো ঘরে থাকিলে তাহারদিগের পীড়া হয় এবং সেই পীড়াযোগে অনেকস্থলে প্রাণবিয়োগ পর্য্যন্তও হইয়াছে, সম্প্রতি অতি বিলাপজনক এক মঙ্গল সমাচার আসিয়াছে তাহাতে আমরা অত্যন্ত পরিতাপিত হইলাম, কলিকাতা নগরীর শ্যামপুকুর নিবাসী বেচারাম রায় কোন সম্ভ্রান্ত ধনি ঘরে তাঁহার কন্যা বিবাহ দিয়াছিলেন, জামাতা ঐ কন্যার প্রথমাবস্থায় তাহাকে শ্বশুরালয়ে পাঠান নাই পরে বধূর এক পুত্র হয় তাহার বয়ঃক্রম দেড় বৎসর, পুনর্ব্বার রায় কন্যার পাঁচমাস গর্ভ হইয়াছিল বেচারাম রায় জামাতাকে নানাপ্রকার বলিয়া কন্যাকে আপন বাটীতে লইয়া আসিয়াছিলেন, কলিকাতা নগর একেবারে জলময় হইয়া উঠিয়াছে, সর্প শুষির সকল জলে পুরিয়া গিয়াছে, তাহারা মূষিক বিবরে প্রবেশ করিয়া মেটে। ভিটায় রহিয়াছে, গত মঙ্গলবাসরীয় রজনীতে রায় কন্যা মেট্যে ঘরের মেজ্যেয় পুত্র ক্রোড়ে লইয়া শয়ন করিয়াছিল তাহাতে ফণি দংশনে রমণীর মৃত্যু হইয়াছে, পর দিবস প্রাতঃকালে পোলিস প্রহরীরা আসিয়া মেডিকেল কলেজে সেই শব লইয়া গিয়াছে, ইহাতে পতি কুলের মর্ম্মান্তিক দুঃখ, আর কত অপমান হইল, যে সুখবিলাসিনীকে প্রতিবাসিরাও দেখিতে পায় নাই তাহার শরীর নানাজাতীয় জনতা মধ্যে গেল, সাহেবরা উদর চিরিয়া সন্তান বাহির করিলেন, তাহার সর্ব্বাঙ্গ দেখিলেন, তবে পতিকুলের মান কোথায় রহিল? অতএব সম্ভ্রান্ত মহাশয়েরা দরিদ্র কন্যা বিবাহ করিয়া যে শ্বশুরালয়ে পাঠান না এ নিয়ম একপ্রকার উত্তম নিয়ম বলিতে হইবেক।

## সংবাদ। ৯ সেপ্টেম্বর ১৮৫৬। ৬৫ সংখ্যা

বিশেষ ব্যয়ের প্রয়োজন বশাৎ শত করা কোং ৪॥০ টাকা সুদের কোম্পানির কাগজ খোলা হইয়াছে এরূপ কাগজ চিরস্থায়ী নহে, কেবল বর্ত্তমান ইংরাজি সন হইতে দশবৎসর পর্য্যন্ত চলিবেক, গত বুধবারাবধি ঐ দরের ৪৫০০ টাকার কাগজের গ্রাহক হইয়াছেন এক্ষণে ডিস্কৌণ্টের বাজার তেজ আছে তবে যে গ্রাহকের বাজার তেজ নাই ইহাই আশ্চর্য্য ঐ দরে ১০০০০ টাকার কাগজ লইলেন এক বর্ষে ৪৫ টাকা ও দশবর্ষে ৪৫০ টাকা লভ্য হইবেক।

## সম্পাদকীয়। ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫৬। ৬৯ সংখ্যা

### বিধবোদ্বাহ নাটক

উক্তনামে এক নবীন গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে কোন ভদ্র সন্তান এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, আমরা পাঠ করিয়া পুলক পরিপূর্ণ হইলাম, পূর্ব্বে বঙ্গদেশে বঙ্গ ভাষার এতাদৃশ নাটক প্রকাশ হয় নাই। পূর্ব্ব কালীন লোকেরা নাটক প্রকাশ করণীয় রীতি বর্ত্ম ই জানিতেন না, তিন বৎসরের অধিক হইল ৺প্রাপ্ত বাবু তারাচরণ শীকদার যিনি

আমারদিগের যন্ত্রালয়ে বঙ্গভাষায় ইংরাজীর অনুবাদ করিতেন তিনি "ভদ্রার্জ্জুন" নামে এক নাটক প্রকাশ করেন তাহা যদিও শুদ্ধ হইয়াছিল তত্রাচ সর্ব্ব রস পরিপূর্ণ হয় নাই, পরে শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের যত্নে "কুলীন কুল সর্ব্বস্ব" নামে এক নাটক প্রকাশ হয় এবং তিনিই বঙ্গভাষার বেণীসংহার নাটকের অনুবাদ করিয়াছেন, কয়েক দিবস গত হইল "বিধবা বিষম বিপদ" নামে প্রকাশিত আর একখানি ক্ষুদ্র নাটক দেখিয়াছি তাহাও বিধবা বিবাহোপলক্ষে লিখিত হইয়াছে এবং বঙ্গভাষায় অভিজ্ঞান শকুন্তলার যে অনুবাদ প্রকাশ পাইয়াছে তাহাও দেখিয়াছি, কোন নাটক এ নাটকের তুল্য হয় নাই, সৎপাত্র, কুলীন পুত্র মহাশয় এতদ্‌গ্রন্থে যে সকল আশয় বিন্যাস করিয়াছেন তাহাতে পৃথিবীর সকল রস একত্র হইয়াছে, আমরা গ্রন্থ পাঠ কালীন তাহা দুই হস্তে সমানভাবে রাখিয়াছিলাম, পাছে অপূর্ব্ব রস টস্‌২ করিয়া পড়িয়া যায় এই কারণ কোন দিগ নিম্নভাগে রাখি নাই যদি গ্রন্থপতি দ্রুতগতি না হইতেন আর নাটক বিজ্ঞ কোন যোগ্য ব্যক্তিকে দেখাইয়া মুদ্রাঙ্কিত করাইতেন তবে আমরা সাহসে বলিতে পারিতাম এই নাটক দোষ রহিত সর্ব্ব রস পরিপূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু মধ্যে ২ ভাব স্থির রাখিতে পারেন নাই, এদেশের স্ত্রী পুরুষেরা কথোপকথনে যে সকল ভাষা ব্যবহার করেন না স্ত্রী পুরুষদিগের উক্তি স্থলে সেই সকল বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন ইহাতে পাঠকেরা পাঠ মাত্রই জানিতে পারিবেন ঐ সকল উক্তি স্ত্রীপুরুষদিগের উক্তি নয়, গ্রন্থকর্ত্তা স্ত্রী পুরুষের উক্তি বলিয়া আপনি লিখিয়াছেন। এতদ্দেশীয়া বনিতারা কি কথায় কথায় কবিতা করিতে পারেন। নাপ্তিনীরা কি বিদ্যাভ্যাস করিয়াছে কথায় ২ কবিতায় উত্তর করিতে পারে? ভদ্র জাতীয় পুরুষেরা কি বাক্যালাপকালীন স্ত্রী ভাষা অর্থাৎ মেয়োলী ভাষা বলেন? বিধবোদ্বাহ নাটকের কোন ২ স্থলে এই প্রকার ভাষা ব্যবহার হইয়াছে যদিও এ দোষ সামান্য দোষ বটে তত্রাচ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী চার্ব্বঙ্গীদিগের গালভালে বিন্দুমাত্র স্থিতি থাকিলে যেমন সুধাসিন্ধু বদনকেও ইন্দু বলা যায় না এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থও সেইরূপ হইয়াছে।

## সম্পাদকীয়। ২৫ অক্টোবর ১৮৫৬। ৮১ সংখ্যা

### এ আবার কি?

জে, ফরটেস্ক হেরিসন সাহেব ইংলণ্ডীয় রেবিনিউ কমিস্যনর সাহেবদিগের নিকট এক আবেদন পত্র দিয়াছেন তিনি হাইডপার্ক নিবাসি একজন বণিক অনুমান হয় অন্যান্য বাণিজ্য কর্ম্মে তাঁহার বিশেষ লভ্য হয় নাই এই কারণ আবেদন পত্রে লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় তণ্ডুল চুঁআইয়া সুরা প্রস্তুত করিতে চাহেন, ইংলণ্ডে শুণ্ডি কর্ম্ম দ্বারা অধিক রাজস্ব উৎপন্ন হয় কমিস্যনরেরা লাভ লোভে তাঁহাকে মদিরা প্রস্তুত করণের সনন্দ দিবেন, বিলাতীয়

লোকেরদের কেবল আহারীয় তণ্ডুল টানেই ভারতবর্ষ তণ্ডুল শূণ্য হইয়াছে, তাহার পর যদি বিলাত্তীয় লোকেরা ভারতবর্ষীয় তণ্ডুলজাত মদ্যরসের সুস্বাদ পান তবে কি ভারতবর্ষে তণ্ডুলাভাবে হাহাকার উঠিবে, অতএব আমরা ভারতবর্ষীয় ভূম্যধিকারি সকলকে এই পরামর্শ বলি ভূম্যধিকারি মহাশয়েরা আপনারদিগের অধিকার মধ্যে আতব তণ্ডুল প্রস্তুত হইতে দিবেন না, সিদ্ধ তণ্ডুলে মদ্য হয় না, আপনারদিগের ধর্ম্ম কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ আয়ত্তস্থলে আতব তণ্ডুল প্রস্তুত করাইয়া লইবেন, দেশ রক্ষার্থকে কি না করেন ? রুষীও সমর সময়ে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট একেবারে সোরা চালান বন্দ করিয়া দিয়াছিলেন এবং বিলাত হইতে লবণ পর্য্যন্ত এদেশে আইসে নাই ভারতবর্ষীয় ভূম্যধিকারিরা ভারতবর্ষজাত তণ্ডুল যাহা ব্যতীত ভারতবর্ষের জীবন ধারণ হয় না তাহা কেন অন্য দেশে যাইতে দিবেন ? আমরা এই পরামর্শ বলিলাম বটে কিন্তু ভারতবর্ষীয় লোকেরদের ঐক্য বাক্য নাই, আতব তণ্ডুল চালনে লভ্য দেখিলে ভূম্যধিকারিরাই নিজরাজ্য তণ্ডুল শূন্য করিয়া বসিবেন, যাঁহারা গুণচট পর্য্যন্ত প্রস্তুত করাইয়া বিক্রয় করিতেন তাঁহারা কি অধিক লাভ ছাড়িতে পারেন ? বরং নারীপুরে ঢেঁকী পাতিয়া স্ত্রী কন্যাদি সহিত একত্র হইয়া ঢেঁকী সাধন করিবেন কিন্তু ঢেঁকী যদি স্বর্গেও যায় তথাপি ধানভান কর্ম্ম হইতে অবসর পায় না, অতএব ঢেঁকীবুদ্ধিরা ঢেঁকীর কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইয়া যেন দেশ নষ্ট করেন না।

## সম্পাদকীয়। ১ নভেম্বর ১৮৫৬। ৮৫ সংখ্যা

কলিকাতার মধ্যে এবং চতুর্দ্দিগে শ্যামাপর্ব্ব উত্তমরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে কোন বিঘ্ন হয় নাই, কলিকাতা নগরীয় প্রধান ২ ধনিদিগের সকলের বাড়ীতে শ্যামা পূজা হয় না। যাহারা করিয়া থাকেন তাঁহারাও শ্যামাপূজায় সমারোহ করেন না, নিয়ম রক্ষার মত সংক্ষেপেই সারেন, কম্বোলীয়াটোলা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র মৈত্রি মহাশয় শ্যামাপূজায় সমারোহ করিয়াছিলেন, তাঁহার বাটীতে দান ভোজন ও নৃত্য গীতাদির বিলক্ষণ আমোদ হইয়াছিল এবং বাগবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ মিত্র মহাশয়ও শ্যামা পূজায় ব্যয় করিয়াছেন, মিত্র বাবুদিগের বাড়ীর শ্যামাপূজা স্মরণ হইলে কেনা দুঃখ করিবেন, তাঁহারদিগের গুরু ভট্টাচার্য্যেরা শ্যামাপূজার ধনে ধনী হইয়াছিলেন। মিত্র বাবুরা প্রতি বৎসর শ্যামাপূজার ভগবতীর আপাদ মস্তক স্বর্ণ মণ্ডিত করিতেন, আর তৈজস বস্ত্রাদি কত দিতেন, তাহার সংখ্যা ছিল না। চারি পাঁচ মোন তণ্ডুল না হইলে এক একটী নৈবেদ্য হইত না, নৈবেদ্যের পশ্চাদ্ভাগে মনুষ্য লুক্কায়িত হইয়া থাকিতে পারিত এক ২ টা সন্দেশের পরিমাণ দশ সেরের ন্যূন্য ছিল না, অর্দ্ধ মোন পরিমিত এক এক সন্দেশ কেবল" ঐ বাড়ীতেই হইত। মিত্রবাবুদিগের সে পূজার সহিত তুলনা করিলে শ্যামাচরণ বাবুর এ পুজার ব্যয় তাহার একাংশও বলা যায় না। তথাচ শ্যামাচরণ পরায়ণ

শ্যামাচরণ শ্যামাচরণ পূজায় যাহা করিয়াছেন কলিকাতা নগরে অন্যত্র কুত্রাপি এমত হয় নাই, তবে অনেকে বিসর্জ্জন দিন রাত্রি সাত আট ঘণ্টা পর্য্যন্ত পথে ২ প্রতিমা দেখাইয়া বেড়াইয়াছেন বটে তাঁহারদিগের পূজার এই ব্যয় বহুব্যয় যে রাত্রিকালে আলো করিয়া পথে ২ প্রতিমা দেখাইয়া বেড়ান, এদেশের অধিকাংশ লোক হাটে বাটে ধর্ম্মধ্বজিত্বের ঠাট দেখাইতে ভাল বাসেন, শাস্ত্রে লেখেন শ্যামা সাধন অতি গুপ্ত সাধন, রাত্রিতেই পূজা, রাত্রিতেই বিসর্জ্জন, যাঁহাকে রজনীতে আবাহন করিয়া আনিলেন, যে ভাবেই হোক ইষ্টভাব দেখাইয়া অর্চ্চনা করিলেন এবং সেই রাত্রিতেই মন্ত্রযোগে বিদায় দিলেন যদি তন্ত্র মন্ত্র সত্য জ্ঞান করেন তবে তন্ত্র মতেই চলিতে হয়, তাঁহাকে পরদিন চণ্ডীমণ্ডপে উপবাসে রাখেন, একবিন্দু গঙ্গাজল একটী বিল্বদল দিয়া ও সম্বর্দ্ধনা করেন না, রজনীতে সেই উপবাসিনী উলঙ্গিনী ঠাট হাটে বাটে বেশ্যাদিগকে দেখাইয়া বেড়ান, যাঁহাকে মাতা বলেন তাঁহার এই অপমান করেন ইহাতে কি তিনি সন্তুষ্টা হন ? মহাদেব যাঁহার শ্রীচরণ ধ্যান করিয়া ধ্যান করিতে ২ শবাকার হইয়া গিয়াছেন, সেই ভগবতীর এই প্রকার দুর্গতি কি ধর্ম্ম কর্ম্ম বলা যায় ? তন্ত্র শাস্ত্রের কোন্ গ্রন্থে ইহার প্রমাণ আছে ? বরং বিরুদ্ধ প্রমাণ সকল দৃষ্ট হইতেছে এ প্রকার তামস ধার্ম্মিকাদিগের অধোগতি হয় "অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ" অপার দর্শি লোকেরা তামসিক ব্যাপারে আপনারদিগের অধোগতির উপায় সাধন করিতেছেন, এদেশের ধার্ম্মিকগণ ধর্ম্মধ্বজিত্বের উপরেই অধিক নির্ভর করেন, বাহিরে যে প্রকার ধর্ম্ম চিহ্ন দেখান যদি অন্তঃকরণে সেইরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি থাকিত, তবে পরমেশ্বরের অনুগ্রহ পাইতে পারিতেন, তাহা করেন না এই কারণ ইহকালেও দুঃখ পাইলেন পরকালেও দুঃখ ভোগ করিবেন।

যে সকল দেশে জ্ঞানের অধিষ্ঠান হইয়াছে সে সকল দেশীয় জ্ঞানিগণ যদি ভেক দেখিতে অভিলাষ করেন. তবে বঙ্গদেশে আসিলে অশেষ ভেক দেখিতে পাইবেন, এই ভেক জন্যই হিন্দুগণ পৌত্তলিক নামে নিন্দিত হইয়াছেন, যে সকল, দেবদেবী প্রতিমাকে ইষ্ট প্রতিমা বলিয়া থাকেন সেই সকল প্রতিমা লইয়া পথে ২ ভ্রমণ করেন ইহা কি পুতুল খেলা নয় ? ইংরেজ, ফ্রিঙ্গী, মোসলমান, হাড়ী, মুচী, সর্ব্বজাতীয় লোকেরা রাজপথে বেড়ান, হিন্দুরা ঐ সকল জাতিকে অস্পৃশ্য জাতি বলেন, সেই সকল অস্পৃশ্য জাতিরা পথে ২ প্রতিমা সকলকে স্পর্শ করিয়া যাইতেছেন, সর্ব্বশাস্ত্রে লেখেন "মিথ্যা কথা কহিবেক না" হিন্দুরা গলা গঙ্গায় অঙ্গ ঢালিয়া অনর্গল মিথ্যা বাক্য বলেন, তাহাতে পাপ-জ্ঞান হয় না, নাসিকার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত অনেকে তিলক শোভা করেন। গলদেশে তুলসীর মালা, করতলে তুলসী-মালা থলী, মস্তকে নামাবলী, সর্ব্বদা হরি ২ বলিতেছেন কিন্তু হরি নামের মধ্যেই যেন মিথ্যা কথন গাঁথিয়া রাখিয়াছেন, বিচারস্থলে অবলীলায় মিথ্যা বাক্য বলিয়া অর্থোপার্জ্জন করেন। ভেকে ভেকেই বঙ্গদেশ কুলষ পাশে আবদ্ধ হইয়াছে, ধনিগণ মধ্যে যাঁহারা অত্যন্ত সাত্ত্বিক ভাব দেখাইয়া থাকেন তাঁহারদিগের অধিকাংশই নাস্তিক, রজনীযোগে যতক্ষণ প্রদীপ থাকে

ততক্ষণ তাঁহারদিগের আস্তিকতার অনেক চিহ্ন দৃষ্ট হয় প্রদীপ নির্ব্বাণ হইলে আস্তিকতা চিহ্ন পর্য্যন্তও নির্ব্বাণ হইয়া যায় এ দেশে চিত্তশুদ্ধ মনুষ্য কতব্যক্তি আছেন? আমারদিগের চর্ম্ম-চক্ষে প্রায় লক্ষ্য হয় না। আমরা যদি প্রত্যেকের নাম নির্দ্দেশ করিয়া ধর্ম্ম ব্যবহার বলি তবে সকলে রাগিয়া আমারদিগকে কাটিতে উঠিবেন এই কারণ "বোবার শত্রু নাই" বলিয়া মুখ থাকিতেও মুকের ন্যায় রহিয়াছি। মনুষ্য রাজ্যেশ্বর মনুষ্যের গোপনীয় পাপের বিচার করিতে পারেন না, সর্ব্বোপরি সুবিচার কর্ত্তার সাক্ষাতে গুপ্ত পাপের তন্ন ২ বিচার হয়। যাহারা ভেক দেখাইয়া ধার্ম্মিকতা জানাইতেছেন তাঁহারা সেইদিনে সকল কুকর্ম্মের প্রতিফল পাইবেন আমারদিগের বকাবকিতে কায কি? "সহি গগন বিহারী। কল্মষ ধ্বংসকারী, দশ শত কর ধারী জ্যোতিষাং মধ্যচারী। বিধুরপি বিধিযোগাদ্গ্রস্যতে রাহুণাসৌ লিখিত মপিললাটে প্রোজ্ঝিতুং কঃ সমর্থঃ"।

## সম্পাদকীয়। ৮ নভেম্বর ১৮৫৬। ৮৮ সংখ্যা

কলিকাতা নগরীয় কৃষ্ণবাগানে অনেক ধোপা বসতি করে, তাহারা দেখিয়াছে মুটে্য মজুর পর্যন্ত সকলে স্ব স্ব কর্ম্মে দ্বিগুণ ত্রিগুণ বেতন লইতেছে এই কারণ জ্ঞাতি বন্ধুগণকে আবাহণ পূর্ব্বক এক সভা করিয়াছিল তাহাতে প্রামাণিক ধোপারা বক্তৃতা করিয়া সকল ধোপাকে জানাইল এক টাকার চাউল দুই টাকা হইয়াছে, এক পয়সার মাছ দুই পয়সায় বিক্রী হইতেছে, মুটেরা মোট লইয়া যে স্থানে এক পয়সায় যাইত দুই পয়সা না পাইলে সে স্থানে যায় না, আমরা এক পয়সার হাঁড়ী দুই পয়সা না দিলে পাই না পূর্ব্বে টাকায় ছয় মোণ কাঠ বিক্রয় হইত এখন তিন মোণের অধিক দেয় না এই রূপ সকল বিষয়ে দ্বিগুণ লাভ হইতেছে তবে আমরাই বা কি কারণ চিরকাল এক মূল্যে থাকিব? অতএব সকলে প্রতিজ্ঞা কর এক পয়সায় যে কাপড় কাচিয়া থাকি দুই পয়সা না পাইলে তাহা কাচিতে পারিব না। ইহাতেই সভাস্থ সমস্ত ধোপা প্রতিজ্ঞা করিয়াছে আর এক পয়সায় কাচাখানা ও কাঁচা হইবেক না, যাহারা নগদ পয়সায় কাপড় ধোলাই করাইত তাহারা ঘোর বিপদে পড়িয়াছে, ধোপারা তাহারদিগের কাপড় লয় না, দরিদ্র লোকেরা দুই চারিখানা কাপড় কাচাইতে গেলে রজকেরা কেহ "প্রতি কাপড়ে দুই পয়সা অগ্রে রাখ তবে কাপড় লইব নতুবা চলিয়া যাও, আমরা আর কাপড় কাচা ব্যবসায় করিব না, সন্তানদিগে পাঠশালায় দিয়াছি কাপড়ের মোট বহন কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলাম," এদিগে কাপড় ধোলাই জন্য দরিদ্রলোকেরা দুঃখ পাইতেছে, ধোপারাও প্রতিজ্ঞা করিয়াছে কাপড় ধোলাই করিবেক না, দেশরক্ষক লেপ্টেনেন্ত বাহাদুর দুর্জ্জয়লিংঙ্গ সুড়ঙ্গে তপস্যা করিতে চলিলেন তবে এতদ্দেশীয় লোকেরদের উপায় কি? কাপড় কাচার কি হইবে ইহার একটা বন্দোবস্ত করিয়া যেন দুর্জ্জয়লিঙ্গ আশ্রয়

করেন, ইহার পরে নাপিতেরাও খুরি কর্ম্ম দূরীভূত করিয়া দিবে অতএব দেশ রক্ষক মহাশয় দেশ রক্ষায় উপায় দেখুন।

## সম্পাদকীয়। ১১ নভেম্বর ১৮৫৬। ৮৯ সংখ্যা

"সংসর্গ যা দোষ গুণা ভবন্তি" নগরীর ঠাকুর গোষ্ঠী, রাজগোষ্ঠী, দেব গোষ্ঠী, ঘোষ গোষ্ঠী, মিত্র গোষ্ঠী, দত্ত গোষ্ঠী প্রভৃতি প্রধান প্রধান সকল গোষ্ঠীর অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকেরা প্রাতঃস্নান ও পূজানুষ্ঠান, জপ, যজ্ঞ ব্রাহ্মণ ভোজনাদি না করাইয়া জলগ্রহণ করেন না, এক ২ বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগের নৈবেদ্যাদি নিত্য দানে গুরু, পুরোহিত ও আশ্রিত ব্রাহ্মণগণের পিত্ত রক্ষা হইতেছে, প্রতি স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম কর্ম্মাদির বিষয় ভিন্ন ২ রূপে লিখিত হইলে এতৎ প্রস্তাব গুরুতর হইয়া উঠিবে অতএব অন্য এক স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম দৃষ্টান্তে প্রস্তাবে প্রস্তাব সমাপ্ত করি।

আন্দুল নিবাসি ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের স্ত্রী প্রতি দিবস যে ব্যবহার করেন তাহা শ্রবণ করিলে ধর্ম্ম পরায়ণা হিন্দু রমণীরা ধর্ম্ম কর্ম্মে উপদেশ প্রাপ্তা হইবেন এই কারণ আমরা বিশেষ করিয়া লিখিতেছি, গঙ্গাতীর হইতে আন্দুল গ্রাম ছয়ক্রোশ ব্যবহিত, ইহাতেও প্রতি দিবস ঐ স্ত্রীলোকের প্রাতঃকালে প্রাতঃস্নান ও পূজাদি জন্য ভারে ২ গঙ্গাজল যায়, তিনি গঙ্গাজলে প্রাতঃস্নান করিয়া পূজাগারে প্রবেশ করেন, বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত যথোপচারে পূজা, জপ সাঙ্গ করিয়া বাহিরে আইসেন, সেই সময়ে দাসী সকল নিকটে থাকে, জিজ্ঞাসা করেন রন্ধনাদির কি ২ ব্যবস্থা হইয়াছে অন্তঃপুর বহিঃপুরে লুচী, রুটী, অন্নব্যঞ্জনাদি যাহা প্রস্তুত হইবে পূর্ব্ব রজনীতে সজনীগণকে তাহা বলিয়া রাখেন এবং সেই রাত্রিতেই বাজার আসিবার টাকা দেন, দাসীরা কহে এই ২ হইয়াছে, সেই সময়ে পুত্র কন্যাদিকে ডাকেন, তাঁহারদিগকে অগ্রে জিজ্ঞাসা করেন কর্ত্তার আহারাদি হইয়াছে? তোমরা আহার করিয়াছ, বহির্ব্বাটীতে যাহারা খায় তাহারদিগের আহারীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়াছে? অতিথি কতজন আসিয়াছেন? তাঁহারদিগের আহারীয় সমস্ত দিয়াছ? ইহাতে জ্যেষ্ঠপুত্র বাবু যোগীন্দ্রচন্দ্র মল্লিক এবং অন্যেরা গৃহিণীর কথায় যেমন যেমন উত্তর করিতে হয় করেন, সেই সময় দুই জন প্রাচীন ভৃত্য আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা তাঁহার শ্বশুরের কালে বিশ্বাসিত্ব রূপে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছিল শ্রীমতী তাহারদিগকে বৃত্তিভোগী করিয়াছেন, এইক্ষণে তাহারা অন্য কোন কর্ম্ম করে না, কেবল তাঁহার পূজার নৈবেদ্য এবং ইষ্টোদ্দিশ্যে উৎসৃষ্ট ভোজ্য লইয়া ব্রাহ্মণদিগের বাড়ী ২ যায়, অতি প্রশস্ত এক থালের মধ্যস্থলে অত্যুত্তম /৫ পাঁচ সের নৈবেদ্য তণ্ডুল সাজানো হয় তাহার চতুর্দ্দিকে দ্বাদশ বাটী, তৎসঙ্গে এক গ্লাস থাকে ঐ সকল পাত্রে ফলমূল দধি দুগ্ধ ঘৃত সন্দেশাদি ও পানীয়

জল তাম্বুল পর্য্যন্ত দেন, এবং এক চাঙ্গারীতে ভোজ্য সাজান যায়, তাহার তণ্ডুল পরিমাণ পঞ্চশের, তাবৎ প্রকার আনাজ, অতি পরিষ্কৃত অড়হর দাইল, তৈল, ঘৃত, পান, সুপারি এবং তাম্বুলোপকরণ, এক যজ্ঞোপবীত দক্ষিণা চারি পয়সা, পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন দুই ভৃত্য এই সকল দ্রব্যাদি লইয়া ব্রাহ্মণদিগের বাড়ী ২ দিয়া আইসে, ইহাতে কি পাঠক মহাশয়েরা বুঝিতে পারিবেন না ঐ আর্য্যার নৈবেদ্য ভোজে পঞ্চদশ পরিবারস্থ এক গৃহস্থের এক দিনের দক্ষিণ হস্তের সমস্ত কর্ম্ম সম্পন্ন হয়, যোগীন্দ্রবাবুর মাতা এইরূপে প্রতি দিবস দলস্থ সমস্ত ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিতেছেন, দরিদ্র লোকেরা প্রতি দিবস তাঁহার দানে প্রতিপালন হইতেছে, মাতৃদায়, পিতৃদায়, কন্যাদায়, যে দায় হউক দায় জানাইলেই দরিদ্রেরা তাঁহার নিকট কিছু ২ পায়, বেলা দুই প্রহর তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করেন সকলের আহারাদি হইয়াছে কি না, তৎপরে শেস বেলায় নিয়মিত যৎকিঞ্চিৎ আহার করেন, এই আহারেই আহার রাত্রিতে কিঞ্চিদ্দুগ্ধ পান মাত্র, ঐ সংযতা স্বামি সেবায় ভক্তি যুতা রহিয়াছেন, পরমেশ্বর ধর্ম্ম কর্ম্ম দৃষ্টে তাঁহার প্রতি শুভ দৃষ্টি করিয়াছেন, তিন পুত্র দুই কন্যা, পতি বর্ত্তমান, প্রচুর বিষয়, আমরা অনুমান করি ভূম্যধিকার হইতে প্রতি বৎসর নির্ব্বিবাদে পঞ্চাশৎ সহস্র টাকা আসিতেছে এবং প্রজা সকল ঐ শ্রীমতীর উন্নতি প্রার্থনা করিতেছে আমরা প্রার্থনা করি অন্যান্য ধনি স্ত্রীলোকেরা এইরূপ ধর্ম্ম কর্ম্মে কালক্ষেপ করুন।

## সম্পাদকীয় । ২০ নভেম্বর ১৮৫৬ । ৯৩ সংখ্যা

### ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিএসন

উক্ত সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু রমানাথ ঠাকুর প্রভৃতি ব্যবস্থাপক সভাতে ৪ নবেম্বর দিবসে যে আবেদন পত্র প্রেরণ করেন তাহার সার নিম্নে প্রকাশ করা গেল।

চৌকীদারী সম্বন্ধীয় যে আইন প্রচার হইবার সংকল্প হইতেছে তাহা প্রকাশ না হয় এতদভিপ্রায়ে বঙ্গবাসি জনগণ হিতৈষি উক্ত সভাভুক্ত মহোদয়েরা এই আবেদন দ্বারা ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণকে বিজ্ঞাত করিয়াছেন বর্ত্তমানে যে প্রকার চৌকীদারি কর্ম্ম নিষ্পাদন হইতেছে তাহার বিনিময়ে অন্য নিয়ম স্থাপন হইলে নিঃস্ব প্রজাবর্গকে চৌকীদারি টেক্স দিতে হইবেক ইহা হইলে তাহারা মারা যাইবেক এবম্প্রকার বিবিধ বিতর্ক লিখিত নিবেদন পত্র অগ্রসর করিয়াছেন ইহাতে ব্যবস্থাপক মহাশয়েরা কি করেন বলা যায় না।

## সম্পাদকীয় । ২২ নভেম্বর ১৮৫৬ । ৯৪ সংখ্যা

পাঠক মহাশয়েরা গত ভাস্করের প্রথমাংশে এক বিজ্ঞাপন দৃষ্টি করিয়া থাকিবেন ঐ বিজ্ঞাপনের নীচে শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের নাম লিখিত আছে, কয়েক বৎসর

হইল বিদ্যোৎসাহিনী নামে যে সভা হইয়াছে সিংহ বাবু ঐ সভার সম্পাদকীয় কার্য্যে বহু ধন ব্যয় করিয়াছেন তাহাতে সাধারণের উপকার হইয়াছে ও হইতেছে, সভার অধীন পাঠশালায় বহু বালক বিদ্যাভ্যাস করিতেছে ইহাতে কালীপ্রসন্ন বাবু সাধারণের চিরস্মরণীয় হইবেন, রাজপুরুষেরা বিধবা বিবাহের বিধি প্রচার করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত লার্ড কেনিং বাহাদুর গল্পে ২ বলিয়াছেন যদি এতদ্দেশীয় কোন মান্য লোক উদ্যোগী হইয়া বিধবা বিবাহ প্রচলিত করেন তবে কেবল মহারাজ বাহাদুর নামে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন এমত নহে, মহারাজ বাহাদুরের যে সকল চিহ্ন প্রয়োজনীয় হয় তাহাও দিবেন ইহাতে বিধবা বিবাহের উদ্যোগকারি মহল্লোকদিকের পক্ষে লার্ড বাহাদুরের এই উদ্যোগ মহদুদ্যোগ হইয়াছে কিন্তু প্রথমে যে পুরুষ বিধবা নারী পরিণয় করিবেন এবং যে বিধবা ঐ পুরুষের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে সম্মত হইবেন তাঁহারদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি জন্য কি রাজা কি প্রজা কেহ কোন অঙ্গীকার প্রচার করেন নাই, কালীপ্রসন্ন বাবু যন্ত্রাগারে আসিয়া আমারদিগের সাক্ষাতে অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং স্বহস্ত লিখিত পত্র বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, আমরা সাক্ষাৎকার তাঁহার বাক্যে সাক্ষী স্বরূপ হইয়াছি, যে স্ত্রী পুরুষ প্রথম বিবাহিত হইবেন, কালীপ্রসন্ন বাবু তাঁহারদিগকে সহস্র টাকা পারিতোষিক দিবেন এতদ্দেশে ধনীলোক অনেক আছেন এবং অনেকে বিধবা বিবাহের অনুষ্ঠানেও কষ্ট স্বীকার করিতেছেন কিন্তু প্রথম বিবাহিত স্ত্রী পুরুষদিগকে পারিতোষিক দিবেন স্পষ্টরূপে কেহ এমত রাষ্ট্র করেন নাই, কালীপ্রসন্ন বাবু একজন প্রধান হিন্দু, এবং কলিকাতা নগরের আদি দলপতি বংশ, এইক্ষণেও ধন জন দল বলে পুষ্ট আছেন, তত্রাচ নিঃশঙ্ক হইয়া সমাচার পত্রে সহস্র মুদ্রা প্রদানের অঙ্কপাত করিয়াছেন ; ইহাতে কালীপ্রসন্ন সিংহ বাবুকে হিন্দু প্রবরদিগের মধ্যে যথার্থ নরসিংহ রূপে সম্বোধন করিতে হয় কিনা রাজপুরুষগণ দর্শন করুন, বিশেষত শ্রীযুক্ত লার্ড কেনিং ও শ্রীমতী লেডি কেনিং এবং শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ত গবর্ণর বাহাদুর ও ব্যবস্থাপক সমাজ-বর শ্রীযুত গ্রাণ্ট বাহাদুর শ্রীযুত কালভিল বাহাদুর প্রভৃতি মহোদয়গণ বিবেচনা করিবেন ; বহুকাল হইল আমরা যখন হিন্দু বিধবা বিবাহের প্রথমানুষ্ঠান করিয়াছিলাম তখন কেবল বাবু মতিলাল শীল মহাশয় বলিয়াছিলেন যদি কোন বিশিষ্ট লোক বিধবা বিবাহ করেন তবে ঐ স্ত্রী পুরুষের সন্তোষ জন্য বিংশতি সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দিবেন, তৎপরে অন্য কোন ধনি হিন্দু মুখে আমরা এ বিষয় শ্রবণ করি নাই, গত মঙ্গলবার বেলা একাদশঘণ্টা কালে সিংহ বাবু আমারদিগের বাটীতে আসিয়া এই মঙ্গল সমাচার বলিয়া গিয়াছেন এবং আরো কহিয়াছেন এই অগ্রহয়ণাবধি আগামি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত যত বিধবা বিবাহ হইবে প্রতি বিবাহিত স্ত্রীপুরুষকে সহস্র টাকা দিবেন অতএব আমরা তাঁহার উদারতা, সাহসিকতা, বদান্যতা ও সাধারণ হিতৈষিতা ইত্যাদি মহদগুণে আবদ্ধ হইয়া হিন্দু বিধবা বিবাহ সপক্ষ সমাজে তাঁহাকেই রাজটীকা দিলাম, পরমেশ্বরে সমীপে প্রার্থনা করি বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় "মহারাজ বাহাদুর" নামের যোগ্য পাত্র হউন ।

কালীপ্রসন্নবাবু আরো এক সদনুষ্ঠান করিয়াছেন, অতি শীঘ্র গবর্ণমেণ্ট সমীপে বহু লোকের স্বাক্ষরিত আবেদন পত্র সমর্পণ করিবেন, ইংরাজী ভাষায় লিখিত আবেদন পত্রের অনুবাদ এই। নগর প্রান্তে বেশ্যাগণ বসতি করণ কারণ বঙ্গদেশবাসীগণের ভারতবর্ষিয় লেজিসলেটিব কৌন্সলে আবেদন।

মহামহিম ভারতবর্ষিয় ব্যবস্থাপক সমাজের অধ্যক্ষ মহোদয়গণ সমীপেষু।

নিম্ন স্বাক্ষরিত বঙ্গদেশবাসীদিগের সবিনয় নিবেদন এই যে বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলিত করায় বঙ্গবাসীগণের যে কত উপকার হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত, কারণ দেশের শান্তিরক্ষা ও কুরীতি নিরাকরণ করাই ছত্রধরদিগের উচিত কার্য্য ও তাহাদিগের পরম ধর্ম্ম, এক্ষণে পোলিস কর্ত্তৃক যেরূপ শান্তিরক্ষা হইতেছে তাহা বর্ণনা বাহুল্য, অতি সুচারুরূপেই হইতেছে তাহার সন্দেহ নাই, নগরীয় যাবতীয় শান্তিরক্ষার মধ্যে বেশ্যাকুল দ্বারা তাহার অনেক অংশের ক্রটি হয়, কারণ বারযোষাকুল সমস্ত রাত্রি মদ্যপানদ্বারা গীতবাদ্যাদির কোলাহলে এত উৎপাত আরম্ভ করে যে ভদ্রলোক মাত্রেই উক্ত পল্লীতে শয়নাগার ত্যাগ করণে বাধ্য হন চৌর্য্য কার্য্যদ্বারা যে সমস্ত দ্রব্যাদি সংগৃহীত হয় তাহা কেবল ঐ বারললনাগনের ব্যবহার কারণ। রাত্রিকালে মদ্য বিক্রয় যাহা ভয়ানক শান্তিভঙ্গ করে তাহা কেবল এই বারযোষাগণের নিমিত্ত হয়, কলহ মদ্যপান দ্বারা জীবন সংহার, ব্যসন, দ্যূতক্রীড়া ইত্যাদি ভয়ানক অত্যাচার করণ এই বারস্ত্রীগণের আলয়েই সম্পাদিত হয়, আরো বঙ্গীয় যুবকবৃন্দের ইহা স্বভাব সংশোধন বলিলেও বলা যাইতে পারে, কারণ তাহারা কি প্রাতঃকালে কি সায়ংকালে সাবকাশ হইলেই এই কদাচার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, বেশ্যা সংখ্যার ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে তাহার তাৎপর্য্য কি কেবল তাহাদিগের প্রতি কোন উত্তম নিয়ম অদ্যাবধি প্রচলিত হয় নাই বলিয়াই তাহারা স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া যথেচ্ছা তাহাই করিতেছে, কেবল যে বেশ্যাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবার এত উৎপাত হইতেছে তাহাও নহে, বঙ্গদেশীয় ধনবানগণ স্বীয় স্বীয় বশত বাটীতেও অধিক ভট্টালোভী হইয়া ভদ্র পল্লী মধ্যে বেশ্যাগণকে স্থান দান করিয়া অতুল সুখ প্রাপ্ত হইতেছেন যদ্দ্বারা এক ঘর বেশ্যা বৃদ্ধি হইবায় সেই ভদ্রপল্লী একেবারে অভদ্র নিয়মে পরিপুর্ণ হইতেছে অতি নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক ধনবান মান্য বংশের প্রাসাদাদির নিকটেই বেশ্যা নিকেতন কেবলই ভয়ানক ব্যবহার প্রদর্শিত হইতেছে। অতএব হে সভ্য মহোদয়গণ, আপনারা মনোযোগী হইয়া বেশ্যাগণকে নগরের প্রান্তে একত্রে নিবসতি আজ্ঞা করুন নতুবা কোন প্রকারেই ভদ্র ধনবানগণ এই বিশাল ধনপূর্ণ ভদ্র নগর বাসের উত্তম স্থল বোধ করিতে পারেন না। যদ্যপি রাজা হইয়া প্রজাদিগের শুভ চীৎকারের সময়ে কালার ন্যায় ব্যবহার করেন তাহা হইলে সেই রাজার রাজত্বের কীর্ত্তি কোন কালেই পতাকা রূপে উড্ডীন হইতে পারে না।

অতিপূর্ব্বে সোণাগাজি নামক স্থান বেশ্যাদিগের বাসস্থান ছিল অদ্যাপিও তাহার

অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় পূর্ব্ব সময়ে যেরূপ শান্তিরক্ষার নিয়ম ছিল মধ্যে তাহার উল্লেখ না হইবায় একেবারে তাহা মিলিত হইয়া গিয়াছে, অযোধ্যা, কাশী, দিল্লী ইত্যাদি নগরে এবং ইউরোপীয় নানা নগরে এই প্রকার রীতি প্রচলিত আছে তজ্জন্য আমরা বিনীতভাবে এই নিবেদন করি যে দেশীয় স্বাস্থ্য বৃদ্ধি ও শান্তিকার্য্য উত্তমরূপ নির্ব্বাহ জন্য সভা মহোদয়েরা মনোযোগী হইয়া বেশ্যাদিগের নিমিত্ত স্বতন্ত্র পল্লী নির্দ্দিষ্ট করুন যদ্দ্বারা আমাদের ঈপ্সিত বিষয় সুসিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই।

মহোদয়গণ—আমি আপনাদিগের নিতান্ত অনুগত ভৃত্য।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ

## সংবাদ। ২২ নভেম্বর ১৮৫৬। ৯৪ সংখ্যা

### মরিচ উপদ্বীপ

পূর্ব্বে এদেশ হইতে মজুর সকল উক্ত উপদ্বীপে প্রেরিত হইত শুনা যাইতেছে গবর্ণমেণ্ট তথায় এদেশ হইতে লোক প্রেরণের আজ্ঞা রহিত করিয়াছেন।

## সম্পাদকীয়। ২৫ নভেম্বর ১৮৫৬। ৯৫ সংখ্যা

একি উৎপাত হইল, এইক্ষণে বিশিষ্ট লোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই কেহ না কেহ এই কথা জিজ্ঞাসা করেন, মহাশয়, অবিহিত বিবাহ অর্থাৎ বহু বিবাহ নিবারণের কি হইতেছে, ব্যবস্থা সমাজে লক্ষ ২ লোকের প্রার্থনা পত্র সমর্পণ হইয়াছে ইহাতেও কি সাহেবেরা বহু বিবাহ নিবারণ করিবেন না? আমরা কত লোকের জিজ্ঞাসার কত উত্তর দিব, মুখে ২ উত্তর করিতে ২ মুখ ব্যথা হইয়া যায়; একি উৎপাত; লোকেরা এই একধূয়া ধরিয়া বসিয়াছেন আমরা আর মুখে ২ উত্তর করিতে পারি না অতএব সারাৎসার বলিয়া রাখি সাধারণে স্মরণ রাখিবেন।

আমরা এই বিষয়ের তথ্য সন্ধানার্থ রাজপুরুষদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম, কথায় ২ কথা তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম আপনারা বহু বিবাহ নিবারণ না করিলে কি বিধবা বিবাহ প্রচল হইবে? বিধবা বিবাহে রাজ্যেশ্বর বল প্রকাশ করিতে পারেন না, এ দেশের বিধবারাও স্বাধীনা হন নাই, কর্ত্তাপক্ষ বিবাহ না দিলে স্বয়ম্বরার ন্যায় পতিম্বরা হইতে পারিবেন না, বহু বিবাহ নিবারণে রাজপক্ষের বল প্রকাশের সেইরূপ ক্ষমতা আছে সহমরণ বারণে সেইরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা কেন হয় না? দুই জন রাজপুরুষ কহিলেন "এইক্ষণে আমরা হিন্দু শাস্ত্র এবং হিন্দুদিগের ব্যবহারাদি সমস্ত জানিতে পারিয়াছি, আগামি বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত বিবাহের কাল নাই, পঞ্জিকাকারেরা কালাশুদ্ধি লিখিয়াছেন অতএব কন্যা বর এই এক বৎসর আইবড় হইয়া থাকিবে, আগামি

বৈশাখ পরে যখন বিবাহ কাল উপস্থিত হইবে সেই সময় বহু বিবাহ নিবারণের আইন প্রচার করিয়া দিব” বহু বিবাহ নিবারণীয় রাজবিধান হবেই হবে ইহাতে সন্দেহ নাই ; রাজপুরুষেরা এই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, সাধারণ লোকেরা ইহা স্মরণ রাখুন, আমারদিগকে আর বিরক্ত করিবেন না, হিন্দু বিধবা বিবাহ বিষয়ে রাজপুরুষেরা যে বিধি প্রচার করিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ পরিশিষ্ট আছে ব্যবস্থাপক মহাশয়গণ অগ্রে সেই পরিশিষ্ট প্রকাশ করিবেন।

বিধবা বিবাহ সম্বন্ধীয় রাজবিধির পরিশিষ্টের অভিপ্রায় এই যে কোন হিন্দুর মৃত্যু হইলে তিনি যে থানার অধীনে ছিলেন তাঁহার উত্তরাধিকারিরা সেই থানায় সমাচার দিবেন, থানাদার মৃত ব্যক্তির বাড়ীতে যাইয়া মৃতদেহ দেখিবেন এবং তাঁহার স্ত্রীর বয়ঃক্রম কত আর ঐ স্ত্রীলোকের সন্তানাদি হইয়াছে কিনা, যদি হইয়া থাকে তবে স্ত্রীর বয়ঃক্রম নাম ও সন্তানাদির নাম ধাম ইত্যাদি লিখিয়া লইয়া আসিবেন, দারোগাদিগের কার্য্য পুস্তকে এ সকল বিষয় লিখিয়া লইয়া মাজিস্ট্রেট সাহেবকে দিবেন, পরে গবর্ণমেণ্ট নাম ধাম দেখিয়া রাজকীয় মান্য লোক দ্বারা বিধবাগণকে জিজ্ঞাসা করাইবেন তোমরা বিবাহ করিতে চাহ কি না, যে সকল বিধবারা সম্মতা হইবেন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে পরিবার বেষ্টন হইতে স্বতন্ত্রা করিয়া অন্যত্র রাখাইবেন পরে বর উপস্থিত হইলেই বিবাহ দিবেন, কোন বীরপুরুষ কহিলেন এইক্ষণে গবর্ণমেণ্ট আন্দোলন হইতেছে পরিশিষ্ট কিরূপ নিশ্চয় করিবেন তাহা নিশ্চিত হয় নাই।

## সম্পাদকীয়। ২৫ নভেম্বর ১৮৫৬। ৯৫ সংখ্যা

### বাঁকুড়া হইতে আগত পত্র

মহাশয়, নিষ্ঠুরতার বিষয় কি কহিব, যদি আপনি স্বচক্ষে দেখিতেন তবে অশ্রুজলে অবগাহন করিতেন, পোলিস সম্পর্কীয় লোকেরা দামিনীকো নামক স্থান হইতে ৫০ জন সন্তালকে ধৃত করিয়া আনিয়াছে তাহারদিগের অবস্থা দেখিলে পাষাণ হৃদয় ব্যক্তিরাও রোদন করেন, ঐ সকল সন্তালেরা যে দিবস ধৃত হয় সে দিন ও তৎ পর দিবা রাত্রি নিরাহারে বন্ধনাবস্থায় ছিল আহারার্থে জল বিন্দুও পায় নাই ; পোলিসের লোকেরা তাহারদিগকে যেমন ধৃত করিয়াছে অমনি বেড়ী পায়ে দিয়াছে, হাতে কড়ী পায়ে বেড়ী, ঐ কড়ী বেড়ী শৃঙ্খলযুক্ত করিয়াছে তৎপরে পঞ্চাশ জনকে এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া টানিয়া লইয়া আসিয়াছে, বেড়ীর ঘর্ষণে অনেকের হস্ত পদে ঘা হইয়া গিয়াছে, সেই ঘা হইতে ঝর্ঝর করিয়া রক্ত পড়িতেছে, পথে চলিতে না পারিয়া অনেকে পড়িয়া গিয়াছিল, তাহারদিগকে টানিয়া লইয়া আসিয়াছে, তাহাতে সর্ব্বাঙ্গের চর্ম্ম ছড়িয়া গিয়াছে ঐ রূপ টানাটানিতে এক বৃদ্ধ মরিয়া গিয়াছিল, তাহার মৃতদেহ হস্তি পৃষ্ঠে তুলিয়া বীরভূমে পাঠাইয়া

দিয়াছে ; দামিনীকো হইতে বীরভূমে আসিতে আবদ্ধ সন্তালেরা যে কয়েকদিবস পথিমধ্যে ছিল তাহারা অন্ন পায় নাই, বীরভূমের কারাগারের সম্মুখে আনিয়া যখন শৃঙ্খল 'খুলিয়া দিল তখনও তাহারা হাঁটিয়া কারাগারে প্রবেশ করিতে পারিল না, বেত্রাঘাত করিতে ২ পদাতিকেরা হেঁচড়ীয়া টানিয়া জেহেলখানায় লইয়া গেল পরে তাহারদিগের কপালে কি হইয়াছে আমি জানিতে পারি নাই।

দামিনীকো স্থান চতুর্দ্দিগে পর্ব্বত বেষ্টিত, মধ্যস্থল স্থলভূমি, ঐ স্থানে সন্তালেরা বসতি করে, কেবল সন্তাল দমনার্থ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সেই স্থানে এক জিলা স্থাপন করিয়াছেন তথায় এক জন যুবা মাজিষ্ট্রেট থাকেন তাঁহার আকার প্রকার মনুষ্যের ন্যায় বটে কিন্তু বিচারাচারে তিনি ব্যাঘ্রাদিকেও পরাজয় করিয়াছেন ; সন্তালেরা আপনারদিগের স্বাধীনতা রক্ষা জন্য যুদ্ধ করিয়াছিল সংগ্রাম সময়ে সভ্য জাতিরাও গ্রাম ২ দাহ করিয়া থাকেন, এবং বিপক্ষ পক্ষের অনুগত লোকদিগের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া লন, সন্তাল সময়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টও সন্তাল প্রজাদিগের গ্রাম দাহ অর্থ লুঠ করিয়াছেন, সন্তালেরা চুরী ডাকাইতী করে নাই, এইক্ষণে তাহারা দুর্ব্বল হইয়াছে ; দামিনীকো স্থানে কারাগার প্রস্তুত হয় নাই ; মাজিষ্ট্রেট সাহেব সন্তালকুলকে ধৃত করিয়া বীরভূমির কারাগারে পাঠাইয়া দিবেন ; গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি এই মাত্র আদেশ করিয়াছেন ইহাও সর্ব্বসাধারণের বিদিত আছে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট দস্যু তস্করাদিকেও যন্ত্রণা দেন না, তাহারদিগের আহারাদির জন্য রাজভাণ্ডার হইতে অর্থপ্রদান করিতেছেন, দামিনীকো স্থানীয় যুব মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নির্ম্মল কূলে জন্মগ্রহণ হইত তবে সন্তালদিগকে এত যন্ত্রণা দিতেন না ; সন্তালেরা যখন স্বাধীন ছিল তখন কত মাজিষ্ট্রেটের মস্তক কাটিয়া ফেলিয়াছে, কত বিবিকে ধরিয়া লইয়া যাইয়া আপনারদিগের কুঁড়িয়া ঘরে ভোজন শয়ন করাইয়াছে, শিশু মাজিষ্ট্রেট পূর্ব্বোক্ত সন্তালদিগের প্রতি যে নিষ্ঠুর ব্যাপার করিয়াছেন তাহাতে পশুরাও তাঁহাকে আপনারদিগের দলে তুলিতে চাহিবেক না, আমারদিগের লেপ্টেনেন্ত গবর্ণর বাহাদুর কি এ সকল বিষয় অনুসন্ধান করেন না ; দামিনীকো স্থান হইতে যে ৫০ জন সন্তাল ধৃত হইয়া বীরভূম কারাগারে আসিয়াছে তাহারা জীবিতাবস্থায় আছে কি না শ্রীযুত বাহাদুর অনুগ্রহপূর্ব্বক একবার তত্ত্ব লইবেন, আমি জানিয়াছি গবর্ণমেণ্টের জেনেরেল ডিপার্টমেণ্টের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা ভাস্কর পত্র পাঠ করিয়া থাকেন এবং প্রয়োজন মতে শ্রীশ্রীযুতের সাক্ষাতেও কোন কোন বিষয় পাঠ করেন অতএব বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি আমার লিখিত এই প্রস্তাবটী যেন শ্রীল শ্রীযুত প্রধান পুরুষের কর্ণগোচর হয়।

## চিঠিপত্র। ২৯ নভেম্বর ১৮৫৬। ৯৭ সংখ্যা।

বহুবিধ গুণভজন শ্রীযুক্ত সম্বাদ ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়, মৎ প্রেরিত পংক্তি নিচয় অনুগ্রহ পুরঃসর সংশোধন করত

আপনার জগদ্বিখ্যাত বহুমূল্য পত্রিকার এক পার্শ্বে প্রকটন করিলে সাতিশয় অনুগৃহীত হইব। '

এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতক্ষেত্রের পূর্ব্বতন অবস্থা একবার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে আমারদিগকে এককালে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়, কোন দেশই নব্যাবস্থায় এতাদৃশ উন্নতিশালী ছিল না, যেন জগন্মাতা প্রসন্নমনে বিকসিত নয়নে ভারত ধামেই নয়ন নিপাত করিয়া ছিলেন, সকল দিক হইতেই আমাদের নেত্র গোচরে প্রাচীন হিন্দুদিগের সকলেই স্ব ২ ব্যবসায়ে রত থাকিয়া ভারতভূমিকে এককালে বিপুলার্থের অধিকারিণী করিয়াছিলেন আবার অরণ্যানী এবং গিরিগহ্বর নিলয়স্থিত মুনিগণ তপস্যা করিয়াছিলেন, তত্তৎকালীন কামিনীরাই কি অধুনাতন বালিকাবলীর ন্যায় বৃথা কালাতিপাত করিতেন? কোন ২ বিদ্যাবতী রমণী অদ্যাবধিও ধরামণ্ডলে জাজ্জ্বল্যমান বিরাজমানা রহিয়াছেন, এ সকল কথা স্মরণ করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, অশ্রুধারা নিরবধি নিপাতিত হয়, কেননা এই সেই ভারতবর্ষ, তদ্রূপ লোক কোথা? হায়, কি আক্ষেপের বিষয় যে অধুনাতন পণ্ডিত মণ্ডলী মধ্যে যদি কোন সদাশয় মহাত্মা স্বদেশানুরাগ পরতন্ত্র হইয়া জনসমূহের হিতকর চেষ্টায় প্রবর্ত্ত হন তথাপি কেহ তদুদ্যমে নয়ন উন্মীলন করেন না, বরং পরিশেষে বদ্ধমূল কুসংস্কারাপন্ন দেশজ মধ্যে তাঁহাকে গঞ্জনাস্পদ হইতে হয়, দেখুন, ইদানীং অবলা কুলবালাদিগের বৈধব্য যন্ত্রণা বিনাশ করণাভিলাষে স্বদেশ হিতৈষি মহানুভব শ্রীযুত বিদ্যাসাগর মহাশয় কত পরিশ্রমেই বা রাজবিধান প্রচলিত করাইলেন কিন্তু এতদ্দেশজ কেহই এতদ্বিধি প্রতিপালন করত সুদৃশ্য উপমা প্রদর্শন করণে ক্ষমাশীল হইতেছেন না।

শ্রীকালীপ্রসাদ শান্যাল।

মোং বহরমপুর।

## সম্পাদকীয়। ২ ডিসেম্বর ১৮৫৬। ৯৮ সংখ্যা।

আমরা স্ত্রীলোকদিগের লিখিত পত্র পাঠে আনন্দিত হই এবং সমাদর পূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করি অতএব আন্দুল ভূম্যধিকারি শ্রীযুক্ত বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের ধর্ম্মব্রতা বণিতা আমারদিগকে যে পত্র লিখিয়াছেন এইস্থলে তাহা প্রকাশ করিলাম; পাঠক মহাশয়েরা ইহাতেই শ্যামাসুন্দরীর রচনা শক্তির আলোচনা করিতে পারিবেন।

হায়, এতদ্দেশীয় নারী পক্ষের সদক্ষর প্রিয়. বেথুন মহাশয় কোথায় রহিলেন, তিনি জোনাই বিদ্যালয়ে হাসিতে ২ একখানি বাঙ্গালা পত্র দেখাইয়া আমারদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "এ অক্ষর কেমন সদক্ষর, রামলোচন ঘোষের স্ত্রী আমাকে এই পত্র লিখিয়াছেন" বন্ধু সাহেব ঐ অক্ষর দেখাইয়া আমারদিগকে ঋণী করিয়া রাখিয়াছেন এ সময়ে বর্ত্তমান থাকিলে শ্যামাসুন্দরীর পরমাসুন্দরী বর্ণ শ্রেণী দর্শ করাইয়া সে ঋণ পরিশোধ করিতে পারিতাম।

পত্র

প্রণতি পরার্দ্ধাতিরিক্ত নিবেদন মিদম্বিশেষ আমি পরমারাধ্য ঐহিক পারত্রিক নিস্তারক শ্রীমান্ ভর্ত্তৃ মহাশয়ের উপদেশানুসারে মহাশয়ের কর পঙ্কজ বিগলিত ভাস্কর পত্র পাঠ করিয়া থাকি, তাহাতে গত ২৮ [২৭] কার্ত্তিক বাসরীয় ৮৯ সংখ্যক পত্রে দৃষ্ট হইল আমার নিত্যকৃত্য উপলক্ষে সামান্য দানে মহাশয় অপরিসীম পরিতোষে অনেক কল্যাণ বাক্য লিখিয়াছেন যদিচ আমি সে যোগ্যা নহি কিন্তু হইলে কি হয় চিহ্নিত দাস-দাসীর সম্মান রক্ষা করা বা প্রশংসা বাক্য বলা পুজ্যবরগণের অবশ্য কর্ত্তব্য বিধায় মহাশয় তাহাই করিয়াছেন, ফলে নিবেদন আমি তদনুরূপ প্রশংসা ভাজনী বা আশীর্ব্বাদ পাত্রী নহি, যে চরণারবিন্দ প্রসাদাত্ ঐ কার্য্য সম্পন্নে এ দাসী অভিষিক্ত। সেই মহাপুরুষকে আশীর্ব্বাদ করুন যে তিনি চিরায়ু হইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহার বিদ্যমানে আমার ন্যায় কত শত দাসী হইতে পারিবেন, তবে এই আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষিণী যেন এ দেহ শ্মশানক্ষেত্রে ভষ্মসাৎ বা এ অঙ্গ রঙ্গভূমে অঙ্গারকাল পর্য্যন্ত ঐ মহাপরাৎপর মহাপুরুষের চক্ষের বালি বা কর্ণের শূল না হই, কারণ আমরা স্ত্রী পরম্পরা বলিয়া থাকি যে মোলো নারী তৈল ছাই, তবে নারীর গুণ পাই। ভগবান যে জন্মে দেহ ধারণ করাইয়াছেন ইহাতে কখন যে কি ঘটনা ঘটে তাহা বলা ব্রহ্মাদির অসাধ্য অধিকন্তু "কালস্য কুটিলা গতিঃ" ইহা শ্রীচরণ সরোজাপান্তে নিবেদনমিতি বঙ্গ ১২৬৩। ৭ অগ্রহায়ণ।

শ্রীশ্যামাসুন্দরী বসু মল্লিক।

পুনঃ, এতদ্দেশের সমুদায় স্ত্রীলোকে স্বীয় স্বীয় নাম স্বাক্ষরকালে শ্রীঅমুকী দেবী বা দাসী লিখিয়া থাকেন তাহাতে উভয় নারী সমাখ্যা বিশিষ্ট হইলে কে কোন্ পরিবারস্থা কিছুই বোঝা যাইতে পারে না, তবে কদাচিৎ দেবী বা দাসীতে ব্রাহ্মণ কি ব্রাহ্মণেতর বুঝা যায় বটে তাহাতেই বা কি ফলোদয় হইল যদি দুইজন ব্রাহ্মণী বা দুইজন শূদ্রী হয়েন তবে কোন্ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী তাহা কোন্ শূদ্রের শূদ্রী কিছু বুঝা যাইতে পারিল না এতাবতা স্বামির উপাধি স্ত্রীর নামের পরিণামে লিখিত স্থির করিলাম যদি ইহা মহাশয়ের মনোরম্য হয় তবে অন্যান্য সকলকে এই উপদেশ দান আজ্ঞা হইবেন ইহা শ্রীচরণ পঙ্কজে নিবেদনমিতি।

শ্রীশ্যামাসুন্দরী বসু মল্লিক।

সম্পাদকীয় উক্তি। স্ত্রীলোকদিগের নামের পরে স্ব ২ স্বামিনাম সংযুক্ত থাকিলেও বরং ভাল হয়, সভ্য জাতির মধ্যে ইহা প্রচলিত আছে, যথা লেডী বেন্টিং, লেডী কেনিং ইত্যাদি।

## সম্পাদকীয়। ২ ডিসেম্বর ১৮৫৬। ৯৮ সংখ্যা

বিদিত হইল শান্তিপুরবাসি কোন যুব ব্রাহ্মণ উক্তস্থান বাসিনী সৎকুলজাতা কোন বিধবাকে, বিবাহ করিতে স্বীকার করিয়া তাঁহাকে কলিকাতায় আনয়ন করেন পরে বিবাহে অস্বীকৃত হইবার কামিনী সুপ্রিম কোর্টে যুবার নামে অভিযোগ করিয়াছেন স্ত্রীলোক কহেন যুবা আমাকে বিবাহ করণেচ্ছায় সবকুল বহির্গত করিয়াছে, এইক্ষণে বিবাহ না করিলে আমি সকল কুল পরিত্যক্তা হই, অতএব যুবা আমাকে বিবাহ করিয়া প্রতিজ্ঞা রাখুন নতুবা জাতিনাশ জন্য আমাকে চল্লিশ সহস্র মুদ্রা প্রদান করুন। এই বলিয়া বিধবা সুপ্রিম কোর্টে ঐ যুবার নামে চল্লিশ সহস্র টাকার অভিযোগ করিয়াছেন, বিচারপতি মহাশয়েরা অদ্যাপি এ মকদ্দমার বিচার নিষ্পত্তি করেন নাই বোধহয় বিধবা জয়লাভ করিবেন।

আমরা ইংলিসম্যান হইতে এই সমাচারটা গ্রহণ করিলাম, ইংলিসম্যানের সম্বাদ লেখক প্রকারান্তরে সমস্তই লিখিয়াছেন কেবল বরবাবুর নামটী প্রকাশ করেন নাই কিন্তু অনুমানে সকলেই বুঝিতে পারিবেন শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের উপর এই অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে "বড় ২ বানরের বড় ২ পেট, লঙ্কায় যাইতে মাথা করে হেট" হিন্দুক্যালেজীয় নবীন প্রাচীন ছাত্র মাত্র কেহ বাগ্‌দরিদ্র নহেন বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গে একমুখে পঞ্চমুখের বক্তৃতা করেন; তাহাতে জ্ঞান হয় যেন বৈধব্যদশায় আপনারাই যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন কিন্তু কার্য্যকালে সে সকল স্মরণ থাকে না। শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিধবা বিবাহ বিষয়ে বাক্য দ্বারা সাহায্য করিতে ত্রুটি করেন নাই পরে যখন সময় উপস্থিত হইল তখন পরাঙ্মুখ হইয়া কহিলেন "বিবাহ করিতে পারিব না" পূর্ব্বে এই বিষয়ের লিখন পঠন চলিয়াছে, তাঁহার হস্ত লিখিত পত্র সকল রহিয়াছে, আপনি সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধ করিয়া আত্মীয় লোক দ্বারা ব্রাহ্মণ কন্যাকে শান্তিপুর হইতে কলিকাতায় আনাইয়াছেন, সমস্ত স্থির হইয়াছিল অগ্রহায়ণ মাসের দশম দিবসীয় রজনীযোগে বিবাহ সম্পন্ন হইবে; ভট্টাচার্য্য পলায়ন করিলেন আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি তিনি মুর্শিদাবাদাদি কয়েক জিলার জজ পণ্ডিত হইয়াছেন তাঁহার ব্যবস্থানুসারে প্রজাদিগের স্বত্বাধিকার বিচার হইবেক, তিনিই যদি অঙ্গীকার ভঙ্গ করিলেন তবে তাঁহার কথায় কে বিশ্বাস করিবে? গভর্ণমেণ্টই কি তাঁহাকে পণ্ডিতি পদে রাখিবেন; যাঁহার প্রতিজ্ঞা স্থির থাকে না তিনি কি না করিতে পারেন? আর ধর্ম্ম দৃষ্টিতেই বা কিরূপে উদ্ধার হইতে পারিবেন? এক কুলবালাকে নানা প্রকারে আশ্বাস দিয়া জ্ঞাতি কুটুম্বাদির মধ্য হইতে বাহির করিয়া লইয়া আসিলেন এইক্ষণে আর সে কুলবালা কোন কূলে যাইতে পারিবেন না, তবে তাঁহার জীবন রক্ষার উপায় কি অতএব যদি ঐ রমণী রাজ বিচারে অভিযোগ করিয়া থাকেন তবে উত্তম কর্ম্ম করিয়াছেন। শ্রীশচন্দ্র তাঁহাকে চল্লিশ সহস্র টাকা দিয়া কর্ণদ্বয়ে হস্তস্পর্শ পুর্ব্বক প্রকাশ করুন কুকর্ম্ম করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে কেবল শ্রীশচন্দ্র আপনি কৃতঘ্ন হইলেন এমত নহে, বান্ধবগণকে ত লজ্জা দিলেন, বান্ধবেরা কি আর ইংরাজ

মণ্ডলে মুখমণ্ডল দেখাইতে পারিবেন, এবং যে সকল বিধবার অভিলাষ ছিল বিবাহ করিবেন এইক্ষণে তাঁহারাও ভীতা হইবেন। নানা ইতিহাসে লেখেন পুরুষেরা প্রেম রক্ষা করিতে পারেন না অতএব প্রীতি বিষয়ে পুরুষ জাতি যে বিশ্বাস ঘাতী তাহাও প্রতিপন্ন হইল এইক্ষণেই হউক বা একশত বৎসর পরেই হউক হিন্দু বিধবাদিগের বিবাহ চলিত হইবেই সন্দেহ নাই কিন্তু ইতিহাসে লিখিত থাকিবে বিধবা বিবাহের উদ্যম সময়ে শ্রীশচন্দ্র নামা কোন কৃতঘ্ন এরূপে উদ্যম ভঙ্গ করিয়াছিলেন? দেখা যাইবে শ্রীশচন্দ্র সুপ্রিম কোর্টে কি উত্তর দিয়া বাদিনীর কৌন্সেলিগণকে নিরুত্তর করেন, সুপ্রিম কোর্টে এই এক নূতন মোকদ্দমা হইবে আমরাও শুনিতে যাইব শ্রীশচন্দ্র কি উত্তর করেন।

## সম্পাদকীয়। ৯ ডিসেম্বর ১৮৫৬। ১০১ সংখ্যা

### বিধবা বিবাহ

আমরা বহুকালাবধি যে বিষয়ের জন্য পরিশ্রম করিয়াছিলাম এবং যাহার জন্য দেশস্থ অনেকে আমারদিগকে তিরস্কার করিয়াছেন বরং বহু লোকের প্ররোচনায় কত ব্যক্তি আমারদিগের জীবিকা পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইয়াছেন, সংক্ষেপে বলিতে হইলে হিন্দু মধ্যে অসংখ্য লোক আমারদিগের বিপক্ষ হইয়া রহিয়াছেন। আমরা একদিকে হইয়া কেবল পরমেশ্বরের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়াছি এবং যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম তাহা হইতে বিচলিত হই নাই গত রবিবাসরীয় রজনীযোগে সেই প্রতিজ্ঞার সুখ ভোগ করিয়াছি অতএব পরমেশ্বরকে অসংখ্য নমস্কার দিলাম, শ্রীশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় যিনি অতি ভদ্রকুলে জন্মিয়াছেন, ৭।৮ শত ভদ্র ব্রাহ্মণ যাঁহার বাটীতে অন্ন ভোজন করেন, ৮প্রাপ্ত রামধন তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় যিনি এতদ্দেশে অদ্বিতীয় রূপে কথকতা ব্যবসায় করিতেন, শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার পুত্র। সংস্কৃত কলেজে এতদ্দেশে প্রচলিত প্রায় সর্ব্বশাস্ত্র পড়িয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সুপণ্ডিত জানিয়া মুর্শিদাবাদি কয়েক জেলার পণ্ডিত কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন, শ্রীশচন্দ্রের কোন দোষ নাই, বরং চন্দ্রে কলঙ্ক আছে শ্রীশচন্দ্রে কোন কলঙ্ক দেখা যায় না, সেই শ্রীশচন্দ্র বরপাত্র, কন্যা অতি বিশিষ্ট কুলজাতা সদ্বংস বনিতা, বালিকা কালে বিধবা হইয়াছিলেন, তাঁহার বয়ঃক্রম একাদশ বৎসর, ঐ সৎকুল জাতার মাতার নাম শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দেবী, তিনি প্রাণাধিক বালিকার বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিলেন না অতএব শ্রীশচন্দ্র বরে কন্যা দান সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধ করিয়া ঐ কন্যাকে কলিকাতা নগরে লইয়া আসিলেন এতন্নগরীয় শিমলা পল্লীর সুকেশ ষ্টিট স্থানের দ্বাদশ সংখ্যক ভবনে মহা সভা হইয়াছিল, গত রবিবাসরীয় রজনীযোগে লক্ষ্মীমণি দেবী শ্রীশচন্দ্র বরে ঐ কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন, বিবাহের পূর্ব্ব দিনে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বিস্তর চলিত পত্র বিতরণ হইয়াছিল

উপস্থিত পণ্ডিতগণকে পত্র দিতে অবকাশ হয় নাই। অনেকে উপস্থিত হইয়াছিলেন অধ্যক্ষ মহাশয়েরা তাঁহারদিগের নাম লিখিয়া লইয়াছিলেন, বরযাত্র, কন্যাযাত্র, প্রায় দুই সহস্র লোকের সমাগম হইয়াছিল, বিবাহ সভায় দর্শকদিগের স্থান হইবার উপায় ছিল না। পরিশেষে এমত গোল হইয়া উঠিল দর্শকদিগকে নিবারণ করিয়া রাখা যায় না অতএব অগত্যা পোলিসাশ্রয় করিতে হইয়াছিল। শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দেবী ন্যূনাধিক দুই সহস্র লোকের খাদ্য দ্রব্যাদি আনয়ন করিয়াছিলেন, বিবাহ পরে সমস্ত রাত্রি নিমন্ত্রিতা নিমন্ত্রিত সাধারণ সর্ব্বজনকে ভোজন করাইয়াছেন, বিবাহকালে স্ত্রী আচারাদি যে সকল হইয়া থাকে এ বিবাহে সে সকলের কোন অংশে ত্রুটি হয় নাই। যথাশাস্ত্র মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক কন্যা সম্প্রদান হইয়াছে, যদি মধ্যে গোলমাল না হইত তবে সপ্তাহ পূর্ব্বাবধি নৃত্য গীত, বাজী ইত্যাদির আমোদাদিও হইতে পারিত, শ্রীশ ভট্টাচার্য্যের মাতা ঠাকুরাণী ছুরী হস্তে করিয়া বসিলেন যদি শ্রীশচন্দ্র বিধবা বিবাহ করেন তবে গলদেশে ছুরী দিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন, এই কারণ অগ্রহায়ণ মাসের দশম দিনে এবং পঞ্চদশ দিনে বিবাহ হয় নাই নাই, পরে মাতাকে সান্ত্বনা করিয়া ভ্রাতাদির অনুমতি লইয়া শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন, ইহাতে আমরা শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে আর্য্য স্থানে ধন্যবাদ দিলাম।

এইক্ষণে শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে এবং তাঁহার উত্তর সাধক মান্য বংশ ধনিগণকে যথাযোগ্য নমস্কার ও আশীর্ব্বাদ করি। তাঁহারদিগের সচ্চেষ্টায় হিন্দু বিধবাদিগের বৈধব্য কষ্ট নিবারণের এই সুপথ প্রস্তুত হইল, যাঁহারা কণ্টক ছিলেন তাঁহারা এতৎপথের উভয় পার্শ্বে সরিয়া পড়িলেন, ঐ সকল মহামহিমেরা এইক্ষণে আমারদিগের প্রতি বিরক্ত হইবেন কিন্তু কিছুকাল পরে যখন বিধবাগণের স্বত্বাধিকার বুঝিতে পারিবেন তখন পুনর্ব্বার স্নেহভাব প্রকাশ করিবেন। আমরা ভীতভাবে নত হই না। প্রকৃত বিষয়ে প্রাণপণ অঙ্গীকার করি। সহমরণ নিবারণ কালেও হিন্দু-মহাশয়েরা আমারদিগের প্রতি খড়্গ হস্ত হইয়াছিলেন কিন্তু এইক্ষণে আর কেহ সতী দেখিতে পান না, অনেকে বলেন সহমরণ নিবারণে হিন্দুরাজ্য স্ত্রীহত্যা পাপ হইতে উদ্ধার পাইয়াছে। হিন্দু বিধবাদিগের বিবাহ প্রচলিত হইয়া গেলে কিছুকাল পরে সকলেই বলিবেন গর্ভহত্যা পাপ হইতে নিস্তার পাইলেন, হিন্দু বিধবা বিবাহ বিষয়ে এ দেশের মান্য ২ লোকেরাও অনেক উদ্যোগ করিয়াছিলেন, বিশেষতঃ রাজা নন্দকুমার রায় বাহাদুর, রাজা রাজবল্লভ রায় বাহাদুর পরাক্রান্ত মনুষ্য হইয়াও ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয় কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমে সর্ব্বোপরি টীকা দিলেন, পরমেশ্বর তাঁহাকে চিরজীবী করুন, কলিকাতা নগরীয় সম্ভ্রান্ত পদধারী অভিমানভারী মহাশয়গণ এইক্ষণে কোথায় রহিলেন? প্রতি বাড়ীর নব্যকল্পেরা এই বিবাহ সভায় গমন করিয়াছিলেন, দলপতি মহাশয়েরা কি দলস্থ ব্রাহ্মণ

পণ্ডিতগণকে আটক করিয়া রাখিতে পারিলেন? যে ২ বাড়ীর যে সকল যুবারা এবং যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা বিবাহ সভায় গমন করিয়াছিলেন আমরা তাঁহারদিগের নাম ধাম তালিকা পাইয়াছি, অদ্য লিখিলাম না যিনি বলিবেন বিবাহ সভায় যান নাই তাঁহাকে দেখাইয়া দিব তাঁহার পুত্র কি পৌত্র কি দৌহিত্র কি ভাগিনেয় ইত্যাদি কেহ না কেহ গিয়াছেন, এবং দলস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সভায় যাইয়া বিদায় লইয়া আসিয়াছিলেন এইক্ষণে সকলে আপনারদিগের ঘর সন্ধান করুন। এই বিবাহে লক্ষ্মীমণি দেবীর অন্তঃপুরে এতন্নগরীয় প্রায় ২০০ শত ভদ্র স্ত্রীলোক গমন করিয়াছিলেন এবং অনেকে বরকন্যাকে যৌতুকও দিয়াছেন।

## সংবাদ। ২ ডিসেম্বর ১৮৫৬। ৯৮ সংখ্যা

নগরীয় গঙ্গার উপরিস্থ ডিঙ্গী নৌকার নাবিকেরা পরস্পর ঐক্য হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে গবর্ণমেণ্ট নৌকার উপর টাক্স বসাইলে তাহারা নৌকা চালন কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে, এই পরামর্শ করিয়া অনেকে নৌকা চালন কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে, হাবড়ায় একশত নৌকা বন্ধ করিয়াছে সাধারণে এতজ্জন্য অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন।

## সম্পাদকীয়। ৪ ডিসেম্বর ১৮৫৬। ৯৯ সংখ্যা

### মিথ্যা গোল

ইংলিসম্যানের সমাচার দাতা মিথ্যা গোল তুলিয়াছেন রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর, রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, বাবু খেলাচ্চন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি মান্যলোকেরা দশ সহস্র লোকের নামাঙ্কিত এক আবেদন পত্র সমর্পণ করিবেন তাহাতে প্রার্থনা থাকিবে হিন্দু বিধবাদিগের বিবাহ সম্বন্ধীয় যে বিধি প্রচার হইয়াছে তাহা রহিত হয়, আমরা এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম ইংলিসম্যানের সমাচারদাতা সর্ব্বৈব মিথ্যা লিখিয়াছেন, রাজা বাহাদুরেরা এবং কলিকাতা নগরীয় মান্য লোকেরা অকর্ম্মণ্য নহেন, কেহ শাস্ত্রীয় কার্য্যে, কেহ বিষয় কার্য্যে এইরূপ কোন কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, মিথ্যা গালগল্পে কালক্ষেপ করিতেছেন না, বিধবা বিবাহ সম্বন্ধীয় বিধি নিবারণ জন্য অগ্রেই ন্যূনাধিক লক্ষ লোকের স্বাক্ষরিত আবেদন পত্র সমর্পণ করিয়াছিলেন, ব্যবস্থাকারক মহাশয়েরা তাহার সমাদর করেন নাই, তৎপরে বিধি নির্ব্বন্ধ হইয়া গিয়াছে পুনরায় চর্ব্বিত চর্ব্বণে গর্ব্ব রক্ষা পাইবেক না তাঁহারা ইহা জানেন অতএব পুনরায় নিবেদন করিয়া লজ্জা গ্রহণ করিতে যাইবেন না, বিশেষত হিন্দু ধর্ম্মাচারি মহামহিমদিগের শঙ্কা পরিহার হইয়াছে, পূর্ব্বে শঙ্কা ছিল বিধবা বিবাহ সম্বন্ধীয় বিধি প্রচার হইলেই বিধবারা দ্বিতীয় ধবে পুনঃ সধবা হইতে চাহিবেন তৎপরে বিধবা বিবাহের বিধি প্রচার হইয়া

গিয়াছে, তথাচ ভদ্রজাতীয়া কোন বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গে উৎসাহ প্রকাশ করেন নাই কলিকাতা নগরে এবং বাহিরে কোন্ প্রধান ঘরে কত বিধবা আছেন আমরা না জানি এমত কুলকামিনীই প্রায় নাই এবং বিধবা বিবাহ বিধি প্রকাশ হইলে পর ঘর ২ অনুসন্ধান করিয়াছি কোন বাড়ীর কোন বিধবা কোন প্রকারে উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন এ পর্য্যন্ত তাহা জানিতে পারিলাম না, কোন অবলা কৌতুকচ্ছলেও বলেন নাই বিবাহ করিবেন, অধিক বলিয়া প্রয়োজন কি, আমরাই অনেক অবিধবার ধন মানের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছি, প্রয়োজনমতে তাঁহারদিগের নিকটে যাইতে হয় এবং যে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করেন সেই মত পরামর্শ বলিয়া আসি তাঁহারাও শুনিয়াছেন বিধবা বিবাহের বিধি প্রকাশ হইয়াছে এবং আমরাই পূর্ব্বাবধি এ বিষয়ের উদ্যোগী আছি তত্রাচ তাঁহারদিগের দাস দাসীরাও আমারদিগের সাক্ষাতে এবিষয়ের কোন প্রসঙ্গ উপস্থিত করে নাই অতএব সম্ভ্রান্ত কুলমহিলারা যখন বিবাহ করিতে সম্মতা হন নাই তখন রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর, রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, বাবু গেলাচ্চন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি মহামহিমেরা পুনর্ব্বার কেন আবেদন করিতে অগ্রসর হইবেন? ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্ট কতবার কত বিধি করিয়াছেন বিধি পুস্তকে তাহা লিখিত রহিয়াছে, তাহাতে প্রজাদিগের কি অনিষ্ট হইয়াছে? জাতিভ্রষ্টেরা পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইবেন এই বিধান প্রকাশের আন্দোলন কালে কম্পিত হইয়াছিলেন এই বিধি রাজবিধি হইলে হিন্দু বালকেরা একেবারে খ্রীষ্টিয়ান হইয়া যাইবেক, এই বিধান প্রচার করণের পূর্ব্বে কত হিন্দু বালক খ্রীষ্টিয়ান হইয়াছে? এই বিষয় বিবেচনা করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন হিন্দুদিগের ধর্ম্ম বন্ধন, বড় কঠিন বন্ধন এ বন্ধন মুক্ত করণ সহজ বিষয় নহে, শিক্ষায় ২ যে সময়ে হিন্দুজাতীয় স্ত্রী পুরুষাদি সকলের অন্তঃকরণ এই বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে তখন ভয়ের বিষয় বটে কিন্তু সে সময় অনেক দূরে রহিয়াছে, ইহার মধ্যে কখন কি ঘটনা হইবে তাহা কে বলিতে পারেন? ইংরাজেরাই কি চিরকাল ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতে পারিবেন "গতাঃ পৃথিবীপালাঃ সসৈন্য বল বাহনাঃ। বিয়োগ সাক্ষিণী যেষাং ভূমি রদ্যাপি তিষ্ঠতি।"

## সম্পাদকীয়। ৯ ডিসেম্বর ১৮৫৬। ১০১ সংখ্যা

### ভারতবর্ষীয় সভা

গত শুক্রবার বেলা চারি ঘণ্টা পরে ভারতবর্ষীয় সভার সভ্য মহাশয়েরা কসাইটোলা স্থানীয় তৃতীয় সংখ্যক ভবনে উপবেশন করিয়াছিলেন এ সভায় অধিক বিষয় উপস্থিত ছিল না, এ কারণ বহু জন গমন করেন নাই, তথাপি শ্রীযুক্ত বাবু রমানাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত হইয়া

সভার কার্য্য সম্পন্ন করিলেন, গবর্ণর কৌন্সেল হইতে এক পত্র আসিয়াছিল, শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহা পাঠ করিয়া সকলকে শুনাইলেন, ভারতবর্ষীয় সভা বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট সমীপে এই আবেদন করিয়াছিলেন প্রদেশ বাসি প্রজা সকলের অত্যন্ত দুরবস্থা হইয়াছে গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের অবস্থা বিবেচনা জন্যে কমিস্যনর স্থাপন করুন, শ্রীযুক্ত লেপ্টেনন্ত গবর্ণর বাহাদুর এই বিষয়ে আপন অভিপ্রায় লিখিয়া আবেদন পত্র সহিত গবর্ণর কৌন্সেলে প্রেরণ করেন, গবর্ণর কৌন্সেলাধিপতি মহামতি শ্রীযুক্ত লার্ড কেনিং বাহাদুর ভারতবর্ষীয় সভা সম্পাদক মহাশয়কে লিখিয়াছেন, আপনারদিগের আবেদন পত্র ও লেপ্টেনেন্ত গবর্ণরের অভিপ্রায় পত্র গবর্ণর কৌন্সেলে আসিয়াছে, গবর্ণর কৌন্সেল বিবেচনা করিয়া দেখিলেন এইক্ষণে মফস্বল বাসি প্রজাদিগের অবস্থা পরীক্ষা জন্য কমিস্যনর স্থাপন করিলে অনিষ্ট সম্ভাবনা অতএব গবর্ণর কৌন্সেল ভারতবর্ষীয় সভার মান্যবর সভা মহাশয়দিগের প্রার্থনারূপ আজ্ঞা প্রদান করিতে পারিলেন না।

স্থপ্রিমকোর্ট ও সদর দেওয়ানি আদালত একত্র হইয়া "হাই কোর্ট" নামক বিচার স্থল সংস্থাপনের আন্দোলন হইতেছে অতএব সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু রমানাথ ঠাকুর মহাশয় অনুমতি করিলেন ভারতবর্ষীয় সভায় কৌন্সেলী সাহেবের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক সম্পাদক মহাশয় ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিয়া সভাসমীপে সমর্পণ করিবেন তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় ইংরাজী ভাষায় এক পত্র লিখিলেন অনুমতি হইল সম্পাদক মহাশয় তাহা প্রেরণ করিবেন, তৎপরেই সভাভঙ্গ হইল। যে দেশে সভা নাই সে দেশে সভ্যও নাই, সভ্য না থাকিলে সভ্যতাই বা কোথা হইতে আসিবে? এতদ্দেশীয় লোকেরা প্রার্থনা করেন সভ্যতার শুভাগমন হউক, আমরা জিজ্ঞাসা করি সভ্য কে? আধার নাই আধেয় কোথা হইতে আসিবে? পূর্ব্বে ইউরোপ রাজ্যও বঙ্গ রাজ্যের ন্যায় অসভ্য রাজ্য ছিল, পরে ইউরোপীয়েরা নানা দেশ হইতে বিদ্যা সংগ্রহ করিয়া প্রতি রাজ্যে সভা সংস্থাপন করিলেন, প্রথম রাজসভা, প্রজাসভা, এই দুই সভা হয় তৎপরে ক্রমে ২ সভা সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, এইক্ষণে প্রতি রাজ্যে পাড়ায় ২ প্রজাসভা হইয়াছে, রাজসভা হইতে যদি প্রজাপক্ষের অনিষ্টকর কোন বিষয় প্রকাশ পায় তবে প্রজা সকল পাড়ায় ২ সভা করিয়া আপনারদিগের দুঃখের বিষয় রাজদ্বারে উপস্থিত করেন, ইহাতেই রাজ্যেশ্বরেরা দেখেন প্রজা সকল ঐক্যবাক্য হইয়াছেন অতএব প্রজা সকলকে সন্তুষ্ট রাখিয়া রাজ্য রক্ষা করেন, প্রজা সকল বিপক্ষ হইয়া উঠিলে রাজ্যেশ্বর সুস্থির থাকিতে পারেন না, প্রজাসভা হইতেই আমেরিকা রাজ্য স্বাধীন হইয়াছে, আমেরিকা রাজ্যে রাজা নাই, প্রজারাই রাজত্ব করিতেছেন আমেরিকায় যে সকল ক্রীতদাস ছিল এইক্ষণে তাহারাও সভায় ২ একত্র হইয়া আপনাদিগের স্বাধীনতার উপায় চেষ্টা করিতেছে, যাঁহারা দাস দাসী ক্রয় করিয়া এতকাল রাখিয়াছিলেন এইক্ষণে ক্রীতদাসেরা তাঁহারদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিয়াছে, তাহারা আপনারদিগের মধ্যে সভা করিয়া সভ্যতার সুখ বুঝিতে পারিয়াছে, এই কারণ

সাহস ও বল বুদ্ধি কৌশলে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে ; অবিলম্বে দাস পাশ হইতে মুক্ত হইবে সন্দেহ নাই।

ফ্রান্সদেশীয় প্রজাসকল স্থানে ২ সভা করিয়া সভ্য হইয়াছেন, আর কোনও সিংহাসনের অধীনে থাকিতে চাহেন না, পাঠক মহাশয়েরা স্মরণ করুন ফ্রান্স দেশীয় প্রজারা সভায় ২ মন্ত্রণা পূর্ব্বক স্বাধীনতার উদ্যোগ করিয়াছিলেন তাহাতে প্রাচীন বাদশাহের বক্ষ-লক্ষ্যে কতবার গুলীক্ষেপ করেন, পরে প্রাচীন বাদশাহ ধনজন সিংহাসনাদি পরিত্যাগ করিলেন, এবং সস্ত্রীক হইয়া এক মৎস্যতরী আরোহণ পূর্ব্বক ইংলণ্ডে যাইয়া রক্ষা পাইলেন, এইক্ষণে ফ্রান্স রাজ্যে যিনি প্রভুত্ব করিতেছেন ইনি রাজা নহেন প্রজাপক্ষ প্রভু হইয়া রাজ্য রক্ষা করেন ইঁহার প্রতিও প্রজা সকল বিরক্ত হইয়াছেন, অল্পকাল হইল সমাচার পত্রে প্রকাশ পাইয়াছিল, প্রজাগণ ইঁহাকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, ধর্ম্মে ২ রক্ষা পাইয়া এইক্ষণে প্রজাগণকে "নমস্তুভ্যং ২" বলিতেছেন এবং ইংলণ্ডীয় মহারাজ্ঞীর প্রতি কতবার গুলীক্ষেপ হইয়াছিল পাঠক মহাশয়েরা তাহাও শ্রবণ করিয়া থাকিবেন, রুষীয় বাদশাহ প্রজাদিগের অভিপ্রায় লইয়া যুদ্ধ পরিচ্ছদ পরিয়াছিলেন, প্রজাগণের নিবারণে বারণ পথে গিয়াছেন অতএব যে রাজ্যে যিনি রাজ্যেশ্বর হউন প্রজা সকলকে বশীভূত না রাখিলে তিনি সিংহাসনে থাকিতে পারেন না। কিন্তু প্রজারা সভা করিয়া সকলে ঐক্যবাক্য না হইলে রাজ্যেশ্বর প্রজাগণের বাক্যে কর্ণপাত করেন না. এইক্ষণে জিজ্ঞাসা করি এতদ্দেশীয় লোকেরা কি সভা করিয়া মন্ত্রণা করিতে ঐক্যবাক্য হইয়াছেন ? আসীয়া নামক মহাখণ্ডের বিষয় পণ্ডভাবে থাকুক, যে রাজ্য বঙ্গরাজ্য নামে বিখ্যাত হইয়াছে এবং বঙ্গরাজ্যের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কত রাজা বাদশাহাদি রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন সেই বিরাটাঙ্গ বঙ্গ রাজ্যে কি প্রজা সভা হইয়াছে ? বঙ্গপুরে একটি সভার অঙ্গরাগ মাত্র হইয়াছিল ভূম্যধিকারি মহাশয়েরা ঘরে ২ বিবাদ করিয়া সে সভাকেও রঙ্গপুর গাঙ্গে বিসর্জ্জন দিয়াছেন, এতদ্দেশীয় সম্মানার্হ বাঙ্গালিরা কলিকাতা নগরে "ভারতবর্ষীয় সভা" নামে এক সভা স্থাপন করিয়াছিলেন এই সভার প্রথমানুষ্ঠানে বাঙ্গালিরা পঞ্চশত মুদ্রা প্রণামী দিয়া সভা প্রবেশ করেন, ভারতবর্ষীয় সভার সভ্য মহাশয়েরা আপনাদিগের লাভের জন্য সভা করেন নাই, বঙ্গরাজ্য স্বাধীন রাজ্য হইবে, দুঃখ হইলে রাজদ্বারে জানাইবেন, রাজা তাহার প্রতীকার করিবেন ইত্যাদি অভিপ্রায়ে ভারতবর্ষীয় সভা নামে প্রধান সভা করিয়াছেন কিন্তু ভারতবর্ষীয় সভার এমত অভিপ্রায় নহে সকলে ঐক্যবাক্য হইয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর গুলীক্ষেপ করিবেন। সভ্য মহোদয়দিগের এই অভিলাষ ব্রিটিসাধিকারে থাকিয়া প্রজাদিগের যেন সুখ বৃদ্ধি করিবেন। রাজ্যেশ্বর সুখে থাকুন, প্রজারা যেন দুঃখ পান না এই অভিপ্রায়ে ভারতবর্ষীয় সভা স্থাপিত হইয়াছিল, এইক্ষণে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট পদে ২ মান্য ২ প্রজাগণকে অন্যায়রূপে দোষাস্পদ করিতেছেন, আর নানা প্রকার করে ২ প্রজা সকলকে নিষ্কর করিয়া ফেলিলেন এই কারণ ভারতবর্ষীয় সভা প্রজা সুখ চাহেন তবে ভারতবর্ষবাসী মান্যলোকেরা

কি কারণ এই সভার সহিত সংযুক্ত হন না? এই বিষয়টী জিজ্ঞাসা করিয়া অদ্য লেখনীকে বিশ্রাম দিলাম, বঙ্গরাজ্যবাসি ধনি প্রজাসকল এই জিজ্ঞাসার উত্তর প্রদান চিন্তা করুন, কুকর্ম্মে অর্থ দিবেন, সভার সংযুক্ত হইবেন না, কিরূপে স্বাধীনতার আগমন হইবে তাহা দেখিবেন না, আমরা এ বিষয়ে কাহাকেও ছাড়িব না, আমারদিগের বক্তব্য সকল ক্রমে প্রকাশ করিব।

## সংবাদ। ৯ ডিসেম্বর ১৮৫৬। ১০১ সংখ্যা

### বিধবা বিবাহ

আমরা মান্দ্রাজের পত্র পাঠে আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি সালেম নামক স্থানে এক ভদ্র হিন্দু দুহিতার পুনঃ পরিণয় হইয়াছে, কন্যার বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বৎসর, বালিকাকালে পতিহীনা হইবায় তাহার পিতা পুনর্ব্বিবাহের প্রস্তাব করেন জ্ঞাতি বন্ধুদিগের ভয়ে এতাবৎকাল সাহসিক হইতে পারেন নাই, পরমেশ্বরের নির্ব্বন্ধ কেহ খণ্ডাইতে সমর্থ নহেন, পরিশেষে তাঁহার কন্যাকে কোন সুপাত্রে সমর্পণ করিয়াছেন, বিবাহ দিনে কন্যা কর্ত্তার বাটীতে অনেক ভদ্রলোকের সমাগম হইয়াছিল, সিবিল সম্পর্কীয় একজন প্রধান হিন্দু বিবাহ সভায় উপস্থিত হইয়া অনেক আমোদ করিয়াছিলেন।

## সম্পাদকীয়। ১৩ ডিসেম্বর ১৮৫৬। ১০৩ সংখ্যা

এইক্ষণে অশান্ত জমীদারেরা প্রায় শান্ত মূর্ত্তি হইয়াছেন, প্রজাগণের উপর তাঁহারদিগের কুবৃত্তির বিষয় আর প্রায় শ্রবণ সন্নিধানে আইসে না কিন্তু অদ্যাপিও গবর্ণমেন্টের চিত্ত বৃত্তি হইতে পূর্ব্ব সংস্কার পরিহার হয় নাই, যদি কোন প্রজা গবর্ণমেন্ট সমীপে ভূম্যধিকারীর বিপক্ষে অসত্যও বলে তথাচ গবর্ণমেন্ট তাহাই সত্যজ্ঞান করেন, ভূম্যধিকারী শত ২ সত্য প্রমাণ দিলেও যে সকল প্রমাণ সত্য প্রমাণ রূপে রাজ গ্রাহ্য হয় না, জমীদারদিগের প্রতি যখন রাজেশ্বরের এই প্রকার অবিশ্বাস রহিয়াছে তখন তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য কি? কেবল সত্য পথে থাকিয়া প্রজাদিগের প্রতি সন্তানাদির ন্যায় বাৎসল্য প্রকাশ উচিত, এইরূপ করিলে অসত্যকে পরাজয় করিয়া সত্যই সর্ব্বোপরি বিরাজমান হইবে, তখন গবর্ণমেন্টও জানিতে পারিবেন ভূম্যধিকারিরা নির্ম্মল পথে চলিয়াছেন অতএব প্রজারা সহস্র ২ বিপক্ষতা করিলেও রাজপুরুষগণ তাহাতে কর্ণপাত করিবেন না, আমরা এতদ্দেশীয় ভূম্যধিকারি মহাশয়দিগকে এইরূপ শুদ্ধ করিতে বাসনা করি কিন্তু জমীদারেরা সকলে সে পথে চলেন না, সম্প্রতি এক বিষয় শ্রবণে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি অতএব রাজপুরুষ মহোদয়গণ সন্নিধানে তাহা নিবেদন করি।

শেওড়াফুলি নিবাসি জমীদার মহাশয়গণ যাঁহারা ভূপতি নামে পরিচয় দেন এবং

দশআনী জমিদার নামে বিখ্যাত হইয়াছেন, তাঁহারা এ বিষয় জ্ঞানেন কিনা আমরা বলিতে পারিলাম না অতএব রাজা বাহাদুরেরাও ইহা বিবেচনা করিবেন।

বালিগ্রামে তাঁহাদিগের এক কাছারী আছে ঐ কাছারীর কর্ম্মচারিরাই এই নিষ্ঠুরাচার করিয়া থাকিবেন, বালিগ্রামে এক দুঃখি প্রজা বসতি করে তাহার নাম পীতাম্বর নাপিত, পীতাম্বরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এক প্রকার ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, জগদ্ধাত্রী পূজার পুর্ব্বদিনে এক জগদ্ধাত্রী প্রতিমা আনিয়া একগৃহে রাখিয়া সে পলায়ন করে, পীতাম্বর বেলা দুই প্রহরকালে বাড়ীতে যাইয়া প্রতিমা দেখিয়া অস্থির হইয়া পড়িল, পীতাম্বরের চারি পুত্র, তাহারা অতি বালক, এক স্ত্রী, আর ঐ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী পুত্রাদিও তিন চারিটা হইবে; তাহার পুঁজীপাটা কেশ কাটা, কলিকাতা নগরে এই ব্যবসায় করিয়া বাড়ীতে পয়সা লইয়া না গেলে ঐ সকল বালক বালিকাদি অন্ন পায় না, পীতাম্বর গৃহমধ্যে জগদ্ধাত্রী দেখিয়া বাটীতে স্নান পর্য্যন্ত করিল না, অমনি গঙ্গাপার হইয়া কলিকাতায় আসিয়া কোন ভদ্রলোকের দুই চরণ ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিল তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন তোর কি হইয়াছে? তাহাতে এই বিবরণ বিস্তারিত রূপেতে কহিল, পরে ঐ ভদ্রলোক তাহাকে বিংশতি মুদ্রা ধার দিলেন, ঐ টাকা লইয়া যাইয়া কোন প্রকারে পরদিবস পূজা সম্পন্ন করিল, পাড়া প্রতিবাসি জ্ঞাতি কুটুম্বাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, একটী পাঁঠা বলিদান দিয়াছে ইহাতে কুটুম্বাদি দুঃখি লোকেরা আহ্লাদিত হইয়াছে ঐ পাঁঠা পাক হইলে মাংস ভোজন করিবে এ বৎসর ধনিলোকেরাই মাংসাভাবে নির্ম্মাংস হইয়া যাইতেছেন গরীবেরা ছাগ মাংসের পরমাণুও দেখিতে পায় না, চারি পাঁচ জনে ঐ পাঁঠা ছড়িতে বসিয়াছিল এই সময়ে দশ আনী কাছারী হইতে দুই জন পদাতিক যাইয়া অর্দ্ধ ছড়া পাঁঠাটী কাড়িয়া লইয়া গেল, ইহাতে দুঃখিগণ কি প্রকারে নিরানন্দে পড়িল এবং পীতাম্বরের অন্তঃকরণ কিরূপ হইল পাঠক মহাশয়েরাই বিবেচনা করিবেন, তৎপরে আর পাঁঠা আনিতে পারিল না, তাহারদিগের মহাপ্রসাদ ভোজনভিলাস রোদনেই পর্য্যাপ্ত হইল।

তৎপরে পূজা হইয়া গিয়াছে দশ কিম্বা দ্বাদশ দিবস পরে দশ আনী কাছারী হইতে দুই জন পদাতিক আসিয়া পীতাম্বরকে ধরিয়া লইয়া যাইয়া কাছারীতে কয়েদ রাখিল, কহিল তুই জগদ্ধাত্রী পূজা করিয়াছিস্ রাজপ্রণামী দুই টাকা, এবং আমারদিগকে আট আনা এই আড়াই টাকা না দিলে উঠিয়া যাইতে পারিবি না, সে সময়ে পীতাম্বর আড়াই টাকা কোথায় পায়? নিরাহারে দুই দিবস কয়েদ রহিল, তৃতীয় দিনে তাহার স্ত্রী ঘটী, বাটী বিক্রয় করিয়া দুই টাকা লইয়া গেল, পরে রাজ প্রণামী পাঁচ সিকা দুই পদাতিককে আট আনা এই সাত সিকা দিয়া মুক্ত হইয়া আসিয়াছে, হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট মহাশয় বুঝি এ বিষয় শ্রবণ করেন নাই? কি রূপেই বা শুনিতে পাইবেন? তাঁহার অধীন চৌকীদারেরাও দিবা রাত্রি দশ আনী কাছারীর কর্ম্ম করে, কাছারীর

লোকেরা যদ্যপি কোন ব্যক্তিকে কাটিয়া ফেলেন তথাপি চৌকীদারেরা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমীপে তাহা বলিবেক না, সরকারী চৌকীদারগণ ভূম্যধিকারিদিগের পাদুকার নিকট ছায়ার ন্যায় রহিয়াছে, এই ক্ষণে মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি তিনি এ বিষয়ের আশু তদন্ত করিবেন কি না? ছয় আনী জমীদার অন্নদাপ্রসাদ রায় বালিগ্রামেই থাকিতেন তিনি অত্যাচারকারী ভূম্যধিকারিদিগের মধ্যে এক জন গুরু মহাশয় হইয়াছিলেন, পরিপূর্ণ পাপে ধৃত হইয়া দ্বীপান্তরে গিয়াছেন, তাঁহার অংশীদার দশ আনী জমীদার মহাশয়েরাও কি সেই পথেই চলিবেন? তাঁহারদিগের অনুমতিক্রমে যদি এই নিষ্ঠুরাচার হইয়া থাকে তবে একবার কি দশবার হউক আমরা এই বিষয় লিখিয়া২ লেপ্টেনেন্ত বাহাদুরকে উত্তেজনা করিব, আর যদ্যপি অগোচরে হইয়া থাকে তবে পীতাম্বরের সাত সিকা পীতাম্বরকে ফিরাইয়া দিন এবং যে কর্ম্মচারিরা প্রজাদিগের মুখগ্রাস ছাগ মাংস কাড়িয়া লইয়া গিয়াছিল এজন্য তাহারদিগের উপযুক্ত দণ্ড করুন, আমারদিগের নিকট এই সমাচার আসিলে আমরা ভূম্যধিকারী মহাশয়দ্বয়ের গুণোৎকীর্ত্তন করিব।

## চিঠিপত্র। ১৬ ডিসেম্বর ১৮৫৬। ১০৫ সংখ্যা

মহামহিম শ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

দেশমধ্যে কোন মহাত্মা সাধারণের হিতকর কোন একটি কার্য্য করিয়া উঠিলে তাঁহাকে যথোচিত পুরস্কৃত বা তদীয় গুণকীর্ত্তন দ্বারা অধিকতর উৎসাহিত করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

এক্ষণে এদেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত করা যে একটা অতি মহৎকর্ম্ম ও পরম মঙ্গল হেতু ইহাতে কোন সন্দেহ নাই অতএব এ বিষয়ে যে যে মহোদয় সাহায্য করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই অতি পুণ্য ভাজন এবং সকলেই অগণ্য ধন্যবাদের পাত্র, বিশেষতঃ এই কার্য্যের প্রধান উদ্যোগী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কত বড় লোক তাহা ব্যক্ত করা যায় না, তাঁহার এক একটা গুণের কথা মনে করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে সকলেই বলিয়া থাকেন বিধাতা একাধারে সকল গুণ প্রদান করেন না কিন্তু একটী বিদ্যাসাগর শরীরেই ইহা নিতান্ত অমূলক বোধ হয় ইহার যাবতীয় গুণ বর্ণন করিতে গেলে একখানা বৃহৎ পুস্তক লিখিতে হয় সুতরাং সে বিষয়ে ক্ষান্ত হইয়া উপস্থিত বিষয়েই কিঞ্চিৎ উল্লেখ করি।

উক্ত মহোদয় স্বদেশের হিত বিষয়ে যে কি পর্য্যন্ত অনুরাগী তাহা বর্ণনাতীত অন্য দেশীয় ইতিহাসাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়, কোন মহাত্মা স্বদেশের হিত বিষয়ে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া চিরস্থায়িনী কীর্ত্তিলাভ করিয়াছেন বিদ্যাসাগর মহাশয়কেও তদনুরূপ দেশহিতৈষী বলিতে পারা যায়। উক্ত মহোদয়ও স্বদেশের হিত নিমিত্ত আবশ্যক হইলে বোধ হয় প্রাণদানেও পরাঙ্মুখ হয়েন না যেহেতু ইনি বিধবা বিবাহ উপলক্ষে এক একদিন

এমত পরিশ্রম করিয়াছেন যে তাহা মনুষ্য শরীরে কখনো সহ্য হইতে পারে না ইহাতেও যে তিনি জীবিত থাকিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন এ কেবল প্রবল পরোপকার প্রত্যাশা বলেই বলিতে হইবে, স্বদেশীয় মহাশয়েরা ভাবিয়া দেখুন দেখি বিদ্যাসাগর মহাশয় দ্বারা কত বড় কর্ম্মটী সুসম্পন্ন হইল এবং ইহাতে তাঁহার কত বড় সাহস, কত বড় সহিষ্ণুতা, কত ক্ষমতা, কত ধীরতা, কি দৃঢ় প্রতিজ্ঞাও কি পর্য্যন্ত স্বদেশ হিতৈষিতা প্রকাশ পাইল।

এই বিষয়ে কত কত প্রধান ব্যক্তি কত ২ বাবু কত আন্দোলন করিয়াছিলেন কেহ কিছু করিতে পারেন নাই কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় হস্তক্ষেপ মাত্র সম্পন্ন করিলেন ইহাতে বোধ হয় তাঁহার তুল্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও স্বদেশ শুভাকাঙ্ক্ষী এতদ্দেশে প্রায় জন্মগ্রহণ করেন নাই, দেখুন, উক্ত মহোদয় প্রথমতঃ বিধবা বিবাহের ঔচিত্য পক্ষে শাস্ত্রীক প্রমাণ প্রদর্শন করাইলে বিপক্ষ দল চতুর্দ্দিগ হইতে একেবারে কেবল কোলাহল করিয়া উঠিলেন, কত কত পণ্ডিতবর তৎপুস্তকে প্রচুর পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিলেন, কেহ ছলে, কেহ কৌশলে, কেহ কেহ বা স্পষ্টই গালি দিয়াছেন, তেমন ২ লোক হইলে ইহাতে এককালে দেশত্যাগ করিয়া পলায়ন পরায়ণ হইতেন অথবা মৃৎবৎ স্তব্ধ হইয়া থাকিতেন কিন্তু উক্ত মহোদয় কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ ও অধীর না হইয়া বরং সন্তুষ্টচিত্তে যাবতীয় পণ্ডিতের আপত্তি খণ্ডন করিয়া এক *বৃহৎ পুস্তক প্রকাশ করেন এবং রাজপুরুষদিগের গোচর করণার্থ ইংরাজি ভাষায় ইহার অনুবাদ প্রচার হয় ইহাতে কি তাঁহার সামান্য সহিষ্ণুতা সামান্য ধীরতা সামান্য পরোপকারিতা ও সংস্কৃত শাস্ত্রে সামান্য পারদর্শিতা প্রকাশ পাইয়াছে।

পরে বিধবা গর্ব্ভজাত সন্তানকে উত্তরাধিকারী করিবার নিমিত্ত যে আইন প্রচলিত হয় তদ্বিষয়েও কি তিনি অল্প পরিশ্রম ও অল্প যত্ন করিয়াছেন ইহাতেও বৃদ্ধেরা বলিতেছিলেন "বিদ্যাসাগর কখনও বিবাহ দিতে পারিবেন না" এখন যে তাঁহারা নীরব হইলেন, সকলে এরূপ বিবাহ শাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়াই এতকাল চুপ করিয়াছিলেন এক্ষণে উহা যে ধর্ম্মশাস্ত্র সম্মত তদ্বিষয়ে প্রায় সকলেরই প্রতীতি জন্মিয়াছে ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে ইহা অতি ত্বরায় সর্ব্বত্র প্রচলিত হইবে, দেশীয় মহাশয়েরা যেন এমত ভাবেন না, যে দুই একটী বৈ আর হইবেক না "এবং ইহাও যেন মনে করেন না যে এই বিবাহে যে সকল লোক সভাস্থ হইয়াছিলেন ইহা ছাড়া এ দলে আর কেহ আসিবেন না ও এ সভায় যত লোক আসিয়াছিলেন তন্মধ্যে অধিকাংশই বিদ্যাসাগরের অধীন তিনি উপরোধ করাতেই তাঁহারা আসিয়াছিলেন বিধবা বিবাহ নির্ব্বাহ করা তাঁহাদিগের যথার্থ অভিপ্রেত নহে" মহাশয়েরা নিশ্চয়ই জানিবেন উক্ত মহাত্মার স্বভাব সে রূপ নহে তিনি কাহাকেও উপরোধ বা অনুরোধ করেন নাই, সকলেই স্বেচ্ছাপুর্ব্বক সভায় অধিষ্টিত হইয়াছিলেন এবং তন্মধ্যে প্রায় সকলেই স্বাধীন বরং অধীন কার্য্যকারিমধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি এ বিষয়ে যথার্থ উৎসাহশালী হইলেও বিশেষ প্রতিবন্ধক বশতঃ দলভুক্ত হইতে পারেন নাই কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাদিগকে একবার মাত্র উপরোধ করিলেই তাঁহারা নিঃসন্দেহ আসিতেন ইহাতেও কি তাঁহার সামান্য ঔদার্য্য ও

সামান্য মহত্ত্ব প্রকাশ হইয়াছে, উক্ত মহাত্মা এ বিষয়ে এতবড় উৎসাহী হইলেও পরামর্শ জিজ্ঞাসুকে অম্লান বদনে ও অক্ষুণ্ণ মনে বলিয়াছেন যাঁহাদিগের কিঞ্চিৎ অসুবিধাও থাকে তাঁহাদিগের বৈবাহিক সভায় উপস্থিত হওয়া যুক্তি যুক্ত হয় না, অতএব হে স্বদেশীয় মহাশয়গণ আপনারা নিশ্চয়ই জানিবেন বিদ্যাসাগর মহাশয় সামান্য মনুষ্য নহেন জগদীশ্বরের নিতান্ত অনুগৃহীত পাত্র অথবা কৃপানিধান পরমেশ্বর এতদ্দেশীয় বিধবাদিগের অসহ্য যন্ত্রণা দর্শনে স্বয়ং ঈশ্বররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিলেও বলা যাইতে পারে। অন্যথা উক্ত মহোদয় প্রবল বিপক্ষ দলমধ্যে কেবল কতিপয় ব্যক্তির সাহায্যে কখনও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না অতএব প্রার্থনা আপনারা বৃথাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকলে এক বাক্য হইয়া যথার্থ শাস্ত্র সম্মত ব্যবহার প্রচলিত করণে সযত্ন হউন এবং উক্ত মহামহিমও স্বীয় স্বভাবগুণে স্বদেশের অন্যান্য কুরীতি রহিত করণে এবং তদ্দ্বারা যথোচিত হিতবিধানে সমধিক উৎসাহ প্রকাশ করুন তাহা হইলে এতদ্দেশীয় লোকের সুখের আর পরিসীমা থাকিবেক না। ইতি ১১ ডিসেম্বর।

কস্যচিৎ যথার্থ বাদিনঃ।

## সম্পাদকীয়। ১৬ ডিসেম্বর ১৮৫৬। ১০৪ সংখ্যা

শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দেবীর বিধবা কন্যা বিবাহ করিয়াছেন, এ বিষয় লোক শাস্ত্র উভয় মতে সর্ব্ব সামঞ্জস্যে সম্পন্ন হইয়াছে, ইহাতে বিপক্ষ দল হতবল হইয়া নানা প্রকার ছল উত্থাপন করিতেছেন তাঁহারা কহেন লক্ষ্মীমণি দেবী, কে, কোথাকার স্ত্রীলোক, তাহার পতিকুল পিতৃকুল কেহ জানে না। বিদ্যাসাগর কোথা হইতে একটা মেয়ে কুড়াইয়া আনিয়া বিবাহ দিয়াছেন। যদি সামান্য লোকেরা এই সকল কথা বলিত তবে আমরা তুচ্ছ করিতাম, মান্য কল্পেরাই এই সকল জল্পনা করিতেছেন অতএব তাঁহারদিগের ভ্রমনিকর করিকুম্ভে এই অঙ্কুশ প্রদান করি।

হে খণ্ডজ্ঞান বিতণ্ডা বাদি মহাশয়গণ, এ লক্ষ্মীমণি সামান্যা লক্ষ্মীমণি নহেন, লক্ষ্মীমণি দেবীর পিতা ৺আনন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, তাঁহার নিবাস শান্তিপুর, তিনি শান্তিপুরে অতি প্রধান মনুষ্য ছিলেন, লক্ষ্মীমণি দেবীর পিতার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে যাঁহারদিগের শিরঃপীড়া হইয়াছে তাঁহরো শান্তিপুরে যাইয়া তদাদি তদন্ত মহৌষধ গ্রহণ করুন।

লক্ষ্মীমণি দেবীর স্বামী ৺ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়, নিবাস জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি পলাসডাঙ্গা, তিনি ঐ স্থানের একজন মহৎ লোক ছিলেন।

ঐ প্রধান লোকের কন্যা শ্রীমতী কালীমতী দেবী, ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বহুব্যয়ে ৺রুক্মিণীপতি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্র ৺হরমোহন ভট্টাচার্য্যের সহিত কালীমতির প্রথম বিবাহ দেন, জেলা কৃষ্ণনগরের অন্তঃপাতি বাহিরগাছি গ্রামে তাঁহারদিগের বসতি

ছিল। তাঁহারা অতি প্রধান বংশ, বিশেষতঃ নবদ্বীপ রাজগোষ্ঠীর মান্যবর গুরুগোষ্ঠী, ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয় চারি বৎসর বয়ঃক্রমে এই কন্যা সম্প্রদান করেন, ছয় বৎসর বয়ঃক্রমে কালীমতি পতিহীনা হন, এইক্ষণে তাঁহার বয়ঃক্রম দশ বৎসর, বিপক্ষ মহাশয়েরা বিধবা বিপক্ষ পত্রে একযাই নাম স্বাক্ষর করিবার জন্য দেশে ২ কত ভাতমারাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন সে সকল ভাতমারা লোক এখনও উপস্থিত থাকিতে পারে, তাঁহারদিগের অভাব কি? পেটুকদিগকে কতই দিয়াছেন আর কিঞ্চিৎ ব্যয় করিয়া পাস্তিপুর পলাসডাঙ্গা, বাহিরগাছি এবং নবদ্বীপ রাজবাড়ীতে প্রেরণ করিলেই হৃদয় শূল সংশয় হইতে মুক্ত হইবেন বিপক্ষেরা ইহাও বলেন বিদ্যাসাগর লক্ষ্মীমণি দেবীকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়া কন্যা সহিত কলিকাতায় লইয়া আসিয়াছেন, অর্থে কিনা হয়? এ পক্ষে ও সংশয় শক্র বিপক্ষ মহামহিমদিগের গাত্রদাহ করিতেছে অতএব আমরা কিঞ্চিৎ ঔষধ প্রদান করি, লক্ষ্মীমণির পিতৃকুল স্বামীকুল উভয় কুল মধ্যবিত্ত ধনী ছিলেন, লক্ষ্মী পিতার এবং স্বামীর সমস্ত বিষয় প্রাপ্তা হন এবং তাঁহার ও কন্যার দুই তিন সহস্র টাকার আভরণাদিও আছে, লক্ষ্মীমণি দুঃখিনী নহেন; একমাত্র কন্যাধন, তাহার বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারেন না, দিবা রাত্রি প্রায় রোদনেই কালক্ষেপ করিতেন পরে যখন বিধবা বিবাহের আন্দোলন হইতে লাগিল তখন প্রতিজ্ঞা করিলেন যদি রাজবিধি প্রচার হয় তবে কালীমতীর বিবাহ দিবেন পরমেশ্বর প্রসাদাৎ রাজপুরুষেরা বিধি প্রকাশ করিয়া দিলেন লক্ষ্মীমণিও কোন মান্য লোকের নিকট প্রকাশ করিলেন উপযুক্ত পাত্র পাইলে কালীমতীকে সম্প্রদান করেন তাঁহার কন্যাভাগে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন পতিরত্নও উপস্থিত হইলেন এ বিবাহ উভয় কুল শুদ্ধ শুদ্ধ বিবাহ হইয়াছে, আমরা অনুমান করি লক্ষ্মীমণি দেবী ইহাতে স্বয়ং পাঁচ সহস্র টাকা ব্যয় করিয়াছেন, এইক্ষণে বিপক্ষ মহাশয়েরা নির্দ্দোষ কর্ম্মে আর কি দোষোত্থাপন করিতে পারেন তাহার চেষ্টা দেখুন।

## সম্পাদকীয়। ১৮ ডিসেম্বর ১৮৫৬। ১০৫ সংখ্যা

বিধবাপক্ষে ধর্ম্মপক্ষ সপক্ষ কি না বিচক্ষণ ব্যক্তিরা প্রত্যক্ষ করুন, বিধবা বিবাহ বিপক্ষ পক্ষীয়েরা স্ব স্ব অন্তঃকরণকে প্রবোধ প্রদান করিয়াছিলেন বর্দ্ধমানাধিরাজ মহারাজ বাহাদুর তাঁহারদিগের পক্ষে সপক্ষতা করিবেন। বিধবারা যদি নিতান্তই বিবাহ করিতে যান আর তাঁহারদিগের গলমূলে কুড়াল প্রদান করিয়াও নিবারণ করিতে হয় তথাপি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর তাহা করিতে অনুমতি দিবেন, এই যে প্রবল ভ্রম তাঁহারদিগের দয়া ধর্ম্মের ব্যতিক্রম করিয়াছিল এইক্ষণে সেই ভ্রম হইতে উদ্ধার প্রাপ্তির উপক্রম হইল, আমরা পূর্ব্বেই জানিতাম দয়া ধর্ম্ম পরিপূর্ণ মহারাজের চিত্তমূল কোন কালেই অবলা কুলের প্রতিকূল নহে, বিধবাকুলের বিবাহ যাহাতে সম্পন্ন হয় মহারাজ মনে ২ সেই পক্ষেই অনুকূল আছেন,

তবে যে রাজধানীর কতিপয় লোকের নাম লেখাইয়া বিপক্ষ পক্ষে প্রেরণ করাইয়াছিলেন তাহার কারণ স্ব মুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন এইক্ষণে শ্রীযুতের উক্তি পাঠেই তাহা ব্যক্তীকৃত হইবেক।

অগ্রহায়ণ মাসের সপ্ত বিংশতি দিনে রাজসভা হইতে আমারদিগের নিকট এক পত্র আসিয়াছিল তাহাতে রাজ কর্ম্মচারি মহাশয় লেখেন "শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের বিবাহের বিষয় ভাস্করে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে শ্রীল শ্রীযুক্ত অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়াতে পরমাহ্লাদিত হইয়াছেন তাঁহার মনে এমত বিশ্বাস ছিল না যে এতশীঘ্র উক্ত কর্ম্ম প্রচলিত হইবেক বিশেষতঃ কলিকাতা বাসি ধনি মহাশয়েরা কোন কর্ম্মারম্ভে বাগাড়ম্বরই করিয়া থাকেন কিন্তু কার্য্যকালে কেহ অগ্রসর হয়েন না ইহাতেই পূর্ব্বে মহারাজ মত দেন নাই। এইক্ষণে শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে যৌতুক দানে উৎসুক হইয়াছেন, তাহা মহাশয়ের যোগেই হউক কিম্বা আমাকে দিয়াই পাঠাইবেন, এ বিষয় এখন ভাস্করে প্রকাশ করিবেন না।" আমরা এই পত্র প্রাপ্তি মাত্রেই লিখিত বিষয় ভাস্কর পত্রে প্রকাশ করিতাম, কেবল শেষ নিষেধ বাক্যে নিবর্ত্ত ছিলাম কিন্তু গত রবিবারে শ্রীযুক্ত মহারাজ রাজসভামধ্যে বহু লোকমধ্যে অর্থাৎ শ্রীযুক্ত বাবু রমাপ্রসাদ রায়, শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ দত্ত, শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্র দত্ত প্রভৃতি মান্যবরদিগের সাক্ষাতে যখন আত্মমুখেই সমস্ত ব্যক্ত করিয়াছেন তখন আর সমাচার পত্রে প্রকাশ করণের বাধা নাই অতএব শ্রীশ্রীযুতের অভিলষিত যৌতুক প্রসঙ্গ সর্ব্ব বিদিত করি।

পূর্ব্বোক্ত মহামহিমদিগকে সম্বোধন করিয়া মহারাজ প্রথমতঃ শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্যের যৎপরোনাস্তি প্রশংসা করিলেন তৎপরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য এবং অন্যান্য ধনিগণ্য মান্যগণ যাঁহারা উদ্যোগী হইয়া বিধবা বিবাহ সম্পন্ন করিয়াছেন তাঁহার দিগকে বিশেষত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ বাবুকে সাধুবাদ দিলেন তৎপরে কহিলেন এতশীঘ্র বঙ্গদেশে বিধবা বিবাহ নির্ব্বাহ হইবেক পূর্ব্বে আমার এমত বিশ্বাস হয় নাই, এতদ্দেশীয় লোকেরা মৌখিকাড়ম্বরে দরিদ্র নহেন, কার্য্যকালে সে আড়ম্বর অম্বরাশ্রয়ে লজ্জা সম্বরণ করে। বিধবা বিবাহ সপক্ষেরা এ বিষয়ে যেমন সসঙ্কল্প হইয়াছেন অমনি সম্পন্ন করিয়াছেন অতএব আমি তাঁহারদিগের প্রতি অপরিত সন্তুষ্ট হইয়াছি, অভিলাষ করি উৎসাহ প্রদানার্থ শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে এক রৌপ্য থালা এবং বেশ নামক এক রৌপ্য পাত্র যৌতুক দিব, রৌপ্য থালার উপরে বেশ পাত্র রক্ষিত হইবে, থালে এবং বেশ পাত্রের চতুর্দ্দিগে এইরূপ বিবরণ লেখা থাকিবে এতকালের পরে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন হিন্দু বিধবা বিবাহের পুনর্জ্জন্মের জন্মদাতা হইলেন, শ্রীযুত মহারাজ আরো অনেক সদভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। অদ্য স্থানাভাবে প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

এইক্ষণে পাঠক মহাশয়েরা শ্রীল শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাধীশ্বর বাহাদুরের অন্তঃকরণ বিবেচনা করুন। মহারাজ আরো কহিয়াছেন যে কোন দেশে যে কেহ বিধবা বিবাহ করুন তাহাতে

যদি বিপদে পড়েন তবে তাঁহার নিকটস্থ হইলে তিনি তাঁহাকে রক্ষা করিবেন, ঐ ব্যক্তি যদ্যপি স্বদেশে থাকিতে না পারেন তবে বর্দ্ধমানে বাসস্থান দিয়া বৃত্তি প্রদান করিবেন, বয়ঃক্রমে বালক হইলে রাজ কলেজে পড়াইবেন। লেখা পড়ায় শিক্ষিত ব্যক্তিকে রাজসংসারে কর্ম্ম দিবেন। যাঁহার প্রতি মাসে প্রায় ৪০ হাজার টাকা বেতন প্রদান করিতে হয় তিনি কর্ম্মদ্বারা কত মনুষ্যকে প্রতিপালন করিতে পারেন পাঠক মহাশয়েরাই বিবেচনা করিবেন। কোন রাজ্যে বহুকাল প্রচলিত কুব্যবহার নিবারণ বা কোন সদ্ব্যবহার স্থাপন করিতে হইলে বর্দ্ধমান রাজ্যেশ্বর বাহাদুরের বা সর্ব্ব বিষয়ে অতুল্য শ্রীমানের সপক্ষতা অপেক্ষা করে এদেশে উক্ত শ্রীযুক্তের তুল্য ব্যক্তি কে আছেন? এমত মহোদয় যে বিধবাদিগের বিবাহ পক্ষে সদয়ভাবে উদয় হইলেন ইহা কি সামান্য সৌভাগ্যের বিষয়। এইক্ষণে বিধবা সকল এবং বিধবা বিবাহ পক্ষ সপক্ষ সাহসিক দল বল শ্রীল শ্রীযুতকে আশীর্ব্বাদ করুন মহারাজ দীর্ঘজীবী হউন এবং এক রাজকুমার আসিয়া বর্দ্ধমান সিংহাসনে বসিয়া এই পক্ষ রক্ষা করুন।

শ্রীল শ্রীযুক্ত অধিরাজ বাহাদুর কলিকাতা নগরে শুভাগমন করিবেন, পৌষ মাসের পঞ্চদশ দিবসের মধ্যেই আসিবেন। তাঁহার বাসার্থ আলিপুরে এক বাড়ী ভাড়া হইয়াছে। রাজদূত আসিয়াছেন গৃহাদি দর্শন করিয়া শ্রীযুতকে সমাচার দিবেন। শ্রীল শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ত গবর্ণর বাহাদুর শ্রীযুতকে কলিকাতায় আগমনের অনুরোধ করিয়াছেন, কলিকাতায় আসিয়া মহারাজ শ্রীযুত লার্ড ডেলহৌসি বাহাদুরের সহিত একবারও সাক্ষাৎ করেন নাই, শ্রীযুত লার্ড কেনিং বাহাদুর এতকাল আসিয়াছেন তাঁহার সঙ্গেও সাক্ষাৎ করিলেন না। ইহাতে অভিমানি রাজাদিগের ন্যায় দাম্ভিক ব্যবহার প্রকাশ পাইতেছে মহারাজ সর্ব্ব বিষয়ে সভ্য হইয়াছেন, গবর্ণর বাহাদুরের তাঁহার সুখ্যাতি ব্যাখ্যা করেন ইহাতে কলিকাতায় আসিয়া প্রধানদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাজগৌরবের কলেবর বৃদ্ধি করিবেন না কেন? এতৎ প্রসঙ্গে লেপ্টেনেন্ত সহিত বর্দ্ধমান কাপ্তের আরো অনেক বাক্-প্রসঙ্গ হইয়াছিল অতএব কলিকাতায় আসিয়া গবর্ণরাদি প্রধানগণের সহিত সাক্ষাদালাপে কুশলী হইবেন এই কারণ শুভাগমন সঙ্কল্প করিয়াছেন। কলিকাতা নগরীর বণিকেরা সকলে দোকান পসারাদি সাজাইয়া রাখুন। শ্রীযুতের স্থানে সকলেই কিছু কিছু পাইবেন, অধিরাজ বাহাদুর কলিকাতায় আসিলে চারি পাঁচ লক্ষ টাকার দ্রব্যাদি না লইয়া প্রায় যান না, এবারে যদ্যপি দীর্ঘকাল থাকেন তবে অধিক টাকার মণি মুক্তাদি লইবেন সন্দেহ কি।

## চিঠিপত্র। ১৮ ডিসেম্বর ১৮৫৬। সংখ্যা

মহামহিম শ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয়েষু।

হায়, আমারদিগের দেশের কি শুভদিন উপস্থিত হইল, আহা, এতদ্দেশীয় দুর্ভাগা বিধবাদিগের যে এমত সৌভাগ্য হইবে, অবলাগণ যে ভীষণ রূপা একাদশী রাক্ষসীর করাল

কবল হইতে নিস্তার পাইবেন, জনক জননী যে তনয়ার অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণা দর্শন ক্লেশ হইতে উত্তীর্ণ হইবেন এবং এই পুণ্যভূমি ভারতভূমি হে পতিহীনা দীনা আনাথাগণের দীর্ঘ নিঃশ্বাসে সন্তপ্ত আর্ত্তস্বরে মুখরিত ও ভূরি ২ ভ্রূণ হত্যার পাতকে দূষিত হইবেন না ইহা আর মনেও ছিল না, আমরা চিরকাল কেবল আশামাত্র করিতাম কিন্তু এতদিনে সেই আশালতা কুসুমিতা হইল, সম্পূর্ণ ফলবতী হইবার আর বিলম্ব নাই, এক্ষণে এই মহৎকর্ম্মের উদ্যোগী মহাশয়দিগকে কেবল ধন্যবাদ মাত্র প্রদান করিয়া আমাদিগের আপনাদিগকে কৃতজ্ঞ জ্ঞান করা যুক্তিযুক্ত হয় না। এই ব্যাপারে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম যেহেতু তদ্দ্বারা ইহা সর্ব্বত্র সুপ্রচলিত হইলেই তাঁহারা সম্পূর্ণ সকল শ্রম ও কৃতকৃত্য হইবেন, তখন আমরাও আপনাদিগকে কৃতজ্ঞ জ্ঞান করিতে পারিব ; এই কার্য্য নির্ব্বাহের প্রধান উদ্যোগী শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কতবড় দেশহিতৈষী তাহা বর্ণনাতীত, তিনি এতাদৃশ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এরূপ কার্য্যদক্ষ এমত সুপণ্ডিত ও এমত সাহসী না হইলে একর্ম্ম সম্পন্ন হওয়া হয়তো অসাধ্যই হইত, তিনি এই কার্য্যের নিমিত্ত রৌদ্রকে তাপকর জ্ঞান করেন নাই, ক্ষুধা ও অনিদ্রাকে দুঃসহ ক্লেশ জননী ও অস্বাস্থ্যবিধায়িণী মনে করেন নাই এবং অপমানে দুঃখ বোধ দূর গমণে শ্রম বোধ ও টাকাকে টাকা বোধ করেন নাই, যত শ্রম করিলে মঙ্গল হইবে, যেখানে গেলে ভাল হইবে, যত টাকা ব্যয় করিলে কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে তাহাতে ভ্রম ক্রমেও পরাঙ্মুখ হয়েন নাই অতএব তিনি যে এ বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী এবং তিনি যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসনীয় ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, এক্ষণে বিধবা বিবাহ প্রস্তাবে শ্রীযুত বাবু শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়কে প্রশংসা না দিয়া ক্ষান্ত থাকা অতি অবিজ্ঞের কর্ম্ম, উক্ত মহোদয় অতি সদাশয়, সুশীল, সচ্চরিত্র এবং সংস্কৃত শাস্ত্রে বিলক্ষণ বুৎপন্ন, তাঁহার স্বদেশহিতৈষিতা ও সুসাহস বিষয়ে অন্য কোন দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের প্রয়োজন নাই।

বিধবা পরিণয়ই অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত স্থল, দেখুন, যতদিন বিধবা বিবাহ না হইয়াছে ততদিন সামান্য লোকে এমত বলিতেছিল শ্রীশ বাবু অতি সুপণ্ডিত ও বিষয়াপন্ন, তাঁহার কিছুরই অভাব নাই তিনি কি দুঃখে এমত হেয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন, পক্ষান্তরে ভদ্র-সমাজে বিবেচনা করিয়াছেন শ্রীশ বাবু কখন প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন তখন করিলেও করিতে পারেন কিন্তু তাঁহাকে অবশ্যই এক ঘরীয়া হইয়া থাকিতে হইবেক, ভদ্র সন্তানমাত্র তাঁহার সহিত আহারাদি করিবেন না বোধ হয় এরূপ উদ্বেগে পড়িয়াছিলেন এ বিবাহে প্রথমতঃ অধিক ভদ্রসন্তান আসেন কি না কিন্তু বিদ্যা-বিদ্যারত্ন মহাশয় ক্ষণকাল নিমিত্তও ভীত বা চলিত চিত্ত হয়েন নাই, তাহারা নিশ্চয় ছিল যদি বৈবাহিক সভায় ভদ্রলোক একজনও না আসেন এবং সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন তথাপি প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইবেন না, বোধহয় বিদ্যারত্ন মহোদয় এমত সাহসী ও এমত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হইলে এতদ্দেশে বিধবা বিবাহ চল অতি কঠিন হইয়া উঠিত অতএব তিনি যে এবিষয়ে সর্ব্বাগ্রগণ্য ইহাতে সন্দেহ নাই ইতি।

কস্যচিৎ যথার্থ বাদিনঃ।

## সম্পাদকীয়। ২৩ ডিসেম্বর ১৮৫৬। ১০৭ সংখ্যা

### ভারতবর্ষীয় সভা

গত শুক্রবার বেলা শেষ পঞ্চম ঘণ্টাকালে শ্রীযুক্ত বাবু রমানাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র সেন প্রভৃতি মান্যবর সভ্য মহাশয়েরা উপস্থিত হইলে সর্ব্ব সম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত বাবু রমানাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতি হইলেন, তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভা সমীপে এই ২ বিষয় উপস্থিত করিলেন।

১৮১০ সালের ছয় আইনের মর্ম্মে বিদিত করে যদি পেশাদার বা প্রসিদ্ধ দস্যুরা ভূম্যধিকারিদিগের ভূম্যধিকার মধ্যে বাস করে অথবা বাসার্থে উপস্থিত হয় তবে ভূম্যধিকারিরা নিকটস্থ পোলিসে বা মাজিষ্ট্রেট সমীপে তৎক্ষণাৎ সমাচার দিবেন, না তাঁহারদিগের কারাবাস এবং অর্থদণ্ড হইবেক।

তৎপরে প্রস্তাব হইয়াছে ডাকাইতেরা যদি জমীদারী মধ্যে বাস করে কিম্বা বাসার্থে উপস্থিত হয় আর জমীদারেরা অবিলম্বে পোলিসে এই সমাচার না দেন তবে উপযুক্ত দণ্ডযোগ্য হইবেন, ভারতবর্ষীয় সভা সম্পাদক মহাশয় কৌন্সেলী সাহেবের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক ইহার বিরুদ্ধে এক আবেদন পত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভামধ্যে ঐ আবেদন পত্র পাঠ করিলেন।

দ্বিতীয় বিষয় এই যে কলিকাতা নগরে মিউনিসিপল নামক কমিস্যনর স্থাপনের পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত হইয়াছিল, ব্যবস্থাপক সমাজ তাহা সংশোধন করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট গেজেটে তাহা প্রকাশ হউক, ভারতবর্ষীয় সভা এতদভিপ্রায়ে গবর্ণর কৌন্সেলে এক আবেদন করিয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত মুখোপাধ্যায় বাবু ঐ আবেদন পত্র পাঠ করিলেন তাহা সকলের গ্রাহ্য হইল, এই সকল সম্পন্ন হইলে অন্যান্য বিষয়ের নানা প্রসঙ্গ হইয়াছিল, তাহার কিছুই নিশ্চিত হয় নাই অতএব আমরা তাহা লিখিলাম না।

এইক্ষণে জিজ্ঞাসা করি ভূম্যধিকারি মহাশয়েরা কে কোথায় রহিয়াছেন, স্ব স্ব গৃহে উচ্চাসনে বসিয়া ধূম পানে গল্প বিধানে কালযাপন করিতেছেন, তাঁহার মস্তকোপরি যে পূর্ব্বোক্ত বিধি স্বরূপ মহাপ্রস্তর ঝুলিতেছে তাহা স্থগিত রাখিবার কি সদুপায় করিয়াছেন? কিছুই করেন নাই, অথচ ঐ বিধিক্রমে অনেকের দণ্ডভোগও হইয়াছে তথাপি রাজ বিধি নিবারণের উপর চেষ্টা করিতেছেন না, ভারতবর্ষীয় সভাকে তাঁহারা বেতন প্রদান করেন না এবং জমীদারেরা এমত অনুরোধও করেন নাই, ভারতবর্ষীয় সভার সভ্য মহাশয়গণ ঐ বিধি নিবারণের সদুপায় করিয়া তাঁহারদিগকে রাজদণ্ড হইতে রক্ষা করুন, ভারতবর্ষীয় সভা দয়ালু স্বভাবে জমীদারদিগের দুঃখে দুঃখ জ্ঞান করেন অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহারদিগের দুঃখ নিবারণে চেষ্টিত হইয়াছেন, ইহাতেও সভার সহিত মিলিত না হইয়া যাঁহারা বাহির ২ থাকেন তাঁহারা কি আপনারদিগের

সৌভাগ্যে আপনারাই কুঠার প্রদান করিতেছেন না, এতদ্দেশীয় জমীদারেরা যদি সকলে মিলিয়া সভার সহিত যোগ দেন, আর অর্থ সামর্থ্যে সভার কার্য্যের আনুকূল্য করেন তবে কি না করিতে পারেন? সকল দেশেতেই পশু পক্ষিরা বাস করে, আর ইহা সকলেই শুনিতে পান সন্ধ্যার পরে যদি প্রান্তভাগে একটী শিয়াল ডাক দেয় তবে চতুর্দ্দিগের সকল শৃগাল একেবারে ডাকিয়া উঠিয়া মহাকোলাহল ঘটায়, কোন বালক যদি কোন একটী কাক শাবককে ধরিয়া রাখে তবে নিকটস্থ সমস্ত কাক কাকী আসিয়া ডাকাডাকী করে আর শিশুকে বেষ্টন করে, তাহাতে ঐ বালক কাক শিশুকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে না পারিলে তাহার জীবনসংশয় হয়, মহিষগণ বনমধ্যে চড়িয়া বেড়ায়, কেহ যাইয়া তাহারদিগের একটী শিশুকে আবদ্ধ করিলে সকল মহিষ ধাবমান হইয়া শৃঙ্গে ২ তাহার অস্থি মাংসাদি তূলাধুনা করিয়া ফেলে. পশু পক্ষিদিগের মধ্যেও এই প্রকার স্বাভাবিক ঐক্য বন্ধন দৃষ্ট হইতেছে, এবং প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত আছে "তৃণৈর্গুনত্ব মাপন্নৈ র্ব্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ" তৃণ সকল যখন ভিন্ন ২ থাকে তখন কোন কর্ম্মে আইসে না কিন্তু সংযুক্তরূপে রজ্জু স্বরূপ হইলে মত্ত হস্তিকেও বন্ধন করিয়া রাখে, এতদ্দেশীয় লোকেরা যখন এই সকল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন এবং শুনিয়াছেন সর্ব্ব দেশীয় লোকেরাই সভায় ২ মিলিতভাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছেন তখন পরমেশ্বরের প্রধান জীব হইয়াও শিব সাধনে কেন অচৈতন্য রহিয়াছেন? তুই মাস গত হয় নাই কলিকাতা নগরীয় রজকেরা সকলে মিলিয়া এক সভা করিয়াছিল তাহাতে প্রতিজ্ঞা করে যে এক পয়সায় যে বস্ত্র ধৌত করিত তুই পয়সা না পাইলে তাহা কাচিবেক না, ঐ প্রধান সভার পরে শ্রীরামপুর, শালিখা, খিদিরপুর, দমদম ইত্যাদি স্থানে রজকদিগের আরো কয়েক সভা হয়, সকল সভায় ঐক্য বাক্যে তাহারা কৃতকার্য্য হইয়াছে, গরীবেরাও এক পয়সা স্থানে তুই পয়সা দিয়া বস্ত্র ধৌত করাইতেছে অতএব ঐ সকল সামান্য লোকেরাও সভায় সংযুক্ত হইয়া মহালাভ করিতে পারিল, তবে জমীদার কি মান্য লোকেরা ভারতবর্ষীয় সভার সহিত যোগ দিয়া কেন ইষ্ট সাধন করেন নাই ইহার কারণ এই যে তাঁহারা এ দেশের মনুষ্যগণকে মনুষ্য জ্ঞান করিতেন না, এইক্ষণে আমরা যেমন বন মনুষ্যকে দেখিয়া উপহাস করি তাঁহারাও এতদ্দেশীয় লোকদিগকে এই রূপ বন মনুষ্য বলিতেন, ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের আগমনে যদি ভাগ্যোদয় হইয়াছে, এতদ্দেশীয় লোকেরা যদি আহার পরিচ্ছদাদির স্বচ্ছন্দতা বুঝিতে পারিয়াছেন তবে পরস্পর মিলনের কি গুণ তাহা কেন বুঝিতে পারেন না? গবর্ণমেণ্টের বাটীতে যদি কদাচিৎ কোন সভা প্রবেশের নিমন্ত্রণ হয় তবে এ দেশের ধনী মানী লোকেরা সে আহ্লাদ রাখিবার স্থান প্রাপ্ত হন না, সেই সভায় যাইয়া লাভ কি? ইংরেজদিগের ন্যায় সম্মান হয় না, লার্ড বাহাদুরেরাও ভোজন সভায় আহ্বান করেন না, এক খিলী পান, একটুকু আতর পাইলেই জ্ঞান করেন চরিতার্থ হইলেন, যাহাতে বিশেষ লভ্য নাই তাহাতে কোন ২

সময়ে রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্তও জামাযোড়ায় কাষ্ঠমূর্ত্তির ন্যায় আড়ষ্ট হইয়া থাকিতে পারেন কিন্তু সপ্তাহ পরে দিনান্তে বেলা চারি ঘণ্টা পরে এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টাকাল ভারতবর্ষীয় সভায় থাকিতে হয়, বাটীতে বসিয়া কেবল গালগল্পেই সে কাল বিলয় করেন তথাচ ভারতবর্ষীয় সভায় যাইতে পারেন না, না জানি কতই কর্ম্মে ব্যস্ত থাকেন, অবকাশ পান না, কিন্তু বহু ব্যক্তিকে দেখিতে পাই ঐ সভাগারের নর্দ্দমার উপর দিয়া গাড়ী চালাইয়া গড়ের মাঠে যাইয়া ঠাট দেখান, সে ঠাট কি ? ভাল গাড়ী, ঘোড়া আর পরিধেয় জামাযোড়া, শাল পাগড়ী, চেইন ঘড়ী, আর কারু ২ সঙ্গে এক একটা রজত ছড়ীও যায়, গড়ের মাঠে যাইয়া ইহাই দেখাইয়া বেড়ান, কারু সঙ্গে বাক্যালাপ নাই, অনেকে কথা কহিতেও জানেন না, ইংরাজেরা দেখিয়া উপহাস করিয়া বলেন ঐ বাঙ্গালি মুরদগুলা আসিতেছে, ভারতবর্ষীয় সভায় গেলে কথা শিক্ষা হয় জ্ঞান শিক্ষা পান, দশজন ভদ্রলোকের সহিত সদালাপ হয়, রাজপুরুষেরাও জানিতে পারেন বাঙ্গালিরা সকলে ঐক্য বাক্য হইয়াছেন অতএব সভার আবেদনে মনোযোগ দেন তাহাতে স্বদেশের কত সুসার হয়, সুসার লোকেরা কি অদ্যাপিও ইহা বুঝিতে পারিবেন না ? গাড়ী, ঘোড়া, ছড়ী, ঘড়ী এ সকল তুচ্ছ বিষয়, জ্ঞানি লোকেরা কি ইহাতে গৌরব জ্ঞান করেন ? ইউরোপীয় ব্যক্তিরা সভায় দান, সভায় গমন, সমাচার পত্র গ্রহণ এ সকল কর্ম্ম নিত্য কর্ম্ম জানিয়াছেন, এই কারণ তাঁহারা ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া উঠিতেছেন, এতদ্দেশীয় লোকেদের সে জ্ঞান কবে হইবে ? সভায় দান কোন ব্যক্তি বিশেষকে দান করা নহে, সর্ব্বসাধারণের উপকার জন্য ঐ দান সর্ব্বাগ্রগণ্য হইয়াছে, যাঁহারা ঐ দান দ্বারা অন্তঃশুদ্ধি হস্ত শুদ্ধি করেন নাই সে সকল মনুষ্য কেবল মনুষ্যদিগের আকার বিশেষ হইয়াছেন, যাঁহারা নরাকার হইয়াও নরকর্ম্ম করেন না তাঁহারা কি রূপে মান্য গণ্য হইবেন ? হে পরমেশ্বর, এতদ্দেশীয় লোকদিগকে জ্ঞান দান কর, সভার কার্য্যে তাঁহারদিগের অন্তঃকরণ রত হউক, অদ্য স্থানাভাব প্রযুক্ত আর অধিক লিখিতে পারিলাম না।

## সম্পাদকীয় । ৩০ ডিসেম্বর ১৮৫৬ । ১১০ সংখ্যা

### ভারতবর্ষীয় সভা

গত শুক্রবার বেলা চারিঘণ্টা পরে ভারতবর্ষীয় সভাগার সভ্য পরিপূর্ণ হইয়াছিল, পুঁঠীয়াধিপতি মহারাজ ভৈরবেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর, বাবু রামজয় মুখোপাধ্যায়, বাবু গোবিন্দচন্দ্র সেন, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র, বাবু জয়নারায়ণ বসু, ইত্যাদি মান্য লোকেরা অনেকে উপস্থিত ছিলেন, শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র সেন মহাশয় সভাপতি হইয়া উপস্থিত কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করিলেন বহু কাল হইল ভারতবর্ষীয় সভার সভ্যেরা উপস্থিত করিয়াছিলেন কলিকাতার

সুপ্রিম কোর্ট ও সদর দেওয়ানী একত্র হইয়া "হাইকোর্ট" নামে বিচার স্থান সংস্থাপিত হয়, শ্রীযুত বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভামধ্যে এই বিষয় পাঠ করিলেন তৎপরে রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র, বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি সভ্য মহাশয়েরা এই বিষয়ে অনেক বক্তৃতা করেন, অবশেষে নিশ্চিত হইল পূর্ব্বোক্ত উভয় স্থানীয় বিচারপতি মহাশয়েরা একত্র হইয়া বিচার করিলে এদেশের সর্ব্বত্রবাসি প্রজাগণ সুবিচার প্রাপ্ত হইবেন অতএব অবধারিত হইল কৌন্সেলী সাহেব সহিত মিলিত হইয়া সম্পাদক মহাশয় এতদ্বিষয়ের এক আবেদন পত্র প্রস্তুত করিবেন, এবং ভারতবর্ষীয় সভা ঐ আবেদন পত্র একেবারে ইংলণ্ডীয় মহাসভায় অর্থাৎ পার্লিয়ামেণ্টে পাঠাইয়া দিবেন, এই বিষয় অবধারিত হইলে সভাপতি মহাশয় সভা পুস্তকে নাম স্বাক্ষর করিলেন তৎপরেই সভা ভঙ্গ হইল।

নানা জেলাবাসি ভূম্যধিকারি মহাশয়েরা এসময়ে কে কোথায় রহিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় সভা তাঁহারদিগের মঙ্গলার্থ কত উপায় চিন্তা করিতেছেন, এই আবেদন পত্র প্রস্তুত করিতে ধন ব্যয় লাগিবে, এক জন কৌন্সেলিকে মাসে ২ নির্দ্দিষ্ট বেতন স্বীকার করিয়া সভার কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছেন, আবেদন পত্র ইংলণ্ডে পাঠাইবেন, সেখানে উকিল কৌন্সেলি ধরিতে হইবেক, এই সকল কার্য্যে বহু ব্যয় দিবেন, সভ্য মহাশয়েরা বিনা বেতনে স্বদেশের মঙ্গল চিন্তায় পরিশ্রম করিতেছেন ইহাই তাঁহারদিগের যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ, তদুপরি বহু ব্যয়সাধ্য গুরুতর কর্ম্ম সকল নির্ব্বাহ করিতে হয়; জেলাবাসি ভূম্যধিকারি মহাশয়েরা ভারতবর্ষীয় সভার কার্য্যের অধিক ফলভোগী হইবেন ইহাতেও কি তাঁহারা ভারতবর্ষীয় সভার সহিত মিলিত হইয়া অর্থে সামর্থ্যে সহায়তা করিবেন না? রাজপুরুষেরা যদি জানিতে পারেন এতদ্দেশীয় প্রধানেরা ভারতবর্ষীয় সভায় ঐক্যবাক্য হইয়া রাজদ্বারে নিবেদন করিতেছেন, তবে তাঁহারা আরো অধিক উৎসুক হইয়া ভারতবর্ষবাসি প্রজাদিগের অভিলষিত পরিপূর্ণ করিবেন, এতদ্দেশীয় নীচ লোকেরাও মিলিত ভাবে ঐক্যবাক্য হইয়া কার্য্য সিদ্ধি করিতেছে, এতদ্দেশীয় প্রধানেরা কি ইহা দেখিয়া শুনিয়াও লজ্জাজ্ঞান করেন না? এতৎপ্রসঙ্গে আমরা তাঁহারদিগের এক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করাইতেছি পরমেশ্বর করুন ইহাতেই যেন তাঁহারদিগের লজ্জাজ্ঞান হয় এবং ঐ লজ্জায় সজ্জা করিয়া ভারতবর্ষীয় সভার সহিত মিলিত হইয়া স্বদেশের মঙ্গল চেষ্টা করেন।

কলিকাতা নগরে প্রায় সকল বাড়ীতেই সুন্দরীকাষ্ঠের কুন্দাসকল আসিয়া থাকে উড়িষ্যা দেশীয় মজুর লোক যাহারা বড় ২ কুড়াল ঘাড়ে করিয়া বেড়ায় তাহারাই সুন্দরী কুন্দা চিরিয়া দিয়া যায়, পূর্ব্বে এক গো গাড়িতে ২০ মোণ সুন্দরী কুন্দা আসিত, ঐ সকল মজুরেরা ছয় আনা বেতনে ঐ বিশ মোণ কাষ্ঠ চিরিয়া দিয়া যাইত, নগরীয় রজকেরা যখন সভা করিয়া এক পয়সার কাপড়ে দুই পয়সা লইতে লাগিল তখন ঐ সকল উড়ে মেড়ারাও পরামর্শ করিল যাহারা কাপড় কাচে তাহারাও ধোপা; আমরাও ধোপা

অর্থাৎ আমারদিগকেও সকলে ধোপা বলিয়া ডাকে, তবে কাপড় কাচা ধোপারাই বা কেন দ্বিগুণ বেতন পাইবে, আমরাই বা কি কারণ ছয় আনা পয়সায় কুড়ি মোণ কাষ্ঠ চিরিয়া মরিব ? কলিকাতা, বালিয়াঘাটা, খিদিরপুর শালিখাদি স্থানীয় কাষ্ঠ চেরা উড়ো সকল এক সভা করিয়াছিল তাহাতে প্রতিজ্ঞা করিল ছয় আনা পয়সায় এক গাড়ী কাষ্ঠ চেরে, এইক্ষণে ছয় আনা স্থানে বারো আনা না পাইলে পূর্ব্বহারে কাষ্ঠ চিরিবেক না, এই সভার পর পাঁচ দিবস কলিকাতায় কাষ্ঠ চেরে নাই তাহাতে কাষ্ঠাভাবে সর্ব্ব সাধারণের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল এইক্ষণে নগরবাসিরা ছয় আনা স্থানে নয় আনা দিয়া এক ২ গাড়ী কাষ্ঠ চেরাইতেছেন, ॥/০ আনাতেও সকলে স্বীকার করে না, অনেকে ছয় আনা স্থানে বারো আনাও লইতেছে অতএব ঐক্য বাক্যের কি গুণ এতদ্দেশীয় ভদ্র লোকেরা বিবেচনা করুন, পাল্কী বাহকেরা গবর্ণমেণ্টকে টাক্স দিবেক না এই অভিপ্রায়ে আপনারা সভা করিয়া ঐক্যবাক্য হইয়া প্রথম এই সূত্র তুলিয়াছিল, তৎপরে গো শকট চালকেরাও সভা করিয়া টাক্স প্রদান রহিত করে, অল্প দিবস গত হইল পান্সী নৌকার নাবিকেরাও সভা করিয়া টাক্স মুক্তি পাইয়াছে ? রজকেরা এবং কাষ্ঠ ছেদকেরাও সভা করিয়া এক গুণে দ্বিগুণ লভ্য করিল, তবে এতদ্দেশীয় যে সকল ব্যক্তিরা আপনারদিগকে প্রধান বলিয়া জ্ঞান করেন এবং পরমেশ্বর কৃপায় প্রধান পদস্থও হইয়াছেন তাঁহারা কেন ঐক্য বন্ধনে আইসেন না ? আর সভার কার্য্যেতেই বা কি কারণ দান করেন না ? বুদ্ধিও আছে, অনেকে বিদ্যা শিক্ষাও করিয়াছিলেন জানিয়া শুনিয়া সভ্য হইয়াও সভ্যতার কার্য্যে আসিবেন না ইহা কি আক্ষেপের বিষয় নয়, ইংরাজরা অদ্যাপিও বাঙ্গালি নামে উপহাস করিয়া বাঙ্গালিদিগকে পশুই বলেন, দুইজন ভদ্র পথিক এক বৃক্ষমূলে বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন সেই সময় এক জন সাহেব গাড়ী আরোহণে আসিয়া ঐ স্থানে উত্তীর্ণ হইলেন এবং বাঙ্গালিদিগের সাক্ষাতেই দণ্ডায়মান হইয়া বৃক্ষমূলে প্রস্রাব করিলেন তাহাতে বাঙ্গালিরা কহিলেন "কি সাহেব, তোমার লজ্জাজ্ঞান হইল না আমারদিগের সাক্ষাতেই প্রস্রাব করিলে ?" সাহেব হাস্যবদনে উত্তর করিলেন "কেন, তোমরা কি মানুষ, আমরা তোমাদিগকে পশু হইতে ভিন্ন জ্ঞান করি না, পশুদিগের সাক্ষাতে যেমন প্রস্রাব করি সেইরূপ করিয়াছি।" এতদ্দেশীয় মহামহিমেরা দেখুন, তাঁহারাও মনুষ্য ইংরাজেরাও মনুষ্য, মনুষ্য হইয়াও মনুষ্য জাতির নিকট পশু গণ্য রহিয়াছেন, ইহার কারণ কি ? কেবল ঐক্য বিরহ, আপনারদিগের মধ্যে ঐক্য বন্ধন থাকিলে কি ইংরাজেরা বাঙ্গালিদিগকে এতাদৃশ ঘৃণিত বাক্য বলিতে পারেন ? এদেশে ইংরাজ সংখ্যাই বা কত আর বাঙ্গালি সংখ্যাই বা কত, আমরা জনে অধিক, ধনে অধিক, বিশেষত এদেশ আমার-দিগের জন্মদেশ, ইহা সকলেই বলেন মাটীর বল বড় বল, বাঙ্গালিরা সর্ব্ব বিষয়ে প্রবল হইয়াও বিদেশীয় লোকেরদের পদতলে রহিয়াছেন, পড়িয়া লাথি খাইতেছেন তথাপিও কি ঘৃণা জ্ঞান হয় না, সভায় ২ মিলিয়া যদি সর্ব্বে ঐক্যবাক্যে থাকেন তবে কি বিদেশীয়

লোকেরা এত অপমান বাক্য কহিতে পারেন? এই যে কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স মহাশয়েরা অম্লানবদনে বলিয়াছেন বাঙ্গালিদিগকে সদরীয় বিচারপতি পদে প্রবেশ করিতে দিবেন না, যদি বাঙ্গালিদিগের মধ্যে ঐক্য স্থাপন হইত তবে কি বাঙ্গালিরা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারিতেন না? 'আমারদিগের দেশের কর্ম্ম আমরা কি জন্য পাইব না, ভারতবর্ষীয় সভায় মিলিত হইয়া যদি সকলে বোর্ড অফ কন্ট্রোলে ও পার্লিয়ামেণ্টে এই বিষয়ের আবেদন করেন তবে কি কোম্পানিরা বাধা দিয়া রাখিতে পারেন? এতদ্দেশীয় মান্য লোকেরা সকলে সম্মিলিত রূপে যদি প্রবল হইয়া উঠেন আর বিশ্বাসিত্ব রূপে রাজকার্য্য সমাধা করিতেন তবে গবর্ণমেণ্টকে উত্তেজনা করিয়াও আত্মরাজ্যের সকল কর্ম্ম আপনারা লইতে পারেন, প্রজাদল প্রবল দেখিলে অবশ্যই গবর্ণমেণ্টকে পক্ষপাত পরিত্যাগ করিতে হইবেক তবে কেন এতদ্দেশীয়েরা আপনারদিগের স্বত্বাধিকার বুঝিয়া লইতেছেন না, অদ্য স্থানাভাব হইয়া উঠিল অতএব আমারা এই স্থানেই লেখনীকে বিশ্রাম দিলাম।

## ভারতবর্ষীয় সভা। ৬ জানুয়ারি ১৮৫৭। ১১৩ সংখ্যা

গত শুক্রবার বেলা পাঁচ ঘটিকাকালে ভারতবর্ষীয় সভার সভ্য মহাশয়েরা সভা মন্দিরে একত্র হইয়াছিলেন তাহাতে শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র সেন মহাশয় সভাপতি হইলে শ্রীযুত বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় দুই আবেদন পত্র উপস্থিত করিলেন, ভূম্যধিকারিদিগের অধিকার মধ্যে যদ্যপি দস্যু বাস করে তবে ভূম্যধিকারিরা অবিলম্বে পোলিসে সমাচার দিবেন, যদি না দেন তবে গবর্ণমেণ্ট তাহারদিগের দণ্ড করিবেন, ভারতবর্ষীয় সভা এই রাজবিধিকে সুবিধি বলেন না, এ বিধানে কেবল জমীদারদিগের দণ্ড বিধান সুবিধান হয় নাই, অতএব সভা কৌন্সেলি সাহেবের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক ইহার বিপক্ষে আবেদন পত্র প্রস্তুত করণার্থ সম্পাদক মহাশয়ের প্রতি ভারার্পণ করিয়াছিলেন আবেদন প্রস্তুত হইয়াছে, শ্রীযুত বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় পাঠ করিয়া শুনাইলেন, পরে আবেদন পত্র গ্রাহ্য হইল অবিলম্বে গবর্ণর কৌন্সেলে সমর্পণ হইবেক।

কলিকাতার সুপ্রিমকোর্ট ও সদর দেওয়ানী একত্র হইয়া "হাই কোর্ট" নামে বিচার স্থান সংস্থাপন হইবেক, এই বিষয়ে সভায় সম্মতি হইয়াছিল এবং অনুমতি হয় ইহার এক প্রার্থনা পত্র প্রস্তুত করিয়া পার্লিয়ামেণ্টে প্রেরণ করা যায়, কৌন্সেলি সাহেব তাহা প্রস্তুত করিয়াছেন. সভা মধ্যে পাঠ করিয়া শুনাইলেন, ইহাতে শ্রীযুত বাবু রমানাথ ঠাকুর মহাশয় আপত্তি করিলেন গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুরের ক্ষমতা আছে সদর দেওয়ানীর জজ সাহেবদিগকে কর্ম্ম হইতে স্থগিত অর্থাৎ সস্পেণ্ড করিতে পারেন "হাই কোর্টে" কোম্পানি বাহাদুরদিগের বিপক্ষে অনেক মোকদ্দমা উপস্থিত হইবেক, তাহাতে শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর অসন্তুষ্ট হইয়া যদি এই ক্ষমতা প্রকাশ করেন তবে সুপ্রিম

কোর্টের জজ সাহেবেরা অত্যন্ত লজ্জা জ্ঞান করিবেন এই বিষয়ে শ্রীযুত বাবু রমানাথ ঠাকুর, শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র সেন, শ্রীযুত বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র, শ্রীযুত বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কৌন্সেলি সাহেবাদি অনেকে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বাদানুবাদ করিলেন পরিশেষে স্থির হইল যদি গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর এই ক্ষমতা প্রকাশ না করেন তবে হাই কোর্ট সংস্থাপন ভারতবর্ষীয় সভার প্রার্থনীয় বটে, আমরা অনুমান করি এই বিষয় পুনঃ সভায় উপস্থিত হইবেক।

আমরা অন্যান্য বিষয়ে আবৃত ছিলাম এই কারণ অদ্য বিশেষ বক্তৃতা প্রকাশ করিতে পারিলাম না ইহার পরে যথাসাধ্য বিবেচনা করিব।

## বিদেশীয় মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন। ১০ জানুয়ারি ১৮৫৭। ১১৫ সংখ্যা।

বিদেশীয় মহাশয়েরা স্মরণ রাখুন, ভাস্করের অগ্রিম মূল্য বার্ষিক আট টাকা যাহা নির্দ্ধারিত করিয়াছি যদি ভাস্কর গ্রহণে অভিরুচি হয় তবে এই আট টাকা অগ্রে পাঠাইয়া দিবেন, টাকা না পাঠাইয়া কেবল পত্র লিখিলে ভাস্কর পাইবেন না এবং আমরা তাঁহারদিগের পত্রের উত্তর প্রদানও করিব না, পত্র লিখিয়া ভদ্রতা জানাইয়া অনেকে ভাস্কর গ্রহণ করিয়াছিলেন তৎপরে মূল্য প্রেরণ বিষয়ে ভদ্র ব্যবহার স্মরণ রাখেন নাই অথচ গবর্ণমেণ্টের আইন মতে ডাক মাসুল অধিক হইয়াছে আমরা তাহা অধিক করি নাই, ঐ মাসুল দিয়া আমারদিগকে পত্র লিখিলেই আমরা উপায়ান্তর করিতে পারিতাম ইহা না করিয়া অনেকে একেবারে কাগজ ফেরত দিয়াছেন, ভাস্করের মূল্যও দেন নাই তদুপরি ইদমধিকং, তাঁহারা মাসুল দিলে প্রতি পুলিন্দায় এক টাকায় পার পাইতেন, আমারদিগের পাঁচ সিকা, দেড় টাকা, সাত সিকা, দণ্ড লাগিয়াছে, অদ্য পর্য্যন্ত ৮৫৸৶০ পঁচাশী টাকা চৌদ্দ আনা দণ্ড দিলাম, যে সকল গ্রাহক মহাশয়েরা প্রথমাবধি ভাস্করের মূল্য দিয়াছেন তাঁহারদিগের বিষয়ে দণ্ড গ্রহণ বরং সহ্য হয়, যাঁহারা মূল্যও দেন নাই অথচ দণ্ড লাগাইলেন তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখ দিলেন অতএব আর এক মাস মধ্যে যদ্যপি ঐ সকল ব্যক্তিরা ভাস্করের মূল্য প্রেরণ না করেন তবে গ্রাহক শ্রেণী হইতে তাঁহারদিগের নাম দূরীকৃত করিয়া মনে করিব তাঁহারা মূল্য প্রেরণ করিয়াছিলেন আমরা তাহা অপব্যয়ে দিয়াছি এইক্ষণে নূতন গ্রাহকদিগের বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিলাম অগ্রে টাকা না পাঠাইলে ভাস্কর দিব না।

অপর যে সকল মহদ্বংশোদ্ভব মহামহিমেরা ডাক মাসুল দণ্ড দিয়া আমারদিগকে দণ্ড হইতে রক্ষা করিয়াছেন আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার জন্য তাঁহারদিগকে নমস্কার দিলাম।

## সম্পাদকীয়। ১৩ জানুয়ারি ১৮৫৭। ১১৬ সংখ্যা।

### কেমন আর প্রতিমা ভাঙ্গিবে ?

হুগলি জেলার অন্তঃপাতি বাকুট গ্রামবাসি কোন হিন্দু এ বৎসর দুর্গোৎসব করিয়া

ছিলেন ঐ গ্রাম এক মোসলমানের অধিকার, তিনি গ্রামের মধ্যে শঙ্খ ঘণ্টা বাদ্য করিতে দেন না, তাঁহার অনভিমতে এই পূজা হইয়াছিল, ইহাতে মোসলমান জমীদার পরামর্শ করিলেন পূজার মধ্যেই প্রতিমা ভাঙ্গিয়া দিবেন কিন্তু পূজা বাড়িতে হিন্দুদিগের বহু জনতা দেখিয়া বাটী প্রবেশ করিলেন না, বিসর্জ্জনকালীন বহু লোক সহিত পথিমধ্যে যাইয়া প্রতিমা চূর্ণ করিয়া দিলেন এবং হিন্দুদিগের শরীরে প্রহারাদিও করিলেন তৎপরে ঐ হিন্দু হাবড়ার মাজিষ্ট্রেটের নিকট এই বিষয়ের অভিযোগ করেন, মাজিষ্ট্রেট সাহেব ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত রায় নীলমণি মিত্র বাহাদুরকে বিচার করিতে ভার দিলেন তাহাতে জবনদিগের অত্যাচার সপ্রমাণ হইল, ডেপুটি বাহাদুর আজ্ঞা দিলেন আসামিরা তিন মাস কারাগারে থাকিয়া পরিশ্রম করিবেক, জবন ভায়া জজ সাহেবের নিকটে এই বিষয়ের আপীল করিয়াছিলেন, জজ সাহেব কহিয়াছেন বাবু নীলমণি মিত্র যাহা বলিয়াছেন তাহাই স্থির থাকিবে, কি জবন জমীদার, হিন্দুদিগের দেব দেবীগণের কি পরাক্রম তাহা দেখিলে, তোমার হাস মোসলমনকে ডাক না এখন আসিয়া রক্ষা করুন।

## সম্পাদকীয়। ২১ জানুয়ারি ১৮৫৭। ১২০ সংখ্যা

### শ্রীল শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাধীশ্বর বাহাদুর

ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট নানা দিগে যুদ্ধব্যয়ে ব্যস্ত সমস্ত হইয়াছেন, রণব্যয়ে রাজভাণ্ডার সারশূন্য করিয়া ফেলিয়াছেন, এইক্ষণে "ধনং দেহি ধনং দেহি" বলিয়া চতুর্দ্দিগে কর প্রসারণ করিতেছেন, ইংলিসমেন সম্পাদক মহাশয় লেখেন গবর্ণমেণ্ট উক্ত শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুরের স্থানে অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন, যদি অর্থ থাকে তবে রাজার বিপদকালে প্রজারা অর্থ দ্বারা সাহায্য করিতে পারেন কিন্তু গবর্ণমেণ্ট বর্দ্ধমান রাজ্যেশ্বরকে কি সুখে রাখিয়াছেন তিনি অর্থ দিয়া গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করিবেন, অপরিমিত রাজস্ব করে তাঁহার রাজ্য দগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, কয়েক বৎসর হইল যে কাল জলপ্লাবনারম্ভ হইয়াছে তাহাতে বর্দ্ধমান রাজ্যেশ্বর প্রায় প্রতি বৎসর পাঁচ ছয় লক্ষ টাকা দণ্ড দিয়া আসিতেছেন, এ বৎসর বর্ষাকালে গবর্ণমেণ্টই দামোদরের দক্ষিণ পার বন্ধন কাটিয়া দিলেন, মহারাজ প্রতি বৎসর নদনদীর বাঁধ বন্ধনার্থ ৬০।৭০ হাজার টাকা অমনি দিতেছেন তথাচ দামোদরের বন্ধন কাটায় এবৎসর তাঁহার লক্ষ টাকার অধিক ক্ষতি হইয়া গিয়াছে, পত্তনিদারেরা পত্তনি ছাড়িয়া দিতেছেন, একে দৈব দণ্ড তাহাতে রাজদণ্ড অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টই কাল যুদ্ধে ২ রাজ্যময় আকাল উপস্থিত করিয়াছেন, বর্দ্ধমান ভূপতির দেবসেবা অতিথি সেবা দরিদ্র-ভরণ পোষণাদি নিত্য কার্য্য যাহা না করিলে নয় মাসে লক্ষ টাকার ন্যূনে তাহাও সম্পন্ন হয় না ইহা ব্যতীত রাজকীয় ব্যয় ও রাজস্ব দণ্ড, ইহাতে স্বকীয় রাজ্য রক্ষার্থই মহারাজের

অপরিমিত অর্থ ব্যয় হইতেছে, এ সময়ে যে বর্দ্ধমান রাজ্যেশ্বর বাহাদুর ধন দ্বারা গবর্ণমেণ্টের মনঃ পূজা করিতে পারিবেন আমাদিগের এমত অনুভব হয় না তবে রাজ্যপালের মনে কি আছে তিনিই বলিতে পারেন, এই কি বঙ্গ কাণ্ড লেপ্টেনেণ্ট মহাশয় গবর্ণর বাহাদুরের সহিত মহারাজের সাক্ষাৎ করণার্থ উদ্যোগী হইয়াছিলেন, ব্রিটিস মায়া যে বিষ্ণু মায়া অপেক্ষাও মহামায়া হইয়া উঠিল, আপনারা ইচ্ছাপুর্ব্বক রঙ্গোৎসুক হইয়া রাজকোষ পরিশোধন করিবেন, পরে ব্যয় টান হইলেই প্রজাগণকে মায়াজালে ফেলিবেন আর প্রলোভন দেখাইবেন পাঁচ টাকা সুদিপত্র বাহির করিতেছেন, এতকাল অপরিমিত বেতন দানে যাঁহাদের উদর পুষ্টি করিয়াছেন এইক্ষণে তাঁহারা কেন সহায়তা করিবেন না, এখন অপব্যয়ের সুখ বুঝুন "ক্ষিংপ্রমায় মনালোচ্য ব্যয় মানঃ স্ববাঞ্ছায়া। পরিক্ষীয়তএবাসৌ ধনী বৈশ্রবণোপমঃ।"

## সম্পাদকীয়। ২১ জানুয়ারি ১৮৫৭। ১২০ সংখ্যা

ভারতবর্ষীয় সভা হইতে ভারতবর্ষীয় রাজকর্ম্ম সম্পাদক সভার সভাপতি মান্যবর শ্রীযুক্ত রার্বট ভালন ইস্মিথ সাহেব এবং মান্যবর সভ্য মহাশয়দিগের নিকট যে আবেদন পত্র অগ্রসর হইয়াছে আমরা তৎসারাংশ নিম্নে গ্রহণ করিলাম।

ভারতবর্ষীয় সভার সভ্য মহাশয়েরা এতদ্দেশীয় প্রজাদিগের মঙ্গল চিন্তায় অনুক্ষণ রত আছেন ব্রিটিস রাজ্য ব্যবস্থায় যদি ভারতবর্ষের কোন অনিষ্ট সোপান দৃষ্ট হয় তবে সভ্য মহোদয়েরা প্রাণপণে মোচন করিবার চেষ্টা করেন এইক্ষণে শ্রীমতী মহারাণীর অনুজ্ঞা ক্রমে ভারতবাসি প্রজারা গবর্ণমেণ্টের প্রায় সকল কার্য্যালয়ে নিযুক্ত হইয়া কর্ম্ম নিষ্পাদন করিতেছেন কিন্তু সিবিল কর্ম্মচারিরাই সিবিল কর্ম্ম একচেটীয়া করিয়া লইয়াছেন, ১৮৫৩ সালে পালিয়ামেণ্ট হইতে যে বিধি প্রচার হইয়াছে তদ্দ্বারা এতদ্দেশীয় উপযুক্ত প্রজারা সিবিল পদে অভিষিক্ত হইতে পারিবেন, পুর্ব্বোক্ত সভার প্রতি কর্ম্মভিলাষিদিগের পরীক্ষাদি গ্রহণের ভারার্পণ হইয়াছে কিন্তু পরীক্ষার নিয়ম কঠিন, এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগকে বিলাতে যাইয়া পরীক্ষা প্রদানে অধিক ব্যয় অপেক্ষা করে বিশেষত এদেশের এক প্রথা আছে ভারতবাসিয়া ভারত সীমার বহির্গত হইতে চাহেন না, এ প্রথা ভাল হউক বা মন্দ হউক বহু দিবসাবধি চলিত আছে সুতরাং হিন্দুরা ইহার অন্যথাচরণ করিতে পারেন না অতএব বিলাত গমন পুর্ব্বক ভারতবাসিদিগের পরীক্ষা দান তাঁহারদিগের অসাধ্য হইবে এজন্য ভারতবর্ষীয় সভার সভ্য মহাশয়েরা প্রার্থনা করিয়াছেন কলিকাতা মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রেসিডেন্সি নগরে পরীক্ষা সভা নিযুক্ত হইলে এতদ্দেশীয় সিভিল কর্ম্মভিলাষিরা অনায়াসে স্বীয় ২ মনোরথ সম্পন্ন করিতে পারিবেন।

## সংবাদ। ২২ জানুয়ারি ১৮৫৭। ১২০ সংখ্যা

### ৫ পরসেণ্ট লোন

অবগত হইল গবর্ণমেণ্ট শীঘ্র ৫ পরসেণ্ট লোন খুলিবেন অনেকে কাগজ ক্রয় করিবেন বটে কিন্তু সে টাকায় রাজপুরুষদিগের খাই২ ঘুচিবেক না, রাজভাণ্ডারে উপযুক্ত অর্থ নাই, গবর্ণমেণ্ট উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় নরপালদিগের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন ইংলিশমেন সম্পাদক লেখেন এতুর্য্যোগ সময়ে গবর্ণমেণ্ট শ্রীযুত হেলিডে বাহাদুরকে দারজিলিং ভ্রমণে গমণ করিতে দিবেন না, কেন না হেলিডে মহাশয় এখানে থাকিলে অনেক রাজ্যপালদিগের নিকট হইতে টাকা ভিক্ষা করিয়া গবর্ণমেণ্টের উদর পূর্ণ করিতে পারিবেন।

## সম্পাদকীয়। ১৪ জানুয়ারি ১৮৫৭। ১২১ সংখ্যা

যে সময়ে বিপক্ষকুল প্রতিকূল হইয়া অস্ত্রধারণ করে সে সময়ে অনুকূল পক্ষে গৃহবিবাদ সর্ব্বথা অনুচিত হয়, গৃহবিচ্ছেদ বড় কঠিন বিচ্ছেদ, এই পাপ বিচ্ছেদেই পূর্ব্ব ২ রাজাদিগের সমস্ত উচ্ছেদ হইয়াছিল, রামায়ণ, মহাভারতাদি শাস্ত্রে ইহার ভূরি ২ প্রমাণ দেদীপ্যমান রহিয়াছে, এবং ব্রিটিসজাতিরও এই বিষয়ে বারম্বার ঠেকিয়া শিক্ষা পাইয়াছেন অতএব ছোট বড় যাহাই হউক, শত্রু গ্রাস সংগ্রাম সম্মুখ সমরে ঘরে ২ মনোভঙ্গ নিতান্ত অমঙ্গল চিহ্ন বলিতে হইবেক আমারদিগের রাজ্যেশ্বর দুইদিগের সমর সম্মুখ হইয়াছেন, চীন দেশীয়েরাও বিপক্ষ হইয়া উঠিয়াছে, গবর্ণমেণ্ট দুই বিষয় জন্য চীন দেশীয়েরদের সহিত সন্ধি রাখিয়া আসিতেছিলেন তাহার এক বিষয়, চা, চা না হইলে ইংরাজদিগের প্রাণরক্ষা হয় না, যদিও ইংরাজাধিকারে বহুস্থানে, চা জন্মিয়াছে তথাপি চীন দেশের চার মত চারু চা হয় নাই, দ্বিতীয় বিষয় আফীণ, চীন দেশীয়েরা অহিফেণ গ্রহণ না করিলে আফীণ বিক্রয়ে গবর্ণমেণ্টের লভ্য হয় না, চীন সময়ে ব্রিটিস জাতিরা এই দুই বিষয়ে কাতর হইবেন অতএব চীন রাজ্যে যুদ্ধানুষ্ঠান শুভানুষ্ঠান নয়, ইহাতে ইংরাজদিগের অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার হইবে, দ্বিতীয় পারস যুদ্ধে ধন জন সকলদিগে টান পড়িয়াছে, ভারতবর্ষ মধ্যে যেখানে যত সৈন্য আছে গবর্ণমেণ্ট সকল সৈন্য কুড়াইয়া পারস রাজ্যে পাঠাইতেছেন ইহাতে ধনের এমন অপ্রতুল হইয়াছে প্রজাদিগের নিকটেও ধন চাহিয়া পাইতেছেন না ইহার মধ্যে সিপাহিরা যে কুরব তুলিয়াছে ইহা যদি সত্য হয় তবে গৃহবিচ্ছেদারম্ভ হইয়াছে সন্দেহ নাই, হিন্দু সিপাহিরা বাঁকা হইয়া বসিয়াছে ব্রিটিসদিগের অধীনে থাকিয়া যুদ্ধ করিবেক না, ইহার মূল জল্পনা এই।

হিন্দু সিপাহিরা কহে "ইংরাজেরা কৌশলক্রমে তাহারদিগকে খ্রীষ্টিয়ান করিতে বসিয়াছেন, তাহারা ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারিবেক না, কাগজ মণ্ডিত যে টোটার মধ্যে

গুলিবারুদ থাকিত সিপাহিরা হস্ত দ্বারা তাহার মুখ খুলিয়া বন্দুকে গুলি বারুদ পরিপূর্ণ করিত এইক্ষণে সেনাপতিরা কহেন হস্ত দ্বারা কৌটার মুখ খুলিয়া বন্দুকে গুলি বারুদ পুরিতে অধিক বিলম্ব হয়, দুই হস্ত সংযুক্ত না করিলে সে কর্ম্ম সম্পন্ন করা যায় না অতএব দন্ত দ্বারা কৌটার মুখ ছিঁড়িয়া বন্দুকে গুলি বারুদ পুরিতে হইবেক, সিপাহিরা কহে কৌটার ভিতর চর্ব্বি থাকে, দন্ত দ্বারা কাগজ কাটিতে হইলে তাহারদিগের জাতি নাশ হইবেক, প্রথমতঃ দমদমাস্থ সিপাহিরা এই আপত্তি করিয়াছিল ইহাতে সেনাপতিরা উত্তর করিলেন "দানাপুরের সিপাহিরা এইরূপ করিতেছে তোমরা কেন করিবা না? ইহাতে দমদমাস্থ সিপাহিরা দানাপুরস্থ সৈন্য শিবিরে পত্র লিখিয়াছিলেন, দানাপুরীয়েরা উত্তর লিখিল "আমরা ইহা স্বীকার করি নাই এবং প্রাণান্তেও করিব না" দানাপুর শিবির হইতে এই উত্তর আসিলে চানকাদি স্থানীয় সৈন্য শিবিরে সমস্ত প্রকাশ হইয়া পড়িল ইহাতেই প্রায় সর্ব্বস্থানীয় হিন্দু সিপাহিরা প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছে আর ইংরাজদিগের অধীনে যুদ্ধ করিবেক না, এ গৃহবিচ্ছেদ বড় তুচ্ছ বিচ্ছেদ নহে যদিও ব্রিটিসজাতিরা গোরা সৈন্য দ্বারাই শত্রু পরাভব করেন তথাচ হিন্দু সিপাহিদিগের সহায়তা ব্যতীত সমর জয়ী হইতে পারিবেন না অতএব এই গৃহবিচ্ছেদও মর্ম্মচ্ছেদের হেতু হইয়া উঠিয়াছে, সেনাপতিরা সিপাহিদিগের পত্র প্রেরণ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন তাহারা ডাক বা লোকযোগে কোন স্থলে পত্র পাঠাতে পারে না ইহাতেও আরো রাগিয়া উঠিতেছে এবং সিপাহিদিগের আত্মীয় লোকেরা কলিকাতা নগরে গল্প করিয়া বেড়াইতেছে হিন্দুস্থানীয় স্বাধীন রাজগণের সহিত সিপাহিগণের সংযোগ হইতেছে, সিপাহিরা ব্রিটিস পক্ষ পরিত্যাগ কয়িয়া ঐ সকল রাজপক্ষে যাইয়া ব্রিটিস বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিবে, ইহা যদি সত্য হয় তবে ঘর সন্ধানে রাবণ বিনাশের ন্যায় হইবেক, আরো জনরব উঠিয়াছে আলোয়া, মালাবাদি রাজ্যেশ্বরেরা স্বীকার করিয়াছিলেন অর্থ দ্বারা সাহায্য করিবেন তাঁহারাও ফিরিয়া বসিয়াছেন অর্থ দিবেন না; এ সময় ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট তাঁহারদিগের সহিত সমর করিতে যাইতে পারিবেন না অতএব ইহাও অমঙ্গলের হেতু বলিতে হইবেক, তবে আমারদিগের ভরসা আছে অন্য কোন জাতি ব্রিটিসজাতির ন্যায় কৌশল শিক্ষা করেন নাই, কৌশলি রাজগণ কৌশল দ্বারাই শত্রু মারিয়া জয়ডঙ্কা দিবেন, পরমেশ্বর তাহাই করুন।

## সম্পাদকীয়। ২৭ জানুয়ারি ১৮৫৭। ১২২ সংখ্যা

### ভারতবর্ষীয় সভা

গত শুক্রবারে শ্রীযুক্ত বাবু রমানাথ ঠাকুর, শ্রীযুত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, শ্রীযুত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, শ্রীযুত বাবু জয়নারায়ণ বসু ইত্যাদি মান্যবরেরা ভারতবর্ষীয় সভাগারে উপস্থিত ছিলেন,

সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর সভাপতি হইলে হরিশ্চন্দ্র বাবু শ্রীযুত বাবু রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন, অভিনব রাজবিক্রমে পোলিস সম্পর্কীয় অনেক বিষয় পরিবর্ত্ত হইয়া গিয়াছে, পূর্ব্বে কলিকাতা নগর শোভা কার্য্যে প্রজাপক্ষে দুইজন বাঙ্গালি এবং গবর্ণমেণ্ট পক্ষে একজন ইংরেজ কমিস্তনর ছিলেন এইক্ষণে গবর্ণমেণ্ট তিনজন ইংরাজ কমিস্তনর রাখিলেন, বাঙ্গালি কমিস্তনরদিগকে পদচ্যুত করিলেন, ইহাতেই রামগোপাল বাবু প্রস্তাব করিয়াছিলেন প্রজাপক্ষে নিদানে একজন বাঙ্গালি কমিস্তনর রাখাও উচিত ছিল গবর্ণমেণ্ট তাহা করেন নাই অতএব এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিলে ভাল হয়, এতৎ সভায় নিশ্চিত হইল এই বিষয়ে আবেদন পত্র প্রস্তুত করিয়া গবর্ণমেণ্টে সমর্পণ করিবেন তৎপরে পরদিন শনিবারে বার্ষিক সভায় কি ২ কর্ম্ম হইবে এই সকল বিবেচনা হইল শুক্রবাসরীয় সভায় আর কিছু হয় নাই।

গত শনিবারে ভারতবর্ষীয় সভার বার্ষিক সভা হইয়াছিল, বাবু রমানাথ ঠাকুর, বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, মহারাজা ভৈরবেন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুর, বাবু অনুকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, বাবু গোবিন্দচন্দ্র সেন, বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ইত্যাদি অনেকে উপস্থিত ছিলেন, সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর সভাপতি হইলেন তৎপরে শ্রীযুক্ত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুর গাত্রোত্থান পুর্ব্বক গতবর্ষীয় কার্য্য বিবরণ সকল পাঠ করিলেন, প্রায় একঘণ্টাকাল ঐ সকল বিবরণ পাঠ করিতে হইয়াছিল তাহা সাঙ্গ হইলে শ্রীযুত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এক পুস্তক উপস্থিত করিলেন, গবর্ণমেণ্ট জমীদারী সম্পর্কীয় যে আইন করিয়াছেন মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহার উপর আপন অভিপ্রায় লিখিয়াছেন ঐ পুস্তকে ইংরেজি ভাষায় তাহাই ছাপা হইয়াছে, তাহা বিবেচনার্থ শ্রীযুত রাজা ভৈরবেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর ও শ্রীযুত বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকব্যক্তির প্রতি ভারার্পণ হইল তাঁহারা বিবেচনা করিয়া সভাকে জানাইবেন, সভা অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহার এক পুস্তক আমাদিগকেও দিয়াছেন আমরা সময়ানুসারে কোন কোন বিষয় ভাস্করে উদ্ধৃত করিব এবং ভারতবর্ষীয় সভার গত বৎসরের কার্য্যবিবরণ পত্রও আমাদিগের হস্তে আসিবে তাহার অনুবাদ করিয়া পাঠক মহাশয়গণকে জানাইব।

শ্রীযুত বাবু রমানাথ ঠাকুর মহাশয় প্রস্তাব করিলেন সভা সম্পাদক ও সহকারি সম্পাদক সম্বৎসর ব্যাপিয়া বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করা যায় ইহাতে সকলেই যথোচিত ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

শ্রীযুত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় উপস্থিত করিলেন প্রতিবৎসর কলিকাতার সরিফের পদে কেবল বাণিজ্যকারি ইংরাজেরাই সরিফ হইয়া আসিতেছেন, সম্ভ্রান্ত

বাঙ্গালিদিগের প্রতি এই পদের ভারার্পণ কেন হয় না? ইহাতে সকলের সম্মতি হইল গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিবেন।

শ্রীযুত বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ মহাশয়দিগের প্রস্তাব শ্রীযুত বাবু নবীনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু বামাচরণ মুখোপাধ্যায় সভ্য শ্রেণীমধ্যে পরিগণ্য হইলেন।

শ্রীযুত বাবু রমানাথ ঠাকুর মহাশয় কহিলেন মেং রিকেট সাহেব সিবিলদিগের বেতন কর্ত্তন বিষয়ে যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহা অপ্রকাশ রহিয়াছে, প্রার্থনা করা যায় গবর্ণমেণ্ট গেজেটে তাহা প্রকাশ হয়। ইহাতেও সম্মতি হইল গবর্ণমেণ্টে আবেদন করা যাইবেক।

শ্রীযুত মহারাজা ভৈরবেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর কহিলেন গবর্ণমেণ্টে নিবেদন করা যাউক, বেশ্যাদিগের বাসস্থান স্বতন্ত্র নিরূপিত হয় ইহাতে সভার অনুমতি হইল পূর্ব্বে এ বিষয়ের প্রস্তাব হইয়াছে সেই প্রস্তাবের সহিত মহারাজ বাহাদুরের পোষকতার সংযোগ করা হউক, ইহার পরেই সভাভঙ্গ হইল, তৎপরে সকলে দণ্ডায়মান হইলে শ্রীযুত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বক্তৃতা করিলেন এ বিষয় গুরুতর এবং যদি সুসিদ্ধ হয় তবে এতদ্দেশের সৌভাগ্যকর বটে অতএব আমরা প্রার্থনা করি এতদ্দেশীয় লোকেরা ইহাতে মনোযোগ করেন।

জয়কৃষ্ণবাবু কহিলেন বিধিজ্ঞান ও ইংরেজি ভাষা লিখন পঠনে সুপটু এমত কোন বাঙ্গালিকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করা যায়, তিনি ভারতবর্ষের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া পার্লিয়ামেণ্টে সমস্ত নিবেদন করিবেন, অন্ততঃ দুই বৎসর কাল যদি ঐ ব্যক্তি পার্লিয়ামেণ্টে থাকেন তথাচ ভারতবর্ষের অসংখ্য উপকার করিয়া আসিতে পারিবেন, তাঁহার দুই বৎসরের বেতন ত্রিশ সহস্র টাকা ব্যয় হইবে ইহাতে ভারতবর্ষীয় লোকেরা ত্রিশকোটী টাকার উপকার দর্শন করিতে পারিবেন অতএব ঐ ত্রিশ সহস্র টাকার জন্য সাধারণ চাঁদা হউক, সর্ব্বসাধারণ ধনি লোকেরা এই দানে ধনার্পণ করিয়া স্বদেশের কপাল বৃদ্ধি করুন।

সভ্য মহাশয়েরা সকলেই জয়কৃষ্ণবাবুর এতৎ প্রস্তাব সংপ্রস্তাব কহিলেন কিন্তু বাঙ্গালিরা কি এই দায়ে উপুড় হস্ত হইবেন, পার্লিয়ামেণ্ট সভায় পৃথিবীর প্রায় সকল রাজ্যের প্রতিনিধি সকল উপস্থিত থাকেন, ঐ সকল রাজ্যবাসি ধনরাশিগণ সাধারণ চাঁদা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া প্রতিনিধি সকলকে বেতন প্রদান করেন ইহাতেও সে সকল রাজ্য উন্নত হইয়া উঠিয়াছে, সে সকল রাজ্যবাসিরা কোম্পানি নামক কোন ভয়ানক নামের দাসত্ব করেন না, তাঁহারদিগের উপর শাসন পালন ঘটিতে কোন অন্যায় হইলে তৎক্ষণাৎ পার্লিয়ামেণ্টে ও বোর্ড অফ কন্ট্রোলে প্রকাশ হয় এবং পার্লিয়ামেণ্ট হইতে ন্যায় বিচারের আদেশ বাহির হইয়া শাসনকারিগণকে শাসন করে, ভারতবর্ষের ন্যায় দুর্ভাগ্য রাজ্য কি আর কোন রাজ্যে দেখা যায়।

পার্লিয়ামেণ্ট এই মাত্র জানিয়া থাকিবেন পৃথিবীর পুর্ব্ব প্রান্তে ভারতবর্ষ নামে এক খণ্ড ভূমি আছে, মুটো মজুরাদি বনমনুষ্যেরা ঐ খণ্ডে বসতি করে, ইষ্টিণ্ডীয়া কোম্পানিরা ঐ ভূমিখণ্ড ইজারা লইয়াছেন তাহাতে বিশেষ লভ্য নাই, যাহা পান যুদ্ধ ব্যয়েতেই তাহা উড়িয়া যায় তাহাও কুলায় না, কোম্পানিরা তজ্জন্য ঋণগ্রস্ত হইয়াও ঐ সকল বনমনুষ্যদিগকে রক্ষা করিতেছেন, সে দেশ যদি সুদেশ হইত তবে কি দেশবাসিরা আপনারদিগের উন্নতি জন্য এক জন উকীল মোক্তারও পাঠাইত না, ইত্যাদি রূপ জঘন্য গণ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছেন, সেখানে এমত মনুষ্য নাই ভারতবর্ষের পক্ষ হইয়া একটি কথার উপকার করেন অতএব পার্লিয়ামেণ্টে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি প্রেরণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে, দেশবাসি ধনি লোকেরা ধীর স্বভাবে এতৎপ্রস্তাবের সুফল কুফল বিবেচনা করিবেন।

## সম্পাদকীয়। ২৯ জানুয়ারি ১৮৫৭। ১২৩ সংখ্যা

লোকেরা কথা প্রসঙ্গে বলেন "দন্ত থাকিতে কেহ দন্তের মর্য্যাদা বুঝিতে পারেন না" আমারদিগের গবর্ণমেণ্টের পক্ষে তাহাই ঘটিয়াছে, যখন টাকা ছিল তখন টাকাকে টাকা জ্ঞান করেন নাই, মদ্য মাংস প্রভাবে যুদ্ধ সাজ ব্যতীত জানিতেন না, কেবল রাজ্য বৃদ্ধির উপর মনোযোগ করিয়াছিলেন, মারাত্মক স্বভাবে যুদ্ধে ২ অর্থ শেষ করিয়াছেন, তাহাতে চতুর্দ্দিগে রাজ্য বৃদ্ধি করিয়া বিপদে ঠেকিয়াছেন, রাজ্য বৃদ্ধি করিলে কি হইবে? তাহার শাসন পালনে অর্থ ব্যয় চাই এবং রাজ্য বৃদ্ধি করিতে গেলেই চতুর্দ্দিগে শত্রু বৃদ্ধি হয়, লার্ড আকলেণ্ডের অধিকারাবধি লার্ড হার্ডিঞ্জের অধিকার শেষ পর্য্যন্ত ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট কেবল শত্রু বৃদ্ধি করিয়াছেন তথাপি কথায় বলা যায় লার্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুর এক প্রকার পাতে ২ রাখিয়া গিয়াছিলেন, লার্ড ডেলহৌসি এ দেশে আসিয়া কেবল বৈরানল প্রবল করিয়া দিলেন আর চতুর্দ্দিগ হইতে স্ত্রীলোকদিগের অভিসম্পাত কুড়াইতে লাগিলেন লার্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুর পাঞ্জাব রাজ্য যেরূপ সন্ধি বন্ধনে রাখিয়া গিয়াছিলেন এবং পুর্ব্বে সিন্ধু কান্দাহারাদির সহিত যে প্রকার বন্ধুভাব ছিল এইক্ষণে সেইরূপ থাকিলে পারস রাজা এত সাহসিক হইতে পারিতেন না এবং আমারদিগের শঙ্কা হইত না রুষ রাজেশ্বর কাবেলে পারস হস্তগত করিয়া কাবোল পথে আসিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবেন, শীক রাজ্য ভারতবর্ষের এক মহাপ্রাচীর স্বরূপ ছিল, লার্ড ডেলহৌসি সাহেব সেই প্রাচীর ভঙ্গ করিয়া দিয়াছেন, লার্ড বেণ্টিঙ্ক বাহাদুর এতদ্দেশ অবগমন করিয়া প্রথমতঃ শত্রু দিগের ভারতবর্ষ প্রবেশের মোহাড়া বন্ধন করিতে গিয়াছিলেন তিনি যখন উত্তর পশ্চিম রাজ্যে গমন করেন তখন ভারতবর্ষময় জনরব হইয়া উঠিল বেণ্টিঙ্ক সাহেব লাহোর লইতে চলিলেন এবং মহারাজ রণজিৎ সিংহের সভাতেও কথা হইয়াছিল ইংরাজরা যুদ্ধ করিতে

আসিতেছেন তাহাতে মহারাজ রণজিৎ সিংহ সসজ্জিত হইয়া রহিলেন কিন্তু লার্ড বেণ্টিঙ্ক বাহাদুর এমন সৎমনুষ্য ছিলেন তিনি ব্রিটিসাধিকারের অন্তঃসীমায় যাইয়া শিবির স্থাপন করিলেন, সৈন্য সেনাপতিগণকে তাঁহার নিকটেও থাকিতে দিলেন না ঘোষণা করিলেন আমি সমর করিতে আসি নাই, এ প্রদেশে ব্রিটিস জাতির বন্ধু কে ২ আছেন তাঁহারদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি এই ঘোষণার পর মহারাজ রণজিৎ সিংহ বাহাদুর লার্ড শিবিরে দূত প্রেরণ করিলেন রাজদূতেরা লার্ড বাহাদুরের সহিত সাক্ষাদানালাপে তুষ্ট হইলেন পরে লাহোরে যাইয়া সমাচার দিলেন লার্ড বেণ্টিঙ্ক বাহাদুর তাঁহারদিগের উপযুক্ত সমাচার করিয়াছেন এবং হাস্য বদনে প্রিয়বচনে বলিয়াছেন শীক রাজ্যের সহিত মৈত্র স্থাপন করিতে আসিয়াছেন, যুদ্ধেস্থায় আইসেন নাই, দূতমুখে এতৎ সুসম্বাদ শুনিয়া এবং লার্ড বাহাদুরের ব্যবহার জানিয়া শীকসিংহ শ্বেতসিংহের শিবিরে আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন এবং উভয় পক্ষে বিলক্ষণ রূপ আদান প্রদানের পর সন্ধি স্থির হইল ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট পাঞ্জাব রাজ্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না এবং শীকরাজা তাঁহার অধিকার দিয়া কোন শত্রুকে ব্রিটিসাধিকারে আসিতে দিবেন না, এই সন্ধি বন্ধন বহুকাল ছিল, মহারাজ রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর লার্ড আকলেণ্ড কিম্বা তাঁহার উত্তরাধিকারি এলেনবরা বাহাদুর যিনি হউন শীক রাজ্য দিয়া কাবোলে সৈন্য পাঠাইতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, রণজিৎ সিংহের উপযুক্ত পৌত্র নৌনেহানসিংহ তাহাতে সম্মত হইলেন না, সে সময়ে রণজিৎ সিংহের পুত্র খড়্গ সিংহ রাজা হইয়াছিলেন তিনি নৌনেহান সিংহকে নানা প্রকার প্রবোধ দিয়া শান্ত করিলেন এবং মৈত্র ভাব রক্ষার্থ ব্রিটিস সৈন্যগণকে পাঞ্জাব দিয়া যাইতে দিলেন আর অর্থ সৈন্য দ্বারাও সাহায্য করিলেন, শীকেরা ব্রিটিস জাতির এত উপকার করিয়াছিলেন লার্ড ডেলহৌসি সাহেব সেই উপকারের এই প্রত্যুপকার করিলেন শীকরাণীকে রাজবাটী হইতে বাহির করিয়া সেখপুরীয় যমালয়ে লইয়া গেলেন এবং তথায় আবদ্ধ রাখিলেন, দাসীদিগকেও নিকটে যাইতে দিলেন না আবার সেখানে যাইয়া জেনেরেল মসলিন সাহেব কহিলেন, "মহারাণি, তোমার পুত্রের সহিত যদি সাক্ষাৎ করিতে চাহ তবে এই গাড়িতে আরোহণ কর, আমি তোমাকে রাজবাটীতে লইয়া যাইতে আসিয়াছি" মহারাণী পুত্রস্নেহে গাড়ি আরোহণ করিলেন তৎপরে মসলিন সাহেব ঐ গাড়ি চড়িয়া বসিলেন, হা, এ দুঃখ কি সহ্য করা যায়, মহারাণীর অতি কঠিন প্রাণ এই কারণ ব্রিটিস রাজ্ঞীর দাসানুদাস তস্যদাস এক সামান্য ভৃত্যের সহিত এক গাড়িতেও বাঁচিয়াছিলেন তৎপরে তাঁহাকে আনিয়া চুণার দুর্গে কয়েদ করিলেন আবার আপনারাই ভয় দেখাইয়া বৈষ্ণবী সাজাইয়া নেপালে পাঠাইয়া দিলেন, তাঁহার সঙ্গে যে ৩০।৩৫ ত্রিশ লক্ষ টাকার ঐশ্বর্য্য ছিল তাহা গ্রাস করিয়া লইলেন, লার্ড ডেলহৌসি হইতেই পঞ্জাব রাজ্য ছারখার হইয়াছে, পঞ্জাব লইয়াছেন তথায় সৈন্য রাখিয়াছেন, তবে কোন শত্রুদিগের আগমন পথ প্রতিরুদ্ধ রাখিতে পারেন না? আর লার্ড এলেনবরা

বাহাদুর সংকল্প করিয়াছিলেন তোপে ২ কাবোলের দুর্ব্বা ঘাস পর্য্যন্ত উড়াইয়া দিবেন প্রায় তাহাই করিয়াছিলেন তবে কেন এইক্ষণে দোস্ত মহম্মদ খাঁর সহিত গলাগলী কুটুম্বতা করিতেছেন? লার্ড ডেলহৌসি হইতেই রুষীয়দিগের আগমনের পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে, এইক্ষণে আক্ষেপ করিলে কি হইবে।

পাঁচ টাকা সুদি কাগজ বাহির করিয়া কি হইল? এতদ্দেশীয় লোকেরা কি সুদ লোভে টাকা বাহির কবিয়া দিতেছেন? পূর্ব্বে ইংরাজদিগের এমন সম্মান ছিল হাত পাতিলেই টাকা পাইতেন, এখন কি কথা মাত্রে টাকা আইসে, আর কেহ শ্বেতগোত্রকে মিত্র বলিয়া স্মরণ করেন না, অকারণ অযোধ্যা রাজ্যেশ্বরকে পথের ফকীর কবিয়াছেন অযোধ্যা বাদশাহ কত বার ব্রিটিস জাতিকে টাকা দিয়াছেন সৈন্য দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন লার্ড ডেলহৌসি তাহাকে রাজ্যচ্যুত করিলেন, তাহার সর্ব্বস্ব লইলেন, বাড়ী ঘর পয্যন্তও সমভূমি করিয়া দিতেছেন ইহাতে কি সন্ধিবদ্ধ রাজ্যেশ্বরেরা সতর্ক হয় নাই? সমাচার পত্রে প্রচার হইতেছে স্বাধীন রাজ্যেশ্বরেরা কেহ অর্থ বা সৈন্য দ্বারা সাহায্য করিবেন না তবে অধিকৃত রাজ্যমধ্যে কাহার অধিক ধন আছে যে সাহায্য করিবেন? ধনি লোকেরা সুদের লোভে টাকা দিতেন, ব্রিটিস জাতির এমন অভিমান হইয়া উঠিল একেবারে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন পাঁচ টাকা সুদি তাবৎ কাগজ পরিশোধ করিবেন চারি টাকা সুদেও টাকা লইবেন না যাঁহারদিগের টাকা দিতে অভিপ্রায় হয় তাঁহারা যদি সাড়ে তিন টাকা সুদে টাকা দেন তবে গ্রহণ করিবেন, ইহাতে চার টাকা সুদি কাগজধারিদিগের যৎপরোনাস্তি ক্ষতি হইয়াছে, এখন সে অভিমান কোথায় গেল? ৫ টাকা সুদেও যে কেন টাকা দিতে চাহেন না, বিলাত ভারতবর্ষ উভয় রাজ্যে ঋণ করিয়া ঋণে ২ ভারী হইয়া পড়িয়াছেন, পরিপূর্ণ রাজভাণ্ডার কেবল যুদ্ধানলে পূর্ণাহুতি দিয়াছেন, ধন থাকিতে ধনের মর্য্যাদা করেন নাই এইক্ষণে "হা ধন ২" বলিয়া ধনাগম প্রার্থনা করিতেছেন ইহাতে প্রজারাও দুঃখিত হইয়াছেন অতএব পরমেশ্বর সমীপে প্রার্থনা ব্যতীত আর উপায় নাই, হে পরমেশ্বর, আমারদিগের রাজ্যেশ্বরকে চিন্তাসাগর হইতে উদ্ধার কর।

## বিধবাবিবাহ। ৩১ জানুয়ারি ১৮৫৭। ১২৪ সংখ্যা

এইক্ষণে হিন্দু বিধবাবিবাহ প্রায় সাধারণ্যে রূপে প্রচলিত হইয়া উঠিল, কলিকাতা নগরে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ মধ্যে দুই বিধবার পরিণয় হইয়াছে, ইহার পূর্ব্বে মাদ্রাজে এক ব্রাহ্মণ উপযুক্ত পাত্রে তাঁহার বিধবা কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন তৎপরে বীরভূমে এক ব্রাহ্মণ ইচ্ছা পূর্ব্বক এক বিধবা বিবাহ করেন অনন্তর শ্রুত হইল শাহরণপুরে একজন বণিক স্বজাতীয়া এক বিধবা বিবাহ করিয়াছেন, হরকরা সম্পাদক মহাশয় লেখেন আর

একজন ব্রাহ্মণের বিধবা পাণিগ্রহণ হইয়াছে, এদিকে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্যও ৫।৬টি বিধবার পাণিগ্রহণানুষ্ঠান করিয়াছেন বোধহয় অল্পকাল মধ্যেই তাহা সম্পন্ন করিবেন অতএব হিন্দু জাতীয় প্রায় সর্ব্বজাতি মধ্যেই বিধবা পাণিগ্রহণ চলিত হইয়া আসিল কিন্তু ইহাও বলিতে হইবেক যাঁহারা বিধবাবিবাহ করিয়াছেন তাঁহারা নিষ্কণ্টকে থাকিতে পারে নাই, জ্ঞাতি কুটুম্বাদি সকলে তাঁহারদিগকে গ্রহণ করেন নাই, কতক এদিগে কতক ওদিগে এইরূপ দলাদলী ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে, বিধবাবিবাহ সপক্ষ দলাপেক্ষা বিপক্ষ দল যেমন অধিক তেমনি প্রবল, বিপক্ষ দলস্থেরা শীঘ্র সম্মত হইবেন না বরং যে প্রকারে পারেন সপক্ষ দলকে নির্য্যাতন করিবেন, কলিকাতা নগরীয় বিধবাবিবাহ সভায় যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা গমন করিয়াছিলেন তাঁহারদিগের মধ্যে অনেকের নিমন্ত্রণাদি বন্ধ হইয়াছে বিধবাবিবাহ সপক্ষেরা যদি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের ক্ষতি পুরণ না করেন তবে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা চতুস্পাঠী রাখিতে পারিবেন না, অগত্যা "শ্রীবিষ্ণু" বলিয়া বিপক্ষ দলের শরণাপন্ন হইবেন, আমরা শুনিলাম ইহার মধ্যেই কেহ ২ বিষ্ণু স্মরণ করিয়াছেন, বিপক্ষ পক্ষে সম্মান পাত্র কমলা পুত্রেরা ঐক্যবাক্য হইয়াছেন তাঁহারা যদি বৃত্তি বিধান না দেন আর স্ব স্ব দলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের নিমন্ত্রণাদি রহিত করেন তবে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কি উপায়ে জীবন ধারণ করিবেন ? এই ক্ষণে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের লভ্য কি আছে ? পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়েরা প্রাতঃস্নান করিয়া সন্ধ্যা পুজা করিতেন তৎপরে ধনিগণকে আশীর্ব্বাদ করিতে যাইতেন এই ক্ষণে আশীর্ব্বাদ গমন উঠিয়া গিয়াছে ; ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা আশীর্ব্বাদ করিতে গেলে দূরে থাকিতেই অনেকে কহেন "এই অসভ্য বেটারা পোড়াইতে আসিতেছে, কতকগুলা সংস্কৃত শ্লোক ছাড়িবে আর কথায় ২ অর্থ চাহিবে" ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের এমনি দুর্দ্দশা হইয়াছে "আশীর্ব্বাদ" বলিয়া অগ্রে হস্ত পাতিতে হয়, আশীর্ব্বাদ বলিয়া হস্ত পাতিলে ধনিরা কি করেন ? কেহ ২ বলিদানের ন্যায় হস্ত তোলেন, অনেকেই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া প্রণাম সারেন, পরে মনোভ্রমে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা যদি বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্তও বসিয়া থাকিয়া সংস্কৃত কবিতা বকাবকি করেন তথাচ কপর্দ্দক দেখিতে পান না, পরিশেষে প্রণাম চিহ্ন রম্ভা দর্শন করিয়া বিদায় হন, তবে কোন ব্যাপার প্রয়োজনে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রণ না করিলে নয় আর দুর্গোৎসবাদি কর্ম্মে বৃত্তি প্রদান পুর্ব্বাবধি চলিত হইয়া আসিয়াছে, ধাম্মিকেরা তাহা রহিত করিতে পারেন না, এই কারণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে ডাকেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাও সেই বৃত্তি দান বিদায় দানে কোন প্রকারে সিদ্ধান্নে জীবন যাপন করিতেছেন তাহাও যদি যায় তবে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কি করিয়া সংসার চালাইবেন ? সুতরাং বিধবাবিবাহ পক্ষে যাইতে পারিবেন না অতএব বিধবাবিবাহ সপক্ষ মহাশয়েরা এপক্ষেও দৃষ্টিপাত করিবেন আপনারদিগের মধ্যে চাঁদা করিয়া টাকা সংগ্রহ করুন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাদি যে সকল ব্যক্তিরা বিধবা বিবাহ সভায় যাইবেন ঐ টাকা দ্বারা তাঁহারদিগের প্রতিপালনের উপায় করিয়া দিবেন, বহুকাল অপ্রচলিত বা নূতনোপস্থিত কোন বিষয়

প্রচলিত করিতে হইলে তাহাতে অধিক অর্থ ব্যয় প্রয়োজনীয় হয়, বিধবাবিবাহ স্বপক্ষ মহাশয়েরা ইহা জানেন অতএব আমারদিগের আর অধিক লিখিবার প্রয়োজন নাই।

## সংবাদ। ৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭। ১২৫ সংখ্যা

### বারাকপুর

উক্ত স্থলে মধ্যে মধ্যে অগ্নি লাগিয়া অনেকের ক্ষতি করিতেছে, আমরা শুনিলাম অগ্নিদাহের কারণানুসন্ধানের নিমিত্ত বারাকপুরে এক কোর্ট বসিয়াছে, কোর্টের কর্ত্তা পক্ষেরা অদ্যাপিও কারণানুসন্ধান করিতে পারেন নাই, যে সকল দুরাত্মারা প্রাণি পীড়ন নিমিত্ত অগ্নি সংযোগ করে তাহারা যেরূপ বুদ্ধি কৌশল প্রকাশ করিতেছে তাহাতে কোর্টধারিরা অল্পায়াসে তত্ত্বানুসন্ধান করিতে পারিবেন না, অগ্নি যোজকেরা তীর প্রস্তুত করিয়া তাহাতে জীর্ণ বস্ত্র বান্ধিয়া ঐ বস্ত্রে অগ্নি সংযোগ পূর্ব্বক নিভৃত স্থল হইতে প্রজাদিগের চালে তীরক্ষেপ করে, অগ্নিযুক্ত তীর চালে পতিত হইলেই জ্বলিয়া উঠে; কেহ ২ সন্দেহ করেন হিন্দু সিপাহিরাই এই অসদাচারণ করিতেছে, ইহা হইলেও হইতে পারে কেন না হিন্দু বাহিনীদিগের মধ্যে যেরূপ গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে তাহারা জাতি নাশাশঙ্কা প্রযুক্ত ইংরাজদিগের অনিষ্ট চেষ্টা করিবে আশ্চর্য্য নহে।

আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছিলাম "গৃহ বিচ্ছেদ বড় ভয়ানক বিচ্ছেদ" পাঠক মহাশয়েরা এইক্ষণে সেই বাক্য স্মরণ করুন, গৃহবিচ্ছিদি কাণ্ডে যে কি ভয়ানক কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে মহামতি ভারতপতিরাও ইহা বিবেচনা করিবেন, একে পারস যুদ্ধ সন্মুখবর্ত্তী তাহাতে আবার হিন্দু সেনাগণের মনোভঙ্গ, ইহাতে কি গুপ্ত বিপক্ষেরা হাস্য করিবেক না? আমারদিগের রাজপুরুষেরা অতি ত্বরায় গৃহবিচ্ছেদ উচ্ছেদার্থে মনোনিবেশ করুন নতুবা ভবিষ্যতে ভয়ানক কাণ্ড ঘটনা সম্ভবনা।

শ্রুত হইল শ্রীল শ্রীযুত বর্দ্ধমানেশ্বর বাহাদুর এবং ঐশ্বর্য্যশালী কতিপয় মহাশয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যার্থ কয়েক লক্ষ টাকা প্রেরণ করিয়াছেন, এইক্ষণে গবর্ণমেণ্টের যেরূপ উদরজ্বালা হইয়াছে যদিচ প্রদত্ত টাকায় তাঁহারদিগের খাই ২ ঘুচিবেক না তথাচ দুঃসময়ে এ প্রাপ্তিতে জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিবেন, উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় ভূপতিরা অদ্যাপি কিছু পাঠান নাই, ভবিষ্যতে কি করেন তাহা বলা যায় না, আমারদিগের রাজপুরুষগণ অর্থ বিরহে অত্যন্ত যাতনা সহ্য করিতেছেন এ সময়ে যে সকল মহামহিমেরা শ্বেতজাতির দুঃখ দূর করণে মনোযোগী হইবেন ভবিষ্যতে তাঁহারাও ব্রিটিসানুগ্রহে প্রচুর সুখ ভোগ করিতে পারিবেন।

## বিধবা বিবাহ। ৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭। ১২৬ সংখ্যা

প্রেরিত পত্র

শ্রীযুত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয়েষু।

বিনয় পুর্ব্বক নমস্কার। নিবেদন মিদং। মহাশয় ভাস্কর পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে গমন পুর্ব্বক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করত বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া দিয়াছিলেন সংবৎসর মধ্যে বিধবা বিবাহের সাহায্য ও উৎসাহ বর্দ্ধনার্থে প্রত্যেক বিবাহে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিবেন সে বিজ্ঞাপন এইক্ষণে কোথায় থাকিল, বাবু মহাশয়ের বাক্য শরৎকালের মেঘ গর্জনের ন্যায় কেবল ডাক হাক সার হইল, আমি বিধবা রমণীর পাণি পীড়ন করিয়া মহাবিপদগ্রস্ত হইয়াছি, কোন ব্যক্তির পরামর্শক্রমে উক্ত মহাশয়কে পত্র লিখিয়া বিস্তারিত জ্ঞাপন করিয়াছি অনুমান ছিল বাবু মহাশয়ের বদান্যতা সফল হইবেক তাহা কৈ হইল, সে পত্র প্রাপ্ত হইলেন কিনা তাহাই বা কিসে জানিতে পারিব, এইক্ষণে মহাশয়ের অতুল্য অমূল্য ভাস্করের আশ্রয় ভিন্ন আর উপায় দেখি না, মহাশয় দয়া পুর্ব্বক এই পত্রখানি প্রকাশ পুর্ব্বক আমার হৃদয়াকাশের চিন্তারূপ অন্ধকার বিনাশ করিয়া বাধিত করিবেন ইতি সং ১২৬৩ সাল তাং ১৬ মাঘ। ভদ্র বংশজাত শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ

শ্রীশ্রীহরি চক্রবর্ত্তী বিধবা বিবাহকারক।

## সম্পাদকীয়। ৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭। ১২৭ সংখ্যা

এ বৎসর ভারতবর্ষের নানা স্থলে দুর্ভিক্ষ ঘটিবায় তত্তৎ স্থানবাসিরা অত্যন্ত দুঃখ সহ্য করিতেছেন, যে সকল বস্তু অতি অল্প মূল্যে পাওয়া যাইত এইক্ষণে সে সকল দ্রব্যাদির উচ্চ মূল্য শুনিলে লোমাঞ্চ হইয়া উঠে, যে তণ্ডুল মোণ পূর্ব্বে এক টাকা চারি আনায় বিক্রয় হইত এইক্ষণে সেই তণ্ডুল দুই টাকা মোণ হইয়া উঠিয়াছে, বিক্রয়কারেরা বলে ভবিষ্যতে দ্রব্য মূল্য আরো মহার্ঘ হইবে, এতদ্বৎসরীয় বাহুল্য বৃষ্টিতেই এই প্রকার সৃষ্টিনাশা ব্যাপার উপস্থিত করিয়াছে, পল্লীগ্রামীয় যে সকল গৃহস্থেরা চাস কর্ম্ম করিয়া উৎপন্ন দ্রব্যে সাম্বৎসরিক ব্যয় নির্ব্বাহ পূর্ব্বক আগামি সনের জন্য সঞ্চয় রাখিত এ বৎসর তাহারা অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে, রাজ্য মধ্যে এতাদৃশ দুর্ভিক্ষকালেও রাজ্যেশ্বরের আসিয়ার বক্ষস্থলে প্রবল রঙ্গ বাধাইয়াছেন, এই সময়ে অধিকারস্থ দ্রব্য টান পড়িবায় দ্রব্য মূল্য আরো মহার্ঘ হইতেছে, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট যে ২ সময়ে শত্রু দমনারম্ভ করেন সেই ২ কালে শত্রু মর্দ্দন পরিবর্ত্তে স্বীয় প্রজাদিগেরই যথাসর্ব্বস্ব শোষণ করিয়া থাকেন, পাঞ্জাবীয় যুদ্ধ সময়ে ব্রিটিস রাজ্যে

যেরূপ খাদ্য বিরহ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা সাধারণের অবিদিত নাই, সে সময়ে সকলে মনে করিয়াছিলেন পাঞ্জাব রঙ্গ সমাধা হইলেই প্রজাবর্গ সুখী হইবেন কিন্তু যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই রুষ দেশে মহারণ কাণ্ড উপস্থিত হইবায় সাধারণে সম্ভাবাতিরিক্ত ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন, উক্ত সময়ে ইংরাজ মহারাজেরা ভারত রাজ্যের তৃণ পর্য্যন্তও স্বদেশে লইয়া গিয়াছিলেন সে যুদ্ধ সম্পূর্ণরূপে শেষ হইতে না হইতেই পারস রাজ্যে প্রচণ্ড রণকাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে, এ দিগে রাজ ভাণ্ডার অর্থ শূন্য হইবায় মহামতি রাজপুরুষেরা উচ্চ সুদি কাগজ বাহির করিয়া প্রজাদিগকে লোভ প্রদর্শন পূর্ব্বক অর্থ হরণের ফাঁদ পাতিয়া বসিয়াছেন, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট কি প্রজাদিগের নিকটে অর্থ সঞ্চয় রাখিয়াছেন যে প্রজারা অসময়ে তাঁহারদিগকে অর্থ প্রদানে সাহায্য দান করিবেন? আধুনিক প্রজারা পূর্ব্বপুরুষীয় সঞ্চিত ধন পর্য্যন্তও ব্রিটিস গ্রাসে সমর্পণ করিয়াছেন এইক্ষণে তাঁহারদিগের নিকটে এমত অর্থও নাই যে তাঁহারা স্বচ্ছন্দে দিন নির্ব্বাহ করেন, যাঁহারদিগের নিকটে কিঞ্চিৎ অর্থও আছে তাঁহারা বার ২ ঠেকিয়া সংকল্প করিয়াছেন শ্বেত করে অর্থ সমর্পণ করিবেন না, বহু দিবস হইল বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ৫ টাকা সুদি কাগজ বাহির করিয়াছেন ইহার মধ্যে কি যুদ্ধ ব্যয়ের একাংশ মুদ্রাও পাইয়াছেন? কৈ উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় স্বাধীন রাজ্যপালেরা অর্থ সাহায্য করিলেন না? ব্রিটিসাধিপতিগণ গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিলেন তিন পরসেণ্ট লোণাপেক্ষা অধিক সুদি কাগজ বাহির করিবেন না এখন তাঁহারদিগের সে গর্ব্ব কি খর্ব্ব দেহে লুক্কায়িত হইয়াছে? এদেশীয় লোকেরা আর ব্রিটিস প্রতারণায় ভ্রান্তি যুক্ত হইবেন না, পূর্ব্বে যে সকল মহামহিমেরা শ্বেতজাতিকে কৃতজ্ঞ বলিয়া বিপদ সময়ে নানা মতে সাহায্য করিয়াছিলেন গৌরাঙ্গেরা তাঁহারদিগের সেই উপকারের প্রত্যুপকার স্বরূপে সেই ২ সরলাত্মাদিগকে অশেষ প্রকারে নির্য্যাতন করিবায় অন্যান্য লোকেরা সতর্ক হইয়াছেন, এইক্ষণে রাজপুরুষেরা সাহায্য প্রাপ্তে আর্ত্তনাদ করিলে কি হইবে, তবে ক্রোধ শোধ নিমিত্ত প্রজাদিগের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিবেন কিন্তু তাহাতেও যে তাঁহারা ফল পাইবেন এমত বোধ হয় না, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টই বা প্রজাদিগের উপর নির্দ্দয়তা করণের কি বাকি রাখিয়াছেন? প্রতারণা পূর্ব্বক দিন ২ টাক্স বৃদ্ধি করিয়া প্রজা ধন অপহরণ করিতেছেন, ভারতবর্ষজাত উত্তমাধম সকল বস্তুই স্বদেশে লইয়া যাইতেছেন, এ দেশীয় প্রজারা যে খাদ্যাভাবে কত কষ্ট সহ্য করিতেছেন রাজপুরুষেরা তাহা দেখিয়াও অন্ধের ন্যায় বসিয়া রহিয়াছেন, এতকাল উচ্চ সুদি কাগজ দ্বারা অসংখ্য ধনী মনুষ্যকে দরিদ্রতার অধীন করিয়াছেন, প্রজাদলন যাহাকে বলে আমারদিগের রাজ্যেশ্বরেরা তাহা করিতে কোন প্রকারেই ত্রুটি করিতেছেন না, ইহা অপেক্ষা প্রজা দলন আর কাহাকে বলা যায়? রাজা হইয়া প্রজাদিগের নিকটে শঠতা পূর্ব্বক ধনাপহরণ কার্য্যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যেরূপ সুনিপুণ হইয়াছেন পৃথিবীর কোন অংশে

এতদ্রূপ সুদক্ষ রাজা আছেন কিনা আমরা বলিতে পারি না, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট যদিও ডাকাইতদিগের ন্যায় দলবল সহিত প্রজাদিগের গৃহে যাইয়া অর্থ লুণ্ঠন করেন না তথাচ তাঁহারা গৃহে বসিয়া প্রতারণা দ্বারা যেরূপ অর্থ হরণে পটু হইয়াছেন তাহাতে তস্করেরাও তাঁহারদিগের নিকট পরাজয় স্বীকার করে, গৌরাঙ্গদিগের অপার লীলা বর্ণন করিতে হইলে আমারদিগের কাষ্ঠ লেখনীও পরাজয় স্বীকার করিয়া বর্ণ প্রসবে অক্ষম হইবেক, অতএব আমরা অদ্য বর্ণ প্রসবিনীকে বিশ্রাম দিলাম; অবশেষে পরমেশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি তিনি করুণা পূর্ব্বক আমারদিগের অসহ্য কষ্ট নিবারণে মনোযোগ করুন, যিনি ইচ্ছামাত্রে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতে পারেন তাঁহার অনুগ্রহে আমারদিগের এ ক্লেশ অবশ্যই দূরীকরণ হইবেক, পাঠক মহাশয়েরা কায়মনোবাক্যে সেই জগন্নিয়ন্তার আরাধনায় নিযুক্ত হউন।

## সংবাদ। ৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭। ১১৭ সংখ্যা

বারাকপুর

উক্ত স্থানীয় হিন্দু সিপাহিরা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের স্বজাতীয় বাহিনীদিগের সহিত সংযুক্ত হইয়া পরামর্শ করিয়াছে তাহারা প্রাণান্তেও ব্রিটিসাজ্ঞায় কর্ম্ম করিবেক না, গবর্ণমেণ্ট এতৎ সম্বাদ শ্রবণে অত্যন্ত ভাবিত হইয়াছেন এবং ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের কয়েকজন মান্য সাহেবকেও বারাকপুরের সিপাহিদিগের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহারা বাহিনী সদনে গিয়া কৌশলক্রমে তাহারদিগের মনোমালিন্য দূরীকরণ করিবেন, আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছিলাম গবর্ণমেণ্ট গৃহ বিচ্ছেদ নিবারণে মনোযোগী হউন কিন্তু ইংরাজরাজ তখন তাহা শুনেন নাই, এইক্ষণে বিপদে ঠেকিয়া বাহিনীদিগের তোষামোদ পূর্ব্বক গৃহবিচ্ছেদ উচ্ছেদ নিমিত্ত চেষ্টা পাইতে হইতেছে, পরমেশ্বর রাজপুরুষদিগের চেষ্টা সফল করুন।

## ভারতবর্ষীয় সভা। ১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭। ১২৮ সংখ্যা

গত শুক্রবাসরীয় সভায় শ্রীযুক্ত রাজা ভৈরবেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত বাবু নৃসিংহচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত বাবু ভবানীচরণ দত্ত, শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি মান্যবরেরা উপস্থিত ছিলেন সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর সভাপতি হইলে বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কহিলেন নূতন নীলামি বিধির বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টে এক আবেদন প্রদান করা কর্ত্তব্য, ভাবি আবেদনে শুদ্ধ সভা সংযুক্ত লোকদিগের স্বাক্ষর না করাইয়া বিদেশীয় প্রধান মহাশয়দিগকেও স্বাক্ষর করাইতে হইবেক তাহা হইলে আবেদন পত্রে শীঘ্র ফলমুখ হইতে পারিবেক।

ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের প্রতিনিধি স্বরূপে একজন বিজ্ঞ ব্যক্তিকে বিলাতে প্রেরণ করা উচিত, তদ্বিষয়ে সভা কহিলেন আগামি বৎসর বিবেচনা পুর্ব্বক একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করা যাইবেক, সভার ধনভাণ্ডারে মুদ্রাল্পতাপ্রযুক্ত এ বৎসর প্রতিনিধি প্রেরণ স্থগিত রহিল !

সুপ্রিমকোর্ট ও সদর দেওয়ানী আদালত একত্র হইয়া "হাইকোর্ট" স্থাপন বিষয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হইয়াছিল অবশেষে দিবা শেষ হইলে সভা ভঙ্গ হয়। "হাইকোর্ট" বিষয়ের বিতর্ক সিদ্ধান্ত হয় নাই আগামি সভা পুনরায় বিবেচনা হইবেক এমত কল্পনা রহিল, ভারতবর্ষীয় সভা এতদ্দেশীয় লোকদিগের উপকারার্থে যেরূপ পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিতেছেন তাহাতে সাধারণের কর্ত্তব্য হয় তাঁহারা উক্ত সভাকে সাহায্যদানে আশীর্ব্বাদ প্রদান করেন, আমরা জগদীশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি ভারতবর্ষীয় সভা চিরস্থায়িনী হইয়া ভারতবর্ষ বাসি অসংখ্য লোকের মঙ্গল কার্য্যে নিযুক্ত থাকুন।

## সম্পাদকীয়। ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭। ১২৯ সংখ্যা

আমরা কেবল কলিকাতার খালেই ভেজাল ভেজাল বলি, এবং আক্ষেপ করি নগরীয় খালে নৌকার ভেজালে দ্রব্যাদি আইসে না এই কারণ কলিকাতা বাসিরা দুঃখরাশি পরিভোগ করিতেছেন এইক্ষণে জানা গেল এই খালের ভেজাল মাত্রই ভেজাল নহে, মধ্যে মধ্যে আরো বহু স্থলে খালপথে ভেজাল দোষে এত ক্লেশ হইতেছে, এতদ্বিষয়ে আমারদিগের কোন বন্ধু এক পত্র লিখিয়াছেন পাঠক সমাজে তাহা সমর্পণ করি।

সম্পাদক মহাশয়, আমি বাদাপথে আসিতে আসিতে অনেক স্থলে ক্লেশ ভোগ করিয়াছি এবং পথিকদিগের দুঃখ দেখিয়া আক্ষেপ রাখিতে স্থান প্রাপ্ত হই নাই, গবর্ণমেণ্ট কলিকাতার পুর্ব্বদিগে খাল করিয়া একাল মধ্যে যত মাশুল গ্রহণ করিলেন বোধ হয় তাহা একত্র করিলে কলিকাতার খাল পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে কিন্তু যে খাল হইতে এত অধিক লভ্য দেখিতেছেন তাহার কোথায় কি হইয়াছে ইহার অনুসন্ধানার্থ একটা মনুষ্যকেও নিযুক্ত করেন নাই, অৰ্দ্ধেক ভাটার পরেই খালের মধ্যে অনেক স্থান শুষ্ক হইয়া যায়। পুনর্ব্বার অৰ্দ্ধ জুআর না হইলে নৌকা চলিতে পারে না। শুষ্ক স্থলের দুই মুখে পাঁচ সাত শত নৌকা জমা হইয়া থাকে, অৰ্দ্ধ জুআর হইলেও নৌকার ভেজালে বড় বড় নৌকা সকল সহজে চলিতে পারে না, বড় ২ ভড় সকলের ঠেসাঠেসীতে অনেক নৌকা মারা পড়ে তাহাতে আরোহিগণের ধনেপ্রাণে ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, ঘি পুকুরীয়া হইতে ভবানীপুর ও ভবানীপুর হইতে ঘি পুকুরীয়া তিন ক্রোসের অধিক হইবে না, এই স্থান গমনে এক দিবস ব্যর্থ যায়। গবর্ণমেণ্ট এই স্থানে যে খাল কাটাইয়াছিলেন তাহা ভরাট হইয়া গিয়াছে ইহাতেও গবর্ণমেণ্ট মাসুলের হার ছাড়েন নাই কিন্তু পথিকদিগের ধনপ্রাণ বিনাশ হইতেছে তাহা কে দেখে।

বাজিৎপুরের খাল হইতে বাঁশতলি নদী অর্দ্ধ ক্রোশের অধিক হইবেক না ঐ নদী হইতে ঘুঘুড়ি নামক বিল দিয়া এক খাল আসিয়া বাজিৎপুরের খালে মিলিয়াছে, গবর্ণমেণ্ট সে খাল কাটান নাই, পরমেশ্বর দত্ত খালের মাস্থল গ্রহণ করিতেছেন ঐ পুরাতন খাল পুরিয়া গিয়াছে, অর্দ্ধ ভাটার পরেই শুষ্ক হইয়া যায়, অর্দ্ধ জুআর না হইলে নৌকা চলিতে পারে না। সেখানেও এক জুআর এক ভাটা অপেক্ষা করিতে হয়, তাহাতে নৌকার ভেজালে সর্ব্বদাই নাবিকদিগের মারামারী ও তরী ডুবাডুবী হইতেছে, গবর্ণমেণ্টের একটী প্রাণী নাই তাহা নিবারণ করে, দিবাভাগে ডাকাইতী হইলেও রক্ষার উপায় নাই, পূর্ব্বে বাদাপথে ডাকাইতী হইত না এইক্ষণে রক্ষকাভাবে তাহাও আরম্ভ হইয়াছে।

## সম্পাদকীয়। ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭। ১২৯ সংখ্যা

আমাদিগের রাজপুরুষেরা এইক্ষণে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, একে নানাদিগে সমর ঘণ্টা বাজিতেছে তাহাতে আবার রাজভাণ্ডার ধনশূন্য হইয়াছে, পাঁচ পারসেণ্ট লোণ খুলিয়া অবাধ একপয়সাও রাজভাণ্ডারে আইসে নাই, আমরা পূর্ব্বে বোধ করিয়াছিলাম শুদ্ধ এদেশীয় লোকেরাই ধনাভাব প্রযুক্ত পাঁচ টাকা সুদি কাগজ ক্রয় করিতে পারিবেন না অন্য দেশীয় ব্রিটিস প্রজারা পাঁচ টাকা সুদি কাগজ ক্রয় করিয়া ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের ক্ষুধা নিবারণ করিবেন···সে বিশ্বাসেও নিরাশ্বাস হইলেন, বোম্বের সম্বাদে লেখে তথাকার প্রজারা কেহই ৫ টাকা সুদি কাগজ ক্রয় করে নাই; এই সমাচার পাঠে আমরা অত্যন্ত ভীত হইলাম, উপরি রণসাগরে আমারদিগের রাজপুরুষেরা মুদ্রা তরণী বিরহে কি আশ্রয়ে জীবন ধারণ করিবেন? যে সকল উচ্চ সুদি কাগজের উপর নির্ভর করিয়া দুঃসাহসি কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইয়াছিলেন এখন সে কাগজ কি রক্ষা করিল, সকলি অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে, ব্রিটিস জাতির এমন কেহ মিত্রও নাই যে অসময়ে অর্থদানে বিপদুদ্ধার করিবেন, যে সকল কপট বন্ধুরা পূর্ব্বে নানাপ্রকারে আশ্বাস দিয়াছিলেন এইক্ষণে তাঁহারা সকলেই আত্মগোপন করিয়াছেন, লোকেরা কথায় বলেন "অনেকে গাছে উঠাইতে পারে কিন্তু নামাইবার কালে কেহই অগ্রসর হন না" আমারদিগের রাজ্যেশ্বরগণের কপালেও তাহাই ঘটিয়াছে, পারস রাজের সহিত ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের যে সময়ে প্রথম মনোভঙ্গ হইয়াছিল তৎকালে নানাদিগের স্বাধীন মহারাজেরা ব্রিটিস ভূপালদিগকে বিবিধ প্রকার আশ্বাস বাক্যে পারস রণে নাচাইয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু কাৰ্যকালে কোন মহাপুরুষই অগ্রসর হইলেন না।

রাজ্যেশ্বরদিগের এতাদৃশ বিপদকালেও আমারদিগের দেশকান্ত লেপ্টেনেণ্ট বাহাদুর ভ্রমণ কৌশলে অর্থব্যয় করিতে বসিয়াছেন, তাঁহার ভ্রমণ জন্যে বর্ষে ২ রাজভাণ্ডার হইতে যত টাকা বাহির হইয়া যাইতেছে সে সকল মুদ্রা সঞ্চয় থাকিলে কি বর্ত্তমানে রাজপুরুষদিগের

এতাদৃশ অর্থ বিরহ ঘটিত? লেপ্টেনেন্ত মহাশয় প্রভুপক্ষের শুভাশুভ বিবেচনা করেন না। প্ররোচক বাক্যে রাজভাণ্ডার হইতে প্রচুর অর্থ লইয়া জাহাজারোহণে এদেশ ওদেশ করেন, উপস্থিত বিপদ সময়েও তিনি অমায়িকভাবে রাজধনে মফঃস্বলে লীলা প্রকাশ করিতেছেন ব্রিটিস কর্তাগণ যে কি কারণ এই বিচিত্র পুরুষকে প্রতিবর্ষে রাশি ২ মুদ্রা প্রদান করিতেছেন আমরা তাহার মর্ম্ম বলিতে পারি না, ফলে রাজ্যেশ্বরে মঙ্গল হইলেই সকলের মঙ্গল, অতএব আমরা পরমেশ্বর নিকটে রাজ্যেশ্বরের শুভ প্রার্থনা করি।

## সরিফ সাহেবের প্রতি নিবেদন। ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭। ১৩০ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন

কলিকাতা নগরের সরিফ সাহেবের প্রতি নিম্ন স্বাক্ষরকারিদিগের নিবেদন।

আমরা মিনতি করিতেছি ইষ্ট ইণ্ডীয়া কোম্পানির বিচারাগার সকলে ব্রিটিস সবজেক্টদিগের অধীন হইবার বিরুদ্ধে যে আবেদন পত্র প্রস্তুত হইয়াছে তাহার সাপক্ষতা করণার্থ আপনি কলিকাতা সহরবাসিদিগকে একত্র করিয়া এক সভা করিবেন।

| | |
|---|---|
| জর্জ ররমন। | জি, ও, মেকনেয়র। |
| যে, আর, ম্যাকেলিক। | ডবলিউ, এফ, সিলমোর। |
| জে, পি, তামস। | জে, হেললো। |
| ডড্লি, আর স্মিথ। | রবার্ট, সেঅর। |
| ডবলিউ ম্যাকডন ষ্টিওয়াট | আই, পি, কেনিরি। |
| এ, যে, যে পিটসন। | এ, ডি, এইচ, লারপার্ড। |
| আর ষ্টুয়ার্ট পামর। | রিচ, ডোড়। |
| ডবলিউ, এম, মত্রটল্যাণ্ড। | টী, গ্রাণ্ট। |
| ডি, মেকলে। | গিলসন, আর, ফ্রেঞ্চ। |
| হেনিরি, এইচ, পো। | যে, এফ, কার্টিস। |
| জি, ও, এল, ইয়ং। | আর, ডি, ষ্টুয়াট। |
| এইচ, বিডেল। | সি, বেইলনইস। |
| আর, ভি, ডয়নি। | ডবলিউ, এম, কভরি। |
| এইচ, সিবোল্ড। | জি, ও, কেনিং জর্ডন। |
| জন, হোয়াইট। | থ্যাকর, স্পিঙ্ক এবং কোং। |
| জে, ও, বি, সাণ্ডেস। | জন, ইউ, গ্রাণ্ট। |
| জেমস্, জি, স্মিথ। | জন রবেড এলি এবং কোং |
| হেনিরি, জি, ফ্রেঞ্চ। | মেকিণ্ণলএল এবং কোং। |

| | |
|---|---|
| ডি উইলসন এবং কোং। | এইচ, ডগুলস। |
| ওবিল হেলেট, এম্‌স ফল্‌সন এবং কোং। | রোলাণ্ড হেমিলটন |
| বরকিন, ইয়ং এবং কোং। | জে, অক্সা ফোর্ট এবং কোং |
| এ, ষ্টুয়ার্ট পামর। | জনইউ, বুলেন। |
| জি, এ, আসবর্ণর। | বি, স্মিথ এবং কোং। |
| ডবলিউ, এইচ, কন এবং কোং। | ফিলিপ, বিলিদজ্যা। |
| ই, এইচ কেনা। | আর্থর লকার। |
| এলেন ডেকেল্‌ট এবং কোং। | আর কম্বেল। |
| জে, হোয়াইট বিয়র্ট। | সি হোল্ট। |
| এন, ই, ইনগ্রাম। | ল্যাঙ্গলোইস এবং কোং। |
| জান, প্যারেট। | এল, কম্মেসিল। |
| জি, এয়ং, বেয়েণ্ড। | জে, ওয়ালিস। |
| জি, এম, রাবর্টসন। | ডবলিউ, এইচ, এবট। |
| জে, চর্চ্চ। | এম, সদরল্যাণ্ড |
| মিডন, টন এবং কোং। | এ, পি, জি মেকিণ্টস। |

আমি উপরোক্ত পত্রানুসারে নগরীয় টৌনহালে আগামি ১৪ ফেব্রুয়ারি শনিবার অপরাহ্নে ২ ঘণ্টার সময়ে এক সভা বিধান করিব।

H. E. Braddon
Sheriff
এইচ, ই, ব্রাডন
সরিফ

কলিকাতা।
৯ ফেব্রুআরি ১৮৫৭

## সম্পাদকীয়। ২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭। ১৩৩ সংখ্যা

দর্পহারী পরমেশ্বর আছেন তিনি দর্পিদিগকে দর্প রাখিতে দেন না, ইংরাজ সম্পাদকেরা এই দর্প করিতেন বাঙ্গালা সমাচার পত্র হইতে কোন সমাচারাপহরণ করেন না যদি কোন সমাচার গ্রহণ করিতে হয় তবে নাম দেন অমুক সমাচার পত্র হইতে গ্রহণ করিলেন, আমরা পুর্ব্বে কয়েক বার প্রমাণ প্রয়োগ দেখাইয়া তাঁহারদিগের এই দর্প চুর্ণ করিয়াছিলাম তথাচ তাঁহারা সাধু স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া সেই ভাব পরিত্যাগ করিয়া সেই···সেই অপহরণে পত্র পুরণ করিতেছেন, আমারদিগের পাঠক মহাশয়েরা স্মরণ করুন সিপাহিরা দন্ত দ্বারা টোটা খুলিয়া বন্দুকে গুলি বারুদ পুরিবেক না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল তাহারা ইহাতে জাতি নাশের আশঙ্কা করে, আমরা সর্ব্বাগ্রে এই বিষয় লিখিয়াছিলাম,

ভাস্করে প্রকাশের পূর্ব্বে কোন সমাচার পত্রে 'টোটা' শব্দ লেখা হয় নাই, পরে ইংরাজি সমাচার পত্র সম্পাদকেরা এই বিষয় লইয়াছেন কিন্তু ভাস্কর হইতে লইলেন প্রচার করেন নাই, অপর সিপাহিদিগের উৎপাতে চাণকাঞ্চলীয় লোকেরা দমদমাদি স্থানে পলাইয়া আসিয়াছে এই বিষয়টি সর্ব্বাগ্রে আমরাই লিখিয়াছিলাম ইংরাজি পত্রে ইহা উঠিয়াছে এবং অন্যান্য পত্রেও ব্যাপিত হইয়াছে কিন্তু কোন সম্পাদক স্বীকার করেন নাই ভাস্কর হইতে উপদেশ পাইয়াছেন, যাহা হইতে উপদেশ প্রাপ্ত হন তাহার নাম গ্রহণ করেন না ইহা সাধু স্বভাব কি অসাধু স্বভাব, অসভ্য সম্পাদকেরা যাহা করেন তাহাতে কোন কথা নাই, অসভ্যগণকে সভ্য করিতে যাইয়া কে লাঠালাঠী করিবে? ইংরাজেরা সভ্য বলিয়া অভিমান করেন কিন্তু ভাস্কর হইতে সমাচার তস্করী করণে সে অভিমানের সম্মান রাখেন নাই, কারণ তাঁহারদিগকে কিঞ্চিৎ পথ্য দিলাম, গুরুমারা বিদ্যায় বিদ্যার প্রশংসা হয় না।

## সম্পাদকীয়। ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭। ১৩৪ সংখ্যা

### মহাসভা

গত শুক্রবারাপরাহ্ণে গবর্ণমেণ্ট বাটীতে মহাসভা হইয়াছিল তাহাতে কলিকাতা নিবাসি প্রবাসি সম্ভ্রমরাশি মহাশয়েরা অনেকে গমন করিয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্টের বাটীর চতুর্দ্দিকে গাড়ি, ঘোড়া, পাল্কী, লোক ইত্যাদির বহু সমারোহ দৃষ্ট হইয়াছে কিন্তু এই ক্ষণে ইংরাজেরা বড় প্রজা পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়াছেন কিছু কাল গত হইল গবর্ণমেণ্টের পোলিস পথিকদিগের প্রস্রাব ধরিয়া বেড়াইতেন তাহাতে মান্যগণ রাজপথে প্রস্রাব করিতেও যান নাই, আবার গবর্ণমেণ্ট সভায় নিমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত লোকদিগের পাদুকা ধরাধরি আরম্ভ করিয়াছেন, পাছে সভা প্রবেশ কালীন সেক্রেটরি সাহেবেরা বহির্দ্বারে পাদুকা রাখিয়া যাইতে বলিলেন এই ভয়ে বহু ব্যক্তি গমন করেন নাই, পূর্ব্বে নিয়ম ছিল মান্য লোকেরা কোন সভায় গেলে কর্ত্তাপক্ষ অগ্রে হাস্যবদনে তাঁহারদিগের আস্য দর্শন করিতেন, এই ক্ষণে মলিন বদনে অগ্রে পাদদ্বয় দৃষ্টি ক্ষেপ করেন ইহার অভিপ্রায় এই যে পাদুকা সহিত যদি কেহ যান তবে পাদুকা পরিত্যাগ করিতে বলিবেন, নিমন্ত্রিতগণ রাজসভায় সুখে প্রবেশ করিবেন আমোদ করিয়া প্রত্যাগত হইবেন ইহার মধ্যে পাদুকা টানাটানী কেন আরম্ভ হইল? যদি কহেন এতদ্দেশীয় লোকেরা দেবাগার প্রবেশকালীন পাদুকা পরিত্যাগ করিয়া যান, রাজসভায় গবর্ণরাদির শ্বেতমূর্ত্তি দর্শনে নৃপাগারে গমনকালে কেন তাহা করিবেন না? ইহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরা বলিতে পারেন দেবাগারের অন্ন ব্যঞ্জন, তণ্ডুল কদলাদি ভোগ বস্তু সকল উপস্থিত থাকে, চর্ম্মপাদুকা সন্নিধানে তাহা অপবিত্র হয়, রাজসভায় তণ্ডুল কদলাদি ব্যবহার নাই, শ্বেতমূর্ত্তিরা যখন দেবতাদিগের ন্যায় আতপতণ্ডুল সহিত রম্ভা চর্ব্বন করিবেন তখন প্রজারাও চর্ম্মপাদুকা

সহিত গমন করিবেন না, অগ্রে দেব দেহ ধারণপূর্ব্বক দৈবাচার ব্যবহার করুন তৎপরে নিমন্ত্রিতেরাও পাদুকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সভা প্রবেশ করিবেন অমর না হইতেই অমর সম্ভ্রম জন্য মান্য লোকদিগের পাদচর্ম্ম ধরিয়া টানাটানী করিতে আসিলেন ইহাতে নিমন্ত্রিত লোকেরা বিরক্ত হইয়াছেন অতএব শান্ত স্বভাব শ্রীযুত লার্ড কেনিং মহাশয় সেক্রেটরী বাহাদুরদিগকে সাবধান করিবেন তাঁহারা যেন আর প্রজাদিগের জুতা লইয়া বিবাদ করেন না।

## ভারতবর্ষীয় সভা। ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭। ১৩৪ সংখ্যা

গত শুক্রবার বেলা চার ঘণ্টাকালে ভারতবর্ষীয় সভায় অনেক সভ্যের আগমন হইয়াছিল, বহু লোক গবর্ণমেণ্টের বাটীতে নিমন্ত্রণে যাইয়া পাদুকা পরিত্যাগ ভয়ে ফিরিয়া আসিলেন, সে সময়ে যেমন রৌদ্রতেজ, তেমনি ধূলায় ২ রাজপথ অন্ধকার করিয়াছে, এমত সময়ে কোথায় যান? অশ্ব সকলও নিশ্বাস বন্ধের ন্যায় হইয়া উঠিল অতএব ভারতবর্ষীয় সভাগারে প্রবেশ করিয়া সকলে নিশ্বাস ফেলিতে পারিলেন, শ্রীযুত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর সভাপতি হইলেন তাঁহার সাক্ষাতে প্রথমত এই বিষয় উপস্থিত হইল; গবর্ণমেণ্টের পোলিস বিধানে লিখিত হইয়াছে চৌকীদারেরা যদি অসাবধান হয় তবে তাহারদিগের অর্থদণ্ড হইবে, ইতর জাতীয়া স্ত্রীলোকেরা তাহারদিগের ভাষায় বলে "ভাত দিবার ভাতার নয়, কীল মারিবার গোঁসাই" গবর্ণমেণ্ট চৌকীদারদিগকে বেতন প্রদান করেন না, দরিদ্র প্রজাদিগের ঘাড়ে চৌকীদারী বেতন ফেলিয়া দিয়াছেন, প্রজারা কেহ পয়সা দেয় কেহ দেয় না তবে চৌকীদারেরা কী খাইয়া দিবারাত্র হো হো করিয়া বেড়াইবে? চৌকীদারেরা উপযুক্ত বেতন পায় না এই কারণ অনেক স্থলে চোর ডাকাইতদিগের সহিত কুটুম্বিতা করিয়াছে, চৌকীদারদিগের যোগ সাজ সেই চুরী ডাকাইতী হয়, গবর্ণমেণ্টও ইহা জানিতে পারিয়াছেন তথাচ তাহারদিগের বেতনাবধারণ না করিয়া দণ্ড বিধান করিলেন, ভারতবর্ষীয় সভার দয়াশীল সভ্য মহাশয়েরা ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না অতএব আবেদনপত্র প্রস্তুত করিয়াছেন গবর্ণমেণ্টে সমর্পণ করিবেন।

দ্বিতীয় বিষয় এই যে গবর্ণমেণ্ট দশশালা বন্দোবস্ত রহিত করিবেন ইহার উপক্রমণিকা করিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় সভা কতিপয় সভ্য মহোদয়ের প্রতি ভারার্পণ করিয়াছিলেন দশশালা বন্দোবস্ত রহিত করিলে কি ২ অনিষ্ট সম্ভাবনা তাঁহারা বিবেচনা করিয়া লিপি দ্বারা সভার গোচর করেন, শ্রীযুত বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি বিজ্ঞবরেরা কৌন্সেলি সাহেবের সহিত ঐক্যবাক্যে তাহা লিখিয়া সভায় উপস্থিত করিলেন, ইহাতে শ্রীযুত মহারাজ ভৈরবেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্রলাল

মিত্র শ্রীযুত বাবু পারীচাঁদ মিত্র শ্রীযুত বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত ভবানীচরণ দত্ত ইত্যাদি সকলে নানা প্রকার বাদানুবাদ করিলেন, তৎপরে ঐ বিষয়ে যবেস্থবে রহিল আগামিনী সভায় বিবেচনা হইবেক ; ভারতবর্ষীয় সভা হইতে ভারতবর্ষের কত উপকার হইতেছে এতদ্দেশীয় ধনী লোকেরা ইহা বিবেচনা করিবেন, আমরা শুনিলাম সাধারণ মঙ্গল কারিণী বহু মূল্য ভূম্যধিকারিণী শ্রীমতী রাসমণি প্রতি বৎসর ভারতবর্ষীয় সভার অনুকূলে সহস্র টাকা দিতেন, দুই বৎসর গত হইল দেই দিতেছি বলিয়া বিলম্ব করিতেছেন, অনুমান করি স্মৃতি ভ্রমে ভুলিয়া রহিয়াছেন নতুবা তাঁহার দানের হস্ত অপ্রশস্ত নহে, স্বদেশের উপকার জন্য কচ্ছপদিগের ন্যায় অঙ্গুলি সকল আকুঞ্চন করিবেন না, আমরা বিশেষ তদন্ত জানিয়া সর্ব্বসাধারণকে ইহার পরিশেষ নিবেদন করিব।

## সম্পাদকীয়। ১ জুন ১৮৫৭। ২৯ সংখ্যা

আমরা সর্ব্বসাধারণ লোক সকলকে নিঃসন্দেহে বলিতেছি তাঁহারা ব্যস্ত হইবেন না সমুদ্রের তরঙ্গ দেখিয়া অগ্রে ঝাঁপ দিলেই মৃত্যু হয়, সুস্থির ভাবে নৌকায় থাকিলে প্রায় রক্ষা পায়, এই স্থলে একটা দৃষ্টান্ত বলিয়া যাই, গত শনিবার শালিকার ঘাটের বাষ্পীয় নৌকায় বহু লোক আরোহণ করিয়াছিল তাহাতে ঐ নৌকার প্রায় কানায় ২ সমান হইয়া উঠিল ইহা দেখিয়া কতকগুলিন আরোহী মনে করিল বাষ্পীয় তরী ডুবিয়া যাইবে, এই ভয়ে কয়েকজন পুরুষ এবং দুই স্ত্রীলোক গঙ্গামধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িল, যেমন পতন অমনি মরণ, তাহারা একেবারে ডুবিয়া গেল কিন্তু বাষ্পীয় তরী এপারে আসিয়া অন্যান্য আরোহিগণকে উঠাইয়া দিল ঐ সকল নির্ব্বুদ্ধি লোকেরা যদি ঝাঁপ দিয়া না পড়িত তবে বাঁচিত, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট যে প্রকার অধিকার বৃদ্ধি করিয়াছিলেন তদুপযুক্ত রক্ষক রাখেন নাই যাহারদিগের প্রতি বিশ্বাস করিয়া রক্ষাভার সমর্পণ করেন তাহারাই বিশ্বাসঘাতক হইয়া বিদ্রোহারম্ভ করিয়াছে, ইহাতে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট আপাতত ব্যস্ত হইয়াছেন কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই বিদ্রোহিগণকে নিপাত করিয়া সুস্থির হইবেন, কলিকাতা রক্ষার্থ চতুর্দ্দিগে গোরা স্থাপন করিয়াছেন, অস্ত্রাদি কাড়িয়া লইয়া চানকীয় সিপাহিগণকে গোরা ঘেরায় রাখিয়াছেন তাহারা আর মস্তক উঠাইতে পারিবেক না, হিন্দু মোসলমানাদি ভৃত্যগণের কোন পরাক্রম রাখেন নাই, থানায় ২ গোরা নিযুক্ত করিয়াছেন প্রতি রাত্রে গৌর সৈন্যেরা যুদ্ধবাদ্য সহিত নগর ভ্রমণ করে এবং নগরবাসী প্রধানেরাও রণসজ্জায় রহিয়াছেন, কলিকাতাবাসীদিগের শঙ্কার বিষয় কিছুই নাই, বাহিরে নানা স্থানে সিপাহিরা প্রথম ২ যেমন সাহসিক হইয়া উঠিয়াছিল এইক্ষণে তেমনি পদানত হইয়া আসিতেছে, সিপাহিদিগের উৎপাতারম্ভাবধি এ পর্য্যন্ত ব্রিটিস জাতিরা অসংখ্য সিপাহিকে কাটিয়া ফেলিয়াছেন, এবং ফাঁসী দিয়াছেন, অযোধ্যা রাজ্যে অনেক সিপাহির ফাঁসী

হইয়া গিয়াছে, এইক্ষণে অযোধ্যা সুস্থির হইয়াছে আর কোন গোল নাই, কানপুর, আগ্রা ইত্যাদি স্থানে সিপাহিরা ঘোর সমর দেখাইয়াছিল তাহারদিগের অনেকের মস্তক উড়িয়া গিয়াছে আর সে ভাব নাই, কাশী চুণার ইত্যাদি স্থানেও গোরা সৈন্যেরা সমস্ত রক্ষা করিতেছে, বিশেষতঃ কাশীস্থ শীক সৈন্যগণ অত্যন্ত বিশ্বাসিত্ব রূপে রাজভক্তি দেখাইতেছে, তাহারাই আজ ধনাগার হইতে কয়েক লক্ষ টাকা বাহির করিয়া ইউরোপীয় বারিকে রাখিয়া গিয়াছিল তাহাতে সেনাপতি সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া তাহারদিগকে দশ সহস্র টাকা পরিতোষিক দিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট দুই সপ্তাহের মধ্যেই বিদ্রোহস্থানে ন্যূনাধিক দশ সহস্র গোরা প্রেরণ করিয়াছেন, সিন্ধীয়া, পাতিয়ালা ইত্যাদি স্থানীয় মহারাজেরা ন্যূনাধিক পঞ্চাশৎ সহস্র সুশিক্ষিত সৈন্য পাঠাইয়াছেন, তাহারা ভিন্ন ২ রূপে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সকল বিদ্রোহিস্থলে গমন করিয়াছে, লাহোরে কোন উৎপাত নাই, আম্বলা, ফিরোজপুরাদি প্রধান ২ স্থান সকল গোরা সৈন্যেরা রক্ষা করিতেছে এই সকল স্থান মধ্যে সর্ব্বত্র বিদ্রোহি-দিগের শিরঃকর্ত্তন হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট প্রায় সকল হিন্দু, মোসলমান সিপাহিদিগের অস্ত্র শস্ত্র কাড়িয়া লইয়াছেন, ব্রিটিসাধিকৃত প্রায় সর্ব্বস্থল সুস্থির হইয়াছে, যে সকল সিপাহিরা দিল্লী দুর্গ লইয়াছিল এবং দিল্লীর বাহিরে নানাস্থলে মোর্চ্চা করিয়াছে আর গড়খাহ কাটাইয়াছে, এইক্ষণে তাহারদিগের সাপে ছুচাঁ ধরা হইয়াছে, সর্পের ছুচন্দরী ধরিলে যেমন ছাড়িতে বা রাখিতে পারে না তাহারদিগের সেইরূপ হইয়াছে, বৃদ্ধ বাদশাহ সিপাহিদিগের পরামর্শে ছিলেন কি না আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি না কিন্তু সংসর্গ দোষে চিন্তাবশ হইয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমারদিগের নবীন প্রধান সেনাপতি মহাশয় দিন ২ সৈন্যবলে পুষ্ট হইতেছেন এবং এমত আয়োজনে করিতেছেন একেবারে দিল্লী বেষ্টন করিয়া বিদ্রোহিদিগের মধ্যস্থলে ফেলিবেন, তৎপরে তাহারদিগের মস্তক লইয়া দেহ সকল শৃগাল কুক্কুরাদির ভক্ষণে দিবেন, শৃগাল কুক্কুরাদি মাংসাশি পশুগণ ও শকুনাদি পক্ষি সকল বহুকাল নরমাংস ভোজন করে নাই, মুদকী ও সোবরণাদি সমরে লার্ড হার্ডিঞ্জ সাহেব অসংখ্য নরহত্যা করিয়াছিলেন বটে কিন্তু সে সকল নরশরীর শতদ্রু নদে ডুবিয়া গিয়াছিল, রক্তমাংস প্রত্যাশী পশুপক্ষিরা একখণ্ড মাংস কি এক বিন্দু রক্তও পায় নাই, এই সময়ে একটা প্রস্তাব স্মরণ হইল পাঠকবর্গের আমোদ জন্য তাহাও লিখিয়া যাই।

মহাবীর মধ্যম পাণ্ডব মহাশয় বন ভ্রমণে গমন করিয়াছিলেন আগমনকালে এক বৃক্ষমূলে অবস্থান করিলেন শকুনেরা চঞ্চু দ্বারা সেই বৃক্ষমূলে আঘাত করিতেছিল, ভীম জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা কি কারণ বৃক্ষমূলে চঞ্চুক্ষেপ করিতেছ"? তাহারা কহিল "আর আমারদিগের বংশবৃদ্ধি হয় না, আমরা রক্তপানে প্রাণ ধারণ করি সন্তানাদি জন্মিয়া রক্তপান করিতে পায় না, আহারাভাবেই মরিয়া যায়, দেবী যুদ্ধ সময়ে আমরা এই বৃক্ষের উপরিভাগে ছিলাম, আকাশদৃষ্টে চঞ্চু ব্যাদান অর্থাৎ 'হা' করিয়া থাকিতাম, আকাশ হইতে

এত রক্ত আসিয়া মুখে পড়িত তাহা উদরে ধরিত না, সে সময়ে আমারদিগের বংশ বিস্তার হইয়াছিল রামরাবণীয় সমরকালে এই বৃক্ষের মধ্যস্থলে বসিয়াছিলাম তাহাতেও আহার যোগ্য রক্ত মাংস পাইতাম, কুরুপাণ্ডবীয় সমর সময় উপস্থিত হইয়াছে উপরে থাকিয়া রক্তমাংস দেখিতে পাই না এই কারণ মহাবৃক্ষের মূলস্থলে আসিয়া চঞ্চু দ্বারা আঘাত করিতেছি, রক্ত মাংসের গন্ধও পাইতেছি না, ইহাতে ভীম অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

ইংরাজেরা যখন ভারতবর্ষ প্রবেশ করেন তখন ঘোর সমর হয় নাই, মৈত্রী ভাবেই দিল্লী গ্রহণ করিয়াছিলেন, তৎপরে প্রায় একশত বৎসর অতীত হইল ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতেছেন ইহার মধ্যে রক্ত মাংস ভোজী পশু পক্ষিগণকে তৃপ্তি ভোজ দেন নাই তবে তাহারা কি খায়, কি আহার করিয়া প্রাণ ধারণ করে? মোসলমান রাজারা মৃতদেহ সকল মৃত্তিকার নিচে পুতিয়া রাখিতেন পশু পক্ষিরা দেখিতেও পাইত না, হিন্দুগণ মৃতদেহ দ্বারা অগ্নিকে তৃপ্ত করেন, ইংরেজরাও মৃত শরীর কবরে রাখিয়া দেন তবে পরমেশ্বর সৃষ্ট রক্ত মাংসাশি পক্ষিগণ কিরূপে জীবন ধারণ করিবে? এই কারণ পরমেশ্বর সিপাহিগণকে রাজবিদ্রোহে উঠাইয়া দিয়াছেন তাহারা মরিবে, পশু পক্ষীরা তাহারদিগের রক্ত মাংসে তৃপ্ত হইবে পশু পক্ষি সকল ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে, 'অযোধ্যা রাজ্যে রক্ত মাংস পাইয়াছে দিল্লী, মিরাট, আলীগড়, এটোয়া, মৈনপুর, কাশী, আলাহাবাদ ইত্যাদি' স্থানে ভ্রমণ করিতেছে, ইহার মধ্যে ২ কোন ২ স্থলে রক্ত মাংস পাইতেছে, কোন ২ স্থল হইতে নিরাশায় পিপাসায় পীড়িত হইয়া ফিরিতেছে, পশু পক্ষিরা কি পরমেশ্বরের প্রজা নয়? পরমেশ্বর কি তাহারদিগকে আহার দিবেন না? বহুকাল পরে এই আহার পাইল ইহাতে শ্রীল শ্রীযুক্ত লর্ড কেনিং বাহাদুরকে কত আশীর্ব্বাদ করিতেছে তাহার সংখ্যা নাই, শ্রীযুত লাড ঐ সকল অনাথ প্রজাদিগের আশীর্ব্বাদেই জয়যুক্ত হইবেন?

আমরা উপরে লিখিয়াছি নির্ব্বুদ্ধি লোকেরা শঙ্কাক্রমে অগ্রেই মরিয়া যায় সিপাহিদিগের বিদ্রোহিতা কালে বহু লোকের তাহাই ঘটিতেছে, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট রাজ্য রক্ষা জন্য চতুর্দ্দিগে অগণ্য সৈন্য পাঠাইতেছেন, এ সময়ে সৈন্যদিগের খাদ্যাদি না পাঠাইলে তাহারা কি রূপে যুদ্ধ করিবে এই কারণ কলিকাতা ইত্যাদি প্রধান ২ নগর হইতে সৈন্যগণের আহারীয় দ্রব্যাদি পাঠাইতেছেন ইহাতেই নগরবাসিরাও খাদ্য-দ্রব্যাদি দুর্ম্মূল্য করিয়া দিলেন, ধনিলোকেরা মনে করিয়াছেন ইহার পরে খাদ্য দ্রব্যাদি পাইবেন না এই কারণ কোম্পানির কাগজ বিক্রয় করিয়াও ছয় মাসের আহারোপযুক্ত দ্রব্যাদি লইয়া যাইতেছেন, ধনিলোকেরাও যদ্যপি ভীত হইয়া বাজার হইতে ছয় মাসের দ্রব্যাদি আগামি ক্রয় করিয়া লইতে লাগিলেন তবে দরিদ্র লোকেরা কি রূপে রক্ষা পাইবে? কলিকাতা ইত্যাদি প্রধান ২ সকল নগরে নাই ২ শব্দ

উঠিয়াছে, দাইল, তণ্ডুল, তৈল, ঘৃত ইত্যাদি বস্তু সকল যাহা অধিক সময় গৃহে রাখা যায় ধনিলোকেরা তাহা ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেছেন দরিদ্র লোকেরা পাঁচ পয়সাতেও এক পয়সার বস্তু পায় না, কলিকাতা নগরে কয়েক দিবস আম্র, কাঁঠাল, সস্তা হইয়াছিল, দরিদ্রেরা তাহাই খাইয়া বাঁচিয়াছে, আম্র কাঁঠাল গেল ইহার পরে তাহারদিগের প্রাণ রক্ষার কি হইবে? শ্রীযুত লার্ড এ সকল বিবেচনা করেন কি না? প্রজারা এই সকল কুকাণ্ড করিয়া তুলিয়াছেন, এ সময়ে ইহা উচিত নয়, রাজপুরুষেরা ইহা স্মরণ রাখিবেন এবং যাঁহারা এই সকল কাণ্ড করিতেছেন তাঁহারদিগের প্রতি বিরক্ত হইবেন, ধনিলোকেরা নগরে হাহাকার উঠাইলেন দরিদ্র প্রজাসকল বাজারে আহারীয় দ্রব্য পাইবেক না ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া দলবদ্ধ হইবে এবং ধনিদিগের বাড়ী ২ পড়িয়া সর্ব্বস্ব লুঠ করিয়া লইবে, আহার না পাইলে কি করে, ঘরে ঘরেই কাটাকাটি ঘটাইয়া দিবে অতএব ধনিগণ এ সময়ে দরিদ্র প্রজা সকলকে প্রতিপালন করুন ইহা না করিলে আহার বিরহে তাঁহারদিগের ভৃত্যবর্গও উপসর্গ ঘটাইতে পারিবে, সিপাহিরা যেমন ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূল হইয়া সকলকে ব্যাকুল করিয়াছে প্রত্যেক ধনির দৌবারিকাদি ভৃত্যেরা কি এরূপ করিতে পারে না, মরীয়া হইয়া উঠিলে মানুষেরা জ্ঞান যোগ থাকে না, অজ্ঞানাবস্থায় কি না সম্ভব।

## কলিকাতা নগরীয় ধনি লোকদিগের সমর সজ্জা। ১৮ জুন ১৮৫৭। ২৯ সংখ্যা

নগরীর ধনি মহাশয়েরা মেট্রোপোলিটন কলেজে এবং ভারতবর্ষীয় সভায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন গবর্ণমেণ্টের সাহায্য কার্য্যে প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা করিলেন সেই প্রতিজ্ঞানুরূপ যুদ্ধ সজ্জা করিয়াছেন, কলিকাতার উত্তর সিতির পোলের উত্তরাংশে পাইকপাড়া রাজবাড়ী অর্থাৎ শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ও শ্রীযুত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুর আপনারদিগের বাড়ীর সম্মুখে রাজপথে ন্যূনাধিক দুই সহস্র অস্ত্রধারী লোক নিযুক্ত রাখিয়াছেন তাহারদিগের মধ্যে ৪০।৫০ জন গোরা, অন্যেরা এতদ্দেশীয় লোক, গোরাদিগের হস্তে গুলী পোরা বন্দুক রহিয়াছে, দেশীয় সৈন্যেরা ঢাল, তলবার, বন্দুকাদি লইয়া চতুর্দ্দিগ নিরীক্ষণ করিতেছে, কলিকাতার মধ্যে শোভাবাজারীয় উভয় রাজ বাটিতে সিপাহি সকল বন্দুক লইয়া খাড়া রহিয়াছে, মলঙ্গা নিবাসী দত্তবাবুদিগের এবং জানবাজার নিবাসিনী শ্রীমতী রাণী রাসমণির বাটীতে বাটিতে গোরা সৈন্যসকল বন্দুক সহিত হৈ ২ থৈ ২ করিতেছে নগরের মধ্যস্থল কলুটোলা অবধি বাগবাজার পর্য্যন্ত সেন, শীল, দত্ত, মল্লিক, ঠাকুর, সিংহ, ঘোষ, মিত্র, বসু, দেবাদি প্রত্যেক ধনির বাড়ী ২ দেশীয় সৈন্য ও গোরা সৈন্যেরা যুদ্ধোদ্যমে বাদ্যোদ্যম করিতেছে, আমরা তাদৃশ ধনী নহি তথাচ ঢাল, তলবার, শড়কী, বল্লম

ইত্যাদি অস্ত্র শস্ত্রধারী কয়েকজন দেশীয় পাইক রাখিয়াছি, এইরূপ যিনি যেমন মনুষ্য তিনি সেই প্রকার সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন, সকল প্রজার বাড়ীতেই ছাদের উপর ঝামা, ইট কাঁড়ী ২ সাজাইয়াছে, ধনি, দরিদ্র সাধারণ সকলে রাজপক্ষে হইয়াছেন, ধনিলোকেরা কেহ অশ্বারোহণে, কেহ সকটারোহণে, কেহ পাদক্ষেপণে সমস্ত রাত্রি নগর ভ্রমণ করেন অতএব নগর মধ্যে শত্রু প্রবেশ করিতে পারিবেক না, নগর মধ্যস্থ কলিঙ্গাদি নানা স্থানবাসি খাঁ সাহেবেরাও দাড়ি ঝাড়া দিয়া উঠিয়াছিলেন গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক জবনপাড়ায় গোরা খাড়া করিয়া তাঁহারদিগের কান মলিয়া দিয়াছেন, আর নেড়ে ভায়ারা দাড়ি লাড়িয়া বাক্যালাপ করিতে পারেন না, তাহারদিগের একজন প্রধান অযোধ্যা বাদশাহ ফোর্ট উইলম দুর্গ মধ্যে কোর্ট মার্সল বিচারে আসিয়াছেন, দিল্লীস্থানীয় অঙ্গভঙ্গ বাদশাহ গৌরাঙ্গ রঙ্গ দর্শন করিয়া শয্যাগত হইয়াছেন, আমরা পরমেশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি শেষাবস্থায় যেন তাঁহার দুর্দ্দশা হয় না।

## কি মঙ্গল সমাচার। ২০ জুন ১৮৫৭। ৩০ সংখ্যা

হে পাঠক সকল, উর্দ্ধবাহু হইয়া পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া জয়ধ্বনি করিতে ২ নৃত্য কর, শত্রুরা দিল্লী দুর্গ অধিকার করিয়াছে, দিল্লীর বাহিরে মোর্চ্চা করিয়া তোপ রাখিয়াছে, নানা স্থানে তাম্বু ফেলিয়া সমর মুখে রহিয়াছে, গাজীউদ্দীন স্থানে রাজকীয় সৈন্যদিগের উপরে কয়েক বার আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারদিগের ইত্যাদি পরাক্রমের কথা তোমরা শুনিয়াছ, এইক্ষণে জয়ধ্বনি কর, আমারদিগের প্রধান সেনাপতি মহাশয় সসজ্জ হইয়া দিল্লী প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছেন, শত্রুদিগের মোর্চ্চা সিবিরাদি ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিয়াছেন তাহারা বাহিরে যুদ্ধে আসিয়াছিল আমারদিগের তোপমুখে অসংখ্য লোক নিহত হইয়াছে, রাজসৈন্যেরা ন্যূনাধিক ৪০ তোপ এবং সিবিরাদি কাড়িয়া লইয়াছেন, হতাবশিষ্ট পাপিষ্ঠেরা দুর্গপ্রবিষ্ট হইয়া কপাট রুদ্ধ করিয়াছে, আমার-দিগের সৈন্যেরা দিল্লীর প্রাচীরে উঠিয়া নৃত্য করিতেছে, সম্বাদ পাইয়াছি পর দিনেই দুর্গ লইবে, কি মঙ্গল সমাচার, পাঠক সকল জয় ২ বলিয়া নৃত্য কর, হিন্দু প্রজাসকল দেবালয় সকলে পুজা দেও, আমারদিগের রাজ্যেশ্বর শত্রু জয়ী হইলেন।

প্রধান সেনাপতি মহাশয় দিল্লীতে যাইয়া ঘোষণা দিলেন প্রজাসকল ২৪ ঘণ্টা মধ্যে নগর পরিত্যাগ করিয়া বহির্গমন কর, বিপক্ষেরা তাঁহারদিগকে বাহির হইতে দিল না, ইহাতেই সংসর্গ দোষে অনেক প্রজার বিনাশ হইয়াছে, আমরা ভরসা করি আগামি পত্রে লিখিতে পারিব আমারদিগের সৈন্যেরা দুর্গদ্বার ভঙ্গ করিয়াছে এবং শত্রুদিগের মস্তক লইয়া নৃত্য করিতেছে, এইক্ষণে পাঠক মহাশয়েরা স্মরণ করুন আমরা পুর্ব্বেই লিখিয়াছিলাম দিল্লী দুর্গ অপর দুর্গ, ঐ দুর্গ নির্ম্মাণ হইবামাত্রই দিল্লী সিংহাসনের

সমাধি হইয়াছে, দিল্লী দুর্গে কখন যুদ্ধ হয় নাই সেই অপর দুর্গ আশ্রয় করিয়া সিপাহিরা দুর্গম দুর্গে পড়িল, পুর্ব্বে আমারদিগের নিষেধ শ্রবণ করে নাই, রাজকোপে পড়িয়া কোপে নিহত হইল, কেমন আমরা যে লিখিয়াছিলাম দুই সপ্তাহ মধ্যে পাঠক মহাশয়েরা মঙ্গল সমাচার শুনিতে পাইবেন অদ্য সেই মঙ্গল সমাচার দিলাম কি না, ইহার বিস্তারিত বিবরণ পরে লিখিব।

## কারণের কি অসাধারণ গুণ। ২০ জুন ১৮৫৭। ৩০ সংখ্যা

এইক্ষণে রৌদ্রের অধিক উত্তাপ হইয়াছে, অনুমান করি ইহাতেই হরকরা সম্পাদক মহাশয় পানীয় বস্তু অধিক ব্যবহার করিতেছেন, অষ্টাদশ জুন বাসরীয় হরকরা পত্রে লিখিয়াছেন গবর্ণমেণ্ট ভাস্কর সম্পাদকের নামে পোলিসে অভিযোগ করিয়াছেন ঐ বিষয় সুপ্রিম কোর্টে সমর্পণ হইয়াছে, উক্ত সম্পাদক প্রতিভু দিয়া মুক্তি পাইয়াছেন, হে পাঠকগণ, আপনারা পূর্ব্বাপর আমারদিগের লেখা দেখিতেছেন আমরা রাজভক্তি ব্যতীত অন্য কিছুই জানি না তথাচ হরকরা সম্পাদক মহাশয় অলীক সম্বাদ লিখিয়া আমারদিগের মনস্তাপ দিলেন, আমরা পরমেশ্বর সমীপে সর্ব্বদা প্রার্থনা করি পুরুষানুক্রমে ইংরাজাধিকারে থাকিতে পারি, ভারতভূমি কত পুণ্য করিয়াছিলেন এই কারণ ইংরেজ স্বামী পাইয়াছেন, মৃত্যুকাল পর্য্যন্তও যেন ইংরেজ ভূপালদিগের মুখের পান হইয়া পরম সুখে কালযাপন করেন, হে পাঠক মহাশয়গণ, হরকরা সম্পাদক মহাশয় যে চঞ্চলতা প্রকাশ করিয়াছেন আপনারা তাহাতে বিশ্বাস করিবেন না তাঁহার স্বজাতীয় অন্য ব্যক্তি অর্থাৎ ফিনিকস সম্পাদক মহাশয় আমারদিগের বিষয়ে কি সাধু স্বভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দর্শন করুন, আমরা তাঁহাকে নমস্কার দিয়া ১৮ জুন দিবসীয় ফিনিকস হইতে এই অংশ গ্রহণ করিলাম।

ফিনিকস সম্পাদক মহাশয় লেখেন।

কোন ২ পারসিক সম্বাদ পত্র সম্পাদক গবর্ণমেণ্টের যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাতে বিদ্রোহি সৈন্যদিগকে এক প্রকার উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে তন্নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট তাঁহারদিগের বিপক্ষে পোলিসে অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন কিন্তু উপরোক্ত সম্পাদকগণ রাজবিরুদ্ধে যেমত অন্যায় লিখিয়াছে ভাস্কর সম্পাদক তেমনি রাজপক্ষের সদাচার প্রচার করিয়াছেন এবং যে দিবসাবধি তাহারদিগের অকৃতজ্ঞতা ও নিষ্ঠুরতার বিষয় বিস্তারপূর্ব্বক লিখিয়াছেন ইহাতে শ্রীশ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর তাঁহার প্রতি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছেন, এ বিষয়ে ভাস্কর সম্পাদক অশেষ বিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন সন্দেহ নাই।

## সম্পাদকীয়। ২০ জুন ১৮৫৭। ৩০ সংখ্যা

আগ্রা, দিল্লী, কানপুর, অযোধ্যা, লাহোরাদি প্রদেশীয় ভাস্কর পাঠক মহাশয়েরা এই বিষয়ে মনোযোগ করিবেন এবং পাঠ করিয়া বিদ্রোহিদিগের আড্ডায় ২ ইহা রাষ্ট্র করিয়া

দিবেন, সিপাহিরা জানুক ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট সিপাহি ধর অধ্বরারম্ভ করিয়াছেন, আর বিদ্রোহি সিপাহি সকল, শোন্ ২, তোদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল যদি কল্যাণ চাহিস তবে এখনও ব্রিটিস পদানত হইয়া প্রার্থনা কর ক্ষমা করুন।

গত বুধবার বেলা দুই প্রহর দুই ঘণ্টাকালে সৈন্য পরিপূর্ণ এক জাহাজ উত্তরদিগ হইতে আসিয়া কলিকাতা দুর্গের দক্ষিণাংশে লাগিল সে সময়ে উক্ত জাহাজ অতি সুদৃশ্য দৃষ্ট হইল, গোরা সৈন্যেরা পাঁচশত সিপাহিকে হাতে হাতকড়ী, পায়ে বেড়ী দিয়া লইয়া আসিয়াছে, গবর্ণমেণ্ট সিপাহিদিগের প্রতি যে প্রকার ক্রোধ করিয়া রহিয়াছেন তাহাতে ইহারদিগের বলিদান দিবেন ইহাই জ্ঞানগ্রাহ্য হইতেছে, কালীঘাটে বহুকাল নরবলি হয় নাই আমারদিগের রাজ্যেশ্বর যদি হিন্দু হইতেন তবে এই সকল নরবলি দ্বারা জগদম্বার তৃপ্তি করিতেন, অরে বিদ্রোহি সকল, তোরা ব্রিটিস রাজেশ্বরের কি করিতে পারিবি? তোদের যে নিষ্ঠুরতার শক্তি ছিল তাহা করিয়া সারিয়াছিস অর্থাৎ সাহেব জাতীয় স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাদিগকে হত্যা করিয়া বসিয়াছিস্, অরে দারুণান্তঃকরণ বিদ্রোহিগণ, ঐ সকল স্ত্রীলোক ও বালক বালিকারা তোদের কি অনিষ্ট করিয়াছিলেন? কি নিষ্ঠুরান্তঃকরণে তাঁহারদিগের প্রাণ সংহার করিলি? এইক্ষণে সেই অভিশাপে মনস্তাপ সহ্য কর, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট প্রতিজ্ঞা করিয়া আজ্ঞা দিয়াছেন সৈন্যেরা এবং বীজানুগত প্রজারা বিদ্রোহিগণকে যেমন দেখিবেন অমনি হাতে হাতকড়ী, পায়ে বেড়ী দিয়া ধরিয়া আনিবেন, যদি আনয়নের সুযোগ না পান তবে যেস্থানে দেখিবেন সেই স্থানেই কারাবন্ধন দিবেন, ব্রিটিসাধিকৃত ভারতবর্ষবাসি প্রজাসকল নির্ভয় হও, 'ছেলোধরা' একটা কথা মাত্র শুনিয়াছিলে, সিপাহি ধরা প্রত্যক্ষ কর, গত বুধবারে গঙ্গাতীরে বহুলোক দণ্ডায়মান ছিলেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন হাতে হাতকড়ী, পায়ে বেড়ী, পাঁচশত সিপাহী ধৃত হইয়া আসিয়াছে, কলিকাতাবাসিদিগের আর ভয় নাই, সকলে বিষয়কর্ম্ম সকলকে নিঃশঙ্কে অঙ্কে করুন।

যে সকল বিদ্রোহিরা দিল্লী প্রদেশে শিবির স্থাপন করিয়াছিল তাহারা দুইবার বাহির হইয়া গাজীউদ্দীন স্থানে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল, রাজসৈন্যেরা তাহারদিগকে কচু কাটা করিয়াছে, অবশিষ্টেরা রণে হারিয়া পলায়ন-পর হইয়াছে, ব্রিটিস পক্ষীয়েরা তাহারদিগের তোপ বন্দুকাদি কাড়িয়া লইয়াছেন, মহারাজ্ঞীর যুদ্ধবিজ্ঞ সৈন্যেরা আলাহাবাদ গমনীয় রাজপথ সকল নির্ব্বিঘ্ন করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত বড়লার্ড সাহেবের অধীন মহাবল সৈন্য সকল বোধহয় এতদিনে দিল্লী নগরে গিয়াছে, সে সকল বিদ্রোহীরা দিল্লী দুর্গ আশ্রয় করিয়া বাহিরে শিবির ফেলিয়াছিল এবং মধ্যে ২ যুদ্ধ করিতে বাহিরে আসিত তাহারা আর বাহিরে আইসে না অতএব রঙ্গ বিষয়ে সাহস ভঙ্গ হইয়াছে সন্দেহ নাই, আমার-দিগের প্রধান সেনাপতি মহাশয় অস্ত্রবল সৈন্য বলে সম্পূর্ণ রূপে প্রস্তুত হইয়াছেন, সম্পূর্ণ সজ্জায় দিল্লী যাইয়া বিদ্রোহিগণকে আবাহন করিতেছেন, তোরা আয়, তোদের মুণ্ড লইয়া কুণ্ড মধ্যে নিক্ষেপ করি, সমাচার পত্রে লেখে বোম্বাই, পাতীয়ালা,

জয়পুর ইত্যাদি স্থান হইতে বড় ২ তোপ, মেগজিনাদি সহিত মহাদল সৈন্য সকল দিল্লী গমন করিয়াছেন, আমরা ভরসা করি আর দুই চারি দিবস মধ্যেই পাঠকগণকে জানাইতে পারিব ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট জয়ধ্বনি দিয়াছেন অতএব প্রজাসকল সুস্থির হইয়া ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের জয় ২ বল।

কলিকাতা নগরে কেমন পাগলা বাতাস আসিয়াছে, তাহাতে কতকগুলিন সামান্য লোক, যাহারা পিত্তল, কাঁসাদি তৈজস বাসন ব্যবহার করে এবং স্ত্রী পুত্রাদিকে সোণা রূপার যৎসামান্য অলঙ্কার দিয়াছে তাহারা ঐ বাতাসে পাগল হইয়া উঠিয়াছে, বাসনাদি মৃত্তিকায় পুঁতিয়া রাখিয়াছে, স্ত্রী পুত্রাদিকে পিত্তলালঙ্কার দিয়াছে, সোণা রূপার অলঙ্কারাদি দেওয়ালে গাঁথিয়া ফেলিয়াছে এইক্ষণে তাহারা নির্ভয় হউক, সে সকল সিপাহিরা গাঞ্জা মলিতে ২ বলিয়াছিল কলিকাতায় আসিয়া লুঠপাট করিবে তাহারা ফাঁসীর নিকট আসিয়াছে, আর কেহ শঙ্কাকুল হইয়া পরিবারাদিগকে ব্যাকুল করিবা না, এইস্থলে লাহোর ক্রোনিকেল সম্পাদক মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করি, তিনি মজুরাদি বহু মনুষ্যকে সৈন্য সজ্জায় সজ্জীভূত করাইয়া হাট ঘাট রক্ষা করিয়াছেন, বিদ্রোহিরা ঐ ঘাট আয়ত্ত করিতে পারিলে আমারদিগের বিস্তর অনিষ্ট করিতে পারিত, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট অধার্ম্মিক নহেন, ধর্ম্ম দৃষ্টে প্রজা প্রতিপালন করেন অতএব পরমেশ্বর সর্ব্বদিগে তাঁহারদিগের আনুকূল্য করিতেছেন, কেমন এইক্ষণে পাঠক মহাশয়েরা কি বলিবেন? আমরা যে লিখিয়াছিলাম দুই সপ্তাহ মধ্যেই ব্রিটিস পক্ষের মঙ্গল ধ্বনি শুনিতে পাইবেন তাহা শুনিলেন কিনা, এইক্ষণে আমারদিগের লেখনীকে আশীর্ব্বাদ করুন।

## দরিদ্র লোক সকল বাঁচিল। ২০ জুন ১৮৫৭। ৩০ সংখ্যা

শ্রীল শ্রীযুক্ত লার্ড কেনিং বাহাদুর দীর্ঘজীবী হউন, দরিদ্র প্রজাগণের প্রতি রাজেশ্বরের যাহা করিতে হয় তাহাই করিলেন, হে পাঠক সকল, স্মরণ কর, আমরা বারম্বার লিখিয়াছি রাজ্যেশ্বর মহাজনি কাঁটা সকল বন্ধ করুন, মহাজনেরা লাভ লোভে নগরীয় তণ্ডুলাদি বাহিরে পাঠাইয়া দেন এদিগে প্রজারা হাহাকার করে, আহারীয় দ্রব্যাদি পায়, পিতা মাতার নিকট সন্তানাদি যেমন আবদার করে মহাজনদিগের কাঁটা বারণ জন্য আমরা শ্রীশ্রীযুতের নিকট সেইরূপ আবদার করিয়াছি, নগরীয় ধনিগণ যাঁহারা ছয় ২ মাসের আহরীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া গোলায় পুরিয়াছেন এবং প্রতি দিন লইয়া যাইতেছেন তাঁহারদিগকে বলিয়াছি যুদ্ধ ঘটনা কালে এরূপ করিবেন না, তাঁহারা আমারদিগের কথায় মনোযোগ করেন নাই, কয়েক দিবস পরেই বুঝিতে পারিবেন বহুমূল্যে দ্রব্যাদি লইয়া দণ্ড দিলেন, শ্রীল শ্রীযুক্ত লার্ড কেনিং বাহাদুর ভাস্কর পত্র যেমন লইয়াছেন অমনি ভাস্করের প্রার্থনাও শুনিয়াছেন, শ্রীযুক্ত লার্ড শ্রীমুখে আজ্ঞা দিবেন মহাজনি কাঁটাসকল এইক্ষণে বন্ধ

করিতে হইবেক, মহাজনেরা এ সময়ে বাজারে কাঁটা তুলিয়া আর দরিদ্র লোকদিগের গলদেশে কাঁটা ফুটাইতে পারিবেন না, যে পর্য্যন্ত যুদ্ধের ধূমধাম থাকিবে ইহার মধ্যে যদি কেহ বাজারে কাঁটা বাহির করেন তবে ঐ কাঁটায় তাঁহারাই কাটাই পড়িবেন, হে দরিদ্র প্রজাসকল, তোমরা শ্রীল শ্রীযুক্ত লার্ড কেনিং বাহাদুরকে আশীর্ব্বাদ ও নমস্কার কর, দীননাথ রাজ্যনাথ গবর্ণর বাহাদুর মহাজনি কাঁটা সকল বন্ধ করিয়া দিবেন এইক্ষণে নগরে দ্রব্যাদি সকল শস্তা হইয়া উঠিবে তোমারদিগের দুরবস্থা দূরগতা হইল, যাঁহারা এই দুঃসময়ে বাজার মহার্ঘ করিয়া দিয়াছেন তাঁহারা মনস্তাপ করুন, এ বিষয়ে আমারদিগের প্রধান মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ওয়াকোপ সাহেবকেও ধন্যবাদ প্রদান করিতে হয়, আমরাও যেমন ভাস্করে লিখিয়াছি তিনিও দরিদ্র লোকদিগের দুঃখ দেখিয়া গবর্ণমেণ্টকে তেমনি অনুরোধ করিয়াছেন, যাহাতেই হউক,মহাজনি কাঁটাসকল বন্ধ হইল, দরিদ্র প্রজা সকল রক্ষা পাইল, আমারা এ বিষয়ের জন্য পরিশ্রম করিয়াছিলাম ইহাতেই আমারদিগের লক্ষ লাভ হইল, ভাস্কর হইতে যে সাধারণের উপকার দর্শিল এই পরম লাভ অতএব পরমেশ্বরকে কোটী ২ নমস্কার করিলাম।

## এই কি ইংরেজদিগের সভ্যতা। ২০ জুন ১৮৫৭। ৩০ সংখ্যা

গত বুধবারে দুইজন সাহেব রেলরোডের এক গাড়িতে চড়িয়াছিলেন পূর্ব্বে তাঁহারদিগের মধ্যে কোন বিবাদ ছিল কিনা আমরা বলিতে পারি না, যেমন শুনিলাম সেইরূপ লিখিতেছি, দুই সাহেব বাষ্পীয় শকটে আরোহণ করিয়া পরস্পর বাদানুবাদ করিতে লাগিলেন, অন্যান্য আরোহিগণ যাঁহারা ঐ শকটে ছিলেন তাঁহারা উভয়ের বাদানুবাদ শুনিতেছেন ইহার মধ্যেই এক সাহেব হঠাৎ পিস্তল বাহির করিয়া অন্য সাহেবের বক্ষোলক্ষে গুলীক্ষেপ করিলেন তাহাতেই দ্বিতীয় ব্যক্তি অমনি রক্তে ডুবিয়া গাড়িমধ্যে পড়িয়া গেলেন, আশ্রয়হীনের প্রতি গুলীক্ষেপ ইহা কি সভ্যতার ধর্ম্ম? পিস্তলধারি সাহেব ধৃত হইয়াছেন, অন্য লোক যাঁহারা ঐ শকটে ছিলেন তাঁহারা সাক্ষি স্থলে আসিয়াছেন কি না জানা যায় নাই, যদি যথার্থরূপ সাক্ষ্য প্রকাশ হয় তবে যিনি পরপ্রাণ লইয়াছেন রাজবিচারে তিনিও প্রাণ দিবেন, রেলরোড কোম্পানিরা আরোহিগণকে হুঁকা সহিত গাড়ি আরোহণ করিতে দেন না কিন্তু সাহেবেরা গুলীপোরা পিস্তল সহিত বাষ্পীয় শকটে উঠিতে পারেন ইহা কি আশ্চর্য্য নয়।

# শিক্ষা

সংবাদ। ৯ জানুয়ারি ১৮৪৯। ৫৬৫ সংখ্যা

গত বৃহস্পতিবারে কলিকাতা টৌনহাল ছাত্র পরিপূর্ণ হইয়াছিল, জেনারল আসেমব্লি নামক সভার অধীন বিদ্যাগারের ছাত্রেরা ঐ দিবসে টৌনহালে তাঁহারদিগের বার্ষিক শিক্ষার পরীক্ষা দিলেন, তৎকালীন এতদ্দেশীয় এবং ইউরোপীয় সম্ভ্রান্ত লোকেরা অনেক উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা ছাত্রদের উত্তর শ্রবণে তুষ্ট হইয়াছেন, উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক অথচ অধ্যক্ষ শ্রীযুত ওগেলবি সাহেব অতি যোগ্য লোক, তাঁহার অধ্যক্ষতায় ছাত্রেরদের ইংরেজি শিক্ষা উত্তম হইয়াছে, অতএব ছাত্রগণ তদনুরূপ পরীক্ষা দিয়া উৎকৃষ্ট পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন, অধ্যক্ষ মহাশয় পরীক্ষান্তে পরীক্ষোত্তীর্ণ অন্তেবাসিগণকে এই ২ পারিতোষিক দিলেন, স্বর্ণমেডেল ২, রৌপ্যমেডেল ২, মাসিক বৃত্তি দশ, ইহার মধ্যে এক জনকে মাসিক ৮ টাকা, নয়জনের প্রত্যেক ব্যক্তিকে মাম্বিক ৬ টাকা, জেনরেল আসেমব্লির ধন অধিক আছে, ইহাতে শিক্ষিতগণকে উপযুক্ত পারিতোষিক না দিলে অনুচিত কর্ম্ম হইত অতএব শ্রীযুত ওগেলবি সাহেব অধিক পারিতোষিক প্রদান করিয়াছেন উত্তম হইয়াছে, এবং অনুমান করি উপযুক্ত পাত্র ছাত্রেরাই তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন কিন্তু আমরা শ্রবণে খেদিত হইলাম উক্ত বিদ্যাগারের ছাত্রগণ গৌড়ীয় ভাষায় প্রবিষ্ট হইতে পারেন নাই, গত এক বৎসরে ছাত্রেরা প্রবোধ চন্দ্রিকার সাত আট পত্র মাত্র পাঠ করিয়াছেন এবং শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ সাত আট পাত শিক্ষার পরীক্ষা করিয়াও সন্তুষ্ট হয়েন নাই, কিন্তু ইহাতেও বিজ্ঞবর মেং ওগেলবি সাহেব ছাত্রগণকে গৌড়ীয় ভাষায় উত্তম লিখিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, এবং সেই উত্তর দৃষ্টে তুষ্ট হইয়া পারিতোষিক দিয়াছেন, অতএব আমরা বলিতে পারি ছাত্রেরা গৌড়ীয় ভাষায় কি প্রস্তাব লিখিয়াছেন আমারদিগের কাগজে প্রকাশার্থ তাহা প্রেরণ করিলে আপ্যায়িত হইব, যাহারা গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ পর্য্যন্ত জানেন না তাঁহারদিগকে প্রবোধ চন্দ্রিকা শিক্ষাদান ইহাই এক অনবধানতার কর্ম্ম, প্রবোধ চন্দ্রিকা এই গৌড়ীয় ভাষায় লিখিত বটে কিন্তু পণ্ডিতেরাও সকলে তাহার অর্থ বুঝিতে পারেন না, বালকেরা কি বুঝিবে, মেং ওগেলবি সাহেব এক ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়াছেন তথাচ প্রবোধ চন্দ্রিকা পাঠ করিতে গেলে তিনিও কঠিন জ্ঞান করিবেন, প্রবোধ চন্দ্রিকার অর্থ কিরূপ প্রগাঢ় অধ্যক্ষ মহাশয় শ্রীযুত কাপ্তান মার্শাল সাহেবকে এবং যাঁহার যন্ত্রে প্রস্তুত হইয়াছিল সেই শ্রীযুত মার্শ্যমন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিবেন এবং ভরসা করি শ্রীযুক্ত ওগেলবি তাঁহার ছাত্রগণকে উক্ত কঠিন গ্রন্থের পরিবর্ত্তে অন্য কোন সহজ গ্রন্থ পাঠ করিতে দিবেন।

## সম্পাদকীয় । ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৯ । ৫৭৯ সংখ্যা

কোন বন্ধুর লিখিত

আমি শ্রবণ করিলাম এবৎসর যাঁহারা হিন্দু কালেজের এবং হুগলী কালেজের ছাত্রগণের পরীক্ষা করিয়াছেন তাঁহারদিগের প্রত্যেকে তিনশত টাকা হিসাবে পারিশ্রমিক বেতন প্রাপ্ত হইয়াছেন, বিদ্যাধ্যাপনীয় সমাজাধিপতি শ্রীযুক্ত বেথুন সাহেব এই নিয়ম করিয়াছেন, পুর্ব্বোক্ত বিদ্যালয়দ্বয়ের ছাত্রদিগের পরীক্ষা করিতে পরীক্ষকগণের অধিক সময় নষ্ট হয় অতএব তাঁহাদিগকে ঐ সময়ের বেতন প্রদান করিলে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইতে পারেন এবং ইহার পরে আর অনুসন্ধান করিয়া পরীক্ষক আনয়ন করিতে হইবেক না, অনেকে এই কার্য্যের জন্য বেথুন সাহেবের উপাসনা করিবেন, কিন্তু আমি বোধ করি এ টাকা অপব্যয় হইয়াছে, কোন প্রকাশ্যস্থলে হিন্দুকালেজের ছাত্রেরদের পরীক্ষা হয় না এই এক অনিয়ম, অন্যান্য বিদ্যাগারের ছাত্রেরা বিদ্যালয়ে গোপনে পরীক্ষা দিয়াও টৌনহালাদি স্থানে সাধারণ সমাজে পরীক্ষা দেন, ইহাতে সাধারণ লোকেরা ছাত্রেরদের বিদ্যাভ্যাসের বিষয় বুঝিতে পারেন, হিন্দু কালেজের ছাত্রেরদের পরীক্ষা এরূপ হয় না ইহাতে ছাত্রেরদের শিক্ষার বিষয় সাধারণ মধ্যে প্রকাশ পায় না, যদি কহেন গবর্ণমেণ্ট বিদ্যাধ্যাপনীয় সভাধ্যক্ষ মহাশয়গণকে বেতন প্রদান করিতেছেন ঐ সমাজের সভ্য মহাশয়েরা পরীক্ষার অনুসন্ধান রাখেন তাহাতেই বিশ্বাস করিতে হইবেক ছাত্রেরদের সুপরীক্ষা হয়, তবে আমি ইহাও বলিতে পারি শিক্ষকেরা পরীক্ষা করিয়া যাহা বলিবেন তাহাতেই কেন বিশ্বাস করা যায় না, ভাড়া করিয়া পরীক্ষকানয়নের প্রয়োজন কি, হিন্দু কালেজীয় ছাত্রেরা প্রত্যেকে প্রতি মাসে পাঁচ টাকা বেতন দিয়া তথায় শিক্ষা করেন, তাঁহারদিগের সুশিক্ষা না হইলে সাধারণ লোকেরা ঐ প্রধান বিদ্যাগারে আপনারদিগের সন্তানদিগকে পাঠাইবেন না, এই কারণ কি বিদ্যাধ্যাপনীয় সমাজাধিপতি মহাশয় পরীক্ষকগণকে উৎকোচ দিতে আরম্ভ করিলেন, ইহার পূর্ব্বে কোন বৎসর শ্রবণ করি নাই হিন্দু কালেজের ছাত্রেরা স্বদেশীয় ভাষায় সুপরীক্ষা দিয়াছেন, এবৎসর বেথুন সাহেব এবং ডেপুটি গবর্ণর সাহেব অম্লান বদনে কহিলেন হিন্দু কালেজের ছাত্রেরা দেশভাষায় সময় মত উত্তম শিক্ষিত হইয়াছেন, কিন্তু আমি শুনিয়াছি এবারেও হুগলি কালেজের ছাত্রগণ দেশীয়ভাষা শিক্ষার পরীক্ষায় হিন্দু কালেজের শিক্ষিতবর্গকে পরাজয় করিয়াছেন, আমি বহুকাল জানি হিন্দু কালেজে দেশীয় ভাষায় সুশিক্ষা হয় না, যদি কেহ আমার এই বাক্য সপ্রমাণ করিতে অভিলাষ করেন তবে স্বীকার করুণ আমি কয়েকটি প্রশ্ন দিব হিন্দুকালেজের ছাত্রগণকে তাহার উত্তর লিখিতে বলিবেন, যদি কোন ছাত্র এতদ্দেশীয় ভাষার ব্যাকরণ শুদ্ধ উত্তর লিখিতে পারেন তবে আমি কি এমত জঘন্য তাঁহাকে পরিতোষিক দিব না, কিন্তু ছাত্রেরা

আমার প্রশ্নের উত্তর লিখিতে পারিবেন না ইহা নিশ্চিত জানি, তবে মাসে ২ ছাত্রগণকে বৃত্তিপ্রদান, প্রশংসা পত্র প্রদান, এত ঘটাঘটার ব্যবহার কি জন্যে হইতেছে, আর পরীক্ষকগণকে বেতন প্রদান না করিলে যদি পরীক্ষা না হয় তবে ফ্রিচর্চ্চ ইনষ্টিটিউসন, জেনারেল আসেম্ব্লি, ইত্যাদি বিদ্যালয়ে যাহা হিন্দু কালেজের তুল্য প্রতিযোগিত্বরূপে অবৈতনিক ভাবে চলিতেছে তত্রস্থ অধ্যক্ষেরা কি ছাত্রদিগের বিদ্যাশিক্ষার পরীক্ষা করেন না, তবে কথা এই যে এডুকেশন কৌন্সেলের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা যাহা বিবেচনা করিয়াছেন আমি এমত উপযুক্ত নহি তাহার উপর দোষ দর্শাই কিন্তু আমার জ্ঞানে উদয় করে উক্ত ব্যয় অপব্যয় হইয়াছে।

## হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতার শুভানুষ্ঠান। ১০ মে ১৮৪৯। ১৩ সংখ্যা

এতকাল পর হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতার শুভানুষ্ঠান হইল, পরমেশ্বর করুন, বিশিষ্ট শ্রেণীস্থ হিন্দু মহাশয়েরা এই অনুষ্ঠানের আনুকূল্য করিতে মনোযোগী হউন, আমরা আনন্দিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি গত সোমবারে হিন্দু জাতীয়া বালিকারা বিদ্যালয়ে যাইয়া বিদ্যারম্ভ করিয়াছে, বাহির সিমুলিয়া পল্লীতে শ্রীযুত দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের যে বৈঠকখানা আছে উদ্যান মধ্যস্থ ঐ প্রশস্ত রম্য গৃহ বালিকাদিগের শিক্ষালয় হইয়াছে, চতুর্দ্দিগে উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত বাগানের দক্ষিণ দিগে দক্ষিণাবাবু একমাত্র দ্বার রাখিয়াছেন, সে দ্বারে প্রহরী থাকিলেই স্ত্রীলোক ভিন্ন অন্য পুরুষ কেহ তথায় প্রবেশ করিতে পারিবেন না, বোধ হয় স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাসের বান্ধবেরা এই বিবেচনাতেই উক্ত বাগান মনোনীত করিয়া থাকিবেন, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রথম দিবসেই অনেক ভদ্র বালিকারা তথায় গমন করিয়াছিলেন, শিক্ষাদাত্রী এক সচ্চরিত্রা বিবী তাঁহারদিগের মনোরঞ্জন করিয়াছেন, ইহার পরে ক্রমে উক্ত বিদ্যাগারে বালিকাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে, আপাততঃ শিক্ষাদানের নিয়ম হইয়াছে প্রাতঃকালাবধি নয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত বালিকারা শিক্ষা করিবেন, ভরসা করি যুব বান্ধবগণ যাঁহারা এই সদনুষ্ঠান করিয়াছেন তাঁহারা আরো উত্তমরূপে মনোযোগ করিতে পারেন।

বহুকাল হইল আমরা এই বিষয়ের জন্য লিখিতেছি, এবং নানা প্রকার নীতি প্রস্তাব লিখিয়া বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে স্ত্রীলোকদিগের প্রবৃত্তি জন্মাইবার চেষ্টা করিতেছি, ভাস্কর পত্র প্রথম প্রকাশ কালাবধি কয়েক বৎসর কেবল অবলাদিগের শিক্ষার্থ নীতি প্রস্তাব লিখিতাম, কিন্তু তাহাতেও এ পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই অতএব এইক্ষণে বিদ্যাধ্যাপনীয় সমাজাধিপতি শ্রীযুত বেথুন সাহেবকে সহস্র সহস্র নমস্কার করি তাঁহার অনুগ্রহে কলিকাতা নগরে স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাসের বিদ্যালয় স্থাপিত হইল।

আমাদিগের পাঠক মহাশয়েরা স্মরণ করুন এতদ্দেশে উক্ত সাহেবের আগমনের

পুর্ব্বে বিলাতবাসি কোন মান্ত লোক এতন্নগরস্থ কোন বন্ধুকে বেথুন সাহেবের গুণের বিষয় লিখিয়াছিলেন, ঐ বন্ধুর নিকট শ্রবণ করিয়া আমরা ভাস্করে প্রকাশ করিয়াছিলাম সাধারণের বিদ্যাশিক্ষার পরম বন্ধু বেথুন সাহেব এতদ্দেশে শুভাগমন করিতেছেন, উক্ত সাহেবের ব্যবহারে এই ইক্ষণে আমারদিগের সেই লিখন সপ্রমাণ হইল, বেথুন সাহেব কায়মনোবাক্যে সচেষ্ট হইয়া হিন্দু বালিকাদিগের বিদ্যাভ্যাসার্থ এই বিদ্যালয় সংস্থাপন করিলেন।

বঙ্গদেশীয় অঙ্গনাদিগের অবস্থার বিষয় বর্ণন করিতে বসিলে দারুময়ী লেখনীও রোদন করে, এই কারণ আমরা স্ত্রীলোকদিগের দুঃখের বিষয় যথার্থরূপে বর্ণন করিতে পারি না, এদেশের স্ত্রীলোকেরা দিবারাত্রি অন্তঃপুরে থাকেন, তাঁহারা ইচ্ছানুসারে বহির্ব্বাটীতেও আসিতে পারেন না, হিন্দু জাতির বহির্ব্বাটীতেই দেবালয়, দেবগৃহে পুজাদি সময়েতেও স্ত্রীলোকদিগের সাধ্য হয় না, পুরুষগণের ন্যায় বহির্ব্বাটীতে দেবালয়ে দণ্ডায়মানা হইয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে পারেন, তাঁহারা এই প্রকার পরাধীনাবস্থায় আছেন, ইহার কারণ এই যে হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের জ্ঞানশিক্ষা হয় নাই এই জন্য হিন্দু মহাশয়েরা নারীজাতিকে আপনারদিগের আয়ত্তে রাখেন।

বহুকাল হইল আমারদিগের গবর্ণমেণ্টের নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে হিন্দু জাতীয় স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাসার্থ বিদ্যালয় করেন কিন্তু যাঁহারদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাঁহারা মনোযোগ না করিলে অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত হিন্দু মহাশয়েরা আপনারদিগের বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে না পাঠাইলে গবর্ণমেণ্টের অভিলাষে ইহা সম্পন্ন হইতে পারে না' অতএব গবর্ণমেণ্ট সেক্রেটরি শ্রীযুত হালিডে সাহেব প্রভৃতি মান্যবর সাহেবেরা চেষ্টিত হইয়াও কার্য্যসিদ্ধি করিতে পারেন নাই, তৎপরে বুদ্ধিনিপুণ বেথুন সাহেব ১২ বৈশাখ সোমবারে তথায় সাধারণ বন্ধু রামগোপাল ঘোষ মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন ঘোষ বাবু স্বদেশস্থ বান্ধবদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া এই বিষয়ের সহায়তা করেন, তাহাতে বাবু রামগোপাল ঘোষ মহাশয় আত্মীয়গণের সহিত পরামর্শ পুর্ব্বক স্বীকৃত হইলেন তাঁহারদিগের বালিকা-গণকে বিদ্যালয়ে পাঠাইবেন, এবং তৎপরে সোমবারে ঐ সকল আত্মীয়গণকে লইয়া যাইয়া বেথুন সাহেবের সাক্ষাতেও বান্ধবগণকে এই বিষয় স্বীকার করাইলেন, তৎ সময়ে শ্রীযুত বেথুন সাহেব ঐ সকল ব্যক্তিকে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই কালে পরামর্শ ধার্য্য করিয়া গত সোমবারেই বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে দিয়াছেন, প্রথম দিবস একবিংশতি বালিকা উপস্থিতা হইয়াছিলেন আরো পাঁচ ছয় বালিকা আসিতে পারিতেন, পীড়াপ্রযুক্ত আসিতে পারেন নাই, তৎপর দিবসাবধিক্রমে তাঁহারদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে অতএব বেথুন সাহেবকে এবং উদ্যোগকারি বান্ধবগণকে ধন্যবাদ দিয়া শ্রীযুত বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাধুবাদ করি, উক্ত বাবু একশত টাকা ভাড়ার উপযুক্ত বৈঠকখানা বিদ্যালয়ার্থ অমনি দিয়াছেন, বিদ্যালয়ের উপযুক্ত স্থান যে পর্য্যন্ত প্রস্তুত না হয় তন্মধ্যে

দক্ষিণা বাবু তাঁহার বৈঠকখানার ভাড়া লইবেন না, এবং উক্ত বাবু ২০০০ সহস্র টাকা মুল্যে মৃজাপুরে সাড়ে পাঁচ বিঘা ভূমি ক্রয় করিয়াছিলেন বিদ্যালয় করণার্থ ঐ ভূমি প্রদান করিয়াছেন।

এইক্ষণে আমারদিগের লিবরাল বান্ধবগণকে ও তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষ মহাশয় সকলকে স্মরণ করাই তাঁহারা চিরকাল যে বিষয়ের চেষ্টিত ছিলেন তাহার শুভানুষ্ঠান হইয়াছে, এই সময়ে সকলে সংযুক্ত হইয়া এতদ্দেশীয় লোকেরদের সভ্যতার এই উত্তম চিহ্নকে উজ্জ্বল করুন, এবং এদেশের মান্যবর রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, বাবু রসময় দত্ত, বাবু দুর্গাচরণ দত্ত, বাবু আশুতোষ দেব, বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু হরকুমার ঠাকুর, বাবু গোপাললাল ঠাকুর, বাবু উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর, বাবু মতিলাল শীল, বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, বাবু প্রাণকৃষ্ণ মল্লিক, বাবু শ্রীকৃষ্ণ মল্লিক, বাবু প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত লোক সকল যাঁহারা সাধারণ সৎ কর্ম্ম মাত্রেতেই অগ্রগণ্য আছেন তাঁহারা এই উৎকৃষ্ট বিষয়ে মনোযোগ দিবেন, শ্রীযুত বেথুন সাহেব যে তাঁহাদিগকে এবিষয়ের জন্য সর্ব্বাগ্রে আবাহন করেন নাই তাহাতে অপমান জ্ঞান করিবেন না, বেথুন সাহেব স্বকীয় বক্তৃতার মধ্যেই ইহার কারণ সকল ব্যক্ত করিয়াছেন অতএব আমরা এস্থলে ঐ সদাশয় সাহেবের বক্তৃতার অর্থ গ্রহণ করিলাম ইহা পাঠ করিলেই সকলে জানিতে পারিবেন শ্রীযুতের অস্পষ্ট ভাবের বক্তৃতায় ঐ সকল মহাশয়দিগের কিরূপ সম্মানের ভাব ব্যক্ত হইয়াছে, এবং উক্ত বিষয়ে সংযুক্ত হইলে গবর্ণমেণ্ট কি প্রকার সম্মান করেন তাহাও শীঘ্র দেখিতে পাইবেন।

বেথুন সাহেবের বক্তৃতার মর্ম্মানুবাদ :

"হে বন্ধুবর্গ অদ্য আমরা যে জন্য এখানে সমাগত হইয়াছি তদুপলক্ষে আমার কিঞ্চিদ্বক্তৃতা করা কর্ত্তব্য, আমাদিগের সকলের পক্ষে অদ্য কি মহোৎসব ও জয়ের দিন, মনুষ্য মাত্রেরই স্বীয় স্বীয় সন্তানদিগের উন্নতি জন্য স্বাভাবিক সুখোদয় হয় এই বিদ্যালয় হইতে সে উপকার প্রত্যাশিত হইয়াছে তাহাই তোমারদিগের আনন্দের হেতু, এবং এই মহদ্ব্যাপারে যে আমি আনুকূল্যতা করিতে সক্ষম হইয়াছি ইহাতেই আমার কথনাতীত হর্ষোদয় হইয়াছে, পুত্র কন্যা ও কলত্র বিশিষ্ট হইলে সে সুখ যদিচ আমার ভাগ্যে তাহা সম্ভোগ হয় নাই, তথাপি সমীপস্থ বন্ধুবর্গের এবং এই দৃষ্টান্তগামী অপর বহু লোকের সন্তানগণের সুখের কারণীভূত হইবায় আমার অন্তকরণে পিতৃবৎ আমোদ জন্মিতেছে।

আমি বিলাত হইতে এতদ্দেশে আগমনের পুর্ব্বেই এতদ্রাজ্য বিদ্যানুশীলনের বিশেষত গবর্ণমেণ্টের অধীন পাঠশালা সকলের আমি এইক্ষণে যাহার প্রধানাধ্যক্ষ হইয়াছি ছাত্রগণের বিদ্যা বুদ্ধি বিষয়ক রিপোর্ট পুস্তকাদি তদৃষ্টে এমত স্থির করি বঙ্গদেশের লোকেরা ৩০ বৎসরাধিক কাল শিক্ষা করিয়া যে প্রকার উপকৃত ও তন্মর্ম্মজ্ঞ হইয়াছে, তাহাতে অপর অর্দ্ধাংশের বিদ্যাভ্যাস অনতিবিলম্বেই প্রয়োজনীয় হইবেক, আমি অনুমান করিয়াছিলাম

তোমরা বিদ্যা রসগ্রাহী হইয়া গুণযুক্তা সঙ্গিনীগণের অভাব বুঝিতে পারিবে এবং আমি ইহাও অনুভব করিয়াছিলাম নানা দেশীয় ইতিহাস পাঠে তোমরা ইহা চিন্তা করিবে এক জাতি অপর জাতি হইতে যত অধিক সভ্য হয় ততই তাহারদিগের অঙ্গনাগণ অধিক বিদ্যানুরাগিণী ও সভ্যা ভব্যা হইতে পারে এবং তোমারদিগের অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইলে তোমরা বুঝিবে সন্তানগণের শিক্ষাতে প্রথমত স্বীয় স্বীয় মতের বিশেষ সদস্যতা অপেক্ষা করে।

বালক বালিকাগণের যখন বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি হইতে থাকে তখন যে মাতার অধীনে তাহারা রক্ষিত হয় সেই জননী দ্বারাই সংজ্ঞানের উপদেশ পাইয়া মহৎ ও সৎ হইতে পারে, অতএব স্ত্রীগণের স্বভাবগুণে এতদ্দেশীয় লোকেরাও সচ্চরিত্র হইবেন বিচিত্র কি, এবং ইহা শুদ্ধ শৈশবাবস্থায় প্রয়োজনীয় হয় এমত নহে, সর্ব্ব সময়েতেই যোষিৎগণের ভাব গ্রহণীয় এবং আমারদিগেরও সর্ব্বতোভাবে এই যত্ন কর্ত্তব্য যাহাতে তাহারদিগের, ন্যায়, ধর্ম্ম ও মানেরদিগে ধাবমান হইতে পারে।

ভারতবর্ষে আগমন করিবার পূর্ব্বেই আমার পূর্ব্বোক্ত ভাব সকল উদয় হয় এবং অত্রাগমনাবধি আমি দেখিয়া শুনিয়া তাহাই স্থির করি, বঙ্গরাজ্যে তদভিপ্রায়ের কার্য্য বৃদ্ধি পাইতেছে ইহা বুঝা যায়, বরং কেহ আপন স্ত্রী, কেহ দুহিতা, বা ভগিনীকে বিদ্যাভ্যাস করাইতেছেন মধ্যে মধ্যে এসম্বাদও শ্রবণ করি, সত্য বটে কোন কোন স্থলে মাত্র এসকল ঘটনা অতি সঙ্গোপনে নির্ব্বাহ হইতেছে, কারণ এই যে দেশ প্রসিদ্ধ প্রাচীন প্রথার অন্যায়াচরণ বিশেষত লোকেরা এতদ্রাজ্যে পূর্ব্ব প্রচলিত ধারাকে অধিক প্রিয়জ্ঞান করেন ইহাতে এস্থানে তদ্বিপরীতাচরণ সহজ ব্যাপার নহে, অতএব কথিত নূতন ব্যবহার ক্রমোন্নতির পক্ষে ভরসাপ্রদ বলিতে হয়, অধিকন্তু যখন চিন্তাধারা অবধারিত হইতেছে নারীগণকে নিভৃত স্থলে রক্ষণ তোমারদিগের আদি প্রথা নহে কেবল আক্রমণকারি মোসলমান রাজার ব্যবহার দৃষ্টে এইরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে। তখন আমি আরো ভরসা প্রাপ্ত হইতেছি তোমারদিগের পূর্ব্ব কাহিনী ও উদ্ভট গ্রন্থ সকলের অনুবাদ যাহা পাঠ করিতে পারি তাহাতে মুনির বিদ্যা ও গুণেরও ব্যাখ্যা দেখিতেছি কিন্তু তাঁহারদিগের বংশাবলীকে তাহাতে ক্রমে দূরতরা দেখা যাইতেছে।

লীলাবতীর উপাখ্যানের সত্যাসত্যতা নির্দ্দেশ করণে আমি অক্ষম এবং এমত স্ত্রীলোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা অথবা সে গ্রন্থ তাঁহার নামে প্রসিদ্ধ আছে তাহা তন্নাম্নী বিদ্যাবতীর স্বরচিত কিম্বা তাঁহার পাঠজন্য প্রস্তুত হইয়াছিল ইহাও বলিতে পারি না, কিন্তু বুঝিতে হইবেক তৎকালীন স্ত্রীলোকদিগের এপ্রকার গ্রন্থ অপাঠ্য হইলে গ্রন্থকর্ত্তা ঐ স্ত্রীলোকের নামে সে গ্রন্থ প্রচলিত করণার্থে গল্প জল্পনা করিতেন না।

অতএব ইহা বিবেচনাসিদ্ধ হইয়াছে তোমরা আপনারদিগের পূর্ব্ব সৌভাগ্যকালীন অবস্থা হইতে স্বজাতীয় স্ত্রীগণকে হীনাবস্থায় রাখিয়াছ, সুতরাং তৎসংশোধন প্রস্তাব তোমরা উল্লসিত হইয়া গ্রহণ করিবে।

এসকল সংকারণ সত্বেও আমি আদৌ বিবেচনা করিয়াছিলাম এতদ্বিষয়ের প্রকাশ্য উদ্‌যোগে উদ্যম ভঙ্গ হইলে ভারতবর্ষীয়া অঙ্গনাগণের বিদ্যা শিক্ষার পক্ষে অর্থাৎ এতদ্রাজ্যস্থ লোকেরদের সভ্যতা সম্বর্দ্ধিত করণ সোপানারোহণে অবিবেচকতা জন্য এক পদ বিচলিত হইলে এই মহৎকার্য্যের বিশেষ ব্যাঘাত ও বিলম্ব হইবেক এনিমিত্ত আমি এক বৎসর আগে ইহা চিন্তা করিয়াছি ১৮৪৮ সালের এপ্রিল মাসে আমি এতদ্রাজ্যে উপনীত হইয়া ১৮৪৯ সালের এপ্রেল মাসে আমার অভিপ্রায় এতৎ সমবেত বন্ধুগণের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির নিকট বিস্তারিতরূপে ব্যক্ত করি কিন্তু যে বিবি তোমারদিগের বালিকাগণকে শিক্ষা দান করিবেন তাঁহাকে তৎপূর্ব্বেই এবিষয়ের সাহায্য করণে স্বীকৃতা করাইয়াছিলাম।

আমি অনেক প্রকারে সুচিন্তাপূর্ব্বক এই উদ্যোগের সূত্রপাতে গবর্ণমেণ্টের সহায়তা গ্রহণ করিলাম না কারণ হানি অপেক্ষা উপকার অধিক আছে, আমি আন্তরিকাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া তাহা সুসিদ্ধ করণার্থ বিলম্বাবলম্বনশ্রেয়ো জ্ঞান করি নাই, কারণ এই যে আমার মতের অনুকূলতা করিতে যাঁহারা প্রস্তুত হইলেন কোন প্রকারে তাঁহারদিগের উৎসাহ ভঙ্গ না হয়।

রাজ্যের এমত মহদুপকারক বিষয় গবর্ণমেণ্টের সুগোচর করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিতে গেলে অনেক তর্কবিতর্ক উপস্থিত হইবে, তাহা বিলাতীয় মহাশয়গণের বিবেচনাধীনে অর্পণ হইবার সম্ভাবনাও ছিল, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বের ব্যাঘাত ও তদপেক্ষা মন্দতর কাল বিলম্ব সম্ভাবনা আছে অতএব গবর্ণমেণ্টের সমীপে এ নব উদ্যোগের সুসিদ্ধতার হেতুবাদ দর্শাইয়া সাহায্য গ্রহণ করিতে হইত, অতএব গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রাপনে এইক্ষণকার এই সকল বিড়ম্বনা জ্ঞান করিয়াছি, পক্ষান্তরে আমার রাজকীয় এবং গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত বিদ্যালয় সকলের কর্ত্তৃপদ সাহায্যকারিগণের পক্ষে সৎ সংস্থাপিত বিদ্যামন্দিরের গৌরব ও স্থায়িত্বের প্রতিভু হইতে পারে।

আমি প্রত্যাশা করিয়াছিলাম এবং তাহা শুভক্ষণে প্রত্যক্ষীভূত হইল এই বিদ্যামন্দির স্থাপন ও এতৎ সাহায্য করণাভিপ্রায় স্বয়ং ব্যক্ত করিলে তোমারদিগের উৎসাহ জন্মিবে, এই প্রত্যাশায় কলিকাতাস্থ বিদ্যালোকদর্শি যুবাগণকে আমার অভিপ্রায়ের মর্ম্মজ্ঞ করাইয়া তাঁহারদিগকে আনুকূল্য করিতে কহি অতএব তোমরা যে সদ্ভাবে আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ করিলে এবং তজ্জন্য আমি যে বাধিত হইলাম তাহা ব্যক্ত করিবার বাক্য প্রাপ্ত হই না।

এই বিদ্যালয়ের স্থায়িত্বের পক্ষে মান্য ও ভদ্র পারিবারের এস্থানে অধ্যয়ন স্বীকার করণ আবশ্যক এজন্য আমি প্রথমত হিন্দুদিগের সমাজাধ্যক্ষ রূপে পরিগণিত মহাশয় অর্থাৎ রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা কালীকৃষ্ণ, বাবু আশুতোষ দেব, এবং হিন্দু কলেজের শিক্ষা কৌন্সেলের অধ্যক্ষ মৎ সহযোগী প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও রসময় দত্তের সহায়তা গ্রহণ করি কিনা, এবং যদিচ ইহাও উপলব্ধি হয় ইহাঁরদিগের মধ্যে অনেকে স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে বিরূপ মত ব্যক্ত করিবেন না তথাপি অনেক ভাবিয়া

চিন্তিয়া এই স্থির করি যাঁহারদিগের সহিত আমি নিয়ত লিখন পঠন করিয়াছি তাঁহারদিগের আত্মীয় স্বজনগণের পরিবার হইতে বালিকাগণকে বিদ্যাভ্যাসার্থে প্রথম বরণ বিধেয়।

প্রস্তাব সমাপন পূর্ব্বে এখানে কি প্রকার বিদ্যা শিক্ষা হইবে আমার তাহাও প্রকাশ করা উচিত, গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত স্কুল সকলে যেমত কোন ধর্ম্ম চর্চ্চা হয় না এখানেও সেই প্রথা প্রচলিত হইবেক, আমি জানি অনেকে স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা শিক্ষা উপলক্ষে উপহাস করিবেন, বিশেষত তাঁহারা এখানে কি রূপ শিক্ষা হইবেক তাহা অনুমান করিয়া কৌতুক করিতে পারেন এবং তাহা আমারও উপহাস্য জনক হইতে পারে, কিন্তু বঙ্গদেশীয় বালকগণের বিদ্যাভ্যাস বিষয় যাহা আমি সর্ব্বদা বলিয়া থাকি তাহা যদি তোমরা কেহ শ্রবণ করিয়া থাক তবেই বুঝিবে দেশীয় ভাষানুশীলনে বালকগণের অধিক যত্ন করণ আমার নিতান্ত মানস তবে ইংরাজী বিদ্যার শ্রেষ্ঠতা বিধায় তাহার চর্চ্চা কর্ত্তব্য বলি এবং ইহাও প্রত্যাশা করি অবিলম্বকালে বিদ্যার্থিবর্গ আমারদিগের ভাষাতে যাহা শিক্ষা করিয়াছেন তাহা স্বভাষায় অনুবাদ করেন, অতএব অঙ্গনাগণ যাহারা কেবল আপন পরিবারে শিক্ষা প্রদান করিতে পারিবে তাহারদিগের প্রতি তদন্যথায় আমি উক্ত বিদ্রূপকারীগণের অপেক্ষাও অধিক বৈরক্ত প্রকাশ করিব, বঙ্গভাষানুশীলনই এখানকার মূল শিক্ষা হইবেক তবে গরিষ্ঠ গুণ বিবেচনায় বিশেষত পিতামাতার সম্মতি ক্রমে ইহার পর ইংরাজী শিক্ষা হইতে পারিবেক এতদ্ভিন্ন অন্য সহস্র প্রকার শিল্পবিদ্যাদি যাহা আমা অপেক্ষা আমার বন্ধু বি বি রিডসডেল ব্যাখ্যা করিতে পারেন তিনিই তত্তাবতের উপদেশ দিবেন এই বিদ্যাশিক্ষায় তোমারদিগের গৃহ শোভা এবং উত্তমরূপে কাল সম্বরণ করিতে পারিবেন, প্রাচীন বাণী আছে "আলস্য সকল পাপের জননী", কিন্তু প্রকৃত আলস্য পৃথিবী মধ্যে অত্যল্প আছে তবে প্রয়োজনীয় ও সৎকার্য্যে সতত প্রবর্ত্ত না থাকিলে অসৎকর্ম্মে রত হইতে হয়।

## বেথুন সাহেবের বক্তৃতা। ১২ মে ১৮৪৯। ১৪ সংখ্যা

হিন্দু বালিকাদিগের বিদ্যাভ্যাস জন্য যে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, আমরা গত বৃহস্পতি বাসরীয় ভাস্কর পত্রকে তাহার বিবরণ দ্বারাই পরিপূর্ণ করিয়াছি, তথাপি শ্রীযুক্ত বেথুন সাহেবের বক্তৃতার চুম্বক প্রকাশ পরিশেষ করিতে পারি নাই অবশিষ্টাংশ অদ্য প্রকাশ করিলাম, আমরা বেথুন সাহেবের গুণে পুলকাভিভূত হইয়াছি তাহাতেই বুদ্ধিকে বুদ্ধি স্থানে স্থিরভাবে রাখিতে পারিতেছি না, বেথুন সাহেব গত সোমবারে নব প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাগারে বক্তৃতা করিতে করিতে অশ্রুপাত করিয়াছেন, ইহাতেই অনুভব করিতে হইবেক এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের দুঃখ দর্শনে তাঁহার এমত দয়া হইয়াছে

সেই বিষয় বলিতে বলিতে অশ্রুপাত করিলেন, মেং হেয়ার সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে সাধারণ লোকেরা এই জ্ঞান করেন কিন্তু তিনি আমারদিগের হৃদয় মধ্যে বিরাজমান রহিয়াছেন, হেয়ার সাহেবের দীর্ঘাকার দন্তশ্রেণী, শুভ্রশির কি আমরা সর্ব্বদা দর্শন করি না, সর্ব্বক্ষণ দেখিতেছি, এবং বেথুন সাহেব হিন্দু জাতীয় যে যুবশ্রেণীর সহযোগে হিন্দু বালিকাদিগের চক্ষুর্দ্দানের স্থান করিলেন ইঁহারদিগের মধ্যে প্রায় সকলই হেয়ার সাহেবের শিষ্য, এবং তাহার শিষ্যানুশিষ্যেরও সহযোগী হইয়াছেন এবং রাজা রামমোহন রায় যিনি হেয়ার সাহেবের অভিপ্রেত সিদ্ধির উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যেরাও হিন্দু বালিকাদিগের বিদ্যাভ্যাসের বিদ্যালয়ের সোপান প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন, বেথুন সাহেব কলিকাতা নগরে আগমন মাত্র প্রস্তুত সোপান প্রাপ্ত হইয়া একবারে উচ্চ মন্দিরে আরোহণ করিলেন কিন্তু রাজা রামমোহন রায় এবং মেং হেয়ার সাহেব যদি এতদ্দেশীয় লোকেরদের বুদ্ধির মালিন্য পরিহার না করিতেন তবে ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন মহাশয় এত শীঘ্র তাঁহার নিম্মাণাভিপ্রায়ানুসারে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না, চাসি লোকেরা মনোনীত ভূমি দেখিলে অধিক রাজস্ব দিয়াও তাহা লইয়া থাকে, যদি আমরা বেথুন সাহেবকে সুশিক্ষিত কৃষক জ্ঞান করি তবে ইহাও বলিব তিনি উর্ব্বর দেশে আসিয়াছেন, এতদ্দেশীয় বালক বালিকাদিগের অন্তঃকরণ উর্ব্বর ভূমি, সেই বুঝিয়া ইহাতে বীজ বপন করিলেই সুফল দেখিতে পাইবেন, হেয়ার সাহেব অবিবাহিতাবস্থায় এদেশে আসিয়াছিলেন এই কারণ এতদ্দেশীয় লোকদিগের কন্যা পুত্রাদিকে আপন পুত্রকন্যাদি জ্ঞান করিতেন, তিনি আমারদিগের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াছেন তাহাতেই আমরা প্রার্থনা করিয়াছিলাম বিলাত হইতে অবিবাহিত অথচ প্রধান বংশজাত লোকেরা এতদ্দেশে আগমন করুন, তাহারা আমারদিগের প্রতি সন্তান সন্ততির ন্যায় স্নেহ প্রকাশ করিবেন, আমারদিগের সেই প্রথানুসারে পরমেশ্বর বেথুন সাহেবকে এতদ্দেশে প্রেরণ করিয়াছেন অতএব সন্তান সন্ততিরা পিতার প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকেন এতদ্দেশীয় লোকেরা বেথুন সাহেবের প্রতি সেইরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকাশ করুন, বেথুন সাহেব বিবাহ করেন নাই পুত্র কন্যাদির প্রতি স্নেহ যাহা তাঁহার অন্তঃকরণে জড়ীভূত রহিয়াছে এতদ্দেশীয় লোকেরদের প্রতি সেই স্নেহ প্রকাশ করিবেন।

হেয়ার সাহেব এতাদৃক বিদ্বান ছিলেন না, এবং গবর্ণমেণ্টও তাঁহাকে উচ্চপদস্থ করেন নাই তথাচ হেয়ার সাহেব আমারদিগের প্রতি সম্পূর্ণ স্নেহ প্রকাশ করিয়াছেন, বেথুন মহাশয় বিদ্যাসাগর, দয়ারসাগর, সন্তানাদির প্রতি পিতার কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় জ্ঞানচক্ষে তাহা দর্শন করিতেছেন বিশেষত গবর্ণমেণ্টের এমত পদে স্থাপিত হইয়াছেন আমরা তাঁহার নিকট বিদ্যা ও সুবিধি বিষয়ে যাহা চাহিব সাহেব তাহাই দিতে সমর্থ হইবেন, অতএব পরমেশ্বরের নিকট ধন্যবাদ করি তিনি আমারদিগকে এমত পিতার অধীনে সমর্পণ করিয়াছেন, এইক্ষণে দেশস্থ লোকেরা বেথুন সাহেবের আজ্ঞানুবর্ত্তি হইয়া তাঁহার

নিকট আপনারদিগের সৌভাগ্য যাচ্ঞা করুন, এবং উক্ত মহাশয়ের কার্য্যের আনুকুল্যার্থ সাধ্য পর্য্যন্ত চেষ্টা করিতে থাকুন।

এতদ্দেশীয় ধনিলোকেরা দেখুন বেথুন সাহেবের প্রত্যাশার আনুকুল্যার্থ বাবু দক্ষিণা-রঞ্জন মুখোপাধ্যায় কি করিলেন, দক্ষিণা বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুর প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছিলেন হিন্দু বালিকাদিগের বিদ্যালয় করণার্থ বেথুন সাহেব বাবু রামগোপাল ঘোষের সহিত একত্র হইয়া আসিয়া তাঁহার শিমলার বৈঠকখানা দেখিয়া গিয়াছেন, ইহাতেই নির্ম্মল হৃদয় দক্ষিণা বাবুর মনে উদয় হইল তাঁহার সংস্বভাব প্রকাশের উপযুক্ত সময় প্রাপ্ত হইয়াছেন, সময় গেলে আর আসিবেক না, অতএব আনন্দে পরিপূর্ণ বেথুন সাহেবের নিকট গমন করিলেন, এবং বেথুন সাহেব যে এতদ্দেশীয় হিন্দু বালিকাগণকে বিদ্যাদানের উদ্যোগ করিয়াছেন তদর্থে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া কহিলেন তাঁহার বাগানের বৈঠকখানা অবধি দিলেন, বালিকাদিগের উপযুক্ত শিক্ষালয় যতকালে প্রস্তুত না হয় ততকাল বালিকারা ঐ বৈঠকখানায় বিদ্যাভ্যাস করিবে তিনি ভাড়া লইবেন না, এবং ৯০০০ সহস্র টাকায় মৃজাপুরে যে ভূমিখণ্ড ক্রয় করিয়াছেন বালিকাদিগের বিদ্যালয় করণার্থ তাহা দান করিলেন, এতদ্ভিন্ন বিদ্যাগার প্রস্তুত করণকালে এক সহস্র টাকা দিবেন, আর ঐ বিদ্যাগারের জন্য পুস্তক যাহার মূল্য ৫০০০ সহস্র টাকার ন্যূন নহে তাহাও দিতে স্বীকার করিলেন, ঐ সকল পুস্তক যথায় আছে আমরা তাহা জানি, এবং ইহাও বিশ্বাস করি দক্ষিণা বাবু যাহা স্বীকার করিয়াছেন তাহার অন্যথা হইবেক না, বিশেষতঃ সাহেবের সহিত কথোপকথনান্তর বাটীতে আসিয়া এক পত্রমধ্যে এই সকল বিষয় লিখিয়া বেথুন সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন, এবং সাহেবও লিখিয়াছেন তিনি সন্তোষ পূর্ব্বক এই সকল দান গ্রহণ করিলেন।

বালিকাদিগের বিদ্যাশিক্ষার সাহায্যে সর্ব্বাগ্রে দক্ষিণা বাবু যত দান করিলেন এদেশের অন্য কেহ এবিষয়ে এত উচ্চ দান করিবেন কিনা আমরা বলিতে পারি না, আর যদি করেন তথাচ দক্ষিণা বাবু পথ প্রদর্শক হইলেন, অতএব বেথুন সাহেব দক্ষিণা বাবুকে বালিকা শিক্ষার বিদ্যাগারের গবর্ণরি পদে স্থাপিত করিলেও করিতে পারেন।

## সংবাদ। ১২ মে ১৮৪৯। ১৪ সংখ্যা

বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমাদিগের বহুকালীন আলাপ আছে, তাঁহার দান দয়া বুদ্ধিনৈপুণ্যাদি সদ্গুণ সকল আমারদিগের অগোচর নাই, শ্রীযুত ডাক্তার ডফ সাহেব জেনরেল আসেম্ব্লির অধীন বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া যখন মথুর সেনের বাটীতে নবীন বিদ্যালয় করেন তখন ডফ সাহেব উৎকৃষ্ট পুস্তকাভাবে ব্যস্ত হইয়াছিলেন, দক্ষিণা বাবু এই বিষয় শ্রবণ মাত্র ডফ সাহেবের সমীপে পত্র পাঠাইলেন

কলিকাতার বাজারে যে সকল পুস্তকের অভাব হইয়াছে ঐ সকল পুস্তক তিনি দিবেন, তৎপরে ন্যায়ালঙ্কারাদি নানা প্রকার জ্ঞানদায়ক পুস্তকসকল ফ্রি চর্চ্চ ইনষ্টিটীউসন বিদ্যাগারে দান করেন, তাহার মূল্য সহস্র টাকার ন্যূন হইবেক না, দক্ষিণা বাবুর দানের কথা কি কহিব, এক সময়ে ব্রাহ্মণ জাতীয় কোন বিদ্বান লোক দারিদ্র্যাবস্থায় অত্যন্ত কষ্ট পাইতে ছিলেন, বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এই বিষয় শ্রুতমাত্র এক পত্র লিখিয়া তাহার মধ্যে ৪০০ টাকার ব্যাঙ্কনোট রাখিয়া ঐ বিদ্বান ব্যক্তির নামে শিরোনামা দিয়া রাত্রি দশ ঘণ্টাকালে তাঁহার বাটীতে ঐ পত্র পাঠাইয়া দিলেন কিন্তু পত্র মধ্যে দক্ষিণা বাবু স্বীয় নাম স্বাক্ষর করেন নাই, কেবল এইমাত্র লিখিত ছিল, এই টাকা তোমাকে দিলাম, আমরা এ বিষয় স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কোন লোকের দুঃখ দেখিয়া শুনিয়া কি এইক্ষণে এরূপ দান কেহ করিয়া থাকেন, দক্ষিণা বাবু হেয়ার সাহেবকে ৩০ হাজার টাকা ছাড়িয়া দিয়াছেন, অতএব বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিষয় আমরা যত লিখিতে ইচ্ছা করি ততই লিখিতে পারি কিন্তু এই প্রস্তাব লিখিতে অঙ্গুষ্ঠ সহায়িনী তর্জ্জনী অবসন্ন হইল এই কারণ অদ্য বিশ্রাম করিলাম।

## চিঠিপত্র। ২৯ মে ১৮৪৯। ২১ সংখ্যা

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য ভাস্বর সম্পাদক মহাশয় শ্রীচরণেষু।

সম্পাদক মহাশয়, এতন্নগরে শ্রীযুক্ত অনারেবল বেথিউন সাহেব কর্ত্তৃক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়াতে অধিকাংশ হিন্দুগণের অপরিমিত আধিব্যাধির উদয় হইয়াছে, বিশেষত স্বদেশীয় সম্পাদকেরা তৎকার্য্যে অনুকূল থাকাতে স্বপ্ন প্রায় মনের ভাব অব্যক্ত থাকায় অব্যক্ত বৈফল্য জন্মিয়াছে, কালধর্ম্মে ধর্ম্ম পক্ষিকা এক পত্রিকা চন্দ্রিকাও দেশকাল পাত্র বিবেচনায় মৌনাবলম্বন করাতে সুতরাং অগত্যা সকলেই নীরব আছেন, সম্প্রতি ১০ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবাসরীয় ভাস্করপত্রে মহাশয় নবীন ও প্রাচীন মতাবলম্বী হিন্দুদিগের অভিপ্রেত অনুকূল ও প্রতিকূল পক্ষীয় বাদানুবাদ বক্তৃতা প্রকাশার্থ প্রতিজ্ঞা করাতে আমরা পরমোৎসাহী সাহসী হইয়া যৎকিঞ্চিৎ লিখিতেছি স্থানদানে বাধিত করিবেন।

মহাশয় বিবেচনা করুন, এই অবনীমণ্ডলের নানাদেশীয় মনুষ্য জাতির আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম পুর্ব্বাপর ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বিভক্ত ও ব্যবহৃত থাকায় পরস্পর জাতীয় ব্যবহার সংস্কারের পরিপাক প্রযুক্ত এক দেশীয় ধর্ম্ম ব্যবহারে অন্য দেশীয় মনুষ্যের দ্বেষ বৈষম্য ও কখন দয়া ঘৃণা উপস্থিত হয়, এতন্ন্যায়ে হিন্দুজাতি মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ব্যবধানে শৌচাচার আহার উপবীত ধারণ গঙ্গাদি তীর্থস্নান দেব প্রতিমা পুজন, স্ত্রীজাতিকে অন্তঃপুরে রক্ষণ, ও তাঁহারদিগের বিদ্যাধ্যায়নাদি অকরণ নবমবর্ষ মধ্যে বিবাহ নিষ্পাদন,

ও দ্বিতীয় বিবাহ অকরণ, একাহার একাদশ্যাদি ব্রতাচারে কালকর্ত্তন ইত্যাদি বিবিধ কার্য্য ব্যবহারে অন্বিত হইয়াছে, তদ্রূপ ইউরোপখণ্ডে বর্ণবিচার শৌচাচমন বর্জ্জন গোমাংসাদি ভোজন, দেবার্চ্চন মোচন, স্ত্রীজাতির বিদ্যাভ্যাসন, পুরুষের সহিত একাসনে উপবেশন ও ভোজন, একাশনে ভ্রমণ, বায়ু সেবন, যোড়শবর্ষ ন্যূনকালে বিবাহ অকরণ, ও স্বামীমরণে বারম্বার পতিগ্রহণেত্যাদি রীতি প্রচলিত থাকায় সুতরাং হিন্দুস্থানের সহিত ইউরোপের মতের বৈপরীত্য প্রযুক্ত পরস্পর ঘৃণা দ্বেষ আছে কিন্তু ভারতবর্ষ ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকৃত হওয়াতে অস্মদাদীর ব্যাপ্যব্যাপক সম্বন্ধে তাঁহার ব্যাপকতা গুণে সর্ব্বাংশেই ব্যাপক হইয়া ব্যাপ্য প্রজার আচার ব্যবহারে এক এক প্রকার দোষ দর্শাইয়া পরিবর্ত্তন চেষ্টা করিয়া থাকেন, বাস্তবিক তৎকার্য্যে রাজধর্ম্মের বিপরীত হইলেও স্বয়ং রাজার দূরবর্ত্তিত্ব প্রযুক্ত রাজকায় প্রধান পুরুষেরা তাহাতে ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না, সম্প্রতি ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক মেং বেথুন সাহেব মহাশয় দেশীয় শাস্ত্র ও ব্যবহার বিরুদ্ধে ভদ্র বালিকাদের কালেজে বিদ্যাশিক্ষার যে ব্যবস্থা বাহির করিয়াছেন ইহা অতুল্য প্রধান রাজকীয় পদধারি পুরুষের সঙ্কুচিত কার্য্য নহে যদিচ বিদ্যাশিক্ষায় ধর্ম্ম হানির অসম্ভাব না জানাইয়া সদয়তা প্রকাশ করিতেছেন কিন্তু কালেজে অধীত বিদ্যা অধিকাংশ পুরুষজাতির স্বধর্ম্ম নিষ্ঠুরতা দৃষ্টে তদুপমায় বালিকাদের ভবিষ্যৎ বিদ্যাফলানুমানে সাহেবেরা সদয়তার নিগূঢ় তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইতে বক্রী নাই, প্রথমত বাল্যাবধি উপস্থিত নিয়মাধীন দশবর্ষ প্যর্যন্ত প্রত্যহ বিদ্যালয়ে গমনাগমন ও হিন্দু পণ্ডিত ও পণ্ডিতাদিগের নিকট বিদ্যাপরিধ্যায়ন দ্বারা দেশীয় স্ত্রীজাতির ন্যায় বালিকাদের ভীরুতা ও লজ্জাশীলতার অভাব হইবে বরং লজ্জা বাহিত্য প্রযুক্ত বিবাহকালে পিতা ভ্রাতাদির মনোনীত পাত্রে চিত্ত প্রসন্ন না হইলে অনায়াসে প্রতিবাদ করিবে, এবং যৌবনকালে বিলাতীয় সভ্য ব্যবহারান রূপ পুরুষের সহিত পত্রাদি প্রশক্তি কথোপকথন পথ ভ্রমণ সহভোজন ইত্যাদি কার্য্যে যত্নবতী হইবে, স্বভাবত মাংস ভোজন মদ্য পান ও মৈথুনে মনুষ্য জাতির প্রবৃত্তি সত্বেও কেবল শাস্ত্র ও কুলোচিত শাসনে তাহার আধিক্য হইতে পারে না শাসনের ক্ষীণতা হইলেই তত্তৎ কার্য্যের আতিশয্য হয়, যবন জাতির মদ্যপান শাস্ত্র নিষিদ্ধ ও স্ত্রীরক্ষণের প্রথা হিন্দুর ন্যায় থাকাতে যবনাধিকারে ব্যভিচার ও মদ্য পানের আধিক্য বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় দৃষ্ট হয় নাই, এইক্ষণে উভয় কার্য্যে রাজকীয় অশাসন বশত মদ্যোন্মত্ততা ও ভ্রষ্টতার কি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা কলিকাতা নগরের পুর্ব্বাবস্থার সহিত বর্ত্তমানাবস্থার তুলনা করিলেই অনায়াসগম্য হইবে, ঈশ্বরীয় নিয়মে পুরুষাপেক্ষা স্ত্রী দেহে কাম হিংসাদি দোষ আধিক্য দৃষ্টে মনু প্রভৃতি প্রাচীন ব্যবস্থাপকেরা তাহারদিগের যাবজ্জীবন সুরক্ষার নিয়মাবধারণ ও যাত্রোৎসবে গমন নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু ক্রমশঃ পুরুষ জাতির সদয়তা ও শাসনের ক্ষীণতায় গঙ্গাস্নান ও তীর্থ যাত্রারূপ স্ত্রীজাতির অকরণীয় কার্য্য এইক্ষণে বাহুল্য দর্শন করা যায়, বিশেষত বর্ত্তমানাধিকারে স্ত্রীজাতির সহিত পুরুষের তুল্যতা প্রযুক্ত তাহারদিগের

তীর্থ যাত্রাদি ক্রিয়ার প্রতি নিষেধ করায় পুরুষের ক্ষমতা নাই "ঘরের ভাত খাবনা" বলিয়া পথে দাঁড়াইলেই সর্ব্বনাশ, যেহেতু বিচারকেরা দোষ গুণ ও অনাদি ব্যবহারের প্রতি নেত্র নিক্ষেপ না করিয়া স্ত্রীর ইচ্ছার উপর বিচার নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন, সহজেই তাহারদিগের মত রক্ষা জন্য ভদ্রলোকেরা দাস দাসী ও বিশ্বাসী লোক সমভিব্যাহারে দেবদর্শনাদি কর্ম্মে পাঠাইতে বাধ্য হন, ইহাতে বাল্যকালে বালিকারা ত্যক্ত লজ্জা হইলে বিলাতীয় স্ত্রীগণের ন্যায় পুরুষের সহিত গমনাগমন, পান ভোজন চুম্বনাদি ক্রিয়া অনায়াসে করিবে তাহাতে সন্দেহ কি, অতএব বিদ্যালয়ে বিদ্যা শিক্ষা স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম নাশের নিমিত্ত অবশ্যই বলিতে হইবে।

অনুকূল বাদিরা কহেন বিদ্যা শিক্ষা দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলে ব্যভিচার দোষের প্রশক্তি কি, একথা যুক্তি সিদ্ধ নহে, যে সকল বালকেরা কালেজে উত্তমরূপে শিক্ষিত হইয়াছে তাহারদিগের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির চরিত্র নিরীক্ষণ করিলেই ঐ কথার সদুত্তর হয় বিদ্যা শিক্ষা দ্বারা বিলাতীয় বিবিরা কি ব্যভিচারে অপরিগতা হইয়াছেন, আর অশিক্ষা দোষে কি এতদ্দেশীনী কামিনীরা আশ্রমোচিত সৎকর্ম্মে বিমুখা আছেন, অপিচ স্ত্রী জাতির মুখরতার প্রতি যে সাহেব লোকের ও সাহেব জাতির অনুগামি এতদ্দেশীয় কতিপয় যুবকের কার্য্য দৃষ্টেও স্ত্রী জাতির প্রতি দয়া জন্মিতে পারে, বিবেচনা করিলে বিবাহের বিষয়েতেও এই এক নিষ্ঠুরতা যে যে পুরুষের সহিত যাবজ্জীবন কালযাপন করিতে হয় তাহার দোষগুণ বিবাহপূর্ব্বে স্বয়ং পরীক্ষা না করিয়া পিত্রাদির অভিমতে বালিকার বিবাহ করা উচিত হইতে পারে না, বালিকারা স্বয়ম্বরা হইলেই নিত্যসুখিণী হইতে পারে, আর বিধবা হইয়া হিন্দু স্ত্রীরা যাবজ্জীবন যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে, অতএব বিধবা বিবাহের প্রথা হইলে স্ত্রী জাতির ক্লেশ নিবারণ ও ভুরি ভুরি প্রজা বৃদ্ধির সম্ভাবনা, ইহা ভিন্ন স্ত্রীদিগের অপরিণত জ্ঞানে পরিণয়, ও পতিগৃহে দাসীর ন্যায় গৃহ শোধন তৈজস মার্জ্জন, চুল্লী লেপন, পাচকের ন্যায় রন্ধন ও মল গ্রাহির ন্যায় বালক বালিকার মল ধৌত করণাদি ক্লেশঙ্কর কার্য্যে দয়ার উদ্রেক হয়, এতাবতা এক বিদ্যাদানে উক্ত সম্যক ক্লেশের নিবারণ নাই, স্বাধীনতা ব্যতিরেকে কদাচ দুঃখপহার হইতে পারে না, তাহা প্রদান করিলে সংসার যাত্রা কিরূপে নিষ্পন্ন হয়, ইহাও বিবেচনা কর্ত্তব্য, হিন্দুস্থান ব্রাহ্মণাদি বহুতর জাতিতে, ও এক এক জাতি ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত থাকায় এক শ্রেণীর সহিত অপর শ্রেণীর ভোজ্যান্নতা ব্যতিরেকে অনেকে পরান্ন গ্রহণ করেন না, সুতরাং আঢ্য লোকেরও স্ত্রীজাতিকে পাক ক্রিয়া প্রয়োজনেই করিতে হয়, এতদ্দেশের মধ্যে ষোড়শাংশের একাংশ ভাগাবান ও দুই অংশ সদগৃহস্থ, অবশিষ্ট ত্রয়োদশাংশ মনুষ্য নিঃস্ব, দাস দাসী পাচক রাখিতে সাধ্য না থাকায় স্ত্রী পুরুষেরাই তাবদাশ্রমিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে যদি সাধারণ স্ত্রী জাতি বিদ্যানুশীলনে অনুরক্তা ও গৃহকার্য্যে অনাসক্তা হয় তবে ভৃত্য পাচকাদি দ্বারা গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ জন্য যে বাহুল্য ব্যয় তাহাই বা কিরূপে

সংগতি হইবে, যদি বল বিলাতে কিরূপে গৃহস্থের কার্য্য সমাধা হয়, উত্তর তদ্দেশে বর্ণ বিচার না থাকায় একাচার আহারের প্রতিবন্ধকতা নাই, বাজারের অন্ন ক্রয় করিয়া অধিকাংশের কালযাপন হয়, অতএব জাতীয় সত্বে কদাপি এদেশে তদ্বৎ ব্যবহার প্রচলন হইতে পারে না, যদি বালিকা বৎসল ব্যবস্থাপক মহাশয় স্বরচিত ব্যবস্থা দ্বারা অন্ন ও বর্ণ উঠাইয়া দেন তবে একদা নিষ্কণ্টক হওয়া যায়, এবং তাহারো অভিষ্ট লাভে ক পাইতে হয় না।

বুদ্ধি বিদ্যা বিজ্ঞতায় পরিপক্ক প্রশংসিত সাহেব যদভিপ্রায়ে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহা অস্মদাদির অগোচর নাই, তবে কি কারণ স্ত্রী জাতির বিদ্যাশিক্ষা প্রাচীন রীতি ও রাজা রাধাকান্তদেবের অভিমত পদ্ধতিক্রমে হইতেছে বলিয়া প্রবোধ দিতেছেন যদি পূর্ব্ব রীতি ক্রমেই বিদ্যা শিক্ষা প্রদান করা কর্ত্তব্য হইয়া থাকে তবে কি জন্যই বা সামান্য লোকের বালিকোপেক্ষা করিয়া ভদ্রকুলবালার নিমিত্তে ব্যাকুল হইয়াছেন, সাধারণী বালিকোপেক্ষা ভদ্র কন্যাগণের বিদ্যা শিক্ষা হইলে কি পুণ্য গৌরব আছে, উক্ত রাজার মতানুসারে স্কুলবুক সোসৈটীতে বহুকাল পূর্ব্বে যে পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে আমরা তাহা পাঠ করিয়া জানিয়াছি তাহাতে কালেজে পাঠাইয়া বিদ্যা শিক্ষার ও বিবির নিকট শিল্প-কার্য্যাভ্যাসের বিধি নাই কেবল অন্তঃপুরে শিক্ষার কথাই লিখিত আছে, তাহাও শাস্ত্রসম্মত নহে, প্রমাণ ব্যতিরেকে পুরাতনী কয়েকজন স্ত্রীর বিদ্যাশিক্ষার কথা এই রূপে যুক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন করেন যে দ্রৌপদী বিদ্যাবলে সংস্কৃত বচন দ্বারা স্বামীগণকে অশ্বথামার প্রাণনাশ করিতে বারণ করিয়াছিলেন, যদি ঐ কথায় দ্রৌপদীর উক্তি বচনটি দ্রৌপদীর রচিত নিশ্চয় করা হয় তবে বৃদ্ধ ব্যাঘ্র বিড়াল তপস্বির প্রসঙ্গে যে বচন সকল লিখিত আছে তাহাও ব্যাঘ্র বিড়ালের স্বরচিত জানিয়া তাহারদিগকেও পণ্ডিত বলা যাউক, সে বিচারের আবশ্যকতা নাই যদি স্ত্রীশিক্ষা রাজাদিগের অভিপ্রেত হইয়া থাকে তবে রাজ বাটীর দুই একটী বালিকা বিদ্যালয়ে লইতে পারিলেই তাবল্লোকের আপত্তি নিষ্পত্তি পায়, তবে কেন প্রশংসিত সাহেব তদনুষ্ঠান না করিয়া অনর্থক কষ্ট পাইতেছেন এবং অন্যান্য ভাগ্যবানের উপরস্বকীয় ক্রোধরূপ ভয় প্রদর্শন করাইতেছেন ইহা কি তাঁহার মহৎ পদের উচিত কর্ম্ম বলা যায়, যদিও এই কার্য্য স্বদেশীয় ব্যবহারের বিপরীত তথাপি শ্রেষ্ঠ বিশিষ্ট লোকের স্বীকার্য্য হইলে অনেকে অনুরাগী হইবেন।

কেষাঞ্চিৎ মতস্থ হিন্দুনাং

## সম্পাদকীয়। ৩১ মে ১৮৪৯। ২২ সংখ্যা

কলিকাতা নগরে বালিকাদিগের শিক্ষালয় হইয়াছে ইহাতে সকলেই গোলযোগ করিতেছেন, কিন্তু আমরা বারম্বার বলিয়াছি এবং বলিতেছি আরো বলিব এতদ্দেশীয়

স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার প্রথা নবীন প্রথা নহে, সূর্য্য বংশীয় রাজদিগের সময়াবধি যবনাধিকারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হিন্দু স্ত্রীলোকেরা নিয়মিত রূপে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন আমরা ইহার অনেক প্রমাণ প্রকাশ করিয়াছি এবং যবনাধিকারোপরমে ব্রিটিশসাধিকারাগমাবধি স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বিদ্যাভ্যাস ব্যবহার হইয়াছে, বর্দ্ধমানের মহারাণী বিষ্ণুকুমারী, বারেন্দ্র ভূমিন্দ্র ভামিনী মহারাণী ভবানী দেবী বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন অদ্যাপিও তাঁহারদিগের স্বহস্তে নামাঙ্কিত ভূমিদানপত্র অনেকের স্থানে আছে, তদবধি বর্দ্ধমান রাজবাটীতে এবং নাটোরের রাজবাটীতে স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাসের প্রথা হইয়াছে, বর্দ্ধমানাধিরাজ স্বর্গীয় মহারাজ তেজেশ্চন্দ্র বাহাদুরের পট্টমহিষী ৺প্রাপ্তা মহারাণী কমলকুমারী স্বয়ং লিখিতে পড়িতে পারিতেন; বিদ্যাবলে ঐ মহারাণী মহারাজ তেজেশ্চন্দ্র বাহাদুরের বর্ত্তমান কালাবধি আপনি রাজকার্য্য করিয়াছেন, এবং ৺মহারাজাধিরাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাদুরের দুই রাণী বর্ত্তমানা আছেন, তাঁহারাও লিখন পঠন বিষয়ে অতি সুশিক্ষিতা, এবং নবদ্বীপাধিপতি ৺মহারাজাধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের পরিবারেরও বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন।

কলিকাতা নগরে মান্য লোকদিগের বালিকারা প্রায় সকলেই বিদ্যাভ্যাস করেন, ৺প্রাপ্ত রাজা সুখময় রায় বাহাদুরের পরিবারগণের মধ্যে বিদ্যাভ্যাস স্বাভাবিক প্রচলিত রূপ হইয়াছিল, বিশেষত রাজা সুখময় রায় বাহাদুরের পুত্র ৺প্রাপ্ত রাজা শিবচন্দ্র রায় বাহাদুরের কন্যা ৺প্রাপ্তা হরসুন্দরী দাসী সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দী এই তিন ভাষায় এমত সুশিক্ষিতা হইয়াছিলেন পণ্ডিতেরাও তাহাকে ভয় করিতেন।

হরসুন্দরী দাসী পঞ্চবর্ষিয়া কালে কিশোরী বৈষ্ণবীর নিকট অক্ষর শিক্ষা করেন, তৎপরে রাজবাটীর স্বস্ত্যয়নি একজন প্রাচীন ব্রাহ্মণের স্থানে সংস্কৃত ভাষার কয়েক গ্রন্থ শিক্ষা করিয়াছিলেন, সেই সময়ে রামায়ণের ভাষা পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত হইয়া প্রকাশ হয়, রাজকন্যা ঐ গ্রন্থ ক্রয় করিয়া এক দিবস অন্তঃপুরে একগৃহে একাকিনী মৃদুস্বরে পাঠ করিতেছিলেন এমত সময়ে শিবচন্দ্র রায় বাহাদুর হঠাৎ অন্তঃপুরে যাইয়া সুস্বর শ্রবণে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ ঘরে রামায়ণ পাঠ করে কে, রাজকন্যা পিতার স্বর শ্রবণে ভীতা হইয়া গোপনীয় স্থানে গ্রন্থ রাখিয়া লজ্জিতাভাবে দণ্ডায়মানা হইলেন, ইহাতেই রাজা বুঝিতে পারিলেন হরসুন্দী রামায়ণ পাঠ করিয়াছেন, রাজা শিবচন্দ্র রায় বাহাদুর বিদ্যানুরাগী ছিলেন, তাঁহার ধনেতেই চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ অতি শুদ্ধরূপে মুদ্রাঙ্কিত হয়, তাহার প্রত্যেক গ্রন্থের মূল্য ৩২ টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া চন্দ্রিকা সম্পাদক ভবাণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু টাকা লইয়াছেন, রাজা শিবচন্দ্র রায় বাহাদুর সে টাকা গ্রহণ করেন নাই।

রাজা বাহাদুর পুনর্ব্বার ঐ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি লেখা পড়া শিক্ষা করিয়াছ, কি কি পড়িয়াছ আমার সাক্ষাতে বল, শঙ্কা নাই, তখন রাজকন্যা পিতার সাক্ষাতে তাবৎ সত্য বলিলেন, এবং বিদ্যাভ্যাস বিষয় তাঁহার সে উৎসাহ জন্মিয়াছিল

পিতাকে তাহাও জানাইলেন, তাহাতে বিদ্যানুরাগি রাজা বাহাদুর তৎক্ষণাৎ রাজকন্যার নামে বিংশতি সহস্র টাকার কোম্পানির কাগজ স্বাক্ষর করিয়া কহিলেন 'এই টাকার বৃদ্ধি দ্বারা তোমার পাঠ্য পুস্তকাদি ক্রয় করিবা, তদবধি রাজকন্যা ইচ্ছানুরূপ সংস্কৃত গ্রন্থ ক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎকাল তাঁহার অসুখ হইয়াছিল, যথোচিত সময়ে পিতা বিবাহ দিলেন, শ্বশুরালয়ে ত্রয়োদশ বৎসর পর্যন্ত বধূভাবে রহিলেন, প্রকাশ্যে গ্রন্থ পাঠ করিতে পারিতেন না, অনন্তর চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ংক্রমে রাজকন্যার গর্ভ হয়, সেই গর্ভে সন্তানোৎপত্তি হইলে সূতিকাগার হইতে বহির্গতা হইয়া ঐ সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া দুগ্ধ দিতে দিতে পুনর্ব্বার গ্রন্থ পাঠ করিতে আরম্ভ করেন সন্তানের আট বৎসর বয়ংক্রম পর্য্যন্ত পতিগৃহে গোপনে নানা পাঠ করিয়াছেন, পরে সন্তানকে পারস্য ভাষা শিক্ষকের নিকট সমর্পণ করিয়া "রূপ গঙ্গোপাধ্যায়" "যিনি রূপন্যায়ালঙ্কার" নামে বিখ্যাত হইয়া বর্ত্তমান আছেন তাঁহার নিকট রামায়ণ মহাভারত পুরাণাদি তাবৎ শিক্ষা করিলেন, এবং কবিরাজ কি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যাঁহারদিগকে জ্ঞানী এবং কবি দেখিয়াছেন রাজকন্যা তাঁহারদিগকে মাসিক বেতন দিতেন, এইরূপে হরসুন্দরী দাসী হিন্দুজাতির জন্য শাস্ত্রার্থ বুঝিয়াছিলেন।

রাজকন্যা হরসুন্দরী রাত্রি চারিঘণ্টার পরে গাত্রোত্থান করিয়া পুরাণ পাঠ করিতেন, এবং প্রভাতকালে মুখ প্রক্ষালনাদি সমাপনান্তর এক পবিত্র কুঠরিতে যাইয়া কম্বলাশনে কিঞ্চিৎকাল মৌনাবলনে থাকিতেন, দাসীরা বোধ করিত তিনি পূজা করিতেছেন কিন্তু তাঁহার পূজাগৃহে নৈবেদ্য পুষ্প পত্রাদি রাখিতেন না, ইহাতেই কি লোকেরা বুঝিতে পারিবেন না রাজকন্যা হরসুন্দরী দাসী বিদ্যাভ্যাসগুণে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তা হইয়াছিলেন, পরে ঐ রাজকন্যা হবিষ্যাশিনী হইলেন এবং সন্ধ্যার পরে দক্ষিণ বামে দুই বাতীয় আলোকে রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত মহাভারত পুরাণাদি পাঠ করিতেন, এরূপ গুণবতী কোন স্ত্রীলোকেরা বেশ ভূষাদি দ্বারা সুন্দরী হইয়া তাঁহার নিকট গেলে তিনি ঈষদ্দাস্য করিয়া সংস্কৃত কবিতার দ্বারা তাঁহাদিগের রূপ বর্ণন করিতেন, এক পর্ব্বদিনে সুবর্ণ বণিকজাতীয়া স্ত্রীলোকেরা বেশভূষা দ্বারা সজ্জীভূতা হইয়া হরসুন্দরীর নিকট গমন করিয়াছিলেন এবং তাহারাই হরসুন্দরীকে কহিলেন অদ্য কি তোমার অলঙ্কারাদিও উত্তম বস্ত্র পরিতে নাই, হরসুন্দরী উত্তর দিলেন অলঙ্কারের শোভাকে তিনি শোভা জ্ঞান করেন না, নক্ষত্র ভূষণং চন্দ্রো নারীনাং ভূষণং পতিঃ। পৃথিবী ভূষণং রাজা বিদ্যা সর্ব্বত্র ভূষণং, ঐ সকল নারীগণকে এই কবিতার অর্থও বুঝাইয়া দিলেন।

এতদ্দেশীয় লোকেরা শঙ্কা করেন স্ত্রীজাতি বিদ্যাবতী হইলে পতির প্রতি অশ্রদ্ধা করিবেন কিন্তু হরসুন্দরী দাসী এরূপ বিদ্যাবতী হইয়াও কখনও স্বামীর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নাই, তিনি কখন কখন স্বামীকে বলিতেন, তুমি গ্রন্থ পাঠ কর, পৃথিবীর সকল রস পুস্তকের মধ্যে আহৃত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার পতি ইন্দ্রিয় পরায়ণ এই লোকনাথ মল্লিক

যিনি সম্প্রতি পুত্রবধূর সতীত্বনাশে কলঙ্কী হইয়াছেন, ইনি পুস্তক পাঠ করিতে পারিতেন না, লজ্জিত হইয়া স্ত্রীর নিকট হইতে পলায়ন করিতেন।

আমরা এই প্রস্তাব লিখিতে লিখিতে শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে স্মরণ করিয়া শোকাচ্ছন্ন হইলালাম, এসময়ে ঐ কন্যা বর্ত্তমানা থাকিলে মুক্তা শ্রেণীর তাঁহার অক্ষর শ্রেণী ও নানাপ্রকার রচনা দেখাইয়া সাধারণকে সন্তুষ্ট করিতে পারিতাম, যাহা হউক, গত সূচনায় লোক বৃদ্ধি করিয়া প্রয়োজন নাই, আপাততঃ শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের কন্যার বিদ্যাভ্যাসের কিঞ্চিৎ লিখিয়া প্রস্তাব সমাপন করি।

আশুতোষ বাবুর কন্যা গৌড়ীয়, ভাষা উর্দ্দু ভাষা, ব্রজভাষায় সুশিক্ষিতা হইয়াছেন, এবং দেবনাগরাক্ষর লিখন পঠন বিষয়ে পণ্ডিতেরাও তাঁহার ধন্যবাদ করেন, বিশেষতঃ শিল্প বিদ্যায় ঐ কন্যার যে প্রকার বুৎপত্তি হইয়াছে অনুমান করি ইংলণ্ডদেশীয় প্রধানা শিল্প-কারীরাও তাঁহার শিল্পকর্ম্ম দর্শনে হর্ষ প্রকাশ করিবেন, আমরা আশুতোষ বাবুর কন্যার স্বহস্ত নির্ম্মিত কয়েক বস্তু সংগ্রহ করিয়াছি, ভরসা করি এতদ্দেশীয় বালিকাদিগের বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়গণের আগমনী সভায় তাহা উপস্থিত করিয়া সকলকে দেখাইতে পারিব।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা শিক্ষার প্রবাহ মৃদুগমনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল এ সময়ে এমত এক মহৎ ব্যক্তি যিনি রাজশক্তি দ্বারা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতে পারেন তিনি হঠাৎ কলিকাতা নগরে আসিলেন এবং হিন্দু বালিকাদিগের শিক্ষা বিষয়ে তাঁহার দয়ায় সম্পূর্ণ কিরণ প্রকাশ করিলেন, ইহাতে আমারদিগের কি পর্য্যন্ত সাহস ও উৎসাহ জন্মিয়াছে লেখনী দ্বারা তাহার সীমা নির্দ্দেশ করিতেপারি না, যিনি কিঞ্চিৎ কাল পরেই গবর্ণর হইবেন ইহার অধিক সম্ভাবনা আছে, সেই মহাশয় আমারদিগের মণ্ডল মধ্যে জ্যোতিঃ প্রকাশ করিতেছেন ইহার অধিক আনন্দের বিষয় আর কি, অতএব এতদ্দেশীয় মান্য লোকেরা ঐ মহাশয়ের অর্থাৎ শ্রীযুত সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার অভিপ্রেত বিষয়ের যথাসাধ্য আনুকূল্য করুন, বেথুন সাহেব প্রজাপালক, প্রজানাশক নহেন, তিনি প্রজার ইষ্ট ব্যতীত অনিষ্ট করিবেন না, সর্ব্বসাধারণ ইহা নিশ্চিত জানিবেন।

## ভাস্কর পাঠক হইতে প্রাপ্ত। ৩১ মে ১৮৪৯। ২২ সংখ্যা

আমরা অতিশয় আক্ষেপ প্রকাশ করিতেছি এই নগরের কতিপয় মান্যবংশীয় ধনাঢ্য ব্যক্তি অভিনব বালিকা বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে কুতর্ক করিয়া নানা কুমন্ত্রণা করিতেছেন, তাঁহারদিগের অপূর্ব্ব অভিপ্রায় সুসিদ্ধ করণার্থ গত কয়েক দিবসের মধ্যে দুই একটা বৈঠকও হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই জানা গিয়াছে স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষাতে উক্ত মহামহিম হিন্দু মহাশয়গণের কোন আপত্তি নাই, সকলেই মুক্তকণ্ঠে কহিতেছেন অবলাদিগকে বিদ্যাপ্রদান করা অতি আবশ্যক এবং লোকত বা শাস্ত্রত কোন মতেই স্ত্রীলোকদিগকে

বিদ্যাদান বিরুদ্ধ নহে, কেবল একটা প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে যাইয়া বিদ্যাশিক্ষা করা লোকাচার ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ এমতে অকর্ত্তব্য।

হায় কি ভ্রম, কি মোহ, হে বৃথাভিমান, তোমার চরণে কোটি কোটি নমস্কার, এই জন্যই ভারতভূমি এতকাল পর্য্যন্ত কুসন্তান দোষে অশেষ ক্লেশ পাইয়া আসিতেছেন, তাঁহারদিগের আপত্তির স্থান সকল উল্লেখ করিলে কোন্ সচেতন ব্যক্তি না চমৎকৃত হইবেন, কেহ কেহ কহেন আমরা এতবড় লোক আমারদিগের কন্যারা কি সামান্য লোকের কন্যাদিগের সহিত একত্র মিলিতা হইয়া অধ্যয়ন করিবে, তাঁহারা কাহারদিগকে সামান্য লোক ভাবিয়া থাকেন তাহা বলিতে পারি না, ধনে কেহই কুবের নহেন, প্রায় অনেকেরি তাহা জানা আছে, অতএব ধনাভিমান মিথ্যা, তবে জাতি মর্য্যাদায় তাঁহারদের অপেক্ষা কন্যাদাতারা কেহই ন্যূন নহেন বরং উক্ত ধনি মহাশয়গণের মূল অন্বেষণ করিলে অনেকেই বিদ্যালয়ে কন্যাদাতাদিগের সহিত পরম্পরা সম্বন্ধে বদ্ধ আছেন, আর পরিশেষে আচার ব্যবহার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে কাহারো বা স্বদোষে কাহারো বা পরিবার দোষে ভদ্র সমাজে অব্যবহার্য্য হইতে হয় অতএব এরূপ অলীকাভিমানে অন্ধ হইয়া যাঁহারা কোন সৎ কর্ম্মের প্রতিবন্ধক হয়েন তাঁহারা সাধু সমাজে যেরূপ গৌরব ও মর্য্যাদার ভাজন হইবে তাহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে।

অপর এক কথা জিজ্ঞাসা করি তাহারা কি এরূপ প্রতিবন্ধকতা করিতে লজ্জা বোধ করেন না, তাহারদিগের দেশে তাঁহারদিগেরি বালিকারা তাঁহারদিগেরি ভাষা ও বিদ্যাশিক্ষা করিবে এ জন্য একজন ভিন্ন দেশীয় ভিন্ন জাতীয় ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বি মহামান্য ব্যক্তি স্বধন ব্যয় পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে যে বিষয়ে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতেছেন সেই বিষয় তাঁহারা মহোপকার বোধ না করিয়া প্রত্যুত গ্লানি দ্বারা আপনারদিগের ক্ষুদ্র স্বভাব প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহারা কি ভাবিয়াছেন এই রূপ গণ্ডগোল করিলেই স্বীয় স্বীয় দুরভিপ্রায় সুসিদ্ধ করিতে পারিবেন, স্বপ্নেও যেন এরূপ মনে করেন না, কারণ এইক্ষণে সময় আর সে রূপ নাই, সকলেই সদসৎ বিবেচনাতে স্বয়ং সমর্থ, কাহারো মিথ্যা ভারি ভূরি খাটে না, তাহাতে আবার রাজপুরুষেরা সঙ্কল্প করিয়া যে কর্ম্মে ব্রতী হয়েন তাহা কি কখন বিফল হয়, এ পর্য্যন্ত ইংরাজ জাতির দ্বারা কোন অসাধ্য কর্ম্মের সাধন হয় নাই, তাঁহারা কি গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ ও জগন্নাথের রথচক্রে আত্মসমর্পণ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করা এবং প্রজ্বলিতানলে স্ত্রীদাহ প্রভৃতি ভয়ানক কর্ম্মসকল নিবারণ করেন নাই, তাঁহারদিগের ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষার প্রথম প্রস্তাবে প্রায় ৩০ বৎসর হইল যেরূপ হিন্দুদিগের অসন্তোষ ও দ্বেষ হইয়াছিল, তাহার শতাংশের একাংশও স্ত্রীবিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে দেখা যাইতেছে না অতএব সেই ইংরাজি শিক্ষার এরূপ অসম্ভাব্য সিদ্ধি এত অল্পকালের মধ্যে দেখিয়াও কি এই অভিনব বালিকা শিক্ষার সংসিদ্ধিতে কাহারো সংশয় জন্মিতে পারে অতএব আমরা কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক স্বদেশীয় মহাশয়গণের নিকট নিবেদন

করিতেছি তাঁহারা যে সৌম্য স্বভাবে হিন্দুকালেজ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ে অর্থ সামর্থ্য ও সন্তান প্রদান পূর্ব্বক ঐ সকল বিদ্যালয়ের উন্নতি ও চিরস্থায়িত্ব করিয়াছেন সেই সুস্বভাবাবলম্বন করিয়া এইক্ষণে উক্ত অভিনব কলিকাতা স্ত্রীশিক্ষালয়ের আনুকূল্য করুন, তাহা হইলে পূর্ব্ব কর্ম্মাপেক্ষা একর্ম্মে আরো অধিক স্বদেশোপকাররূপে বিজ্ঞ সমাজে চিরস্মরণীয় হইয়া পূর্ব্বোক্ত বিদ্যালয়াপেক্ষা এবিদ্যালয়ে অধিক ফলভাগী হইতে পারিবেন।

## সম্পাদকীয়। ১২ জুন ১৮৪৯। ২৭ সংখ্যা

ন্যায় বিচারে দুর্ব্বল পক্ষস্থ লোকেরা যদি আপনারদিগের ভ্রম স্বীকার করেন তবে তাহারা সাধুবাদ পাইতে পারেন অতএব হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সর সম্পাদক মহাশয় যে গত পত্রে স্বীকার করিয়াছেন আমরা বালিকা শিক্ষালয়ে কোন বালিকা প্রেরণ করি নাই এজন্য তাঁহাকে সাধুবাদ দিলাম, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে পিঞ্জরের সম্পাদক মহাশয় উড়িতে না পারিয়া পোষ মানিয়াছেন, উক্ত সম্পাদক মহাশয় যদি ইংরেজ হইতেন তবে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদের ছল ধরিয়া বিতর্ক করিলে আমরা তাঁহার চাতুর্য্য বলিতে পারিতাম না, তিনি ইংরেজ নহেন, এতদ্দেশীয় মান্য হিন্দুসন্তান, মাতৃভাষা জানেন না ইহা বলিতে পারিবেন না, এবং ভাস্করে যে প্রস্তাব লিখিত হইয়াছিল তাহাও পাঠ করিয়াছেন তথাপি ইংরেজি ভাষায় ভাস্করের অনুবাদের ছল ধরিয়া আমারদিগকে অপ্রস্তুত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, পরিশেষে স্বয়াভিলষিত সম্পন্ন করিতে না পারিয়া ভ্রম স্বীকার করিলেন অতএব এ বিষয় আমারদিগের যাবজ্জীবন স্মরণ থাকিবে, যদি আর কস্মিন্‌কালে কোন বিষয়ে তাঁহার সহিত বাদানুবাদ করিতে যান তবে ইংরেজি সম্পাদকেরাও তাঁহার এই ভ্রম দেখাইয়া লজ্জা দিবেন, সম্পাদকীয় কার্য্যে চাতুর্য্যাবলম্বন তাহারাই করে যাহারা লিখন পঠন যুক্তি প্রমাণাদি বিষয়ে অনভিজ্ঞ হয়, হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সর সম্পাদক মহাশয় হিন্দু কালেজের প্রথমকালীন ছাত্র বলিয়া পরিচিত আছেন, এমত ব্যক্তি সরল মাতৃভাষার ছল ধরেন ইহাতেই আমরা খিদ্যমান রহিলাম।

হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার সম্পাদক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি তিনি ইংরেজি ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়াছেন তবে কি অভিপ্রায়ে হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার বিপক্ষতা করেন, হিন্দু স্ত্রীলোকেরা কি তাঁহাকে কোন বিষয়ে মনঃপীড়া দিয়াছেন, উক্ত সম্পাদক মহাশয় পিতৃপিতামহাদির প্রশস্ত পুরাতন বাটী হইতে বহির্গত হইয়া কোম্পানি বাহাদুরের হেদো সরোবরের উত্তর পার্শ্বে উচ্চ স্তম্ভযুক্ত বাটি নির্ম্মাণ করিয়া পরিবারাদি সহিত ঐ বাটীতে অবস্থিতি করিতেছেন, উক্ত বাটীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ দোতালা বৈঠকখানার কপাট জানালা মুক্ত রাখিলে হেদো সরোবরের জলীয় বায়ু দ্বারা স্নিগ্ধ থাকিতে পারেন, এবং উক্ত সরোবরের চতুর্দ্দিগে বাগান ও বিদ্যালয় ধর্ম্মালয়াদি নানাপ্রকার সুদৃশ্য বস্তু

দৃষ্ট হয়, ধনি লোকেরা এরূপ বৈটকখানা প্রাপ্ত হইলে দিবা রাত্র তাহার কপাট জানালা মুক্ত রাখিতেন কিন্তু কলিকাতা নগরীয় কোন ব্যক্তি বলিতে পারিবে না কোন দিন ঐ বৈঠকখানার কপাট জানালা খোলা দেখিয়াছেন ইহারই বা কারণ কি, সম্পাদক মহাশয় কি আপন বাটীতে আপনার দৌবারিকাদিগের হস্তে স্বকীয় আজ্ঞা দ্বারা আপনি কারাগ্রস্ত হইয়াছেন, যদি বাটীর কর্ত্তা স্ববাটীতে এই প্রকার কারাবাসীর ন্যায় থাকেন তবে সেবাটীর স্ত্রীলোকেরা কত যন্ত্রণায় রহিয়াছেন তাহা কি কেহ অনুমানে বলিতে পারেন, যদি বলেন তিনি স্ত্রীজাতিকে সুরক্ষণে রাখিয়া হিন্দুধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছেন তবে জিজ্ঞাসা করি তাঁহার বহির্ব্বাটীতে কি হিন্দুর বাটীর কোন চিহ্ন আছে, তাঁহার বাড়ীতে চণ্ডীমণ্ডপ নাই, দোল নাই, দুর্গোৎসব নাই, পিতৃশ্রাদ্ধ নাই, তবে হিন্দুর চিহ্ন কি আছে, সন্তান হয় না স্ত্রীর উত্তেজনায় একবার কার্ত্তিক পূজা করিয়াছিলেন তাহাও অন্তঃপুরে দোতালার ছাদে উঠিবার সোপান গৃহে সম্পন্ন হয়, পাছে কাঙ্গালিরা জলপান চায় এজন্য সে রাত্রিতে শঙ্খ ঘণ্টা বাদ্যও করেন নাই, নবীন বাটীতে যাইয়া কোন ব্রাহ্মণকে একটী পয়সাও দেন নাই, এবং শুনিয়াছি ইষ্ট পূজাও করেন না, তবে হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সর সম্পাদক মহাশয় হিন্দু ধর্ম্মের কি ব্যবহারে আছেন অগ্রে তাহা সপ্রমাণ করিবেন।

আমরা হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সর সম্পাদক মহাশয়ের অন্তঃপুর বহিঃপুরের প্রথায় তাবৎ সমাচার লিখিলাম কিন্তু সম্পাদক মহাশয় কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ইহা বলিতে পারিলাম না, যাঁহার কোন ধর্ম্মের চিহ্নই দেখি না তাহাকে কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী কহিব, যাহা হউক, এইক্ষণে ধর্ম্ম প্রসঙ্গ থাকুক, আমারদিগের পাঠক মহাশয়েরা ধৈর্য্যাবলম্বন করুন হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সর সম্পাদক মহাশয়ের সহিত কিঞ্চিৎ মিষ্টালাপ করিয়া পাঠক মহাশয়গণকে সন্তুষ্ট করিব।

হে সম্পাদক মহাশয়, হিন্দু বালিকারা বিদ্যালয়ে যাইয়া বিদ্যাভ্যাস করিলে কি কি অনিষ্ট সম্ভাবনা আপনি একাদিক্রমে তাহা প্রকাশ করুন, আমরা মহাশয়ের প্রতিকথার উত্তর দিব, যদি উত্তর প্রদানে অশক্ত হই তবে আপনি জয়ী হইবেন। কিন্তু গোলের কথা কিছু নহে, আপনি কি বোধ করিয়াছেন বালিকা শিক্ষার বিদ্যালয়ের বিপক্ষে লিখিলেই প্রাচীন মতস্থ মান্য হিন্দুদিগের কোন দলভুক্ত হইতে পারিবেন, তাহা যদি হয় তবে কি বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কোন দলে প্রবিষ্ট হইতে পারেন না, প্রিয় ইণ্টেলিজেন্সর সম্পাদক মনে করিবেন না এই সুযোগে বিনাব্যয়ে তাঁহার সমন্বয়ের কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারিবেন, হিন্দু বালিকারা বিদ্যালয়ে যাইয়া বিদ্যাভ্যাস করিলে যে দোষগুণ আমারদিগের পত্র প্রেরকেরা দুই পক্ষ হইয়া ইহার বাদানুবাদ করিতেছেন, তাহাতে আমরা উভয় পক্ষের বলাবলি সমস্তই বুঝিতেছি কিন্তু পত্র প্রেরকদিগের উৎসাহ ভঙ্গ করিতে পারি না, প্রার্থনা করি একজন মান্য সম্পাদক হিন্দু বালিকাদিগের বিদ্যাশিক্ষার বিপক্ষে লেখেন, অতএব হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সর সম্পাদক মহাশয় যদি এই ন্যায় যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হয়েন তবে আমরা আহ্লাদিত হইব।

## চিঠিপত্র। ১৬ জুন ১৮৫৬। ২৯ সংখ্যা

পরম পুজনীয় শ্রীযুত ভাস্কর সম্বাদপত্র প্রকাশক মহাশয় শ্রীচরণেষু।

আমি বঙ্গদেশীয় কোন ভদ্রজাতি বংশোদ্ভবা স্ত্রী, আমার পতি ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন, পাঠান্তে এ অধীনীকে পাঠ করিতে দেন, সম্প্রতি কয়েক সপ্তাহের ভাস্কর পত্র পাঠে দেখিলাম পরাধীনী হতভাগিনী স্ত্রীজাতির বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে কলিকাতা মহানগরে নানা তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে, যদ্যপি আমি জ্ঞানহীনা স্ত্রীলোক হইয়া এই সুকঠিন বাদানুবাদের প্রস্তাবে বাক্য কহিতে সর্ব্বপ্রকারে ক্ষমতাবিহীনা তথাচ বিজ্ঞ মহাত্মাদিগের সমীপে এই নিবেদন ও জিজ্ঞাসা করিতেছি যে মনুষ্য জাতির পঞ্চীকৃত দেহ সম্বন্ধে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে রত্নলাভে তুল্য স্পৃহা স্বভাবসিদ্ধ বটে কিনা, অর্থাৎ স্ত্রী কি পুরুষ স্বীয় স্বীয় উত্তমতা সকলেরি সর্ব্বদা বাঞ্ছা কিনা, অতএব সে বিষয়ে সর্ব্বসম্মত কথিত হইয়াছে, "জ্ঞাতিভির্ব্বণ্টনেনৈব চৌরেণাপি ননীয়তোদানেনৈব ক্ষয়ং যাতি বিদ্যারত্নং মহাধনং" এতাবতা অমূল্য অমৃত দ্রব্যে স্ত্রী পুরুষ কাহাকে বঞ্চিত করা বিচার ও বিবেচনা সিদ্ধ হয় না।

আমি যৎকিঞ্চিৎ সামান্য লেখাপড়া শিক্ষা পাইয়া যেরূপ সুখিনী ও উপকারপ্রাপ্তা হইয়াছি তদ্বিস্তারের সংক্ষেপ বিজ্ঞবরেদের গোচরার্থে নিবেদন করি।

আমার স্বামী মহাশয়ের বিদ্যা বিষয়ে বিশেষ অনুরাগ ও প্রযত্ন থাকা বিধায় বর্দ্ধমান নিবাসী জনৈক প্রাচীন পণ্ডিতকে বেতন দিয়া আমাকে কিয়ৎকাল বিদ্যাভ্যাস করান কিন্তু আমার দুরদৃষ্টবশতঃ শাশুড়ী ঠাকুরাণীর পরলোকগমন হওয়ায় সাংসারিক তাবৎ ভার অধীনীর প্রতি অর্পণ হইবায় আমার পাঠার্থে পতিমহাশয়ের মনোগত বাঞ্ছা এবং আমার স্পৃহা সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইল না কিন্তু যৎকিঞ্চিৎ যাহা শিক্ষাপ্রাপ্তা হইয়াছিলাম তদ্দ্বারা এই উপকার হইয়াছে, যে আমার কন্যারা আমার দ্বারা ঐরূপ শিক্ষাপ্রাপ্তা হইয়াছেন, এইক্ষণে তাঁহারা দেশ বিদেশে অবস্থিতি করিতেছেন প্রয়োজনীয় মনোনীত প্রস্তাব পরস্পর বিজ্ঞাপন করিতে কোন ব্যাঘাত নাই এবং পরস্পর বিচ্ছেদ যাতনারও অনেক লাঘববোধ হইতেছে, আর পতি মহামতি যখন বিষয় কর্ম্মে আবদ্ধ থাকেন হঠাৎ সাক্ষাতের সম্ভাবনা থাকে না তৎকালীন প্রয়োজনীয় গুহ্য কথা অনায়াসে লিপি দ্বারা নিষ্পন্ন করিয়া থাকি ও সাংসারিক প্রাত্যহিক নিয়মিত ব্যয়ের হিসাবাদি স্বহস্তে লিপী করিতেছি, সম্পাদক মহাশয়, এই প্রসঙ্গে আমি আর এক বৃহৎ উপকার প্রাপ্তা হওয়ার নিবেদনও করি, কিয়ৎকাল পূর্ব্বে আমার পতি বিষয়ানুরোধে গয়াতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন ঐ সময়েতেই অত্যন্ত পীড়িত হইয়া জীবন সংশয় হন, এই বার্ত্তা শাশুড়ী ঠাকুরাণী শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ব্যাকুলা হইয়া গয়া গমন করিতে প্রস্তুতা হইলেন, কিন্তু দেবর মহাশয়েরা ঠাকুরাণীর গমন নিবারণ মানসে পতি মহাশয়ের আরোগ্য বার্ত্তা লিখিয়া তস্য নামে এক কাল্পনিক পত্র প্রস্তুত করিয়া শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে দেখান, ঠাকুরাণী

লেখাপড়ায় অনভিজ্ঞা থাকা বিধায় আমার মধ্যমা কন্যাকে পত্র পাঠ করিতে দিলে কন্যা ঐ পত্র পাঠ করিয়া কহিল যে এপত্র তাহার পিতাঠাকুরের স্বাক্ষরিত নহে এবং আমিও তদ্রূপ সাক্ষ্য দিলাম তাহাতে শাশুড়ী ঠাকুরাণী অধিক ব্যাকুলা হইয়া প্রাণ সংশয় হন কিন্তু শ্রীশ্রীকৃপাতে ভর্ত্তা মহাশয় তৎকালীন আরোগ্য হইয়াছিলেন, দেবরেরা ধন ব্যয় করিয়া আবশ্যকীয় ডাকে পতি মহাশয়ের আরোগ্য বার্ত্তা লিখিত তাঁহার স্বাক্ষরিত পত্র আনয়ন করিয়া দিলেন, তাহাতে আমি এবং আমার কন্যারা ও দেবর পত্নীরা তাহা চিনিয়া ধর্ম্ম উল্লেখে সাক্ষ্য দিলে শাশুড়ী ঠাকুরাণীর জীবন রক্ষা হয়, এরূপ স্থলে আমি ভরসা করি যে বিজ্ঞ মহাশয়েরা এই মহদুপকারের কর্ম্মে কদাচ প্রতিবন্ধকতা করিবেন না।

অপর আমি কাহারো সাহায্য না লইয়া স্বীয় বিবেচনায় স্বহস্তে এই পত্র লিখিলাম ইহাতে বর্ণ শুদ্ধির ও রচনার যে যে ত্রুটি হইয়াছে মূর্খ স্ত্রীজাতি বলিয়া অবশ্যই মার্জ্জনা হইবেক।

কোন অবলা

## চিঠিপত্র। ১৯ জুন ১৮৪৯। ৩০ সংখ্যা

পরম পূজনীয় শ্রীযুত ভাস্কর সম্বাদপত্র প্রকাশক মহাশয় শ্রীচরণেষু

প্রিয় সম্পাদক, অবলাদিগের শিক্ষালয় হইয়াছে ইহাতে নারীদিগের বিদ্যাশিক্ষার সপক্ষ বিপক্ষে আপনকার পত্রে অনেক অনেক প্রকার লিখিতেছেন, বিশেষত বিপক্ষবাদিরা স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাসে অশেষ দোষ দর্শাইয়াছেন কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রকাশ করিতে পারেন নাই অবলা জাতির বিদ্যাশিক্ষা নিষেধ আছে, এবং ইহাও দর্শাইতে সক্ষম হন নাই শাস্ত্রেতে কেবল পুরুষদিগের প্রতি বিদ্যাশিক্ষার বিধি লেখেন, অতএব যাহাতে বিশেষ বিশেষ নিষেধ বিধি নাই তাহাতে স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির তুল্যাধিকার কেহ নিবারণ করিতে পারেন না, তবে বিপক্ষ পত্র প্রেরকেরা কি প্রমাণে বিবাদ করেন তাহা ব্যক্ত করিলে আমি তাঁহারদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিব।

কেহ কেহ প্রমাণ দেন স্ত্রীলোকের পতিসেবা ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্মই নাই, আমি যদি তাহা স্বীকার করি তথাপি স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাভ্যাস না করিলে ঐ সকল প্রমাণার্থ বুঝিতে পারিবেন না ইহাতেই গ্রন্থকারদিগের অভিপ্রায় স্পষ্ট জানা যায় স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাভ্যাস করিবেন, এতদ্ভিন্ন অঙ্গনাদিগের শিক্ষা বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণও দেখাইতেছি, শুক্রাচার্য্য তাহার কন্যাকে কহিয়াছেন, "পঠমৎ প্রাণপুত্রিত্বং বিদ্যাভ্যাসাং সদা কুরু। সর্ব্বেষাং ভূষণং বিদ্যা চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদা॥" শুক্রাচার্য্যের কৃত "উপদেশ দীধিতি" গ্রন্থে এই প্রমাণ লিখিত আছে, এবং বিরাট রাজা তাঁহার কন্যা উত্তরাকে ও অন্যান্য বালিকাগণকে শিক্ষাদানার্থে অর্জ্জুনকে অন্তঃপুরস্থ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কার্য্যে

নিযুক্ত করিয়াছিলেন, বিরাট পর্ব্ব দেখিলেই বিপক্ষবাদিরা বিতণ্ডাবাদে নিরুত্তর হইবেন, তাহাতে লেখেন,, অপুংস্ত্বনপ্যাস্য নিসম্য তৎস্বয়ং ততঃ কুমারীপুরমৎ সসর্জ্জতাং অর্থাৎ বিরাট রাজা অর্জ্জুনকে নপুংসক জানিয়া কুমারীপুরে শিক্ষাদানার্থে নিযুক্ত করিলেন,, সম্পাদক মহাশয়, আমি স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাসের আরো অনেক প্রমাণ দিব তাহাতে বিপক্ষবাদিরা সন্তুষ্ট হইবেন কিন্তু তাঁহারা এই অনুগ্রহ করিবেন শাস্ত্রীয় বিচারে দুর্ব্বচন সৈন্যগণকে রঙ্গভূমিতে উপস্থিত করিবেন না, তাহা হইলে আমি পলায়ন করিব।

শাস্ত্রেতে স্ত্রীজাতির বিদ্যাভ্যাসে নিষেধ ও পুরুষদিগের বিদ্যাশিক্ষার বিশেষ বিধি বিরহ এবং স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার প্রমাণ দর্শাইয়া এইক্ষণে আমি বিপক্ষবাদি মহাশয়দিগের শ্লথ যুক্তির উক্তির প্রতি কয়েকটা প্রত্যুক্তি করি।

বিপক্ষবাদিরা কহেন, স্ত্রীলোকেরা বিদ্যা রসিকা হইলে ব্যাপিকা হইবেন, ব্যভিচার করিবেন, রন্ধনাদি গৃহকর্ম্ম করিতে চাহিবেন না, পতিসেবা এবং কন্যাপুত্রাদির মলমূত্রাদি ধৌত করিবেন না, গরুকে যাব দিবেন না, পাকশালায় গোময় লেপন করিবেন না, বাসন মাজিবেন না, পতির উচ্ছিষ্ট খাইবেন না, শয্যা পাড়িবেন না, পান সাজিবেন না, স্বামীর পদতলে তৈল দিবেন না, পতির পাদোদক গ্রহণ করিবেন না ইত্যাদি যত মনে আসিয়াছে বিপক্ষবাদিরা ততই লিখিয়াছেন এবং তাঁহারদিগের অনুরোধে আমিও স্বীকার করিলাম স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাবতী হইলে এই সকল ঘটিবে, কিন্তু অসুখী হইলাম বিজ্ঞবর বিপক্ষবাদিরা কোন বিষয়েতেই স্ত্রীলোকদিগের অসুখের বা অনিষ্টের হেতু প্রদর্শন করাইতে পারেন নাই, বরং অবলাজাতির স্বাধীনতার পোষকতাই করিয়াছেন, অন্তঃপুর কারাবাসিনীরা ব্যাপিকা হইবেন ব্যাভিচার করিবেন, ইহা কি স্ত্রীলোকের সুখের বিষয় নহে, পুরুষেরা ব্যাপকতা করেন বেশ্যালয়ে যাইতে পারেন, তাহাতে যদি পুরুষদিগের সুখাধিক্য জ্ঞান হয় তবে অবলাগণকে কি জন্য সে সুখে বঞ্চিতা রাখেন, বিপক্ষবাদি মহাশয়দিগের উক্তি আর আর যাহা লিখিয়াছি পুরুষেরা যদ্যপি ঐ সকল কর্ম্ম করিতেন তবে কি যন্ত্রণা জ্ঞান হইত না, যাহাতে আপনারা যন্ত্রণা বোধ করেন স্ত্রীলোকেরা অজ্ঞানাবস্থায় রাখিয়া তাঁহারদিগের দ্বারা সেই সকল কর্ম্ম করাইতে চাহেন ইহা কি অবিচার নয়, হায় হায় কি নিষ্ঠুর ব্যবহার, এই জন্যই হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত হইয়াছিল ভর্ত্তার জলচ্চিতারোহণ করিয়া স্ত্রীলোকেরা অগ্নিদগ্ধা হইবেন, এই জন্যই কি বিপক্ষবাদিরা কোটি কোটি স্ত্রীলোককে অগ্নিতে পুড়িয়া মারিয়াছেন, মালাকা দেশে নির্দ্দয় ব্যাপার ছিল বালিকা জন্মিলে প্রসূতীরাই সূতীকাগারে অহিফেণ মুখে দিয়া তাহারদিগকে নষ্ট করিয়া ফেলিত, অদ্যাপিও চীনদেশের ব্যবহার আছে স্ত্রীলোকদিগের পদবৃদ্ধি পাইতে পারে না, বালিকাকেই কাষ্ঠ বা লৌহ নির্ম্মিত জাঁতাকার যন্ত্র দ্বারা বালিকাদিগের দুই পদ বদ্ধ করিয়া রাখে, শরীর গুরুতর হয় পদ ক্ষুদ্র থাকে এজন্য চীনদেশীয় স্ত্রীলোকেরা হাঁটিয়া চলিতে পারেন না, কলিকাতা নগরীয় নাচঘরে ডেলাকাসি

সাহেব চীনদেশীয় এক স্ত্রীলোক দেখাইয়াছিলেন, ঐ লোক চতুষ্পদাসনে বসিয়া বাহক দ্বারা সভা মধ্যে আসিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার দুই পদ অতি ক্ষুদ্র এজন্য দণ্ডায়মানা হইতে পারিলেন না, চীনদেশীয় লোকেরা স্ত্রীলোকের প্রতি যে প্রকার নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেছেন যদিও এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা সেরূপ অত্যাচার হইতে বিযুক্তা আছেন তথাচ পুরুষদিগের তুল্য সুখিনী হয়েন নাই, পুরুষেরা এক স্ত্রী বর্ত্তমানে অন্য স্ত্রী করিতে পারেন, স্ত্রীলোকের শক্তি নাই অন্য বিবাহ করেন, জ্যেষ্ঠা স্ত্রী অন্তঃপুরে কারারুদ্ধা থাকিয়া সর্ব্বদা দেখিতে পান তাঁহার স্বামী অন্য স্ত্রীর সহিত হাস্য-কৌতুক বিহারাদি করিতেছেন, নির্দ্দয় স্বামী একবার জিজ্ঞাসাও করেন না জ্যেষ্ঠা স্ত্রী কি অবস্থায় আছেন, কিন্তু যদি জ্যেষ্ঠার গৃহে অন্য পুরুষ দেখেন তবে ঐ স্বামী ও তাঁহার কনিষ্ঠা স্ত্রী একত্র হইয়া জ্যেষ্ঠার মস্তক ছেদনও করেন, এই কি আত্মীয়তার এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মন্ত্র পাঠ পুর্ব্বক বিবাহের কর্ম্ম, এতদ্দেশীয় পুরুষদিগের এত স্বাধীনতা আছে এক স্ত্রীকে অন্তঃপুরে দাসীর ন্যায় রাখিয়া অন্য শত শত স্ত্রীলোকের সহিত আহার ব্যবহারাদি করিতে পারেন, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা অন্য পুরুষের সহিত কথা কহিলেও সকলের নিকট অপরাধিনী হয়েন, সম্পাদক মহাশয়, এইক্ষণে এতদ্দেশীয় লোকেরদের অনেক ব্যাপার আমার অন্তরে প্রকাশ পাইল, অতএব লেখনীর মুখ মস্তকে পুঁছিয়া লেখনীকে যথা স্থানে রাখিলাম, বালিকা শিক্ষাগারে কে কে বালিকা না দেন তাহা দেখিয়া তাঁহারদিগের বিষয় লিখিব, এইক্ষণে প্রার্থনা করি যুব মহাশয়েরা যে কর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়াছেন তাহাতে ইষ্ট সিদ্ধ হউন। কস্যচিৎ স্ত্রীশিক্ষাপক্ষস্য।

## চিঠিপত্র। ২৩ জুন ১৮৪৯। ৩২ সংখ্যা

স্ত্রীবিদ্যা বিষয়ক

দেশোপকারক গুণাকর শ্রীযুত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ
ভূদেব ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় গুণাকর বরেষু।

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়, সদুপায় কিম্বা সদব্যাপার দেশের কল্যাণকর শুভানুষ্ঠান এবং শুভচিহ্ন উপলব্ধি হয় তদ্ব্যাপারে যিনি উৎকৃষ্টোৎসাহ এবং সাহায্য প্রদানে একাগ্রচিত্ততা প্রকাশ করিতে পারেন তিনিই দেশ হিতৈষী এবং সজ্জন শ্রেণীতে পরিগণিত এবং সুবিজ্ঞ সুধীবরদিগের সন্নিধানে এবং সাধারণ সমাজে ধন্য মান্য ভাজন হয়েন, বঙ্গদেশীয় অঙ্গনাগণকে ব্যবস্থাপক সমাজাধিপতি মহামতি বিদ্যাবুদ্ধিতে বিখ্যাত শ্রীযুত ডিঙ্কওয়াটার বেথুন সাহেব কতিপয় সভ্য এবং দেশ হিতৈষী মহোদয়ের সাহায্যানুকুল্যে "ফিমেল" স্কুল" অর্থাৎ স্ত্রীবিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন উক্ত স্থাপ্য বিদ্যাগার প্রত্যুত দেশের কল্যাণকর এবং শুভচিহ্ন বোধে মহাশয় এবং অপরাপর সংবাদপত্রের সুসভ্য সুবিজ্ঞ সম্পাদক মহোদয়গণ এবং পাঠকবর্গ লেখনী ধারণপুর্ব্বক উল্লিখিত বিদ্যাগার ঘটিত নানাপ্রকার তর্ক বিতর্ক

করিতেছেন, মহাশয়ের ভাস্করোদিত স্ত্রীবিদ্যা পুলকান্বিত হইয়াছি তল্লেখনে লেখনী বল বিহীনা, 'অধুনা আমার অল্পবুদ্ধি ধারিণী লেখনী দেশের এবম্প্রকার শুভজনক ব্যাপারের কিঞ্চিদগুণ প্রকাশক কতিপয় বর্ণ প্রসব না করিয়া ক্ষান্তাবলম্বন করিতে পারিলেন না, অতএব নিবেদন লিখিত বিষয় সমীপস্থ করিতেছি, ভরসা যে সংশোধনান্তর মহাশয়ের দেশব্যাপক ধন্যমান্যাগ্রগণ্য ভাস্কর পত্রৈক পার্শ্বে প্রকটন পূর্ব্বক বাধিত করিবেন।

সম্পাদক মহাশয়, সকল দ্রব্যের মধ্যে বিদ্যা অত্যুত্তম, সুখদশুভদ, নানাপ্রকার গুণদ, অনেক সন্দেহের নাশক, অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের দর্শক, এবং পরমেশ্বর ভক্তি দায়কেত্যাদি অসাধারণ গুণ ধারিণী বিধায় সর্ব্বদেশে সর্ব্বজাতিদ্বারা শ্রেষ্ঠতর পরিগণিতা হইয়া আদরণীয়া হইয়াছেন, তদ্বিহীনে শ্রুতি এবং লোচন সত্ত্বে বধির ও অন্ধ, বস্তুতঃ কথিত শ্রুতি এবং লোচন পীড়ার কারণ বিশেষত বিদ্যাবিহীনে কতপ্রকার অনিষ্ট এবং ভ্রষ্টকারক দোষোৎপত্তি হইয়া মনুষ্যকে পদে পদে বিপদে পতিত করে তাহা কথনাতীত অতএব বিদ্যা যে পরম পদার্থ এবং সর্ব্বপ্রকার গুণের আধার ইহা হিতোপদেশকারকেরা কহিয়াছেন, সম্পাদক মহাশয় বিদ্যার অতুল্যোজ্জ্বল এবং নির্ম্মল গুণ বর্ণনে গুণগ্রাম সুধীবর নীতি গ্রন্থকারদিগের লেখনী ক্লান্ত হইয়াছেন, তদ্বর্ণনে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি ধারিণী লেখনী নিরস্তাবলম্বন করিতে সহজেই বাধিতা হইলেন, ফলতঃ মূল সূত্র এই যে এই অখণ্ড প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে বিদ্যাই শ্রেষ্ঠতর এবং পরম পদার্থ তদ্বিহীন হইয়া এতন্মহীমণ্ডলে জীবিত থাকা নিষ্ফল এবং নিরর্থক শুদ্ধ চক্ষু কর্ণ সত্ত্বে অন্ধ ও বধির হইয়া দুঃখ সম্ভোগ করা মাত্র।

বহুকালাবসনাবধি অস্মদ্দেশস্থ অঙ্গনাগণ যাহারদিগের গৃহপিঞ্জর কোকিলা বাচ্য করা যাইতে পারে, বিদ্যা পদার্থ বিহীনে চক্ষু কর্ণ সত্ত্বে অন্ধ ও বধিরের ন্যায় হইয়া গৃহপিঞ্জরে এবং পুরুষদিগের দাম্ভিকতা মিশ্রিত ভ্রান্তিমূলক কর্ত্ত্বাধীন শৃঙ্খলে বদ্ধাভাবে কাহারদিগের অভ্যন্তরস্থ অর্থাৎ আন্তরিক ভাবের ভারি হইয়া তদভাবের নিগূঢ়তাবানুভব করিলে এবং বাহ্য দুরবস্থা ঈক্ষণ কিম্বা বিবেচনাধীনে অর্পণ করিলে কি মর্ম্মভেদ হয় না, অধুনা স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার বিষয়ের প্রতিবন্ধকাচারকদিগের প্রতি জিজ্ঞাস্য এই যে সুখ এবং রসস্বাদন শক্তি কি শুদ্ধ পুরুষদিগকেই প্রদত্ত হইয়াছে স্ত্রীলোকেরা কি তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও অধিকারিণী নহেন, অস্মদ্দেশীয় অঙ্গনাগণের প্রতি বিদ্যা শিক্ষা অথবা জ্ঞান পদার্থ লাভ বিষয়ে কি কোন নিষেধ সূচক বিধি কিম্বা যুক্তি উক্ত হইয়াছে, জ্ঞান পদার্থ শুদ্ধ এতদ্দেশীয় অভিমানী পুরুষ জাতির অন্তর পরিতোষ ও পরিষ্কার এবং দাম্ভিকতা ও অভিমান পুষ্টির নিমিত্তেই কি সৃষ্ট হইয়াছে, স্ত্রীজাতি কি পুরুষদিগের তুল্য সুখ ও দুঃখানুভব করিতে অসমর্থা, আপনারা বিঘ্ন বিহীনে সচ্ছন্দে বিদ্যা পরম পদার্থের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া ভদ্র সম্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক পরিতোষে কাল যাপন করিয়া স্ত্রীলোকদিগকে কথিত পদার্থের অপূর্ব্ব সুরস হইতে বঞ্চিতা করিয়া জন্মান্ধের ন্যায় রাখার একান্ত অলীকেচ্ছা এবং তদভাব প্রকাশিকা বক্তৃতা অথবা প্রকাশ্য পত্র কিম্বা পর্য্যালোচনা এ সকল কি তাঁহাদিগের অলীকাভিমান,

দাম্ভিকতা এবং স্বার্থপরতার পরিচয় প্রদায়ক নহে, স্ত্রীলোকদিগকে মূর্খত্ব স্বভাবে চিরকাল রাখাতে কি তাঁহারদিগের অন্তঃকরণে কি কিঞ্চিন্মাত্র ঘৃণা ও দয়ার উদয় হয় না, যাহা হউক, এবিষয়ে যত বিবেচনা এবং বক্তৃতা করার অভিলাষ থাকে, ততই হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা শুদ্ধ দুঃখদায়ক নানা ভাবোদয়ে পরিপূর্ণাশ্রু নেত্র হইয়া লেখনী অচলা হয়েন।

স্ত্রীলোকেরা বিদ্যায় বঞ্চিতাবশতঃ সতত পরনিন্দা ও কলহ ও অনর্থক বহু ব্যাপারে রত থাকিয়া কাল গত করেন তৎপরিবর্ত্তে কিঞ্চিৎ বিদ্যাশিক্ষা করিলে বহুবিধ উত্তমোত্তম পুস্তকাদি পাঠদ্বারা অন্তকরণ পরিতোষ করিতে শক্তা হইলে অনর্থক এবং কথিত ঘৃণিত ব্যাপার সকল হইতে বিরতা হইতে পারেন, বিদ্যা রসের কিঞ্চিৎ মর্ম্মজ্ঞ হইলে অন্তঃকরণে কত সুখোদয় হয়, তাহা সুধী মাত্রেই বিবেচনা করিবেন।

অপরন্তু কামিনিরা বিদ্যাবতী হইলে ভ্রষ্টাচারিণী ও স্বেচ্ছাচারিণী হইবেন, ইহা বিবেচনা করিলে বিদ্যার মহিমার হানি জ্ঞান করিতে হয়, এক্ষণে অজ্ঞানাবস্থায় থাকিয়া যে প্রকার তাহারদিগের সতীত্ব সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষণ করিতেছেন তাহা কাহার অনুভূত না হইতেছে, মহাশয় বিবেচনা করুন যে বিদ্যা দ্বারা অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট হওতঃ জ্ঞান নেত্রোন্মীলন হইয়া সদসৎ এবং দোষাদোষ, বিবেচনা করিতে শক্তা হওয়া যায়, তদ্দ্বারা কি প্রকারে স্ত্রীলোকেরা ভ্রষ্টাচারিণী হইবেন, স্ত্রীজাতির কাব্যপুস্তকাদি পাঠ করিয়া স্বামীর সহিত যে প্রকার রসালাপ করিয়া মনোরঞ্জন এবং চিত্তাকর্ষণ করিতে পারেন, বিদ্যা বিহীনারা সে প্রকার কদাচ করিতে সমর্থা হয়েন না, অপিচ স্ত্রী যদ্যপি স্বীয় বিদ্যা দ্বারা স্বামীকে রসিকতা পরিপূর্ণ পত্রাদি অথবা স্বামীর নিকট হইতে আগত পত্রের সদুত্তরাদি প্রদানে সক্ষমা হয়েন, তবে কি প্রকার সুখানুভব হয় তাহা ব্যক্ত করণাপেক্ষা ব্যক্তিব্যূহের সহজেই উপলব্ধি হইবেক, ফলতঃ অস্মজ্জাতীয় অঙ্গনাগণের মহদুপকারিণী এবং বহু ফলপ্রদ বিদ্যাভ্যাস জনিত জ্ঞানযোগ হইলে যেপ্রকার চিত্তরঞ্জন এবং সুসভ্যতার কারণ হইবেক তাহা বিজ্ঞজন সমূহের অবিদিত নাই এতদ্বিপরীতে অর্থাৎ স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা ও পরিপক্বতা এবং নিপুণতা জন্মিলে অসম্ভাবনীয় নানা দুর্ঘটনা কুক্রিয়া এবং দোষ ঘটনার ঘটক বোধে কুজ্ঞানী অভিমানী এবং স্বার্থপর ব্যক্তিরা সে সকল অমূলক ভ্রান্তি, অভিমান ও অমূলকাপত্তি উপস্থিত করিয়া দেশের মহদুপকার এবং মঙ্গলজনক ব্যাপারের পন্থাবরুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন ও হইতেছেন ও হইবেন, তাঁহারা রাজসম্মানে সম্বর্দ্ধিত সভ্যজ্ঞানে সজ্জন সমূহ সন্নিধানে প্রশংসা ভাজন না হইয়া বরং "মিজেনথ্রপিষ্ট" অর্থাৎ দেশাপকারক জ্ঞানে জনপদের হাস্যাস্পদের প্রধান স্থল হইবেন যে ব্যাপারে কিম্বা যে ব্যাপারের অনুষ্ঠানে দেশোপকার সম্ভাবনা তাহাতে অনুরাগ প্রকাশ পূর্ব্বক সাধ্যানুসারে সাহায্যোৎসাহ প্রদান করিলে রাজসমীপে সমাদৃত এবং জনপদের বিজ্ঞব্যূহের প্রতিষ্ঠাভাজন অর্থাৎ দেশোপকারক শ্রেণীতে বিগণীত হইয়া স্মরণীয় হইতে পারেন, এবম্বিধ কর্ম্মে মনকে নিযুক্ত এবং পরিশ্রমকে প্রদান করাই বিধেয় ইত্যলংবিস্তরেন ১৩ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দঃ। কস্যচিৎ বরিশালস্থ ভাস্কর পাঠকস্য।

## সম্পাদকীয়। ২৩ জুন ১৮৪৯। ৩২ সংখ্যা

### শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের বাটীতে বালিকা শিক্ষার পাঠশালা

আমরা গত ১৭ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবাসরীয় ভাস্করে আনন্দিত হইয়া এই পাঠশালার সমাচার লিখিয়াছিলাম, তদ্দৃষ্টে অন্যান্য সমাচার পত্রে বিশেষতঃ প্রভাকরে এই বিষয় প্রকাশ হয় ইহাতেই চন্দ্রিকা সম্পাদক লেখেন, "নগর মধ্যে জনশ্রুতি এবং সম্বাদ পত্রাদিতেও প্রকাশিত হইয়াছিল যে রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর আপনারদিগের বাটীর ও অন্যান্য ভদ্র বালিকাদিগের বিদ্যা শিক্ষার্থে শোভাবাজারের বাটীতে এক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সংস্কৃত কালেজের জনৈক ছাত্র দ্বারা ইংরেজী ও বঙ্গভাষা শিক্ষা দিতেছেন কিন্তু আমরা স্বয়ং রাজ বাটীতে গমন করিয়া দেখিয়াছি এবং রাজা বাহাদুরের স্বমুখে শুনিয়াছি সে রাজ বাটীতে দ্বিতীয় স্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই" আমরা পূর্ব্বেই চন্দ্রিকাতে এবিষয় দেখিয়াছিলাম তথাচ অভিপ্রায় ছিল না প্রাচীনা চন্দ্রিকার প্রতি কটাক্ষ করি, এবং চন্দ্রিকা লেখক শ্রীযুত বাবু রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের সাক্ষাতেও ইহাই ব্যক্ত করিয়াছি কিন্তু তৎপরে দৃষ্ট হইল জ্যৈষ্ঠ মাসের পঞ্চ বিংশতি দিবসীয় প্রভাকর পত্রে ইহার আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে এবং প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তাহার প্রকৃত উত্তর করিতে হইলে চন্দ্রিকা সম্পাদক মহাশয়কে অবশ্য আমারদিগের মত আশ্রয় করিতে হইবেক, তথাপি চন্দ্রিকা সম্পাদকের অভিসন্ধি ছিল আমারদিগের মিথ্যা কথন সপ্রমাণ করেন অতএব আমরা তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলাম এক দিবস প্রাতঃকালে অনুগ্রহ পূর্ব্বক এইদিগে আসিবেন আমরা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের বাটীতে যাইয়া পাঠশালায় এক, দুই, তিন ইত্যাদি ক্রমে বালিকাদিগের সংখ্যা গণনা করিয়া দেখাইয়া দিব এবং এই পাঠশালা যে দিবস হইয়াছে তাহার নিশ্চিত প্রমাণ সেই স্থানেই পাইবেন, আমরা গবাক্ষে বসিয়া রাজবাটীর কথোপকথন শুনিতে পাই, চন্দ্রিকা সম্পাদক রাজবাটী হইতে দেড় ক্রোশ ব্যবধানে থাকেন ইহাতেও আমারদিগের কথা মিথ্যা করিতে চাহেন এ তাহার ভারি সাহসের কর্ম্ম, রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর কি পূর্ব্বে তাঁহার বাটীতে পাঠশালা করিয়া বালিকাগণকে শিক্ষা প্রদান করেন নাই, এবং তৎপরে কয়েক বৎসর হইল কোন বিশেষ কারণে কি তাঁহার বাটীর বালিকা পাঠশালা বন্ধ ছিল না, এইক্ষণে রাজা বাহাদুর পুনর্ব্বার স্ত্রীশিক্ষার পাঠশালা করিয়াছেন, প্রতিবাসিগণের বালিকারাও রাজ বাটীতে আসিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে, এ সমাচার প্রচার করণে দোষ কি, বরং আহ্লাদের বিষয় তজ্জন্যই আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম, চন্দ্রিকা সম্পাদক মহাশয় আমারদিগের লিখিত সত্য বিষয় কেন মিথ্যা মেঘ দ্বারা আচ্ছন্ন করিতে চাহেন, সত্য বিষয় কেহ গোপন রাখিতে পারেন না।

## চিঠিপত্র । ২৬ জুন ১৮৪৯ ৩৩ সংখ্যা

মান্যবর শ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয়েষু।

গৃহ বিচ্ছেদ অর্থাৎ অনৈক্যই তাবৎ অনর্থের মূল হয় নীতিশাস্ত্রে বারম্বার ইহা ব্যক্ত হইয়াছে, মনুষ্যেরা যখন বিপদগ্রস্ত হয়েন অথবা তাঁহারদিগের অভীষ্ট সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা না থাকে তখন পরস্পর সাহায্য দ্বারা সর্ব্ব সাধারণের উপকারার্থী হয়েন কিন্তু সম্পদকাল উপস্থিত হইলে অথবা বহুকাল পর্য্যন্ত অন্তঃকরণস্থ মানস পূর্ণ হইবার আশা পথ দৃষ্ট হইলে সকলেই স্বার্থপর হইয়া আপনাপন লাভের চেষ্টা করেন, এবং যদ্যপি তাঁহারদিগের মধ্যে কেহ স্বীয় ক্ষমতা দ্বারা অথবা ভাগ্যক্রমে অন্যাপেক্ষা উক্ত কার্য্য সাধনে অগ্রবর্ত্তি হয়েন তবে পূর্ব্ব মতাবলম্বি মহাশয়েরা তাঁহার দ্বেষ করিতে আরম্ভ করেন এবং যাহাতে সমুদায় কার্য্য বিফল হয় এমত চেষ্টা করিয়া থাকেন, এতদ্বাক্যের প্রমাণ স্বরূপ নানাবিধ দৃষ্টান্ত আছে, বিশেষতঃ সম্প্রতি এতন্নগরে অতি আশ্চর্য্য এক ব্যাপার হইতেছে তদ্দ্বারা মনুষ্যদিগের অন্তঃকরণ কি পর্য্যন্ত হিংসা ও খলতা পূর্ণ তাহাই বিশিষ্ট রূপে বোধগম্য হইবে।

মহাশয়, বেথুন সাহেব কর্ত্তৃক স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার্থ পাঠশালা স্থাপন হইবার পূর্ব্বে আমি ইংরাজি ভাষায় সুপণ্ডিত এতদ্দেশস্থ যে যে ব্যক্তির সহিত আলাপ করিয়াছি তাঁহারা সকলেই কহিয়াছেন "স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষা না হইলে দেশের উন্নতি এবং সভ্যতা বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই, যে মহাত্মা এই মহৎ কর্ম্ম সাধন করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন তাঁহার প্রতি দেশস্থ তাবৎ লোকের বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য, ইতিহাস ও পুরাবৃত্ত দ্বারা এমত স্পষ্ট বোধ হয় স্ত্রীলোকেরাই জ্ঞান বৃদ্ধির সভ্যতা বৃদ্ধির মূল কারণ হয়েন, বিশেষত অজ্ঞানা বুদ্ধিহীনা অবলাদিগের সহিত কথোপকথনে সন্তোষ জন্মিতে পারে না বরং তাঁহারদিগের সহিত সহবাসে সন্তানাদি কুক্রিয়ান্বিত ও কুপথগামী হইতে পারে" যাঁহারা পূর্ব্বে এই সকল বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাসে নানাস্থানে বক্তৃতা করিয়া সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং কেহ বিপক্ষবাদী হইলে তাঁহার প্রতি হাস্য বিদ্রূপ করিতে ত্রুটি করেন নাই সংপ্রতি তাঁহারদিগের মধ্যেই কেহ কেহ অতি সুধার্ম্মিক ও দয়াবান এবং সর্ব্বজন হিতৈষী মহাত্মা বেথুন সাহেবের নিন্দা করিতে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন, যেহেতু উক্ত ব্যক্তি প্রকাশ্য পাঠশালায় তাঁহারদিগের অতি শৈশবাবস্থাপন্ন বালিকা-গণকে বিদ্যা দান করিতে প্রবর্ত্ত হইয়া যথোচিত কায়িক পরিশ্রম ও ধন ব্যয় করিতেছেন, সম্পাদক মহাশয়, এই সকল ব্যক্তির যদ্যপি বেথুন সাহেব দ্বারা আবাহিত হইতেন কিম্বা যদ্যপি উক্ত সাহেব প্রথমে ইহাঁরদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া এতন্মহৎ কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইতেন তবে নিঃসন্দেহ বেথুন সাহেব কোন প্রকারেই দোষী হইতেন না, এই সকল ব্যক্তিরাই আকাশ পাতাল যুড়িয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিতেন,

যাঁহারা যথাযথ দেশ হিতৈষী হয়েন তাঁহারা কদাপি আপন আপন সম্মান চাহিয়া বেড়ান না, যে কোন ব্যক্তি দ্বারা হউক সাধারণের উপকার হইবে এমত কার্য্যারম্ভ দেখিলেই উৎসাহ প্রদান করেন, এবং যে প্রকারে হউক তাহার সফলতা বৃদ্ধি করিতে যত্নবান হয়েন এই নিমিত্তই আমি দলপতি মহাশয়দিগকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করি তাঁহারা আদৌ নিমন্ত্রিত হয়েন নাই এই হেতু অভিমান না করেন, কারণ একর্ম্ম এমত মহৎ যে স্বার্থপরতা পরিত্যক্ত হইয়া কায়োমনোবাক্যে ইহার বৃদ্ধি হেতু চেষ্টিত হইতে হয়, সম্পাদক মহাশয়, পৃথিবীর সমুদায় কার্য্যই কি যশোলাভের নিমিত্ত করিতে হয়, ধর্ম্ম কি অতি উৎকৃষ্ট পদার্থ নহে, আর যদ্যপি এইক্ষণে যৎকিঞ্চিৎ চেষ্টা করিলে পরমেশ্বরের মহৎ কল্প মানব জীবের মধ্যে অর্দ্ধাংশ চিরকাল সুখে কাল যাপন করিতে পারেন তবে সেই চেষ্টা দ্বারা কি বিশেষ ধর্ম্মোপার্জ্জন হয় না, ফলত এক্ষণকার ইংরাজি বিদ্যা শিক্ষিত হইয়া বাবু মহাশয়েরা সমুদায় ধর্ম্মকর্ম্মের মণ্ড গ্রাস করিয়া কেবল অহং বুদ্ধির এমত বশীভূত হইয়াছেন যে তাঁহাদিগের কোন কর্ম্মই নির্ম্মলান্তঃকরণ এবং পরোপকার বাসনা হইতে পারে না, যেমন দুগ্ধ সর্পের উদরে প্রবিষ্ট হইলে কালকূট হইয়া নির্গত হয় তেমনি অতি মহৎ কার্য্য সকলও ইঁহারদিগের মনে ক্ষণকাল বাস করিলে নাম কিনিবার কপর্দ্দক হইয়া উঠে, হে পরমেশ্বর, আমারদিগের আর কতদিন এমত অবস্থায় জীবন ধারণ করাইবা, অদ্যাপিও কি আমারদিগের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই, সৎকর্ম্মের প্রতি স্বাভাবিক স্নেহ নাই, ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র বিদ্যাবান বুদ্ধিমান মনুষ্যও নাই, কেবল ইন্দ্রিয় সুখাভিলাষ ও অহংবুদ্ধি মাত্র বিরাজমান রহিয়াছে কপিল দেব কহিয়াছিলেন "ইহব স্বর্গ নরকৌ" সেই মহর্ষি বাক্য ব্যর্থ হইতে পারে না, দেখ এই ভারত ভূমিই সং ‧ তি নরক তুল্য হইল।

সম্পাদক মহাশয়, ইংরাজী বিদ্যাভিমানি এক মহাপ্রভু প্রথমত স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার বিপক্ষে লেখনী ধারণ করেন, এক্ষণে ইংরাজি সংবাদপত্র মধ্যে প্রেরিত পত্র সকল প্রকাশ হইতেছে যদ্দ্বারা বোধ হয় যে পূর্ব্বোক্ত মহাশয় একক নহেন তাঁহার পারিষদও অনেকগুলিন আছেন ইহারা কদাচ আমাদিগের অপরিচিত লোক নহেন ইঁহারদিগের তাবৎ ব্যবহার আমারদিগের শ্রুতিগোচর চক্ষুগোচর আছে অতএব আর কি অধিক কহিব, ইহারদিগের ইংরাজি শিক্ষায় দিক অভিমানেও ধিক এবং যে হিংসার বশীভূত হইয়া সৎকর্ম্মের বিপক্ষ হইতেছেন সে হিংসাতেও সহস্রধিক।

কস্যচিৎ স্বদেশ হিতৈষী জনস্য।

## চিঠিপত্র। ১২ জুলাই ১৮৪৯। ৪০ সংখ্যা

### স্ত্রীবিদ্যা বিষয়ক

ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়, জগদীশ্বরের সৃষ্টি মধ্যে বিদ্যাই মূলাধার এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদার্থ, ইহা পৃথিবীস্থ সর্ব্বজাতি দ্বারা কথিত এবং শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ বশতঃ ঈশ্বরের সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্য মাত্রের মধ্যে প্রায় অধিকাংশের অতুল্য বিদ্যারত্ন লাভাকাঙ্খাধিক্য প্রত্যক্ষ অর্থাৎ বিদ্যারত্নের লাভের আশার কলেবর দীর্ঘতা এবং ঐকান্তিক উৎসুকতা দৃষ্ট হইতেছে, অপিচ নীতিশাস্ত্র এবং হিতোপদেশাদিতে বিদ্যার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠতা বর্ণ হইয়া জনপদে বিদ্বজ্জন কর্তৃক তন্নিদর্শন দর্শিত হইতেছে, এস্থলে বিদ্যা অমূল্য রত্নের অতুল্য গুণ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা সপ্রমাণার্থে প্রমাণ প্রয়োগ প্রয়োজনাভাব পাণ্ডিত্যাগ্রগণ্য ব্যাস কালিদাসাদি এবং অপরাপর পণ্ডিতগণ দেশের অক্ষয় ভূষণ রূপে জগজ্জানিত হইয়া চিরস্মরণীয় রহিয়াছেন, অতএব বিদ্যা যে সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্ব প্রকারে মনুষ্যের ইহ পরলোকের এবং লোকযাত্রা নির্ব্বাহের মূল কারণ ইহা সর্ব্বজনের স্বীকার্য্য।

অধুনা কলিকাতা নগরীয় স্ত্রীবিদ্যালয় এবং স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে পক্ষদ্বয়ে অর্থাৎ অনুকূল এবং প্রতিকূল বাদীদিগের মধ্যে নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক এবং গুরুতরান্দোলনে এবং ভাস্করেত্যাদি সভ্য সংবাদ পত্রের অধিকাংশই প্রাগুক্ত বিষয় ঘটিত সম্পাদকীয় উক্তি এবং প্রেরিত পত্রাদিতে পূর্ণ হইতেছে তাহাতে প্রতিকূল বাদিগণের প্রেরিত পত্রাদি পাঠে লজ্জান্বিত এবং বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি তৎ কারণ এই যে তাঁহারা স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ের প্রতিবন্ধকতার হইয়া স্ব স্ব মতের পোষকতার্থে দেশের এপ্রকার আনন্দ ও কল্যাণকর ব্যাপার হিন্দুজাতিপক্ষে অপকারক ও পরিণাম ফল ভয়াবহ মূল বোধে যে সকল প্রস্তাব যুক্তি নীত ভাব বিবেচনা ও কারণ কূট প্রকাশ করিতেছেন তৎসমুদায় তাঁহারদিগের মানসের কান্তি অভিমানের পুষ্টিকর হইতে, হা, কি ভ্রান্তি রোগের প্রাবাল্য, জগদীশ্বর সন্নিধানে প্রার্থনীয় যে তিনি ইহাঁরদিগের এই প্রবল ভ্রান্তিরোগের শান্তি করেন।

আদৌ স্ত্রী বিদ্যা বিদ্বেষক মহাশয়েরা নিশ্চয় জানিয়াছেন প্রথম কালাবধি বর্ত্তমান পর্য্যন্ত অবলা জাতির বিদ্যাভ্যাসের নীতি পদ্ধতি নাই কিন্তু ইহা ভ্রমমূলক, কেন না স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষার প্রথা সূর্য্যবংশীয় রাজ্যাকারিদিগের অধিকার সময়ে এবং পূর্ব্বে পূর্ব্বে সভ্য হিন্দু রাজাদিগের অধিকার সময়ে প্রচলিত ছিল, সীতা, দ্রৌপদী, দেবজানী, লীলাবতী এবং খনা প্রভৃতি স্মরণীয়া স্ত্রীগণ কি বিদ্যাবতী ছিলেন না, আর যদি পূর্ব্ব রীতি বিনিময়ের বাক্যোল্লেখ করেন, তবে তদুত্তর এই যে কোন প্রথা কোন দেশে নিত্য নহে, সময়ানুসারে সর্ব্বদেশের নিয়ম বিনিময় হয় আর তাঁহারা কি কহিতে পারেন তাঁহারদিগের মধ্যে কোন পূর্ব্বপ্রথার পরিবর্ত্তন অথবা নবীন নিয়ম সংস্থাপিত হয় নাই ছাপা যন্ত্র ও বাষ্পতরী ও ইংরাজী

চিকিৎসা ও ভেষজাদি ব্যবহার কি তাঁহারা তাঁহারদিগের পূর্ব্বতন বোধ করেন, অতএব স্ত্রীজাতির বিদ্যাভ্যাসের প্রথা নবীন এবং নানা দোষের কারণ ইত্যাদি ব্যক্ত করা অনুচিত হইয়াছে ।

অবলা জাতির বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে কোন শাস্ত্রে নিষেধ সূচক কোন বিধি ব্যাস মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি কেহই স্ত্রী শিক্ষার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন নাই, ভগবান মনুর ৫ অধ্যায়ে এবং ব্যাসোক্তিতে তথা মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের অষ্টমোল্লাসে যে সকল স্ত্রীধর্ম্মোল্লেখ হইয়াছে, তাহার স্ত্রীজাতির বিদ্যাভ্যাসের নিষেধ বাক্য দৃষ্ট হয় না, বরং শ্রুত আছে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের উপদেশ "দীধিতি" গ্রন্থে দৈত্যগুরু তদ্দুহিতার প্রতি বিদ্যাভ্যাসে মনোনিবেশ করণার্থে উপদেশ দিয়াছিলেন যথা "পঠ মৎপ্রাণ পুত্রিত্বং বিদ্যাভ্যাসাং সদা কুরু। সর্ব্বেষাং ভূষণংবিদ্যা চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদ।" তথা বিরাট পর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। "অপুংস্ত্ব মপ্যস্থ নিসম্য তংস্বয়ং ততঃকুমারীপর মৃৎসসর্জ্জতাং।" পূর্ব্বে ছিল কিনা, তাহা সভ্যজনের বিলক্ষণ অনুভূত হইবেক, ইহাতে প্রতিকূল বাদি মহাশয়েরা অঙ্গনাগণের বিদ্যাভ্যাসের প্রথা পূর্ব্বে ছিল না অথবা উক্ত প্রথার নবীনত্ব বর্ণন করিলে উপায় কি, প্রাগুক্ত বচনদ্বয় গত ৩০ সংখ্যক ভাস্করের পত্র প্রেরক বিজ্ঞবর "স্ত্রী শিক্ষা পক্ষ" মহাশয়ের পত্রে উল্লেখিত হইয়াছে ।

প্রাচীন মতস্থ মহাশয়েরা অভিমান বশতঃ কহেন কামিনীরা বিদ্যাবতী হইলে স্ব স্ব পানীগৃহীতার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ও ব্যবহার এবং আশ্রমোচিত তথা অপরাধের কর্ত্তব্য ক্রিয়াদি হইতে রহিতা হইবেন, এবং তাঁহারদিগের কামাধিকতা, ক্রূরতা, পিশুনতা, দোষাদি বিদ্যা দ্বারা মার্জ্জিত কি বর্জ্জিত না হইয়া বরং বৃদ্ধি পক্ষ সম্ভাবনা, কিন্তু এতদ্বচন দ্বারা বিদ্যার মহিমা হানি প্রতীত হয় কি না জ্ঞানি লোকেরা বিবেচনা করিবেন ।

প্রিয় মহাশয়, রমণীরা সুশিক্ষা ও শাস্ত্র পাঠাদি দ্বারা স্ব স্ব স্বামির মর্ম্মজ্ঞা এবং তৎপ্রতি যে প্রকার ভক্তি শ্রদ্ধা ও নিয়মিত কর্ত্তব্য কর্ম্মাদি নির্ব্বাহ করিতে হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ জ্ঞাতা উপদেশ প্রাপ্তা হইতে পারেন, অজ্ঞানাবস্থায় অঙ্গনাগণ যতক্ষণ স্বামির সন্নিকটে থাকেন ততক্ষণ ক্বচিৎ শান্ত স্বভাব তৎপরেই পরনিন্দা কলহ, অনর্থক বাগ্জল্পনা ও গল্পাদিতে কাল হরণ করেন কিন্তু বিদ্যাভ্যাস জনিত জ্ঞান যোগে দোষাদি ক্ষালিত না হইলে মূর্খতা অজ্ঞান ও ক্রমাগত জ্ঞানাক্ষি মুদ্রিতাবস্থায় থাকিলে কি প্রাগুক্ত দোষাদির শান্তি হইতে পারে, অতএব অজ্ঞানবস্থায় অবস্থান শুদ্ধ দোষ স্থান ।

স্ত্রীজাতি সুশিক্ষিতা ও বিদ্যায় নিপুণা হইলে বিদ্বান ও সজ্জনের যদ্রূপোকার ও আনন্দকর তাহা কথনীয় নহে, অধুনা গত ৩ আষাঢ় শনিবাসরীয় ২৭ সংখ্যক ভাস্কর পত্রে "কোন অবলা" ইত্যঙ্কিত যে এক প্রেরিত পত্র প্রকটিত হইয়াছে, আমি তৎপাঠে যে প্রকার পুলকাভিভূত হইয়াছি তদ্বাহুল্য বর্ণনেও স্বরূপ বর্ণন হয় না, অবলার বুদ্ধির প্রাখর্য্য-ভাবের ও বাক্যবিন্যাসের সৌন্দর্য্য, জ্ঞানযোগের মাধুর্য্য, শাস্ত্রাদিতে দৃষ্টি ও উৎকৃষ্ট গুণচয়

স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে "অবলা যে প্রকার পারিপাট্য ভাবে ও রসমাধুর্য্যাদিতে রচনা করিয়াছেন বঙ্গদেশীয় অঙ্গনা কর্তৃক এ প্রকার সুলিপী রচিত হওয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতে হইবেক, অবলার লিপী পাঠে আমি যদ্রূপ খুশি হইয়াছি তাহা বর্ণ দ্বারা বর্ণনীয় নহে এবং বোধ করি সভ্যজনগণেরও মহানন্দ বোধ হইয়া থাকিবেক অত্র সন্দেহ বিরহ অতএব অবলাকে বহুসংখ্যক ধন্যবাদ দিলাম, এই লিপীর দীর্ঘতার আতিশর্য্য আশঙ্কায় তাঁহার বিশেষ ধন্যবাদ করিতে অসমর্থ বিধায় বিষাদকে শরীরে স্থানপ্রদান করিতে হইল, ফলতঃ "অবলা" অস্মদন্তঃকরণে স্মরণীয়া রহিলেন।

যে হউক, অবলারা বিদ্যাবতী হইলে তাঁহারা স্ব স্ব সতীত্ব সংরক্ষণে যত্নবতী এবং সতীত্বাবস্থায় অবস্থান করিবেন এবং বিদ্বজ্জনের বিবিধ সুখের কারণ হইবেন, অতএব সকলে অভিমান বর্জ্জিত হইয়া দেশের মাঙ্গলিক ও শুভজনক উপস্থিত ব্যাপারে প্রার্থনীয় সাহায্য ও মনোযোগ প্রদান পূর্ব্বক দেশহিতৈষি ও সভ্যরূপে গণিত ও যশস্বী হউন।

কস্যচিৎ ত্রিপুরা নিবাসিঃ।

## সম্পাদকীয়। ২১ জুলাই ১৮৪৯। ৪৪ সংখ্যা

এতদ্দেশীয় লোকেরা দলাদলীতেই অধঃপাতে গিয়াছেন তথাচ অনিষ্টকর দলাদলী পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না, পরিত্যাগ করিবেন সুদূর পরাহত বরং নূতন দলাদলীর সোপান গঠন করিতেছেন, বিদ্যালয় স্থাপন বিষয়ে পূর্ব্বে কখনও দলাদলীর কথা শ্রবণ করি নাই, ভবানিপুর নিবাসি প্রবাসি লোকেরা এইক্ষণে তাহাও শ্রবণ করাইলেন, ভবানিপুরে পূর্ব্বে এক বিদ্যালয় ছিল, তথাকার বালকেরা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বেতন দিয়া ঐ বিদ্যাগারে ইংরেজি শিক্ষা করিতেন, পরে বালকদিগের পিতামাতাদির কৃপণতা এবং অধ্যক্ষের অবসন্নতা এই উভয় কারণে বিদ্যালয়ের দুরবস্থা হয়, তাহাতেই তত্রস্থ কতিপয় ভদ্রলোক একত্র হইয়া এক চাঁদা করেন এবং আপনারা যথাসাধ্য অর্থ দেন, এইরূপে ভিক্ষার ধন ও আপনারদিগের দত্ত ধন একত্র করিয়া উপযুক্ত ব্যয় দ্বারা দুরবস্থ বিদ্যামন্দিরকে "ভবানিপুর সেমিনরি" নামে উন্নত করিলেন, তৎপরে তাঁহারদিগের পরিশ্রমে ক্রমে অধিক বালকের আগমন হয় এবং সুশিক্ষিত শিক্ষকেরা মনোযোগপুর্ব্বক শিক্ষাদান দ্বারা বিদ্যালয়কে সুখ্যাত করেন, তদবধি কয়েক বৎসর ঐ বিদ্যাগারে বালকদিগের উত্তমরূপ শিক্ষা হইয়াছিল কিন্তু তৎপরেই বালকগণের পিতামাতাদি যাঁহারা বেতন প্রদান করিতেন তাঁহারদিগের বোধ হইল বিদ্যাগারে বহু বালক একত্র হইয়া সুশিক্ষা পাইতেছে এইক্ষণে অধ্যক্ষগণের হস্তে অধিক টাকা হইয়া থাকিবে অতএব তাঁহারা হাত গুড়াইতে লাগিলেন, অর্থাৎ মাসিক বেতন প্রদানে কঠিনকর হইলেন, তাহাতেই বিদ্যালয়ের সঞ্চিতার্থ ব্যয় হইয়া গেল, অনন্তর বিষয় বাস্তুতাধীন অধ্যক্ষেরাও বিদ্যালয়ের ব্যয়ার্থ উপযুক্ত ধনদানে কাতর হইয়াছিলেন,

এই কারণ মধ্যে কয়েকমাস বালকদিগের সুশিক্ষার ব্যাঘাত হইয়াছিল, কিন্তু ঐ ব্যাঘাত বহুদিন রহিল.না, বিজ্ঞবর, অধ্যক্ষেরা নিজ ব্যয়ে এক ইংরেজ এবং উপযুক্ত দুইজন বাঙ্গালী আর ঐ বিদ্যাগারের উচ্চ শ্রেণীস্থ দুই ছাত্রকে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন, এবং সাধারণ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি বদান্যবর মহাশয়দিগের গোচর নিমিত্ত বিজ্ঞাপন জানাইলেন উক্ত বিদ্যালয়ের উন্নতি জন্য সকলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দান করেন, এই বিজ্ঞাপন সন্নিহিতা-সন্নিহিত বদান্যগণের গোচর জন্য হইয়াছিল, এবং নিকটস্থ মহাশয় ব্যক্তিদিগের দয়া ধর্ম্ম প্রকাশক দানের জন্য অধ্যক্ষেরা এক চাঁদা করেন, তাহাতে অনেকেই স্বাক্ষর করিতে আরম্ভ করিলেন এপর্য্যন্ত ভবানিপুর নিবাসি প্রবাসিকে প্রতিবন্ধকতাচরণ করেন নাই কিন্তু তৎপরেই বিদ্যাধ্যাপনীয় সমাজাধিপতি অথচ গবর্ণর কৌন্সেলের মান্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত বেথুন সাহেব কলিকাতা নগরে হিন্দু বালিকাদিগের বিদ্যাভ্যাসের নিমিত্ত পাঠশালা করেন, এবং ভবানিপুর সেমিনরীর অধ্যক্ষ শ্রেণীস্থ কোন কোন বিজ্ঞলোক বালিকাশিক্ষালয়ে তাঁহারদিগের বালিকাগণকে পাঠাইলেন ইহাতেই অধ্যক্ষদিগের মধ্যস্থ কোন কোন ব্যক্তির এই অপরাধ ব্যক্ত করিয়া ভবানিপুর প্রবাসি শ্রীযুত বাবু মাধবচন্দ্র শান্যাল ও শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র নাগ এই দুই ব্যক্তি বিশেষ প্রতিবন্ধক হইয়া তাঁহারদিগের অনুগত কতিপয় লোকের সহযোগে অবধারণ করিলেন ভবানিপুর সেমিনরিতে ভবানিপুরের কোন বালককে যাইতে দিবেন না, আপনারা স্বতন্ত্র বিদ্যালয় করিবেন, ইহাতে ভবানিপুর সেমিনরির অধ্যক্ষেরা বলিলেন স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ের প্রয়োজন কি, বিপক্ষরাই এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা করুন, অথবা অন্যত্র যে বিদ্যালয় করিবেন তাহাতেই সেমিনরির ছাত্রেরা যাইয়া শিক্ষা করিবে, এই বিষয় নিশ্চিত করণার্থ সেমিনরির অধ্যক্ষেরা তিন দিবস সভা করিয়াছিলেন, ঐ সভাত্রয়ে পদার্পণের নিমন্ত্রণ পত্র প্রাপ্ত হইয়াও বিপক্ষেরা আগমন করিলেন না, বিশেষতঃ স্বতন্ত্র বিদ্যালয় করিবেন এই কথা বলিয়া বালকদিগের শিক্ষার ব্যাঘাত করিতেছেন এ পর্য্যন্তও স্বতন্ত্র বিদ্যালয় করিতে পারেন নাই, অত এব আমরা খেদিত হইলাম বাবু মাধবচন্দ্র সান্যাল ও বাবু শিবচন্দ্র নাগ রেবিনিউ বোর্ডে যে গবর্ণমেণ্টের দাসত্ব করিতেছেন সেই গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের বিপক্ষ হইয়া কি আপনারদিগের পক্ষ রক্ষা করিতে পারিবেন, এই বিষয় বেথুন সাহেবের কর্ণগোচর হইলে কি গবর্ণর বাহাদুরের কর্ণমূল পর্য্যন্ত যাইবেক না, আর বোর্ডের কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুত রিকর্ট সাহেব কি এই বিষয় শ্রবণ করিলে সান্যাল নাগ ভৃত্যকে নিকটে রাখিবেন আর শান্যাল বাবুর এমত সম্পত্তিই বা কি আছে উত্তমরূপে এক বিদ্যালয় চালাইতে পারেন, রেবিনিউ বোর্ডের কর্ম্ম প্রসাদাৎ বাবু কৃষ্ণচন্দ্র শান্যাল তেতলা চকমিলান তিন মহল বাড়ী এবং অল্প মূল্যে বহু মূল্য অনেক জমিদারী করিয়াছিলেন মাধব বাবু তাহাই রক্ষা করিতে পারেন নাই তেতালা বাড়ী ভঙ্গ হইয়া পড়িয়া যাইতেছে, কৃষ্ণ শান্যাল বাবুর আতিথ্যশালায় অতিথিরা অন্ন পায় না, দেবালয়ে পুজা হয় না, বাবু মাধবচন্দ্র শান্যাল দুঃসময়ের কুক্ষিগত হইয়াও কি শিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই, এবং

মাধব শান্যালের অনুচর শিবচন্দ্র নাগ কি সফরির ন্যায় ফর ফর করিতেছেন, আমরা তাঁহার কার্য্যের লাভালাভের তাবদনুসন্ধান রাখি, অতএব নাগ বাবু রাগ পরিত্যাগ করিয়া বিবরাশ্রয় করুন, তাঁহার বিষদন্ত গিয়াছে নির্বিষ দন্ত দ্বারা ভবানিপুর সেমিনরির অনিষ্ট করিতে পারিবেন না।

উপরিস্থিত প্রস্তাবের প্রথমাবধি পাঠ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত আসিয়া বলিবেন শেষাংশ লিখিতে লিখিতে আমারদিগের ক্রোধ সঞ্চার হইয়াছিল, এবং ইহাও বিবেচনা করিবেন যাঁহারা সাধারণের বিদ্যা শিক্ষার বিপক্ষতা করিতে চাহেন বিজ্ঞলোক মাত্রেই তাঁহারদিগের প্রতি ক্রোধ করেন, এই স্বাভাবিক ক্রোধ আমারদিগকেও আকর্ষণ করিয়াছে কিন্তু আনন্দের বিষয়ও বলিতে হয়, ভবানিপুর সেমিনরির অধ্যক্ষেরা যে চাঁদা করিয়াছেন কৃপণ পক্ষ বিপক্ষেরা তাহার ব্যাঘাত করিতে পারেন নাই অতএব আমরা চাঁদায় স্বাক্ষরকারি দাতা মহাশয়দিগের নাম ও দানের অঙ্ক গ্রহণ করিলাম।

## চিঠিপত্র। ১১ আগস্ট ১৮৪৯। ৫৭ সংখ্যা

সাধারণ মঙ্গলাখি শ্রীযুত ভাস্কর সম্পাদক আরাধ্য প্রপদেষু।

যদি ঘৃণা না করেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিম্নে লিখিত কয়েক পংক্তি সংশোধন পূর্ব্বক ভাস্করে স্থানদানে বাধিত করিবেন।

বিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয়, স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক পাঠশালা স্থাপনাবধি তৎপক্ষ বিপক্ষ অনেক পত্র মহাশয়ের ভাস্করে দৃষ্টি করত অধুনা ৪০ সংখ্যক ভাস্করে কস্যচিৎ ত্রিপুরা নিবাসিনঃ ইতি স্বাক্ষরিত এক পত্রে প্রথমত বিদ্যার মহিমা বর্ণন দ্বিতীয় স্ত্রীশিক্ষার প্রতিকূলবাদিদিগের ভ্রান্তি বর্দ্ধনাদি করিয়া মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি দর্শাইয়া স্ত্রীশিক্ষা দেশের মাঙ্গলিক ব্যাপার এবং তাহাতে সকলকে সাহায্য এবং যত্ন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন এজন্য তাঁহার ধন্যবাদ করিলাম কিন্তু সম্পাদক মহাশয়, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি মৃত রামমোহন রায়ের সময়াবধি একাল পর্য্যন্ত বঙ্গদেশস্থ যত হিন্দু এবং মিসনরি কালেজ প্রভৃতি চাতরে পড়িয়া পড়িয়া শুনিয়া অগাধ বিদ্যা প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে কি তাঁহার মন উঠিল না এখন যে সকল ভদ্র সন্তান যৎকিঞ্চিৎ হিন্দু ধর্ম্মসূত্রে গ্রন্থিত থাকিয়া কোনক্রমে কালযাপন করিতেছে তাহাদিগকে তাহাদিগের বালিকাগণ বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা পীযুষাভিষিক্ত করিবেক ইত্যাদি প্রলোভন দর্শাইয়া সে সকল হিন্দু বালিকাগণ জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত বাটীর বাহির গমন করে না এবং চন্দ্র সূর্য্যাদির কিরণ যাহারদিগের অঙ্গ কচিৎ স্পর্শ করে তাহারদিগকে ইংরেজের হস্তে সমর্পণ করিলেই কি তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়, হয়, হা, জগদীশ্বর, কালেতে কতই করিলেন, বেদ বেদান্ত শ্রুত্যাদি যে দেশের অধ্যয়ন, জাগ জপ হোমাদি সে দেশের মুখ্য কর্ম্ম,

ফলমূলাদি যে দেশের আহার ছিল, সেই দেশে ব্রাহ্মণদিগের সর্জ্জরি, মিডওয়াইফরি চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়ন ম্লেচ্ছাদি নীচ জাতি সহ অভক্ষ ভক্ষণ প্রভৃতি হইয়াও ক্ষান্ত নহেন পুনরায় ভদ্র ব্যক্তিদিগের কুলবালা লইয়া টানাটানী, সম্পাদক মহাশয়, ইহা সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারি যুগে স্বীকার্য্য বিদ্যারত্ন অমূল্য, বিদ্যা হইতে জ্ঞান, জ্ঞানাৎধ্যান এবং ধ্যানে মোখ্য লব্ধ হয়, কিন্তু সে বিদ্যা কৈ, স্ত্রীলোকাপেক্ষা পুরুষের স্মারকতা ধারকতা বুদ্ধির প্রখরতা এবং মেধা অধিক, পুরুষ নীতিজ্ঞ ধার্ম্মিক এবং বিবেচক এবং ইংরেজি পাঠশালায় নানা দিগদেশীয় পুরাবৃত্ত নীতিশাস্ত্র এবং ধর্ম্মশাস্ত্রাদি নিয়ত পাঠ করিয়া বিবিধ বিদ্যায় বিদ্বান হইয়াও কেহ পাপ কর্ম্মে বিরত হইতে পারেন নাই অর্থাৎ স্বজাতীয় ধর্ম্ম পরিত্যক্ত, অখাদ্য ভক্ষণ, সন্ধ্যাদি কর্ম্ম বর্জ্জন পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধাদি বিসর্জ্জন দিয়াছেন, যদি কহেন তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানির মতাবলম্বী এসকলকে পাপজ্ঞান করেন না ততুত্তর এই যে তাঁহারা ব্রাহ্মও হইতে পারেন নাই সে হেতুক "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমন সুখেষুবিগত স্পৃহঃ। বীতরাগ ভয়াক্রোধঃ স্থিতাধর্ম্ম নিরুচ্যতেঃ" ইহার কিছুই তাঁহারা করেন না, নিন্দা করিলে বিরাগ প্রশংসায় অনুরাগ প্রকাশ না করেন এমত ব্যক্তি কে আছেন, কামাদি রিপুগণকেই বা কে বশীভূত করিয়াছেন, তবে মধ্যে মধ্যে এক এক সোসাইটী করিয়া কে সভ্য কেহ বা বক্ত হইয়া বক্তৃতা দ্বারা জানাইয়া থাকেন তাঁহারা দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দীন দুঃখির দুঃখে কাতর এবং দরিদ্রাদির দারিদ্র্য নিবারণ কর্ত্তব্য কিন্তু বাস্তবিক কে কাহার উপকারার্থে অঙ্গুলী উঠাইয়া থাকেন, সম্পাদক মহাশয়, বিবেচনা করুন যাঁহাদিগের বিদ্যা বুদ্ধি সাধ্যতে দেশের মঙ্গল ঘটনা সম্ভাবনা তাঁহারই অর্থাৎ পেটের পুতে বড় করিলেন, প্রধান বালিকাগণকে দুই একটা চাণক্যের শ্লোক শিক্ষা দিয়া দেশের মঙ্গলোন্নতি বৃদ্ধি করিবেন, প্রকাশ্য পাঠশালায় বালিকা পাঠাইলে কেবল মদ্য মাংসাদি মহার্ঘ এবং বঙ্গদেশে শ্বেতবর্ণ সন্ততি উৎপত্তির হেতু হইবেক মাত্র অতএব পত্র প্রেরককে মিনতি করি তিনি দেশের এরূপ উন্নতি চেষ্টায় ক্ষান্ত হউন।

ইতি ১৮ শ্রাবণস্য। কস্যচিৎ যথার্থ হিন্দোঃ।

## চিঠিপত্র। ১৬ই মার্চ ১৮৫৪। ১৪২ সংখ্যা

অশেষ গুণালঙ্কৃত শ্রীল শ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় সর্ব্বগুণ নিধানেষু।

সম্পাদক মহাশয়, অস্মদ্দেশীয় বিদ্যোৎসাহি মহোদয়গণকে যে রূপ উৎসাহ ও মহিয়সী দৃঢ়তা সহকারে ইংলণ্ডীয় ভাষাভ্যাসে ও দেশ মধ্যে তাহার বহুল প্রচার বিষয়ে যত্ন করিতেছেন, ইহা ভূয়সী প্রশংসার বিষয় বটে কিন্তু দেশীয় ভাষার অনুশীলন ও উন্নতি পক্ষে সকলের ঔদাস্য করা কোন মতেই স্বদেশের শুভকর নহে, কারণ ইউরোপ খণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন দেশে যৎকালীন লাটিন ও গ্রিক ভাষা শিক্ষার প্রাচুর্য্য ছিল ও তত্তদ্দেশীয় ভাষার

প্রতি কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল না তৎকালে অল্প ব্যক্তি কৃতবিদ্যা হইতে পারিতেন ও অত্যল্প গ্রন্থ রচনা হইত, ইহাতে সর্ব্বসাধারণের কোন উপকার না হওয়াতে সেই সকল দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে নাই কিন্তু যখন লাটিন ও গ্রিক ভাষায় অনুশীলন হইতে লাগিল, তখন ক্রমশঃ সেই সকল দেশে অতি সভ্যতার ও বিদ্যার আকর স্বরূপ হইয়া জগতে পরিগণিত হইল, যত দিবস পর্য্যন্ত এ প্রদেশে বঙ্গ ভাষার অনুশীলন না হয় ও যত দিবস পর্য্যন্ত ঐ ভাষার উন্নতি হইয়া সর্ব্ব সাধারণের চিত্ত ভূমি বিরাজিত না হয় তত দিবস পর্য্যন্ত এ দেশের সোভাগ্যোদয় হইতে পারিবেক না, এ প্রযুক্ত বঙ্গ ভাষা বহুল প্রচার পক্ষে সর্ব্ব সাধারণের সর্ব্বতোভাবে সযত্ন হওয়া কর্ত্তব্য কিন্তু অনেকে কহিয়া থাকেন অস্মদ্ভাষা বিরচিত উত্তম তাৎপর্য্যশালী গ্রন্থাদির অভাব প্রযুক্ত বাঙ্গালা বিদ্যা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর ও তাহাতে পরিশ্রম করা কেবল ব্যর্থ কালহরণ করা মাত্র যদিও ইহা প্রামাণিক বটে, তথাপি অপক্ষপাতিত্ব রূপে বিবেচনা করিলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক বঙ্গভাষা অতি সুমধুর ও তদ্দ্বারা সর্ব্ব প্রকার অভিপ্রায় ব্যক্ত করা যাইতে পারে তবে যে এ পর্য্যন্ত জ্ঞানোপযোগি বহু সংখ্যক গ্রন্থ তদ্ভাষায় সংকলিত হয় নাই সে কেবল মদ্দেশীয় বিদ্বানগণের অবহেলা বশতই বিবেচনা করিতে হইবেক, তাহাতে ভাষার অপরাধ কিছু মাত্র নাই, যদ্রূপ উর্ব্বরা ভূমি কৃষি কর্ম্ম বিরহে কুবৃক্ষে পরিপূর্ণ থাকিলে কর্ষকের অবজ্ঞা মাত্র ব্যক্ত করে তাহাতে ভূমির অপরাধ কিছু নাই পরন্তু অধুনা যে সকল গ্রন্থাদি সংকলিত হইয়াছে ও হইতেছে ইহাতে নিঃসন্দেহে পূর্ব্বাপেক্ষা মদ্দেশীয় ভাষার অনেক উন্নতি হইয়াছে ও এইরূপ শিক্ষোপযোগি সর্ব্ব বিষয়ক গ্রন্থ এ ভাষায় অনুবাদিত হইলে বঙ্গভাষা ইউরোপীয় নানা ভাষার ন্যায় সাতিশয় মনোহারিণী হইবেক, তদভ্যাস জন্য শিক্ষা প্রণালী পূর্ব্বাপেক্ষা সংশোধিত না হইলে আমার এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না।

সম্পাদক মহাশয়, বালকবৃন্দের শিক্ষার ভার মুর্খ গুরু মহাশয়দিগের হস্তে পূর্ব্ববৎ ন্যস্ত থাকিলে তাহারদিগের সুকোমল অন্তঃকরণ তদীয় কদর্য্য উপদেশ দ্বারা কুসংস্কারারিষ্ট হইলে বঙ্গভাষার সুচারু রূপে বিস্তারতা হওয়া দূরে থাকুক বরং তদুপার্জ্জনের উপযুক্ত সোপান বিরহে অধিক নিকৃষ্টাবস্থা প্রাপ্ত হইবেক, ঐ বাল্য কুসংস্কার আমকুম্ভে রেখার ন্যায় বয়োবৃদ্ধিতে অতি কষ্টেও বিলোপ হয় না ও উহাই বঙ্গভাষার বর্ত্তমান দুরবস্থার মূলীভূত হইয়াছে, উক্ত দোষ সংশোধনার্থে কালীঘাট নিবাসি কতিপয় সুবুদ্ধিমান ভদ্র লোক কর্তৃক উক্ত গ্রামে বর্ত্তমান মাসের প্রথম দিবসে এক বাঙ্গালা পাঠশালা সংস্থাপিতা হইয়াছে, এ পাঠশালায় পুরাবৃত্ত সুকুমার সাহিত্য বিজ্ঞান ও দর্শনাদি প্রাপ্ত হইবেক এ বিধায় সংস্কৃত কালেজের দুইজন সুশিক্ষিত ছাত্র অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, কেবল অঙ্ক বিদ্যা শিক্ষার্থে একজন সরকার উক্ত পাঠশালায় রাখা গিয়াছে ও পাঠশালার ছাত্র সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি হইতেছে এই পাঠশালায় উত্তমরূপে বঙ্গ বিদ্যাভ্যাস হইবেক তাহার কোন সন্দেহ নাই, হে সম্পাদক মহাশয়, গুরু মহাশয়দিগের পাঠশালায় বালকবৃন্দের বাঙ্গালা বিদ্যাভ্যাসের

কুরীতি পরিবর্ত্তে বঙ্গদেশের সর্ব্বস্থানে যদি এতাদৃশ পাঠশালা সংস্থাপিত হয় তবে অল্পকাল মধ্যেই আমাদিগের মাতৃভাষা সাতিশয় উন্নতি বিশিষ্টা হইয়া দেশের সৌভাগ্যকরী হইবে ও জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্য বঙ্গ দেশীয়গণকে পরগৃহে যাইতে হইবেক না তবে যাঁহারা নানা ভাষাজ্ঞ হইতে বাসনা করিবেন তাঁহারা কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয় নানা ভাষা অনুশীলনের দ্বারা স্বীয় স্বীয় জীবন সার্থক করুন এবং আমরাও তাঁহাদিগের এই মহোদ্যম জন্য নির্ব্বিবাদে সংখ্যাতীত ধন্যবাদ প্রদান করিতে থাকি, অথবা যতকাল পর্য্যন্ত ইংরাজদিগের দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিব ততদিন জীবিকা সম্পাদন জন্য ও রাজ সমীপে আত্ম নিবেদন সুগোচরার্থে ইংরাজি ভাষাভ্যাসের প্রয়োজন আছে এই জন্য স্বদেশীয় ভাষার প্রতি অনাদর করা কোন মতেই উচিত নহে, আত্ম ভাষায় অনভিজ্ঞ থাকিয়া পরকীয় ভাষাভ্যাসে যত্নবান হওয়া কেবল অসভ্যতার লক্ষণ মাত্র অতএব সম্পাদক মহাশয়, এই অসভ্যতা দূরীকরণ করিয়া বঙ্গভাষার উন্নতি পক্ষে উৎসাহ প্রদানে বাধিত করিবেন। ইতি

কস্যচিৎ বঙ্গবিদ্যোৎসাহি জনস্য।

কালীঘাট। ২৪ ফাল্গুণ ১২৬০।

## হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ। ১১ জানুয়ারি ১৮৫৬

গত ৩ জানুআরি বৃহস্পতিবার বেলা সার্দ্ধ দশ ঘটিকার পর টৌন হালের দ্বিতীয় তল গৃহে হিন্দু মিট্রোপলিটান কালেজের ছাত্রবৃত্তি এবং পারিতোষিক প্রদানের কার্য্য অতি সুচারু রূপে সম্পন্ন হইয়াছে, তদুপলক্ষে যে সভা হয় তাহাতে এতদ্দেশীয় ভদ্রলোক সমূহ ও ইউরোপীয় এবং আমেরিকান সম্ভ্রান্ত বিদ্যানুরাগি ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন, বিশেষতঃ অনরেবল যে, পি, গ্রাণ্ট সাহেব সভাপতির আসনে উপবেশন করেন, অনরেবল মেজর জেনেরল লো, মেং চার্লস এলেন, মেং গর্ডন ইয়ং, মেং কোর্টলি, মেং ড্যালরিম্পল, ডাক্তর মৌএট, মেং যে, ডবলিউ, বি, মনি, মেং এইচ, এ, এপ্লিংটন, ডাক্তর বোজ, মেং গুডিব, মেং ওডাউডা, মেং আর, লুইস, মেং বি, আর হালবাইট, মেং রোডস, মেং ওএলমর, মেং নিগ্রোপর্ন্টি, মেং একলেণ্ড, ডাক্তর ন্যাস প্রভৃতি সাহেব সকল এবং রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, রায় কিশোরীচাঁদ মিত্র, বাবু হীরালাল শীল, বাবু পান্নালাল শীল, বাবু হরচন্দ্র দত্ত, বাবু উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর, বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রভৃতি এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা সভাস্থ হন, ছাত্রবৃত্তি, রজত ও কাঞ্চন নির্ম্মিত পদক, এবং পারিতোষিক পুস্তক সকল প্রদত্ত হইবার পূর্ব্বে সর্ব্বাগ্রে কালেজের অবৈতনিক সম্পাদক বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত বিদ্যালয় স্থাপনাবধি উপস্থিত কাল পর্য্যন্ত কালেজের সংক্ষেপ বিবরণ-পাঠ করিলেন ইহাতে স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইল কোন দলের পুষ্টিপূরণার্থ বা মত বিশেষের পোষকতা জন্য কিম্বা কোন পক্ষের উপর শত্রুতা

সাধন নিমিত্ত বিদ্যালয় সংস্থাপন হয় নাই। সমগ্র হিন্দু জাতীয় বালকবৃন্দকে শিক্ষা দানই ইহার অভিপ্রেত।

এই কালেজের শিক্ষা প্রণালী যদিও এতদ্রূপ কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী হইতে হীন কল্প নহে তথাপি ছাত্রদিগের মাসিক বেতন ন্যূনাধিক দুই টাকা এবং উর্দ্ধ সংখ্যা চারি টাকা নিরূপণে তাহার সমষ্টি হইতে কোনক্রমে ইহার নিয়মিত সমুদায় ব্যয় সম্পন্ন হইতে পারে না, এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু অতিরিক্ত ব্যয় হইয়াছে তাহা কতিপয় সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের বদান্যতা সাহায্যে নিষ্পত্তি পাইয়াছে, বোধ হইতেছে ভবিষ্যতে কলিকাতাস্থ এবং তন্নিকটবর্ত্তি স্থান নিবাসি ধনশালি সম্ভ্রান্ত হিন্দু মণ্ডলী এই নবীন বিদ্যালয়ে যেরূপ সুনিয়মে শিক্ষা কার্য্য হইতেছে স্পষ্টরূপে তাহা সবিশেষ অবগত হইলে ইহার উন্নতি জন্য অবশ্যই মুক্তহস্ত হইবেন, এইরূপে সম্পাদক মহাশয় পরীক্ষক এবং ছাত্রবৃত্তি ও পারিতোষিকের সাহায্য কারণ চাঁদা দাতাগণ তথা অধ্যাপক এবং শিক্ষক মহাশয়দিগের নিকট বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়গণের প্রতিনিধি স্বরূপে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া ঘটনা বিবরণ পাঠ সমাপণ করিলেন।

তদনন্তর বিদ্যালয়ের নির্ব্বাহক কাপ্তেন ডি এল রিচার্ডসন সাহেব নীলমণি দে নামক প্রথম শ্রেণীর জনৈক ছাত্র বিরচিত একটি ইংরাজী প্রবন্ধ পাঠ করেন, এই প্রবন্ধ রচনার্থ সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত সর লারেন্স পিল সাহেব এক প্রশ্ন নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন ইহাতে নীলমণি দের লিখিত প্রস্তাব সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবায় তাঁহাকেই পিল সাহেব দত্ত রৌপ্য পদক প্রদত্ত হয়, যদিও বিনা সাহায্যে এই রচনা প্রস্তুত হইয়াছিল তথাপি সভাস্থ সকলেই ইহার উৎকৃষ্টতা স্বীকার করিয়াছেন।

ইহার পরেই পারিতোষিক বিতরণের কার্য্যারম্ভ হয়, তদ্বিশেষ, লুইস সাহেব প্রদত্ত মাসিক বিংশতি মুদ্রা ছাত্রীয় বৃত্তি, রাজা সত্যচরণ ঘোযাল প্রদত্ত মাসিক দশ মুদ্রা বৃত্তি বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধীয় ছাত্রীয় বৃত্তি এবং বাবু জয়নারায়ণ বসু প্রদত্ত ইংরাজি সাহিত্য সম্বন্ধীয় স্বর্ণ পদক যদুনাথ ঘোষ লাভ করেন।

শীল প্রদত্ত মাসিক ষোড়শ মুদ্রা ছাত্রীয় বৃত্তি এবং পিল সাহেব প্রদত্ত রজত পদক নীলমণি দে পাইলেন।

বি, আর, ডবলিউ প্রদত্ত মাসিক দশ টাকা ছাত্রীয় বৃত্তি, রমানাথ সেনকে প্রদান হয়।

দত্ত পরিবার প্রদত্ত মাসিক দশ টাকা ছাত্রীয় বৃত্তি কৃষ্ণদাস পাল কপালে লভ্য হইল।

বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ প্রদত্ত মাসিক অষ্ট মুদ্রা ছাত্রীয় বৃত্তি শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় পাইয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন বহু মূল্য এবং প্রয়োজনীয় বিস্তর পুস্তক পারিতোষিক প্রদত্ত হইয়াছে।

পারিতোষিক বিতরণ পরিশেষ হইলে সভাপতি গ্রাণ্ট সাহেব কিঞ্চিৎ বক্তৃতা করেন তাহার সারমর্ম্ম এই।

"এই নবীন বিদ্যালয় সংস্থাপন সময়ে নির্ব্বাহক কাপ্তেন ডি এল রিচার্ডসন সাহেব বলিয়াছিলেন দুই অথবা তিন বৎসর প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষা এবং পরীক্ষা কার্য্য সম্পন্ন হইলে পর পক্ষপাত বিহীন লোকেরদের নিকট এ বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা প্রেসিডেন্সী বিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গের সহিত তুলনায় কোন ক্রমেই লজ্জা পাইবেন না, যাঁহারা নীলমণি দের রচনা পাঠ শুনিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন কাপ্তেন সাহেবের উল্লেখিত প্রতিজ্ঞা সংপুর্ণরূপে রক্ষা হইয়াছে।"

প্রেসিডেন্সি কালেজের নাম একবার উল্লেখিত হইল অতএব ইহার বিষয়ে আর একটী কথা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকা উচিত নহে, শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি কেহ ২ ভাবিয়া থাকেন মিট্রোপোলিটান কালেজ রাজপুরুষদিগের সংস্থাপিত বিদ্যালয় মাত্রের বিরোধী হইয়াছে, একথা কখনও সত্য বা বিশ্বাসযোগ্য নহে আর ইহা সম্ভবপর হইবার কোন কারণ দেখা যায় না, যেহেতু ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের নিয়ত ইচ্ছা এতদ্দেশীয় লোকেরা স্থানে স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বিদ্বান ও সভ্য হন, এবং বিদ্যাধ্যাপনীয় সভার প্রতি গবর্ণমেণ্টের এমত আদেশ আছে যে এদেশীয় লোকদিগের দ্বারা যে সকল বিদ্যালয় স্থাপন হয় উক্ত সভা সাধ্য পক্ষে তাহার তত্ত্বাবধারণ ও সাহায্য করেন তদনুসারে অনেক সামান্য স্কুল গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা কৌন্সেলের অধীন হইয়াছে এবং অনেক স্কুল গবর্ণমেণ্ট হইতে অর্থ সাহায্য পাইতেছে। আর এ কালেজের প্রতি রাজপুরুষেরা বিরত থাকিতেন তবে শ্রীযুক্ত গ্রাণ্ট সাহেব প্রভৃতি গবর্ণর কৌন্সেলের মেম্বরেরা কদাপি ইহার ছাত্রগণের পরীক্ষা লইতে আসিতেন না। যাঁহারা বালকগণকে উপযুক্ত বিদ্যালয়ে সুশিক্ষা জন্য প্রেরণ করেন না, এবং অতুল ঐশ্বর্য্য থাকিতেও তাহার কিয়দংশ এতাদৃশ বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য প্রদানে বিমুখ আছেন তাঁহারাই গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা প্রণালীর শত্রুতা করিয়া থাকেন আর তাঁহারাই গবর্ণমেণ্টের বন্ধু যাঁহারা বাবু রাজেন্দ্র দত্ত প্রভৃতি এ কালেজের সংস্থাপক ও প্রতিপালক মহাশয়দিগের ন্যায় স্বীয় ব্যয়ে এই প্রকার বিদ্যালয় সকল প্রতিপালন করেন।

সর্ব্বশেষে আমেরিকান অদ্বৈতবাদি দলভুক্ত মিসনরি পাদরি ডাল সাহেব বিদ্যা বিষয়ে এক সুন্দর বক্তৃতা করিলেন।

এই বক্তৃতার শেষেই সভা ভঙ্গ হইল।

আমরা ঘোষাল ছাত্র বৃত্তি প্রদায়ক বাঙ্গালা রচনা প্রাপ্ত হইয়া নিম্নভাবে অবিকল প্রকাশ করিলাম।

### স্বদেশীয় ভাষায় সুশিক্ষিত হইলে কি উপকারের সম্ভাবনা

"ভাষা বিদ্যা মন্দিরে প্রবিষ্ট হইবার দ্বার স্বরূপ, ভাষা জ্ঞান ব্যতীত তাহাতে লিপিবদ্ধ কোন বিষয়ের অধিকার জন্মিবার উপায়ান্তর নাই, রত্নাকরে সহস্র ২ প্রকার মহামূল্য বিমল নিভাধর রত্ন লুক্কাইত থাকিতে পারে কিন্তু সামুদ্রিক রত্নোদ্ধারির কার্য্যনৈপুণ্য না

থাকিলে তত্তাবৎ উত্তোলনের সম্ভাবনা বিরহ, সেইরূপ ভাষা বিশেষ চিত্তহারিণী কাব্যালঙ্কার, বুদ্ধি বৃত্তি স্ফূর্ত্তিকর ন্যায় ও গণিত, এবং অন্যান্য অশেষবিধ হৃদয় প্রফুল্লকারিণী, আমোদজনিকা তথা জ্ঞানবৰ্দ্ধিনী বিদ্যা সঙ্কলিত থাকিতে পারে কিন্তু সেই ভাষায় ব্যুৎপত্তি প্রাগুক্ত বিদ্যা-সমূহের আয়ত্তির অনন্য উপায় সন্দেহ নাই।

জগতীতলে যত বিদ্যা প্রচলিত আছে তন্মধ্যে যে সমুদায় আমারদের সহিত কোন রূপ বিশেষ সম্বন্ধ রাখে তাহাদিগেরই সর্ব্বাপেক্ষা মনোযোগের সহিত অনুশীলন করা উচিত, মনুষ্যের মধ্যে কেহই এমত অসাধারণ মানসিক শক্তি সম্পন্ন নহেন যে তিনি একাকী সমগ্র বিদ্যা সম্পূর্ণরূপে উপার্জ্জন করিতে পারগ হইবেন। সুতরাং অচেষ্টায় সময় বা শ্রমব্যয় করা অনর্থক মাত্র। ইহাতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে যাঁহার যদ্বিষয়ক জ্ঞান লাভ দ্বারা কোন প্রকার অভিসন্ধি সিদ্ধ হইতে পারে তাঁহার তদালোচনায় নিবিষ্টমনা হওয়া কর্ত্তব্য।

স্বভাবতঃ সকল লোকের সমুদায় মানসিক বৃত্তি সমান রূপে তেজস্বিনী নহে, এবং এক দিকেও ধারণ করে না। কেহ বা সুতীক্ষ্ণ মেধাবী, কেহ বা সূক্ষ্ম তার্কিক, কাহার কল্পনা শক্তি অতিশয় মলিনা কিন্তু গণিত সম্পর্কীয় তত্ত্বানুসন্ধায়ী বিবেক সবিশেষ বলবান, কাহার বা ইহার বিপরীতে নিদান কালীন দিনকর করের ন্যায় সুস্থিরা এবং উজ্জ্বলা কল্পনা শক্তি একানুক্রমে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাবৃট কালের মেঘমালা সদৃশ ক্ষণ স্থায়িনী, এজন্য সকলের সকল বিদ্যায় সমান ব্যুৎপত্তি জন্মিবার বিলক্ষণ ব্যাঘাত প্রতীত হইতেছে। স্বকীয় প্রাকৃতিক প্রবৃত্তি বশতঃ যিনি যে বিষয়ে প্রাধান্য পাইবার আশা রাখেন তাঁহার তাহাই সবিশেষ আলোচনা করা উচিত, কিন্তু এমত মনুষ্য কেহই নাই যাঁহার নিকট স্বদেশীয় বিদ্যা আদরণীয়া হইবার নয়। যে কোন জাতির বিদ্যা হউক না কেন, অবশ্যই তাহা সেই জাতির মানসিক ক্ষমতার স্বাক্ষ্য প্রদান করে পরন্তু যদি নিজ জাতির বাহুবল জ্ঞাত হওয়া উচিত হয়, যদি স্বদেশের স্বাধীনতা শত্রু হস্ত হইতে সংরক্ষার সদুপায় জানা সকল দেশবাসির আবশ্যক, তাহা হইলে তদ্রূপ বরং তদপেক্ষা অধিক প্রমাণে আপন আপন জাতির মানসিক ক্ষমতার সহিত সকলেরই পরিচিত থাকা প্রয়োজনীয়।

কিন্তু জাতীয় ভাষা বোধ ব্যতীত জাতীয় বিদোপার্জ্জনের আর কোন উপায় নাই। ইহা স্বীকার্য্য বটে যে, অন্য জাতীয় বিদ্যায় সবিশেষ বুৎপন্ন হইলে অনুবাদ সহযোগে তাহাতে স্বজাতির বিদ্যার যাহা কিছু গৃহীত হইয়াছে তন্মাত্রই জানিতে পারা যায়। কিন্তু এরূপে স্বদেশের বিদ্যা শিক্ষা যেরূপ পরিশ্রম সাপেক্ষ তাহার সহস্রাংশের একাংশও ফলদায়ক নহে, তথাচ, আক্ষেপ রাখিবার স্থান কোথায় পাইব, প্রাগুক্ত উপায়াবলম্বন পূর্ব্বক অনেক বঙ্গদেশীয় ইংরাজী বিদ্যায় কৃতবিদ্য যুবক আপনাদিগের জাতীয় বিদ্যার সহিত পরিচয় করিতে লজ্জা বোধ করেন না।

যখন আমরা প্রকৃত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া স্বজাতীয় বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করি, কত শত মহারত্ন পূর্ণ ভাণ্ডারের দ্বার মোচনের ভার আমারদিগের হস্তে ন্যস্ত হয় আমরা জানিতে পারি কি কি উপায় সাহায্যে আমারদিগের জাতি তাহার বর্ত্তমান অবস্থা পাইয়াছে, কি কি ঐশিক নিয়ম পালন করাতে আমারদিগের কি কি মঙ্গলের অধিকার হইয়াছে এবং কোন২ নিয়ম অবহেলন জন্য আমরা দুঃখ ভোগ করিয়া আসিতেছি, আমারদের দেশীয় কোন২ মহাত্মা কত ক্লেশ, কত যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও কি সত্য প্রচারে পরাঙ্মুখ হন নাই এবং কোন ২ ভক্ত স্বদেশ বৎসল কিন্তু বাস্তবিক মাতৃভূমির গর্ত্তজাত শত্রু কোন ২ বিষয়ে প্রকৃত দেশ হিতৈষীদিগের চেষ্টা সমূহ বিফল করিয়াছেন, এই সকল জানিতে পারিলে আমরা আপনারদের পূর্ব্বপুরুষদিগের সদ্দৃষ্টান্ত সমূহের অনুবর্ত্তী হইতে যত্নশীল হই, এবং তাঁহারদিগের ভ্রমপ্রমাদ পরিহারের জন্য মনোযোগ করি. ইহাতে যে কত উপকার দর্শে তাহা বিস্তার করিয়া বর্ণন করা দুঃসাধ্য।

যে দেশের ভাষাভ্যাসে আমরা অতিমাত্র উৎসুক এবং যত্ন প্রকাশ করিয়া থাকি, এবং যাহা উপার্জ্জনে জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর সুখময় বাল্যকাল বিগত হয়, সেই দেশের প্রতি স্বভাবতঃ আমারদিগের ভক্তি ও স্নেহের সঞ্চার হইয়া থাকে, আমার এই কথায় অনেকে হাস্য করিতে পারেন, এবং আমিও স্বীকার করিতেছি যে হঠাৎ এতদ্রূপ বাক্যে কাহারও বিশ্বাস হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু সবিশেষ অনুসন্ধান করিলে তাহার সত্যতা বিষয়ের সকল সন্দেহ একেবারে নিরাকৃত হইবে।

যৎকালে ইউরোপে লাটিন এবং গ্রীক বিদ্যার সম্পূর্ণ প্রাদুর্ভাব ছিল, যখন তাহার সমুদায় চতুষ্পাঠীতে দিবস যামিনী শুধু ঐ দুই ভাষারই আলোচনা হইত, এবং সেই সমুদায়ের বিদ্যার্থিবৃন্দ গ্রীস ও লেসিয়মের পুরাবৃত্ত, কাব্য, গণিত, এবং দর্শন প্রভৃতি বিদ্যা ব্যতীত আর কিছু জানিতেন না। যৎকালে সমুদায় আধুনিক ইউরোপীয় ভাষা ইতর ও মূর্খ লোকদিগের সামান্য কথোপকথন ভিন্ন আর কোনরূপে ব্যবহৃত হইত না সুতরাং যে সময়ে এতাবতে ব্যাকরণ বা অভিধান কিছুই সঞ্চলিত হয় নাই, সেই সময়ে সমুদায় ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলী প্রাচীন গ্রীক এবং রোমকদিগকে আপনাদের সমকালীন মনুষ্যাপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন, কথিত দুই জাতিকে বিদ্যা বিষয়ে কোনরূপে পরাজিত করিতে পারা যায় না ইহা তাঁহারদিগের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

যখন পারসীক ভারতবর্ষীয় বিদেশী শাসনকর্ত্তাদিগের ভাষা হইয়া উঠে, অর্থোপার্জ্জনের লোভে অনেক হিন্দুই তাহা শিক্ষার জন্য তৎপর হইয়াছিলেন। ক্রমশঃ অভ্যাসবসে অনেক বিষয়ে প্রাগুক্ত হিন্দুদিগের রীতিনীতি যবনদিগের ন্যায় হইয়াছিল, যবনদিগের প্রচলিত উপাধি প্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট হওয়া, এবং আপনারদিগের রাজসভায় বা পারিবারিক কর্ম্মকর্ত্তা এবং ভৃত্যদিগকে যাবনিক নামে আখ্যাত করা, তাহার অদ্যাপি স্থিত

জাজ্বল্যমান প্রমাণ বলিতে হইবেক, পরে যৎকালে মোসলমানদিগের পরাক্রম সূর্য্য ভারতবর্ষে অস্তাচল চূড়াবলম্বী হন, এবং তাঁহারদিগের পরিবর্ত্তে অস্মদ্দেশ ইংরাজ জাতির হস্তগত হয় তৎকালাবধি অদ্য পর্য্যন্ত শুদ্ধ ইংরাজী বিদ্যাধ্যায়িদিগের মধ্যে ইংরাজি রীতি নীতিকে বিবেচনা ব্যতীত যেরূপ অসাধারণ প্রশংসা করার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

আমার এ তাবদুক্তিতে অনেকে স্বভাবতঃ আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন "ভাল, যেন যে জাতির ভাষা শিখিতে সবিশেষ মনোযোগ দেওয়া যায় তাহার প্রতি অসামান্য ভক্তিই জন্মে তাহাতে হানি কি?" যাঁহাদিগকে আমরা শিক্ষাগুরু বলিয়া মনে করি তাঁহাদিগকে যথোচিত মান্য করিয়া থাকি এবং তাঁহারদিগের প্রদর্শিত বা অবলম্বিত সুপথে পদচালনা করাতে আমাদের অপকার না হইয়া বরং উপকারেরই বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

আমি এই পূর্ব্ব পক্ষের প্রকৃত রূপ মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে আমার আপত্তি-কারকদিগকে ইহা জ্ঞাপন করা উচিত ভাবিতেছি যে, গুরু ভক্তি করিতে বা তৎপ্রদর্শিত সৎ পথের পথিক হইতে আমার কোন প্রতিবন্ধক নাই, বরঞ্চ যাঁহারা আমারদিগকে কোন বিষয়ে শিক্ষা দেন তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতার সহিত চিরকাল স্মরণে রাখাই আমার অভিলষনীয় কিন্তু যেমন প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া পরোপ-কারে ব্যস্ত হইলেই কখন সিদ্ধকাম হইতে পারেন না, আপনাপন তীব্রতর অভাব সমূহ দূরীভূত না হওয়াতে কাহাকেও সুখী হইতে দেয় না, সেইরূপ স্বজাতির প্রতি প্রহসন উপযুক্ত মত স্নেহ ও ভক্তি না দর্শাইয়া পর জাতি প্রতি অন্যায় ভক্তি প্রকাশ করিলে কোন সুমঙ্গলের সম্ভাবনা থাকে না, পরন্তু যদি আমাদিগের দেশীয় লোকের প্রতি প্রীতি ও স্নেহের সঞ্চার না হইল তবে কিরূপেই বা অস্মদ্দেশ প্রচলিত কদাচার সমূহে অশ্রদ্ধা জন্মিবে কুপ্রথা পরিবর্ত্তনে ইচ্ছা হইবে! আর মানব নামের সার্থককারী ধর্ম্ম স্বদেশ বাৎসল্য আমাদিগের মনেই বা কি প্রকারে স্থান পাইবে? বাঙ্গালির চিত্ত ক্ষেত্রে যে স্বদেশ বাৎসল্যতা অঙ্কুরিত বা বর্দ্ধিত না হয় কেন তাহার এক বিশেষ কারণ বঙ্গ বিদ্যানুশীলনে বাঙ্গালিদিগের অমনোযোগ।

পরিশেষে আর একবার বলিতেছি যদি আমাদের জন্মভূমি বিদ্যা শস্যের মরুভূমি হন, সুতরাং তাঁহার ভাষা সোপানের আশু প্রয়োজন বিরহ বোধ হয়, তাহা হইলেই কি আমরা স্বদেশীয় ভাষা শিক্ষায় উপেক্ষা করিব? এই প্রশ্নের সত্বর উত্তর দিতে যাইলে স্বজাতীয় ভাষা শিক্ষা অকিঞ্চিৎকর বলিতেই প্রবৃত্তি জন্মে কিন্তু স্থিরতররূপে বিবেচনা করিলে প্রাগুক্ত মতের জন্য পশ্চাত্তাপ হইবে সন্দেহ নাই, কোন জাতির মধ্যে সাধারণ রূপে বিদ্যা প্রচলন হইবার কারণ সেই জাতির চলিত ভাষার উৎকর্ষতা সম্পাদন কর্ত্তব্য, অন্য কোন দেশের ভাষা সহযোগে যদি বিদ্যা শিক্ষার নিয়ম থাকে তাহা হইলে অপর সাধারণে

কখনই ভদ্র রসাস্বাদনে শক্য হইতে পারে না। ভিন্ন দেশীয় ভাষা শিখিতে যাইলে ন্যূন কল্পে যে সময় ও অর্থ ব্যয় স্বীকার করিতে হয় সর্ব্বসাধারণে কখনই তাহা করিতে পারে না, এ জন্য হয় দেশীয় ভাষা দ্বারা সাধারণের মনে জ্ঞানালোক বিকীর্ণ হইবে, নতুবা কতিপয় ভাগ্যবান ধনশালি ব্যতীত সকলকেই বিদ্যাধনে বঞ্চিত থাকিতে হইবে, হা কি পরিতাপ, ভাগ্য যাহাদিগকে জীবনের সামান্য সুখ সমুদায়ে বঞ্চিত করিয়াছে তাহারাই কি আবার তাহারদের শক্তির বহির্ভূত বহু শ্রম ও ব্যয়সাধ্য বলিয়া পীযুষবৎ বিদ্যা রস পানেও অপারগ হইবে? পরমেশ্বর করুন ও রূপ অমঙ্গল যেন না ঘটে।

এই বিলপণীয় ঘটনা নিবারণ হেতু কায়মনোবাক্যে যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম স্বীকার করত স্বজাতীয় ভাষানুশীলন করা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই অতি কর্ত্তব্য হইয়াছে।

উপরোক্ত হেতুবাদে বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে স্বদেশীয় ভাষায় সুশিক্ষিত হইলে আপন জাতির অজ্ঞানতা নিরাকরণ করিবার এক বলবান উপায় আমাদিগের হস্তগত রহে।

প্রথম শ্রেণী কালেজ ডিপার্টমেণ্ট হিন্দু মিট্রোপলিটান কালেজ শ্রীযদুনাথ ঘোষ।
ইং ৮ আক্তোবর ১৮৫৫

## সম্পাদকীয়। ১৫ জানুয়ারি ১৮৫৬

যুব বাঙ্গালিরা আর কবে বাঙ্গালা ভাষায় পরিশ্রম করিবেন? ধনাশায় অপর ভাষায় অমূল্য বয়স কাটাইয়া দেখিলেন তাহাতে কি লভ্য করিয়াছেন? "রসনার বাসনার যদি কিছু সুসার" অর্থাৎ বিজাতীয় পান ভোজনাদি বিষয়ে যদি কিছু আস্বাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহাতেই বা কি হইয়াছে কেবল দেশীয় রীতি ব্যবহারে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, পিতা মাতাদি বন্দনীয় লোক সকলকে যৎপরোনাস্তি নিন্দা করিয়াছেন, দেব দেবী বিগ্রহ সকলকে পাদুকা দর্শন করাইয়াছেন, কেহ ২ কোন ২ বিগ্রহের অস্থি চূর্ণও করিয়া থাকিবেন, অপর ভাষার দাসত্বে এই মাত্র কর্ম্ম হইয়াছে, ধর্ম্মের কুঠার মারিয়াছেন, ইংরাজী ভব্য নব্য সভ্যেরা সকল ধর্ম্মকেই রম্ভা দেখাইয়াছেন। তার পর ভাষার দাসত্বে কি উপকার হইয়াছে কেবল অভিমানে উন্মত্ত হইয়া "হট হাট" বলিতে পারেন আর ইংরাজী পাদুকা গ্রহণ পুর্ব্বক মোস ২ করিয়া বেড়াইতেছেন, এ দেশের প্রাচীন বিজ্ঞ লোকদিগের নীতিবর্ত্ম কিছুই রাখেন নাই, যাঁহারদিগের পিতা মাতার কিঞ্চিৎ সম্পত্তি ছিল তাঁহারা ইজার, চাপকান, চেইন, ঘড়ী, শাল, পাগড়ী দেখাইতে সভায় ২ যান কিন্তু ইংরাজী ভাষায় তাদৃশ বক্তৃতাও করিতে পারেন না, হিন্দু কালেজের প্রথমাবস্থায় যাঁহারা ইংরাজী শিক্ষা করিয়া বাহির হইয়াছিলেন তাঁহারা কিছুকাল মদ্য মাংস ধ্বংস করিয়া তেজস্বিত্ব

দেখাইয়াছেন এইক্ষণে জুজু হইয়া বসিয়াছেন আর তাঁহারদিগের সে প্রতিভা দেখিতে পাই না, অনেকে মদ্য মাংসাদিও পরিত্যাগ করিয়াছেন, হবিষ্যাকারে জন্ম গ্রহণে কি এত মদ্য মাংস পায়? তাঁহারা কি ইংরাজ কি বাঙ্গালি হিন্দু মোগলাদি কোন শ্রেণীতেই মিশ্রিত হন না, যেন স্বতন্ত্র এক শ্রেণী হইয়া রহিয়াছেন, এইক্ষণে যাঁহারা অপর ভাষার দাসত্ব করিতেছেন তাঁহারা কি কর্ম্মের উপযুক্ত হইবেন তাহা ভাবিয়া স্থির করা যায় না, ইংরাজী ভাষায় তাদৃশ পারদর্শী হইলেন না সুতরাং ইংরাজেরা কোন উত্তম কর্ম্মে ডাকিবেন না, বাঙ্গালা ভাষার "ব" ও জানেন না তাহাতেই বা কি কর্ম্ম করিবেন।

বিশেষতঃ রীতি ব্যবহারে এমত ঘৃণিত হইয়া পড়িয়াছেন ভদ্র বাঙ্গালিরা তাঁহারদিগের সহিত আলাপ করিতেও চাহেন না, আর আলাপ করিলেই বা সুখ কি? দশটা বাঙ্গালা কহিতে হইলে তাহার মধ্যে সাতটা ইংরাজী শব্দ না দিয়া কথা কহিতে পারেন না, কি দুঃখের বিষয়, যে স্থলে পিতা মাতা বলিতে হইবেক সে স্থলেও "ফাদর, মাদর," বলিয়া বক্তব্য সমাধা করেন, আঁধুনিক ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের ইচ্ছা হয় বাঙ্গালা ভাষায় কোন ২ বিষয় লিখিয়া সমাচার পত্রে প্রচার করিবেন কিন্তু লিখিতে বসিলেই দুই চক্ষু ললাট পানে উঠিয়া যায় অতি ক্লেশে যাহা লিখিয়া পাঠান তাহা পাঠ করিতে পাঠকদিগের শিরোঘর্ম্ম পাদস্পর্শ করে এই ক্ষণে আমরা আধুনিক ছাত্রদিগের যে সকল পত্র পাইতেছি তাহা পাঠ করিতে অত্যন্ত ক্লেশ জ্ঞান হয়, অক্ষরগুলিন যাহা লেখেন তাহা যেন কাক বকের নখ চিহ্ন সাজাইয়া যান, সে সকল অক্ষর পাঠ করা যায় না এবং অনেক চিন্তায় মর্ম্ম গ্রহণ করিতেও সম্পাদকেরা গলদ্ঘর্ম্ম হন অতএব আমরা এইক্ষণে ঐ প্রকার পত্র সকল প্রায় ফেলিয়া দেই কিন্তু যাঁহারা ঐ প্রকার লেখেন তাঁহারদিগের লজ্জা জ্ঞান হয় না ইহাও এক আশ্চর্য্য বিষয়, অনুমান করি তাঁহারা লজ্জাকে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, দিন, যাহা ভাল বুঝিবেন তাহাই করিবেন, কিন্তু আমরা বিনয়পূর্ব্বক বলিতেছি ঐ প্রকার কাকা, বকা পত্র পাঠাইয়া আমারদিগকে বিরক্ত করিবেন না আমরা তাঁহারদিগের পত্র সকল সংশোধন করিতে পারি না স্পষ্টাক্ষরে উৎকৃষ্ট ভাষায় বিশিষ্ট মর্ম্মে যদি লিখিয়া প্রেরণ করেন তবে গ্রহণ করিব, নতুবা কুৎসিত পত্র সকল যন্ত্রাগারের বাহিরে ফেলিয়া দিব ইহা নিশ্চিত জানিবেন।

## বিজ্ঞাপন। ২৯ জানুয়ারি ১৮৫৬। ১২২ সংখ্যা

### বিজ্ঞাপন

জিলা রঙ্গপুরস্থ কুণ্ডীস্কুলে জনৈক শিক্ষকের প্রয়োজন হইয়াছে ঐ শিক্ষকের বেতন মাসিক ৩০ টাকা অবধারিত আছে, যিনি ২০।২৫ জন ছাত্রকে বর্ত্তমান প্রচলিত নিয়ম অনুসারে ইংলণ্ডীয় এবং বঙ্গভাষা শিক্ষাদানে পারগ এবং ঐ কর্ম্মের প্রার্থনীয় হইবেন তিনি স্বীয় নাম ধাম ও যে স্থানে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যে যে গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন

তদ্বিস্তারিত আমাকে ৩০ মাঘ মধ্যে জানাইবেন, উপযুক্ত বোধ হইলে একমাসের বেতন তাঁহার আগমনে পাথেয় নিমিত্তক প্রেরণ করা যাইবেক ইতি ৪ মাঘ।

শ্রীনিলাম্বর মুখোপাধ্যায়।
রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ সম্পাদক।

## গোপনীয় পরীক্ষা। ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬

গত মাঘ মাসের প্রথমাবধি ও ওরিএন্টল সেমিনরি বিদ্যাগারের ছাত্রগণের বার্ষিক শিক্ষার গোপনীয় পরীক্ষারম্ভ হইয়াছিল। গত শনিবারে তাহা সমাপ্ত হইয়াছে, ছাত্রগণ অদ্য টৌনহালে মহাসভায় পরীক্ষা দিবেন, সুপ্রিমকোর্টের দ্বিতীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সর আর্থর বুলার সাহেব সভাপতি হইয়া পরীক্ষা করিবেন অতএব দেশ বিদেশীয় মহামহিমগণ যেন পরীক্ষকালে উপস্থিত হইয়া অধ্যক্ষ শিক্ষক ও শিক্ষিতগণের উৎসাহ বৃদ্ধি করেন।

গোপনীয় পরীক্ষায় প্রিসিডেন্সি কালেজের বিজ্ঞবর অধ্যাপক হেরিস সাহেব উক্ত বিদ্যাগারে আসিয়াছিলেন তিনি ইতিহাস বিষয়ক পরীক্ষা করিয়া সন্তোষ জ্ঞাপন পূর্ব্বক বিদায় হন "পেরেন্টেল একাডেমি" নামক বিদ্যাগারের সম্রান্ত অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জর্জ স্মিথ সাহেব আসিয়া কবিতা বিষয়ক পরীক্ষা করেন তাহাতেও সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছেন। অনন্তর "ফিনিক্স" নামক সমাচারপত্র সম্পাদক স্যুর সাহেব ইতিহাস ও কবিতা উভয়ের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন তিনিও ছাত্রগণের পরীক্ষা গ্রহণে প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তৎপরে শ্রীযুক্ত ষ্টার্জন সাহেব অঙ্ক বিদ্যার পরীক্ষা করিয়া পরিতোষ প্রকাশ পূর্ব্বক গমন করেন, এবং বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাক্তর ন্যাস সাহেব ও মেকেঞ্জি সাহেবেরা অন্যান্য সকল বিষয়ের পরীক্ষা করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত বাবু হরেকৃষ্ণ আঢ্য মহাশয় নীচ শ্রেণী সকলের বালকগণের শিক্ষার পরীক্ষা করেন, এবৎসর তাঁহারাও গোপনীয় পরীক্ষায় আহ্লাদিত হইয়াছেন।

বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা বিষয়ে আমরাই সকলের পরীক্ষা করিয়াছি তাহাতে ছাত্রেরা প্রতি জিজ্ঞাসার উত্তর প্রদানে আমারদিগকে অশেষানন্দ প্রদান করিয়াছেন এবং আমরা বাঙ্গালা ভাষায় ছাত্রগণকে যে সকল প্রশ্ন দিয়াছিলাম ছাত্রেরা তাহার উত্তর লিখিয়াছেন তাহাতে উপযুক্ত ছাত্রেরা যথাযোগ্য পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহারদিগের লিখিত উক্ত পত্র সকল ভাস্করে প্রকাশ হইবেক পাঠক মহাশয়েরা তাহাতেই দর্শন করিবেন।

ভবানীপুরে এবং কলিকাতা নগরে ওরিএন্টল সেমিনরির দুই শাখা বিদ্যালয় আছে। উপযুক্ত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মেকেঞ্জি সাহেব ও শ্রীযুক্ত ডিসোজো সাহেব ও শ্রীযুক্ত ডিমণ্টি সাহেবেরা কয়েক দিবস ঐ দুই বিদ্যালয়ের ছাত্রেরদের পরীক্ষা করিয়াছিলেন

যাহার মূল ভাল তাহার শাখাও ভাল হয়। পরীক্ষক মহাশয়েরা ঐ দুই শাখাতেও উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন এইক্ষণে আমরা প্রার্থনা করি অদ্যকার পরীক্ষায় যেন ছাত্রেরা সুপরীক্ষা দানে প্রসন্ন বদনে পারিতোষিক দান পূর্ব্বক স্ব ২ ভবনে যাইয়া পিতামাতাকে আনন্দ প্রদান করিতে পারেন।

## পরীক্ষা। ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬

গত মঙ্গলবারে ওরিএন্টল সেমিনরি বিদ্যাগারের ছাত্রগণ টৌনহালের দ্বিতল প্রসাদে মহাসভায় পরীক্ষা দিয়াছেন। সুপ্রিম কোর্টের দ্বিতীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সর আর্থর বুলার সাহেব সভাপতি হইয়া পরীক্ষা করিয়া ছাত্রগণকে পারিতোষিক দিলেন এবং শ্রীযুক্ত সাহেব প্রসন্ন বদনে বক্তৃতা করিয়া সাধারণকে জানাইলেন ছাত্রগণের শিক্ষার পরীক্ষায় তিনি অতুলাহ্লাদিত হইলেন, এবৎসর ছাত্রেরা ইংরেজি বাঙ্গালা উভয় ভাষায় অনেক প্রশ্নের উত্তর লিখিয়াছিলেন। মহামতি বিচারপতি মহাশয় স্বহস্তে সেই সকল স্বর্ণ পদক রূপা পদক নগদ টাকা ও বহু মূল্য বহু পুস্তক পারিতোষিক দিয়া বিদায় হইলেন, পরীক্ষা সমাজে ইউরোপীয় এবং এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকেরা অনেকে উপস্থিত ছিলেন বিশেষত ইউরোপীয় বিদ্যাবতীরাও পরীক্ষাস্থলে আসিয়া ছাত্রগণকে বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন।

বাঙ্গলা শিক্ষার পরীক্ষা কার্য্যে আমরাই নিযুক্ত ছিলাম বালকেরা ঐ মহাসভায় আমারদিগের জিজ্ঞাস্যের উত্তর প্রদানে সকলকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন, আমরা তাহাতে আহ্লাদিত হইয়া এক বক্তৃতা দ্বারা সকলের উৎসাহ বর্দ্ধন করিলাম এবং পদক পুস্তক টাকা পারিতোষিক দিয়া বিদায় হইলাম।

ওরিএন্টল সেমিনরির শিক্ষকেরা উত্তম পরীক্ষা দিয়াছেন ইহাতে অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু হরেকৃষ্ণ আঢ্য মহাশয় এবং শিক্ষকেরা উত্তম প্রশংসা পাইয়াছেন।

## সংবাদ। ৬ মার্চ ১৮৫৬। ১৩৮ সংখ্যা

### পরীক্ষা

অদ্য বেলা দশ ঘটিকার সময় হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাটীতে শালিখার এঙ্গোলো বরণাকিউলর স্কুলের ছাত্রদিগের পঞ্চ বার্ষিকী পরীক্ষা ও পারিতোষিক বিতরণ হইবেক, রেবেরণ্ড আলেকজন্দর ডফ সাহেব স্বয়ং পরীক্ষা লইবেন অতএব বিদ্যাৎসাহি মহাশয়েরা পরীক্ষা গৃহে উপস্থিত হইয়া বালকগণের উৎসাহ বৃদ্ধি করিবেন।

## সম্পাদকীয়। ২২ মার্চ ১৮৫৬। ১৪৫ সংখ্যা

শ্রীযুক্ত লার্ড কেনিং বাহাদুর সদয় হইয়া কলিকাতা নগরীয় বালিকা বিদ্যালয়ে আগমন করিয়াছিলেন, গমনকালে যে কিঞ্চিৎ ক্লেশ হইয়াছিল আমরা তাহা প্রকাশ করিয়াছি, তৎপরে শুনিলাম শ্রীমতী কর্ত্রী সে ক্লেশে ক্লেশ মাত্র জ্ঞান করেন নাই, বালিকা বিদ্যালয়ের দুরবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত পরিতাপিতা হইয়াছেন এবং বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রধান পক্ষ কোন কর্ম্মচারিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন বালিকা বিদ্যাগারের বালিকা সংখ্যা কেন অধিক হয় না? মৃত বেথুন সাহেব যে বিদ্যালয় করিয়াছেন তাহাতে অনেক বালিকার সমাবেশ হইতে পারে কিন্তু বালিকা সংখ্যা যাহা দেখিলাম তাহাতে বিদ্যাগার যেন শূন্যাগার হইয়া রহিয়াছে, বেথুন সাহেব অতি স্বারল্য স্বভাবে এই বিদ্যাগার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাঁহার অভিপ্রায় ছিল ইংলণ্ডীয় স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় এতদ্দেশীয় নারীগণের বিদ্যাভ্যাস হয়, বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রাণপুরুষ কি বেথুন সাহেবের প্রাণের সঙ্গে সঙ্গেই গিয়াছে? মেষ্টর ডেলহৌসি কি এদেশে কেবল পরাক্রম দেখাইতেই আসিয়াছিলেন? পরমেশ্বর যে রাজ্যে আমারদিগের সংপূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন সে রাজ্যের স্ত্রীলোকেরা ইউরোপীয় স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় কি কারণ স্বাধীনতা সুখ সম্ভোগ করিতে পারিবেন না, আমি এতদ্দেশে যাত্রাকালে মহারাণী বিক্টোরীয়ার নিকট বিদায় লইতে গমন করিয়াছিলাম তাহাতে মহারাণী আমাকে বারম্বার বলিয়াছেন "তুমি ভারতবর্ষে যাইতেছ যাহাতে ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকদিগের জ্ঞান শিক্ষা হয়, যাহাতে তাহারা স্বাধীনতা বুঝিতে পারে, কায়মনোবাক্যে সেই চেষ্টা করিবা, আমি যেন শুনিতে পাই ভারতবর্ষময় নারীদিগের শিক্ষালয় হইয়াছে, আমি শুনিয়াছি ভারতবর্ষে হিন্দু মোসলমান এই দুই জাতির সংখ্যাই অধিক, তাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে জ্ঞান শিক্ষা করাইতে চাহেন না, ভয় করেন আমারদিগের মতে বিদ্যাশিক্ষা করিলে নারীরা খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মচারিণী হইয়া যাইবেন, তুমি স্ত্রীলোক, সে দেশের বিশিষ্ট কুলজা প্রাচীনাদিগের নিকটে যাইতে তোমার বাধা নাই, প্রধান ২ লোকদিগের বাটীতে যাইয়া তুমি বালিকাদিগের বিদ্যাশিক্ষার উপদেশ দিবা এবং যাহাতে বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে রমণীদিগের চিত্তাকর্ষণ হয় সেইরূপ চেষ্টা করিবা, হে ভগিনি, তুমি জ্ঞান কর ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোক সকল তোমার ভগিনীগণ, আমি বোধ করি তুমি তাহারদিগের দুঃখে দুঃখিনী হইবা" শ্রীমতী মহারাণী আমাকে এইরূপ আরো অনেক হিতোপদেশ বলিয়াছেন তিনি শুনিয়াছেন চীনারাজ্যে বালিকারা জন্ম গ্রহণ করিবা মাত্রই তাহারদিগের দুই পদে এমত শক্তরূপে বন্ধন করিয়া রাখে আর তাহা বৃদ্ধি হইতে পায় না এই কারণ তাহারা চলিতে অশক্ত হয়, মালাকা রাজ্যে বালিকারা জন্মিবা মাত্র সূতিকাগারে তাহারদিগকে অহিফেণ ভক্ষণ করাইয়া

মারিয়া ফেলে, ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকদিগকে অন্তঃপুরে কারাগারির ন্যায় পরাধীনাবস্থায় রাখে, তাহারা বাহিরের কোন বিষয় দেখিতে পায় না, পিতা মাতার বাটীতে গেলেও ঐ অবস্থায় থাকে, আমি তোমাকে মনের সহিত অনুরোধ করিতেছি, আমি স্ত্রীলোক, আমার অধীনা স্ত্রী প্রজারা যেন ইংলণ্ডীয় স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে, হে ভগিনি, যে রূপে হয় তুমি এই কর্ম্ম করিবা, আমি শ্রীমতীর নিকট এ সমস্ত স্বীকার করিয়া আসিয়াছি এবং আগমনকালে জাহাজ মধ্যে আমার স্বামীকেও প্রতি দিবস এই সকল কথা বলিয়াছি, বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট যে এতদ্দেশীয় নারী শিক্ষা বিষয়ে একাল পর্য্যন্ত কিছুই করেন নাই এ বিষয়ে অত্যন্ত দুঃখ পাইলাম, তোমরা কলিকাতা নগরীর প্রধান কল্প মনুষ্যগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া সভা কর, ঐ সভা মধ্যে নানাপ্রকার হেতুবাদ দর্শাইয়া উপদেশ বল তাঁহারা বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন, মেং কেনিং বাহাদুর এবং আমিও যথাসাধ্য বলিব, এদেশের লোকেরা যদি খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মে ভয় করেন তবে সে ধর্ম্মের প্রসঙ্গেও প্রয়োজন নাই, প্রজা সকল যে, যে ধর্ম্মে আছেন সেই ২ ধর্ম্মে থাকুন কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা শিক্ষা হউক, ইহাতে যদি গবর্ণমেণ্টের অধিক ব্যয় লাগে তাহাতেও মহারাণী বিক্টোরীয়ার অভিমত আছে, এদেশে পুরুষদিগের বিদ্যাভ্যাসের অনেক উপায় হইয়াছে এবং দেশস্থ লোকেরাও স্থানে ২ ইংরাজী শিক্ষার বিদ্যালয় করিয়াছেন ঐ সকল বিদ্যালয় স্থাপনকারি রাজা এবং ভূম্যধিকারিগণকে তোমরা উৎসাহ প্রদান কর, তাঁহারা যদি সম্মান চিহ্ন কোন উপাধি প্রাপ্ত হইলে সন্তুষ্ট হন তাহা দেও, আমি দেশে থাকিতে শুনিয়াছি তোমরা টাকা না পাইলে ভারতবর্ষীয় লোকদিগকে রাজোপাধি প্রদান কর না, ইহাও কি তোমারদিগের আফীণ লবণের ন্যায় একচেটিয়া বাণিজ্য হইয়াছে ? ছি ? এ লোভ পরিত্যাগ কর, ইহা রাজধর্ম্মের উচিত কর্ম নয়, কুকর্ম্মান্বিত মূর্খ লোকেরাও ইহাতে অনায়াসে রাজা নাম পাইতে পারে, টাকা লইয়া নাম প্রদান করিলে সাধারণের কি উপকার হয় ? তোমরা নিয়ম কর, যাঁহারা চিরস্থায়ি বিদ্যালয় করিয়া স্ত্রীপুরুষ সাধারণকে জ্ঞান শিক্ষা দিবেন তাঁহারাই রাজা বাহাদুর নামে প্রতিষ্ঠিত হইবেন আর যে সকল ধনি লোকেরা এ প্রকার বিদ্যালয় করেন নাই অথচ স্ত্রীপুরুষ সাধারণ্য রূপে বিদ্যাভ্যাসে প্রতিবাদী হন গবর্ণমেণ্টের খাতা হইতে তাঁহারদিগের রাজা নাম "ইষ্ক্রাস" অর্থাৎ চাঁছিয়া ফেল এবং তাঁহারদিগকে রাজোপাধির যে সকল চিহ্ন দিয়াছ তাহা কাড়িয়া লইয়া ভাণ্ডারে রাখ, যে সকল লোকেরা স্ত্রীপুরুষ সাধারণ সকলের জ্ঞান শিক্ষার বিদ্যালয় করিবেন এবং ঐ সকল বিদ্যালয় চিরস্থায়ী হইবার ব্যয়ের আয় নির্ব্বাহ করিয়া দিবেন তাঁহারদিগকে "রায় বাহাদুর, রাজা বাহাদুর" উপাধি প্রদান করিয়া সম্মান চিহ্ন ঐ সকল বস্তু প্রদান কর, ইহাতে জাতিভেদ কুলভেদ রাখিবা না, কেহ নীচ কুলে জন্মিয়াছে তাহার পিতা পিতামহাদি জঘন্য বৃত্তি করিয়াছে সে ব্যক্তিও যদি কথিত সৎকর্ম্ম করে আর তাহার নিজের কোন দোষ না থাকে তবে সম্মানযোগ্য উপাধি প্রাপ্ত হইয়া ঐ সকল চিহ্ন পাইবেক, আমি হৌস

অফ কোমন্স সভায় গমন করিয়াছিলাম তথায় শুনিয়াছি এ দেশের ধনি স্ত্রীলোকেরা অনেক ধর্ম্মকর্ম্মে অধিক ব্যয় করেন কিন্তু তোমরা তাঁহারদিগকে উৎসাহ প্রদান কর নাই এই কারণ তাঁহারা বিদ্যামন্দির করেন না, তাঁহারা যদি বিদ্যালয় করেন তবে তাঁহারদিগকে মহারাজ্ঞী উপাধি প্রদানের বাধা কি ? আমি কলিকাতায় আসিয়া অতি কুনিয়ম দেখিলাম মেং কেনিং সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করণ জন্য এতদ্দেশীয় লোকদিগের সভা হইয়াছিল সেই সভায় আগমনার্থ কেবল পুরুষদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছ, সম্ভ্রান্তা স্ত্রীলোকদিগকে নিমন্ত্রণ কর নাই অথচ ইউরোপজাতা সম্ভ্রান্তা বনিতারা সেই সভায় নিমন্ত্রণ স্থলে আসিয়া স্বতন্ত্র স্থলে ছিলেন এতদ্দেশীয় ধনি স্ত্রীলোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিলে তাঁহারা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন না ? আমি তাহারদিগকে সমাদর পুর্ব্বক গ্রহণ করিতাম, স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে স্বতন্ত্র গৃহে বসাইতাম তাহাতে তাঁহারদিগের কত আহ্লাদ হইত, তাঁহারাও আমারদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেন, আমরা তাহারদিগের বাটীতে যাইয়া আমোদ করিয়া আসিতাম, পরস্পর যাতায়াত আলাপাদি না হইলে কি প্রণয় হয় ? তোমরা এতদ্দেশীয় নারীগণকে অত্যন্ত নীচাবস্থায় রাখিয়াছ, ইউরোপীয় স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গে তাঁহারদিগের আলাপ করিতেও দেও না, এই কারণ ইচ্ছা থাকিতেও এ সকল কর্ম্মে তাঁহারদিগের প্রবৃত্তি হয় না, আমি তোমারদিগের এ সকল কুনিয়মে ঘৃণা করি তোমরা যদি এদেশের স্ত্রী পুরুষ সাধারণ সকলকে সমানরূপে সম্মান প্রদান না কর তবে আমি বিক্টোরীয়াকে এই সকল বিষয় লিখিব তাহাতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিদিগের চতুরতার বিষয় সকল প্রকাশ হইয়া পড়িবে, শ্রুত হইল শ্রীমতী লেডী এতদ্দেশের উপকারার্থে আরো অনেক বিষয়ে বলিয়াছেন যদি এ সকল সত্য হয় তবে এই লক্ষীছাড়া রাজ্যে তিনি মহালক্ষ্মীরূপে আগমন করিয়াছেন ইহাতে সন্দেহ নাই, পরমেশ্বর কৃপায় দীর্ঘজীবিতা হইয়া এতদ্দেশে দীর্ঘকাল থাকিয়া দুর্ভাগ্য রাজ্যের সৌভাগ্য বৃদ্ধি করুন।

## সম্পাদকীয়। ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৫৬

বিদ্যাধ্যাপনীয় কার্য্যের উপযুক্ত কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রাট সাহেব হাবিলি সহর পরগণার অন্তঃপাতি কুমারহট্ট নামক গণ্ড গ্রামে চারিটা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহার তিন বিদ্যালয়ে কেবল বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা হয়, চতুর্থ বিদ্যা মন্দিরে ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় ভাষা শিক্ষা হইতেছে, পূর্ব্বোক্ত তিন বিদ্যালয়ের মধ্যে কুমারহট্ট কালীতলায় যে বিদ্যালয় হইয়াছে, তাহাতে ছয়টা ভদ্র বালিকাও বিদ্যাভ্যাস করিতেছে, শ্রীযুত প্রাট সাহেব তাহারদিগকে দেখিয়া এবং শিক্ষার পরীক্ষা করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন অতএব তাহারদিগের প্রত্যেকের চারি আনা জল পানীয় নির্ব্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং শিক্ষকের উৎসাহ বৃদ্ধি নিমিত্ত আজ্ঞা করিয়াছেন শিক্ষক মনোযোগ পূর্ব্বক বালিয়াদিগকে শিক্ষা

প্রদান করিলে প্রতি মাসে দেড় টাকা অধিক বেতন পাইবেন ইহাতে আমরা শ্রীযুত প্রাট সাহেবকে ধন্যবাদ দিলাম তিনি যেমন উপযুক্ত মনুষ্য তেমনি উপর্যুক্ত বিবেচনা করিয়াছেন, চতুর্দ্দিগে সর্ব্ব জাতীয় স্ত্রী পুরুষ সাধারণে বিদ্যাবিতরণ হইতেছে, ইহা পরমাহ্লাদের বিষয়, আমরা প্রার্থনা করি এতদ্দেশীয় অঙ্গনাদিগের জ্ঞানশিক্ষা হউক কিন্তু এইক্ষণে দাসদাসী মহার্ঘতা বিষয়ে যে প্রকার ক্লেশ হইতেছে তাহাতে স্ত্রী লোকেরা বিদ্যাবতী হইয়া দুর্গতি না করে তবেই মঙ্গলের বিষয়, বালিকারা অধিক সময় বিদ্যালয়ে থাকিতে পারিবেক না অল্পকালীন শিক্ষায় তাহারদিগের বিশেষ জ্ঞান যোগও হইবে না। কিঞ্চিৎ২ শিক্ষায় পাছে গৃহ কর্ম্মে দুর্ভিক্ষ ঘটায় তবে সর্ব্বদা গৃহ কন্দোলে সকলকে নিরানন্দ করিয়া তুলিবে, যদি বলিয়া বৈসে "আমরা রন্ধনাদি করিব না" তবেই গৃহস্থদিগের আহার বন্ধ হইয়া উঠিবে, বাবুরা নয় ঘণ্টা কালে আহার করিয়া কর্ম্মস্থলে যাইবেন, গৃহিণীগণ রন্ধন না করিলে অন্ন কোথায় পাইবেন? অতএব বালিকারা বিদ্যাভ্যাস করিতেছে করুক, গৃহস্থেরা বালিকা কালাবধি রন্ধনাদি কার্য্যেতেও তাহারদিগকে আবৃতা রাখিবেন। বেড়ী ধরিতে ২ হস্তে কড়া পড়িবে, হাঁড়ী লাড়াচাড়া করিতে গায়ে কালী লাগিবে, পাকশালার কাদা জলে চরণ কমল মলিন হইবে, ইহা ভাবিয়া যদি রন্ধন শালায় না যায় তবে ধনহীন গৃহস্থেরা রন্ধনী কোথায় পাইবেন, স্ত্রীলোকেরা যদি কেবল বসিয়া থাকে আর বিদ্যাসুন্দর ও নাটকাদি পুস্তক পড়ে তবে তাহারদিগের চঞ্চল মন কি ধর্ম্ম পথে থাকিবে? বড় ২ ঘরে সুন্দরীদিগের দোষ ঘটে কেন? কোন কর্ম্ম করে না কেবল বসিয়া থাকে। এই কারণ মনে ২ পুরুষান্বেষণ করে, রমণীদিগের মন যখন কুপথে যায় তখন সজ্জাতি অসজ্জাতি পুরুষ বা বাছনী করে না। লতা সকল সম্মুখে যে বৃক্ষ পায় তাহাকেই জড়ায়, এইরূপ স্ত্রীলোকেরাও নিকটস্থ ভৃত্যাদিকেই আবদ্ধ করে, একটা সামান্য বাক্য আছে "যাতে যার মজে মন, কিবা হাড়ী কিবা ডোম" অবিদ্যারা বিদ্যালাভে পাছে এই ভাবে চলে ইহাই সুচিন্তনীয়, আমারদিগের রাজ্যেশ্বরের অভিপ্রায় উত্তম বটে, সর্ব্ব জাতীয় স্ত্রী পুরুষ সাধারণ সকলকেই সমান রূপে বিদ্যা দান করিবেন এ অভিপ্রায় সদভিপ্রায় না বলিয়া মন্দাভিপ্রায় বলিতে পারি না কিন্তু এইস্থলে এক ইতিহাস স্মরণ হইল এতৎ প্রসঙ্গে তাহা অসঙ্গত হইবেক না পাঠক মহাশয়গণ সেই প্রসঙ্গ শ্রবণ করুন।

এক সময়ে ইউরোপীয় কোন রাজ্যেশ্বর তাঁহার অধিকারস্থ সকল প্রজাকে সমান ধনী করিবেন, রাজ্য মধ্যে দুঃখি রাখিবেন না, তাঁহার এতদভিপ্রায়ে ধনিদিগের সকল ধন আকর্ষণ করিয়া লইলেন এবং রাজস্থ তাবৎ প্রজাকে তুল্যত্ব রূপে তাহা বিভাগ করিয়া দিলেন কিন্তু তাহাতে হিতে বিপরীত হইয়া উঠিল, কৃষকেরা আর কৃষিকর্ম্মে গেল না, ধনদ্বারা অন্যদেশ হইতে দ্রব্যাদি আনাইয়া কালযাপন করিতে লাগিল। এইরূপে কিছুকাল পরে ঐ মহারাজের অধিকারস্থ উর্ব্বরাভূমি সকল বনময় মরুভূমি হইয়া গেল, সে দেশে কেবল হিংস্রক পশুদিগের বংশ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অন্যদেশ হইতে দ্রব্যাদি আনাইতে ২

প্রজা সকল দরিদ্র হইয়া পড়িল, মহারাজ আর রাজস্ব পাইলেন না। রাজকীয় ব্যয়ে এবং সৈন্যদিগের বেতন প্রদানে অশক্ত হইলেন তাহাতেই তিনি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। অন্য রাজ্যেশ্বর তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া আপনি গ্রহণ করিলেন। যেমন অযোধ্যার বাদশাহকে রাজ্যশাসনে অযোগ্য বলিয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া ইংরাজেরা অযোধ্যা কাড়িয়া লইয়াছেন এইরূপ, সকল জীবের পিতামহ অর্থাৎ ব্রহ্মা, যে নিয়মে প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন ইংরেজেরা সে সৃষ্টিকে সুসৃষ্টি বলিতে পারিবেন না, পিতামহ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি জাতি সৃষ্টি করেন এবং এমত সুনিয়ম রাখিয়া ছিলেন এই জাতি চতুষ্টয় পরস্পর পরস্পরের উপকার করিয়া আপনারদিগের জীবন রক্ষার্থে বেতন পাইবেন, ব্রাহ্মণেরা যজন যাজন, শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া সকল জাতির ধর্ম্মারক্ষা করিতেন তাহাতেই দক্ষিণারূপ বেতন লাভে তাঁহারদিগের সাংসারিক ব্যয় সুসম্পন্ন হইত, ক্ষত্রিয়েরা শাসন পালন করিয়া রাজস্ব গ্রহণ করিতেন, তাহাতেই রাজস্বের ব্যয় ও সৈন্যাদির বেতন দান সমাধান হইত, এইরূপে ক্ষত্রিয় জাতির কর্ম্মে পৃথিবীর শান্তি স্থিতি থাকিত, বৈশ্যেরা নানা দেশ হইতে দ্রব্যাদি আনিয়া রাজা প্রজাকে দিতেন এবং কৃষি কর্ম্ম করিতেন তাহাতেই দ্রব্যাদি দ্বারা সকলের প্রাণ রক্ষা হইত এবং বাণিজ্যলাভে আপনারদিগের সংসার ধর্ম্ম চালাইতেন, পরমেষ্ঠী এই তিন জাতির সেবা জন্য শূদ্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন, শূদ্রেরা ঐ তিন জাতির সেবা করিয়া যে বেতন পাইত তাহাতেই তাহারদিগের সংসার কার্য্য চলিত, ব্রহ্মার সৃষ্টিতে কোন প্রজার অনিষ্ট হয় নাই, পরস্পর পরস্পরের উপকারে নিযুক্ত ছিলেন, বড় ছোট থাক ২ শ্রেণীভেদ না থাকিলে পৃথিবী রক্ষা হয় না। ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট মনে করুন পৃথিবীর সকল জাতিকেই তুল্যস্বরূপে সম্মান দিলেন, কেল্যো মেথর পর্য্যন্তও বিদ্যালাভে উচ্চ হইয়া উঠিল, গবর্ণমেণ্ট হৌসে কোন পর্ব্বোপলক্ষে সকল প্রজাকে নিমন্ত্রণ করিতে হইল, কালিদাস মেথর বিদ্বান হইয়াছে মণিমুক্তাদি খচিত বসন ভূষণাদি পরিয়া চতুরশ্বযোজিত শকটারোহণে ভ্রমণ করে তাহাকে কি বলিয়া নিমন্ত্রণ করিবেন না? আপনারাই বিদ্যাদান দ্বারা সম্মান দিয়াছেন, আপনারাই কি তাহার সে সম্মানে অসম্মান করিতে পারেন? কালিদাস মেথর গবর্ণমেণ্টের অট্টালিকার মহাসভায় গেল এবং রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর ও রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরাদি সম্ভ্রান্ত মহামহিমদিগের সহিত একত্র বসিল, মেথর পর্য্যন্ত যদি এত সম্মানিত হইয়া উঠিল তবে কলিকাতা নগরীর সকল পায়খানার কর্ম্ম কে করিবে? আর যদি কেল্যো মেথর গবর্ণমেণ্টকে দুই তিন লক্ষ টাকা দান করিয়া রাজোপাধি চাহে তবে দ্বাবিংশতি প্রকার ভূপতি চিহ্ন দিয়া তাহাকেও রাজা করিবেন। এইরূপে যদি নীচ জাতীয় সকলেই রাজা হইয়া উঠিল তবে লাঙ্গল ঘাড়ে করিয়া মাঠে যাইয়া কে হলযোগ করিবে? ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট স্বদেশে সকল জাতিকে তুল্যস্বরূপে বিদ্যাদান করিয়া এইক্ষণে ভৃত্যাভাবে কি দুঃখ পাইতেছেন তাহা কি স্মরণ করেন না? আমরা শুনিয়াছি ইংলণ্ড রাজ্যে যাঁহার বাটীতে একটী ভৃত্য আছে তাঁহাকেই সকলে বড় মানুষ বলেন এক ২ ভৃত্যের বেতন মাসে ১০০ টাকার ন্যূন নহে,

এদেশের লোকেরা কি এত অধিক বেতন দিয়া ভৃত্য রাখিতে পারিবেন? অতএব ব্রিটিস গবর্ণমেন্ট যে স্বরজ্যেষ্ঠের সৃষ্টি উল্‌টাইতে বসিয়াছেন ইহাতে উত্তরকালে তাঁহারা এ রাজত্ব করিতে পারিবেন কি না ইহাও চিন্তা করিবেন। এইক্ষণেই হাড়ী, শুঁড়ি পর্য্যন্ত নীচদিগকে জমীদার করিয়া তুলিয়াছেন, ইহার পরে, পোদ্‌, বাগ্‌দী, কুমার, চামার, মেথরাদি সকলে রাজা হইয়া আশাসোটা চালাইবে, তখন কি ইংরাজদিগের মার্গ লক্ষে সেই সকল আশাসোটা উপসর্গ হইবেক না? আমরা শেষ চিন্তায় ক্লান্ত হইলাম অদ্য বিশ্রাম করি।

## সম্পাদকীয়। ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৫৬

আমরা সর্ব্বদা কেবল বিদ্যা বিদ্যাই বলি, বিদ্যা চাই ২ ব্যতীত অন্য কথাই নাই "রাজ্যেশ্বর বিদ্যা দান করুন ২" সর্ব্বক্ষণ ইহাই বলিতেছি। যদিও এ দেশে বিদ্যার অধিক প্রয়োজন বটে, বিদ্যাহীন দেশে বিদ্যার আগমন না হইলে দেশ প্রতিষ্ঠিত হয় না অতএব যেমন বিদ্যা ২ করিয়াছিলাম তেমনি বিদ্যার কৃপা হইতেছে। রাজ্যেশ্বর প্রজানিকরে বিদ্যা দান করিতেছেন এবং দেশস্থ লোকেরাও বিদ্যার আদরে মনোযোগ করিয়াছেন। আমরা প্রায় মাসে ২ নবীন ২ বিদ্যালয় স্থাপনের সমাচার শুনিতে পাই। বিশেষত মিসনরি মহাশয়েরা প্রায় সর্ব্বত্র বিদ্যালয় করিতেছেন। ভারতবর্ষ মধ্যে ব্রিটিসাধিকারে এমন দেশ নাই যে দেশে মিসনরিরা বিদ্যালয় করেন নাই, বরং যে সকল রাজ্য ব্রিটিসাধিকারে আইসে নাই এমত সকল রাজ্যেও মিসনরিরা বিদ্যালয় করিয়াছেন, ভিন্ন ২ রাজ্যে বিদ্যালয় স্থাপন জন্য মিসনরি সাহেবেরদিগের মধ্যে অনেকের প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে, অসভ্য দেশীয় রাজ্যপালেরা মিসনরিগণকে সংহার করিয়া ফেলিয়াছেন তথাচ মিসনরিরা বিদ্যা দান সংকল্পের বৈকল্য করেন নাই। এই রূপে সকল দিগে বিদ্যা প্রচার হইতেছে অজ্ঞান রাজ্যে সর্ব্বসাধারণের জ্ঞান যোগ হয় ইহা পরমাহ্লাদের বিষয়, জম্বুদ্বীপ অতি প্রাচীন দ্বীপ নামে বিখ্যাত। সময়ে ২ এই দ্বীপ নানা জাতীয় রাজেশ্বরদিগের হস্তগত হইয়াছিল কিন্তু সে সকল রাজ্যপালেরা প্রজাকুলে বিদ্যা বিতরণ বিষয়ে এতাদৃশ মনোযোগ করেন নাই, তাঁহারা প্রজাকুলে বিদ্যার প্রতুল করিতেন না আপনারদিগের এবং গুরু পুরোহিতাদির মধ্যেই বিদ্যা গোপন করিয়া রাখিতেন। প্রজাগণকে অন্ধকারে রাখিয়া আপনারদিগের সুখের কর্ম্মে খাটাইতেন, অতএব আমরা ব্রিটিস জাতিকে অসীম ধন্যবাদ প্রদান করি ইহাঁরা জ্ঞান গোপন করেন না, অকপটে সর্ব্ব জাতি সাধারণ প্রজাগণকে জ্ঞান প্রদান করিতেছেন কিন্তু এই সুখের কালেও এক অসুখ হইয়া উঠিতেছে ইতর সাধারণ সকলে বিদ্যারসে রসিক হইতেছে, তাহারা আর নীচ কর্ম্ম করিতে চাহেন না। ইহাতেই নিত্য কর্ম্ম সম্পাদক ভৃত্যগণের প্রায় অভাব হইয়া উঠিয়াছে। লিখন পঠন ঘটিত একটি সামান্য কর্ম্মে কোন লোকের প্রয়োজন হইলে এক শত জন

বিদ্বান লোক আসিয়া উপাসনা করিলেন কিন্তু তৈল মাখাইতে, কাপড় কোঁচাইতে, হাট বাজার করিতে, পান, তামাক সাজিতে, ইত্যাদি গৃহ কর্ম্ম করিতে জানে এমত ভৃত্যের প্রয়োজন হইলে এক ব্যক্তিও আইসে না ইহাতে সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ লোকদিগের নিত্য কর্ম্মে ভৃত্যাভাবে অশেষ ক্লেশ হইতেছে, পুর্ব্বে যে সকল নীচ লোকেরা এ দেশে রাজ মজুরী করিত এইক্ষণে তাহারা কর্ণিকাদি পরিত্যাগ করিয়া কাগজ কলম ধরিয়া বসিয়াছে। ধোপা, নাপিত, ছুতার, মেথরাদিও কেরানি, বিল সরকার, মেট, দালালাদির কর্ম্মে গিয়াছে। নীচ কর্ম্মের লোকের অত্যন্ত অপ্রতুল হইয়াছে। সভ্য রাজ্যে ইতর লোকেরাও লেখাপড়া করিয়া থাকে কিন্তু তাহারা স্ব স্ব জাতীয় নীচ কর্ম্মে লজ্জা জ্ঞান করে না। ডিউক বংশেরাও যদি অযোগ্য হন তবে স্বচ্ছন্দে নাবিকাদির কর্ম্ম করিতে যান। এ দেশে ইতর জাতিরা লেখাপড়া শিক্ষা না করিয়া যদি ইংরাজী ভাষার কয়েকটা কথাও কহিতে পারে তথাপি সে সিপসরকার হইয়া উঠিল প্রাণ গেলেও আর স্বজাতীয় কর্ম্মে হস্ত দিবে না অতএব সর্ব্বসাধারণে বিদ্যা প্রদানে এই এক মহদ্দোষ হইয়া উঠিয়াছে এতদপ্রতুল নির্ম্মূল করণের কি সদুপায় হইবেক তাহা পরমেশ্বর জানেন।

## প্রেরিত পত্র। ২৩ সেপ্টেম্বর ১৮৫৬

পরম পুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় শ্রীচরণ কমলেষু।

সম্পাদক মহাশয়, মল্লিখিত সুললিত কতিপয় পংক্তি ভবদীয় অমূল্য ভাস্কর পত্রৈক পার্শ্বে স্থানদানে বাধিক করিবেন।

হিন্দু মেট্রোপোলিটন কালেজ

বিজ্ঞবর মহাশয়, হিন্দু মেট্রোপোলিটন্ কালেজের অধ্যক্ষ মহাশয়দিগের কি আশ্চর্য্য বিবেচনা, বিদ্যালয় স্থাপন কালীন যে সকল মহাশয়গণ সর্ব্বদা বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধারণ বিষয়ে যত্নবান ছিলেন, অধুনা তাঁহারদিগের মধ্যে কোন মহাত্মাকে একবারও দৃষ্টি পানে পতিত হইতে দেখি না, বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ সম্পূর্ণ উৎসাহ পূর্ব্বক সংবৎসর ব্যাপিয়া বিদ্যানুশীলনে যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিলেন, গত বৎসর ছাত্রগণের পরীক্ষার পর ছাত্রবৃত্তি এবং পারিতোষিকের নিয়ম নির্দ্দিষ্ট দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন আমরা আগামি বৎসর উত্তমরূপে পরীক্ষা প্রদান করিতে পারিলে অবশ্যই ইত্যাদি নিয়মের ফলভোগী হইতে পারিব। কিন্তু তাঁহারদিগের সে আশা বৃথা হইল, অধ্যক্ষ নিবহ নিরুৎসাহ প্রবাহে নিমগ্ন হইয়া হাবুডুবু খাইতেছেন, হা, গত বৎসর এত দিনে পরীক্ষা প্রায় শেষ হইয়াছে, বর্ত্তমানাব্দে একবার পরীক্ষার নামটিও উল্লেখ হইল না, বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া, এই পণ্ডিত বাক্যের অন্যথা কেন হইবে,

উক্ত বিদ্যালয়ের সংস্থাপন সময়ে এতন্নগত বাসি ধনরাশি হিন্দুগণ বিদ্যালয়ের উন্নতি বিষয়ে বলা হয়।

## সংবাদ। ২৫ অক্টোবর ১৮৫৬। ৮২ সংখ্যা

আমরা শ্রবণে আহ্লাদিত হইলাম ঢাকা কালেজের সর্ব্বাধ্যক্ষ মেং ক্লিণ্ট সাহেব উক্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কলিকাতার প্রিসিডেন্সি কালেজের একটিন প্রিন্সিপল ও মেথামেটিক বিষয়ের প্রধানাধ্যাপক হইয়া কলিকাতায় আসিতেছেন. তাঁহার পদে মেং ব্রেন্যাণ্ড সাহেব নিযুক্ত হইবেন।

## সংবাদ। ৮ নবেম্বর ১৮৫৬। ৮৮ সংখ্যা

সাধারণ বিদ্যাবন্ধু করুণা সিন্ধু শ্রীযুক্ত ডাক্তর ডফ সাহেব পাণ্ডুয়া নামক গণ্ড গ্রাম সন্নিধানে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার্থ এক শিক্ষালয় স্থাপনের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তিনি যখন যে বিষয়ের প্রতিজ্ঞা করেন তাহাই সুসিদ্ধ হয়, ডাক্তর সাহেব কেমন শুভক্ষণে জন্মিয়াছিলেন পৃথিবীময় বিদ্যাদানে মঙ্গল বাদ্য প্রাপ্ত হইলেন, উপস্থিত কার্য্যেও কৃতকার্য্য হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন।

## সংবাদ। ৮ নবেম্বর ১৮৫৬। ৮৮ সংখ্যা

### মেডিকেল কালেজ

মেডিকেল কালেজের প্রিন্সিপিলি পদ শূন্য হইয়াছে, উক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত করণার্থ দুই তিন জন ভদ্র ইংরেজকে আহ্বান করা হইয়াছিল তাঁহারা উক্ত কালেজের বৈঠকখানায় বাস করণে অস্বীকৃত হইয়া তৎকর্ম্ম উপেক্ষা করিয়াছেন।

## সম্পাদকীয়। ২০ নবেম্বর ১৮৫৬। ৯৩ সংখ্যা

### ব্যাকরণ চন্দ্রিকা

আন্দুলাধীশ্বর শ্রীযুক্ত যুবরাজ বিজয়কেশব রায় বাহাদুরের সভা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মথুরানাথ তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় উক্ত নামে এক ব্যাকরণ প্রকাশ করিয়াছেন আমরা পাঠ করিয়া দেখিলাম উত্তম হইয়াছে এই গ্রন্থ পাঠ করিলে বালকেরা অল্পকাল মধ্যে অনায়াসে ব্যাকরণে বুৎপন্ন হইতে পারিবে অতএব আমরা ব্যাকরণ চন্দ্রিকার ভূমিকা গ্রহণ করিতেছি পাঠকগণ ভূমিকা দর্শনে গ্রন্থকর্ত্তার অভিলাষ পূর্ণ করুন।

### ভূমিকা

গবর্ণমেণ্ট সংস্থাপিত বাঙ্গলা বিদ্যালয়ে যে সকল বালক বালিকাগণ অধ্যয়ন করে, আমি তাহারদিগের উপকারার্থ এই ব্যাকরণ চন্দ্রিকা সঙ্কলন করিলাম। ইহা অতি

সংক্ষেপে এবং সরল ভাষায় সঙ্কলিত হইয়াছে। তৃতীয় ভাগ শিশু শিক্ষা এবং বোধোদয় পাঠ করিয়া বালক বালিকারা অনায়াসে এই ব্যাকরণ পাঠে সমর্থ হইবে, এবং এতৎপাঠে তাহারদিগের সবিশেষ উপকার দর্শিবে সন্দেহ নাই। এক্ষণে বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা যদি অনুগ্রহ করিয়া এই ব্যাকরণ সর্ব্বত্র প্রচলিত করিয়া দেন তাহা হইলে আমার শ্রম সফল হয়।

শ্রীমথুরানাথ শর্ম্মা।

## সংবাদ। ২৫ নভেম্বর ১৮৫৬। ৯৫ সংখ্যা

### মেডিকেল কালেজ

বিদিত হইল মেডিকেল কালেজের নূতন অধ্যক্ষ ডাক্তার ম্যাক্রে সাহেবের পদে ডাক্তার ক্রস সাহেব নিযুক্ত হইবেন ক্রস সাহেব কর্ম্ম দক্ষ মনুষ্য, মেডিকেল কালেজীয় পদে তাঁহাকে প্রদত্ত হইলে উক্ত কার্য্য উত্তমরূপে নিষ্পন্ন হইবে সন্দেহ নাই।

## সংবাদ। ২৫ নভেম্বর ১৮৫৬। ৯৫ সংখ্যা

### পাটনা

ইংলিসম্যান পত্রে বিদিত হইল পাটনায় শিল্প বিদ্যালয় স্থাপনের আয়োজন হইতেছে, এবং তদর্থে বাড়ী নির্ম্মাণারম্ভ হইয়াছে অচিরে বিদ্যালয় স্থাপন হইবার সন্দেহ নাই।

পাটনা হাই স্কুলের পরীক্ষায় ছয়জন বালক ছাত্র বৃত্তি পাইয়াছেন।

## সংবাদ। ৬ ডিসেম্বর ১৮৫৬। ১০০ সংখ্যা

### শ্রীল শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুর

বিদিত হইল যে স্থলে "ইউনিভার্সিটি" অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হইবেক, আমারদিগের লার্ড বাহাদুর উক্তস্থান দর্শন করিয়া মনোনীত জ্ঞানে অনুজ্ঞা দিয়াছেন অধুনা যে সকল ব্যক্তিরা ঐ স্থানে বসতি করিতেছেন পঞ্চদশ দিবস মধ্যে তাঁহারা অন্য স্থানাশ্রম কিম্বা স্থান পরিত্যাগ করণে ব্যাঘাত জন্মে তাহাও গবর্ণমেণ্টে জ্ঞাপন করুন, যদ্যপি নির্দ্দিষ্ট স্থলে বিদ্যালয় স্থাপন হয় তবে বাবু গুরুদাস দত্ত মহাশয়ের বাজার উঠিয়া যাইবে এতজ্জন্য দত্ত বাবু গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়াছেন ঐ বাজারে পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা বার্ষিক আয় হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট হয় তাঁহার পঞ্চাশ হাজার টাকার আয়োপযুক্ত ভূমি প্রদান করুন কিম্বা এমত অর্থ দিন যাহার সুদে গুরুদাস বাবু পঞ্চাশ হাজার টাকা পাইতে পারেন, গবর্ণমেণ্ট এতদাবেদনে অদ্যাপি নিস্তব্ধ আছেন শ্রীমুখ হইতে কি প্রকাশ হয় বলা যায় না।

## হিন্দু কালেজ। ৯ ডিসেম্বর ১৮৫৬

গত বৃহস্পতিবার বেলা এক ঘণ্টাকালে জল পানীয় ছুটী সময়ে হিন্দু কালেজ ও সংস্কৃত কালেজীয় ছাত্রেরদের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে সংস্কৃত কালেজীয় দুই জন ছাত্র অত্যন্ত আঘাতী হইয়াছে, তাহারদিগের জন্য ডাক্তর পর্য্যন্ত আনাইতে হইয়াছিল, হিন্দু কালেজীয় বালকেরাই অন্যায় করিয়াছে, এইক্ষণে হিন্দু কালেজীয় শিক্ষক মহাশয়েরা কি ছাত্রগণকে দমনে রাখিতে পারেন না? এতকাল হিন্দু কালেজের এ অখ্যাতি ছিল না, এই নূতন ব্যাপার হইল ইহাতে শিক্ষকেরা অধ্যক্ষদিগের নিকট লজ্জা পাইবেন।

## বীটন বালিকা বিদ্যালয়। ১৩ জানুয়ারি ১৮৫৭। ১১৬ সংখ্যা

কলিকাতা ও তৎসান্নিধ্যবাসি হিন্দুবর্গের প্রতি বিজ্ঞাপন

বীটন প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় সংক্রান্ত সমুদায় কার্য্যের তত্ত্বাবধান নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন, যে ২ নিয়মে বিদ্যালয়ের কার্য্য সকল সম্পন্ন হয় এবং বালিকাদিগের বয়স ও অবস্থার অনুরূপ শিক্ষা দিবার যে সকল উপায় নির্দ্ধারিত আছে, হিন্দু সমাজের লোকদিগের অবগতি নিমিত্ত আমরা সে সমুদায় নিম্নে নির্দ্দেশ করিতেছি।

উক্ত বিদ্যালয় এই কমিটির অধীন, বালিকাদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এক বিবি প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত আছেন, শিক্ষা কার্য্যে তাঁহার সহকারিতা করিবার নিমিত্ত আর দুই বিবি ও এক জন পণ্ডিতও নিযুক্ত আছেন।

বালিকারা যখন বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকে প্রেসিডেণ্ট অর্থাৎ সভাপতির স্পষ্ট অনুমতি ব্যতিরেকে নিযুক্ত পণ্ডিত ভিন্ন অন্য কোন পুরুষ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পান না।

ভদ্র জাতি ও ভদ্র বংশের বালিকারা এই বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইতে পারে, তদ্ব্যতীত আর কেহই পারে না, যাবৎ কমিটীর অধ্যক্ষদের প্রতীতি না জন্মে অমুক বালিকা সদ্বংশজাতা এবং যাবৎ তাঁহারা নিযুক্ত করিবার অনুমতি না দেন তাবৎ কোন বালিকাই ছাত্ররূপে পরিগৃহীত হয় না।

পুস্তক পাঠ, হাতের লেখা, পাটিগণিত, পদার্থজ্ঞান, ভূগোল ও সূচীকর্ম্ম, এই সকল বিষয়ে বালিকারা শিক্ষা পাইয়া থাকে, সকল বালিকাই বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করে আর যাহাদের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ইংরেজী শিখাইতে ইচ্ছা করেন তাহারা ইংরেজীও শিখে।

বালিকাদিগকে বিনাবেতনে শিক্ষা ও বিনামূল্যে পুস্তক দেওয়া গিয়া থাকে আর যাহাদের দূরে বাড়ী এবং স্বয়ং বাড়ী অথবা পাল্কি করিয়া আসিতে অসমর্থ তাহাদিগকে

বিদ্যালয়ে আনিবার ও বিদ্যালয় হইতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত গাড়ী ও পাল্কী নিযুক্ত আছে।

হিন্দু জাতীয় স্ত্রীলোকদিগের যথোপযুক্ত বিদ্যা শিক্ষা হইলে হিন্দু সমাজের ও এতদ্দেশের যে কত উপকার হইবে তদ্বিষয়ে অধিক উল্লেখ করা অনাবশ্যক, যাঁহাদের অন্তঃকরণ জ্ঞানালোক দ্বারা প্রদীপ্ত হইয়াছে তাঁহারা অবশ্যই বুঝিতে পারেন ইহা কত প্রার্থনীয় যে যাঁহার সহিত যাবজ্জীবন সহবাস করিতে হয় তাঁহারা সুশিক্ষিত ও জ্ঞানাপন্ন হন এবং শিশুসন্তানদিগকে শিক্ষা দিতে পারেন, আর স্ত্রী ও কন্যাগণের মনোবৃত্তি প্রকৃতরূপে মার্জ্জিত হইয়া অকিঞ্চিৎকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ থাকে এবং যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠানে বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি ও পরিশুদ্ধি হইতে পারে তাহাতে প্রবৃত্ত হয়।

অতএব আমরা এতদ্দেশীয় মহাশয়দিগকে অনুরোধ করিতেছি এই সকল গুরুতর উদ্দেশ্য সাধনের যে উপায় নিরূপিত রহিয়াছে সেই উপায়ে অবলম্বন করিয়া তাঁহারা ফলভোগী হউন এই সকল উদ্দেশ্য সাধন হিন্দু ধর্ম্মের অনুযায়ী ও হিন্দু সমাজের প্রকৃত মঙ্গল সাধন।

সিসিল বীডন সভাপতি।
রাজশ্রী কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, সভ্য
শ্রীপ্রতাপচন্দ্র সিংহ ,,
শ্রীহরচন্দ্র ঘোষ, ,,
শ্রীঅমৃতলাল মিত্র, ,,
শ্রীপ্রাণনাথ রায় চতুর্ধুরীণ, ,,
শ্রীরামরত্ন রায়, ,,
শ্রীরাজেন্দ্র দত্ত, ,,
শ্রীনৃসিংহচন্দ্র দত্ত, ,,
শ্রীভবাণীপ্রসাদ দত্ত, ,,
শ্রীরমাপ্রসাদ দত্ত, ,,
শ্রীরমাপ্রসাদ রায়, ,,
শ্রীকাশীপ্রসাদ ঘোষ, ,,

কলিকাতা বালিকাবিদ্যালয়। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা
২৪ ডিসেম্বর ১৮৫৬। সম্পাদক

# বিবিধ

### সম্পাদকীয়। ২১ এপ্রিল ১৮৪৯। ৫ সংখ্যা

এইক্ষণে আক্ষেপ করিয়া বলিতে হইল সমাচার পত্র সম্পাদকেরাও অদ্যাপি সমাচার পত্রের মান বুঝিতে পারিলেন না, আপনারাই লিখিয়া থাকেন স্থানাভাব প্রযুক্ত অদ্য এবিষয় প্রকাশ করিতে পারিলাম না অতএব সমাচার পত্রের স্থান অতি দুর্লভ ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন, তথাচ এতদ্দেশীয় সম্পাদকেরা দুর্লভ স্থানকে সুলভ মুল্যে বিক্রয় করিতেছেন, পুর্ব্বে সমাচার পত্রের বিজ্ঞাপনের পংক্তি মূল্য কখনও চুক্তি করা ছিল না, সমাচার দর্পণ, সম্বাদ কৌমুদী প্রভৃতি প্রাচীন সমাচার পত্রের বিজ্ঞাপনের প্রতি পুঁক্তির মূল্য চারি আনা সকলেই দিয়াছেন তৎপরে চন্দ্রিকাতেও এই নিয়মে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হইত, চন্দ্রিকার পুর্ব্ব সম্পাদক বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বরং মধ্যে মধ্যে বিজ্ঞাপন দিতেন চন্দ্রিকা পত্রে কেহ কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলে প্রতি পুঁক্তির মূল্য চারি আনা দিতে হইবেক, চন্দ্রিকার পুর্ব্ব সম্পাদক এই নিয়মেতেই প্রায় বিজ্ঞাপনের মূল্য গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব যথার্থ কথা বলিতে বাধা নাই পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্র হইয়া অবধি বাঙ্গালা সমাচার পত্রের উজ্জ্বল মুখে কজ্জল পড়িয়াছে, পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক বিবেচনা করিলেন অল্প মুল্যে বিজ্ঞাপন লইলেই তাঁহার অধিক লভ্য হইবে, অতএব চুক্তি করিয়া এক পয়সা পুঁক্তি মূল্যতেও আপনারা যাইয়া উপাসনা করিয়া বিজ্ঞাপন লইতে আরম্ভ করিলেন এবং সেই দৃষ্টান্তে চন্দ্রিকা সম্পাদক প্রভাকর সম্পাদকও অনুগামী হইলেন, পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদকের পরিশ্রম করিতে হয় না বাঙ্গালা সমাচার পত্রের উদ্গারেতেই পূর্ণচন্দ্রোদয় বাজিকারদিগের পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রকাশ পায়, এক পয়সা পংক্তির মূল্য ইহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট কিন্তু পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক এই চতুরতাতেও গবর্ণমেণ্ট সম্পর্কীয় বিজ্ঞাপনে বঞ্চিত আছেন, যদি বলেন বাষ্পীয় জাহাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপন পূর্ণচন্দ্রোদয়ে প্রকাশ হয় তদুত্তর এই যে তাহা পূর্ণচন্দ্রোদয়ের গুণে নহে ষ্টিম অফিসের কর্ম্মচারি জনষ্টন সাহেব এতদ্দেশীয় ভাষার সমাচার পত্রের গুণাগুণ জানেন না এই কারণ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন দেন, পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক সর্ব্বাগ্রে প্রতি পুঁক্তির মূল্য এক আনা তৎপরে দুই পয়সা চুক্তি করিয়া লইয়া ছিলেন, সেই দৃষ্টে চন্দ্রিকা সম্পাদক প্রভাকর সম্পাদকও তাহাই লইতেছেন, যাঁহারদিগের কাগজের পুঁক্তির মূল্য নাই অর্থাৎ গ্রাহক অধিক নাই, এবং যে অল্পলোকে কাগজ লইয়া থাকেন তাঁহারাও মূল্য দেন না ঐ সকল সম্পাদকেরা পুঁক্তির মূল্য দুই পয়সা এক পয়সা লাভকেও যথেষ্ট লাভ জ্ঞান করিতে পারেন কিন্তু যাঁহারা বিজ্ঞাপন দিয়া থাকেন তাহারদিগের কি লাভ হইতেছে ইহাও বিবেচনা করিতে হয়, যে কাগজ অধিক লোকের হস্তে যায় না সে কাগজের

পুঁক্তির মূল্য দুই পয়সা এক পয়সাও জলে নিক্ষেপ করা হইতেছে, অতএব যাঁহারা বিজ্ঞাপন দিবেন তাঁহারদিগের উচিত হয় কোন্ কাগজের কত গ্রাহক আছেন অগ্রে তাহা বিবেচনা করা।

## চিঠিপত্র। ১০ মে ১৮৪৯। ১৩ সংখ্যা

শ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় সচ্চরিত্রেষু।

এতদ্দেশীয় সাধারণ লোকেরা এমত অনুমান করেন সংবাদ পত্র দ্বারা কেবল নূতন নূতন সমাচার জ্ঞাত হওয়াই প্রয়োজনীয়, চুরী ডাকাইতী, সরিফসেল যুদ্ধবিগ্রহ, শ্রাদ্ধ, ভোজ প্রভৃতি এতদ্রূপ অতি তুচ্ছাতুতুচ্ছ লিপীতে সংবাদ পত্র সকল পরিপুর্ণ হয়, অর্থাৎ ছাপাযন্ত্র হওনাবধি লিপীকষ্ট দূর হইয়াছে, আর ভাবনা নাই, যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখিয়া পাঠকবর্গের নিকট হইতে টাকা লওয়া যাইতে পারে, বিশেষত কোন কোন সংবাদ পত্র স্কাবেঞ্জরের গাড়ির তুল্য দেশের ময়লা বহন হেতু জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, কেবল পরনিন্দা পরদ্বেষ গালী ইহাতেই পূর্ণ হয়, সম্পাদক মহাশয়েরাও এতদ্রূপ বিবেচনা করেন না যে পাঠকবর্গ তাহারদিগের পত্র লইয়া ক্ষণকাল আমোদ এবং রহস্য করিয়া থাকেন, তৎপরক্ষণেই সম্পাদক মহাশয়দিগকেই নিন্দা করেন, ফলতঃ যাহারদিগের শরীর গালীতে পরিপূর্ণ তাঁহারাই গালীদানে সক্ষম হয়েন।

আমি একজন সম্বাদ পত্র ভক্ত, আমার এমত নিশ্চয় বিশ্বাস আছে সংবাদ পত্র সকল দ্বারা দেশোপকার যথেষ্ট রূপে হইতে পারে, সুতরাং তাহার ত্রুটি দেখিলেই অত্যন্ত ক্ষোভ জন্মে ভারতবর্ষ ব্রিটিসাধিকার ভুক্ত হওয়াবধি আমরা সুখে কালযাপন করিতেছি, ইহা সত্য হইলেও যেমন অপর কোন ব্যক্তির বাটীতে প্রতিদিবস সুখে উদর পালন করিয়া ভদ্রলোকেরা সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না তেমন যে পর্য্যন্ত অস্মদ্দেশীয় লোকেরা স্বাধীনতা প্রাপ্ত না হয়েন তাবৎকাল মনের মালিন্য দূর হওয়া অসম্ভব কিন্তু এইক্ষণে যদ্রূপ দৃষ্ট হইতেছে তদ্দ্বারা এমত বিশ্বাস হয় না শীঘ্র এতদ্রাজ্যে স্বাধীন হইয়া আপন সন্তানদিগের দ্বারা প্রতিপালিত হয়।

ইউরোপ খণ্ডাপেক্ষা বৃহৎ যে এই ভারতবর্ষ ইহার শাসনকারি ব্রিটিস পার্লিয়ামেণ্ট মধ্যে চারি অর্বুদ প্রজার প্রতিনিধি স্বরূপ এক ব্যক্তিও স্থান প্রাপ্ত হয়েন নাই এইহেতু সুখে কালযাপন করিলেও আমরা স্বাধীন নহি এমত অবশ্য কহিতে হইবেক, এবং তজ্জন্য দুঃখ করিলেও কেহ আমাদিগকে নিন্দা করিতে পারিবেন না।

এতদবস্থা সর্ব্বদা মনোমধ্যে ভাবনা করত অন্ধকারাবৃত রাত্রিকালে অত্যন্ত দূরেও আলোক দর্শন করিলে সুখোদ্রেক হয় সেইরূপ এতদ্দেশে ছাপাযন্ত্র স্বাধীন আছে এমত স্মরণ হওয়াতে মনকে প্রবোধ প্রদান করিয়াছি যেহেতুক উক্ত যন্ত্র স্বাধীন রহিলে প্রজাদিগের

প্রতি কোন প্রকারে দৌরাত্ম্য হইতে পারে না, অতএব যদ্যপি ছাপাযন্ত্রের স্বাধীনতা কেবল পরস্পরের নির্ভয়ে গালী দেওনের কারণ হইয়া উঠে তবে কি পর্য্যন্ত দুঃখবোধ হইবে বিবেচনা করুন, যাঁহারা সম্বাদ পত্র প্রকাশ করেন তাঁহারা ক্ষুদ্র ব্যক্তি নহেন, প্রজাপক্ষের উকীল স্বরূপে রাজ্যেশ্বরদিগের দুঃখ শোক তাবৎ নিবেদন করণের ভার তাহারদিগের কর্ত্তব্য নহে কোন প্রকারে আপনারদিগের অযোগ্যতা এবং নীচত্ব প্রকাশ করেন, আমি যাহা লিখিতেছি ইহা কেবল আনুমানিক নহে, অনেক মহাপ্রবল ব্যক্তি সকল বর্ত্তমান আছেন ইঁহারা কেবল স্বীয় স্বীয় লেখনী শক্তি দ্বারা উচ্চ উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সম্পাদকীয় কার্য্যে এমত বৈচক্ষণ্য ও ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন যে দেশের ভূপতি অপেক্ষাও ইঁহারদিগের সম্ভ্রম ও মর্য্যাদার বহুলতা দৃষ্ট হইয়াছে, মহাশয় জ্ঞানী ও ইতিহাসবেত্তা, আপনাকে ফ্রান্স রাজ্যস্থ গুইজট ও থিয়র্স এবং প্রভিগুহন সাহেবদিগের নাম কথন অনাবশ্যক, আপনি অবশ্যই জ্ঞাত আছেন ইঁহারাই সম্পাদকীয় কার্য্য দ্বারা স্বীয় স্বীয় দেশস্থ প্রজাদিগের প্রিয়পাত্র হওত এমত প্রতাপ বিশিষ্ট হইয়াছেন যে ফ্রান্সরাজ্য ইঁহারদিগের হস্তে বাজীকরের পুত্তলিকা অপেক্ষা সম্ভ্রান্ত ছিল না।

কেহ কেহ এমত কহিবেন এতদ্দেশীয় লোকেরা সভ্য নহেন, ইঁহারা গালী ও পরনিন্দা পাঠে যদ্রূপ সন্তুষ্ট হয়েন তাদৃশ সন্তোষ অন্য কোন প্রকারে জন্মিতে পারে না সুতরাং কি করেন সম্পাদকেরাও ইঁহারদিগের মনোরঞ্জন হেতু গালী লিখিতে বাধিত হয়েন, কিন্তু এমত বিবেচনা অতি ক্ষুদ্র বুদ্ধির কর্ম্ম, মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি যদ্যপি আপনি কোন মদ্যপ ও যণ্ডামার্ক দলের মধ্যে হঠাৎকার প্রবিষ্ট হয়েন এবং তাহারা আপনাকে দিগম্বর হইয়া নৃত্য করিতে আদেশ করে তবে তাহারদিগের মনোরঞ্জন হেতু আপনি তদ্রূপ কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইতে পারেন না, ইহার কারণ কি, ফলত এই নশ্বর জীবনের সুখ বৃদ্ধিহেতু কোন কুকর্ম্মে প্রবর্ত্ত হওয়া ভদ্রলোকের কর্ত্তব্য নহে, অতএব আপনি কদাপি কদর্য্য গালী দেওনে প্রবর্ত্ত হয়েন নাই, তথাপি দেখুন আপনকার ভাস্বর পত্র ভাস্করের ন্যায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে অতএব এতদ্দেশেও গুণগ্রাহি লোক অধিক আছেন অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক।

মৃত রাজা রামমোহন রায় যাঁহাকে বঙ্গভাষার গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে হয় তিনি আপনার কাগজে কদাপি কদর্য্য ভাষার প্রয়োগ করেন নাই, তথাপি তাঁহার মত এমত প্রচারদ্রূপ করিয়া গিয়াছেন যে নদীস্রোতের ন্যায় তাহা অদ্যাপি প্রবল হইয়া চলিতেছে, সম্পাদক মহাশয়ের এই তাবৎ বিষয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া মনোমধ্যে স্থানদান করত যদ্যপি আপন আপন কুনীতি সংশোধন করেন তবে আমার এতৎ পরিশ্রম সফল হইবেক, নচেৎ যদ্যপি রাগান্ধ হইয়া পুনর্ব্বার আমার প্রতি গালীরূপ বাণবর্ষণ করিতে প্রবর্ত্ত হয়েন তথাপি আপনাকে তদুপযুক্ত প্রত্যুত্তর দানে অক্ষম জানিয়া এইমাত্র দুঃখ হইবেক যে মুক্ত ছড়াইয়াছিলাম অতএব হাতে হাতে ফল পাইয়াছি।

কস্যচিৎ সম্বাদ-পত্র ভক্তস্য।

## সম্পাদকীয়। ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৪৯। ৬৭ সংখ্যা

সমাচার পত্র সম্পাদকদিগের যাহা উচিত কর্ত্তব্য আধুনিক সম্পাদকেরা তাহা করেন না, সমাচার পত্রের প্রয়োজন এই যে তদ্দ্বারা সাধারণের জ্ঞান শিক্ষাদি বিবিধ উপকার হইবে, ভাব শুদ্ধ লিখন পঠনে সাধারণে সুখানুভব করিবেন, রাজা যদি অবিচার করেন তবে সমাচার পত্র সম্পাদকেরা লিপি নৈপুণ্য দ্বারা জানাইবেন রাজ্যেশ্বর অবিচার করিতেছেন, রাজ্য বিপক্ষে যদি কোন ষড়যন্ত্র হয় তবে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রকাশ করিয়া দিবেন, ইত্যাদি বহুগুণে সাধারণে সমাচার পত্রের সহায়তা করেন, সুলেখক সম্পাদকগণকে অন্যের উপাসনা করিতে হয় না, সম্পত্তি আপনি আসিয়া সম্পাদকদিগকে আশ্রয় করে ইহার প্রমাণ এই···

কিন্তু আধুনিক সম্পাদকেরা এসকল জানেন না অথবা জানিয়াও করেন না এই দুয়ের এক যাহা হউক আমারদিগের পাঠক মহাশয়গণের স্মরণ থাকিতে পারে এতন্নগরে ইংরাজি ভাষায় কলিকাতা ষ্টার নামে এক সমাচার পত্র প্রচার হইয়াছিল, ঐ পত্রের চরমবস্থাকালীন সম্পাদক লিপি নৈপুণ্য দ্বারা সাধারণের বিশিষ্ট সহায়তা প্রাপ্ত হইলেন না, অতএব বিজ্ঞাপনের লাভ লোভে অন্ধ হইয়া প্রকাশ করিয়া দিলেন তাঁহার পত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হইলে, তিনি পৌক্তি মূল্য দুই আনা লইবেন কিন্তু ইহাতেও ষ্টারকে পুষ্ট রাখিতে পারেন তাহার নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, সম্পাদক কেবল এই লোভ প্রকাশে হরকরা ইংলিসম্যানাদি সম্ভ্রান্ত পত্র সম্পাদকদিগের লাভের হানি করিয়া গিয়াছেন অতএব কলিকাতা ষ্টায় সম্পাদক এইক্ষণে স্বজাতীয় সম্পাদকদিগের নিকট বিলক্ষণ কটুভাষা পুষ্পাঞ্জলি পাইতেছেন।

বাঙ্গালী সম্পাদকদিগের যে ব্যবহার তাহা বলিতে লজ্জা হয়, কুশ্রীপত্রে বিশ্রী লিখিয়া অনেকে সম্পাদক হইয়াছেন, তাঁহারা নগরীয় রাঘবদিগকেও পরাজয় করিলেন, কি রূপে সমাচার পত্র সম্পাদন করিয়া মান্য হইতে হয় এবিষয়ে তাঁহারদিগের বিদ্যাবুদ্ধি চলে না, কেবল বিজ্ঞাপনের গন্ধে গন্ধে অন্ধের ন্যায় দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ পূর্ব্বক ভিক্ষাং দেহি বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, বিজ্ঞাপন দাতার পদধূলি গ্রহণ করিয়াও যদি এক পয়সা পৌক্তি মূল্য বিজ্ঞাপন প্রাপ্ত হয়েন তথাচ জ্ঞান করেন চরিতার্থ হইলেন কিন্তু ইহাতেও সে অপমানিত হইতেছেন এবং দেশস্থ সম্পাদকদিগের লাভের হানি করিতেছেন এ বিষয়ে তাঁহারদিগের বুদ্ধি প্রবেশ করিতে পারে না···

আমরা যদি বিজ্ঞাপন না পাই তাহাও শ্রেয়ঃকল্প মানি তথাপি বিজ্ঞাপনের জন্য রবাহূত হইয়া দ্বারে দ্বারে বেড়াইতে যাই না, আমারদিগের লেখনীর তীক্ষ্ণ মুখ নিম্ন থাকুক, গ্রাহক মহাশয়েরা দীর্ঘায়ু হউন, দেশে বিদেশে ভাস্করের যত গ্রাহক আছেন বাঙ্গালা পত্র কি, গর্ব্ব করিয়া বলিতেছি কোন ইংরেজি পত্র সম্পাদকও এত গ্রাহক দেখাইতে পারিবেন না··· ঐ সকল রাঘবেরা যে স্বদেশের লজ্জাকর লইয়াছে ইহাই দুঃখের বিষয়।

## সম্পাদকীয় । ৪ অক্টোবর ১৮৪৯ । ৭৩ সংখ্যা

রামলীলা

শ্রীযুক্ত রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুরের বাগানে রামলীলার ভারি সমারোহ হইয়াছে, প্রতি দিবসীয় শেষ বেলায় রাজোদ্যানে এবং তচ্চতুর্দ্দিকে রাজপথে তিন চারি শত গাড়ি উপস্থিত হয়, এবং অন্যূন ১৪।১৫ সহস্র লোক বাগানের মধ্যে যাইয়া রামলীলা দেখেন রামলীলার জন্য কলিকাতা নগরে গাড়ি পালকী ভাড়া দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে শেষ বেলায় কোলকাতা নগরীয় পরাহ্নে এক জবন বালক উক্ত পথে খেলা করিতেছিল, কোন খোট্টা মহাজনের এক গাড়ি দ্রুত আসিয়া তাহার মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গেল, তাহাতে বালকের মস্তক বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে, রক্ষা পায় না পায় সন্দেহ।

প্রকাশ হইয়াছিল রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ কলিকাতা নগরীয় রাজপথের উত্তমতা জন্য গবর্ণমেণ্টের হস্তে পঞ্চাশৎ সহস্র মুদ্রা সমর্পণ করিয়াছেন, সে টাকাই বা কোথায় গেল, আর নগরীয় লোকেরদের বাড়ীর টেক্সের টাকাইতেই বা কি হয়, এবং গাড়ি ঘোড়ার টেক্সের টাকাও আদায় হইতেছে ইহাই বা কিসে যায় সাধারণ লোকেরা ইহার কিছুই বুঝিতে পারেন না, অতএব আমরা নগর শোভাকরি কমিস্যনরগণকে জিজ্ঞাসা করি নগরীর রাজ পথে প্রায় প্রতি দিন গাড়ি চাপায় লোক হত্যা হয় তাহারদিগের হস্তে অধিক টাকা থাকিতেও কি ইহা নিবারণের কোন সদুপায় হইতে পারে না, তাঁহারা পথ মেরামতের বিষয় রামধন মিত্রকে কান্ত্রাকট করিয়া দিয়াছেন কিন্তু রাজপথ মেরামতের যেমন আড়ম্বর তাহার কিছুই দেখিতে পাই না, কেবল রামধন মিত্রের উদর এবং কমিস্যনর-দিগের শরীর দিন দিন পুষ্ট হইতেছে তবে কি রামধনের সঙ্গে কমিস্যনরেরা অঙ্গাঙ্গী ভাব করিয়াছেন, না, এমত হবে না রামধনের সঙ্গে, ভাব করিয়া কমিস্যনরেরা সাধারণ তদর্দ্দং মদর্দ্দং করিবেন ইহা বলা যায় না, তবে "এই ব্যক্তি স্থূল দেহ কিন্তু দিবসে আহার করেন না" ইহাতে বিপরীতানুমানবাদিরা কহেন "রাত্রিতে ভোজন করিয়া থাকেন ;" ইহার হেতু এই যে আহার ব্যতীত কেহ স্থূল হইতে পারে না ; অতএব পাঠক মহাশয়েরা মনোযোগ পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া এই জিজ্ঞাসার উত্তর দিবেন "কমিশ্যনরেরা কি রামধনের সহিত অন্ধকারে আহার করেন"।"

## চিঠিপত্র । ২২ জুলাই ১৮৫৪ । ৪৪ সংখ্যা

জনপদহিতৈষি শ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

...সংপ্রতি আপনকার জগন্মান্য ভাস্কর পত্রপাঠে বিদিত হইলাম বর্দ্ধমানেশ্বরী শ্রীল শ্রীমতী মহারাজ্ঞী তুলাদান করিয়া কলিকাতাস্থ প্রধান পণ্ডিতগণের নিকট বিদায়

প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা আদরে সকল মহাশয়েরা গ্রহণ করিয়াছেন তন্মধ্যে কেবল শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয় গ্রহণ করেন নাই কহিয়াছেন যে আমি গবর্ণমেণ্টের স্থানে তিন শত টাকা মাসিক বেতন পাইতেছি তাহাই আমার যথেষ্ট হইয়াছে আর অন্য প্রকারে উপার্জ্জন করিতে বাসনা নাই, ইহাতে বোধহয় যে যে মহাত্মাগণ ঐ বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা অল্পাল্প বেতন পাইয়া থাকেন তৎপ্রযুক্ত তাঁহারদিগের অন্য প্রকারে উপার্জ্জন করিবার আকাঙ্ক্ষা আছে একারণ তাঁহারা রাজধানীর বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন এরূপ বিবেচনা বিদ্যাসাগরের অগাধ বিদ্যা হইতে উদ্ভব হইয়াছে তাহাই বলিতে হইবেক আমরা বহু দিবসাবধি অতি দূর হইতে যে বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগর শব্দ শুনিয়াছিলাম এই গাম্ভীর্য্য কি তাঁহার উপযুক্ত সম্ভাবনা হইতে পারে, বঙ্গদেশের মধ্যে অতি প্রাচীন রাজধানী বর্দ্ধমান, বিদ্যাসাগর গবর্ণমেণ্টের অধিক প্রিয়পাত্র হইলেও বর্দ্ধমানেশ্বরীর দান অবজ্ঞা করিয়া ফিরিয়া দেওয়া অতি অসঙ্গত কার্য্য হইয়াছে আমি বোধ করি যদি ঐ দান বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয় আপন সম্ভ্রম সূচক জ্ঞান করিয়াও গ্রহণ করিতেন তবে তাঁহার নামের উপযুক্ত কার্য্য করা হইত, হায়, আমারদিগের বাঙ্গালি লোকের কুস্বভাব বিদ্যা প্রভাবেও দূর হইতেছে না, অন্যদেশীয় লোকেরা বিদ্যায় বিদ্বান হইলেও বহু সংখ্যক ধনোপার্জ্জন করিতে পারিলেও আপনারদিগের নম্রতা শীলতা সভ্যতা পরিত্যাগ করিতে পারেন না কিন্তু বিদ্যাসাগরের বিন্দুমাত্র স্পর্শ করিয়াই ও তিনশত টাকা মাসিক বেতন প্রাপ্ত হওয়াতেই অহঙ্কারে একেবারে চক্ষুঃ কর্ণ উভয়েন্দ্রিয় হারাইয়াছেন তিনি যে গবর্ণমেণ্টের চাকর যাহার দান অবজ্ঞা করিয়া হতাদর করিলেন বোধ করি সেই গবর্ণমেণ্টও এবিষয় তাঁহাকে অবিদ্যাসাগর কহিবেন, যাহা হউক, তিনি মহারাজ্ঞীর দান গ্রহণ না করিলেও অতি পবিত্ররূপে বিখ্যাত হইতে পারিবেন না, যে হেতুক তাঁহার গুপ্তবিদ্যা তত্ত্বও অনেকে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয় গভর্ণমেণ্টে প্রিয়পাত্র হইয়াছেন তদ্ধেতু মনুষ্যকে মনুষ্য জ্ঞান করেন না একথা সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়াছে তিনি ব্যতীত সংসারে বিদ্বান কেহ নাই ইহাই জ্ঞান করিয়া থাকেন ইহা অত্যাশ্চর্য্য বলিতে হইবে অতএব আমি তাঁহাকে জানাই সাগর থাকিলেই মহাসাগর থাকে ইহা যেন স্মরণ করিয়া রাখেন, সম্পাদক মহাশয়, পণ্ডিতবর শ্রীযুত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রণীত আরোবীয়োপাখ্যান ও সেক্সপিয়র এই উভয় গ্রন্থ উত্তম হইলেও কেবল বিদ্যাসাগরের চক্রান্তে তাহা যদিচ সরকারী বিদ্যালয়ে আদরণীয় হইল না তথাপি তাহা পড়িয়া থাকিল না সকল বিদ্বান সমাজে সমাদৃত হইয়াছে এবঞ্চ রঙ্গপুরস্থ কুণ্ডাধিপতি শ্রীযুত বাবু কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় স্বভাব দর্পণ নামে এক পুস্তক প্রস্তুত করিয়া সরকারী পাঠশালার ছাত্রগণের পাঠার্থে পাঠাইয়াছিলেন তাহাও বিদ্যাসাগর চক্রান্ত করিয়া গবর্ণমেণ্টকে গ্রহণ করিতে দেন নাই এসকল পুস্তকে কি কি দোষার্পণ করেন শুনিতে পাইলে উত্তর দিতে পারি বিদ্যাসাগর বালক

বোধের কারণ যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তাব লেখেন তাহা ভিন্ন সকল গ্রন্থ শক্ত আশয়ে রচিত হইয়াছে যাহার ভাব পণ্ডিতেরাও সহজে প্রাপ্ত হন না তাহা কি বিদ্যাসাগরের. মতে গ্রন্থ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। কেবল অশ্বোধাবিত গৌঃ শব্দায়তে ইহাই কি ছাত্রগণের পাঠ্য হইয়াছে, সম্পাদক মহাশয়, আপনকার কাগজে বিদ্যাসাগরের বিদ্যা প্রকাশ দেখিয়া আমারও তুষাশ্রিত পুরাতন অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে তৎপ্রযুক্ত এই পত্রখানি মহাশয়ের সন্নিধানে প্রেরণ করিতেছি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ভাস্করস্থ করিয়া বাধিত করিবেন নিবেদনমিতি।

সন ১২৬১ সাল<br>
তারিখ ১৫ আষাঢ়স্য।

কস্যচিৎ যথার্থ বাদিনঃ।

## সম্পাদকীয়। ২ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬। ১২৪ সংখ্যা

### হায় এ দুঃখ কোথায় রাখি

বাবু আশুতোষ দেব।

হে পাঠকগণ, আর আমারদিগের বাক্য নিঃসরণ হয় না, যেন কণ্ঠ প্রতিরোধ হইল, অতএব কেবল বাবু আশুতোষ দেব এই মাত্র বলিয়া আজ কিছু বলিতে পারিলাম না। দুই চক্ষে অন্ধকারাবরণ করিতেছে, হস্ত হইতে কাগজ কলম কম্পিতাভাবে নিপতিত হইল, শরীরে যেন কম্পজ্বর ধরিল, এ সময়ে কি করি? যদি মৌনাবস্থায় শয়ন করিয়া থাকি তবে বাবু আশুতোষ দেব এই মাত্রে পাঠকবর্গই বা কি বুঝিবেন? আর শয়ন করিয়াই বা থাকতে পারিব কেন? আবল্য কালে সুনিদ্রা আইসে না, তবে কি করি, কোথায় যাই, পাণীহাটির বাগানে যাইব মিথ্যা, সেই স্থান হইতেই নিদারুণ সমাচার আসিয়াছে। দেব বাবু দেবধামে গমন করিয়াছেন। তাঁহার সিমুলিয়ার বাটীতে গেলেই বা কি হইবেক, সে বাটীতে কি ক্রন্দন ধ্বনিতে কান পাতা যায়, বাটীর শোকধ্বনি গগন প্রভেদ করিতেছে? ডক্কিন সাহেবের বাগান যাহাতে বাবু সর্ব্বদা বিরাজমান থাকিতেন, সে বাগান যেন রাক্ষস হইয়া উঠিয়াছে, আশুতোষ বাবুর আত্মীয় লোক দেখিলে যেন ধরিয়া খাইতে আইসে অতএব আমারদিগের আর গমনের স্থান নাই। আশুতোষ বাবুর গুণাগুণ স্মরণ করিয়া যদি অন্তঃকরণকে প্রবোধ প্রদান করিতে পারি তবেই রক্ষার বিষয়।

বাবু আশুতোষ দেব পিতা মাতার বড় তপস্যার পুত্র হইয়াছিলেন, জন্মগ্রহণ মাত্র সুতিকাগার একেবারে আলোকময় হইয়া উঠিয়াছিল যাহাতে সকলের জ্ঞান হইল বাবু রামদুলাল দেবের এবং তাঁহার ধর্ম্মপত্নীর ঘোরতর তপস্যায় অর্থাৎ তাঁহারদিগের অনেক দান যজ্ঞাদিপুণ্য বলে যেন কার্ত্তিক আসিয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন তৎপরে দিন ২ কলানিধির ন্যায় বৃদ্ধিমান হইয়া শিশুকালেই আশুতোষ স্বভাব দেখাইলেন এই কারণ পিতা মাতা

পরিতোষ পাইয়া তাঁহার নাম আশুতোষ রাখিলেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সকলেই আশুতোষকে দেখিয়া আশুতোষ বলিতেন। দয়া দান জ্ঞান গুণ সর্ব্ব বিষয়ে আশুতোষ আশুতোষ ছিলেন, শরণাগত প্রতিপালন তাঁহার এক বিশেষ গুণ ছিল, বাবুর শরণাগত হইয়া আশুতোষের সেই গুণে আশুতোষ নিকটে কে না আশুতোষ পাইয়াছেন, সকলের এই বিশ্বাস ছিল কোন বিপদ হইলে আশুতোষের শরণাগত হইয়া রক্ষা পাইবেন, সর্ব্ব সাধারণের অসন্তোষ করিয়া সেই আশুতোষ গেলেন, কলিকাতা নগর অন্ধকার হইল, অন্য লোকেরাই আশুতোষের জন্য মস্তক লুণ্ঠন করিতেছেন ইহাতে আশুতোষ বাবুর পরিবারেরা কিরূপে প্রাণ ধারণ করিবেন, শ্রীযুক্ত বাবু দয়ালচাঁদ মিত্র আশুতোষ বাবুর পরিবারাদিকে জ্ঞানোপদেশ দিয়া সান্ত্বনা করুন, মিথ্যাময় জগতে সত্য কিছুই নয়। বিষয়াদি যে সকল দেখা যায় ইহা ক্ষণে আছে ক্ষণে নাই। কলকাতা নগরে আশুতোষ বাবুর তুল্য বিষয় কাহার আছে? সে সকল কোথায় রহিল তিনি কোথায় গেলেন, বিষয় মিথ্যা, কেবল পরমেশ্বর সত্য, সকলে তাঁহার প্রতি আত্মসমর্পণ করুণ তিনিই রক্ষা করিবেন।

## সম্পাদকীয়। ২ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬। ১২৪ সংখ্যা

### আদ্য শ্রাদ্ধ

গত বৃহস্পতিবারে রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুরের আদ্য শ্রাদ্ধ হইয়াছে, ভূকৈলাস রাজপরিবারেরা কোন কালেই শ্রাদ্ধাদি বিষয়ে সভামধ্যে দানাদি সাজাইয়া আড়ম্বর দেখান না, সঙ্গোপনে অন্তঃপুরে দানোৎসর্গ করেন, তাঁহারদিগের দানের পারিপাট্য এই যে একটা রূপার ঘড়ায় দান সাগরের ষোলটা ঘড়া হয়, দানাদির সংখ্যা অল্প কিন্তু পরিমাণে অধিক, রাজকুমার বাহাদুরেরা এইরূপ দানাদি এবং বৃষোৎসর্গ করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ ভোজনের অনেক পারিপাট্য হইয়াছিল। শ্রাদ্ধ দিনে ভূকৈলাসের চতুর্দ্দিগ হইতে ন্যূনাধিক দুই সহস্র ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর এবং রাজপুত্র ও ভ্রাতৃ পুত্রাদি সকলে তাঁহারদিগকে যথোচিত সমাদর পুর্ব্বক গ্রহণ করিয়া যথাস্থানে বসাইলেন এবং বেলা দুই প্রহর তিন ঘণ্টাকালে তাবৎ ব্রাহ্মণ সমাগত হইলে আমলাবাটী ও পতিতপাবণীর বাটী ইত্যাদি নানা প্রকোষ্ঠে একেবারে সকলকে বসাইয়া দিলেন, উপস্থিত সময়ে কলিকাতা নগরে যে সকল উত্তম দ্রব্যাদি আছে এবং মিষ্টান্নাদি যত প্রকার প্রস্তুত হইতে পারে রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর তাহার কিছু অবশিষ্ট রাখেন নাই, ভোক্তরা আহার করিয়া রাজা বাহাদুরকে ধন্য·২ বলিয়াছেন, এই রাজা বাহাদুর এতকাল কুমার বাহাদুর ছিলেন এইক্ষণে রাজা বাহাদুর নামে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, রাজবাটীর নিয়ম আছে রাজা বর্ত্তমানে রাজার কনিষ্ঠ কুমার ভ্রাতা কুমার বাহাদুর নামে ব্যক্ত থাকেন, রাজার মৃত্যু হইলে তিনিই রাজা বাহাদুর হন অতএব

কুমার সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর এই অবধি "রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর" হইলেন এবং জ্যেষ্ঠ রাজার আদ্য শ্রাদ্ধে যথার্থ রাজবুদ্ধির ন্যায় সকল কর্ম্ম সমাধা করিয়াছেন, স্বর্গীয় রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল বাহাদুরের দ্বাদশ পুত্র এবং কয়েক কন্যা হইয়া ছিলেন, অন্য সকলেই স্বর্গারোহণ করিয়াছেন এই এক পুত্র মাত্র বর্ত্তমান, ইনি সত্যবাদি জিতেন্দ্রিয় সর্ব্বগুণান্বিত মহাপুরুষ-বিশেষ, আমরা প্রার্থনা করি পরমেশ্বর ইঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন।

## সন্তালীয় সমাচার। ৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬। ১২৫ সংখ্যা

ভগলপুরের পত্রে ব্যক্ত করে সন্তালেরা সুজারামপুর গ্রাম এবং এক সাহেবের কুঠী ও বাঙ্গালা দাহ করিয়া দিয়াছে এবং দিয়া গ্রামের দিগে যাইতেছে কিন্তু যদি তাহারা ২৬ জানুআরির মধ্যে তথায় উপনীত হইতে না পারে তবে উক্ত গ্রাম রক্ষা পাইবেক, কারণ মেং ফেগান সাহেবের অধীনে হিলরেঞ্জর সেনাদলের এক দল সেনা উক্ত প্রদেশ রক্ষার্থে গমন করিয়াছে তাহারও অতি শীঘ্র দিয়া গ্রামে উপনীত হইতে পারে, ২৫ তারিখে সেনারা ভগলপুর হইতে সুলতানগঞ্জ পর্য্যন্ত গিয়াছে।

পত্রান্তরে প্রকাশ হয় সন্তালেরা ২৩ দিবসে সুজারামপুরে মেং জি গ্রাণ্ট সাহেবের কুঠী অধিকার করিয়া কাছারী ও আমলাদিগের বাসা বাঠী ইত্যাদি সমুদায় গৃহ দাহ করিয়া দিয়াছে, ঐ কুঠীর কামরায় তাহারা একদিন অবস্থান করিয়াছিল আমলারা পূর্ব্বে তাঁহারদিগের আগমন সমাচার জ্ঞাত হইয়া গো মহিষাদি পশু ও কুঠীর কাগজাদি এবং অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন, মেং গ্রাণ্ট সাহেব এক্ষণে কলিকাতায় আছেন ওদিগে সন্তালেরা তাঁহার সর্ব্বনাশ করিল, এই সন্তাল দল দেওগড়ের দিক হইতে আসিয়াছে, সুবা কর্ত্তা মাজি নামক এক ব্যক্তি তাহারদিগের দল পতি।

গুদা নামক স্থান হইতে সমাচার আসিয়াছে সন্তালেরা সমুদায় হন্দুই পরগণা ব্যাপ্ত হইয়া সর্ব্বত্র লুঠ করিতেছে, প্রথম বারাপেক্ষা এবারে বিদ্রোহানল আরো প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, প্রধান পক্ষের দোষেই এই দ্বিতীয় বিদ্রোহিতা উপস্থিত হইল, সন্তাল শাসন হইয়াছে বলিয়া সেনা সকল উঠাইয়া না আনিলে সন্তালেরা এরূপ দ্বিতীয়বার বিদ্রোহাচরণ করিতে সাহসী হইত না, এখন ছোট কর্ত্তা মহাশয়ের পোলিস সেনা ও সিবিল কমিস্যনর মহাশয়ের ছড়ী কোথায়?

## সংবাদ। ৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬। ১২৫ সংখ্যা

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিবেক ইতিপূর্ব্বে কুৎসিত ছবী ও শৃঙ্গার রস ঘটিত পুস্তক প্রকাশ ও প্রকাশ্য স্থানে বিক্রয় করন এবং সরকারী রাস্তায় বা অন্য কোন সাধারণ স্থানে

কুৎসিত প্রতিমূর্ত্তি বাহির ও কদর্য্য গান করণ নিবারণ পক্ষে এক নূতন আইনের পাণ্ডুলিপি প্রকাশ হইয়াছিল সম্প্রতি ঐ পাণ্ডুলিপিতে নম্বর পড়িয়া গত ৩০ জানুআরি দিবসীয় কলিকাতা গেজেটে আইনরূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

## সন্তালীয় সমাচার। ৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬। ১২৬ সংখ্যা

২৭ জানুআরি দিবসে লেপ্টেনেন্ত ফেগান সাহেবের অধীন ভগলপুর হিল রেঞ্জর সেনাদলের সহিত একদল সন্তালের যুদ্ধ হইয়াছিল সন্তালেরা সংখ্যায় ২০০ লোকের অধিক ছিল না, যে সকল সন্তালেরা সংগ্রামপুর লুঠ করিয়াছে ইহারা তাহারদিগেরই সঙ্গী বোধ হয়, পূর্ব্বাপেক্ষা সন্তালেরা সাহসী হইয়াছে, সিপাহিদিগের সহিত ৭।৮ মিনিট কাল সম্মুখ সংগ্রাম করিয়াছিল ৩০।৩৫ জন সন্তাল গুলীর আঘাতে হত হইবায় তাহারা পলায়ন করে ১০।১২ জন সিপাহী সন্তালীয় আঘাতী হইয়াছে, যানারোহী একজন সন্তাল সরদার ঐ দলের সঙ্গে ২ ছিল গুলী দ্বারা তাহার পঞ্চত্ব লাভ হইয়াছে, তাহার মৃত্যুর পরে প্রকাশ হয় ঐ সরদার পুরুষ নহে, রমণী, পুরুষ বেশে আসিয়াছিল।

## সম্পাদকীয়। ৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬। ১২৭ সংখ্যা

আমরা শ্রবণে আহ্লাদিত হইলাম রামবাগান বাসী বিখ্যাত দত্ত বংশীয় বাবুরা বিধবা বিবাহের সপক্ষ হইয়াছেন ১৫ ফিব্রুআরী দিবস বাবু কৈলাসচন্দ্র দত্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র দত্ত বাব শশিচন্দ্র দত্ত বাবু হরচন্দ্র দত্ত বাবু গিরীশচন্দ্র দত্ত বাবু হেমচন্দ্র দত্ত বাবু উমেশ দত্ত বাবু হরেকৃষ্ণ দত্ত বাবু পীতাম্বর দত্ত বাবু শ্যামাচরণ দত্ত বাবু হেরম্বচন্দ্র দত্ত বাবু গোপালকৃষ্ণ দত্ত বাবু কেদারনাথ দত্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু বাবু শ্যামাচরণ দাস বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায় বাবু রাজেন্দ্রনাথ মিত্র বাবু অভয়াচরণ বসু বাবু নীলমাধব দে বাবু ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী বাবু নবীনকৃষ্ণ ঘোষ বাবু শারদাপ্রসাদ বসু এবং অন্যান্য অনেক লোকের স্বাক্ষরিত এক আবেদন পত্র ব্যবস্থাপক সভায় অর্পিত হইয়াছে, আবেদনকারিরা এই আবেদন পত্রে লিখিয়াছেন "বিধবাবিবাহ বিষয়ক আইন পরিবর্ত্ত অর্থাৎ বিধবা বিবাহ প্রচলন পক্ষে বিধান প্রকাশ করণ যে অত্যাবশ্যক ইহা আমারদিগের বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম ও প্রতীত হইয়াছে এবং উক্ত বিষয়ে যে বিল অর্থাৎ আইনের পাণ্ডুলেখ্য ব্যবস্থাপক সভায় বারদ্বয় পাঠ করা গিয়াছে তদ্দৃষ্টে আমরা যথোচিত সন্তুষ্ট হইয়া কৃতজ্ঞ চিত্তে মান্যতম ব্যবস্থাপক সভাধ্যক্ষ মহোদয়গণকে ধন্যবাদ প্রদান করি কিন্তু এক বিষয়ে এই আইন প্রচারের পর ভবিষ্যতে বিধবা বিবাহ সূত্রে নানা প্রকার অনর্থক মোকদ্দমা ঘটনার আশঙ্কা আছে, উক্ত পাণ্ডুলিপিতে তাহা নিবারণের কোন উপায় কল্পিত হয় নাই এ বিধায় আমরা প্রার্থনা করি বিধবা বিবাহ

বিষয়ক ঐ ভাবী ব্যাঘাত নিবারণ জন্য উক্ত পাণ্ডুলিপিতে আর একধারা সংযোগ হয় যাহার বিধানে গবর্ণমেণ্টে হইতে প্রত্যেক বিধবা বিবাহ রেজিষ্টরী করণার্থে কতিপয় রেজিষ্টর নিযুক্ত হইতে পারেন, প্রত্যেক বিধবা বিবাহ এ প্রকার রেজেষ্টরী করা হইলে ভবিষ্যতে আর কোন বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইবেক না।"

## সংগীত প্রিয় পাঠকগণের প্রীত্যর্থে। ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬। ১২৯ সংখ্যা

গত সরস্বতী পূজায় বহুস্থলে বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু মল্লিক ও শ্রীযুক্ত বাবু নবকুমার মল্লিকের বাটীতে "হাফ আখড়াই" নামক সংগীত হইয়াছিল, নগরীর ভদ্র লোকেরা অনেকে, উভয় বাটীতে যাইয়া আমোদ করিয়াছেন "হাফ আখড়াই" গান বহুকালাবধি নগরে হইতেছে তাহার আমোদ এক প্রকার পুরাতন হইয়া গিয়াছে এইক্ষণে সংগীত প্রিয় মহাশয়েরা তাহাতে তাদৃশ আমোদিত হয়েন না অতএব গায়কেরা এক নূতন সংগীত করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত বাবু মদনমোহন মৈত্র মহাশয়ের বাটীতে সরস্বতী পূজায় সেই সংগীত হইয়াছিল, গায়কদিগের মধ্যে এক পক্ষ "বিধবা বিবাহ সপক্ষ" পক্ষান্তর "বিপক্ষ" এই দুই দলে মৈত্র বাবুর ভবনে ঘোরতর সংগীত সমর হয়, বিধবা বিবাহ সপক্ষেরা প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ভাস্কর সম্পাদক, রসরাজ সম্পাদক এই তিনের যথোচিত গুণ বর্ণন করিয়া বিধবা বিবাহ বিষয়ে নূতন ২ গান সহিত অনেক বক্তৃতা করিলেন, বিপক্ষ দল বাবু অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর, রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, বাবু রামরত্ন রায় ইত্যাদি মহামহিমদিগের যথেষ্ট গুণ বর্ণন করিয়া গান দ্বারা ব্যক্ত করিলেন "বিধবা বিবাহ উচিত নহে" ইহাতে সপক্ষেরা শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখাইয়া অতি সুস্বরে অনেক গান করিলেন, এবং প্রগাঢ় সাহসে এমত বক্তৃতা করিয়াছিলেন কর্ণের সহিত যেমন ভীমের কথোপকথন হইয়াছিল সেই রূপ, তৎপরে বিপক্ষেরাও বিপক্ষে নানা শাস্ত্র প্রমাণ দেখাইলেন এবং ঐ বিষয়ে যে সকল নূতন গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে তাহার কথাও বলিলেন, ইহাতেই বাদি প্রতিবাদি উভয় পক্ষের ঘোরতর সংগীত সংগ্রাম হইল, এ সংগ্রামের গান সকল নূতন রচিত হইয়াছে এবং উভয় পক্ষেই অতি মনোহর স্বরে গান হইয়াছিল শ্রবণার্থিরা তাহা শ্রবণে উভয় পক্ষেই আনন্দ ধ্বনি প্রকাশ করিলেন, এ সংগীত এক প্রকার নূতন সংগীত হইয়াছে, বিশেষত ইহাতে ইতর ভাষা নাই, শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গই অধিক অথচ শ্রোতাদিগের মনোরঞ্জক অতএব সংগীত প্রিয় মহাশয়েরা আপনারদিগের বাড়ীতে এই সংগীত সমর করাইয়া আমোদ করিতে পারেন।

## সম্পাদকীয়। ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬। ১২৯ সংখ্যা

কলিকাতা নগরে পূর্ব্বাপেক্ষা লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং বাণিজ্য কার্য্যেরও

দিন ২ উন্নতি হইতেছে তাহাতে গো গাড়ীর ভাগ অধিক হইয়া উঠিয়াছে, বাঙ্গালিরা ইংরাজী রীতি ব্যবহারের অনুগত হইয়াছেন তদ্ধেতুক অনেকে পাল্কী ব্যবহার উঠাইয়া দিয়া গাড়ী ব্যবহার করিতেছেন, প্রতি দিন গাড়ীতে গাড়ীতে নগরীর পথ পরিপুর্ণ হইয়া যায়, নগর মধ্যগত বড় রাস্তা ও গলী পথ সকল অত্যন্ত অপ্রশস্ত, তাহা প্রায় গাড়ীতেই পুরিয়া যায়, পথিকেরা চলিতে পথ পায় না, যাঁহারদিগের গাড়ীতে সবল ঘোটক যোজিত থাকে তাঁহারাও সম্পূর্ণ বেগে ঘোটক চালাইতে ক্রটি করেন না, সেই বেগে অনেক পথিক মারা পড়ে, বহু লোকের হস্ত পদাদি ভঙ্গ হইয়া যায়, পূর্ব্বে একবার শুনা গিয়াছিল নগর মধ্যবিত্ত পথে যে কেহ দ্রুতবেগে গাড়া বা ঘোড়া চালাইবেন পোলিস আমলারা তাঁহার দণ্ড করিবেন, এই আজ্ঞায় কেবল শ্রবণ সুখ মাত্র হইয়াছে, ইহার কার্য্য কিছুই হয় নাই, সারথিরা পথে স্থান থাকিতেও পথিকদিগের গাত্রোপরি গাড়ী ঘোড়া চালাইয়া দেয়, নগর বাসি লোকেরা সর্ব্বদা সন্তর্পণে গমন করেন, পল্লিগ্রামস্থ লোক সকল যাহারা পুর্ব্বে কখন কলিকাতায় আইসে নাই তাহারাই অগ্রে গাড়ী চাপা পড়ে, শান্তিরক্ষকেরা এ এ বিষয়ে তত্ত্বাবধারণ করেন না, বর্ষে ২ এই প্রকার গাড়ী ঘোড়ার উপদ্রবে কত লোকের প্রাণ যায় ও কত লোকের অঙ্গ ভঙ্গ হয় তাহার সংখ্যা ঘটিত রিপোর্ট পোলিসে যায় কিনা তাহাও সন্দেহ স্থল, আমরা বোধ করি অন্য কোন নগরে গাড়ী ঘোড়া দ্বারা এত প্রাণি হানি হয় না, রাজপুরুষেরা যদি এক বর্ষের রিপোর্ট গ্রহণ করেন তবেই বুঝিতে পারিবেন ইহাতে কত অনিষ্ট ঘটিতেছে, গাড়ী ঘোড়ার এই প্রকার উপদ্রব দৃষ্টে ইতিপুর্ব্বে কোন প্রধান ইংরেজ রাস্তার পার্শ্বে ২ লোক চলিবার এক এক পৃথক পথ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, রাজকর্ম্মচারিরা তাহাতে মনোযোগ করিলেন না এবং অনেকে কহিলেন "বাঙ্গালিরাই পদব্রজে চলিয়া থাকে কেবল তাহারদিগের উপকার জন্য এত ক্লেশ স্বীকারে ফল কি" সাহেবরা একথা বলিতে পারেন কেন না ইংরাজ পল্লীর পথ সকল প্রশস্ত, তাহাতে অধিক লোক চলে না, গো শকটেরও গোল নাই, সুতরাং তাঁহারা কেন এ বিষয়ে মনোযোগ করিবেন, বাঙ্গালিরা আত্ম হিতাহিত বিবেচনায় অন্ধ বিশেষ, গলায় ছুরি দিলেও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করেন না অতএব কোন কালেই তাঁহারদিগের এ দুর্দ্দশা দূর হইবেক না তবে সাহেবরা কৃপাদৃষ্টি দ্বারা যত ঘুচাইতে পারেন।

নাগর্য্য কমিস্তনেরা গ্যাস আলোকাদি অনাবশ্যকীয় অথচ ব্যয় বাহুল্যানুষ্ঠানের পরিবর্ত্তে যদি এই সকল বিষয়ে মনোযোগ দেন তবে উভয়ত্র অর্থাৎ ঈশ্বর ও মনুষ্য সমীপে প্রতিষ্ঠা ভাজন হইবেন।

## সংবাদ। ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬। ১২৯ সংখ্যা

### সমাচারোপহার

গত ২ ফিব্রুআরি শনিবাসরীয় বিধিস্থাপক সভায় সমাজের প্রধান ক্লার্ক বিধবা তদ্দেশ

বাসি আর ২ বহুলোক স্বাক্ষরিত এক আবেদন সমর্পণ করিয়াছেন, সভার মেম্বরেরা আহ্লাদ পূর্ব্বক উক্ত আবেদন গ্রাহ্য করিয়া লইয়াছেন, দিন দিন বিধবা বিবাহের পক্ষেই পুষ্টিবর্দ্ধন দেখা যাইতেছে অতএব বিধি স্থাপকেরা ত্বরায় আইন প্রচার করিয়া দেশের অনিষ্ট দূর করুন, শুভ কর্ম্ম যত শীঘ্র সমাধা পায় ততই মঙ্গল।

## সম্পাদকীয়। ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬। ১২৯ সংখ্যা

শ্রীযুত লার্ড ডেলহৌসি বাহাদুর দেশ গমনোন্মুখ হইয়াছেন তিনি এদেশের গবর্ণর জেনেরেলি পদে যতকাল স্থায়ী আছেন কোন গবর্ণর জেনেরেল এতদিন ভারতবর্ষে বাস করেন নাই, এই কারণ গবর্ণমেণ্টের প্রধান কর্ম্মকারকেরা তৎপ্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য ১৩ ফিব্রুআরি দিবসে এক সভা করিয়াছিলেন তাহাতে ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি বাহাদুর লেপ্তেনেন্ত গবর্ণর বাহাদুর কৌন্সেলের প্রায় সকল মেম্বরেরা সিবিল মিলিটরী সেক্রেটরীরা এবং গবর্ণমেণ্টের অপরাপর অফিসরেরা উপস্থিত ছিলেন, কলিকাতার সরিফ সাহেব সকলের অনুমতি ক্রমে আসন গ্রহণ করিয়া বক্তৃতা করেন, এই সভায় স্থির হইয়াছে ভারতবর্ষে লার্ড বাহাদুরের কীর্ত্তি চিরখ্যাত করণার্থে তাঁহার এক প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা যাইবেক, এই সভায় নগরীয় সম্ভ্রান্ত হিন্দু মোসলমানেরা অধিক উপস্থিত হয়েন নাই, তাঁহারদিগের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল কিনা বলা যায় না।

## সংবাদ। ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬। ১২৯ সংখ্যা

### লখণৌ

৮ ফিব্রুআরি দিবসীয় পত্রে জ্ঞাত করে অযোধ্যা রাজ্য গ্রহণ বিষয়ক ঘোষণা পত্র গত কল্য সায়ংকালে প্রচার হইয়াছে তাহাতে কোন বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয় নাই, রাজা অগ্রেই সাবধান হইয়া আপন সেনাগণকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন, রাজসংক্রান্ত সকল কর্ম্মকারকদিগের কাগজ পত্রের উপর চৌকী বসিয়াছে, রাজা বালকৃষ্ণ ও দাবিরুদ্দৌলা রেসিডেণ্ট ও মেজর ব্যাঙ্কেস সাহেবদিগের নিকট নিকাস দিতেছেন, পঞ্জাবীয় সেনাদলের ন্যায় অযোধ্যায় অন্যূন ১০টি নূতন সেনাদল স্থাপিত হইবেক কতক ২ রাজসেনা ও সেনাপতিরা ঐ দলে নিযুক্ত হইতে পারে, রাজবাটী রক্ষক সমুদায় সেনা কর্ম্মচ্যুত হইয়াছে, রাজা বার্ষিক পঞ্চদশ লক্ষ মুদ্রা বৃত্তি পাইবেন, কাপ্তেন ওয়েষ্টন সাহেব মাসিক ১২০০ টাকা বেতনে লখণৌ নগরের প্রধান মাজিষ্ট্রেট হইলেন।

স্থলতানপুর জেলার সেনারা তথাকার চাকলাদারকে কারারুদ্ধ করিয়াছে, রেসিডেণ্ট সাহেব তাহাকে মুক্ত করিয়া লখণৌ পাঠাইতে আজ্ঞা দিয়াছেন।

সহর কোতোয়াল কাপ্তেন ওরেষ্টন সাহেবকে থানার বিবরণ দিয়াছেন, কাষ্টম হৌস ও খাজনা রক্ষার্থে রেসিডেণ্ট সাহেব ব্রিটিস সেনা নিযুক্ত করিয়াছেন।

রাজাজ্ঞানুসারে নগরের সিংহদ্বারের কামান সকল মুরচা হইতে নিম্নে আনীত হইয়াছে, রাজা সকল জমীদার ও আমীনদিগকে সংবাদ দিয়াছেন তাহারা এখন অবধি রিসিডেণ্ট সাহেবের নিযুক্ত কর্ম্মকারকদিগের নিকট রাজস্ব প্রদান করে এবং কোম্পানির লোকের সহিত বিবাদ না করে।

৪ ফিব্রুআরি দিবস প্রভাতে জেনেরেল ঔটরাম সাহেব ও কাপ্তেন হেজ সাহেব কাপ্তেন ওয়েষ্টন সাহেবেরা একযোগে রাজ সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন অযোধ্যা রাজ্য গ্রহণ বিষয়ে কোর্ট আব ডৈরেক্তর্স সভাপতিদিগের অনুমতি পত্র সহিত ডেলহৌসি বাহাদুরের পত্র রাজাকে দিলেন এবং রাজ্যত্যাগ সূচক সম্মতি পত্রে মোহর দস্তখত করিবার অন্য অনুরোধ করিলেন তাহাতে রাজা এই উত্তর দিলেন "আমি তোমার-দিগের অনুগত অতএব এ প্রকার সম্মতিপত্রে আমার স্বাক্ষর করণের বিশেষ প্রয়োজন নাই, ইংলণ্ডীয় রাজপ্রসাদাৎ আমার পূর্ব্ব পুরুষেরা এই রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই মহারাণীর নিকট ভিন্ন অন্যের নিকটে আমি রাজ্য ত্যাগ করিব না, আমি স্বয়ং লণ্ডন নগরে যাইব এবং আমার মোহর মহারাণীর পাদপদ্মে সমর্পণ করিব, ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট আমার পূর্ব্ব পুরুষদিগের হস্তে যে ভারার্পণ করিয়াছিলেন আমি সেই গবর্ণমেণ্টের নিকটে সেই ভার হইতে মুক্ত হইয়া আসিব, আমার অধীন জমীদারদিগকে সংবাদ দিব "ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট আমারদিগকে রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন কোম্পানি বাহাদুর তাহা কাড়িয়া লইলেন ইহার কি চরম সিদ্ধান্ত হয় তাহার অপেক্ষা করিব এবং তোমারদিগের হস্তে রাজকর সমর্পণ করিতে কর্ম্মচারিদিগকে আজ্ঞা দিব"।

রেসিডেণ্ট সাহেব রাজার উত্তর শ্রবণে কহিলেন ইহা হইবেক না, আপনাকে অবশ্য বলিতে হইবেক "আপনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক রাজ্য ত্যাগ করিলেন"।

ইহাতে রাজা উত্তর দিলেন আমি কখন এ প্রকার সম্মতি দিব না"।

রাজার শেষোত্তর শ্রবণে রিসিডেণ্ট সাহেব ও তৎসঙ্গিরা চলিয়া আসিলেন।

রিসিডেণ্ট সাহেব রাজাকে আরো কহিলেন "তিনি রাজ্য শাসনের অনুপযুক্ত এবং প্রজারা তাঁহার সন্তুষ্ট নহে" এই বাক্য শ্রবণে রাজা দেশ মধ্যে ঘোষণা দিলেন "যাহারা তাঁহার রাজত্বে সন্তুষ্ট আছে তাহারা ঘোষণার পৃষ্ঠে ২ নাম স্বাক্ষর করুক" তাহাতে অনেকে নাম স্বাক্ষর করিয়াছে।

রাজা কয়েক দল সৈন্যকে সমুদায় বেতন দিয়া কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন।

আমরা অনুভব করি অযোধ্যা রাজা যদি সহজে রাজীনামায় মোহর দস্তখত না করেন তবে কোম্পানি বাহাদুর বলপূর্ব্বক তাঁহার স্বাক্ষর লইবেন ইহাতে সন্দেহ নাই, কিম্বা অবশেষে নাগপুরের দশাই বা করেন।

## সংবাদ। ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬। ১৩১ সংখ্যা

### জনরব

পশ্চিম প্রদেশে জনরব হইয়াছে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট জম্বুরাজের নিকট ঋণ চাহিয়াছিলেন তাহাতে সিংহ রাজা উত্তর দিয়াছেন কোম্পানিদিগের স্বাক্ষরে টাকা প্রদান করিবেন না, শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ও ফ্রান্সাধিপতি বাহাদুরের এবং ইউনাইটেড ষ্টেটস্ রাজ্যের প্রেসিডেণ্ট সাহেবের স্বাক্ষরিত কাগজ পাইলে ঋণ প্রদান করিবেন।

## সংবাদ। ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬। ১৩১ সংখ্যা

এইক্ষণে কলিকাতা নগরে অনেকস্থলে সভা হইয়াছে, ছাত্রেরাই প্রায় সকল সভা করিয়াছেন, প্রতি সভায় নিয়মিত সময়ে বঙ্গভাষায় নানা বিষয়ক বক্তৃতা হয় এবং সভ্যেরা লিখিত প্রস্তাবাদি পাঠ করিয়াও দেশ ভাষায় বাদানুবাদ করেন ইহাতে বঙ্গভাষার উন্নতি সম্ভাবনা বটে, আমরা প্রার্থনা করি এই সকল সভার শোভা ভঙ্গ না হয়, সভ্যেরা যেন যত্নপূর্ব্বক সভা সকলের আয়ুবৃদ্ধি করেন, যোড়াসাঁকো নিবাসি শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় স্বকীয় ভবনে "বিদ্যোৎসাহিনী" নামে যে সভা করিয়াছেন আমরা দিন ২ তাহার উন্নতি সন্দর্শন করিতেছি সময়ে ২ ঐ সভার নানা গ্রন্থ দর্শনে কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হই তাহা বলিয়া জানাইতে পারি না, বিদ্যোৎসাহিনী সভার সভ্যেরা বঙ্গভাষার অঙ্গরাগ ও সাধারণের অনুরাগ জন্য বহুব্যয় পরিশ্রম করিতেছেন, সম্প্রতি বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ "মনুষ্যের যথার্থ মহত্ব কি" এতন্নামে যে পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন আমরা তাহা পাঠ করিয়া তুষ্ট হইলাম আশীর্ব্বাদ করি বাবু চিরজীবী হউন, বাল্যাবস্থায় যখন তাঁহার অন্তঃকরণ এতাদৃশ প্রগাঢ় বিষয়ে প্রবেশ করিয়াছে তখন দীর্ঘজীবী হইয়া আরো অনেক বিষয় প্রকাশ করিয়া সর্ব্বসাধারণের উপকার করিতে পারিবেন অতএব আমরা তাঁহার ধন সার্থক, মন সার্থক বলিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম।

## চিঠিপত্র। ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬। ১৩৪ সংখ্যা

### দিনাজপুর হইতে আগত পত্রের শেষাংশ

আধুনিক নূতন বিবরণ এই যে গত মাঘে অস্মদীয় রাজভবনে অপকাম্র ফল চাক্ষুষ হইয়াছিল অপরঞ্চ এতদ্বর্ষে তাবৎ শস্য দুর্ম্মূল্য হইয়াছে বিশেষতঃ গোধূমচূর্ণ ৯৬ সিক্কা পরিমিত প্রতি মোণ ১০ টাকা মুল্যে বিক্রীত হইতেছে যদ্যপি স্থানান্তর হইতে শীঘ্র সমাহৃত না হয় তবে অল্প মূল্য দানেচ্ছু মহাশয়গণ গোধূমচূর্ণ মিশ্রিত তণ্ডুল চূর্ণে উদর পূর্ণ করিবেন কিমধিকং অত্র মঙ্গলং ভবদীয় ভাবুক বিজ্ঞাপনে সন্তোষ করিবেন নিবেদন মিতি বঙ্গাব্দীয় ১২৬২, ৮ ফাল্গুন।

## সম্পাদকীয়। ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬। ১৩৪ সংখ্যা

### বিলাতীয় দিয়াশলাই

এই দিয়াশলাই হইতে আপাততঃ কিঞ্চিৎ উপকার দেখা যায় বটে কিন্তু অনিষ্টই অধিক হয়, কিছুকাল গত হইল জাহাজীয় নাবিকেরা তুলার মধ্যে এই দিয়াশলাই রাখিয়াছিল তাহাতে জাহাজ ভস্ম হইয়া যায়, নাবিকেরা সেই সুযোগে অনেক টাকার দ্রব্যাদি অপহরণ করে বিশেষতঃ চোরেরা এই দিয়াশলাই জ্বালিয়া ধনাপহরণের উপায় প্রাপ্ত হয় আর বালক-বালিকারা দগ্ধ হইয়া মরে, গত শুক্রবার বেলা নয় ঘণ্টা কালে শোভাবাজারীয় রাজপরিবার শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের এক পৌত্র বস্ত্রাভরণে ভূষিতাবস্থায় একটা দিয়াশলাই ঘর্ষণ করিতেছিল তাহাতে অগ্নি উঠিয়া বস্ত্রে লাগিয়া শিশুকে দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে এবং আরো বহু স্থলে এইরূপ হইয়াছে অতএব চকমকি দ্বারা যাহা সম্পন্ন হয় তজ্জন্য এ প্রকার মারাত্মক ও সর্ব্বনাশক বস্তু রাখাই উচিত নহে।

## সংবাদ। ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬। ১৩৫ সংখ্যা

আগামী শুক্রবার বেলা ১১ ঘণ্টাকালে টৌনহালে ব্যবস্থাপক সমাজের বিশেষ সভা হইবেক, তাহাতে শ্রীযুত লার্ড ডেলহৌসি বাহাদুর উপস্থিত হইয়া ব্যবস্থাপকদিগের নিকট বিদায় লইবেন।

## সংবাদ। ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬। ১৩৫ সংখ্যা

শ্রীযুত লার্ড কেনিং সাহেব ২৯ ফেব্রুয়ারি দিবসে কলিকাতায় শুভাগমন করিবেন এমত নিশ্চয় সমাচার আছে।

## সংবাদ। ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬। ১৩৫ সংখ্যা

### অযোধ্যা

অযোধ্যা রাজ অদ্যাপি কলিকাতা বা বিলাত গমনের অনুমতি প্রাপ্ত হয়েন নাই, জেনেরল ঔটরাম সাহেব এই ছল করিয়াছেন তিনি রাজার বিলাত গমন বিষয়ে গবর্ণমেণ্টে জানাইয়াছেন কিন্তু অদ্যাপি গবর্ণমেণ্টের কোন অনুমতি আইসে নাই।

শুনা যাইতেছে রাজা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যদি গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন তবেই তাঁহার বিলাত গমন বারণ হইবেক নচেৎ আর কিছুতেই প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন হইবেক না।

অযোধ্যা রাজ্য আপাততঃ চারি জেলায় বিভক্ত হইয়াছে অর্থাৎ ফয়জাবাদ, বেরাক, লখণৌ এবং সুলতানপুর, ঐ সকল জেলায় যে ২ অফিসর নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা

বিনাবিলম্বে স্বীয় ২ কর্ম্ম স্থানে যাইবার আদেশ পাইয়াছে, অযোধ্যা রাজ্য ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের অধীনেই রহিল, প্রেসিডেন্সী সিবিল অডিটরের নিকট অযোধ্যার আয় ব্যয়ের হিসাব আসিবেক।

১৬ ফিব্রুয়ারি দিবসে রাজা কলিকাতা যাত্রা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন কিন্তু জেনেরল ঔটরাম সাহেব তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন "যে পর্য্যন্ত আপনার সেনাগণের বেতন নিকাস না হয় তদবধি আপনি যাইতে পারিবেন না অধিকন্তু আপনার বিলাত গমন বিষয়ে গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিয়াছি, উত্তর আইলে আপনাকে জ্ঞাতা করিব" রাজা এই নিষেধ বাক্যে ক্ষান্ত হইয়াছেন, অতঃপর কি হয় বলা যায় না।

### সংবাদ। ৬ মার্চ ১৮৫৬। ১৩৮ সংখ্যা

এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে লেডি কেনিঙ্গের বাস গৃহ সজ্জিত হইয়াছে।

### সংবাদ। ৬ মার্চ ১৮৫৬। ১৩৮ সংখ্যা

অদ্য অপরাহ্ণ বেলা ৫ ঘটিকা সময়ে শ্রীযুত লার্ড ডেলহৌসি বাহাদুর দেশ যাত্রা করিবেন, তিনি প্রিন্সেপ্স ঘাটে ফিরোজ ষ্টিমার উঠিবেন, শ্রীযুত লার্ড কেনিং বাহাদুর নগরবাসি সিবিল মিলেটরী আফিসরদিগকে ঐ সময়ে গবর্ণমেণ্ট হৌসে উপস্থিত থাকিতে আজ্ঞা দিয়াছেন।

### সংবাদ। ১১ মার্চ ১৮৫৬। ১৪০ সংখ্যা

২৯ ফেব্রুআরি দিবসীয় ব্যবস্থাপক সভার বৈঠক বিধবা বিবাহ পক্ষে চট্টগ্রামের বহুতর হিন্দু নাম স্বাক্ষরিত এক আবেদন অর্পিত হইয়াছে, ঐ দিবস কলিকাতা, নবদ্বীপ ও তদিতস্তত স্থান বাসি বিধবা বিপক্ষ মহাশয়েরাও এক আবেদন করিয়াছেন কৌন্সেলের মেম্বর শ্রীযুত মেং গ্রাণ্ট সাহেব এতদুভয় আবেদন গ্রাহ্য করিয়া ছাপিতে আজ্ঞা দিয়াছেন।

### সম্পাদকীয়। ১১ মার্চ ১৮৫৬। ১৪০ সংখ্যা

জেলা মুর্শিদাবাদের বহুতর হিন্দু নাম স্বাক্ষরিত বিধবা বিবাহ সপক্ষ এক আবেদন পত্র এবং বোম্বাই প্রিসিডিন্সির অন্তর্গত ধুরিয়া স্থানের হিন্দুদিগের স্বাক্ষরিত ঐ প্রকার আর এক আবেদন পত্র ব্যবস্থাপক সভায় অর্পিত হইয়াছে, গত সভা দিবসে প্রধান

ক্লার্ক ঐ আবেদনদ্বয় সভায় পাঠ করিলে পর সভাপতিরা তাহা গ্রাহ্য করিয়া ছাপাইতে আজ্ঞা দিয়াছেন।

বিধবা বিবাহের সপক্ষ মূল আবেদন সভায় প্রদানের পরে ঐ অভিপ্রায়ের প্রায় ২০।২৫ খান আবেদন সমাজে অর্পিত হইয়াছে কিন্তু বিপক্ষ পক্ষ হইতে উর্দ্ধ সংখ্যা ২।৩ খানির অধিক আবেদন হয় নাই, তাহাও বাজে লোকের স্বাক্ষরিত, প্রতিপক্ষ মহাশয়-দিগের মূল আবেদন অদ্যাপি ব্যবস্থাপক সমাজ গৃহ দর্শন করে নাই এদিকে আইন প্রচারের মেয়াদ পুরিয়া উঠিল।

## ফরিদপুর। ১১ মার্চ ১৮৫৬। ১৪০ সংখ্যা

বাবু রামরত্ন রায় আপন জমীদারীর প্রত্যেক গ্রামে ঘোষণা দিয়াছেন, তাঁহার অধিকারস্থ যে হিন্দুরা বিধবা বিবাহ বিপক্ষ আবেদনে স্বাক্ষর না করিবেক তাহারদিগকে তিনি দণ্ড দিবেন, এই ঘোষণা সূত্রে জেলায় মহা আন্দোলন হইতেছে, সদর মুন্সেফ এবং উক্ত জেলাস্থ "লিটররি ডিবেটিং ক্লব" নামক সভার মেম্বরেরা বিধবা বিবাহ সপক্ষে এক আবেদনে স্বাক্ষর করাইতেছেন তাহাতেও অনেক নাম স্বাক্ষর হইয়াছে ফলত রত্ন বাবুর ঘোষণা শ্রবণে অনেক লোক ভয় পাইয়াছে এবং বাবুর মনোরক্ষা জন্যে বিপক্ষ পক্ষীয় আবেদনে নাম স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইতেছে।

## সংবাদ। ১৩ মার্চ ১৮৫৬। ১৪১ সংখ্যা

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেইলরোড কোম্পানির মেনেজিং ডাইরেক্টর এবং এজেন্ট শ্রীযুত মে° মেকডোনাল্ড ষ্টেফেনসন সাহেব ব্যক্ত করিয়াছেন ১০ বর্ষ মধ্যে প্রত্যহ কলিকাতায় লণ্ডন নগরের সমাচার আসিবে এবং দ্বাদশ দিনে কলিকাতার লোকেরা ইংলণ্ডে যাইতে পারিবেন, ইহা অত্যন্ত আনন্দজনক বিষয় বটে কিন্তু এই মহদনুষ্ঠান এত শীঘ্র সম্পন্ন হইয়া উঠা সুকঠিন, কাবোল, কান্দাহার, পারসিয়া, তুরুক, জার্ম্মানি, ফ্রান্স ইত্যাদি ভিন্ন ২ রাজার অধিকারের মধ্য দিয়া ঐ ভাবী রাস্তা করিতে হইবে সুতরাং তত্তৎ দেশ জয় কিম্বা রাজাদিগের অনুমতি গ্রহণ আবশ্যক করে, তাহা সহজ ব্যাপার নহে।

## বিজ্ঞাপন। ১৫ মার্চ ১৮৫৬। ১৪২ সংখ্যা

উত্তমাক্ষরে সুললিত ভাষায় প্রকাশিত বৈরাগ্য শতক গ্রন্থ আট আনা মূল্যে তত্ত্ববোধিনী যন্ত্রাগারে বিক্রয় হইতেছে, ভাস্কর পত্রে এই গ্রন্থের যথার্থ প্রশংসা প্রকাশ হইয়াছে।

## সম্পাদকীয়। ১৫ মার্চ ১৮৫৬। ১৪২ সংখ্যা

### অপূর্ব্ব গ্রন্থ

তত্ত্ববোধিনী সভায় উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মহাশয় অপূর্ব্ব এক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, অপূর্ব্ব কহিবার তাৎপর্য্য এই যে পুর্ব্বে কোন গ্রন্থকর্ত্তা সংস্কৃত শ্লোকের প্রত্যেক পদের এ প্রকার অর্থ ব্যাখ্যা করেন নাই, বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের কৃত গ্রন্থের নাম "বৈরাগ্য শতক" ভট্টাচার্য্য মহাশয় অনুগ্রহ পুর্ব্বক আমারদিগকে তাহার একখানি পুস্তক দিয়াছেন আমরা তাহা পাঠ করিতে ২ মোহিত হইয়াছি, এক কবিতার পরে অন্য কবিতা পাঠ না করিয়া পুস্তক রাখিতে পারি নাই সুতরাং আদ্যন্ত পাঠ করিতে হইয়াছিল, গ্রন্থকর্ত্তা প্রথমতঃ প্রতি শ্লোকের প্রতিবাক্যার্থ সংগ্রহ পুর্ব্বক পরিশেষে সমুদয়ার্থ করিয়াছেন এবং এমত কোমল সাধু ভাষায় ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন মূঢ় ব্যক্তিরাও তাহা বুঝিতে পারিবেক, অনভিজ্ঞ লোকেরাও যদি মনোযোগ পুর্ব্বক পাঠ করে তবে পাষাণ হৃদয় হইলেও তাহাতে বৈরাগ্য রসের আবির্ভাব সম্ভাবনা, যদি ভাস্কর পত্রে সমুদায় প্রকাশের উপায় থাকিত তবে আমরা ভাস্করে তাবৎ প্রকাশ করিতাম কিন্তু স্থান সংকীর্ণতা প্রযুক্ত তাহা পারিলাম না অতএব জ্ঞানিগণকে অনুরোধ করি এই পুস্তক গ্রহণ করিয়া আলোচনা পুর্ব্বক জ্ঞান পথের পথিক হইবেন ইহার মুল্য ॥০ আনা মাত্র কিন্তু গ্রাহকেরা অর্দ্ধমুদ্রা মুল্যে অমুল্য রত্ন দর্শন করিবেন।

## সম্পাদকীয়। ১৮ মার্চ ১৮৫৬। ১৪৩ সংখ্যা

কৃত্রিমকারিরা অনেক কারাগারে গিয়াছে, কত লোক দ্বীপান্তরিত হইয়াছে, তথাপি জাল কারিরা জাল পরিত্যাগ করে নাই, পুর্ব্বে অধিক টাকার ব্যাঙ্ক নোটাদি কৃত্রিম করিত তাহাতে শীঘ্র ২ ধরা পড়িত, ক্ষুদ্র ২ নোটাদির বিষয়ে সকলে বিশেষ মনোযোগ করেন না অতএব এইক্ষণে অল্প টাকার ব্যাঙ্ক নোট জাল করিতে আরম্ভ করিয়াছে, ইংলিসম্যান সম্পাদক মহাশয় লেখেন "তিনি পঁচিশ টাকার একখানা জাল ব্যাঙ্ক নোট স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, আমারদিগের কোন আত্মীয় ব্যক্তি কহিয়াছেন দুই মাস গত হইল দশ টাকার একখানা জাল ব্যাঙ্ক নোট দেখিয়াছিলেন, যে দেশের লোকেরা টাকার পার্শ্ব চাঁছিয়া রূপার ঝুরী বাহির করিয়া বহু লাভ জ্ঞান করে দশ টাকা পঁচিশ টাকা তাহারদিগের পক্ষে অল্প লাভ নহে অতএব সাধারণ লোকেরা অল্প টাকার নোট লইতে বিবেচনা পুর্ব্বক লইবেন।

## সম্পাদকীয়। ১৮ মার্চ ১৮৫৬। ১৪৩ সংখ্যা

গবর্ণমেণ্ট সেক্রেটরি মহাশয়েরা পুর্ব্বে প্রায় বসিয়া ২ বেতন ভোগ করিতেন,

এইক্ষণে শ্রীযুক্ত লার্ড কেনিং বাহাদুরের কর্ম্মের সত্বরতা দেখিয়া সকলে ভীত হইয়াছেন, প্রায় প্রতি দিন তাঁহারা সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত রাজকর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন, হাতের কর্ম্ম অর্দ্ধেক করিলেন, অর্দ্ধেক ফেলিয়া রাখিলেন আর সে কাল নাই, যিনি কর্ম্ম ধরেন তাহা না সারিয়া যাইতে পারেন না, বেলা চারি ঘণ্টা বাজিলে সকলের অন্তঃকরণ যাই ২ করে কিন্তু উপরে মুদ্গর ভয়ে গৌর বাবুরা অমনি বসিয়া পড়েন ইহা এক প্রকার ভাল হইয়াছে আর গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম পড়িয়া থাকিবেক না, আমরা প্রার্থনা করি লার্ড বাহাদুর রাজকর্ম্মে এইরূপ সতর্ক থাকেন।

## সম্পাদকীয়। ২০ মার্চ ১৮৫৬। ১৪৪ সংখ্যা

কোন সম্ভ্রান্ত হিন্দু স্বীয় রমণীর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলে মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব ঐ স্ত্রীর আবেদন মতে অত্যাচারের প্রমাণ লইয়া দুর্জ্জন স্বামী হস্ত হইতে তাহাকে মুক্ত করিতে পারেন কি না? জেলা ২৪ পরগণার জজ ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের মধ্যে এই বিষয়ের মতের অনৈক্য ঘটিয়াছিল, মাজিষ্ট্রেট কহিয়াছিলেন তিনি ঐ প্রকার রমণীকে স্বামী হস্ত হইতে মুক্তি দিতে পারেন, শেসন জজ সাহেব কহেন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের তদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ করণের কোন ক্ষমতা নাই, অবশেষে এই প্রশ্ন সদর দেওয়ানি আদালতে আইসে, সদরীয় জজেরা মাজিষ্ট্রেটের মতেই মত দিয়াছেন।

এইক্ষণে মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা ঐ প্রকার রমণীগণকে দুর্বৃত্ত স্বামীদিগের হস্ত হইতে মুক্ত করিবার ক্ষমতা পাইলেন ইহাতে হিন্দুদিগের মধ্যে মান্য লোকেরা অপমানিত হইবেন, কুলবালারা অনেকে স্বামীর অত্যাচার অসদ্ব্যবহার সহ্য করিতে না পারিয়া মাজিষ্ট্রেটী আজ্ঞায় স্বতন্ত্র হইবেন, আমরা এ নূতন বিধি শ্রবণে দুঃখিত নহি কেন না এ দেশীয় অনেক লোকে স্ত্রীদিগকে দাসীজ্ঞানে তাহারদিগের প্রতি অত্যন্ত কুব্যবহার ও অত্যাচার করেন, এই বিধানে তাঁহারা নম্র হইবেন আর মহিলাদিগের উপর অকারণ কণ্ঠ গর্জ্জন করিতে পারিবেন না।

## বিজ্ঞাপন। ২৭ মার্চ ১৮৫৬। ১৪৭ সংখ্যা

টমস পেইন কৃত এজ আব রিজন নামক খ্রীষ্টীয়ানবিরোধি প্রসিদ্ধ ইংরাজী গ্রন্থ যাহা একাল পর্য্যন্ত অপ্রকাশিত ছিল তাহা আমরা মুদ্রাঙ্কিত করিয়া বস্ত্রে বান্ধাইয়া ১৷৹ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিতেছি, যাঁহারদিগের আবশ্যক হয় মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন উহা ২৪৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গুপ্ত এণ্ড ব্রাদার্স।

## সংবাদ। ২৭ মার্চ ১৮৫৬। ১৪৭ সংখ্যা

মিস্টার্স জান ডেফেল কোম্পানিদিগের আফিসের মেং জন এইচ ফরগিউসন সাহেব বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টর হইয়াছেন, গবর্ণমেণ্টের এজেন্সি আফিস ত্বরায় উঠিয়া যাইবেক তথাকার হিসাব নিকাশ হইতেছে।

## সংবাদ। ২৭ মার্চ ১৮৫৬। ১৪৭ সংখ্যা

আমারদিগের প্রিয় সহযোগী পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক মহাশয় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন, তিনি ব্যাকুল হইতেও পারেন, সহোদর অনেকের আছেন, পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদকের সহোদরের ন্যায় সহোদর প্রায় দৃষ্ট হয় না, তিনি ভ্রম ক্রমেও কখন সম্পাদক মহাশয়কে একটি উগ্র বাক্য বলেন নাই, অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্য, উদয়চন্দ্র আঢ্য দুই ভ্রাতাকে রাম লক্ষ্মণ বলিলেও বলা যায়, সেই অনুপম ভ্রাতার মৃত্যু হইয়াছে ইহাতে অদ্বৈত বাবুর হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে সন্দেহ নাই, তাঁহারা ভ্রাতৃদ্বয় নগরের অদ্বিতীয় ধনী সুবর্ণ বণিক শিরোমণি ৺ নিমাইচরণ মল্লিক বাবুর কন্যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন, অতি সদ্বংশে উদয়চন্দ্রের উদয় হইয়াছিল, ওরিএন্টল সেমিনরি নামক বিদ্যালয়ের প্রথমাবস্থায় দুই সহোদর তথায় বিদ্যাভ্যাস করেন তৎপরে কেবল আলোচনা দ্বারা বঙ্গ ভাষায় তাঁহারদিগের সুপ্রবেশ হয়, উদয় বাবু বয়স্থাবস্থায় নগরস্থ বঙ্গ ভাষানুশীলনীয় সকল সভায় উপস্থিত হইতেন এবং সর্ব্বত্র সদ্বক্তৃতা দ্বারা সকলকে মোহিত করিতেন, এইরূপে বঙ্গ ভাষা লিখন পঠনে সুপটু হইয়া উদয়চন্দ্র মাসিক পুস্তকাকারে পূর্ণচন্দ্র উদয় করেন এবং কিছুকাল ঐ রূপেই পূর্ণচন্দ্রোদয় উদয় হইত, তৎপরে উদয় বাবু সাপ্তাহিক সমাচার পত্রাকারে পূর্ণচন্দ্রকে উদয় করিলেন, অনন্তর গ্রাহকগণের সমাদরে এবং প্রচুর বিজ্ঞাপন প্রচারের সাহসিক হইয়া উদয়চন্দ্র প্রতিদিবস পূর্ণচন্দ্র দেখাইতে আরম্ভ করিলেন এইভাবে কিছুকাল গতে বল কৌশলে উক্ত বাবু আবকারী কমিস্যনর জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতার অর্থাৎ অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্য মহাশয়ের প্রতি পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদকীয় ভার সমর্পণ করিয়া ঢাকা নগরে গমন করেন তাহাতে গবর্ণমেণ্ট উদয় বাবুর কর্ম্মে সদয় হইয়া তাঁহাকে উক্ত পদে নিযুক্ত রাখিয়া চট্টগ্রামে পাঠাইলেন, ও উদয় বাবু আবকারি কর্ম্মে গবর্ণমেণ্টকে অনেক লভ্য দেখাইয়াছিলেন, তিনি যদি আবকারি বিষয়ে লোভাসক্ত হইতেন তবে ঐ কর্ম্মের লাভে ধনী হইয়া গৃহে আসিতে পারিতেন কিন্তু আমরা নিশ্চিত বলিতেছি উদয়চন্দ্র অনায়াস লাভেতেও লোভাসক্ত হন নাই কেবল সত্যের উপর নির্ভর করিয়া প্রভুভক্তি দর্শাইয়াছিলেন কিন্তু বাবু বহুকাল সে দেশে থাকিতে পারিলেন না তথাকার নীর সমীর নানা রোগ দ্বারা তাঁহাকে অস্থির করিয়াছিল অতএব ইচ্ছা পূর্ব্বক সে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রতিষ্ঠা পত্র লইয়া স্বদেশে আসিলেন,

বাটীতে আসিয়াও বিস্তর কাল বসিয়া থাকেন নাই সুপ্রতিষ্ঠিত কর্ম্মচারিকে গবর্ণমেণ্ট এই স্থানেই অন্য কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন তদবধি এক দিকে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন অন্য দিকে পূর্ণচন্দ্রোদয়ের প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ করিলেন, দুই সহোদর সন্ধ্যার পুর্ব্বে কর্ম্ম স্থল হইতে আসিয়া রাত্রি দশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত, পূর্ণচন্দ্রোদয়ের কর্ম্মে পরিশ্রম করিতেন, পুর্ণচন্দ্রোদয়ের মূল্য উদয়চন্দ্রের অমূল্য পরিশ্রমের মূল্য তুল্য হয় নাই কিন্তু পাছে পুর্ণচন্দ্রোদয় উদয়চন্দ্রের হস্ত হইতে অস্তদয়ে লিপ্ত হয় এই ভয়ে উদয় বাবু নানা পুস্তক উদয় করিতে লাগিলেন, সেই সকল পুস্তকের মুল্য দ্বারা পূর্ণচন্দ্রোদয়ের ব্যয় নিষ্পন্ন হইত, উদয়চন্দ্র বাবু এমত সচ্চরিত্র বহু গুণান্বিত মনুষ্য ছিলেন আমরা তাঁহাকে যখন দেখিয়াছি তখনই আহ্লাদিত হইয়াছি, উদয়চন্দ্র সর্ব্ব সাধারণ হৃদয় কুমুদের চন্দ্র স্বরূপ ছিলেন তিনি এমত মধুর ভাষায় বক্তৃতা করিতে পারিতেন তাহাতে অনুভব হইত যেন সুধাকর সুধা বর্ষণ করিতেছেন, এ পর্য্যন্ত পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রে কোন ব্যক্তির সহিত বিবাদ ঘটিত কোন প্রস্তাব লিখিত হয় নাই, অন্যান্য সমাচার পত্র সম্পাদকেরা স্বভাব গুণে প্রায় সর্ব্বদাই পূর্ণচন্দ্রোদয়ের বিপক্ষে বিরাগ প্রয়োগ প্রকাশ করিতেন এবং আমরা যে পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক মহাশয়দিগকে সাধারণ বন্ধু জ্ঞান করি তথাচ আপনারাও কখন ২ বিদ্বেষাভাস প্রকাশ করিয়াছি উদয় বাবু তাহা সহ্য করিয়া লইয়াছেন, উত্তর প্রদানে সত্বরতা সম্পন্ন হইয়াও উত্তর প্রদান করেন নাই, আমরা তাঁহার সচ্চরিত্রতা ও সদগুণশালিতা শৃঙ্খলে অত্যন্ত আবদ্ধ হইয়াছিলাম এই কারণ উদয়চন্দ্র আঢ্য বাবুর মৃত্যু শোক আমারদিগের দেহ দাহ করিতেছে, গত শুক্রবারে ঐ প্রিয়তমের মৃত্যু হইয়াছে, আমরা এই নিদারুণ সমাচার শ্রবণে অচৈতন্যের ন্যায় হইয়াছিলাম এই কারণ লেখনী ধারণ করিতে পারি নাই, আমারদিগের যন্ত্রাগারের কর্ম্মচারিরা সংক্ষেপে মৃত্যু সমাচার মাত্র লিখিয়াছিলেন, বাঙ্গালা পত্র সম্পাদকদিগের মধ্যে সংস্বভাব ব্যক্তিরা প্রায় সকলি গেলেন, বহু দিন হইল সমাচার দর্পণ সম্পাদক মহাশয় গত হইয়াছেন, সমাচার চন্দ্রিকা সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুও গিয়াছেন আমরা যাঁহারদিগকে সুলেখক বলিয়া গণ্য করিতাম এবং যাঁহারদিগের লেখা দেখিয়া আহ্লাদিত হইতাম তাঁহারদিগের সহিত আর দর্শন হইবেক না, তৎপরে উদয়চন্দ্র বাবুকে প্রিয়ম্বদ সম্বাদ প্রকাশক জ্ঞান করিতাম তিনিও আমারদিগকে পরিত্যাগ করিলেন তবে আর কাহাকে প্রিয় জ্ঞান করিব, এইক্ষণে প্রার্থনা করি শ্রীযুক্ত বাবু অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্য মহাশয় সম্পাদকীয় প্রতিযোগিতা রক্ষায় কৃতকার্য্য হউন, উদয়চন্দ্রের মৃত্যুশোক আমারদিগের ইন্দ্রিয় সকলকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, তাঁহার ন্যায় নিরপেক্ষ সর্ব্ব হিতৈষি সম্পাদক কি আর দেখিব, যদিও প্রভাকর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় ভাস্কর কর অসহ্য জ্ঞান করেন তথাচ আমরা তাঁহার প্রতি স্নেহ করি পরমেশ্বর যেন তাঁহাকে চিরজীবী করিয়া রাখেন।

আমাদের প্রতি স্নেহ ত্যজিয়া উদয়।
কোথায় উদয় চন্দ্র হইলে উদয়॥
হইতেছে তব শোকে বিদীর্ণ হৃদয়।
কি কারণ জন্ম দেশে হইলে বিদয়॥
চতুৰ্দ্দিগ শূন্যাকার দেখি সমুদয়।
হবে না কি এ সময়ে সাক্ষাতে উদয়॥
প্রজ্বলিত শোকানল হৃদয়ে উদয়।
শোকানল শান্তি কর হইয়া উদয়॥
দেহদাহ করিতেছে তব অমুদয়।
প্রাণে রাখ প্রিয় সখা হইয়া উদয়॥
কোথায় রাখিয়া গেলে পূর্ণচন্দ্রোদয়।
কে করে উদয় চন্দ্র পূর্ণচন্দ্রোদয়॥
তোমার সুখ্যাতি সবে করে দেশময়।
দেখিতে না পায় হে উদয় চন্দ্রোদয়॥
কোথা জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রিয় সমুদয়।
হবে না কি পুনশ্চ উদয় চন্দ্রোদয়॥
পৃথিবীর লীলা খেলা করিয়া বিলয়।
বৈকুণ্ঠে উদয় চন্দ্র হইলে উদয়॥
স্মরণে তোমার গুণ বিদরে হৃদয়।
বাসনা উদয় চন্দ্র হৃদয়ে উদয়॥
পুনর্ব্বার এক বার হইয়া উদয়।
দেখ তব প্রিয়তর পূর্ণচন্দ্রোদয়॥

## সম্পাদকীয়। ১২ এপ্রিল ১৮৫৬। ১ সংখ্যা

হে পাঠক মহাশয়গণ, অদ্য বৈশাখ মাসের প্রথম দিন কি শুভদিন। পুরাতন বৎসর কল্য বিদায় লইয়াছেন গত বৎসর কি কুবৎসর আসিয়াছিল, পৃথিবীতে কাহাকেও সুখে রাখে নাই। আমরা যে সিংহাসনের অধীনে বাস করি সে সিংহাসন পর্য্যন্ত টলমল করাইয়াছে। ইউরোপ রাজ্যময় কেবল রণধ্বনি উঠিয়াছিল, অদ্যাপিও সে যুদ্ধানল শীতল হয় নাই। মনুষ্য পশ্বাদি রুধিরে নদনদী সাগর পর্য্যন্ত রক্তময় করিয়াছে, রুষীয় সমরে পৃথিবীর সকল খণ্ড লণ্ডভণ্ড করিয়াছে ভারত যুদ্ধের পরে এরূপ দীর্ঘ যুদ্ধ আর হয় নাই। আমারদিগকে ধনে প্রাণে দুঃখ দিয়াছে, প্রাণাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছিল,

কেবল পরমেশ্বর কৃপায় রক্ষা পাইয়াছি। এদেশের দেশমণি প্রধান ধনিগণকে বিনাশ করিয়াছে। পাপ বৎসর গেল সকলে রক্ষা পাইলেন, অদ্য আমরা প্রথম বৎসরীয় দিননাথকে দেখিলাম অতএব আহ্লাদিত হইয়া প্রণতি পূর্ব্বক প্রার্থনা করি, হে নবীন বর্ষ! তুমি আমারদিগের গ্রাহক সকলকে হর্ষপ্রদানে আমোদিত কর, আমরা কেবল গ্রাহকগণের অনুগ্রহে অষ্টাদশ বর্ষের অধিক সময় সম্পাদকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিলাম ইহার মধ্যে শত্রুকুল আমারদিগের অনেক প্রতিকুলাচরণ করিয়াছেন, তাহাতে কেবল তাঁহারদিগের ধন মান গিয়াছে। আমাদিগের বিশেষানিষ্ট করিতে পারেন নাই বর্ত্তমান কালেও শত্রু জাল হইতে সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার হইতে পারি নাই কিন্তু কাহাকেও ভয় করি না; ভরসা আছে বিপদ্‌কালে গ্রাহক মণ্ডল রক্ষা করিবেন, গত বৎসর এই দিনে নিগর বন্ধনে ছিলাম তাহাতেও দেশ বিদেশীয় গ্রাহক মহাশয়েরা অর্থ পাঠাইয়া দিয়াছেন সামর্থ দ্বারা যত পারিয়াছেন আনুকুল্য করিয়াছেন। কারাগারে থাকিয়া কবে কোন্ সম্পাদক গ্রাহক মহাশয়দিগের অর্থে সামর্থে এত আনুকূল্য পাইয়াছেন? ইহা কেবল আমরাই প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা গর্ব্ব করিয়া বলিতেছি পৃথিবীর চারিখণ্ডে প্রায় সকল প্রধান ২ স্থলে ভাস্কর পত্র যাইতেছে। অন্য কোন সম্পাদক কি এরূপ গর্ব্ব করিতে পারেন? আমরা গ্রাহকদিগের গৌরবে গৌরবিত হইয়াছি অতএব কায়মনোবাক্যে নিরন্তর গ্রাহক মহাশয়দিগের কুশলতা প্রার্থনা করি। গ্রাহকগণের কৃপায় নানা দেশীয় বাদশাহদিগের নিকট হইতেও প্রশংসা পত্র পাইয়াছি। অনেক দেশীয় রাজসভার সভ্যত্বরূপে গণিত হইয়াছি, দূরদেশীয় রাজগণ আমারদিগকে আত্মীয় ভাবিয়া পত্র লিখিতেছেন, যদিও সকলের আন্তরিক স্নেহ না থাকে তথাচ এতদ্দেশে এমত প্রধান ব্যক্তি নাই আমারদিগের সমাদর না করেন, ইহাতে কেহ মনে করেন না আমরা আত্মশ্লাঘা করিতেছি এরূপ লিখিয়া কেবল গ্রাহকগণের গৌরব জ্ঞাপন করিলাম, হে পরমেশ্বর আমারদিগের গ্রাহক সকলকে সুখে রাখ, তোমাকে অসংখ্য নমস্কার।

## সংবাদ। ১২ এপ্রিল ১৮৫৬। ১ সংখ্যা

অদ্বৈতবাদী আমেরিকান মিসনরি রেবেরেন্ড ডাল সাহেব গত শনিবাসরীয় সায়ংকালে আহিরীটোলাবাসি বাবু শ্যামাচরণ সেনের ভবনে সুরা পানের দোষ ব্যাখ্যা সূত্রে এক সুচারু বক্তৃতা করিয়াছেন, তাঁহার বক্তৃতার প্রত্যক্ষ ফল ফলিয়াছে। সাহেবের সদ্বক্তৃতা শ্রবণে ঐ সভাস্থ অনেক হিন্দু যুবারা মদ্য পানের মহতী দোষানুভব করিয়া সাহেবের নিকটে সুরা পান না করণের নিয়মে অঙ্গীকার পত্র লিখিয়া দিয়াছেন।

## সংবাদ। ১২ এপ্রিল ১৮৫৬। ১ সংখ্যা

যশোহর। ৪ এপ্রেল দিবা দুই প্রহর ৫ ঘটিকাকালে যশোহর জেলার উত্তর

পশ্চিম প্রদেশে এক ভয়ানক ঝড় হইয়াছিল ঐ ব্যাতাবেগে বহুকালের বৃহদ্বৃক্ষ সকল মুলোৎপাটিত ও কত ২ নৌকা জল মগ্ন হইয়াছে ও অসংখ্য গৃহ উড়িয়া গিয়াছে, অনেক জমীদার ও নীলকরের বিবাদ সূত্রে অনেক লাঠিয়াল একত্র হইয়াছে, তাহারা প্রজাদিগের যথাসর্ব্বস্ব লুটিয়া লইতেছে, পোলিস কর্ম্মচারিরা প্রজা রক্ষা করিবে না আনন্দে নৃত্য করিবে? দাঙ্গা বিবাদ চুরী ডাকাইতী হত্যা ব্যাপার হইলে তাহাদের আহ্লাদের পরিসীমা থাকে না। উভয় বিবাদির নিকট বিলক্ষণ হাত মারিয়া নিশ্চিন্ত থাকে। পোলিস কর্ম্মচারিদিগের চক্ষের উপর দুরাত্মারা প্রজাদিগের ধন প্রাণ বিনাশ করিলেও তাহারা কথা কহে না।

## সংবাদ। ২২ এপ্রিল ১৮৫৬। ৫ সংখ্যা

### শ্রীমতী রাণী কাত্যায়নী

শ্রীমতী রাণী কাশীপুরে গঙ্গাতীরে ৩২ সহস্র টাকায় এক উৎকৃষ্ট বাড়ী ক্রয় করিয়াছেন, উদ্যান মধ্যস্থিত ঐ মনোহর বাটীতে গঙ্গা বাস করেন, গত বাসরীয় পুর্ণমাসী যোগে শ্রীমতী রাণী উক্ত বাটীতে শ্রীভগবদ্গীতা উৎসর্গ করিয়াছেন তদুপলক্ষে কাশীপুর ভবনে গঙ্গাতীরে মহাসভা হইয়াছিল, শ্রীমতী রাণী প্রথমতঃ নানাপ্রকার দানাদি উৎসর্গ করিয়া শ্রীভগবদ্গীতা দানের সংকল্প করিলেন তৎপরে পাঠকগণকে গরদ যোড়, স্বর্ণাঙ্গুরী, স্বর্ণাসনাদি দান দ্বারা গীতা পাঠার্থে বরণ করিয়া অবসর হইলেন অনন্তর সরস্বতী পুজার নিয়মানুসারে গীতা পুজা হইল তাহার পারিপাট্যই বা কত, কোশাকুশী শঙ্খ ত্রিপদী, পুষ্পপাত্র, জলপাত্র, চন্দনপাত্র, চেলিবস্ত্র, স্বর্ণভূষণ স্বর্ণাসনাদি দ্বারা পুজা সমাধা হয় পরে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা পুস্তকাধার কাষ্ঠাসন তদুপরি গালিচাসন তদুপরি বস্ত্রাসনে পুস্তক রাখিয়া পাঠারম্ভ করিলেন···

## শ্রীশ্রীহংসেশ্বরী পুজা। ২৪ এপ্রিল ১৮৫৬। ৬ সংখ্যা

কলিকাতা নগরীয় হাটখোলা প্রবাসি পুণ্যরাশি ধনী মহাজনগণ প্রতি বৎসর নন্দিঘাট নামক প্রসিদ্ধ স্থানে হংসেশ্বরী দেবীর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। এ বৎসর গত শনিবারে পুজারম্ভাবধি মঙ্গলবার পর্য্যন্ত মহাসমারোহ করিয়াছিলেন তৎপরে মহামায়াকে বিসর্জ্জন দিয়াছেন। পাঠক মহাশয়েরা এ পুজাকে বারোএয়ারি পুজা জ্ঞান করিবেন না, বাবুরা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া টাকা সংগ্রহ করেন না। সম্বৎসর ব্যাপিয়া আপনারদিগের বাণিজ্য লাভের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ রাখেন পরে বৎসরান্তে এই পুজায় তিন চারি সহস্র টাকা ব্যয় করেন। পুজারম্ভের পুর্ব্বে শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণধন কুণ্ড মহাশয়ের নামে সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণ পত্র

প্রেরিত হয়, পরে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা নানাস্থান হইতে আসিয়া উপযুক্ত বিদায় লইয়া যান। এ বিদায়ও অল্প বিদায় নয়, এতদ্দেশীয় ধনী লোকেরা বহু ব্যয়সাধ্য শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে নানা দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে যেরূপ বিদায় দিয়া থাকেন পূজক বাবুরাও সেইরূপ বিদায় করেন, প্রতি দিবস পূজায় বস্ত্র তৈজসাদি দ্বারা দেবী মণ্ডপ পরিপূর্ণ হয়, সামাজিক দানে চিনি পরিপূর্ণ উত্তমোত্তম থাল বিতরণ করেন এবং প্রতি দিবস ব্রাহ্মণাদি নানা জাতীয় ন্যূনাধিক দুই সহস্র লোকের আহার হয়। উত্তম ২ সন্দেশ ও নানাপ্রকার মিষ্টান্নাদি সকল গৃহে প্রস্তুত করাইয়া ইতর সাধারণ সকলকে ঐ সকল উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি ভোজন দ্বারা সমানরূপে তৃপ্ত করেন। হংসেশ্বরী পূজায় চিঁড়া মুড়কী ব্যবহার নাই। লুচী, কচুরী, সন্দেশ, মিষ্টান্নাদি যে যাহা খাইতে চায় তাহাই পায়, বাবু পুলিনচাঁদ কুণ্ড, বাবু মথুরানাথ কুণ্ড, বাবু হরলাল কুণ্ড, বাবু রামতনু শাহা, বাবু হরিনাথ শাহা, বাবু কৃপানন্দ শাহা, বাবু তিলকচন্দ্র শাহা, বাবু নবীনচন্দ্র শাহা, বাবু সনাতন শাহা, এই একাদশ জন মহাজনের বাণিজ্য ধনে পরমেশ্বরী হংসেশ্বরী সিদ্ধবিদ্যার সাঙ্গোপাঙ্গ পূজা হয়। বাবুরা প্রতি রাত্রিতেই নৃত্য গীতাদি দর্শন শ্রবণ করাইয়া মহামায়ার আরাধনা করেন। শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণধন কুণ্ড মহাশয় এই বৃহৎ কর্ম্মের অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত থাকেন তাঁহার অধ্যক্ষতায় সর্ব্ব বিষয়ে সুপ্রতিষ্ঠা হয়। ঐ সকল মহাজনগণ বৎসর ২ কেবল এই দান করেন এমত নহে, তাঁহারদিগের নিত্য দান অনেক আছে। যাঁহার যে বস্তুর বাণিজ্য প্রতি দিন বেলা দশ ঘণ্টা কালে বস্তুর কাঁটা উঠিলে যে যাইয়া যাচ্ঞা করে ঐ বস্তু অর্থাৎ চিনি তণ্ডুল লবণাদি পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া যায়। বাবুদিগের এই দানে কলিকাতা নগরে বহু দেবালয়ে ভোগ রাগাদি হয়, এতন্নগরে বহুজন ধনী লোক বসতি করেন কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বাবুদিগের দানের মত প্রতি দিন দান কোথায় আছে? বাবুরা বাহিরে আড়ম্বর দেখান না কিন্তু দান বিষয়ে তাঁহারদিগের আড়ম্বরের ন্যায় আড়ম্বর প্রায় নাই, এই সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম দ্বারা তাঁহারদিগের বাণিজ্য লাভ দিন ২ বৃদ্ধি হইতেছে, আমরা প্রার্থনা করি মহেশ্বরী হংসেশ্বরী হৃদয়োপরি বিরাজমানা হইয়া বাবুদিগের আরো শ্রীবৃদ্ধি করুন।

## শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। ২৪ এপ্রিল ১৮৫৬। ৬ সংখ্যা

আমরা এক জনরব শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত পরিতাপিত হইয়াছিলাম এইক্ষণে আহ্লাদিত হইয়া লিখিতেছি শ্রীযুত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আয়ুর্ব্বৃদ্ধি হইল, উক্ত বাবু চন্দ্রকোণা তালুকে গমন করিয়াছিলেন ঐ সময়ে তাঁহার অন্য এক জমীদারী মধ্যে বিপক্ষেরা মারামারী উপস্থিত করে তাহাতেই শত্রুরা জনরব তুলিয়াছিল বাবু ঐ সময়ে নিহত হইয়ছেন কিন্তু তিনি সে স্থলে ছিলেন। তৎপরে চন্দ্রকোণা হইতে নির্ব্বিঘ্নে উত্তরপাড়ার বাড়ীতে আসিয়াছেন অতএব যে প্রসিদ্ধ

বাক্য আছে কোন ব্যক্তির মৃত্যু বিষয়ক মিথ্যা জনরব হইলে তাঁহার আয়ুর্বৃদ্ধি হয়, আমরা প্রার্থনা করি পরমেশ্বর প্রসাদাৎ জয়কৃষ্ণ বাবুর তাহাই হউক, উত্তরপাড়া স্থান পুর্ব্বে বনভূমি ছিল। ঐ বাবু হইতে এইক্ষণে রাজধানীর ন্যায় হইয়াছে। বাবুর কৃতবিদ্যালয়ে বহু লোকের বিদ্যা শিক্ষা হইতেছে। প্রতি বৎসর শত ২ ছাত্র বিদ্যা শিক্ষা করিয়া বহির্গত হইতেছেন। তাঁহারা বিবিধ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া নানা প্রকার সৎকর্ম্ম দ্বারা জন্মভূমিতে সভ্যতা স্থাপন করিতেছেন, ঐ বাবুর স্থাপিত চিকিৎসালয় ও ঔষধালয়ে প্রতি মাসে শত ২ লোকের প্রাণ রক্ষা হইতেছে, এ প্রকার সৎকর্ম্মান্বিত মনুষ্যের জীবন বিনাশে যাহারা উৎসাহ প্রকাশ করে তাহারাই বিনাশ প্রাপ্ত হইবেক, ভূম্যধিকার রক্ষা করিতে গেলেই অন্যায়কারী লোভীদিগের সহিত বিবাদ হয়, রাজ্যেশ্বররা কি করিতেছেন, কেবল যুদ্ধে যুদ্ধেই তাঁহারদিগের কালক্ষেপ হইতেছে, রাজ্যেশ্বরেরা বরং কোন ২ স্থলে অন্যায় যুদ্ধে নিযুক্ত হন, এতদ্দেশীয় ভূম্যধিকারিরা অবিহিত সময়ে করক্ষেপ করেন না, শত্রুরা আক্রমণ করিলে কি করেন, দেশ শাসন জন্য সুতরাং বিবাদে লিপ্ত হইতে হয়। বিষয়িদিগের বিষয় রক্ষা জন্য ত বিবাদ চিরকাল হইয়া আসিতেছে, জয়কৃষ্ণবাবুর ভূমাধিকার হইতে যে লভ্য হয় তাহা প্রায় সৎকর্ম্মেতেই যায় অতএব আমরা প্রার্থা করি সৎকর্ম্মান্বিত মনুষ্যেরা চিরজীবী হউন।

## প্রেরিত পত্র। ২৪ এপ্রিল ১৮৫৬। ৬ সংখ্যা

যে বিষয়ে যাহার বুদ্ধি বৃত্তি আকৃষ্ট হয় সেই বিষয়ে তাহার যত্ন করা কর্তব্য। প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগন্মণ্ডল নিরীক্ষণ করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে বিশ্বস্রষ্টা প্রত্যেক মনুষ্যকে যদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন অবয়বে সৃষ্ট করিয়াছেন; তদ্রূপ প্রায় সমস্ত ব্যক্তিকেই পৃকক পৃথক অভিপ্রায় স্বভাব, ধীশক্তি, বিবেচনাশক্তিও দিয়াছেন অতএব কেহ বা বিদ্বান, কেহ বা বিদ্যাভাবে বুদ্ধিমান, সুতরাং বিদ্যা বিষয়েও সকলে এক প্রকার নহেন। কেহ বা শিল্পকর্ম্মকারী, কেহ বা চিত্রকর, কেহ বা সাহিত্য বিদ্যায় কুশল, কেহ বা অঙ্কশাস্ত্র পারদর্শী, কেহ প্রাণ বিদ্যায় সুনিপুণ, কেহ বা জ্যোতিঃশাস্ত্রবেত্তা, কেহ বা তর্কবিদ্যায় বিশারদ, কেহবা ধর্ম্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, ইহা মনুষ্যের স্বাভাবিক শক্ত্যনুসারী বলিতে হইবেক এবং এই সমস্ত বিদ্যার সাহায্যে যে কেহ জীবিকা নির্ব্বাহার্থে যে কোন কার্য্য অবলম্বন করে তাহাও অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ইহাতে সন্দেহ নাই, এ বিষয়ে সেই করুণাকর বিশ্বাধিপের কি পর্য্যন্ত অনির্ব্বচনীয় মহিমা প্রকাশ পাইতেছে কোন মতেই তাহার বর্ণন শেষ করা যায় না যদ্যপি তিনি প্রত্যেক মনুষ্যকে পৃথক পৃথক বিষয়ে নিযুক্ত ও পৃথক পৃথকাভিপ্রায়ে উৎসায়ী না করিয়া একরূপ করিতেন তবে কোন মতেই বহুবিধ সংসারিক কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত না।

আমরা প্রায় সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিতেছি যে প্রত্যেক মনুষ্যেরা মনোবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি স্বভাবতই বাল্যকালাবধি পৃথক্ পৃথক্ বিষয়ে আকৃষ্ট ও পৃথক্ পৃথকাভিপ্রায়ে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মেও প্রবৃত্ত হয় সেই প্রবৃত্তির অনুবর্ত্তী হইয়া মানবেরা যত্নপূর্ব্বক যে কর্ম্ম করিতে উদ্যত হন তাহাতেই অনায়াসে সাফল্যলাভ করিতে পারেন এবং বিশেষ নৈপুণ্য সহকারে ক্রমে ২ সেই কর্ম্মের যথোচিত উন্নতি করিতে সমর্থ হয়েন।

বিশেষত অভীষ্ট ক্রিয়ার যত্ন ও একাগ্রতা মানবগণের স্বভাবসিদ্ধ বলিতে হইবেক, অর্থাৎ পাঠারম্ভে যে ব্যক্তির সাহিত্যশাস্ত্রে ধীষণা আকৃষ্ট হয় তাহাকে অঙ্কবিদ্যা শিক্ষায় নিযুক্ত করিলে সে ব্যক্তি কোন মতেই তদ্বিষয়ে পরিপক্ক হইতে পারে না। বরং অনভীষ্ট বিষয়ে উদ্বেগ করায় ক্রমশঃ বুদ্ধি ভ্রংস হইবারই সম্ভাবনা, যে ব্যক্তির মনঃ কৃষিকর্ম্মে উৎসাহী হয় তাহাতে কর্ম্মকারের কার্য্য শিক্ষার আদেশ করিলে তাহার কখনও তৎকর্ম্মে মনোনিবেশ হয় না, যে ব্যক্তি শৈশবাবধি সংগীত বিদ্যাশিক্ষায় নিতান্ত উৎসুক তাহাকে শাস্ত্র ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিলে অবশ্যই তাহার মনঃ সর্ব্বদা চঞ্চল হয় ও কোন বিষয়ে তাহার নৈপুণ্য জন্মে না কিন্তু সেই ব্যক্তি অবশ্যই গোপনে, পরের নিয়োগ বশতঃ যে ক্রিয়ায় নিযুক্ত ছিল তাহা পরিহার পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে আপনার মনোমত কার্য্যেই কৃতকার্য্য হয়। ইউরোপ দেশীয় স্যার আইজ্যাক নিউটন নামক এক ব্যক্তির পিতা অত্যন্ত দুঃখী ছিলেন, তজ্জন্য আশু ধনোপার্জ্জনাবশ্যক বোধ করিয়া আত্ম পুত্রকে কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত করেন কিন্তু তাঁহার চিত্ত তৎকর্ম্মে নিবিষ্ট না হইবায় অবসর ক্রমে তিনি গোপনে অধিক মনোযোগ ও দৃঢ়তা সহকারে বিদ্যাভ্যাস দ্বারা মানব মণ্ডলীর যে কি পর্য্যন্ত উপকারে আসিয়াছেন তাহা সকলেই অবগত আছেন অতএব হে বন্ধুগণ, স্ব স্ব প্রকৃতির অনুগামী হইয়া এবং তাঁহার দোষ গুণ পরীক্ষা পূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠাতে প্রবৃত্ত হওয়া আমারদিগের সর্ব্বতোভাবে নিধেয় ও স্বভাব সিদ্ধ।

## বিজ্ঞাপন। ২ আগস্ট ১৮৫৬। ৪৯ সংখ্যা

## বিজ্ঞাপন। ২ আগস্ট ১৮৫৬। ৪৯ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন

শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর শব্দকল্পদ্রুম সাত বালাম কোং ৫৫ টাকা মূল্যে বিক্রয়ার্থে আছে।

কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।
৪ নং ফেনশী লেন।
উকীল গ্রাণ্ট এবং রজর্স সাহেবানের অফিস

## বিজ্ঞাপন। ১ আগস্ট। ১৮৫৬। ৪৯ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন

সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা

ভূতত্ত্ববিদ্যা ভূগোলবিদ্যা প্রাণিবিদ্যা শিল্প সাহিত্যাদি দ্যোতক মাসিক পত্রিকা।

বিদ্যোৎসাহিনী সভা হইতে উপরোক্ত মাসিক পত্রিকা প্রাণিবিদ্যা শিল্পবিদ্যা সাহিত্য বিদ্যা ভূতত্ত্ববিদ্যা ভূগোলবিদ্যা পদার্থবিদ্যা ও উত্তমোত্তম সং সন্দর্ভ পরিপুরিত হইয়া প্রতি মাসের শেষ দিবসে আষাঢ় মাসাবধি প্রকাশিত হইতেছে, চারি পেজি ফরমা পরিমাণ, মূল্য ৵০ আনা মাত্র প্রতি সংখ্যক ক্রয় করণাভিলাষিদিগের উপর চারি আনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, যাঁহারা এই পত্র গ্রহণেচ্ছা করেন তাঁহারা ভাস্কর যন্ত্রে পত্র প্রেরণ করিলেই গ্রাহক শ্রেণীতে গণ্য হইবেন।

## সম্পাদকীয়। ১২ আগস্ট ১৮৫৬। ৫৩ সংখ্যা

অরুণোদয়

আমরা এক নবীন সমাচর পত্র দেখিলাম, ইহার নাম "অরুণোদয়" "ফ্রি চর্চ্চ ইনষ্টিটিউসন" নামক বিদ্যালয়াধ্যক্ষ মহাশয়দিগের আনুকুল্যে পাক্ষিকরূপে অরুণোদয় উদয় হইতেছে, খ্রীষ্ট ধর্ম্মাচারী শ্রীযুক্ত বাবু লালবিহারী দে মহাশয় নবীন পত্রের সম্পাদকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন ইহাতে পর্ব্বত পশুপক্ষাদির ছবি প্রকাশ হয়, সম্পাদক মহাশয় নানা প্রকার উত্তমোত্তম বিষয় সকল সংগ্রহ করিয়া সুললিত ভাষায় প্রকাশ করেন, এতৎ পত্র পাঠে বিবিধ বিষয়ে পাঠকদিগের জ্ঞানোদয় হইবেক অথচ মাসিক মূল্য দুই আনা মাত্র, অধ্যক্ষ মহাশয়েরা অর্থ সংগ্রহ জন্য পত্র প্রকাশ করেন নাই কেবল সাধারণে জ্ঞানবিতরণ জন্য এত ব্যয় স্বীকার করিয়াছেন। অতএব এতদ্দেশীয় লোকেরা অরুণোদয় পাঠ করিয়া জ্ঞানারুণ আহরণ করুন।

## প্রেরিত সম্বাদ। ১২ আগস্ট ১৮৫৬। ৫৩ সংখ্যা

মহাশয়, দুঃখের বিষয় কি নিবেদন করিব, বাবু রাজনারায়ণ মিত্র যিনি কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব বিষয়ে বহু শাস্ত্র সংগ্রহ পুর্ব্বক নানা গ্রন্থ করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য বিষয়ে শাস্ত্রীয় বিচারে তাঁহার অসীম সুখ্যাতি হইয়াছিল ঐ বহুদর্শি বাবুর মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার মরণে অনেকে মনস্তাপ করিতেছেন, মহাশয় এই বিষয় ভাস্করে প্রকাশ করিয়া সর্ব্ব বিদিত করিবেন।

শ্রীগুরুচরণ মজুমদার।
সাং কুমারটুলী।

## প্রেরিত পত্র। ১২ আগস্ট ১৮৫৬। ৫৩ সংখ্যা

মান্যবর শ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়, সম্প্রতি পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, বিধবা বিবাহের সূত্র তুলিয়াই আপনার "বিদ্যাসাগর উপাধিটীকে এককালে প্রভূত বিখ্যাত করিয়া লইলেন, ইদানীং প্রায় সকল স্থানে "বিধবা বিবাহ" এই মহামঙ্গলকর বিষয়সূচক নানা কথা উদ্ভাবিতা হইতেছে, অধিক আর কি কহিব কলিকাতা মহানগরীতে এবং অন্যান্য পল্লীগ্রামের প্রকাশ্য পথে বহির্গত হইলে প্রায়শঃ দেখা যায়, যে অনেকানেক প্রাকৃত লোকে, কেহ২ গরুর গাড়ী চড়িয়া, কেহ বাঁক ঘাড়ে করিয়া, কেহ বা মদ্য পানে মত্ত হইয়া "বেঁচে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে" ইত্যাকার পক্ষি রচিত গীত করিয়া, আনন্দ লাভ করিতেছে, কেবল ইতর লোকেরাই এরূপ আনন্দে আছে এমত নহে, অনেকানেক ভদ্রলোকেরাও সবান্ধব হইয়া উপযুক্ত সময়ে পক্ষি রচিত ঐ গান করিয়া আমোদিত হন।

পণ্ডিতবর মহাশয়ের "বিদ্যাসাগর" এই নামটী অনন্যসূচক হইয়া উঠিয়াছে সন্দেহ নাই। মহাকবি কালিদাস কৃত রঘুবংশে ইন্দ্র গর্ব্ব পুর্ব্বক রঘুরাজাকে স্বীয় নামের অনন্যবৃত্তিতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

যথা। হরির্ব্বথৈকঃ পুরুষোত্তমঃ স্মৃতো মহেশ্বর স্ত্র্যম্বক এব নাপরঃ।
তথা বিদুর্মাং মুনয়ঃ শতক্রতুং দ্বিতীয় গামী নহি শব্দ এষনঃ

অর্থাৎ ইন্দ্র রঘুকে কহিতেছেন, হে রঘু! যেমন "হরি" এই শব্দ উচ্চারণ করিলে বিভুকেই বুঝায় এবং যেমন "মহেশ্বর" এই শব্দ উচ্চারণ করিলে মহাদেবকেই বুঝায়, তেমনি "শতক্রতু" এই শব্দ বলিলে আমাকেই বুঝায়, অন্য আর কাহাকেও নহে।

অতএব শ্রীযুক্ত পণ্ডিতবর মহাশয় ও আপনার "বিদ্যাসাগর" নামের অনন্য বৃত্তিতা প্রকাশ পুর্ব্বক অবশ্যই শ্লাঘা করিতে পারেন সন্দেহ নাই, তিনি অধুনা স্বীয় অসাধারণ ক্ষমতা

দ্বারা বিদ্যাসাগর উপাধিধারী অন্যান্য পণ্ডিতবর্গের নাম এককালে বিলুপ্ত করিয়া তাঁহাদের দর্প চূর্ণ করিয়াছেন উক্ত মহাশয়েরা এক্ষণে কাহারও নিকট আপন ২ "বিদ্যাসাগর" উপাধি প্রকাশ করেন না পীড়াপীড়ি করিলে বলেন বটে, কিন্তু লজ্জাবনতমুখ হইয়া রহেন, তাঁহারা এক্ষণে ঘোর বিপাকে পতিত হইয়াছেন।

সম্পাদক মহাশয়, এক সময়ে পথিঘটিত কোন বিদ্যাসাগর উপাধিধারী ব্যক্তির সহিত আমার আলাপ হইতেছিল এমন সময়ে কথা প্রসঙ্গে উল্লিখিত কথার উল্লেখ হওয়াতে তিনি অতি দুঃখিত হইয়া অনেকানেক কথাই কহিলেন, তাহা শুনিয়া, আমার শরীরে যুগপৎ হাস্য ও করুণারসের আবির্ভাব হইল, আহা তিনি ঘোর বিপদে না পড়িলে কি এসব কথা কহিয়াছেন! সম্পাদক মহাশয়, তিনি যাহা বলিয়াছিলে, তাহা পদ্যরূপে নিম্নে লিখিত হইল।

পয়ার

হায় হায় বিধি একি ঘোর দায়।
প্রাণ বুঝি যায় যায় মান বুঝি যায়॥
কোথা হৈতে আসিল এ বিদ্যার সাগর।
ইহার তরঙ্গ দেখ্যে লাগে বড় ডর॥
এত দিন কোথা ছিল নাহি ছিল দেখা।
অপমান ছিল ভালে বিধাতার লেখা॥
উড়ে এসে যুড়্যে বস্যে হইল প্রধান।
মান গেল প্রাণ গেল হৈল অপমান॥
তাড়াতাড়ি এত বিদ্যা কে শিখালে এরে।
যে যায় ইহার কাছে যে হারে বিচারে॥
নবদ্বীপে পড়্যে ২ হইলাম বুড়ো।
রাতারাতী বিদ্যা কর্যে মুখে দিলে নুড়ো॥
বধবাবিবাহ দিব তুলিয়া হুজুক্।
বড় ২ পণ্ডিতের ধরিয়াছে চুক॥
অল্প বিদ্যা তরী ধরি হৈতে চাই পার।
সাগরেতে বল বুদ্ধি নাহি খাটে আর॥
বিদ্যার সাগরে হৈল সামাল ২।
ডুবে প্রাণ যায় জলে নাহি মানে হাল॥
সাগরে সাগর সব হই লুক্কায়িত।
খ্যাতি গেল নাম গেল সর্ব্বদা শঙ্কিত॥
এ বিদ্যাসাগর শব্দে ইহাকে বুঝায়।
আমরা লজ্জায় মরি হায় হায় হায়॥

যখন যেখানে যাই অপমান হই।
অতি কষ্টে ম্রিয়মাণে মাথাগুঁজে রই ॥
কেন বিধি এ জনেরে করিল নির্ম্মাণ।
আমাদের মাথা খেলে আর খেলে মান ॥
বুকে বস্থে দাড়ি ছেঁড়ে একি সহ্য হয়।
সকলেই বলিতেছে সাগরের জয় ॥
কল্পিত বিষয়ে যদি নাহি হয় সিদ্ধ।
তথাপি ইহার নাম হইল প্রসিদ্ধ ॥

শ্রীতপস্বীচরণ চক্রবর্ত্তী।
সাং শিমুলীয়া।

## প্রেরিত পত্র। ২১ আগস্ট ১৮৫৬। ৫৭ সংখ্যা

মান্যবর শ্রীযুত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

আহা, কি শুভদিন, আমারদিগের পক্ষে যে ভগবান্ সদয় হইয়া এমত করুণা প্রকাশ করিবেন ইহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, আমরা আর মরণাভিলাষে শমন আরাধনা করিব না, ধন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়, ধন্য কর্ম্ম করিলেন, ভারতবর্ষীয় কামিনীগণ যাবজ্জীবন তাঁহার নিকট বাধিতা থাকিবেন, সম্পাদক মহাশয়, আমার সপ্তম বৎসর বয়ঃক্রম কালে পিতামহ বয়স্ক ৪৪ বৎসরীয় এক প্রাচীন বরের সহিত আমার বিবাহ হইয়াছিল, বিবাহের এক বৎসর পরেই স্বামী পরলোক গমন করিলেন, সেই সময়াবধি ধনহীনা হইয়া অতি কষ্টে কাল যাপন করিতেছি, গত আষাঢ় মাসে রথযাত্রোপলক্ষে শ্রীক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলাম, উলুবাড়ীয়ার দশ ক্রোশ দূরে এক স্থানে জ্বর ও গ্রহণী রোগাক্রান্তা হইয়া অনেক দিন যাবৎ রহিয়াছিলাম, তথায় কেবল আমার সঙ্গিণী মনোমোহিণী নামে এক প্রাচীনা রমণী ছিলেন তাঁহার সেবা শুশ্রূষার বলে এ যাত্রায় রক্ষা পাইয়া পুনর্ব্বার স্বস্থান প্রাপ্তা হইয়াছি; গতকল্য এই স্থানে পঁহুছিয়াই শুনিলাম মহাশয়ের ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্ন সফল হইয়াছে, অর্থাৎ বিধবাবিবাহ বিষয়ক আইন প্রচার হইয়াছে। ইহাতে যে কিরূপ সুখিনী হইয়াছি তাহা বলিবার নহে। আমি আমার পিতা মাতার আলয়ে বাসকালীন যত্ন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছিলাম, এক্ষণে সেই শিক্ষা আমার পরমোপকার করিতেছে কারণ যখন নানা দুঃখে দুঃখিতা হইয়া দশদিক শূন্য দেখি তখন রামায়ণ নলচরিত্র, মহাভারত প্রভৃতি পুস্তকাদি পাঠ করিয়া দগ্ধ শরীর শীতল করি আমি ব্রাহ্মণ কুলে জাতা, জ্ঞাতা কারণ নিবেদন করিলাম।

আপনারদিগের উদ্যোগে এ দেশের দারুণ কুসংস্কার পরাভূত হইয়া বিধবাবিবাহ

চালিত হইবে বটে কিন্তু এক্ষণে তাহার অনেক বিলম্ব দেখা যাইতেছে, আমার শরীরে স্বামীসুখের সম্ভাবনা নাই, কারণ ততদিন যে বাঁচিয়া থাকিব এমত আশা নাই, তথাপি এই সুখ হইল যে মরিবার সময় পরমানন্দে প্রাণত্যাগ করিব, কারণ যদিচ আমি ঐ সুখ হইতে বঞ্চিতা হইলাম তথাপি আমার ন্যায় শত ২ স্বামিহীনা কামিনীর যে সুখ হইবে ইহাই স্মরণ করিয়া মরিব, যদিচ কালবিলম্বে এই নিয়ম চলিবেক তথাপি তাহাতে আমার পক্ষে তাহা বিফল হইবে। কারণ

"নির্ব্বাণ দীপে কিমু তৈল দানং চৌরে গতে বা কিমু সাবধানং।
বয়োগতে কিং বনিতাভিলাষঃ পয়োগতে কি খলু সেতু বন্ধঃ"॥

যে আশার জন্য মনুষ্য পারাপার হীন সমুদ্র পর্য্যন্ত গোস্পদবৎ জ্ঞান করিয়া উল্লঙ্ঘন করে তাহারই উপর আশা করিয়া রহিলাম। যাহা হয় তাহাই হইবে। ৺কাশীধামে শিব মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া, জ্ঞান বাপীর উদক পান করিয়া, প্রয়াগে মস্তক মুণ্ডন করিয়া, শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দেবের আটিকা নির্ব্বন্ধ করিয়া, গঙ্গা তীরে ঘাট নির্ম্মাণ করিয়া, অতিথি ব্রাহ্মণ নিমিত্ত পান্থনিবাস নির্ম্মাণ করিয়া, বাসভবন সমীপে অশ্বত্থ, নিম্ব, নাগ্রোধ, কিংশুক, বিল্ব, আমলকী, সমীধ, উডুম্বর, মন্দার, তুলসী এবং দ্রোণ বৃক্ষ রোপণ করিয়া, কামরূপে নীলাচলস্থ পর্ব্বতে সৌভাগ্য কুণ্ডে স্নানাবগাহনান্তে কামাখ্যা দর্শন করিয়া, বৈশাখ মাসে জলছত্র দিয়া, স্বদেশানুরাগী হইয়া স্বদেশ রক্ষার্থ, রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিয়া, পিতৃমাতৃ দায় ও কন্যাভারগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে ঐ ভার হইতে অবসৃত করিয়া এবং পৃথিবীর সমূহ তীর্থ ভ্রমণ করিয়া যে পুণ্য সঞ্চয় করা যায় তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং অন্যান্য বিধবা বিবাহানুরাগি জন দ্বারা সঞ্চিত পুণ্যের কণা মাত্রও নহে, রামমোহন রায় সতীগমন নিষেধ করাইয়া শারীরিক দাহ নিষেধ করিয়াছিলেন কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ও শারীরিক ও মানসিক দাহ হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিলেন, উপরোক্ত উক্তি দৃষ্টি করিয়া অনেক বিবেচনা করিবেন আমার উক্তি অত্যুক্তি হইয়াছে কিন্তু বস্তুতত্ত্ব বিবেচনা করিলে তাহা নহে,

"ন হি বন্ধ্যা বিজানীয়াৎ গুর্ব্বিং প্রসব বেদনাং"

বন্ধ্যা যদ্রূপ পুত্রবতী কামিনীর প্রসব বেদনা জানে না সেই রূপ পুরুষ অথবা সধবা স্ত্রী বিধবাদিগের ক্লেশ জানিতে পারিবেন না? যাহা হউক, এক্ষণে বিদায় প্রার্থনা করি, অনুমতি করুন, ভাল মনে হইয়াছে এক কথা লিখিব, আমি পীড়ায় কাতরা থাকা প্রযুক্ত অপর ব্যক্তির দ্বারা ইহা লেখাইয়াছি নিজগুণে ক্ষমা করিবেন, ইহা ভাস্করে মুদ্রিত করিলে অনুগৃহীতা হইব এবং কামিনীগণের উৎসাহ বৃদ্ধি হইবেক। ইতি।

২৯ শ্রাবণ ১৭৭৮ শকাব্দা। শ্রীবিদ্যা দেবী।

## প্রেরিত পত্র। ২১ আগস্ট ১৮৫৬। ৫৭ সংখ্যা

শ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয়েষু।

হাবড়া অবধি রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত লৌহময় পথ প্রস্তুত হওয়াতে তৎপথ পার্শ্ববর্ত্তি আট দশ ক্রোশ পর্য্যন্ত স্থিত লোক সাধারণের এবং পশ্চিম দেশ গমনাভিলাষি ব্যক্তিদের গতায়াতে বহু ব্যয় ও ক্লেশ নিবারণ হইয়াছে, বিশেষতঃ গয়া কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থান পর্য্যন্ত ঐ পথ প্রস্তুত হইলে হিন্দু জাতির তীর্থ গমন বিষয়েও বহু ব্যয় ক্লেশ নিবারণ হইবেক কিন্তু রেল রোড কোম্পানীরা এ পর্য্যন্ত ভদ্র পরিবারের স্ত্রীলোকদের যাতায়াতের কারণ বিশেষ গাড়ি নির্দ্দিষ্ট করেন নাই, তাহাতে ভদ্র পরিবারের স্ত্রীলোকদিগের যাতায়াতে ব্যয় ও ক্লেশ পূর্ব্বাবস্থই রহিয়াছে অতএব নিবেদন মহাশয়ের ভাস্কর দেশহিতার্থেই প্রকাশিত হইতেছে, মহাশয় এই বিষয়ে লেখনী ধারণ করিলেই জন সাধারণের উপকার সম্ভাবনা, আর যদ্যপি ঐ কোম্পানিরা নিয়মপত্রে লিখিয়াছেন যে "কোন ব্যক্তি বিশেষ স্থান কিম্বা গাড়ি পাইতে প্রার্থনা করিলে পাইতে পারিবেন," তথাপি তাহাতে অধিক ব্যয় জন্য সকলে তাহা করিতে সক্ষম হয়েন না অতএব সামান্য ভদ্র পরিবারের স্ত্রীলোকদের যাতায়াতের কারণ একখানা আবৃত গাড়ি নির্দ্দিষ্ট করিলে স্ত্রীলোকদের গমনাগমনে বিশেষতঃ তীর্থ গমনে অধিক ব্যয় ও ক্লেশ নিবারণ হইতে পারে, ঐ রূপ চতুর্দ্দিক পর্দ্দাদি দ্বারা আবৃত একখানা গাড়ি নির্দ্দিষ্ট করিলে যদি প্রত্যহ ঐ গাড়িতে অধিক স্ত্রীলোক না যান কিংবা ঐ গাড়িতে বারাঙ্গনারাও যাইতে ইচ্ছুক হয় এই উভয় ক্ষতি নিবারণার্থে বরং যে স্থানের যে ভাড়া নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা হইতে কিছু অধিক ভাড়া স্ত্রীলোকদিগের যাতায়াতে নির্দ্দিষ্ট করিলে বারাঙ্গনারা সে গাড়িতে যাইবে না এবং স্ত্রীলোকদিগের নির্দ্দিষ্ট গাড়িতে প্রত্যহ অধিক স্ত্রীলোক না গেলে ও রেলরোড কোম্পানি-দিগের ঐ ক্ষতি পুরণ হইতে পারিবে, এই বিচারে মহাশয় মনোযোগ পুর্ব্বক লেখনী ধারণ করিলেই এ বিষয়ে সুসিদ্ধ হইতে পারে এই অভিপ্রায় মাত্র, মহাশয় এই পত্র সংশোধন পুর্ব্বক ভাস্করে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন অলমতি বিস্তরেণ ইতি।

তারিখ ২২ শ্রাবণস্য। শেঁখারিটোলা নিবাসি
শ্রীসুধারাম শর্ম্মণঃ।

## সম্পাদকীয়। ২৩ আগস্ট ১৮৫৬। ৫৮ সংখ্যা

হে বিদেশীয় পাঠক মহাশয়গণ, মহাশয়গণ স্মরণ করুন আমার প্রতি বৎসরান্তে মহাশয়গণকে যেরূপ স্মরণ করাইয়া থাকি অদ্য সেইরূপ স্মরণ করাইতেছি শ্রাবণ মাস গিয়াছে, ভাদ্র মাস পড়িয়াছে, মাস পড়িলেই গেল; জ্ঞান করুন ভাদ্র মাস যায় যায় হইল

আশ্বিন মাস আসিতেছে, এই বৎসর আশ্বিন মাসেই দশভূজার মহাপূজা হইবে, প্রতি বৎসর এই অপুর্ব্ব পর্ব্বের পুর্ব্বে আমরা যন্ত্রাগারের কর্ম্মচারি সকলের অবশিষ্ট সমুদায় বেতন পরিশোধ করিয়া দেই, সম্বৎসর মধ্যে মহাশয়দিগকে ভাস্কর মূল্য জন্য উত্তেজনা করি না, পুজার পুর্ব্বে টাকার অত্যন্ত প্রয়োজন হয় এই কারণ প্রতি বৎসর মহাশয়গণকে ভাস্করের মুল্য পরিশোধ জন্য স্মরণ করাইয়া থাকি, এবারেও বিনয় বচনে সেইরূপ নিবেদন করিতেছি, যাহার নিকট ভাস্করের যত মুল্য প্রাপ্ত আছে ভাদ্র মাসের মধ্যেই তাহা পাঠাইয়া দিবেন, দেই দিতেছি বলিয়া আলস্যবশ্য হইবেন না, আমারদিগের বিশ্বাস আছে ভদ্রলোকেরা টাকা রাখেন না, প্রয়োজন মতে চাহিলেই পাঠাইয়া দেন, সে বিশ্বাসে যেন অবিশ্বাস হয় না, মনুষ্যের প্রতি বিশ্বাস পদার্থই মহৎ পদার্থ। কেবল বিশ্বাসেতেই পৃথিবীর তাবৎ কর্ম্ম সম্পন্ন হইতেছে বিশ্বাস গেলে আর কি রহিল ; গ্রাহক মহাশয়েরা এই বিশ্বাস রক্ষার্থ অর্থ প্রেরণ করিবেন অর্থ প্রদান কালেই ভদ্রতা অভদ্রতা প্রকাশ পায় অতএব যাহাতে বিশ্বাস পদার্থ সুস্থির থাকে তাহা করিবেন, বগুড়া নিবাসি শ্যামসুন্দর গুহ বক্সীর ন্যায় আড়ম্বর দেখাইয়া শেষে কচ্ছপের মত হইবেন না, তাহা হইলে আমরাও সেইরূপ বিশ্বাস করিব।

### সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা। ২৩ আগস্ট ১৮৫৬। ৫৮ সংখ্যা

এই নামে এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ হইয়াছে, বিদ্যোৎসাহিনী সভাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু কালাপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের আনুকুল্যে মাসে ২ প্রকাশ হয় আমরা প্রথম সংখ্যা দৃষ্টে সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকার কিঞ্চিৎ গুণানুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলাম। ভাস্করে ঐ পত্রের বিজ্ঞাপন প্রকাশ হইতেছে ইহাতেই নগর বাহির সর্ব্বত্র হইতে গ্রাহক মহাশয়েরা আমারদিগের নিকট পত্র পাঠাইতেছেন আমরা পত্র সকল প্রাপ্তিমাত্র শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দেই, সিংহ বাবুর অমনোযোগ বা অন্য কারণ যাহাই হউক, নিয়মিতরূপ গ্রাহকদিগের সমীপে সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা যায় না, ইহাতে গ্রাহকেরা বারম্বার পত্র লিখিয়া আমারদিগকে উত্তেজনা করিতেছেন ইহার এক প্রমাণ দেখাই, সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা গ্রহণেচ্ছু মহাশয়গণ ও শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় দৃষ্টিপাত করিবেন।

সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ পরমার্চ্চনীয় পরাৎপরতর

শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় শ্রীপদপল্লবেষু।

প্রণামা সংখ্যা নিবেদন মিদং

সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা পত্রিকা গ্রহণাভিলাষে দুই টাকার ষ্ট্যাম্প সহযোগে এক পত্র গত ২১ শ্রাবণ দিবসে ডাকযোগে মহাশয় সমীপে প্রেরণানন্তর নিয়মিত কালাতীতে তদুত্তর প্রাপ্ত হওনে বঞ্চিত থাকায় কথিত পত্র পৌছনের প্রতি সমূহ

সন্দেহ বিবেচনায় প্রণতি পুর্ব্বক প্রার্থিত মহাশয় কৃপা সমুদ্র, অনুকম্পা পুরঃসরে উল্লেখিত পত্রিকা প্রাপ্ত হওয়া না হওয়ার সংবাদ প্রদান দ্বারা সন্দেহ সংহার পুরঃসর দাস মানস স্বরূপ কলিকা বিকসিত করিতে আজ্ঞা হয়, শ্রীচরণে নিবেদন মিতি ৫ ভাদ্র ১২৬৩

ভৃত্য শ্রীতারিণীচরণ দাস দত্তস্য।

স্থিতি যশোহরেরর পোষ্ট আফিসের নিকট ঝিকারগাছা।

আমরা শ্রীযুক্ত বাবু তাতিণীচরণ দত্ত দত্ত ডাক টিকীট সহিত পুর্ব্ব পত্র বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়াছি, তিনি তৎপ্রাপ্তি সূচক রসীদ অর্থাৎ এই নিদর্শন পত্র দিয়াছেন।

শ্রীল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয় হইতে নবীনচন্দ্র সরকার মারফৎ দুই টাকার ষ্ট্যাম্প পাইলাম।

১২৬৩ বঙ্গাব্দা ৩০ শ্রাবণ শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ

সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা এই প্রস্তাব স্মরণ রাখুন, যাঁহার অভিলাষ হয় পত্র দ্বারা সিংহ বাবুকে জানাইবেন, কলিকাতা নগরীর যোড়াসাঁকো স্থানে তাঁহার নিবাস ভবন, তিনি অপ্রসিদ্ধ মনুষ্য নহেন মহাধনী অতি প্রধান বংশ। আমারদিগের নিকট আর কেহ পত্র পাঠাইবেন না, যদি পাঠান তবে ফলে বঞ্চিত হইবেন।

## শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য। ২৮ আগস্ট ১৮৫৬। ৬০ সংখ্যা

বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয় পীড়াসাগরে পড়িয়াছেন। এই অশুভ সমাচারে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। শুনিলাম কয়েক মাসের অবসর লইয়াছেন, স্থানান্তরিত হইয়া পীড়া শান্তি করিবেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় দিবা রাত্রি অপরিমিত পরিশ্রম করেন, দূর চরণেও দুই চরণকেই অশ্বস্বরূপ করিয়াছেন দিবারাত্রি দূরাদূর সর্ব্বত্র টো ২ করিয়া বেড়ান, অধিক বেতন পাইতেছেন তথাচ গাড়ী পাল্কীর ব্যয় কুলায় না, উচ্চপদে উঠিয়াও পদকে দুঃখ দিবেন তবে কি প্রকারে সুখে থাকিবেন? শুনিতে ৫০০ টাকা মাসিক বেতন অধিক বটে অন্য লোকেরা এতদপেক্ষা অল্প বেতনেও ধনী হইয়াছেন কিন্তু বিদ্যাসাগরের বেতন যেমন আইসে অমনি সাগরে পাদ্যার্ঘ্য হইয়া যায়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাদি ভদ্র সন্তান বহু ব্যক্তিকে মাসে ২ বৃত্তি প্রদান করেন, বাসায় যত লোক আইসেন যতকাল স্বেচ্ছা থাকেন অন্ন বস্ত্র দেন, কাহাকেও বিদায় শব্দ বলেন না, সাধারণ পাকে যাহা উপস্থিত হয় তাহাই আহার, নিজাহারেও উপচারের বিশেষ পারিপাট্য নাই, অথচ রাজকার্য্যে অধিক পরিশ্রম ও চিন্তাশ্রম করিতে হয়, বিধবাবিবাহের বিধি প্রচার জন্য প্রায় আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এই

সকল নানা কারণে রোগসঙ্করাহরণ করিয়াছেন, আমরা প্রার্থনা করি পরমেশ্বর পরোপকারি বিদ্যাসাগরকে রোগসাগর হইতে উদ্ধার করুন কিন্তু এ সময়ে তাঁহার অবসর গ্রহণ হিন্দু সমাজে উপহাসের এক বিশিষ্ট কারণ হইয়া উঠিবে। অনেকে কহিবেন বিদ্যাসাগর বুদ্ধি সাগর ব্যবস্থাকারি নাগরদিগকে বলিয়াছিলেন হিন্দুবিধবার লজ্জা পরিত্যাগ পুর্ব্বক বিবাহসজ্জা করিয়া উন্মুখী হইয়া রহিয়াছে, বিধি প্রচার হইলেই নিধি লাভ জ্ঞানে বর গ্রহণ করিয়া সুখিনী হইবে কিন্তু বিধি প্রচার পরে এত দিন গেল একটী বিধবাও বিবাহ করিতে আসিল না ইহাতেই বিদ্যাসাগর গুণসাগর শ্বেত কলেবরদিগের নিকটে লজ্জিত হইয়া রোগ সজ্জা করিয়া দীর্ঘকালীন অবসর লইলেন অতএব আমরা পরামর্শ বলি যে পর্য্যন্ত শরীর থাকিবে সে পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞা সফলতা বিষয়ে উদ্যোগে থাকিলেই ভাল হয়, নীতিশাস্ত্রেও লিখিয়াছেন, "মাংস সূত্র পুরীষাস্থি নির্ম্মিতে চ কলেবরে। বিনশ্বরে বিহায়াস্থাং যশঃ পালয় মিত্র সে" বিদ্যাসাগর মহাশয় যদি বিদায় গ্রহণ করিয়া থাকেন তথাচ কলিকাতাস্থ বাসা পরিত্যাগ করিয়া দূর দেশে যাইবেন না। বাসায় বসিয়া থাকিয়া বান্ধবগণকে পরীক্ষা প্রদান দ্বারা উৎসাহ প্রদান করুন, সেনাপতিরা কি যুদ্ধস্থলে যান? না, স্বহস্তে অস্ত্র চালনা করেন? সমর স্থানীয় শিবিরে বসিয়া থাকেন, কেবল পরামর্শ দ্বারা সৈন্যদিগকে উৎসাহ দিয়া কর্ম্ম সাধন করেন, মুলতানীয় সমর সময়ে জেনেরল হুইক সাহেবের ভয়ানক জ্বর বিকার হইয়াছিল। তিনি ডাক যোগে লাহোরে আসিলেও আসিতে পারিতেন, চিকিৎসকেরাও তাঁহাকে এই পরামর্শ দিয়াছিলেন কিন্তু তিনি সমর শিবির পরিত্যাগ করিলেন না, জ্বর বিকার কালেও সৈন্য জালে মুলতান দুর্গ বেষ্টন করিলেন এবং একরাত্রি মধ্যেই দুর্গ দ্বারাভিমুখে ৫০ তোপ খাড়া করিয়া দিলেন সেই তোপে ২ দুর্গদ্বার ভঙ্গ হয়, বিপক্ষ পক্ষীয় সেনাপতি মুলরাজ ৫০০ সৈন্য সহিত সমাগত হইয়া উক্ত জেনেরল সাহেবের শরণাগত হন, যুদ্ধ জয়ী হইয়া তাঁহারদিগকে সৈন্য বেষ্টনে রাখিলেন পরে অম্বালায় আসিয়া রোগ চিকিৎসা করাইলেন, ইংলণ্ডীয়েরা সমর সময়ে শরীর বা প্রাণপানে দৃষ্টি করেন না এবং হিন্দু মধ্যেও প্রচার আছে অভিমন্যু মৃত্যু শোকে অর্জ্জুন একেবারে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন, শোক জন্য দুঃখাপেক্ষা রোগ জন্য দুঃখ অতি বল নয়, সেই প্রবল শোকানল রোগে প্রাণ বিয়োগাবস্থাতেও ধনঞ্জয় যুদ্ধ পরিত্যাগ করেন নাই, কুরুকুল নির্ম্মূল হইয়া গেল। দুর্য্যোধন একাকী হইয়া শোকাকুলাবস্থায় ক্ষিপ্তের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন তথাপি যুদ্ধস্থলে যুদ্ধে ২ প্রাণ দিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য এমন কি সাংঘাতিক পীড়ায় জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন দীর্ঘ বিদায় গ্রহণ ব্যবহার করা হইলেন? না, না, এ সময়ে বিদায় গ্রহণ ব্যবহার করা হইবেক না, যদি উত্থানশক্তি রহিত হইয়া থাকেন তথাচ বাসায় পড়িয়া থাকিয়া পীড়া চিকিৎসা করাইবেন, পীড়া নিমিত্ত অন্যত্র গমন করিবেন না, দুর্গোৎসব নামক মহোৎসব আসিতেছেন, হিন্দুরা এই অবধি নৃত্য করিতেছেন, বিদ্যাসাগর

দুর্গোৎসব করেন না, বিধবাবিবাহোৎসবই তাঁহার মহোৎসব এবং ইহাও মনে করিবেন না কেবল তাঁহার উদ্যোগেই হিন্দু বিধবাদিগের বিবাহের বিধি প্রয়োগ হইয়াছে, আমরা এই উদ্যোগে জীবনের অধিক সময় মৃত্যুযোগে দিয়াছি, ন্যূনাধিক এক বৎসর অতীত হইল নানা রোগে দুঃখভোগ করিতেছি তথাচ এ সময়ে পাঠকগণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করি নাই, তিনটী বিধবা বিবাহের অনুষ্ঠান হইয়াছে অতি শীঘ্র শুভকর্ম্ম সম্পন্ন হইবে কেহ ২ কেবল অকাল বলিয়া কাল বিলয় করিতেছেন আমরা তাহা করিতে দিব না, বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয় চিন্তাজ্বরে জ্বরীভূত হইয়াছেন, দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অস্ত্র শস্ত্র পরিহীন সমর কাতর কর্ণের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া গাত্রোত্থান করুন, রোগ ভোগের চরম যোগ উপস্থিত হয় হইবে এক সময়ে তাহা হইবেই নিশ্চিত।

০ আগস্ট ১৮৫৬। ৬১ সংখ্যা

অশেষ গুণালঙ্কৃত শ্রীযুত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ মহাশয় সমীপেষু।

স্বদেশ হইতে দোষাকর রীতি সমূহ দূরীভূত হইয়া যাহাতে সুরীতি সকল সর্ব্ব প্রচলিতা হয়। দেশহিতৈষি জনগণের ইহাই নিত্য কর্ম্ম, প্রকাশ্য পত্র সম্পাদকেরা এ বিষয়ে লোক সমাজের যাদৃশ উপকার করিতেছেন তাহা বলিবার নহে. তাঁহারদিগের লেখনী বলে এদেশ অনেক কলুষিত নীতি হইতে মুক্ত হইয়া ক্রমে ২ উত্তম হইবার উপক্রম হইয়াছে কিন্তু সম্পাদক মহাশয়, বোধ হয় উক্ত মহাশয়গণ অদ্যাপি এক বিষয়ে তাঁহারদিগের বলবতী লেখনী সঞ্চালন করেন নাই, এই রীতি চলিতা থাকিতে অনেক অন্যায় দেখিয়া আমি এতদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিতে মানস করিয়াছি। ভবদীয় বিশুদ্ধ ভাস্করে নীতিমত সংশোধন পূর্ব্বক স্থান দানে চিরবাধিত করিবেন।

বঙ্গদেশে বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতায় অনেক পূজা হইয়া থাকে, তাহাতে সকলেই প্রায় আপনার বান্ধব কুটুম্বাদিকে দেবতা দর্শন জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের নিয়ম মত সকলের ঘরেই দেব দর্শন জন্য প্রণামী দিতে হয়, এ নীতি যদিচ অতি প্রবলা হইয়া চলিতেছে তথাপি এতদ্দ্বারা সামাজিকে অনেক অনিষ্ট ঘটিতেছে, ইহার জন্য অনেককেই দৈন্যদশা প্রযুক্ত স্বকীয় পরম মিত্রের ভবনেও গমন করিয়া দেবতা দর্শন ও অন্যান্য প্রকার আমোদ প্রমোদ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, যাঁহারা ধনি ব্যক্তি তাঁহারা যত স্থানে নিমন্ত্রণ পান তত স্থানেই নিয়ম মত প্রণামী দিতে সক্ষম সুতরাং তাঁহারা এ বিষয়ে ক্লেশ বোধ করেন না, তাঁহারদিগের বাটীতেও সকলে আসিয়া প্রণামী দিয়া ঠাকুর দর্শন করেন কিন্তু যাঁহারদিগের অবস্থা মন্দ তাঁহারদিগের পক্ষে এ নিয়ম অতি অসহনীয়, যদি আপনার সৌভাগ্যাবস্থার ন্যায় নিমন্ত্রণ স্থানে সেই নিয়মে প্রণামী দিতে সমর্থ হন তবেই তাঁহারা

তথায় যাইতে পারেন কিন্তু তাঁহারদিগের অবস্থা তাঁহারদিগকে সেরূপ করিতে দেয় না সুতরাং মানহানি ভয়ে তাঁহারা মহাবিপদে পতিত হন, তাঁহারা নিমন্ত্রণ রক্ষা নিমিত্ত যাইতেও পারেন না, তথায় গমন করিলে পুর্ব্বমত প্রণামী দিতে হইবে, তাহা না পারিলে মানের খর্ব্বতা পাইবে এবং তাঁহারা যে বাটী বসিয়া থাকিবেন তাহাও পারেন না, তাহাতেও সম্মান ও বন্ধুতা রক্ষা হয় না, ইহাতে তাঁহারা উভয় শঙ্কটে পতিত হন, কেহ কেহ আপনাপন সম্ভাবনা থাকিলেও অন্যের নিকট ঋণ লইয়া প্রণামী দেন, কেহ বা নিমন্ত্রণ রক্ষা না করিয়া নিজ বাটী বসিয়া আপনার দুর্ভাগ্যকে দোষ দিয়া শোক করিতে থাকেন, মহাশয় বিবেচনা করুন সেই দৈন্য দশাগ্রস্থ ব্যক্তি যদি ঋণ লইয়া প্রণামী দেন তবে তাহা পরিশোধ করিতে তাঁহার অত্যন্ত ক্লেশ হয়; যৎকালীন তিনি এই রূপে কেবল মান রক্ষা নিমিত্ত প্রণামী দিতে যান তৎকালীন সাত্বিকভাবে প্রণামী প্রদান করেন এমত নহে, কেবল মান্য রক্ষাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য, এ স্থলে তাঁহার পারমার্থিক কিছুই হয় না অতএব দরিদ্র পক্ষে ঐ মুদ্রা অপব্যয় মধ্যেই বলিতে হয়। তিনি যে আবার নিমন্ত্রণ করিয়া অন্যের নিকট কিছু লইবেন তাহাও পারিবেন না অতএব তাঁহার প্রতি এই কথা অর্থাৎ "বোঝার উপর শাক আটী" উত্তম রূপে খাটিল, নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলে কাহারো গৃহে চারি আনা, কাহারো গৃহে আষ্ট আনা এবং কাহারো গৃহে এক টাকা দিতে হয় এইরূপ নিয়মে যদি ১৫।১৬ স্থানে মান রক্ষা করিয়া ভ্রমণ করেন তবেই দীন ব্যক্তির পক্ষে প্রতুল।

ঠাকুর দর্শন করিয়া যাহা প্রণামী দেওয়া যায় তাহা গৃহস্থ ব্যক্তি লাভ করেন, কাহারো বা গুরু পুরোহিতেরাই সেই প্রণামী দিবার সময় কে কি দিল তাহা লিখিয়া রাখিতে হয়, ইহার অভিপ্রায় এই যে বাটীর কর্ত্তা যখন আবার সেই ২ লোকের বাটিতে নিমন্ত্রণ রক্ষা নিমিত্ত যাইবেন তখন সেই সেই নিয়মে দিতে হইবেক ইহা এক প্রকার বার্ষিক বলিলেও বলা যাইতে পারে কিন্তু বড়মানুষদিগের পক্ষেই এইরূপ প্রণামী দেওয়া সাজে, দৈন্যদশা গ্রস্ত ভদ্র সন্তানদিগের তাহা মর্ম্মান্তিক হয়।

এইরূপ অনেককেই দেখা গিয়াছে তাঁহারা কোন ২ পুজা করিয়া অনেক অর্থ সংগ্রহ করেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়গণও এই প্রকার সরস্বতী পুজাদি করিয়া থাকেন এবং বারাঙ্গনারাও নানা প্রকার পুজা করে, সকলের পক্ষে পুজা প্রণামী জমিদারীর খাজানার ন্যায় হইয়াছে।

দেবতা দর্শন পুর্ব্বক প্রণামী দেওয়া উত্তম কর্ম্ম আমি ইহা স্বীকার করি কিন্তু এক্ষণে যে নিয়মে প্রণামী দেওয়া হয় তাহা ভস্মে ঘৃতাহুতি তুল্য, তদ্দারা না ধর্ম্ম হয়, না দেবতার প্রতি ভক্তি প্রকাশ পায়, কেবল ঐহিক সম্ভ্রম রক্ষা মাত্র হইয়া থাকে, দেব পিতৃ ব্রাহ্মণকে যে দান করিয়া যায় তাহা সাত্বিকরূপে অহঙ্কার অথবা অন্য কোন প্রকার বিকৃতি হীন হইয়া করা উচিত কিন্তু প্রচলিত নিয়মে তাহা দেখা যায় না "অমুকের বাটীকে এক টাকা প্রণামী দিতে হইবেক, না দিলে সম্ভ্রম থাকে না"

নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ উহাই বলিয়া থাকেন, কোথায় এই সমস্ত পুণ্য কর্ম্ম কেবল দেবতার উদ্দেশেই অন্য কোন অভিলাষ শূন্য হইবেক, কোথায় সম্ভ্রম রক্ষা নিমিত্ত প্রণামী দেওয়া যাইতেছে, এইরূপ দান শাস্ত্রে তামসিক দান ব্যাখ্যা করেন, ইহার কিছুমাত্র যথার্থ ফল নাই অতএব যদি পারমার্থিক কোন ফলই না থাকিল তবে কি নিমিত্ত প্রণামী দিবার রীতি চলিতা রাখিয়া দৈন্য দশাপন্ন ব্যক্তিদিগকে মরণাপন্ন যাতনা দেওয়া যায়? অনেক স্থানে ইহাও দেখা গিয়াছে যেখানে উত্তমরূপ বাটী সজ্জা হইয়াছে, উত্তমরূপ বাদ্যোদ্যম ও যাত্রা হইতেছে তথায় নিমন্ত্রিত ব্যক্তির অভ্যর্থনা অথবা জলযোগেব কোন উদ্যম নাই। সম্প্রতি ৺ঝুলান যাত্রা গিয়াছে তাহাতে অনেককেই পরম যাতনা সহ্য করিতে হইয়াছিল, পৃথিবীতে যে সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি আছে তন্মধ্যে আইনে সম্ভ্রমকেও এক প্রকার স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত করে, বিশেষতঃ সম্ভ্রমে জনসমাজের অনেক উপকার করিতেছে কিন্তু যাঁহারা দুর্ভাগ্যবশতঃ ধনহীন হইয়াছেন তাঁহারদিগের সম্ভ্রমের হানি হইবার যে সমস্ত কারণ তৎ সমূহের মধ্যে প্রণামীর প্রথা এক প্রধান কারণ বলা যায়, পূর্ব্বেই উক্তি করিয়াছি প্রণামী দ্বারা পারমার্থিক কোন লাভ নাই এবং ঐহিকের পক্ষে ও ধনহীন ব্যক্তিদিগের পক্ষে পীড়দায়ক ও সম্ভ্রম নাশক হইয়াছে সুতরাং এই প্রথা একেবারে রহিত করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয় অতএব আমি সাধারণ সমীপে প্রার্থনা করি যেন তাঁহারা এই নিয়ম রহিত করণ পক্ষে যত্নবান হন, যাঁহারা দৈন্যদশা গ্রস্ত তাঁহারা অবশ্যই আমার মতানুযায়ী হইবেন, এক্ষণে ভাগ্যধর মহাশয়েরা মনোযোগ করিলেই সিদ্ধ হইতে পারে তাঁহারদিগেরও যে চক্রের গতির ন্যায় অবস্থা পরিবর্ত্তন হইবে ইহা স্মরণ করিয়া এ নিয়ম রহিত করণের প্রতি যত্ন করা উচিত, দিবস রজনী চক্রগতির ও আলোকান্ধকারের প্রতি নিরীক্ষণ করিলেই তাঁহারা বিশেষ বুঝিতে পারিবেন। ইতি।

শ্রীপঞ্চানন বসু

শালিখা।

## প্রতিমূর্তি। ২ সেপ্টেম্বর ১৮৫৬। ৬২ সংখ্যা

প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণকারি শ্রীযুক্ত হাড্‌সন সাহেব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য কৃত পুস্তক যাহা বিধবা বিবাহ পক্ষে লিখিত হইয়াছে তাহার ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, অতএব ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এক চিত্র মূর্ত্তি করিয়া তাঁহাকে উপঢৌকন দিয়াছেন, উপঢৌকন প্রদানকালীন কহিলেন "আমি তোমার পরিশ্রমের কৃতজ্ঞতা স্বীকার জন্য বিনামূল্যে এই উপঢৌকন দিলাম এবং শ্রীযুক্ত ডাক্তার টৌনেয়ার সাহেবও পূর্ব্বোক্ত অনুবাদ পাঠ করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট যাইয়া অশেষ প্রশংসাবাদে কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয় হিন্দুজাতীয়া বিধবাদিগের

পক্ষে যে মহদুপকার করিয়াছেন ইহাতে এতদ্দেশীয় লোকদের উচিত হয় তাঁহাকে চিরস্মণীয় কোন চিহ্ন প্রদান করেন, হিন্দু মহাশয়য়েরা ইহা করিবেন না কিন্তু যুব হিন্দুগণ যাঁহারা এই উপকার বুঝিতে পারিয়াছেন তাঁহারাও কি নিস্তব্ধ ভাবে থাকিবেন ? আমরা এত প্রত্যাশা করি না বিদ্যাসাগরের চিরস্মরণীয় চিহ্ন শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি হইবে, নিদানে ত্রিশ সহস্র টাকার ন্যূনে তাহা সম্পন্ন হইতে পারে না কিন্তু তাঁহারা এক চিত্রমূর্ত্তি না করাইতে পারেন এমত নহে অতএব এক চিত্র মূর্ত্তি করিয়া সংস্কৃত কালেজে স্থাপন করা তাঁহারদিগের উচিত কর্ম্ম হইবে।

## প্রেরিত পত্র। ২ সেপ্টেম্বর ১৮৫৬। ৬২ সংখ্যা

অশেষ গুণালঙ্কৃত শ্রীযুত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ মহাশয় সমীপেষু

॥ সন্তোষই পরম সুখ ॥

যদি বল ধরা পারে সুখ বাড়াইতে।
অধিক কি দিতে পারে সন্তোষ হইতে॥

॥ ধর্ম্ম অতীব রমণীয় ॥

স্থির ধরা রম্য ধর্ম্মে এই গুণ হয়।
অন্তরে কুশল আর বাহ্যে শোভাময়॥

॥ আত্মপক্ষপাত অর্থাৎ আত্মাদর ॥

দেখিলে অন্যের দোষ দুষি হে তখনি।
কিন্তু স্বীয় সেই দোষে দোষ নাহি গণি॥

॥ অকপটতা ও ক্ষমা ॥

স্বীয় দোষ স্বীকারেতে মহত্ত্ব জানায়।
পরম পবিত্র ক্ষমা জানিবা নিশ্চয়॥

শ্রীপঞ্চানন বসু। শালিখা।

## প্রেরিত পত্র। ৯ সেপ্টেম্বর ১৮৫৬। ৬৫ সংখ্যা

অশেষ শাস্ত্র বিশারদ শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়
সম্বাদ ভাস্কর সম্পাদকেষু।
সবিনয় নিবেদন মেতৎ।

সম্পাদক মহাশয়, আমি বর্দ্ধমানাধিপতি রাজাধিরাজ মহারাজের মহীমণ্ডল বিস্তীর্ণ যশঃ সন্ততি সদ্রীত ব্যপদেশে নিম্নভাগে যাহা লিখিতেছি অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক

সংশোধনান্তে ভবদীয় সুজন মান্য ভাস্কর পত্রান্তে স্থান বিতরণ করিলে আমার শ্রম সফল এবং উৎসাহ বৃদ্ধি হয় ইতি ২০ ভাদ্র

বংশবাটী নিবাসি শ্রীঅঘোরনাথ শর্ম্মণঃ।

বৰ্দ্ধমান বর্ণন

সুপ্রসিদ্ধ বর্দ্ধমান নগরী অতি প্রাচীন সময়াবধি সূর্য্য বংশোদ্ভব মহীপ মণ্ডলীর রাজধানী বলিয়া সর্ব্বত্র সুবিখ্যাত আছে, সম্প্রতি বর্ত্তমান বর্দ্ধমান মহীমহেন্দ্র মহারাজের রাজধানী হইয়া এই নগরী দেবরাজ পুরীকেও যেন উপহাস করিতেছে, নগরের স্থানে স্থানে সুরলোক বাসি যশোরাশি ভূপতিগণের যে সমস্ত অলোক সামান্য কীর্ত্তি কদম্ব বিরাজমান আছে তদ্দর্শনে দর্শকগণের মনে যে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দোদয় হয় তাহা যিনি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন তিনিই অনুভব করিতে পারিবেন, রাজপুরীর মধ্যগত লক্ষ্মী-নারায়ণ এবং কেশবরায়, পশ্চিম ভাগে রাধাবল্লভ ও অন্নপূর্ণা, উত্তর দিগে শ্যামরায় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত বহুবিধ দেবালয়ের কার্য্য কদম্ব নিরীক্ষণে চমৎকৃত হইতে হয়, বর্দ্ধমান বাসি শত শত দীন হীন দরিদ্র সমুদায় দেব নিলয়ে উদর পোষণ করিয়া আনন্দিত মনে মহারাজার গুণ গাণ উৎকীর্ত্তন করিতেছে, কোন স্থানে প্রদেশি সন্ন্যাসি সকল দয়াময় দীননাথের অপার কৃপার আশ্রয় লইয়া পরম সুখে কাল হরিতেছে, এক স্থানে সংস্কৃত বঙ্গা পাল এবং ইংলণ্ডীয় ভাষা শিক্ষার্থে কতশত ছাত্র বিনা ব্যয়ে জ্ঞানাংশুক পরিতেছে, নগর বাসি প্রজারাশি রাজার অপার কৃপার ব্যাপার সকল হৃদয় পটে ধরিতেছে, রাজ ভবন নিত্য ২ নূতন শোভায় সুশোভিত হইয়া আনন্দ ভরে যেন নৃত্য করিতেছে, প্যালেস এবং মহতাব মঞ্জিল নামে সুবিখ্যাত সৌধদ্বয় অবনীতলে যে স্থানে যত অট্টালিকা আছে তাবতের সৌন্দর্য্য সন্দর্শন মানসে যেন নক্ষত্র লোক পর্য্যন্ত আপন আপন শিখর দেশ উন্নত করিয়া সমুদায় সৌধের হৃদয়গত সর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব বিধাতা হইতেছে, অধিক বর্ণনে প্রয়োজন কি এই প্রাসাদ মণ্ডলী বিলোকনার্থে চক্ষুদ্বয় যখন যে প্রদেশে নিক্ষিপ্ত হয় তাহা হইতে আর সরিতে চাহে না, গৃহের মধ্যে মণি মুক্তা খচিত রাঙ্কবময় চন্দ্রাতপ মণ্ডলের চমৎকার শোভা মধ্যে যখন মহারাজ রাজসিংহাসনে অধ্যাসীন হয়েন তখন আর শশাঙ্কের শোভা সন্দর্শনে কোন ব্যক্তির চিত্ত চঞ্চল হয় না অনুপম রূপ এবং অসদৃশ গুণ সমস্থানে কখনই অধিবাস করে না, যেহেতু দুর্দ্দান্ত রতিকান্ত নিতান্ত অনুপম রূপে সম্পন্ন হইয়া দয়াশূন্য বিবেকহীন এবং সাহঙ্কার বলিয়া বিখ্যাত আছেন, বৃহস্পতি প্রভৃতি পণ্ডিত নানা শাস্ত্র বিশারদ হইয়াও রমণীয় রূপবান নহেন এই আক্ষেপ মোচন মানসে বুঝি বিধাতা সমস্ত রূপ গুণ সমভাবে একত্র সন্নিবেশিত করিতে এই দেবাংশময় রাজ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, রাজ ভবনের পুর্ব্বভাগে রাজ কার্য্য সমুদায় সুনিষ্পন্ন হইয়া থাকে শ্রীযুক্ত বাবু তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তি মহাশয় দ্বারা প্রধান ২ কার্য্য কদম্ব নিষ্পন্ন হয় শ্রীযুক্ত বাবু মদনলাল বর্ম্ম, শ্রীযুক্ত বাবু মণিলাল বর্ম্ম, শ্রীযুত বাবু প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্রনাথ বর্ম্ম প্রভৃতি

মহোদয় বর্গ মেম্বর পদে অভিষিক্ত থাকিয়া নির্ব্বিরোধে সমুদায় কর্ম্ম সুসম্পাদন করিতেছেন, জমা মেম্বরি, খরচ মেম্বরি, খাস দেওয়ান, খরচ খাজানা, দেবত্র, তনখা, মুনফা, জুলুম খাজানা, এমারত প্রভৃতি এক এক কাছারীতে কত শত ব্যক্তি প্রতিপালিত হইতেছে তাহা এই ক্ষুদ্র মুখ কাষ্ঠময়ী লেখনী কিরূপে প্রকাশ করিবে, কুবের পালিত দিগে এক ব্রহ্ম সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে প্রতি শনিবাসর সায়ং সময়াবসানে শ্রীযুক্ত তারকনাথ তত্ত্বরত্ন, শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ এই বেদ বিদ্বান পণ্ডিতদ্বয় বেদপাঠ এবং শ্রুতি ব্যাখ্যা করিয়া পাশ্চাত্য দেশবাসি মণ্ডলীর চিত্ত ক্ষেত্রে পবিত্র ধর্ম্ম বীজ বপন করিতেছেন, রাজ পুরীর বায়ু কোণে কৃষ্ণ সাগরাখ্য এক দীর্ঘ বিস্তৃত সাগরোপম রমণীয় সরোবর আছে, তাহার উপকূলে নানা জাতীয় কুসুম তরু বিকসিত পুষ্পপুঞ্জে সুশোভিত হইয়া দর্শক কুলের শোকাকুল চিত্তকেও শান্ত করে, পর্য্যন্ত স্থিত বিস্তৃত চতুর্দ্দিকের অত্যুন্নত পর্ব্বতের তীর সকল কৃষ্ণ সাগরের সৌন্দর্য্য রক্ষা নিমিত্ত যেন প্রাকার রূপে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, দক্ষিণ তীরে এক অপূর্ব্ব অট্টালিকা আছে তাহার এক একটা গৃহের সমুদায় সৌন্দর্য্য বিলোকন করিতে হইলে অনুমান করি সম্বৎসরেও সুসম্পন্ন হয় না।

এই অপূর্ব্ব প্রাসাদ এবং উপমা শূন্য সরোবর পরস্পর তুল্য হইয়া উভয়ে উভয়ের শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছে, এইরূপ শ্যামসাগর, রাণীসাগর, কমলসাগর প্রভৃতি অতি বিস্তীর্ণ এবং অগাধ সলিল পূর্ণ যে সকল পুষ্করিণী রহিয়াছে তাহার উল্লেখ বাহুল্য, কৃষ্ণসাগরের উত্তর পশ্চিম ভাগে দেলকোষা নামক অতি রমণীয় এক উপবন আছে, তাহাতেপ্রবিষ্ট হইলে লোকের আর সুরপুর গমনেও বাসনা হয় না।

এই আরামের চতুঃসীমা দীর্ঘ প্রসারিত দুর্গম্য দুর্গে পরিবেষ্টিত, কেবল অগ্নি কোণে এবং ঈশাণ কোণে দুইটী সেতু আছে, এই বিহার কানন নানা দিগ্‌দেশীয় অগণ্য কুসুম তরু এবং নানা প্রকার ফল বৃক্ষে আকীর্ণ, শার্দ্দুল ভল্লুক বন্য কোল গণ্ডার তুরঙ্গ কুরঙ্গ মাতঙ্গ প্লবঙ্গাদি পুঞ্জ পুঞ্জ গৃহপুষ্ট জীব জন্তু অনায়াসলব্ধ আহার লাভে পরম সুখে কাল যাপন করিতেছে, কোকিল কপোত শুক সারস খঞ্জন ক্রৌঞ্চ বক চক্রবাক সোয়ান্ প্রভৃতি জলচর এবং স্থলচর নানা জাতীয় বিহঙ্গগণ নিয়ত বিহার করিতেছে, আরামের মধ্যভাগে এক অলোক সামান্য সরোবর, তাহার পশ্চিম তটের উপরিভাগে প্রাসাদ পংক্তি প্রভা প্রকাশ করিতেছে, মহারাজ প্রায় প্রতিদিন অপরাহ্ণ সময়ে সেই স্থানে পারিষদ এবং পণ্ডিত মণ্ডলী মণ্ডিত হইয়া পরম সুখে শারীরিক মানসিক সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন ঐ সময়ে শ্রীমান্ কীর্ত্তিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীউমাকান্ত ভট্টাচার্য্য তথা শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পারিষদ্‌গণ মহারাজের ছায়া সম সতত সমভিব্যাহারে থাকিয়া লীলা কৌতুকে কাল হরণ করেন, প্রতি রবিবাসরে এই আরাম মধ্যে মহারাজের আহার বিহার লীলা কৌতুক নিষ্পন্ন হইতেছে, আহা, মহারাজের অলৌকিক অনুকম্পার আশ্রয়ে যে সকল ব্যক্তিরা পরম সুখে কাল যাপন করেন, তাঁহারদিগের মনে সুকৃত ফল ভোগ

পরিণামে ক্ষয় কালীন যে স্বর্গবাস তাহাতেও উপহাস বোধ হয়, যেহেতু প্রাক্তন পুণ্য বলে এক বার যে ব্যক্তি বর্দ্ধমানচন্দ্রের নির্ম্মল চন্দ্রিকারূপ করুণা কণা আশ্রয় করিয়াছেন তাঁহার আর ঐশ্বর্য্যের অভাব থাকে না, ক্রমশঃ সুখ সম্পত্তি বর্দ্ধমান হইতে থাকে, সুতরাং বর্দ্ধমান বর্দ্ধমান হইতে ক্ষয়শীল সুর লোকের আতিশয্য কিরূপে স্বীকৃত হইতে পারে।

পয়ার

নগরী নাগর গুণে হয়ে বর্দ্ধমান।
তাই বুঝি ধরিয়াছে নাম বর্দ্ধমান।
দক্ষিণাংশে দামোদর সরিদ্বিরাজিত।
বাঁকা হয়্যে বাঁকা নদী করে সুশোভিত॥
পূর্ব্বে সর্ব্বমঙ্গলার সৌধ নিকেতন।
উত্তরাংশে দেলকোষা নামে রম্য বন॥
পশ্চিমে দুর্লভা নামে দেবীর আলয়।
মধ্যভাগে রাজপুরী বর্দ্ধমান ময়॥
আহা তার চমৎকার রচনার শোভা।
নয়ন প্রফুল্ল কর অতি মনোলোভা॥
রাজার বাজার মাঝে সার্থবাহ দল।
বসিয়া বিক্রয় করে সামগ্রী সকল॥
কোন স্থানে করি দলে করিছে বৃংহিত।
নানা জাতি বাজি রাজি সদা বিরাজিত॥
স্থানে স্থানে দেবালয় নহবত বাজে।
আহার আশয়ে যত দীন দুঃখি সাজে॥
কত স্থানে নানা মত কত উপবন।
নন্দন কানন আর আনন্দ কানন॥
ফল পুষ্প সুশোভিত শাখার উপরে।
অবিরত পাখি সব কলরব করে॥
মধ্যভাগে সরোবর কিবা মনোহর।
বাঁধাঘাট শিবালয় তাহার উপর॥
চারি পারে সুচারু কুসুম উপবন।
মন্দ মন্দ গন্ধ হয় করয়ে গমন॥
মলয় পবনে করে জল টলমল।
শতদল দল করে সদা ঢল ঢল॥

শ্বেতপদ্ম নীলপদ্ম শত শত চ্ছদ।
ফুটিতেছে কুমুদ কহ্লার কোকনদ॥
ডাহুক ডাহুকী ডাকে খঞ্জনী খঞ্জন।
সারস সারসী বক রাজহংসগণ॥
নানা মত জলচর পক্ষি করে বাস।
সাধ্য কার সমুদায় করিতে প্রকাশ॥
এমন সুখের স্থান আর বুঝি নাই।
এক স্থানে সব সুখ রহিয়াছে তাই॥
যেমন নগর শোভা তেমনি নাগর।
অপার করুণাময় দয়ার সাগর॥
নল রাম যুধিষ্ঠির আদি মহীধর।
যুগে যুগে তাঁহারা ছিলেন কৃপাকর॥
কলিতে বলিতে এক বর্দ্ধমান পতি॥
দয়ার সাগর আর অগতির গতি॥
নৃপতি নিকটে যেই সদা করে বাস।
তাহার পক্ষেতে স্বর্গ বাস উপহাস॥

বংশবাটী নিবাসী শ্রীঅঘোরনাথ ভট্টাচার্য্যস্য।

## প্রেরিত পত্র। ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৫৬। ৭০ সংখ্যা

মান্যবর শ্রীযুত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ মহাশয়

পরম পবিত্রাশয় মহাশয়েষু

### অবনী মণ্ডলে ভগবতীর আগমন

সম্পাদক মহাশয়, অদ্য ভাদ্র মাসীয় কৃষ্ণাষ্টমী অদ্যাবধি আর তিন পক্ষের পর যে শুক্ল পক্ষীয় অষ্টমী হইবে সেই দিবস শ্রীশ্রীভগবতী কাত্যায়নীর মহাষ্টমী পূজা, এই সময়ে সেই মহাপূজার পূর্ব্বে এদেশে যেরূপ ভাব হয় তাহা পাঠক মণ্ডলীর গোচরার্থ সঙ্ক্ষেপে প্রকাশ করিলাম, অন্য সময়ের ন্যায় এবারেও সংশোধনান্তে কৃপা পূর্ব্বক ভবদীয় মহীমান্য অমূল্য ভাস্কর পার্শ্বে স্থান দান দ্বারা এ অধীনকে চিরবাধিত করিবেন।

শ্রাবণ মাসের প্রারম্ভাবধি এ দেশীয় আবাল বৃদ্ধ বণিতাদি সকলের মুখে কেবল পূজা ২ এই মাত্র শ্রবণ করা যায়, ঋণীগণ পূজার পূর্ব্বে ঋণ আদায় করণার্থ ব্যস্ত থাকেন, ঋণ দাতাগণ ঋণি ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে ঋণ আদায় করিয়া মহামায়ার পূজার জন্য যথাসাধ্য আয়োজন করেন, মহাজনগণ স্বীয় ২ দ্রব্যাদি ক্রয় কারি ঋণি ব্যক্তিদিগের

নিকট কেহ বা স্বয়ং কিংবা কর্ম্মচারি বর্গ দ্বারা প্রাপ্ত মুদ্রা জন্য তাগাদা করিতেছেন, যাহাদিগের সঙ্গতি আছে তাহারা শীঘ্রই দেয় মুদ্রা পরিশোধ করে, যোত্রহীনদিগের মধ্যে অনেকেই স্বকীয় প্রাণসমা ভার্য্যার নাসিকা ভূষণ, কর ভূষণ প্রভৃতি অলঙ্কার ; তৈজস পত্রাদি অধিক কি স্থাবর ভূমি সম্পত্তি পর্য্যন্ত বন্ধক দিয়া অথবা বিক্রয় করিয়া আদায় করে। আহা, তাহারদিগের পক্ষে কি শোকজনক দিবস, যে যে মহাশয়দিগের বাটী মহাদেবীর উৎসব হয় তাঁহারা প্রতিমা নির্ম্মাণ ও পুজার আয়োজন করিতেই সমস্ত দিবস আনন্দে থাকেন. যাহারা পরগৃহে চাকরী করে তাহারাও ভগবতীর পূজা বিস্মৃতি হয় না, যাহারা হিন্দুস্থান আসাম, শ্রীহট্ট, উড়িষ্যা প্রভৃতি দূর দেশে চাকরী করিতেছে তাহারা এক্ষণে পুজোপলক্ষে বাটী আগমনের উপায় দেখিতেছে, অনেক দিবস পর্য্যন্ত দূর দেশে অবস্থিতি করিয়া এক্ষণে স্বদেশে পুনরাগমন করিতে পারিবে এ নিমিত্ত তাহারা যে কিরূপ সুখে আছে তাহা লেখনী দ্বারা লেখা যায় না, বহু কালের পর স্বধামে আসিয়া বন্ধুবর্গ আত্মীয় পরিজনের মধ্যস্থ হইয়া মহামায়ার শ্রীচরণ কমলে অঞ্জলি দিতে পারিবে এই আশা কিরূপ বলবতী হইয়া তাহারদিগের অন্তঃকরণে থাকে ইত্যাদি না লিখিলেও অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে, যে নবীন যুবকগণ সম্প্রতি বিবাহ করিয়াছে তাহাদিগের আর সুখের সীমা থাকে না, দুর্গোৎসবের সময় যাহারা শ্বশুরালয়ে গমন করিয়া কোমলাঙ্গী ভার্য্যার মুখ কমল নিরীক্ষণ করিবে ইহাই তাহাদিগের আশার মূল, যাহার-দিগের যুবতী ভার্য্যা তাহার দিগের কথা কহিবারই নয়।

কর্ত্তাপক্ষীয় ব্যক্তিগণ কাহাকেও কিরূপ বস্ত্রাদি প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট করিবেন তাহা লইয়াই বিব্রত হইয়াছেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ মনে ২ চিন্তা করিতেছেন অমুকের বাটীতে বাষিক আনয়নার্থ যাই নাই, কল্য যাইতে হইবে, অমুক বাবুর বাটীতে এবারে পুজায় বড় ঘটা শুনিতে পাই অবশ্যই কিছু ২ বার্ষিক অধিক দিবেন, বিশেষতঃ গুরু, পুরোহিত ও পূজক ও পরিচারক ব্রাহ্মণদিগের পরমানন্দ, তাঁহারা এই মহোৎসবে কিছু ২ অধিক বস্ত্র পাইবেন। হাট বাজারের এমন অপুর্ব্ব শোভা দেখা যায় নাই, বস্ত্র বিক্রেতা প্রভৃতি সকলে পূজার সময় অনেক ক্রেতা প্রাপ্ত হইবে, এই আশাই তাহাদিগে মুলময়ী। প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া মহামায়ার নিকট এই প্রার্থনা করে "হে দেবি, অদ্য যেন অধিক ক্রেতা প্রাপ্ত হই" তদনন্তর দিনমণি উদিত হইয়া যতই স্বকীয় প্রখর জ্যোতি বিস্তার করিতে থাকেন ততই বাজারে লোকসংখ্যা অধিক হয়, তৈজসপত্র, বস্ত্র, কটিসূত্র, সিন্দুর, মিশি, দর্পণ, তণ্ডুল, প্রতিমা সজ্জা, অন্যান্য নানাপ্রকার দ্রব্যাদি ক্রয় করণার্থ সকলে নিতান্ত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া এ আপণ হইতে সমীপবর্ত্তী অপর আপণে গিয়া মূল্য নিরূপণ করিতেছে, কেহ বা, এইক্ষণে পুজার অনেক দিবস বিলম্ব আছে সুতরাং অল্পকাল স্থায়ী স্বল্প মুল্য বিশিষ্ট বা বহু মুল্যই হউক দ্রব্য ক্রয় করিতে লোকেরা সাহস করে না, কেবল বস্ত্রই ক্রয় করিতে মনোযোগ করে, আর কয়েক দিবস পরেই বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি হইবেক সুতরাং এক্ষণেই তাহা ক্রয় করা উচিত এই

বিবেচনায় সকলের সকলেই বস্ত্র ক্রয়ার্থ ব্যগ্র হইয়াছে, বস্ত্র ব্যবসায়িগণ ক্রেতা নিরীক্ষণ করিলেই আস্তে আস্তে মহাসমাদরে আহ্বান করে, পরে মূল্যের জন্য যেরূপ কঠিন হয় তাহা কি বলিব, বিদেশাগত সুন্দর ২ বস্ত্র ক্রয় করাই মানুষ্যদিগের প্রধানাভিপ্রেত, ঢাকাই সূক্ষ্ম শাটী এবং শান্তিপুর চন্দ্রকোণা প্রভৃতি স্থানীয় বিখ্যাত ধুতী উড়ুনী প্রভৃতি যথাসাধ্য সকলেই ক্রয় করিতে চাহে, এইরূপে বাজারে সমস্ত দিবা ও রাত্রি ৮।১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত ক্রয় বিক্রয়ের গোলযোগ হইতেছে, যাহারা বিদেশ হইতে কলিকাতা নগরে দ্রব্য ক্রয় করণার্থ আসিয়াছে তাহারদিগের সতর্কতাই বা কে দেখে? কিন্তু কি আশ্চর্য্য নাগরিক বণিকদিগের কাছে পল্লীগ্রামস্থ লোকেরা না ঠেকিয়া যায় না, এই সময়ে সকলে টাকাকড়ি লইয়া বাজারে যায় সুতরাং তস্করেরা সর্ব্বদা বাজারে ভ্রমণ করিতেছে, ছল পাইলে অমনি অপহরণ করে, আহা মহামায়ার কি লীলা চোর পর্য্যন্ত তাঁহার আগমন ও পৃথিবীতে অবস্থিতি করণ কালীন সুখে থাকিবে এই আশায় তস্করী প্রভৃতি দুষ্কর্ম্ম পর্য্যন্ত করে।

বাই খেমটাওয়ালী প্রভৃতি নর্ত্তকীগণ দুর্গোৎসবের সময় বড় মানুষ বাবুদিগের বাটীতে স্বকীয়া মনোমোহিনী বিশুদ্ধ তান লয় স্বরে গান করিয়া সকলের মনোমোহন করিতে পারিবে এই নিমিত্ত সংগীত শাস্ত্রের আলোচনা করিতেছে, যাত্রাওয়ালা, পাঁচালীওয়ালা, কবিওয়ালা প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়স্থ লোকেরা সেইরূপে সংগীতালোচন করিতেছে, যাহারা আবার দূর দেশে যাইবে তাহারা গমনোদ্যোগ করিতেছে, বারাঙ্গনাকুল দুর্গোৎসবোপলক্ষে চাতুরী করিয়া স্ব স্ব ক্রেতাদিগের মনোরঞ্জন করিতেছে, তাহারদিগের প্রেম যে মিথ্যা ও মৌখিক এবং ক্ষণিক ইহা সকলেই জানে গৃহস্থদিগের গৃহিনীরা বলিতেছে এবারে কর্ত্তাটী, পুত্র কন্যা, পুত্রবধূ, জামাতা দৌহিত্র, দৌহিত্রী ও ভৃত্যবর্গকে কিরূপ কাপড় চোপড় দিবেন তাহার ঠিকানা নাই, যুবতীগণ শয়নমন্দিরে যামিনীযোগে সুযোগ পাইয়া পূজার সময় কি কি আবশ্যক তাহা নিজ নিজ স্বামির নিকট হাস্য পরিহাস ছলে কহিতেছে, অল্প বয়স্ক বালকেরা কাপড় জন্য ব্যস্ত হইয়াছে, পুজার সময় অনেক দিবস পাঠশালার ছুটী হইলে এ নিমিত্ত পাঠার্থিগণ মহানন্দ করিতেছে। কিরূপে এই বক্রী কয়টা দিবস যায় তাহা চিন্তা করিতেছে, যাহারা বিদেশীয় ছাত্র তাহাদিগেরও আমোদের সীমা নাই, তাহারা ছুটী প্রাপ্ত হইয়া স্ব ২ বাটীতে গিয়া মাতা, ভ্রাতা, ভগিনীদিগকে সন্দর্শন করিতে পারিবে।

এইরূপে মহামায়ার শুভাগমন জন্য সকলেই আনন্দিত হইতেছে এবং নগরে মহা হুলস্থূল হইতেছে, এক্ষণে কেবল আনন্দময় ধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করে এমন নহে, ক্রন্দন ধ্বনিও প্রবেশ করিতেছে, যাহাদিগের বাটীতে পুর্ব্বে পূজা হইত এবৎসর অবস্থা পরিবর্ত্তনে তাহা হইবেক না তাহাদিগের শোক, যাহাদিগের পুত্র, কন্যার মৃত্যু হইয়াছে তাহাদিগের রোদন ধ্বনি শ্রবণ করিলে পাষাণ বিদীর্ণ হয়, যাহারা পিতা মাতা বিয়োগ প্রযুক্ত অনাথ হইয়াছে তাহারদিগের পুজা শোকজনক, যে যুবতী সম্প্রতি স্বামিহীনা হইয়াছে তাহার পক্ষে দুর্গোৎসব যে কি ভয়ানক ব্যাপার তাহা বর্ণনা করিতে পারা যায় না, কাষ্ঠময়ী লেখনী আড়ষ্ট হইয়া

যায়, বালবিধবাগণের ক্রন্দন ও শোক এস্থলে বিশেষ ধর্ত্তব্য করি না তাহাদিগের শোক, দুঃখ, বিলাপের সহিত কাহারো তুলনা দেওয়া যায় না, সকলেই এ বিষয় বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন, কেবল লোক লজ্জা ভয়ে ও কৌলীন্য মর্য্যাদার লাঘবতা শঙ্কা জন্য তাহার কোন প্রতীকার করিতে পারিতেছেন না। পতি সত্বেও যাহারা বিধবার ন্যায় পতি সেবারূপ কর্ম্ম হইতে পতিদোষে অথবা তাঁহার অনুজ্ঞা জন্য পরাঙ্মুখী হইয়াছে তাঁহারদিগের শোক, বিরহিণীদিগের বিরহ যন্ত্রণা জন্য রাত্রিযোগে শয্যায় নিদ্রা হয় না এবং দিবস শতযুগ স্বরূপ বোধ হয়, আহা কি শোকজনক বিষয়, এই প্রকার মহামায়ার পুজার পুর্ব্বে কলিকাতার চতুর্দ্দিগে নিরীক্ষণ করিলে শোক, আনন্দ ও হর্ষ বিষাদ যুগপৎ নিরীক্ষণ করা যায়, আহা হে করুণাময়ি, হে জগদম্বে, তোমার কি শুভাগমন ?

শ্রীপঞ্চানন বসু
শালিখা।

## বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের উপবন। ২৩ সেপ্টেম্বর ১৮৫৬। ৭১ সংখ্যা

হা, যে উপবন প্রস্তুত করণে দ্বারকনাথ বাবু দুই লক্ষ টাকার অধিক ধন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং যে কাননে এক ২ রজনীতে ইংরাজাদি ভোজনে দশ বিশ সহস্র উড়িয়া গিয়াছিল গত শনিবারে সেই বাগান বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ৫৪ চুয়ান্ন সহস্র মুদ্রায় তাহা ক্রয় করিয়াছেন। দ্বারকনাথ বাবুর ধন কি অশুভক্ষণে উপার্জ্জন হইয়াছিল, উদ্যান খানিও বিদ্বান সন্তানদিগের ভোগার্থে রহিল না, কাহারও বিষয় কে ভোগ করেন কিছুই নিশ্চয় নাই এক সময়ে বাবু দ্বারকনাথ ঠাকুর কলিকাতা নগরে সিংহ প্রতাপ প্রকাশ করিয়াছিলেন সময়ান্তরে তাঁহার উদ্যানে সিংহ বাহাদুরেরা সিংহ প্রতাপ দেখাইলেন, এই বাগান ক্রয়ার্থে ইংরাজ, বাঙ্গালি সাধারণ বহুজন উপস্থিত ছিলেন, ঈশ্বর সহায়তায় প্রতাপসিংহ প্রতাপে সকলেই হত প্রতাপ হইলেন কেহ ৪০ কেহ ৫০ একজন সাহেব তিপ্পান্ন হাজার পর্য্যন্ত ডাকিয়াছিলেন রাজদল যখন চুয়ান্ন হাজার ডাকিয়া বসিলেন তখন আর কেহ অধিক ডাকিতে পারিলেন না পরমেশ্বর করুন ঐ রম্যকানন পঞ্চানন ভোগে চিরকাল থাকুক।

## বিজ্ঞাপন। ২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৫৬। ৭২ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন

গুরুতর বিষয়ের প্রকাশ্য নীলাম

মৃত বাবু আশুতোষ দেব ও বাবু প্রমথনাথ দেবের বেলগাছিয়ার বাগানে স্থিত নিম্নে লিখিত যাবতীয় বিষয় বর্ত্তমান ১৮৫৬ সালের সেপ্তেম্বর মাসের পঞ্চবিংশতি দিবস

বৃহস্পতিবারে মেকেঞ্জি লাইএল এবং কোম্পানিদিগের দ্বারা প্রকাশ্য নীলামে বিক্রীত হইবার আদেশ প্রকাশ হইয়াছে।

নানাবিধ উত্তোমত্তম কৌচ ও কেদেরা ১ দফা।

জমকাল ঝাড় ও দেওয়ালগিরি ১ দফা।

নানা প্রকার বিলাতীয় গালিচা এক দফা।

শয়নাগারের ব্যবহারোপযোগী সুশ্রী দ্রব্যাদি এক দফা।

মনোহর প্রতিমূর্ত্তি সকল এক দফা।

হস্তীর সজ্জা অত্যুৎকৃষ্ট এক দফা।

সুবর্ণাদি রচিত বরসজ্জা দ্রব্যাদি এক দফা।

কতকগুলিন হস্তী দন্ত, ইহার মধ্যে কয়েকটা মাপে সাড়ে সাতফুট লম্বা এক দফা।

বড় ভাল একাদশ ঘোটক এক দফা।

বিবিধ প্রকার গাড়ি এক দফা।

চৌদ্দটা হরিণ এক দফা।

কতকগুলিন উত্তম জাতীয় কবুতর এক দফা।

মেকেঞ্জি লাইএল এবং কোং
কলিকাতা।
এক্‌সচেঞ্জ গেজিটী।
১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৫৬।

## বিজ্ঞাপন। ১৪ অক্টোবর ১৮৫৬। ৭৭ সংখ্যা

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বত্র জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ৺রামনিধি গুপ্ত মহাশয়ের কৃত গীতরত্ন নামক গ্রন্থ এবং তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত ও অন্য ২ বিষয়ক কবিতা সকল যাহা এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়া প্রকাশ হয় নাই সেই সমুদয়ে একত্র করিয়া সম্পূর্ণ গ্রন্থ ভাস্কর যন্ত্রে প্রায় ১৮ বৎসরের পর পুনরায় মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে অতি ত্বরায় প্রকাশ হইবে। মূল্য স্বাক্ষরকারির প্রতি ১ টাকা এবং বিনাস্বাক্ষরকারিদিগের প্রতি ১৷৷০ টাকা মাত্র স্থির করা গিয়াছে।

এক্ষণে নিধু বাবুর গীতরত্ন বলিয়া মধ্যে ২ যাহারা বিজ্ঞাপন করিতেছে সে প্রতারণা মাত্র সে গ্রন্থ সটীক নহে, অবিকল ছাপাইতে না পারিয়া বিস্তর ভুল করিয়াছে তাহাতে ভাবের এত অধিক বাত্যয় জন্মিয়াছে যে কোন প্রকারে ভাব গ্রহ হয় না অতএব গ্রাহক মহাশয়েরা এমত গ্রন্থ লইতে সাবধান হইবেন।

অতঃপর আমারদিগের গীতরত্ন গ্রন্থ যাঁহারা গ্রহণ করিতে বাঞ্ছা করিবেন তাঁহারা কসাইটোলা ৬নং মর্ণিং ক্রনিকেল আফিসে, বালাখানা গলীর মধ্যে ভাস্কর যন্ত্রালয়ে, অথবা

কুমারটুলী নন্দরাম সেনের গলীর মধ্যে গ্রন্থকর্ত্তার ২১।২ নং ভবনে অন্বেষণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন ইহা ব্যতীত আর কোন স্থানে সটীক পাইবেন না। ইতি—

৺রামনিধি গুপ্তাত্মজ
শ্রীজয়গোপাল গুপ্ত।

## সংবাদ। ৮ নভেম্বর ১৮৫৬। ৮৮ সংখ্যা

### বৃত্তিকর্ত্তন

শ্রুত হইল মুর্শিদাবাদের নবাব এইক্ষণে যে পোনেরো লক্ষ টাকা বার্ষিক মোশাহেরা পাইতেছেন গবর্ণমেণ্ট তাহার তিন লক্ষ কর্ত্তনেচ্ছু হইয়াছেন।

## বিজ্ঞাপন। ১৮ নভেম্বর ১৮৫৬। ৯২ সংখ্যা

### বিজ্ঞাপন

### নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী

একজন পারদর্শী সরকারের আবশ্যক, যাঁহারা কলিকাতার সর্ব্বস্থান পরিচিত আছেন একমাস শিক্ষা করিয়া অনুমান চারিশত পত্রিকা এক সপ্তাহের মধ্যে বণ্টন করিতে পারিবেন, এবং মাসের বক্রী সময় সেই সকল পত্রিকার বিল নিয়মিতরূপে আদায় করিতে পারিবেন, তাঁহার লেখা পড়ার জ্ঞানের কোন আবশ্যক হইবেক না, কেবল কিঞ্চিৎ বাঙ্গালা ভাষা জ্ঞাত হইলে কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতে পারিবে, আর কর্ম্ম পরিত্যাগকালীন একজন নূতন সরকারকে তাঁহার সমুদায় কার্য্য পরিজ্ঞাত করাইয়া কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইতে পারিবেন। উক্ত অভিপ্রায়ে তাঁহাকে একখানি স্বীকৃত পত্র লিখিয়া দিতে হইবেক, যদি তিনি উক্তরূপ কার্য্য না করেন তবে তাঁহাকে কোং পঞ্চাশ টাকা দণ্ড দিতে হইবেক এবং কলিকাতাস্থ কোন বিশ্বাসী ব্যক্তিকে প্রতিভূ দিতে হইবেক যিনি উক্তরূপ কোন বিষয়ে অক্ষম তাঁহার আবেদন করার কোন প্রয়োজন নাই, আর সক্ষম ব্যক্তি জামীনতি ও স্বীকৃতি পত্র সম্বলিত আমাদিগের নিকট আবেদন করিলে তাঁহাকে একেবারে কর্ম্মে নিযুক্ত করা যাইবেক। তাঁহার বেতন আপাতত আট টাকা অনুসারে প্রতিমাসে দেওয়া যাইবেক পরে আমারদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে বেতন বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে শিক্ষার এক মাস মধ্যে তাঁহার কোন অপরাধ গ্রাহ্য হইবেক না ইতি ৩০ কার্ত্তিক ১৭৭৮।

গুপ্ত এণ্ড ব্রাদর্শ।

## সংবাদ। ২০ নভেম্বর ১৮৫৬। ৯৩ সংখ্যা

রেলওয়ে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিদিগের প্রধান ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত টর্ণবুল সাহেবের রিপোর্টে বিদিত হইল রাজমহল পর্য্যন্ত রেলওয়ে গাড়ি গমনে আরো ৩।৪ বৎসর বিলম্ব হইবেক।

## সংবাদ। ২০ নভেম্বর ১৮৫৬। ৯৩ সংখ্যা

আগ্রা

আগ্রার পত্রে বিদিত করে আলোয়া নামক স্থান অতি শীঘ্র অযোধ্যারাজ্যের ন্যায় ব্রিটিসাধিকার ভুক্ত হইবার সম্ভাবনা, এতৎ সম্বাদ যথার্থ হইলেও হইতে পারে, কেন না লার্ড ডেলহৌসি বাহাদুর রাজপুতনার অন্তর্গত কোটা, যোধপুর প্রভৃতি অনেক দেশ ব্রিটিস রাজ্যে সংলিপ্ত করিবার প্রস্তাব করিয়া যান, যদি তাঁহার সেই কুমন্ত্রণা মতেই কোর্ট আব ডৈরেক্তর্স মহাশয়েরা চলেন তবে আলোয়া স্থান ব্রিটিস রাজ্যভুক্ত হইবে ইহার আশ্চর্য্য কি।

## সংবাদ। ২২ নভেম্বর ১৮৫৬। ৯৪ সংখ্যা

আসিয়াটিক সোসাইটী

বিদিত হইল শ্রীযুক্ত ওল্‌ডহ্যাম সাহেব আগামিনী সভায় পূর্ব্বোক্ত সোসাইটীর অষ্টম নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া নিম্নলিখিত নূতন নিয়ম প্রচলন করিবেন, তদ্যথা।

যে সকল মেম্বরেরা কলিকাতা বা কলিকাতার বেষ্টন ছয় ক্রোশ মধ্যে বাস করেন তাঁহারদিগকে রেসিডেণ্ট পদ প্রদত্ত হইবেক, যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত সীমার বাহিরে বাস করিবেন তাঁহারদিগকে "ন্যন রেসিডেণ্ট" পদ দিবেন, রেসিডেণ্ট মেম্বরেরা সভায় ভর্ত্তিকালীন ৩২ টাকা ও বার্ষিক ৬৪ টাকা দিবেন, ন্যন্ রেসিডেণ্টরা প্রথমত ৩২ ও বার্ষিক ৩২ টাকা দিবেন।

পূর্ব্বোক্ত নির্দ্দিষ্ট কলিকাতার প্রান্তে ছয় ক্রোশ স্থিত রেসিডেণ্ট মেম্বরেরা যদি দূর গমন করেন তবে তাঁহারদিগকে ন্যন্ রেসিডেণ্ট পদ লইতে হইবেক এবং দূর বাসি লোকেরা কলিকাতায় বা তদন্তঃপাতি ছয় ক্রোশ মধ্যে আগমন করিলে তাঁহারদিগকে রেসিডেণ্ট পদ গ্রহণ করিতে হইবেক, যিনি যে শ্রেণীর মেম্বরী পদে থাকিবেন তাহাকে পূর্ব্ব কথিতানুযায়িক বার্ষিক ও অগ্রিম টাকা প্রদান করিতে হইবেক।

## সংবাদ। ২২ নভেম্বর ১৮৫৬। ৯৪ সংখ্যা

কলিকাতা ক্রিকেট ক্লাব

উক্ত সভার মেম্বরেরা সম্প্রতি গবর্ণর বাহাদুরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন

গবর্ণর ঐ সভার কর্ত্তৃত্ব ভার গ্রহণ করেন তাহাতে লার্ড বাহাদুর সন্তোষপুর্ব্বক তাঁহারদিগের প্রার্থনায় সম্মতি জানাইয়াছেন।

## সংবাদ। ২২ নভেম্বর ১৮৫৬। ৯৪ সংখ্যা

### জাল প্রতাপচন্দ্রের কালপ্রাপ্তি

হা, কি খেদের বিষয়, জালরাজ বড় আশয় করিয়াছিলেন পুনর্ব্বার মোকদ্দমা করিয়া বর্দ্ধমান রাজ্যেশ্বর হইবেন, শারদীয় পুজার পুর্ব্বে সদর দেওয়ানী হইতে পুর্ব্ব মোকদ্দমার কাগজপত্রের নকল বাহির করিয়াছেন, একজন মান্য উকীলকে ওকালতনামাও দিয়াছেন। রাজপাটে বৈসেন বৈসেন এমন হইয়াছিল এই সময়ে জর বিকারে গত বুধবারে শ্মশানঘাটে গিয়াছেন, যাঁহারা মনে মনে লঙ্কা ভাগ করিতেছিলেন এইক্ষণে তাঁহারা জাল রাজার শ্মশানে যাইয়া মুণ্ডপাত করুন।

## বিজ্ঞাপন। ২২ নভেম্বর ১৮৫৬। ৯৪ সংখ্যা

পুজনীয় শ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

রসরাজ পত্রে বিধবাবিবাহ বিজ্ঞাপন দৃষ্টে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম এত অনতিরিক্ত কাল মধ্যেই যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইবেক ইহা স্বপ্নেও উদয় হয় নাই তজ্জন্য আমি আপনার সম্বাদ ভাস্কর পাঠকগণের বিদিতার্থে লিখিতেছি বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করণাভিপ্রায়ে বিদ্যোৎসাহিনী সভার মান্যবর অধ্যক্ষেরা অঙ্গীকার করিয়াছেন প্রতি বিবাহে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দিবেন। বিবাহকারিরা সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধ পত্রে স্বাক্ষর করিলেই বিদ্যোৎসাহিনী সভা সহস্র মুদ্রা প্রদান করিবেন অতএব বিবাহেচ্ছু মহোদয়গণকে আমার বিনীত পুর্ব্বক নিবেদন এই যে তাঁহারা সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধ পত্রে স্বাক্ষর করিলে বিবাহ পুর্ব্বেই বিদ্যোৎসাহিনী সভায় সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবেক। ইতি।

আমি আপনকার নিতান্তানুগত

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক।

কলিকাতা। যুগল সেতু

শকাব্দা: ১৭৭৮। ৪ অগ্রহায়ণ।

## সম্পাদকীয়। ২২ নভেম্বর ১৮৫৬। ৯৪ সংখ্যা

### বাবু মধুসূদন গুপ্ত

উক্ত গুপ্ত বাবুর মৃত্যু হইয়াছে ইহাতে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম, মধুসূদন বাবু এতদ্দেশীয় ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা ব্যবসায়ীগণের আদিপুরুষ ছিলেন, এতদ্দেশীয়েরা

বিশেষত হিন্দু জাতিরা মৃত দেহ স্পর্শ করিবেন দূরে থাকুক পিতা মাতাদি আত্মীয় লোকের মৃত্যু হইলে যে স্থানে শব রাখে গোময় জলে সে স্থান পর্য্যন্ত ধৌত করেন, শব লইয়া গেলে বহির্দ্বার পর্য্যন্ত গোময় জলের ছিটা দেন, মৃতদেহের বিষয়ে অদ্যাপিও যে জাতির ঘৃণা ও পাপ ভয় রহিয়াছে মধুস্দন বাবু সেই জাতির মধ্যে এক উত্তম কুলে জন্মিয়াছিলেন তথাচ মেডিকেল কালেজে প্রবিষ্ট হিন্দুজাতির মধ্যে সর্ব্বাগ্রে মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ কার্য্যে প্রবর্ত্ত হন, তাঁহার দৃষ্টান্তে অন্যান্য হিন্দুরা মৃতদেহ কাটাকুটী কার্য্যে সুপটু হইয়াছেন ঐ বাবুই তাঁহারদিগকে শিক্ষা দান করিয়াছেন, মধুস্দন গুপ্ত স্বজাতীয় বৈদ্যক বিদ্যায় এবং ইংরাজী চিকিৎসা বিদ্যায় সুপ্রবিষ্ট হইয়াছিলেন তাহাতে দেশের বিস্তর উপকার করিয়াছেন তাঁহার মৃত্যু সমাচারে ইংরাজ বাঙ্গালি সাধারণ বহু লোক আক্ষেপ করিবেন।

## সংবাদ। ২৫ নভেম্বর ১৮৫৬। ৯৫ সংখ্যা

কোর্ট আব ডৈরেক্তর্স মহাশয়দিগের আদেশক্রমে ভারতবর্ষীয় জেনেরেল বাহাদুর এদেশীয় সুখ্যাত নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিদিগের নাম প্রেরণ করিয়াছেন কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে অন্যান্য কর্ম্মদক্ষ মহাশয়দিগের নাম প্রেরিত হয় নাই।

বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর। রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর। বাবু রমাপ্রসাদ রায়। রায় কিশোরীচাঁদ মিত্র। বাবু ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। বাবু গোবিন্দচন্দ্র দত্ত।

## সংবাদ। ২৫ নভেম্বর ১৮৫৬। ৯৫ সংখ্যা

### শ্রীযুত লার্ড ডেলহৌসী বাহাদুর

মেইলীয় সম্বাদে বিদিত হইল শ্রীযুত লার্ড ডেলহৌসি বাহাদুর শারীরিক অসুস্থ আছেন স্বাস্থ্য লাভার্থে এইক্ষণে আরেকবার অন্য স্থানে বসতি করিতেছেন, ভারতবর্ষবাসি যে সকল মহাশয়েরা আশা করিয়াছিলেন লার্ড ডেলহৌসি বাহাদুর বিলাত গমনপূর্ব্বক ভারতরাজ্যের বিষয়ে কোর্ট আব ডৈরেক্তর্সদিগকে সুমন্ত্রণা দিবেন তাঁহারা এইক্ষণে কিছুদিন ধৈর্য্যাবলম্বন করুন।

## সংবাদ। ২৭ নভেম্বর ১৮৫৬। ৯৬ সংখ্যা

### আশ্চর্য্য নৃত্য

ইংলিসম্যান পত্রে জ্ঞাতা করে বিবী ডি রুন নামক ইংরাজ রমণী আগামী শুক্রবারে মনজা নিবাসি দত্ত বাবুদিগের বাটীতে নৃত্য করিবেন।

## বিজ্ঞাপন। ২৭ নভেম্বর ১৮৫৬। ৯৬ সংখ্যা

### বিজ্ঞাপন

ভাস্কর পত্রে অনেকের সম্পত্তি ঘটিত নানা বিষয় প্রকাশ হয়, যাঁহারদিগের বিষয় প্রকাশ পায় তাঁহারা সকলে ভাস্কর পত্রের গ্রাহক নহেন অতএব যাঁহার বিষয় যখন প্রকাশ হয় তিনি ভাস্কর পত্র দেখিতে আইসেন আপনারদিগের অভিলষিত বিষয় পড়িয়া কর্ম্ম সিদ্ধি করেন কিন্তু সেই ভাস্কর বাহির করিয়া দিতে এবং পুনরায় নিয়মিত স্থলে রাখিতে আমারদিগের লোকেরদের সময় যায় এবং আমরা ঐ সকল বিষয় সংগ্রহ করিতে ও লিখিতে কেবল পরিশ্রম করি এমত নহে বহু ব্যয় সাধ্যে ভাস্কর পত্র প্রস্তুত হয় অতএব সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা ভাস্কর পত্রের আপনারদিগের কোন বিষয় দর্শনার্থ যন্ত্রাগারে আসিবেন তাঁহারা অর্দ্ধমুদ্রা সঙ্গে আনিবেন ভাস্করের দর্শনী এই অর্দ্ধমুদ্রা লাগিবেক, পরে ভাস্কর দেখিয়া যদি ঐ ভাস্কর লইয়া যাইতে চাহেন তবে একখানি ভাস্করের মূল্য ১ টাকা লাগিবেক এই বিষয়ে যাঁহারা সমর্থ হন তাঁহারা যন্ত্রাগারে আসিবেন ইহাতে অসমর্থ হইলে যন্ত্রাগারে আসিয়া আমারদিগের সময় নষ্ট করিবেন না, আমরা তাঁহারদিগের সহিত কথা বলিয়া সময় নষ্ট করিতে পারি না, এই সময়ে সর্ব্বসাধারণকে ইহাও বলিয়া রাখিতেছি অনেকে আপনারদিগের প্রয়োজনমতে আমারদিগকে তাঁহারদিগের বাটী যাইতে পত্র লেখেন তাহাতে আমারদিগের সময় যায়, গাড়ি, ঘোড়া, কৌচমেন, সহিসাদির বেতন প্রদান করিতে হয় কিন্তু তাঁহারা সময়ের এবং ঐ সকলের মূল্য বিবেচনা করেন না অতএব স্মরণ রাখুন যিনি আমারদিগকে নিকটে যাইতে পত্র লিখিবেন তিনি ঐ পত্র সহিত ২ টাকা পাঠাইয়া দিবেন দুই টাকা অগ্রে না পাইলে আমরা সময় নষ্ট করিতে পারিব না। ভাস্কর সম্পাদকস্য।

## সংবাদ। ২ ডিসেম্বর ১৮৫৬। ৯৮ সংখ্যা

ইংলিসম্যান পত্রে জ্ঞাতা করে শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, বাবু খেলাচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি অন্যূন দশ সহস্র লোক ত্বরায় ব্যবস্থাপক সভায় এক আবেদন সমর্পণ করিবেন, বিধবা বিবাহের প্রচলিত বিধি পুনর্নিবৃত্তি জন্য এতদাবেদন করা হইবেক, ব্যবস্থাপক মহাশয়েরা আবেদনপত্র প্রাপ্তে কি করেন বলা যায় না কিন্তু আবেদন কারি মহামতিদিগের অগ্রে ইহা স্মরণ করিলে ভাল হয় "দণ্ডী দণ্ড সমানংহি মহতাং নিস্মবেম্বচঃ" যাহা হউক, ফলে রাজা বাহাদুরদিগের প্রাচীরের গোড়ায় বাস করিয়াও আমরা এ বিষয় শুনিতে পাই নাই তবে কি রাজা বাহাদুরেরা আমারদিগের নিকট গোপন করিয়াছেন।

## সংবাদ। ২ ডিসেম্বর ১৮৫৬। ৯৮ সংখ্যা

### ভোটজাতির প্রতি সন্দেহ

বিদিত হইল উত্তর পূর্ব্ব দেশীয় এজেণ্ট সাহেব গবর্ণমেণ্টে লিখিয়াছেন ভোটানের অন্তর্ব্বর্ত্তি স্থানচয়ে যে সকল প্রহরী শ্রেণী আছে এইক্ষণে তাহারদিগকে বিদায় করা হইবেক না, কেন না বর্ত্তমান শীতকালে ভোটজাতিরা "নরথরণ ডর্স" নামক স্থান আক্রমণ করিবে এমত কল্প করিয়াছে, যদি তাহারা শীতকালে কোন অত্যাচার না করে তবে বর্ষাকালে প্রহরিগণকে বিদায় দিলে ভাল হয়, বর্ষারম্ভে ভোটেরা নিম্নে আইসে না, এজেণ্ট সাহেবের এই যুক্তি স্বযুক্তি বটে, বোধহয় গবর্ণমেণ্টও তাঁহার পরামর্শে সম্মত হইবেন।

## সম্পাদকীয়। ৪ ডিসেম্বর ১৮৫৬। ৯৯ সংখ্যা

### অকাল মৃত্যু

৺প্রাপ্ত চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে, চারুচন্দ্র রূপ গুণ সর্ব্ব বিষয়ে চারুচন্দ্রের ন্যায় সর্ব্বমনোহর ছিলেন, এমত ব্যক্তি অল্পকালে কাল রোগে কাল কবলে প্রবেশ করিলেন তাঁহার মরণ শ্রবণে কেবল আমরাই খেদিত হইলাম এমত নহে, এই নিদারুণ সমাচারে বহু নরে আক্ষেপ করিবেন।

## চন্দ্রপাত। ১১ ডিসেম্বর ১৮৫৬। ১০২ সংখ্যা

নবদ্বীপ হইতে কি কুসম্বাদ আসিল, আমরা শ্রবণ মাত্র একেবারে নিস্তব্ধ হইলাম, গাত্র কম্পন ও বুদ্ধি স্তম্ভন হইয়া উঠিল, করশাখা সকল জড়ীভূত হইয়া গেল, এ সাংঘাতিক সমাচার কিরূপে লিখিব, হস্ত ত চলে না, লেখনীও বর্ণ প্রসব করে না, কি করি এ সমাচার যদি না লিখি তবে পাঠক মহাশয়েরাই বা কি বলিবেন অতএব অতিকষ্টে লিখিতে হইল নবদ্বীপচন্দ্র মহারাজ শ্রীশচন্দ্র রায় বাহাদুর ভূত কলেবর হইতে অবসর লইয়াছেন, জাতিপতি গোষ্ঠীপতি যত পতি বলি মহারাজ শ্রীশচন্দ্র রায় বাহাদুর সর্ব্বপতি ছিলেন, তাঁহার সদ্গতি হইয়াছে কিন্তু মহারাজের অদর্শনে নবদ্বীপ সমাজ সমাজগত হইল, আমরা মহারাজের মৃত্যুশোকে অবসন্ন হইয়াছি অতএব অদ্য আর অধিক লিখিতে পারিলাম না, মহারাজের এক পুত্র এক কন্যা বর্ত্তমান আছেন, শ্রীমতী মহারাণী তাঁহারদিগকে ক্রোড়ে করিয়া শোক নিবারণ করিবেন কিন্তু রাজমাতার শোক নিবারণের কোন উপায় নাই পুত্র শোকে তিনিও প্রাণ ত্যাগ করিবেন।

## মজিলপুর পত্রিকা। ২৫ ডিসেম্বর ১৮৫৬। ১০৮ সংখ্যা

কলিকাতার দক্ষিণ মজিলপুর গ্রামে "মজিলপুর পত্রিকা" নামে এক পত্রিকা প্রকাশ পাইয়াছে, মজিলপুর নিবাসি শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনারায়ণ দত্ত ও শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকিঙ্কর দত্তের আনুকূল্যে মজিলপুর পত্রিকার জন্মগ্রহণ হইয়াছে, বিদ্যা বিষয়ে দত্ত বাবুদিগের উৎসাহ না থাকিলে তাঁহারা ব্যয় সাহায্য করিতেন না, মজিলপুর পত্রিকা সমাচার পত্রিকা নহে, সম্পাদক মহাশয় প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন সংস্কৃতাদি নানা ভাষার গ্রন্থ হইতে অনুবাদ করিয়া শারীর বিদ্যা, উদ্ভিদ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা, জ্যোতিষ, পুরাবৃত্ত, ভূগোল বৃত্তান্ত, ভূতত্ব বিদ্যা, সাহিত্য, ন্যায় দর্শন, রাজনিয়ম ইত্যাদি দ্বারা পত্রিকা পরিপূরণ করিবেন, আমরা প্রার্থনা করি মজিলপুর পত্রিকার দীর্ঘ জীবন হউক এবং সাধারণ লোকেরা সম্পাদক বাবুকে সন্তুষ্ট করুন।

## প্রার্থনা। ৩০ ডিসেম্বর ১৮৫৬। ১১০ সংখ্যা

শ্রুত হইল নগরীয় কলুটোলাবাসি অনেক ভদ্র লোক একত্র হইয়া গবর্ণমেণ্ট সমীপে এক প্রার্থনা করিয়াছিলেন, ঐ দরখাস্তের মর্ম্ম এই যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার্থে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস দত্ত মহাশয়ের বাজার উঠান না হয়, উক্ত বাজার উঠাইয়া অন্যত্র স্থাপন পূর্ব্বক বাজারীয় স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তুত করিলে গবর্ণমেণ্ট অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন এবং বাজার স্বামী গুরুদাস বাবুও লাভ পক্ষে হানি বোধ করিবেন, বাজার উঠাইয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন পক্ষে গবর্ণমেণ্ট যে ব্যয় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন অন্যস্থলে প্রস্তুত করিলে তাহার অর্দ্ধাংশও লাগিবেক না, গবর্ণমেণ্ট এই আবেদন শ্রবণে এক সভা করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনার অনুজ্ঞা দিয়াছিলেন বিদিত হইল গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুসারে কলুটোলা বাসি শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাটীতে এক সভা হইয়াছিল, শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন সেন, শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত বাবু হীরালাল শীল, শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি মতিলাল, শ্রীযুক্ত বাবু মাধবচন্দ্র সেন প্রভৃতি বিচক্ষণ মহাশয়েরা উক্ত সভায় উপস্থিত হইয়া ধার্য্য করিয়াছেন হয় গবর্ণমেণ্ট গুরুদাসবাবুকে দশ বিঘা ভূমি মধ্যে বাজার স্থাপনার্থ পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিবেন, নতুবা সর্ব্ব সাকল্যে তিন্ লক্ষ মুদ্রা দিয়া বাজার উঠাইয়া দিবেন।

আমরা শুনিয়াছি গুরুদাসবাবু এই সভার মতে সম্পতি প্রদান করেন নাই, তিনি সংকল্প করিয়াছেন গবর্ণমেণ্ট হইতে ৮ লক্ষ মুদ্রা না পাইলে বাজার উঠাইতে দিবেন না, জনরব উঠিয়াছে শ্রীযুক্ত বাবু হীরালাল শীল ও ভ্রাতাগণ আপনারদিগের ভদ্রাসনের নিকটেই এক বাজার স্থাপন করিবেন, গুরুদাস বাবুর বাজার স্থানান্তরিত করিতে হইলে নূতন বাজারে অধিক লোক সমাগম সম্ভাবনা বিশেষতঃ পুর্ব্বোক্ত শীল বাবুরা নূতন বাজার প্রস্তুত করিলে

গুরুদাস বাবুর বাজারে দ্রব্যাদি অবিক্রয়ে লভ্যের হানি হইবেক, এ সময়ে যদি আবার বাজার স্থানান্তরিত করা হয় তবে বাজারের লভ্য দূরে থাকুক দ্রব্যাদির যথার্থ মূল্য প্রাপণও দুষ্কর হইবেক, গুরুদাস বাবু এই সকল বিবেচনায় বাজার স্থানান্তরিত করণে ইচ্ছুক হন নাই দেখা যাউক সভার মতে গবর্ণমেণ্ট কি অনুজ্ঞা চালন করেন।

## সংবাদ। ৩০ ডিসেম্বর ১৮৫৬। ১১০ সংখ্যা

### গ্যাস আলোক

আমরা আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি নগরীয় প্রতি রাজপথে অতিশীঘ্র গ্যাস আলোক দর্শন হইবেক, গ্যাস প্রস্তুত কর্ম্মের কার্য্যকারকেরা প্রগাঢ় পরিশ্রমে উক্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন।

## আনন্দ সম্বাদ। ১ জানুয়ারি ১৮৫৭। ১১১ সংখ্যা

আমরা প্রকাশ করিয়াছি পাতিয়ালার মহারাজ ও জম্বু দেশীর মহারাজ অধিক সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন কিন্তু ইহার কারণ ব্যক্ত হয় নাই, ইংরাজী সমাচার পত্রের পত্র প্রেরকেরা অনুমানে বলিয়াছেন উক্ত দুই মহারাজ পারস্য সমর সময়ে ব্রিটিস বিপক্ষে সমরোত্থিত হইবেন, যাঁহারদিগের যেরূপ অন্তঃকরণ তাঁহারা সংসারে সেইরূপ দেখেন আমরা তাঁহারদিগের কথায় পূর্ব্বেই বিশ্বাস করি নাই, তৎপরে লাহোর হইতে গতকল্য আমারদিগের কোন বন্ধুর ৯ ডিসেম্বরের এক পত্র আসিয়াছে তাহাতে বন্ধু লেখেন "পারস্য দেশে ব্রিটিস যুদ্ধের বড় ধূমধাম দেখিতেছি, প্রায় প্রতিদিন লাহোর, পেসোয়র ও মুলতানাদি নানা স্থান হইতে সৈন্য এবং অস্ত্রশস্ত্রাদি যাইতেছে, দোস্ত মহম্মদ খাঁ পেসোয়রে আসিয়া আমারদিগের কমিস্তনর মহাশয়ের সহিত বিশেষ পরামর্শ করিবেন, তাঁহার জন্য শিবির স্থাপন ও খাদ্য দ্রব্যাদির আয়োজন হইতেছে এবং শুনা যাইতেছে পাতিয়ালার রাজা ও বৃদ্ধরাজা গোলাপ সিংহ সৈন্য সজ্জা করিতেছেন তাঁহারাও ব্রিটিস পক্ষে সৈন্য পাঠাইবেন, আমি এইক্ষণে ব্যস্ত আছি আর ২ বিষয় পরে লিখিব" অতএব আমারদিগের পাঠক মহাশয়েরা নিশ্চিত জানিবেন পূর্ব্বোক্ত দুই মহারাজ ব্রিটিস পক্ষে ধনে জনে সাহায্য করিবেন।

## সংবাদ। ৬ জানুয়ারি ১৮৫৭। ১১৩ সংখ্যা

### নূতন বিধি

রাজপুরুষেরা বিধি করিয়াছেন আফীণ ঘটিত বিষয়ে গোলযোগ বা বিবাদ হইলে তাহার নিষ্পত্তি অন্য কোন বিচারালয়ে না হইয়া এ অবধি সুপ্রিমকোর্টে হইবেক।

সংবাদ। ১০ জানুয়ারি ১৮৫৭। ১১৫ সংখ্যা

নূতন কাগজ

নগরীয় লেপেজ কোম্পানিদিগের হৌসে এক প্রকার নূতন কাগজ বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে, ঐ কাগজ বিচালি দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে, কাগজের বর্ণ সুদৃশ্য বটে এবং লিখন কার্য্যও উত্তম সমাধা হয়, দীর্ঘ প্রস্থে "ফুলিস্ কেপ" কাগজের ন্যায়, পুর্ব্বোক্ত কোম্পানিরা পাঁচ টাকা মুল্যে এক রিম্ অর্থাৎ বিংশতি দিস্তা কাগজ বিক্রয় করিতেছেন।

সংবাদ। ১০ জানুয়ারি ১৮৫৭। ১১৫ সংখ্যা

বিশ্ববিদ্যালয়

ভাবি বিদ্যালয় বাটী যে আকারে প্রস্তুত করিবার কল্পনা ছিল শ্রুত হইল প্রস্তাব হইয়াছে পুর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট আকারাপেক্ষা ক্ষুদ্রাকারে হইবেক।

বিজ্ঞাপন। ১৫ জানুয়ারি ১৮৫৭। ১১৭ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন

নিউ ইণ্ডিয়ান লাইবেরী

৮৬ নং কালেজ ইষ্ট্রিট।

উত্তম বার্ণিশ যুক্ত কাল কানপুরে বগি হার্ণেশ অথবা কোম্পাসের ঘোড়ার সজ্জা সমুদায় এক প্রস্থের মূল্য নগদ পঁচিশ টাকা।

উক্ত প্রকার সজ্জা কোন সুনিপুণ কারিকর দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া আমাদিগের কানপুর নিবাসী জনেক বন্ধু তথা হইতে কএক প্রস্থ আমারদিগের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করিয়াছেন, আমরা এই সজ্জার বাকসটী প্রাপ্ত মাত্রে তাহা উদ্ঘাটন পুর্ব্বক সাধারণের দর্শনার্থ আমাদিগের গ্রন্থালয়ে রাখিয়াছি, গ্রাহক মহাশয়েরা ইচ্ছা করিলে অনায়াসে উক্ত স্থানে উপস্থিত হইলে দেখিতে পাইবেন, কানপুরের সজ্জা যেরূপ এতদ্দেশে আদরণীয় তৎপরিমাণে উহা সর্ব্বদা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, আর ইহা যেরূপ সুদৃশ্য তাহাতে বিলাতি অপেক্ষা ইহাকে অনেকে গৌরব করিয়া থাকেন. উপরি লিখিত মূল্যে সচরাচর বাজারে ইহা পাওয়া দুর্লভ। গুপ্ত এণ্ড ব্রাদর্শ।

সংবাদ। ১৫ জানুয়ারি ১৮৫৭। ১১৭ সংখ্যা

গত মঙ্গলবার বেলা চারিঘণ্টাকালে অতিরিক্ত সভা হইয়াছিল সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত বাবু রমানাথ ঠাকুর, শ্রীযুত বাবু হরিশ্চন্দ্র

মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু রামগোপাল ঘোষ, শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র, শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ইত্যাদি মহাশয়গণ উপস্থিত সভ্য। সুপ্রিমকোর্ট ও সদর দেওয়ানী একত্র হইয়া "হাইকোর্ট" নামক বিচারস্থল হউক—ভারতবর্ষীয় সভা এই অভিলাষ করেন এতদর্থে পার্লিয়ামেণ্টে আবেদন করিবেন, আবেদন পত্র প্রস্তুত হইয়াছে, গত সভায় উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুক্ত বাবু রমানাথ ঠাকুর মহাশয় আপত্তি করেন শ্রীল শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুরের ক্ষমতা আছে সদর দেওয়ানীর জজ সাহেবদিগকে সস্পেণ্ড করিতে পারেন সুপ্রিমকোর্টের জজ সাহেবদিগের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিলে• তাঁহারা অত্যন্ত অপমান জ্ঞান করিবেন, অতিরেক সভায় এই বিষয় উপস্থিত হইল এবং 'হাইকোর্ট" হইলে পালিয়ামেণ্টি বিধান ও কোম্পানিদিগের বিধান উভয় আইন মিশ্রিত বিচার হইবেক অতএব কোন ২ অংশে জমীদারদিগের অনিষ্ট সম্ভাবনা এই সকল বিবেচনা হইল ইহাতে সভ্য মহাশয়েরা নানা প্রকার বাদানুবাদ করিলেন অপেক্ষা রহিল পুনঃ সভায় বিবেচনা হইবেক, এতদ্দেশীয় জমীদার মহাশয়েরা দর্শন করুন ভারতবর্ষীয় সভা জমীদারদিগের কত মঙ্গল চেষ্টা করিতেছে ইহাতে জমীদার মহাশেয়রা যদি কায়মনোবাক্যে উক্ত সভার সহায়তা না করেন তবে কি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায় না।

## সংবাদ। ১৭ জানুয়ারি ১৮৫৭। ১১৮ সংখ্যা

### বিজ্ঞাপন

### শস্তা ডাকের গাড়ী

### ইণ্ডিয়ান বুলক ট্রেন ডাক কোম্পানি

মোং কলিকাতা হইতে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত স্বল্প ব্যয়ে অতি শীঘ্র উত্তমরূপে রক্ষণাবেক্ষণ পুর্ব্বক প্যাসেঞ্জার ও মাল আমদানী রপ্তানি করণ নিমিত্ত যিনি ইচ্ছুক হয়েন তিনি উপরোক্ত অফিসে তত্ত্ব করিলে বিশেষ বেওরা জানিতে পারিবেন।

### সমাচারোপহার

সাধারণ বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ের ডৈরেক্তর মহাশয় স্বীয় মতে কতকগুলিন অর্থ ব্যয় করিয়া গবর্ণমেণ্টে লিখিয়াছেন তাঁহারা এই ব্যয় গ্রাহ্য করেন, শ্রীযুক্ত গবর্ণর বাহাদুর এই প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়া লেপ্টেনেন্ত গবর্ণর বাহাদুরকে কহিয়াছেন ডৈরেক্তর বারম্বার গবর্ণমেণ্টের বিনানুমতিতে ব্যয় করিয়া থাকেন ভবিষ্যতে এ রূপ হইলে গবর্ণমেণ্ট অসন্তুষ্ট হইবেন।

### আসিয়াটিক সোসাইটি

গত ৭ জানুয়ারি দিবসে আসিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক সভা হইয়াছিল, সভ্যদিগের অনুমতিক্রমে সুপ্রিম কোর্টের প্রবীণ বিচারপতি অনরেবল সর জেম্‌স,

কল্‌বিল সাহেব সভাপতির কার্য্য নিষ্পাদন করেন, গত বর্ষে আসিয়াটিক সোসাইটির দ্বারা কি কি কর্ম্ম হইয়াছে এবং আগামি বর্ষেই বা কি কি হইবে উক্ত সভায় এই সকল আলোচনা হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত ডাক্তর ডফ সাহেব।

উক্ত মহামতি সাহেব ভারতবর্ষে আগমন করিয়া অবধি মেট্রোপলিটন কালেজ দর্শন করেন নাই, শ্রবণে সুখী হইলাম ডাক্তর মহাশয় গত বুধবার দিবসে উক্ত কালেজ দর্শনার্থে গমন করিয়াছিলেন।

ত্রেজাপুর।

উক্ত স্থানীয় পত্রে বিদিত হইল ত্রেজাপুরে কোম্পানি টাকা চলিত না থাকিবায় স্থানবাসিরা কষ্ট পাইতেছেন, কোন ব্যক্তির কার্য্যক্রমে অন্যস্থল গমন করিতে হইলে কোম্পানি টাকা আবশ্যক করে কিন্তু যদি ত্রেজাপুরীয় টাকায় কোম্পানি টাকা বদল করা হয় তবে ত্রেজাপুরীদিগকে শতকরা চারি টাকা ধরাট দিতে হয়, এই জন্য স্থানবাসিরা কোম্পানির টাকা চলন প্রার্থনা করিয়াছেন গবর্ণমেণ্টের উচিত হয় ত্রেজাপুরে কোম্পানি টাকা চলন করেন।

## সম্পাদকীয়। ১৭ জানুয়ারি ১৮৫৭। ১১৮ সংখ্যা

মধ্যস্থ শেষ

হা, শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়, আপনি কোথায় গমন করিলেন, আর বিচার সময়ে কাহাকে মধ্যস্থ করিব? হে পাঠকগণ, শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয় স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, সর্ব্বত্র শাস্ত্রীয় বিচারে ঐ মহাশয় মধ্যস্থ হইতেন, তাঁহার অদর্শনে মধ্যস্থ পরিশেষ হইল এবং ন্যায় শাস্ত্রের শেষ গ্রন্থের পাঠও উঠিয়া গেল, এইক্ষণে ধর্ম্মরাজ সার্ব্বভৌম ধরিয়া টানাটানী করিতে লাগিলেন, বিক্রমপুর সমাজে কমল সার্ব্বভৌম বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন তাঁহাকে অগ্রেই লইয়া গিয়াছেন, শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌমকেও আকর্ষণ করিলেন, অবশিষ্ট সার্ব্বভৌমেরা সর্ব্ব সার্ব্বভৌম সমীপে প্রার্থনা করুন তাঁহারদিগের উপরে যেন অকালে কাল অদৃষ্টি পড়ে না।

## সম্পাদকীয়। ২০ জানুয়ারি ১৮৫৭। ১১৯ সংখ্যা

গত শুক্রবার বেলা চারি ঘণ্টা কালে ভারতীয় সভামন্দিরে শ্রীযুক্ত মহারাজ ভৈরবেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত বাবু রামগোপাল ঘোষ, শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি মান্যবর সভ্য মহাশয়েরা উপস্থিত হইয়াছিলেন এ-সভায় কোন বিশেষ কর্ম্ম উপস্থিত ছিল না, ভবিষ্যৎ

কর্ত্তব্য কোন ২ বিষয় বিবেচনা হইল তাহা এইক্ষণে প্রকাশযোগ্য নহে, সভ্য মহাশয়েরা হাইকোর্ট স্থাপনাঙ্গ নানা প্রসঙ্গ কথোপকথন করিয়াছিলেন এবং বদান্যবর শ্রীযুক্ত মহারাজ ভৈরবেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর সভার ব্যবহারার্থে অত্যুত্তম এক টেবিল প্রদান করিলেন।

আমরা এতৎ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করি হাইকোর্ট স্থাপন বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের মহামতি বিচারপতি মহাশয়েরা এবং সদরীয় মহাত্মেরা স্ব ২ অভিপ্রায় লিখিয়া লেজিসলেটিব কৌন্সেলে সমর্পণ করিয়াছেন এবং উক্ত কৌন্সেলের নিয়ম আছে অধ্যক্ষদিগের সাক্ষাতে যাহা উপস্থিত হইবে সাধারণ গোচর জন্য তাহা প্রকাশ করিয়া দিবেন তবে সুপ্রিম কোর্টের ও সদরীয় মহামহিমগণের অভিপ্রেত কেন প্রকাশ করেন না, রাজপুরুষেরা উপস্থিত বিষয় যদি গোপন করিয়া রাখেন তবে তাহাতে সাধারণের সন্দেহ উপস্থিত হয়, রাজার উচিত নহে সাধারণ কার্য্যে প্রজাদিগের সংশয় উপস্থিত করেন অতএব আমরা প্রার্থনা করি লেজিসলেটিব কৌন্সেল উক্ত বিষয় প্রকাশ করিয়া এতদ্দেশীয় লোকদিগের সংশয় নিবারণ করেন।

## শ্রীমতী রাণী কাত্যায়ণী। ২০ জানুয়ারি ১৮৫৭। ১১৯ সংখ্যা

গত সংক্রমণে শ্রীমতী রাণী এক গোপাল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, প্রতিষ্ঠা সভায় এতদ্দেশীয় মান্যলোকেরা এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা অনেক উপস্থিত ছিলেন, সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুর এবং রাজমন্ত্রিগণ উপস্থিত ব্যক্তি সকলকে যথাযোগ্য সমাদরে গ্রহণ করিলেন, দানাদি সমাধান্তে ব্রাহ্মণ ভোজনীয় ব্যাপার হইয়াছিল, ন্যূনাধিক দুই সহস্র ভদ্র ব্রাহ্মণ উপাদেয় নানা দ্রব্যাদি আহার করিয়া প্রত্যেক এক মুদ্রা দক্ষিণা লইয়া বিদায় হইলেন, ঐ দিনে কাঙ্গালিরা অনেক আসিয়াছিল তাহারাও আহারাদি করিয়া দক্ষিণা লাভে সন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক বিদায় হইয়াছে, নিকটস্থ যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সভায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সেই দিনেই সভাবরণ ও টাকা বিদায় পাইয়াছেন, দূর স্থানীয় যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সভায় আগমন করিতে পারেন নাই রাজা বাহাদুরেরা তাঁহার-দিগের বাড়ী ২ বিদায় পাঠাইয়া দিয়াছেন, বিদায়ের উচ্চহার ২৫ টাকা, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সংখ্যাও এক সহস্রের ন্যূন হইবেক না, সকলেই রাজদানে সন্তোষ জ্ঞান করিয়াছেন, শ্রীমতী রাণী কত্যায়ণী শুভক্ষণে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহার যেমন ধন তেমনি দানগুণে পৃথিবীতে নানা কীর্ত্তি স্থাপন করিলেন শ্রীমতী প্রতিষ্ঠিত সংকীর্ত্তি সকল চিরকাল শ্রীমতীকে সর্ব্বসাধারণের স্মরণ গোচর করাইবে, আমরা প্রার্থনা করি শ্রীমতী রাণী দীর্ঘকাল পৃথিবীর অলঙ্কার স্বরূপা হইয়া প্রত্যাশিগণের ভরণপোষণ করুন।

## শ্রীযুক্ত কুমার সত্যশরণ ঘোষাল। ২০ জানুয়ারি ১৮৫৭। ১১৯ সংখ্যা

গবর্ণমেণ্ট উক্ত শ্রীযুক্ত কুমার মহাশয়কে রাজা বাহাদুরি পদে অভিষিক্ত করিবেন এজন্য শ্রীযুক্ত লেপেনেন্ত গবর্ণর বাহাদুর ঢাকা প্রদেশীয় কমিসনের ও জেলা বরিশালের জজ, কালেকটর, মাজিষ্ট্রেটাদি সাহেবগণকে তাঁহার চরিত্রাদির বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাহাতে পুর্ব্বোক্ত সাহেবেরা রাজকুমারের সুকুমার চরিত্রাদি বিষয়ে উত্তম সাক্ষ্য দিয়াছেন, এই বিষয় গবর্ণমেণ্ট প্রেরিত হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে প্রধান রাজবাটিতে মহাসম্ভাবলম্বে কুমার মহাশয়কে "রাজা বাহাদুর" নামে প্রতিষ্ঠিত করিবেন এবং রাজচিহ্ন রাজভূষণ দিবেন, শ্রীযুত কুমার সত্যশরণ ঘোষাল মহাশয়ের সহিত আমারদিগের বহুকাল আলাপ আছে আমরা তাঁহার গোপনীয় ও প্রকাশ্য ব্যবহারে সম্পূর্ণ সদাচার দেখিয়াছি, তাহাতে কুমার শরীরে অগৌরবের বিষয় কিছুই দর্শন করি নাই, রাজ ধর্ম্ম যাহা প্রয়োজনীয় হয় কুমার শরীরে তৎ সমুদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সর্ব্ব বিষয়ে কুমার সত্যশরণ ঘোষাল মহাশয়ের ন্যায় পরিশুদ্ধাচার সদ্‌গুণাধার মনুষ্য অতি বিরল এই কারণ আমরা তাঁহার নামস্থলে বারম্বার ভাস্কর পত্রে "রাজা সত্যনারায়ণ ঘোষাল বাহাদুর" লিখিয়াছি, এইক্ষণে সর্ব্বসাধারণ পাঠকগণ দর্শন করুন আমরা যাঁহারদিগকে সর্ব্বগুণাধার নৃপাচার দেখিয়া ভাস্কর পত্রে রাজা বাহাদুর নামে উল্লেখিত করি গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই তাঁহারদিগকে রাজচিহ্নে বিভূষিত করিয়া রাজা বাহাদুর নামে প্রতিষ্ঠিত করেন, ইহার প্রমাণ রাজা প্রসন্ননাথ রায় বাহাদুর শ্রীযুত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, শ্রীযুত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ইত্যাদি অনেক, অতএব শ্রীশ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর ও শ্রীশ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ত গবর্ণর বাহাদুর যে ভূকৈলাস রাজবংশাবতংস ও সত্যধর্ম্ম পরায়ণ সত্যশরণ মহাশয়কে "রাজা বাহাদুর" নাম উপঢৌকন দিবেন ইহাতে আমরা তাঁহারদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম; ভূকৈলাস রাজবংশেরা পুর্ব্বানুক্রমে গবর্ণমেণ্টের আনুগত্য করিয়া আসিতেছেন এবং পুরুষানুক্রমে সাধারণ মঙ্গল কর্ম্মের সহায়তা করিতেছেন, অতুল ভূম্যধিকার মধ্যেও রাজা বাহাদুরেরা কখন কোন প্রজার অনিষ্ট করেন নাই, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, ঔষধালয়, আতিথ্যালয়, সেতু-বন্ধন, পথ প্রস্তুত করণ ইত্যাদি সাধারণ মাঙ্গলিক বিষয় যখন যাহা উপস্থিত হইয়াছে ভূকৈলাস রাজপুরুষেরা সর্ব্বাগ্রে তাহাতে টাকা দিয়াছেন, ৺প্রাপ্ত রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুর ও ৺প্রাপ্ত রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল বাহাদুর কাশীধামে যে সকল কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে সর্ব্ব সাধারণের উপকার হইতেছে, ৺প্রাপ্ত রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর কেবল পরোপকারে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পুত্র এবং ভাতৃপুত্রেরাও তদ্রূপ স্বরূপযোগ্য হইয়াছেন, ভূকৈলাস রাজবংশে কোন দোষ নাই, এ প্রকার নির্দ্দোষ রাজবংশকে যে গবর্ণমেণ্ট "রাজা বাহাদুর" নামে উজ্জ্বল করিলেন ইহাতে আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম, শ্রীযুত কুমার সত্যজীবন ঘোষাল মহাশয় পীড়িতাবস্থায়

কয়েক বৎসর কাশীধামে ছিলেন তাহাতে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য পাইয়া ভূকৈলাস, রাজধামে আগমন করিয়াছেন ইহাতে আমরা আনন্দিত হইয়া পরমেশ্বরকে অসংখ্য নমস্কার দিলাম।

## সংবাদ। ২০ জানুয়ারি ১৮৫৭। ১১৯ সংখ্যা

### শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য

আমরা শুনিলাম উক্ত ভট্টাচার্য্য ঘোর বিপদে পড়িয়াছেন, তিনি শ্রীশচন্দ্র মহারাজের আদ্যশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণে গমন করিয়াছিলেন ইহাতেই প্রতিবাসিরা সকলে রব তুলিয়া দিলেন কলিকাতা নগরে বিধবাবিবাহ সভায় সভা শোভা করিয়াছেন, ফলে দীনবন্ধু বিধবাবিবাহ বন্ধুদিগের বন্ধু হন নাই, তথাচ না খাইয়া "কলা চোর" যাহা বলে ভট্টাচার্য্যের কপালে তাহাই ঘটিয়াছে, এই বিপদে পড়িয়া দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন শ্রীযুত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের সভায় আসিয়া আত্ম নির্দ্দোষিতা নিবেদন করিয়া গিয়াছেন ইহাতে অনুমান হয় নগরীয় মান্যবরেরা তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করিবেন, "সৌবস্তিকত্বং বিভবা ন যেষাং, ব্রজান্তি তেষাং দয়সেন কস্মাৎ।"

## হিন্দু স্কুল।* ২০ জানুয়ারি ১৮৫৭। ১১৯ সংখ্যা

বর্ত্তমানকালে হিন্দু স্কুলের যেরূপ দুরাবস্থা দৃষ্ট হইতেছে তাহাতে বোধহয় বিদ্যালয় ত্বরায় প্রাণ ত্যাগ করিবে, শিক্ষা বিষয়ে বিশৃঙ্খল হইবায় ছাত্র শ্রেণী বিদ্যালয় ত্যাগ করিতেছেন, সম্প্রতি হিন্দু স্কুলে এতদ্দেশীয় অন্যূন ত্রিংশৎ ব্যক্তি স্বাক্ষরিত এক পত্র প্রেরিত হইয়াছিল শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ শ্রীযুত বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র, শ্রীযুত বাবু নীলমণি মতিলাল প্রভৃতি মান্যবরেরা ঐ পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন পত্রের মর্ম্ম এই যে পূর্ব্বে হিন্দু স্কুলে যেরূপ শিক্ষা দান হইত এই ক্ষণে তাহা না হইবায় বালকেরা বিদ্যাকষ্ট ভোগ করিতেছেন, বিদ্যাগারে যে সকল পুরাতন শিক্ষক আছেন তাঁহারদিগের বেতন হ্রাস করিবায় তাঁহারা শিক্ষাকার্য্যে মনোযোগ দেন না।

সর এডওয়ার্ড রাএন সাহেবের কর্ত্তৃত্ব সময়ে তিনি গুণিদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া বিদ্যালয় রাখিতেন কিন্তু এইক্ষণে ইয়ং সাহেব তাঁহার মতের সম্পূর্ণ বিপরীত পথে ধাবমান হইয়াছেন তিনি কেবল বিদ্যালয়ের ব্যয় হ্রাস করণে মনোনিয়োগ করিয়াছেন, হিন্দু কালেজ হইতে যে টাকা উৎপন্ন হয় তৎ সমুদায় ব্যয় হইলে অন্য বালক রাশিতে হিন্দু স্কুল পরিপূর্ণ হইয়া যাইত, এইক্ষণে হিন্দু স্কুলে ৫৫৬ জন ছাত্র বিদ্যাধ্যয়ন করিতেছেন তন্মধ্যে ষোড়শ জন বালক অবৈতনিক, বক্রী সাড়ে পাঁচ শত বালক দত্ত বেতন প্রতি মাসে দুই সহস্র দুই শত

---

* যাহাকে পূর্ব্বে হিন্দু কালেজ বলা হইত।

টাকা বিদ্যালয়ে জমা হইয়া ১২৯১ টাকা বিদ্যালয়ের ব্যয় হয়, বক্রী নয় শত নয় টাকা জমা থাকে যদি ঐ সকল জমা টাকা বিদ্যালয়ের উন্নতি পক্ষে ব্যয় করা হয় তবে বিদ্যালয় দিন ২ বৃদ্ধিশীল হইবে, হিন্দু স্কুলের অধ্যক্ষ মহামহিমেরা এতদ্বিষয়ে বিবেচনা করিবেন।

## বিজ্ঞাপন। ২২ জানুয়ারি ১৮৫৭। ১২০ সংখ্যা

দেশ বিদেশীয় সর্ব্বসাধারণ সভ্য মহাশয়গণকে বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে আগামি ২৪ জানুআরি শনিবার বেলা দুই প্রহর চারি ঘণ্টা কালে কলিকাতা নগরীয় কসাইটোলা ষ্ট্রিট তৃতীয় সংখ্যক ভবনে ভারতবর্ষীয় সভার বার্ষিক সভা হইবেক এতদ্দেশের মঙ্গল চিন্তক সভ্য লোকেরা নিয়মিতকালে তথায় উপস্থিত হইয়া স্বদেশের হিতাহিত বিবেচনা করিবেন।

## সংবাদ। ২২ জানুয়ারি ১৮৫৭। ১২০ সংখ্যা

অভিপ্রায়

পোলিস কর্ম্মচারিরা কি ২ নিয়মে কর্ম্ম নিষ্পাদন করিবেন কোন প্রকাশ্য বিধিতে তাহার মর্ম্ম লেখা থাকিবেক গবর্ণমেণ্ট এইরূপ অভিপ্রায় করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তর ডফ সাহেব

শ্রবণে সন্তুষ্ট হইলাম উক্ত মহামহিম সাহেব তৎপ্রতিষ্ঠিত অম্বিকা কালনার বিদ্যালয় দর্শনে গমন করিয়াছিলেন ঐ সময়ে আনুখাল দেশ বাসিরা সাহেবের নিকট আগমন করিয়া উক্ত স্থানে বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করিলেন, শ্রীযুত ব্যস্ত আছেন এই জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করিতে পারেন নাই, বিদ্যালয় স্থাপনোপযুক্ত উদ্যোগ হইতেছে, ত্বরায় বিদ্যাগার প্রতিষ্ঠিত হইবেক. ডফ সাহেব পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া কত দেশে যে বিদ্যা দান করিলেন তাহা বর্ণন দুষ্কর।

## সংবাদ। ২২ জানুয়ারি ১৮৫৭। ১২০ সংখ্যা

ডাক শোধন

পুর্ব্বে মফস্বলাঞ্চলীয় ডাক মুন্সিরা প্রত্যেক পত্র প্রেরণে প্রেরকের নিকট দুই পয়সা দর্শনী লইতেন এইক্ষণে ইংলিসম্যান পাঠে আহ্লাদিত হইলাম ডাক ইনস্পেক্টরদিগের সর্তক সতর্কতায় মফস্বলে সে নিয়ম রহিত হইয়াছে।

## সংবাদ। ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭। ১২৯ সংখ্যা

"লেডিনহাল ষ্ট্রীটের" কোন পত্রে জ্ঞাতা করে কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স মহাশয়দিগের নিকট ভারতবর্ষ হইতে বহু সংখ্যক দরখাস্ত প্রেরিত হইবায় উক্ত মহাশয়েরা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন ভবিষ্যতে এত আবেদন না যাইতে পারে তজ্জন্য কোন নববিধি প্রচার করিবেন।

## সংবাদ। ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭। ১৩১ সংখ্যা

### বারাকপুর

বারাকপুরে বাহিনীদিগের গোলযোগ নিবারণ হইয়া গিয়াছে, জেনেরেল হিয়রসে সাহেবের উপদেশে সিপাহিরা শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

## সম্পাদকীয়। ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭। ১৩২ সংখ্যা

### শ্রীযুত মহারাজ গোলাপ সিংহ *

সময়ে কি না হয়; এক সময়ে উক্ত সিংহ রাজা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীদিগের বেতনভোগীর অর্থাৎ লার্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুরের নিকট সামান্যের ন্যায় ছিলেন, এইক্ষণে সময় পাইয়া সিংহ দর্প প্রকাশ করিতেছেন, কোম্পানীরা বন্ধুভাবে তাঁহার স্থানে কিছু ঋণ চাহিয়াছিলেন তাহাতে উত্তর দিয়াছেন কোম্পানীদিগের নামাঙ্কিত খত পত্র প্রমাণে ঋণ প্রদান করিবেন না, যদি খতপত্রে শ্রীমতী মহারাজ্ঞী এবং ফ্রান্স রাজ্যেশ্বর ও আমেরিকা রাজ্যাধ্যক্ষ স্ব২ নাম লেখেন তবে কোম্পানিরা যত টাকা ঋণ চাহিবেন তাহাই প্রদান করিবেন, বাঙ্গালা ভাষার কথায় প্রকাশ আছে "সাত মোন তৈলও যুটিবে না, রাধার বিবাহও হইবেক না" মহারাজ্ঞী, ফ্রান্সরাজা এবং আমেরিকাধ্যক্ষও ঋণ পত্রে স্বাক্ষর করিবেন না ঋণ প্রদানও করিতে হইবেক না, গোলাপ সিংহ টাকার মানুষ কিসে হইয়াছেন? লার্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুরের অনুগ্রহে লাহোরে তাঁহার প্রবেশ হইয়াছিল এবং লাহোরীয় প্রধানদিগের পরস্পর কাটাকাটি সময়ে মহারাণী চন্দ্রাবতীকে ভয় মৈত্রী দেখাইয়া পাঁচশত শকটে লাহোরের সকল ধন জম্বু নগরে লইয়া গিয়াছেন, মহারাজ্ঞীর সহিত প্রতিজ্ঞা ছিল সমরসমাধা হইলে ঐ সকল ধন মহারাণীকে দিবেন, সরদার ছত্র সিংহ এবং রাজা শের সিংহের সাক্ষাতে মহারাণী চন্দ্রাবতীর সহিত এই সকল কথপোকথন হয় কিন্তু মহারাণী চন্দ্রাবতীর দুরবস্থা সময়ে সে ধন প্রদানের নাম মাত্রও করেন নাই, অর্থাভাবে মহারাণী সন্ন্যাসিনী হইলেন পরে মুলতানীয় সমর সময়ে ঐ সিংহ রাজা শের সিংহকে আশা ভরসা দিয়া দ্বাদশ তোপ ও কয়েক সহস্র সৈন্য সহিত জেনেরেল হুইক সাহেবের সৈন্যগণের পশ্চাৎ২ মুলতানে পাঠাইয়াছিলেন, রাজা শের সিংহের নিতান্ত বিশ্বাস ছিল গোলাপ সিংহ অর্থ দ্বারা সহায়তা করিবেন, পরে এক কপর্দ্দকও দিলেন না, তাহাতেই রাজা শের সিংহ হতোদ্যম হইয়া লার্ড গফ্ সাহেবের শরণাগত হইলেন, লার্ড ডেলহৌসি সাহেব গোলাপ সিংহের সাক্ষাতে যথার্থই বলিয়াছিলেন "তোমার মত মিছরির ছুরি কি আছে? তোমার মুখ ভাল, অন্তর কেবল গরল পরিপূর্ণ" এইক্ষণে তাহাই প্রকাশ হইল, সিংহ রাজা স্মরণ করুন যখন

* ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি।

কাশ্মীরাদি ক্রয় করিয়াছিলেন তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীদিগকে সমস্ত মূল্য প্রদান করিতে পারেন নাই, তাহাতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভৃত্যের নিকট খত লিখিয়া দিতে হইয়াছিল, যাঁহারদিগের স্থানে আপনি স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া খত লিখিয়া দিয়াছেন এইক্ষণে তাঁহারদিগের নামাঙ্কিত প্রতিজ্ঞা প্রমাণে অর্থ প্রদানে কেন সন্দেহ করেন? আর তাঁহার এ সংশয়ও নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, যদি কোম্পানিরাই ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন তবে কি মহারাণী বিক্‌টোরিয়া পুর্ব্ব রাজ্যে আসিবেন? ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীরাই ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছেন যদি ভারতবর্ষ ইংলণ্ড সিংহাসনের অধীন থাকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীরাই রাখিবেন, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীদিগের দল বলাপেক্ষা প্রবল কোম্পানি কি ইংলণ্ডে আছেন তাঁহারা আসিয়া ভারতবর্ষের কর্ত্তা হইবেন? কোম্পানি বাহাদুরদিগের এ দুঃসময় থাকিবেক না, পারস যুদ্ধেও জয়ী হইবেন, যেরূপে হয় অর্থ সংগ্রহও করিতে পারিবেন, কেবল কথাই রহিল জম্বুরাজ বন্ধু ব্যবহার করিলেন না, ইহাতে নালা কাটিয়া জম্বুরাজ্যে বাণজল প্রবেশ করাইলেন, আমরা নিশ্চিত বলিয়া রাখিলাম পারস যুদ্ধের পরেই ব্রিটিস তাম্বু জম্বু মুখে ধাবমান হইবেক, জম্বু রাজ্যেও ব্রিটিস পতাকা উঠিবে, সিংহ রাজাকেও ব্রিটিস রাজার বৃত্তিভোগী হইয়া প্রাণ ধারণ করিতে হইবেক।

## সংবাদ। ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭। ১৩৫ সংখ্যা

### হিন্দুরত্ন কমলাকর

গত মঙ্গলবারে ভাস্কর যন্ত্র হইতে উক্ত নামে এক সমাচার পত্র প্রচার হইয়াছে শ্রীযুত বাবু ধর্ম্মদাস মুখোপাধ্যায় এই পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা ইহার দোষগুণ বিষয়ে বিশেষ লিখিতে পারিলাম না, যাঁহারদিগের জ্ঞান যোগ হইয়াছে এবং গৌড়ীয় ভাষা লিখন পঠনে যাঁহারা অধিক পরিশ্রম করিয়াছেন তাঁহারাই দোষগুণ বিবেচনা করিবেন, আমরা এইমাত্র কহিতেছি ৺প্রাপ্ত রাজা রামমোহন রায়ের পরে গৌড়ীয় ভাষার সমাচার পত্রে কিম্বা কোন গ্রন্থে এ প্রকার পাকা লেখা প্রকাশ হয় নাই, মুখোপাধ্যায় বাবু স্বজাতীয় ধর্ম্ম রক্ষা সপক্ষে লেখনী চালন করিয়াছেন অতএব বিশিষ্ট বংশোদ্ভব মহানুভব হিন্দু মহাশয়গণকে অনুরোধ করিতে পারি হিন্দুরত্ন কমলাকর বাসাগারে; ক্রমে ২ দেখিতে পাইবেন হিন্দুরত্ন কমলাকর আবাল বৃদ্ধ বণিতাদি সকলের কমলাকর হইবে, আমরা এই পর্য্যন্তই লিখিলাম।

### হা কাশীনাথ তর্কালঙ্কার

মহামহোপধ্যায় অধ্যাপক কাশীনাথ তর্কালঙ্কার মহাশয় যিনি কলিকাতা নগরীর হাতিবাগানে অধ্যাপনা করিতেন তিনি ভৌতিক লীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

## সংবাদ। ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭। ১৩৬ সংখ্যা

### শকুন্তলা নাটক

গত পূর্ব্ব রবিবাসরীয় রজনীযোগে ৺প্রাপ্ত বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের বাসধামে শকুন্তলা নাটকের অনুরূপ প্রদর্শন হইয়াছিল, শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র ঘোষ এবং অন্যান্য কয়েকজন ভদ্র সভ্যেরা এই ব্যাপার নিষ্পন্ন করিয়াছেন, ঐ সভায় এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় অনেকে দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন কালিদাস কৃত শকুন্তলা নাটকে যেরূপ বর্ণন আছে, প্রদর্শনীয় সভায় চারু বাবু সুচারুরূপে সমুদায় সম্পন্ন করিয়াছেন বিশেষতঃ চন্দ্রবংশীয় মহারাজ দুষ্মন্ত বরে সঙ্গোপনে শকুন্তলার বিবাহান্তে উভয়ে যে রূপ শিষ্টাচার মিষ্টালাপ হইয়াছিল তাহা শ্রবণ দর্শনে দর্শক মহাশয়েরা পরম সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন তৎপরে দুষ্মন্ত রাজা স্বীয় শকুন্তলার পালক পিতা কণ্ব মহর্ষির কর্ণগত হয় তাহাতে যে ২ ঘটনা হইয়াছিল এবং শকুন্তলা শ্বশুরালয়ে গমন কালে চিরপ্রতিপাল্য বৃক্ষলতাদির নিকটে যে প্রকারে বিদায় প্রার্থনা করেন তাহাতে উপস্থিত সকলেই অশ্রুপাত করিয়াছেন, পরে শকুন্তলা মহারাজ দুষ্মন্তের নিকটে আত্ম পরিচয় প্রদান করিলে ভূপতি তাহাকে অপরিচিতা ব্যাখ্যা করেন, তাহাতে শকুন্তলা যে রূপ কারুণ্যোক্তি করিয়াছিলেন তাহা শ্রবণে প্রস্তর পর্য্যন্তও বিদীর্ণ হইয়া যায় এবং মধ্যে ২ সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণেও শ্রোতাগণ কর্ণেন্দ্রিয় সার্থকতা করিয়াছেন, শকুন্তলার উপাখ্যান যে প্রকার মধুর ভাবে পরিপূর্ণ কথিত নাটক মেলায় তাহার কোন অংশে ক্রটি হয় নাই, উপস্থিত মহাশয়েরা সকলেই হর্ষবিষাদ প্রকাশ করিয়াছেন, রঙ্গস্থল বহু মূল্য বসনাদি দ্বারা অচ্ছাদিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করাইয়াছে, যে সকল যুব সভ্যেরা নাটকীয় ব্যাপারে নাট্যবেশ ধারণ করিয়াছিলেন তাহারদিগের বেশভূষাদির অসাধারণ সৌন্দর্য্যে দেবভবন প্রকৃত দেবভবন তুল্য শোভায়মান হইয়াছিল, এতদ্দেশীয় যুবারা যে অল্প বয়ঃক্রমে এতাদৃশ হিতকর মহৎ ব্যাপার সকল প্রকাশ করিতেছেন ইহাতে আমরা পরমাহ্লাদিত হইলাম, এ দেশের যুবারা অর্থশালী হইলে রণ্ডে ভাণ্ডেই প্রাক সকল উড়াইয়া দেন, সুখ্যাতির কর্ম্মে এক কপর্দ্দক দানেও কৃপণতা করেন, সবান্ধব চারুচন্দ্র বাবু যে অজ্ঞানদিগের শিক্ষাদান কার্য্যে চারু দর্শন করাইলেন ইহাতে সর্ব্বত্র যশস্বী হইবেন।

## সংবাদ। ১৮ জুন ১৮৫৭। ২৯ সংখ্যা

### গাঙ্গার কি এত গুণ

আমরা গত সোমবার বেলা পাঁচ ঘণ্টাকালে ঢাকার এক পত্র পাইলাম, পত্র প্রেরক কোন ছাত্র লেখেন ঢাকার জজ সাহেব অদ্য বেলা দুই প্রহর দুই ঘণ্টা কালে

শ্রীহট্টের জজ সাহেবের এক পত্র পাইয়া কাছারী হইতে অমনি উঠিলেন আমলাগণকে কহিলেন তোমরা কাগজপত্রাদি সম্বরণ কর, শ্রীহট্টের জজ সাহেব লিখিয়াছেন সিপাহিরা কালেক্টরী ইত্যাদি লুঠ করিয়া ঢাকা মুখে চলিল ইহাতেই সকলে পলায়ন করিলেন সাহেবেরা নৌকা ভাড়া করিয়া পরিবারদিগকে বুড়ী গঙ্গার উপর ভাসাইয়া দিলেন, পত্র প্রেরক ছাত্র এই বিষয়ে আরো অনেক ব্যাপার লিখিয়াছেন কিন্তু তৎপরেই আমরা শ্রীহট্টের পত্র প্রাপ্ত হইলাম পত্র প্রেরক তাহাতে লিখিয়াছেন "শ্রীহট্টে সিপাহিদিগের কোন গোলযোগ নাই, এক ব্যক্তির বাড়ীতে অসম্ভব চুরী হইয়াছে, পোলিস দারোগা তস্কর ধরিতে পারেন নাই, একটা ভাঙ্গা বাক্স সহিত একজন মূর্খ লোককে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমক্ষে সমর্পণ করিয়াছেন" এই কারণ লিখিলাম "গাঞ্জার কি এত গুণ?" গাঞ্জা হইতেই সিপাহীরা নবাব খাঞ্জা খাঁর মত হইয়া উঠিয়াছিল অতএব গবর্ণমেণ্ট যেমন ছাপা যন্ত্রের মুখ চাপা দিলেন অমনি কিছুকাল আবকারি মহল বন্দ করুন, গাঞ্জা, মদ, চরসাদি যেন আর কেহ পায় না এক মাস কাল আবকারি মহল বন্দ করিলেই দেখিতে পাইবেন সবদিক পরিষ্কৃত হইয়াছে।

## সংবাদ। ১৮ জুন ১৮৫৭। ২৯ সংখ্যা

### অযোধ্যা বাদশাহের কি দুর্গতি

কোথা গেল সিংহাসন কোথা রাজ্যধন।
অবশেষে ভাগ্যে ছিল নিগড় বন্ধন॥

অযোধ্যার শ্রীযুক্ত বাদশাহ গোরা সৈন্য দ্বারা বেষ্টিত হইয়া কলিকাতার দুর্গের মধ্যে আসিয়াছেন, পরদিনে তাঁহার পরিবারাদি এবং সহচর লোকেরাও উক্ত দুর্গমধ্যে আবদ্ধ হইয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট সন্দেহ করিয়াছেন বাদশাহ সিপাহিদিগের কুমন্ত্রণার মুলীভূত হইয়াছিলেন তাঁহার প্রতি সন্দেহের এই কারণ মুল কারণ কিনা তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারিলাম না, জনরব এইরূপ একজন চাপরাশী আসিয়া দুর্গদ্বারের একজন প্রহরিকে কুমন্ত্রণা দিয়াছিল তাহাতে সিপাহী তাহাকে ধৃত করিয়া দিল ঐ চাপরাসির ফাঁসীর অনুষ্ঠান হইলে সে কহিল এ বিষয়ে আমার অপরাধ নাই, আমি অযোধ্যা বাদশাহের প্রেরিত হইয়া আসিয়াছি ইহা বলিয়া একখানা পত্রও দেখাইল ঐ পত্র দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট তাহার উদ্বন্ধন রহিত করিয়া তাহাকে কারাগারে রাখিলেন এবং ঐ দিবসীয় রাত্রিযোগে বাদশাহের বাসায় এক জাহাজ গোরা পাঠাইয়া দিলেন, পরদিন প্রাতঃকালে গোরা সৈন্যেরা বাদশাহকে দুর্গ মধ্যে লইয়া আসিল, গবর্ণমেণ্ট যে বিধান করিয়াছেন যিনি রাজবিপক্ষে কুমন্ত্রণায় থাকিবেন তাঁহাকে ফাঁসী দিবেন পরমেশ্বর উক্ত বাদশাহকে সে বিধান হইতে স্বতন্ত্র রাখিবেন কিনা তিনিই জানেন।

## গেল ২ ধর্‌ ২। ১৮ জুন ১৮৫৭। ২৯ সংখ্যা

এতদিন সিপাহীরা বড় গর্ব্ব করিয়াছিল ইংরাজ মারিয়া রাজ্য হরণ করিবে এইক্ষণে পলায়নের পথ দেখিতে পাইতেছে না, গবর্ণমেণ্ট চাণকীয় কয়েক পল্টন সিপাহির অস্ত্র শস্ত্রাদি কাড়িয়া লইয়াছেন তৎকালে গোরা সৈন্যেরা বন্দুক ধারণ-পূর্ব্বক তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া চতুর্দ্দিগে দণ্ডায়মান হইল এবং এই দুই দিগে শ্রেণী-পূর্ব্বক তোপ সকল সজ্জীভূত রহিল, সেনাপতি সাহেব সিপাহীদিগকে কহিলেন হয় তোমরা অস্ত্র শস্ত্রাদি পরিত্যাগ কর নতুবা এই তোপ গোলায় উড়িয়া যাও ইহতে সিপাহিরা কোন আপত্তি করিল না অস্ত্র শস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র রহিল, গবর্ণমেণ্ট তাহারদিগকে কর্ম্মচ্যুত করেন নাই, মাসে মাসে যে রূপ বেতন দিতেন সেইরূপ দিবেন, কলিকাতার সকল সিপাহির অস্ত্রশস্ত্রাদি কাড়িয়া লইয়াছেন এইক্ষণে সিপাহিরা ঘটি, কম্বল সম্বল সকল বিক্রয় করিয়া পলায়ন করিতেছে অতএব প্রজামণ্ডলে "গেল ২ ধর ২" শব্দ উঠিয়াছে।

## কি করিতে কি হইল। ১৮ জুন ১৮৫৭। ২৯ সংখ্যা

গত মঙ্গলবারে বর্দ্ধমান হইতে কয়েক লক্ষ টাকা লইয়া ২৫ জন সিপাহী রেলরোডে কলিকাতায় আসিয়াছিল, ট্রেজুরীতে টাকা দিয়া রসীদ লইয়া যখন যায় তখন গোরা সৈন্যেরা একেবারে তাহারদিগকে ঘেরিয়া ফেলিল এবং প্রত্যেক সিপাহি লক্ষে দুই ২ গোরা বন্দুক লক্ষ করিয়া কহিল "তোমরা অস্ত্রশস্ত্রাদি এইখানে রাখ নহিলে আমরা গুলি করি" সিপাহিরা কহিল "আমরা কি অপরাধ করিয়াছি কি দোষে অস্ত্রশস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিব" গোরা সৈন্যেরা তাহা শুনিল না, অস্ত্রশস্ত্রাদি কাড়িয়া লইয়া ছাড়িল, সিপাহিরা কহিল "কি করিতে আসিলাম কি হইয়া উঠিল? সেনাপতি সাহেবের নিকট যাইয়া কি উত্তর দিব।"

## সংবাদ। ২০ জুন ১৮৫৭। ৩০ সংখ্যা

নিম্নলিখিত সম্বাদ সকল গবর্ণমেণ্ট দিয়াছেন

রেওয়ার মহারাজ ব্রিটিস সাহায্যার্থে দুই তোপ ও দুইশত বাহিনী প্রেরণ করিয়াছেন ঐ সৈন্যেরা মেরজাপুর ও রেওয়ার মধ্যবর্ত্তী বিদ্রোহিদিগের দণ্ড করিবে।

বিদ্রোহি ভয়ে যে সকল প্রজা কাশী ত্যাগ করিয়া জৈনপুরে গিয়াছিল ব্রিটিস সৈন্যেরা পুনরায় তাহাদিগকে যথাস্থানে আনয়ন করিয়াছে।

অযোধ্যার অন্তঃপাতি সুলতানপুর স্থানে যে সকল রেজিমেণ্ট সৈন্য ছিল তাহারা দিল্লী পথে কুচ করিয়াছে।

ফতেপুরীয় যে সকল রাজকীয় লোক পলায়ন করিয়াছিলেন তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে বান্দায় পঁহুছিয়াছেন।

আজিমগড়ের ইউরোপি মনুষ্যদিগকে আনয়নার্থ একদল রাজ সৈন্য তথায় গিয়াছে। মেজাপুর নিস্তব্ধে আছে কোন গোলযোগ নাই।

নয়া গ্রামে যে গোলযোগ হইয়াছিল তাহা রাজোশ্বর ঘটিত নয়, হিন্দু সিপাহি-দিগের সহিত জবনবাহিনীদিগের বিবাদে ঐ গোল হইয়াছিল, সম্প্রতি তাহা নিবৃত্তি হইয়াছে, নাগোডের পোলিটিকেল আসিষ্টাণ্ট সাহেব উক্ত সৈন্যদিগকে সমর সজ্জার আদেশ করিয়াছেন।

ঝান্সিতে আর কোন গোলযোগ নাই, স্থানীয় ইংরাজেরা নির্ব্বিঘ্নে দুর্গ মধ্যে অবস্থান করিতেছেন, আক্ষেপের বিষয় এই যে বিদ্রোহিতাকালে কয়েকজন সৈন্যাধ্যক্ষ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

৮ জুন পর্য্যন্ত আগ্রা ও হেত্রাস নগর নির্ভয়ে ছিল, আলীগড়ে ৬ জুন পর্য্যন্ত কোন গোলযোগ হয় নাই।

যে সকল প্রজা ইচ্ছাপূর্ব্বক আগ্রা নগরীয় সৈন্যশ্রেণীতে নাম লেখাইয়াছে তাহারা ক্রমে ২ আলীগড়ের রাজসৈন্যদিগের সহিত মিলিতেছে ত্বরায় বিদ্রোহি মর্দ্দনে অগ্রসর হইবে।

দানাপুর ও পাটনার যে সম্বাদ আসিয়াছে তাহাতে বিদিত হইল উক্তস্থানদ্বয় নির্ব্বিঘ্নে আছে।

১৬ জুন দিবসে কলিকাতা পোলিস ও মেডিকেল কালেজের সিপাহিদিগকে নিরস্ত্র করা গিয়াছে, তাহারা এইক্ষণে বিনা অস্ত্রে পাহারা দিতেছে, দ্বিতীয় অনুজ্ঞাপর্য্যন্ত এইভাবেই থাকিবে।

### সেচ্ছুক সৈন্য

আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, কলিকাতা ও তদিতস্তত স্থান বাসি তিন শত মনুষ্য স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সৈন্যশ্রেণীতে নিযুক্ত হইয়াছেন, টৌন মেজর সাহেবের পুস্তকে তাঁহারদিগের নাম লেখা হইয়াছে, এই তিন শত ব্যক্তি রীতিমত যুদ্ধশিক্ষা করিতেছেন।

অযোধ্যা রাজের তিনজন মন্ত্রীও আবদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারদিগের নিকট বিদ্রোহিতা-ঘটিত পত্র ছিল।

### গাজীপুর

উক্ত স্থলে জনরব হইয়াছে স্থানস্থিত ৬৫ সংখ্যক সৈন্যদলকে নিরস্ত্র করা হইয়াছে কিন্তু এ সম্বাদ অলীক, উক্ত সিপাহিরা বিশেষ বিশ্বাসিত্ব রূপে রাজ কার্য্য করিতেছে। গাজীপুরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বিদ্রোহি হইয়াছে।

### চুণার

উক্ত স্থানীয় পত্রে জ্ঞাতা করে ন্যূনাধিক সহস্র ইংরাজ দুর্গ মধ্যে নির্ব্বিঘ্নে

অবস্থান করিতেছেন, শ্রেজাপুরের সিবিল ও মিলেটরিরা জাহাজযোগে চুণারে পহুঁছিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ যোগ্য

কলিকাতা নগরে এইক্ষণে অস্ত্র বিক্রয় বৃদ্ধি পাইয়াছে, প্রতিদিন অসংখ্য অস্ত্র বিক্রয় হইতেছে, সিপাহিরাও সে সকল কিনিতে পারে অতএব এ বিষয়ে রাজপক্ষের বিবেচনা আবশ্যক, এইক্ষণে অস্ত্র বিক্রয়ের যে প্রাদুর্ভাব হইয়াছে ইহাতে আমরা সন্দিগ্ধ হইয়াছি গবর্ণমেণ্ট ইহা বিবেচনা করিবেন, শুদ্ধ আমরাই সন্দিগ্ধ হইয়াছি এমত নহে। বিজ্ঞবর হরকরা সম্পাদক মহাশয়ও ১৮ জুন দিবসীয় পত্রে সংশয় জানাইয়াছেন।

উত্তর পশ্চিম দেশীয় কোন পত্রে জ্ঞাত করে বিদ্রোহি সিপাহিরা খোট্টা জাতির প্রতি কোন অত্যাচার করে না, বাঙ্গালি প্রভৃতি অপর জাতি দেখিতে পাইলেই তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব লুঠ করে, কয়েকজন বাঙ্গালি কোন গতিকে বিদ্রোহি হস্তে পতিত হইয়াছিলেন, দুষ্টেরা দর্শনমাত্রই দ্রব্যাদি কাড়িয়া লইল এবং প্রত্যেকের গলায় এক ২ কাষ্ঠ চাকতী (অর্থাৎ পাশ) বান্ধিয়া দিল ঐ কাষ্ঠ মধ্যে "কর দিয়া" এই কথাটি লিখিত আছে, তাহারা হিন্দুদিগকে আঘাত করে না, শুদ্ধ দ্রব্যাদি কাড়িয়া লইয়া ছাড়িয়া দেয়, খোট্টা দেখিলে কিছুই বলে না।

## সংবাদ। ২৭ জানুয়ারি ১৮৫৭। ১২২ সংখ্যা

দেশকুশল কীলালতৃষ্ণ শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

উক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় উত্তরপাড়া গ্রামে নিজ ব্যয়ে এক পুস্তকালয় নির্ম্মাণ করাইতেছেন ঐ গ্রন্থমন্দির প্রায় গ্রন্থন হইয়া উঠিল অল্প দিন মধ্যেই প্রস্তুত হইবেক, উক্ত মহাশয় পৃথিবীর প্রায় সকল খণ্ড হইতেই সংস্কৃত গ্রন্থ সকল আনয়ন করাইতেছেন, বাবু সঙ্কল্প করিয়াছেন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত যত গ্রন্থ পাইবেন সমস্ত আহরণ করিয়া গ্রন্থালয়ে রাখিবেন এবং প্রয়োজনীয় ইংরেজী পুস্তকাদিও থাকিবে, আর বাঙ্গালা ভাষার সমুদায় পুস্তক ও সকল ভাষার সমাচার পত্র সকল গ্রন্থালয়ে রাখিবেন পাঠকেরা যাহা চাহিবেন তাহাই পাঠ করিতে পাইবেন, বাবু এই পুস্তকালয় প্রস্তুত করণার্থ গবর্ণমেণ্টে সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন গবর্ণমেণ্ট উত্তর দিয়াছেন উপস্থিত মত পুস্তক দিয়া সাহায্য করিবেন, গৃহ প্রস্তুত করণের ব্যয় যদি কিঞ্চিৎ চাহেন তবে তাহাও দিতে প্রস্তুত আছেন, জয়কৃষ্ণ বাবু মুষ্টি ভিক্ষা স্বরূপ কিঞ্চিৎ ভিক্ষায় তুষ্টি জ্ঞান করিলেন না, পঞ্চ বিংশতি সহস্র মুদ্রার ন্যূন ব্যয়ে গৃহ কর্ম্ম সমাধা হইবেক না, গবর্ণমেণ্ট দুই এক সহস্র টাকা যদি দেন তাহাতে কত উপকার হইবেক? ধনেশ্বর বদান্যবর বাবু তাহা গ্রহণ করেন নাই, নিজ ব্যয়ে সমস্ত প্রস্তুত করিলেন ইহাতে জয়কৃষ্ণ বাবুর সাহসের এবং অর্থ দানের প্রশংসা কে

না করিবেন? ভূমাধ্যিকারিরা যিনি যাহা করুন বর্ত্তমান সময়ে সাধারণ মঙ্গল কার্য্যে জয়কৃষ্ণ বাবুর ন্যায় কেহ সদ্ব্যয় করেন নাই, ধন থাকিলে কি হয়, সৎকর্ম্মে ব্যয় না করিলে সে ধনে কোন ধনী ধনী গণ্য হইতে পারেন না, অনেকের ধন আছে এবং তাঁহারা অপকর্ম্মে ব্যয় করিতেও পারেন, বেশ্যালয়ে, দোল, দুর্গোৎসব, জগদ্ধাত্রী পুজা, শ্যামা পুজা, নন্দোৎসব, যাত্রা মহোৎসবাদি ব্যাপারে কত ব্যক্তি কত অপব্যয় করিতেছেন, সাধারণ মঙ্গল কার্য্যে এক পয়সা দিতেও মস্তক নত করেন, যে দিবস পৃথিবী হইতে গমন করিবেন সে দিনে তাঁহারদিগের প্রচুর ধন কোথায় থাকিবে, অনেকে নানা প্রকার অসদুপায়ে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন স্ত্রী পুত্রাদি সে সকল ধন উড়াইয়া দিয়াছেন, তাঁহারদিগের পিণ্ডদানের উপযুক্ত ব্যয় করেন নাই, ধনিগণ প্রতিদিন এই সকল দেখিতেছেন তথাচ কেমন কুহকে পড়িয়াছেন সৎকর্ম্মে ধনের কর্ম্ম করিতে পারেন না, বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সাধারণ কার্য্যে অকাতরে ধনের কর্ম্ম করিতেছেন অতএব আমরা পথ প্রদর্শক শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মত সৎকর্ম্মে ধন দিয়া সকলে ধনের কর্ম্ম করুন, অবশেষে প্রার্থনা করি দেশকুশল কীলালতৃষ্ণ জয়কৃষ্ণ বাবু দীর্ঘজীবী হইয়া কুশলে থাকুন।

শ্রীরামপুর

উক্ত স্থানবাসিরা ইংলিসম্যানে এক পত্র প্রচার করিয়াছেন সেই পাঠে বিদিত হইল শ্রীরামপুরীয় প্রজারা সমূহ কষ্ট পাইতেছেন, রাজপথ সকল নানাবিধ জঙ্গালে পরিপুর্ণ হইয়াছে, দ্রব্যাদি বিক্রেতারা ক্রয়কারকদিগের নিকট বস্তু বিক্রয় কালে যথেচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে এইরূপ অবিহিত কার্য্যে স্থানবাসিরা কষ্ট স্বীকার করিতেছেন, নিজ শ্রীরামপুরে ইণ্ডিয়া রাজ্যের ফ্রেণ্ড মহাশয় অবস্থান করিতেছেন তিনি শ্রীরামপুরীয় দুর্দ্দশা দৃষ্টে ভ্রম ক্রমেও স্বীয় পত্রে এতদ্বিষয়ের উল্লেখ করেন না ইহাই আশ্চর্য্য।

## সম্পাদকীয়। ৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭। ১২৫ সংখ্যা

### সরস্বতী পূজা

নগর বাহিরে সরস্বতী পুজার বিলক্ষণ আমোদ হইয়াছিল, বরাহনগর নিবাসি শ্রীযুত রায় মথুরানাথ চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা অনেকে বিদায়লাভ করিয়াছেন এবং রাত্রিযোগে নৃত্য গীতাদি সভায় নগরীয় মান্য লোকেরা গমন করিয়াছিলেন তাঁহারাও শ্রীযুত রায় চৌধুরী বাবুর শিষ্টাচার মিষ্টালাপে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, কাশীপুর নিবাসি শ্রীযুত বাবু প্রাণনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের বাটিতেও ব্রাহ্মণ ভোজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায়াদির সমারোহ হইয়াছিল, রাত্রিযোগে নৃত্য গীতাদি সভাতেও ভদ্র লোকেরা আমোদ করিয়াছেন, শ্রীযুত মহারাজ ভৈরবেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর বহুজন ব্রাহ্মণগণকে নানা প্রকার উপাদেয় দ্রব্যাদি দ্বারা মহাভোজ দিয়াছেন এবং নৃত্য গীতাদি দর্শন শ্রবণার্থ

এতদ্দেশীয় মান্য লোক সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তাহাতেও ভদ্রলোক মুখে প্রতিষ্ঠা-লাভে নরবর বাহাদুর পরম সন্তুষ্ট হইয়াছেন, অন্যান্য স্থলেও সরস্বতী পুজায় দর্শকেরা হর্ষলাভ করিয়াছেন, সরস্বতী পুজায় কোন স্থলে কোন ব্যাঘাত শুনা যায় নাই।

## রসরাজের যোগাবলম্বন। ৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭। ১২৫ সংখ্যা

সন ১২৪৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসের পঞ্চদশ দিন শুক্রবারে রসরাজ পত্রের জন্ম হইয়াছিল, এই ষোড়শ বর্ষীয় যুবা এতৎকাল মধ্যে ঘোরতর বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, বাঙ্গালা বা ইংরাজী কোন সমাচার পত্রে রসরাজের ন্যায় সাহসিক রূপে কেহ কোন প্রস্তাব লিখিতে পারেন নাই রসরাজ ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণাদি কাহাকেও ভয় করিতেন না, যাঁহার কোন দোষ দেখিতেন অক্ষোভে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া লিখিতেন, ইহাতে রসরাজের উপর কত বার কত ভয়ঙ্কর ব্যাপার গিয়াছে তথাচ রসরাজ কিছুতেই ভীত হন নাই, মহাবল বিপক্ষ দলকেও রণস্থলে হতবল করিয়াছেন, পুর্ব্বে রসরাজের অনেক বন্ধু ছিলেন তাঁহারাই অর্থ বলে সহায়তা করিতেন, তাঁহারাই সম্পাদককে সাহস দিয়া নাচাইয়া তুলিতেন, সে সকল বন্ধুগণ গিয়াছেন, রসরাজও ক্রমে ২ লক্ষ্যহীন হইয়া উঠিয়া-ছিলেন, এইক্ষণে তিনি লক্ষ্য করেন এমত বিপক্ষ প্রায় দেখিতে পাইতেন না, প্রবল দোষী সকল মধ্যে অনেকের মৃত্যু হইয়াছে যাঁহারা বর্ত্তমান আছেন তাঁহারাও প্রায় দোষ পথ পরিত্যাগ করিয়া সৎপথে আসিয়াছেন তবে রসরাজ আর কাহাকে লক্ষ্য করিয়া বীরত্ব প্রকাশ করিবেন? রসরাজের ভয়ে সকলেই শঙ্কাকুল ছিলেন, অনেকে ইহাই ভাবিতেন রসরাজ কখন কি লিখিয়া কাহার কি অখ্যাতি করিবে, অগ্রহায়ণ মাসের অষ্টাদশ দিবসীয় রসরাজে বিধবাবিবাহ সপক্ষে এক প্রস্তাব লিখিত হইয়াছিল তাহাতে বিধবাবিবাহ বিপক্ষ পক্ষীয় তাবৎ লোক বিরক্ত হইয়া উঠিলেন এবং সুপ্রিমকোর্টের উকীল কৌন্সেলিদিগের গৃহে ২ গণ্ডা ২ ইণ্ডাইট প্রস্তুত করাইলেন রসরাজ পত্র ভাস্কর যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হয়, ইহাতে বিপক্ষেরা রসরাজের সাহসিক লেখায় বারম্বার আমারদিগকেই সুপ্রিম কোর্টে নীত করিয়াছিলেন, আমরা রসরাজের জন্য বিস্তর ক্ষতি স্বীকার ও ক্লেশভোগ সহ্য করিয়াছি দুইবার কারাভোগ করিয়া দণ্ড দিয়া আসিয়াছি, উপস্থিত ইণ্ডাইট ঘণ্টেও আমারদিগকেই ঠেকিতে হইত, আমার বৃদ্ধাবস্থায় আসিয়াছি আর এ সকল ঝঞ্ঝাটে থাকিতে ইচ্ছা করি না, বিশেষত উপস্থিত ইণ্ডাইটি কাণ্ডে কলিকাতা নগরীয় তাবৎ প্রধান লোক ঐক্যবাক্য হইয়াছেন, যে সকল মান্যগণকে বন্ধু জ্ঞান করিতাম তাঁহারাও বিপক্ষ পক্ষে ঐক্যবাক্য হইয়া দুঃখালাপ করিতে লাগিলেন, এক রসরাজের জন্য ঐ সকল মান্যগণের মনোদুঃখ হইয়াছে ইহাও আমারদিগের আক্ষেপের বিষয়, যদিও আমারদিগের প্রতি সকলে স্নেহ করেন তথাচ তাঁহারদিগের মনে ২ এই দুঃখ ছিল আমরাই রসরাজে তাঁহারদিগের

বিপক্ষতা করি, আর বৃদ্ধাবস্থায় শত্রু বৃদ্ধি করিতে অভিলাষ রাখি না, আমারদিগের জীবনের অধিক সময় গিয়াছে অল্পকালে ঠেকিয়াছি এইক্ষণে সকলের সহিত মৈত্রিভাবে কাল কাটাইলেই সময় গুণ শোভা পায়, চতুৰ্দ্দিগে মহামেঘ দর্শন করিয়া বান্ধবগণকে জিজ্ঞাসা করিলাম এইক্ষণে কি করি ? সুপ্রিম কোর্টে যুদ্ধে যাই কি দেশস্থ প্রধানগণের মনোদুঃখ নিবারণের উপায় দেখি ? বিজ্ঞবর বান্ধবেরা পরামর্শ দিলেন আর কেন বিবাদ বিসম্বাদ, পৃথিবীতে রসরাজের কর্ম্ম শেষ হইয়া গিয়াছে রস ভঙ্গকালে বঙ্গ দর্শন ভাল দেখায় না অতএব রসরাজ সম্পাদককে অনুরোধ করিলাম তাঁহার বীরবরকে সম্বরণ করুন, ইহাতেই রসরাজ সম্পাদক রসরাজ সাজ সজ্জা সকল গঙ্গাতীরে পাঠাইলেন, রসরাজও যোগাবলম্বন করিলেন ষোড়শ বর্ষীয় যুবা অভিমন্যুকে যেমন সপ্তরথী মিলিয়া কাতর করিয়াছিলেন এতদ্দেশীয় ধন্য মান্য অগ্রগণ্য লোকেরাও সকলে একত্র হইয়া রসরাজকে সেইরূপ মহাশ্মশানে পাঠাইলেন, লাহোরীয় শেষ যুদ্ধে রাজা ছত্রসিংহ শের সিংহ অস্ত্র শস্ত্র সৈন্যাদি সহিত আসিয়া লার্ড গফ সাহেবের হস্তে আত্ম সমর্পণকালে কহিয়াছিলেন শীকেরা সমরে পরাভূত হন নাই, অর্থাভাবে ইংরাজদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন, রসরাজ পত্রও বীরতায় কাতরতা স্বীকার করিলেন না, কেবল বন্ধুবর্গের অনুরোধে অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া মহাশ্মশানে যোগাবলম্বন করিতে চলিলেন, হিন্দু জাতীয়া বিধবাদিগের কপাল ভাল নয়, তাহারদিগের অদৃষ্টে দুঃখ না থাকিলে বিধবা পক্ষ সমর দক্ষ এমত মহাবীর গঙ্গাতীরে শরীর গোপন করিতেন না, রসরাজ সর্ব্বসাধারণকে শেষ নমস্কার করিয়া অদ্য বিদায় হইলেন, এইক্ষণে তাঁহার দোষ গুণ বিষয়ে যাঁহার যাহা বলিতে হয় বলুন।

## রসরাজের শেষ বিদায়ী বক্তৃতা। ৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭। ১২৫ সংখ্যা

### শোকাপনোদন ও রসরাজ বিদায়

কুরুপক্ষ, পাণ্ডুপক্ষ উভয় পক্ষীয়-বাহিনী মধ্যে যখন শ্রীকৃষ্ণ বিমান সংস্থাপন করিলেন তখন ধনঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণকে কহিয়াছিলেন "নহি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদয়চ্ছোকমুচ্ছোষণ-মিন্দ্রিয়াণাম। অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধম্ রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্॥ অর্থাৎ আমি যদ্যপি পৃথিবীতে অতুল সম্পত্তিযুক্ত নিষ্কণ্টক রাজ্য আর দেবতাদিগের আধিপত্যও পাই তথাপি যে শোকেতে আমার ইন্দ্রিয় সকল শুষ্ক হইতেছে তাহা নিবারণের কোন উপায় দেখি না। আমরা এত কাল "আমরা ২" বলিতাম এইক্ষণে আর আমরা ২ বলিতে পারিতেছি না, যাঁহারদিগকে প্রাণাধিক বন্ধু জানিতাম এবং যাঁহারদিগকে আমরা জানিয়া "আমরা ২" লিখিয়াছি, যাঁহারা শঙ্কট সময়ে রক্ষা করিয়াছেন, দুঃখে দুঃখী হইয়াছেন, পীড়িত হইয়াছি ঔষধ পথ্য দিয়াছেন, যন্ত্রাগারে কি রাজদ্বারে যেখানে চাহিয়াছি সেইখানেই অর্থ দিয়া রক্ষা করিয়াছেন, সৎপরামর্শ দ্বারা সাহসে রাখিয়াছেন এইক্ষণে তাঁহারাই আমারদিগের

বিপক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন, সর্ব্বপ্রকারে যাঁহারদিগের অনুগ্রহে আমরা, আমরা ছিলাম তাঁহারাই যদি পক্ষান্তর হইলেন তবে আর আমরা, আমরা কে? একাকী আমি হইয়া পড়িয়াছি, অর্থাৎ এই বন্ধু বিচ্ছেদ শোক আমাকে মোহিত করিয়াছে, আমার সাহসিক স্বভাবকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, অভিলাষকে নিকটে আসিতে দেয় না, আমোদমূল পলায়নপর হইয়াছে, ইন্দ্রিয় সকল অচল হইয়া গিয়াছে, নয়নদ্বয় ছল ২ করিতেছে, এই বন্ধুবিচ্ছেদ রূপ শঙ্কট সময়ে শোক পরিহারের উপায় কি, যদি কুবের তুল্য ঐশ্বর্য্য এবং দেবরাজ রাজ্যও পাই তথাচ এ শোক নাশের সদুপায় হইবেক না, নিদারুণ শোক হৃদয় বিদারণ করিতেছে।

দেশমান্য অগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর, যাঁহার সদ্গুণগণ পরিগণনাকালে আমার প্রখরা লেখনীও পরিহার স্বীকার করে এবং শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর যিনি কনিষ্ঠ হইয়াও সর্ব্বাংশে ঐ জ্যেষ্ঠের ন্যায় বিশিষ্টচারে গৌরব গরিষ্ঠ হইয়াছেন এবং অন্যান্য মান্যবর দলপতি মহাশয়গণ যাঁহারা দান মানাদি সর্ব্বগুণে মান্যগণ্য ধন্যলাভ করিয়াছেন, ২৮ অগ্রহায়ণ দিবসীয় রসরাজ পাঠে তাঁহারা সকলেই আমার প্রতি অপ্রসন্ন হইয়াছেন, বাস্তবিক তাঁহারদিগের বিপক্ষে অন্তঃকরণেও কটাক্ষ লক্ষ্য করি নাই, তথাচ বন্ধু বিচ্ছেদ শোকে আমার ঘন২ দীর্ঘ নিশ্বাস হইতেছে, বান্ধবেরাই যদি বিপক্ষ হইলেন, বিশেষে আমার সর্ব্বাশ্রয় রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর যদি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন তবে আমি কি অবলম্বনে জীবন ধারণ করিব? তবে শোক সম্বরণের এই মাত্র উপায় দেখিতেছি রসরাজ বিদায়, রসরাজ হইতে সকলের মনোদুঃখ হইতেছে অতএব রসরাজকেই বিদায় দিলাম, ইহাতেও কি নির্ম্মলকুল সাধু-স্বভাব মহোদয়েরা প্রসন্নতা প্রদানে কৃপণ হইবেন, না, নীতিশাস্ত্রের অভিপ্রায় এ রূপ নহে "স্নেহচ্ছেদেপি সাধুনাং গুণানায়ান্তি বিক্রিয়াং। ভঙ্গেনাপি মৃণালানা মনুবধ্নন্তি তন্তবঃ" সাধুগণের স্নেহ সূত্র বিচ্ছিন্ন হইলেও গুণসূত্র স্নেহপাত্রকে পরিত্যাগ করে না, মৃণাল সকল ভঙ্গ হইলেও তন্তুস্তসূত্র আবদ্ধ করিয়া রাখে।

আমি প্রসন্নতা প্রার্থনা করি, সেই গুণ মহৌষধ হইয়া আমার চিত্তকে প্রবোধ দিয়া শোকসাগর হইতে উত্তীর্ণ করিবে, হে মহামহিম দলপতি মহাশয়েরা মহদ্গুণে আমাকে আমরা করিয়াছিলেন সেই মহদ্গুণ সহিত ক্ষমাদানে নিরাশ্রয় একাকী আমাকে পুনর্ব্বার আমরা করুন, আমি মহাশয়দিগের বিশেষতঃ পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের নিকট যে সকল উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি এ দেহে জীবন সঞ্চার থাকিতে তাহা ভুলিতে পারিব না, তাঁহার অনুরোধ প্রতিপালন সর্ব্বথা কর্ত্তব্য হইয়াছে।

এতদ্দেশীয় অনভিজ্ঞ লোকেরা অনেকে কুকর্ম্মে নিবিষ্ট হইয়াছিল তাহারদিগের দমনার্থ রসরাজ পত্র প্রকাশ হয় কিন্তু রসরাজহইতে আমরা বারম্বার নানাপ্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়াছি, ন্যূনাধিক বিংশতি সহস্র টাকা অপব্যয় দিয়াছি তাহাতে রসরাজ পরিত্যাগ জন্য অনেক

অনুরোধ করিয়াছিলেন তৎকালে তাহা শ্রবণ করি নাই, এইক্ষণে গৃহবিচ্ছেদ হইয়া উঠিল, রসরাজের প্রস্তাবে নগরীয় প্রধানেরা সকলেই বিরক্ত হইলেন এই কারণ আমারদিগের সর্ব্বাচ্ছাদক বন্ধু শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর কহিলেন যাহাতে সকলের মনোদুঃখ হয় এমত কাগজ রাখিয়া প্রয়োজন নাই এবং আমরাও পুর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম রসরাজ পরিত্যাগ করিব, ইত্যাদি নানা কারণে অদ্য রসরাজকে বিদায় দিলাম, পাঠক মহাশয়েরা আর রসরাজ দেখিতে পাইবেন না।

সমাচারোপহার

শ্রুত হইল ফ্রান্সজাতা বিখ্যাত নর্ত্তকী মেডিমসল রাসল, কলিকাতা নগরে আগমন কল্পনা করিয়াছেন, কিন্তু উক্ত স্ত্রীলোকের ভ্রাতা লিখিয়াছেন বিবি এইক্ষণে পীড়িতা হইয়া ইজিপ্‌ট নগরে অবস্থান করিতেছেন, আমরা এই সমাচারের সত্যতা বিশ্বাস করণে অক্ষম হইলাম।

## শ্রীমতী রাণী স্বর্ণময়ী। ৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭। ১২৬ সংখ্যা

উক্ত শ্রীমতী রাণী গত বৃহস্পতিবারে পঞ্চমী ব্রতোপলক্ষে প্রচুর দান করিয়াছেন, শ্রীমতীর মেজাপুরীয় উদ্যান বাটীতে অন্যূন আটশত ব্রাহ্মণ ভোজন হইয়াছিল, উক্ত পুণ্যবতী শ্রীমতীর দেওয়ান শ্রীযুত বাবু রাজীবলোচন রায় মহাশয় সাময়িক সর্ব্বপ্রকার উৎকৃষ্ট দ্রব্য আহরণ পুর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে আট-আট আনা দক্ষিণা দিয়া বিদায় করিয়াছেন, এতৎ কর্ম্মোপলক্ষে প্রায় পাঁচশত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রণ হইয়াছিল পাত্রভেদে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়েরা দ্বাদশ মুদ্রা উচ্চ বিদায় পাইয়াছেন, ছয়টাকা অবধি চার টাকা পর্য্যন্ত নিম্ন বিদায়ের নিয়ম হইয়াছিল, আবাহূত রবাহূতাদি সকলেই শ্রীমতীর ভূরি দানে তুষ্টিলাভ করিয়াছেন অদ্যাপিও উপস্থিত লোকদিগের জনতা নিবৃত্তি হয় নাই, এতদ্ব্যাপারে শ্রীমতী রাণীর অন্যূন ৬।৭ সহস্র টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে, আরো কত হইবে তাহা বলা যায় না, শ্রীমতী রাণী যেরূপ অতুল বিভবশালিনী পঞ্চমী ব্রত কর্ম্মে তদ্রূপ বহু দান করিবায় সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতেছেন।

## সমাচারোপহার। ৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭। ১২৭ সংখ্যা

শিহুড়ী

কয়েক দিবস অতীত হইল একজন মান্যব্যক্তি বিধবা বিবাহকারক শ্রীযুক্ত শ্রীহরি চক্রবর্ত্তীকে নিকটে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে অনেক সাহস প্রদান করিয়াছিলেন, চক্রবর্ত্তী ঐ মান্যবরের নিকটে বলিয়াছেন সংস্কৃত কালেজের পণ্ডিত শ্রীযুত তারানাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহাকে লোক দ্বারা বলিয়া পাঠাইয়াছেন "চক্রবর্ত্তী যদি বিধবা পরিণয় করিয়া

থাকেন তবে জ্ঞাতিদিগের উত্তেজনায় ভীত হইবেন না, বিধবাবিবাহ সপক্ষ মহাশয়েরা তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে সাহায্য প্রদান করিবেন" মান্য মহাশয়ের সহিত চক্রবর্ত্তীর এইরূপ কথাবার্ত্তার পরে চক্রবর্ত্তী বিদায় লইয়া স্বীয়ালয়ে যান, তাঁহার বাক্যে শিহড়ীবাসীরা সকলেই ভাবিয়াছেন চক্রবর্ত্তী নবভার্য্যাকে প্রাণান্তেও পরিত্যাগ করিবেন না।

## সমাচারোপহার। ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭। ১৩০ সংখ্যা

কলিকাতা বাসি কয়েকজন লোক গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত করিয়াছিলেন অর্দ্ধেক নগদ টাকা ও অর্দ্ধাংশ ৩॥০ পরসেণ্টি কাগজ লইয়া যদি গবর্ণমেণ্ট পাঁচ টাকা সুদি কাগজ প্রদান করেন তবে অনেকে কাগজ ক্রয় করিবেন, গবর্ণমেণ্ট এ আবেদনে অসম্মতি ব্যক্ত করিয়াছেন।

## সমাচারোপহার। ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭। ১৩১ সংখ্যা

ভাবি হাইকোর্টের বিরুদ্ধে যে আবেদন পত্র প্রস্তুত হইয়াছিল গত মেইলে তাহা বিলাত প্রেরণ হইয়াছে, আবেদন পত্রে যদিও বহু ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়াছেন তথাচ আর এক আবেদন পত্র ইংলিসম্যান যন্ত্রাগারে ও এক্সচেঞ্জ বাটীতে রহিয়াছে অন্যেরা তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

ব্রিটিস বাহিনীরা স্থানান্তর গমন কালে রাজপথে গোশকট দেখিতে পাইলে বলপুর্ব্বক লইয়া যায় এজন্য চেম্বর অব কমস গবর্ণমেণ্ট এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, গবর্ণর বাহাদুর উক্ত পত্রদৃষ্টে তাহা নিবারণ করিবেন।

## সংবাদ। ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭। ১৩৪ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন

শস্তা ডাকের গাড়ী

হিন্দুস্থান হার্স ডাক কোম্পানী

হেড অফিস মোং কলিকাতা রাধাবাজারের উপর পালক ইস্ত্রিট

৭ নং বাটী

মোং রানীগঞ্জ হইতে ৬গয়া ও ৬কাশীধামে ঘোড়ার ডাকের গাড়ীতে স্বল্প ব্যয়ে যাইতে যিনি ইচ্ছুক হয়েন তিনি উপরোক্ত আফিসে তত্ব করিলে বিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

গাড়ী প্রত্যহ রানীগঞ্জ হইতে যায় ও ৬কাশীধাম হইতে আইসে।

সহরঘাটী যাইতে ২ দিন লাগে ভাড়া ফি লোক ১৫ টাকা ও কাশীধাম যাইতে ৪ দিন লাগে ভাড়া ফি লোক ২৫ টাকা, এক মোণ দশ শের নিখরচায় লওয়া যায় ইহার অধিক লইলে ভাড়া লাগে।

# সর্ব্বশুভকরীপত্রিকা

রচনা-সংকলন

## সমাজ

### সর্বশুভকরী পত্রিকার উদ্দেশ্য। ভাদ্র ১৭৭২ শক। ১ সংখ্যা

নিতান্ত নির্ব্বোধ ব্যক্তিও বিনা প্রয়োজনে কোন বিষয়ের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না; অবশ্যই তাহার তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবার কোন অভিসন্ধি থাকে। এই নিমিত্ত কেহ কোন নূতন ব্যাপারে হস্তার্পণ করিলে ব্যক্তি মাত্রেই তাহার অভিপ্রায় পরিজ্ঞানার্থ সাতিশয় উৎসুক হয়েন। সুতরাং সকল বিষয়ের সমারম্ভেই স্ব স্ব উদ্দেশ্য নির্দ্দেশ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অতএব আমরা কি অভিপ্রায়ে এই সর্ব্বশুভকরী পত্রিকার প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম প্রথমতঃ তাহাই প্রস্তাবিত হইতেছে।

আমরা কয়েকজন বন্ধু এক মতাবলম্বী হইয়া গত ফাল্গুন মাসে সর্ব্বশুভকরী নামে এক সভা স্থাপন করিয়াছি। সভা সংস্থাপনের মুখ্য অভিপ্রায় এই যে, বহুকালাবধি আমাদিগের দেশে কতকগুলি কুরীতি ও কদাচার প্রচলিত আছে তদ্দ্বারা এতদ্দেশের বিষম অনিষ্ট ঘটিতেছে ও কালক্রমে সর্ব্বনাশ ঘটিবারও সম্ভাবনা আছে। যাহাতে এই সমস্ত কুরীতি ও ও কদাচার চিরদিনের নিমিত্ত হতাদর দূরভূত হয় সাধ্যানুসারে তদ্বিষয়ে যত্ন করা যাইবেক। কিন্তু এই সংকল্পিত অসাধ্যসাধন বিষয়ে সর্ব্বশুভকরী কত দূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন তাহা জগদীশ্বর জানেন। আমরা এই যে দুঃসাধ্য মহৎ ব্যাপারে হস্তার্পণ করিবার মানস করিয়াছি পত্রিকা প্রচার তৎসমাধানের এক প্রধান উপায় বোধ হওয়াতে এই পত্রিকা প্রচার করিতে আরম্ভিলাম। এবং ইহাকে সভার প্রতিরূপ স্বরূপ বিবেচনা করিয়া তদীয় সর্ব্বশুভকরী নাম দ্বারাই ইহার নামকরণ করিলাম।

কি প্রাচীন কি নব্য উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরি স্বীকার করা উচিৎ যে কৌলিন্য-ব্যবস্থা, বিধবাবিবাহপ্রতিষেধ, অল্প বয়সে বিবাহ প্রভৃতি যে কতিপয় অতি বিষম অশেষদোষাকর কুৎসিৎ নিয়ম প্রচলিত আছে তৎসমুদায় নিরাকৃত হইলে এতদ্দেশের অনেক দুরবস্থা মোচন ও মঙ্গল লাভ হইতে পারে। উল্লিখিত বিষয় সমূহ দ্বারা কতপ্রকার অনিষ্ট ঘটিতেছে ইহা প্রায় সকল লোকেরি হৃদয়ঙ্গম আছে। এবং এই পত্রিকাতেও ক্রমে ক্রমে তৎসমুদয় সবিস্তর প্রকটিত করা যাইবেক অতএব এস্থলে তদুল্লেখ বাহুল্য মাত্র।

অনেকেই এই আশঙ্কা করিতে পারেন প্রচলিত দেশাচারাদি বিষয়ে এতদ্দেশীয় লোকের যেরূপ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আছে তাহাতে তন্নিবারণবিষয়িণী চেষ্টা কোন ক্রমেই সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। আমরাও এই আশঙ্কাকে নিতান্ত অমূলক জ্ঞান করি না যেহেতু আমাদিগের দেশীয় মহাশয়েরা প্রচলিত রীতি ও দেশাচার পরিচালনার্থে নিতান্ত ন্যায় বিরুদ্ধ

ও শাস্ত্রবহির্ভূত কর্ম্মের অনুষ্ঠানেও পরাঙ্মুখ নহেন। এবিষয়ে একমাত্র উদাহরণ প্রদর্শিত হইলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারিবেক।

মন্বাদি প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র অস্মদ্দেশে ঈশ্বরবাক্য স্বরূপ গণ্যমান্য। ঐ সকল শাস্ত্রে আদেশ আছে, দশবৎসর অতীত না হইতেই কন্যার বিবাহ দিবেক। যদি বিবাহের পুর্ব্বে কন্যা গর্ভাধানযোগ্যদশাপন্না হয় তাহা হইলে দাতা পরিগ্রহীতা উভয়েই নরকগামী হয়েন। এবং উভয়েরই পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ তিন পুরুষ বিষ্ঠায় জন্মগ্রহণ করেন। অতএব শাস্ত্রানুসারে গর্ভাধানযোগ্য দশা উপস্থিত হইবার পুর্ব্বেই কন্যা দান করা বিধেয়। কিন্তু প্রধান প্রধান কুলীন মহাশয়েরা বল্লালসেন প্রতিষ্ঠিত বিধি প্রতিপালনানুরোধে অনায়াসেই ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি লঙ্ঘন করিয়া থাকেন। স্বয়ং নিরয়গামী হইবেন, এবং পুর্ব্বপুরুষত্রয়কেও বিষ্ঠার কৃমি করিবেন তথাপি অকিঞ্চিৎকর লৌকিক কৌলিন্য ব্যবস্থার ব্যতিক্রম করিতে সম্মত হইবেন না।

এরূপ লোকেব ভ্রান্তি দূর এব· কুসংস্কার বিমোচন করা কোনক্রমেই সহজ কর্ম্ম নহে। কিন্তু আমাদিগের মনে মনে এই সাহস আছে, যিনি যে বিষয়ে যত রত হউন না কেন ঐ বিষয় অধর্ম্মহেতু ও অশেষ অনিষ্টজনক ইহা প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিযা বাবস্থার প্রদর্শন করিলে তিনি তাহা হইতে বিরত হইবেন সন্দেহ নাই।

আমাদিগের দেশের লোকে ধর্ম্মশাস্ত্রে কত আস্থা করেন তৎপ্রদর্শনার্থ মাত্র এস্থলে এ বিষয়ের উল্লেখ করা গেল, নতুবা ইহা কোন ক্রমেই আমাদিগের অভিমত ও উদ্দেশ্য নহে যে দশ বৎসর মধ্যেই কন্যার পাণিগ্রহণ সংস্কার সমাধান করিতে হইবেক, বরং অল্পবয়সে বিবাহ দিবার কত দোষ, তাহা এইবারেব পত্রিকাতেই প্রয়োগ প্রদর্শন পুর্ব্বক প্রতিপন্ন করা হইবেক।

আমরা যেমন দেশীয় লোকদিগেব চিত্তক্ষেত্র হইতে বহুকালের বদ্ধমূল কুসংস্কার উন্মূলন করিবার নিমিত্ত অশেষ প্রকারে প্রয়াস পাইব সেইরূপ মধ্যে মধ্যে পুরাবৃত্ত, ভূগোলবৃত্তান্ত ও পদার্থবিদ্যাবিষয়ক এক এক প্রস্তাবও এই পত্রিকায় প্রকাশ করিব। যেহেতু পুরাবৃত্তাদি পাঠে লোকের কুসংস্কার বিমোচন করিব। যেহেতু পুরাবৃত্তাদি পাঠে লোকের কুসংস্কার বিমোচন ও জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন প্রভৃতি অশেষ উপকার জন্মে।

পুরাবৃত্তকে নীতিশাস্ত্রের প্রধান শাখা স্বরূপ জ্ঞান করা উচিত। পুরাবৃত্তপাঠে নীতিশাস্ত্রানুশীলনের সমুদয় ফল পাওয়া যায়, বরং নীতিশাস্ত্রে যে সমস্ত হিতোপদেশ আছে পুরাবৃত্ত লব্ধ হিতোপদেশ তদপেক্ষায় সমধিক ফলোপধায়ক সন্দেহ নাই। যেহেতুক নীতিশাস্ত্রে কর্ম্মবিশেষ অকর্ত্তব্য বলিয়া তদনুষ্ঠানের প্রতিষেধকমাত্র থাকে কিন্তু প্রতিষিদ্ধ বিষয় যদি আপাততঃ মধুর বোধ হয় তবে উহা পরিণামে বিরস হইবেক কিনা তাহা গণনা না করিয়া লোকে অনায়াসে সেই বিষয়ে ব্যাসক্ত হয়। পুরাবৃত্ত পাঠ করিলে সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায় যখন যে ব্যক্তি কোন অকর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছে তখনি তাহার

বিপদ ও দুরবস্থা ঘটিয়াছে, সুতরাং তাদৃশ দোষদূষিত বিষয় সর্ব্বপ্রকারে অভিলষণীয় হইলেও নিশ্চিত বিপৎপাত সম্ভাবনায় কোন ক্রমেই তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে সাহস হয় না। কেবল উপদেশে সৎপথে চলে এমত লোক অতি বিরল।

ইহা সকলেই অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, মনুষ্য মাত্রেই পুরাবৃত্ত পাঠ দ্বারা স্ব স্ব ব্যবসায় ও অবস্থানুরূপ সদুপদেশ লাভ করিতে পারেন পুরাবৃত্ত পাঠে জ্ঞান পরিপাক, সৎকর্ম্মানুষ্ঠান প্রবৃত্তি, ও প্রতিষ্ঠালাভ বাসনা জন্মে; এবং আনুষঙ্গিক বিবিধ বিষয়ের অনুশীলন সহকারে অন্তঃকরণেরও অপর্য্যাপ্ত প্রীতিলাভ সম্পন্ন হয়। বিশেষতঃ যাঁহারা রাজ্যশাসন সম্পর্কীয় ব্যাপারে লিপ্ত থাকেন পুরাবৃত্তপাঠ তাঁহাদের পক্ষে অনন্ত ফলপ্রদ; কারণ কি সূত্রে কোন্ রাজ্যের প্রথম উদ্ভব হইয়াছিল; কি কি উপায়ে কোন্ রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল; কি দোষেই বা কোন্ রাজ্যের উচ্ছেদ হইয়াছিল; কিরূপ রাজ্য শাসন প্রণালী প্রজাদিগের সুখ সমৃদ্ধি বিধায়িনি হয়; কিরূপ প্রণালীই বা তাহাদিগের পক্ষে অশুভদায়িনী হয়; এই সমস্ত বিষয়ের বিশিষ্ট রূপ জ্ঞান না থাকিলে কোন্ ব্যক্তি রাজকার্য্য নির্ব্বাহে কৃতকার্য্য হইতে পারে? আর পুরাবৃত্ত ব্যতিরেকেই বা কোন্ শাস্ত্রে ঐ সমস্ত গুরুতর বিষয়ের তাদৃশ জ্ঞান লাভ সম্ভাবনা আছে? আর মনুষ্য দেশাচারাদি দোষে যে অশেষ বিষম কুসংস্কারে অভিভূত থাকে পুরাবৃত্ত পাঠ ভিন্ন তন্নিরাকরণের তাদৃশ ফলোপধায়ক উপায় কিছুমাত্র নাই। যেহেতু পুরাবৃত্তের অনুশীলন করিলে বিভিন্নদেশীয় বিভিন্ন রীতিনীতি আচার ব্যবহার বিষয়ক জ্ঞান লাভ হয়, এবং তদ্দ্বারা স্বদেশীয় কুৎসীৎ রীতি নীতি প্রভৃতি সংশোধনের বাসনা ও ক্ষমতা জন্মে।

মহোপকারক পুরাবৃত্ত পাঠ বিষয়ে ভূগোল বিদ্যার যে মহীয়সী উপযোগিতা আছে, তদ্ব্যতিরিক্ত উক্ত বিদ্যানুশীলন দ্বারা আরো ভূরি ভূরি উপকার লাভ সম্ভাবনা। পৃথ্বি পঞ্চাশৎ কোটি যোযন বিস্তীর্ণা, সমাকারা, স্থিরা সপ্তদ্বীপে বিভক্তা; এক এক দ্বীপ যথাক্রমে এক এক সমূদ্রে বেষ্টিত; ঐ সকল সমূদ্র যথাক্রমে লবণবারি, ইক্ষুরস সুরা, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, স্বাদুজলময়া অনন্তদেব ঐ প্রকার পৃথিবীকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া আছেন। মহামান্য ভাগবতাদি পুরাণ শাস্ত্রে আমারদিগের অনুষ্ঠানভূতা পৃথিবীর এই বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরিশুদ্ধ ভূগোলবিদ্যার অনুশীলন বিরহে অদ্যাপি এই অযৌক্তিক অপ্রামাণিক মতে অস্মদ্দেশীয় সর্ব্বাসাধারণ লোকের সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা আছে। সম্প্রতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রজ্ঞাবল, প্রযত্ন, ও পরিশ্রম দ্বারা ভূগোলবিদ্যার বিশিষ্টরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। আর এখন পৃথিবী তাদৃশ বিস্তারবতী, সমাকারা ও স্থিরা নাই; অর্ণবপোত আরোহণ করিয়া অল্পকালেই উহাকে প্রদক্ষিণ করিতে পারা যায়; এক্ষণে বর্ত্তুলাকার ধারণ করিয়াছে ও পূর্ব্ববৎ স্থিরা না থাকিয়া অবিশ্রামে ৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ডে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। সূর্য্যের আকর্ষণ ভিন্ন আর উহার কিছুমাত্র অবলম্বন নাই। ইক্ষুরস, সুরা, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, ও স্বাদুজলময় ছয় সমুদ্র একেবারেই অন্তর্হিত হইয়াছে। অস্মদ্দেশের অতি প্রধান মহামহোপাধ্যায়

মহাশয়েরাও এই সকল বিষয়ের বিন্দু বিসর্গ জানেন না। অতএব মধ্যে মধ্যে পরিশুদ্ধ ভূগোলবিদ্যাবিষয়ক প্রস্তাব লিখিত হইলে অশেষ উপকার সম্ভাবনা সন্দেহ নাই।

পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন শাখার অনুশীলন করিলে যে অশেষ উপকার জন্মিতে পারে তাহা বর্ণনাতীত। চন্দ্র অত্রিমুনির নয়নোৎপন্ন জ্যোতিঃ পদার্থ; সূর্য্যদেব একচক্র রথে আরূঢ় হইয়া যথানিয়মে প্রতিদিন পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ কবিতেছেন, রাহুনামা অসুর চন্দ্র ও সূর্য্যের বিপক্ষতায় অমৃত পানে বঞ্চিত হইয়াছিল, এই নিমিত্ত ক্রোধভবে অদ্যাপি মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে গ্রাস করে, বজ্র দধীচি মুনির অস্থিবিনির্ম্মিত, সমুদায় নদ, নদী, গিরি, সাগর অরণ্য প্রভৃতি অচেতন পদার্থ এক এক দেবতা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত, অনন্তদেবের শিরঃপরিবর্ত্তনকালে ভূমিকম্প হয়, ইত্যাদি অশেষ দোষাকব কু-সংস্কার কণ্টকে এতদ্দেশীয় লোকের চিত্তক্ষেত্র বিসঙ্কুল আছে। পদার্থবিদ্যার অনুশীলন আরম্ভ হইলে তত্তৎপদার্থের স্বরূপ প্রকৃতি ও তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যাইবেক, এবং তন্মূলক কুসংস্কাব সকলও এককালে লয় প্রাপ্ত হইবেক, যাবতীয় জীব জন্তুর স্বরূপ জানিতে পারিলে আব কোন্ ব্যক্তি জন্তু বিশেষকে পূজ্য, নমস্য ও আদরণীয় জ্ঞান কবিবেক? আর শালগ্রামশিলাব স্বরূপ পবিজ্ঞান হইলে কেই বা উহাকে জগদীশ্বরেব প্রতিকপ বলিয়া অঙ্গীকার ও আরাধনা কবিতে লজ্জা বোধ করিবেক না।? পদার্থবিদ্যাব আলোক সঞ্চার হইলে লোক মাত্রেই এই অনির্ব্বচনীয় অতি প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড বচনাব চমৎকাবিত্ব ও অলৌকিক কৌশল অবগত হইয়া সেই সর্ব্ব-শক্তিমান্, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বনিয়ন্তা ও সর্ব্বেশ্বরেব অনন্ত শক্তি, অচিন্ত্য বৈভব, অপ্রতিহত প্রভাব ও অপার মহিমা বুঝিতে পাবিবেক।

অশেষ দোষদূষিত দেশাচারমূলক কুসংস্কাবেব সমূলে উন্মূলন কবা সর্ব্বশুভকবীর প্রধান উদ্দেশ্য স্থির হইল। তদ্ভিন্ন সুরাপান ও লাম্পট্য এই যে দুই কদাচাব প্রচলিত আছে তন্নিবারণ বিষয়েও সর্ব্বশুভকবী সর্ব্বদা যত্নবতী থাকিবেন। সুরাপান ও লাম্পট্য, জ্ঞানসম্পন্ন বুদ্ধিজীবী জীবেব কার্য্য নহে একান্ত পশুধর্ম্মাক্রান্ত না হইলে তাদৃশ কুৎসীত বিষয়ে বত হয় না। এতদ্ব্যতিরিক্ত আরো অনেক কদাচার ও কুরীতি আছে, সময়ে সময়ে তৎসমুদায়ের দোষপ্রদর্শন ও সংশোধন বিষযেও সর্ব্বশুভকরী পরান্মুখ হইবেন না।

এইরূপ দেশের, সম্প্রদায় বিশেষের ও ব্যক্তি বিশেষের আচার ব্যবহার ও রীতি-নীতি বিষয়ক দোষ প্রদর্শন কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া সর্ব্বশুভকবী কাহার প্রিয় হইবেন? কে ইহার আদর করিবেক? বাস্তবিক দোষপ্রদর্শন কার্য্যের ভার লইয়া কে কোন্ কালে কাহার আদরণীয় হইয়াছে? তাদৃশ ব্যক্তি সকলেরই অপ্রিয়, সকলেই তাহাকে শত্রু বলিয়া দ্বেষ ও অকারণে পরনিন্দক বলিয়া ঘৃণা করে। কিন্তু দোষদর্শকতা যদিও আপাত দৃষ্টিতে মৎসরের কার্য্য বলিয়া বোধ হউক, অভিনিবেশ পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবেক দোষদর্শক ব্যক্তি দোষ দর্শাইয়া অকাবণ মিত্রের কার্য্য করেন। তিনি আমাদিগের সদোষ কার্য্যের দোষ ধরিয়া দিয়া অন্বয়মুখে অসাধু ব্যবহারের শোধন করেন ও ব্যতিরেক-

মুখে সাধু ব্যবহারের উপদেশ দেন। অতএব যদিও কেহ কেহ সর্ব্বশুভকরীকে আপাততঃ পরনিন্দা পরায়ণা বোধ করেন করুন; পরিণামে ইনি সর্ব্বলোকের পরম মিত্র রূপে পরিগৃহীতা ও আদরণীয়া হইবেন সন্দেহ নাই।

আমারদিগের উদ্দেশ্য অত্যুন্নত ও অত্যন্ত গুরু, কোন ক্রমেই অস্মাদৃশ লোকের পক্ষে সহজ ও সুসাধ্য নহে; কিন্তু আমরা মনে মনে এই সাহস করিয়াছি, আলস্য বিমুখ ও যত্নবান্ হইয়া তৎসাধন বিষয়ে যত্নবান হইলে অন্ততঃ আংশিকী সিদ্ধিও সম্ভাবিতে পারে। আর যদিও কার্য্যবিপাকবশে অথবা ক্ষমতার অসদ্ভাব দোষে একান্তই কৃতকার্য্য হইতে না পারি; তথাপি অপরিতৃপ্ত চিত্তকে এই বলিয়া প্রবোধ দিতে পারিব, শ্রেয়ঃসাধন বোধে যে বিষয়ে হস্তার্পণ করিয়াছিলাম নিতান্ত নিরুপায় না হইয়া তাহা হইতে ক্ষান্ত হই নাই। আমরা লাভাকাঙ্ক্ষা অথবা প্রতিষ্ঠামৃগতৃষ্ণায় এই দুরূহ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতেছি না, কেবল স্বদেশের মঙ্গলার্থেই এই অধ্যবসায়ারূঢ় হইলাম।

পরিশেষেও সর্ব্বসাধারণ সন্নিধানে বিনয় বচনে প্রার্থনা করিতেছি সকলে স্ব স্ব সাহায্য বিতরণ দ্বারা আমাদিগের প্রয়াস সকল সর্ব্বশুভকরীকে দীর্ঘজীবিনী করুন।

## বাল্যবিবাহের দোষ। ভাদ্র ১৭৭২ শক। ১ সংখ্যা

অষ্টমবর্ষীয় কন্যাদান করিলে পিতামাতার গৌরীদানজন্য পুণ্যোদয় হয়, নবমবর্ষীয়াকে দান করিলে পৃথ্বী দানের ফল লাভ হয়; দশমবর্ষীয়াকে পাত্রসাৎ করিলে পরত্র পবিত্রলোক প্রাপ্তি হয় ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্রপ্রতিপাদিত কল্পিত ফলমৃগতৃষ্ণায় মুগ্ধ হইয়া পরিণাম বিবেচনা পরিশূন্য চিত্তে অস্মদ্দেশীয় মনুষ্য মাত্রেই বাল্যকালে পাণিপীড়নের প্রথা প্রচলিত করিয়াছেন।

ইহাতে এ পর্য্যন্ত যে কত দারুণ অনর্থ সঙ্ঘটন হইতেছে, তাহা কাহার না অনুভব গোচর আছে? শাস্ত্রকারেরা এই বাল্যবিবাহ সংস্থাপনা নিমিত্ত এবং তারুণ্যাবস্থায় বিবাহ নিষেধার্থ স্ব স্ব বুদ্ধি কৌশলে এমত কঠিনতর অধর্ম ভাগিতার বিভীষিকা দর্শাইয়াছেন, যদ্যপি কোন কন্যা কন্যাদশাতেই পিতৃগৃহে স্ত্রীধর্ম্মিণী হয়, তবে সেই কন্যা পিতৃ মাতৃ উভয় কুলের কলঙ্কস্বরূপা হইয়া সপ্ত পুরুষ পর্য্যন্তকে নিরয়গামী করে, এবং তাহার পিতা মাতা যাবজ্জীবন অশৌচগ্রস্ত হইয়া সমস্ত লোকসমাজে অশ্রদ্ধেয় ও অপাঙ্‌ক্তেয় হয়।

ইহাতে যদিচ কোন সুবোধ ব্যক্তির অন্তঃকরণে উক্ত বিধির প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধি জন্মে তথাপি তিনি চিরাচরিত লৌকিক ব্যবহারের পরতন্ত্র হইয়া স্বাভীষ্ট সিদ্ধি করিতে সমর্থ হন না। তাঁহার আন্তরিক চিন্তা অন্তরে উদয় হইয়া ক্ষণপ্রভার ন্যায় ক্ষণমাত্রেই অন্তরে বিলীন হইয়া যায়।

এইরূপে লোকাচার ও শাস্ত্রব্যবহারপাশে বদ্ধ হইয়া দুর্ভাগ্য বশতঃ আমরা চিরকাল

বাল্য বিবাহনিবন্ধন অশেষ ক্লেশ ও দুরপনেয় দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছি। বাল্যকালে বিবাহ হওয়াতে বিবাহের সুমধুর ফল যে পরস্পর প্রণয় তাহা দম্পতিরা কখন আস্বাদ করিতে পায় না, সুতরাং পরস্পরের প্রণয়ে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করণ বিষয়েও পদে পদে বিড়ম্বনা ঘটে, আর পরস্পরের অত্যন্ত অপ্রীতিকর সম্পর্কে যে সন্তানের উৎপত্তি হয় তাহাও তদনুরূপ অপ্রশস্ত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। আর নব-বিবাহিত বালক বালিকারা পরস্পরের চিত্ত-রঞ্জনার্থে রসালাপ বিদগ্ধতা বাক্‌চাতুরী কামকলাকৌশল প্রভৃতির অভ্যাস করণে ও প্রকাশ-করণে সর্ব্বদা সযত্ন থাকে, এবং তত্তদ্বিষয়ে প্রয়োজনীয় উপায়পরিপাটী পরিচিন্তনেও তৎপর থাকে, সুতরাং তাহাদিগের বিদ্যালোচনার বিষম ব্যাঘাত জন্মিবাতে সংসারের সারভূত বিদ্যাধনে বঞ্চিত হইয়া কেবল মনুষ্যের আকারমাত্রধারী, বস্তুতঃ প্রকৃত রূপে মনুষ্য-গণনায় পরিগণিত হয় না।

সকল সুখের মূল যে শারীরিক স্বাস্থ্য তাহাও বাল্যপরিণযপ্রযুক্ত ক্ষয় পায়, ফলতঃ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অস্মদ্দেশীয লোকেবা যে শারীবিক ও মানসিক সামর্থ্যে নিতান্ত দরিদ্র হইযাছে কারণ অন্বেষণ করিলে পবিশেষে বাল্য বিবাহই ইহাব মুখ্য কারণ নির্ধাবিত হইবেক সন্দেহ নাই।

হায! জগদীশ্বব আমাবদিগকে এ দুববস্থা হইতে কত দিনে উদ্ধার কবিবেন। এবং সেই শুভদিনই বা কতকালেব পব উপস্থিত হইবে। যাহা হউক অধুনা এতদ্বিষয লইযা যে আন্দোলন হইতেছে ইহাও মঙ্গল। বোধ হয কখন না কখন এতদ্দেশীয় লোকেবা সেই ভাবি শুভ দিনেব শুভাগমনে সুখেব অবস্থা ভোগ কবিতে সমর্থ হইবেক।

এইরূপে অস্মদ্দেশীয অন্যান্য অসদ্ব্যবহার বিষযে যদ্যপি সর্ব্বদাই লিখন পঠন ও পর্য্যালোচনা হয়, অবশ্যই তন্নিবাকরণের কোন সদুপায স্থির হইবেক সন্দেহ নাই। অনববত মৃত্তিকা খনন কবিলে কত দিন বাবি বির্নিগত না হইযা রহিতে পারে? কাষ্ঠে কাষ্ঠে অনবরত সঙ্ঘর্ষণ কবিলে কতক্ষণ হুতাশন বিনিঃসৃত না হইয়া থাকিতে পারে? এবং অনবরত সত্যের অনুসন্ধান করিলে কত দিনই বা তাহা প্রকাশিত না হইয়া মিথ্যাজালে প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে?

আমরা অন্তঃকরণ মধ্যে এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা কবিযা বাল্য বিবাহের বিষযে যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সৃষ্টিকর্ত্তার এই বিশ্বরচনামধ্যে সর্ব্বজীবেই স্ত্রী পুরুষ সৃষ্টি ও তদুভযের সংসৃষ্টি দৃষ্টি-গোচর হইতেছে। ইহাতে স্পষ্টরূপে বিশ্বরূপের এই অভিপ্রায় প্রকাশ পায়, যে স্ত্রীপুংজাতি কোনরূপ অপ্রতিবন্ধ সম্বন্ধে পরস্পর আবদ্ধ থাকিয়া ইতবেতর রক্ষণাবেক্ষণপূর্ব্বক স্বজাতীয় জীবোৎপত্তি নিমিত্ত নিত্য যত্নশীল হয়। বিশেষতঃ মনুষ্যজাতিয়েরা এক স্ত্রী এক পুরুষ উভয়ে মিলিত হইয়া, পরস্পরের উপরোধানুরোধ বক্ষা করত সপ্রণয়ে উত্তম নিয়মানুষারে সংসারের নিয়ম বক্ষা করে।

জগৎ সৃষ্টির কতকাল পরে মনুষ্য জাতির এই বিবাহসম্বন্ধের নিয়ম চলিত হইয়াছে যদ্যপি তদ্বিশেষ নির্দ্দেশ করা অতি দুরূহ, তথাপি এই মাত্র উল্লেখ করা যাইতে পারে, যখন মনুষ্যমণ্ডলীতে বৈষয়িক জ্ঞানের কিঞ্চিৎ নির্ম্মলতা ও রাজনীতির কিঞ্চিত প্রবলতা হইতে আরম্ভ হইল ; এবং যখন আত্মপর বিবেক, স্নেহ, দয়া, বাৎসল্য, মমতাভিমান ব্যতিরেকে সংসারযাত্রা সুনির্ব্বাহ হয় না, বিবাহসম্বন্ধই ঐ সকলের প্রধান কারণ, ইত্যাকার বোধ সকলের অন্তঃকরণে উদয় হইতে লাগিল, তখনি দাম্পত্য সম্বন্ধ অর্থাৎ বিবাহের নিয়ম সংস্থাপিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

অনন্তর সর্ব্বদেশে এই বিবাহের প্রথা পুর্ব্বপূর্ব্বাপেক্ষা উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট হইয়া আসিতেছে। কিন্তু অস্মদ্দেশে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট হওয়া দূরে থাকুক বরং এমত নিকৃষ্ট হইয়াছে যে, যথার্থ বিবেচনা করিলে স্পষ্ট বোধ হইবে, বর্ত্তমান বিবাহ নিয়মই অস্মদ্দেশের সর্ব্বনাশের মূল কারণ।

এতদ্দেশে পিতা মাতারা পুত্রী সম্প্রদানের নিমিত্ত স্বয়ং বা অন্য দ্বারা পাত্র অন্বেষণ করিয়া, কেবল অসার কৌলীন্য মর্য্যাদার অনুরোধে পাত্র মূর্খ ও অপ্রাপ্ত বিবাহকাল এবং অযোগ্য হইলেও তাহাকে কন্যা দান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ ও ধন্য বোধ করেন। উত্তরকালে কন্যার ভাবি সুখদুঃখের প্রতি একবারও নেত্রপাত করেন না। এই সংসারে দাম্পত্য নিবন্ধন সুখই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান সুখ। এতাদৃশ অকৃত্রিম সুখে বিড়ম্বনা ঘটিলে দম্পতির চিরকাল বিষাদে কালহরণ করিতে হয়। হায়, কি দুঃখের বিষয়! যে পতির প্রণয়ের উপর প্রণয়িনীর সমুদায় সুখ নির্ভর করে, এবং যাহার সচ্চরিত্রে যাবজ্জীবন সুখী ও অসচ্চরিত্রে যাবজ্জীবন দুঃখী হইতে হইবেক, পরিণয়কালে তাদৃশ পরিণেতার আচার ব্যবহার ও চরিত্র বিষয়ে যদ্যপি কন্যার কোন সম্মতির প্রয়োজন না হইল, তবে সেই দম্পতির সুখের আর কি সম্ভাবনা রহিল।

মনের ঐক্যই প্রণয়ের মূল। সেই ঐক্য বয়স, অবস্থা, রূপ, গুণ, চরিত্র, বাহ্যভাব ও আন্তরিক ভাব ইত্যাদি নানা কারণের উপর নির্ভর করে। অস্মদ্দেশীয় বালদম্পতিরা পরস্পরের আশয় জানিতে পারিল না। অভিপ্রায়ে অবগাহন করিতে অবকাশ পাইল না। অবস্থার অনুসন্ধান পাইল না। আলাপ পরিচয় দ্বারা ইতরেতরের চরিত্র পরিচয়ের কথা দূরে থাকুক, একবার অন্যোন্য নয়নসজ্ঘটনও হইল না, কেবল একজন উদাসীন বাচাল ঘটকের প্রবৃত্তিজনক বৃথা বচনে প্রত্যয় করিয়া পিতামাতার যেরূপ অভিরুচি হয় কন্যা পুত্রের সেই বিধিই বিধিনিয়োগবৎ সুখ দুঃখের অনুল্লঙ্ঘণীয় সীমা হইয়া রহিল। এই জন্যই অস্মদ্দেশে দাম্পত্য নিবন্ধন অকপট প্রণয় প্রায় দৃষ্ট হয় না। কেবল প্রণয়ী ভর্ত্তাস্বরূপ এবং প্রণয়িনী গৃহপরিচারিকাস্বরূপ হইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে।

অপ্রমও শারীরতত্ত্বাভিজ্ঞ ভিষগ্বর্গেরা কহিয়াছেন অনতীত-শৈশব জায়া-পতি-সম্পর্কে যে সন্তানের উৎপত্তি হয়, তাহার গর্ভ্ভবাসেই প্রায় বিপত্তি ঘটে, যদি প্রাণ বিশিষ্ট

হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, তাহাকে আর ধাত্রীর অঙ্কশয্যাশায়ী হইতে না হইয়া অনতিবিলম্বেই ভূতধাত্রীর গর্ত্তশায়ী হইতে হয়। কথঞ্চিৎ যদি জনক জননীর ভাগ্যবলে সেই বালক লোক সংখ্যার অঙ্ক বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু স্বভাবতঃ শরীরের দৌর্ব্বল্য ও সর্ব্বদা পীড়ার প্রাবল্য প্রযুক্ত সংসার যাত্রার অকিঞ্চিৎকর পাত্র হইয়া অল্পকালমধ্যেই পরত্র প্রস্থিত হয়। সুতরাং যে সন্তানোৎপত্তিফলনিমিত্ত দাম্পত্য সম্বন্ধের নির্ব্বন্ধ হইয়াছে, বাল্যপরিণয় দ্বারা সেই ফলের এই প্রকার বিড়ম্বনা সঙ্ঘটন হইয়া থাকে।

অস্মদ্দেশীয়েরা ভূমণ্ডল মধ্যস্থিত প্রায় সর্ব্বজাতি অপেক্ষা ভীরু, ক্ষীণ, দুর্ব্বলস্বভাব এবং অল্প বয়সেই স্থবিরদশাপন্ন হইয়া অবসন্ন হয়, যদ্যপি এতদ্বিষয়ে, অন্যান্য সামান্য কারণ অন্বেষণ করিলে প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিলে ইহাই প্রতীতি হইবে যে বাল্যবিবাহই এ সমুদায়ের মুখ্য কারণ হইয়াছে। পিতা মাতা সবল ও দৃঢ় শরীর না হইলে সন্তানেরা কখন সবল হইতে পারে না, যেহেতু ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে দুর্ব্বল কারণ হইতে সবল কার্য্যের উৎপত্তি কদাপি সম্ভবে না, যেমন অনুর্ব্বরা ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট বীজ বপন এবং উর্ব্বরা ক্ষেত্রে হীনবীর্য্য বীজ রোপণ করিলে উৎকৃষ্ট ফলোদয় হয় না, সেইরূপ অকালবপনেও ইষ্টসিদ্ধির অসঙ্গতি হয়।

ভারতবর্ষে নিতান্তই যে বীর্য্যবন্ত বীরপুরুষের অসদ্ভাব ছিল এমত নহে, যেহেতু পুর্ব্বতন ক্ষত্রিয়সন্তানেরা এবং কোন কোন বিপ্রসন্তানেরা যুদ্ধবিগ্রহাদি কার্য্যে প্রবল পরাক্রম ও অসীম সাহস প্রকাশ করিয়া এই ভূমণ্ডলে অবিনশ্বর কীর্তি সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের তত্তচ্চরিত্র পৌরাণিক ইতিবৃত্তে প্রথিত আছে, সেই সকল বীর-পুরুষ প্রসব করাতে এই ভারতভূমিও বীরপ্রসবিনী বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এবং এক্ষণেও পশ্চিমপ্রদেশে ভুরি ভূরি পরাক্রান্ত পুরুষেরা অনেকানেক বিষয়ে শৌর্য্যগুণের কার্য্য দর্শাইয়া পুর্ব্বপুরুষীয় পরাক্রমের দৃষ্টান্ত বহন করিতেছেন। এতদ্দেশীয় হিন্দুগণ সেই জাতি ও সেই বংশে উৎপন্ন হইয়া যে এতাদৃশ দুর্ব্বলদশাগ্রস্ত হইয়াছে, বাল্য পরিণয় কি ইহার মুখ্য কারণ নয়? কেন না, পূর্ব্বকালে প্রায় সর্ব্বজাতিমধ্যেই অধিক বয়সে দারক্রিয়া নিষ্পন্ন হইত। যদ্যপি তৎকালে অষ্টবিধ বিবাহক্রিয়ার শাস্ত্র পাওয়া যায় তথাপি অধিকবয়োনিষ্পন্ন গান্ধর্ব্ব, আসুর, রাক্ষস, পৈশাচ এই বিবাহ চতুষ্টয় অধিক প্রচলিত ছিল, ইহা ভিন্ন স্বয়ম্বর প্রথারও প্রচলন ছিল, এবং এই সমুদায় প্রকার বিবাহ ক্রিয়া বরকন্যার অধিক বয়স ব্যতীত সম্ভবে না। আরো আমরা অনুসন্ধান দ্বারা পশ্চিমদেশীয় লোকমুখে জ্ঞাত আছি, তদ্দেশে অদ্যাপি প্রায় সর্ব্বজাতি মধ্যে বরকন্যার অধিক বয়সে বিবাহ কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, সুতরাং তদ্দেশে জনকজননীসদৃশ অপত্যোৎপত্তির কোন অসংগতি না থাকাতে তাহারা প্রায় সকলেই পরাক্রমী ও সাহসী হইয়া আসিতেছে। ইহার প্রমাণ, পশ্চিমদেশীয়েরা যখন অন্যবিধ জীবিকার উপায় না পায়, তখন রাজকীয় সৈন্যশ্রেণীতে ও অন্যান্য ধনাঢ্য লোকের দৌবারিকাদি কর্ম্মে নিযুক্ত

হইয়া অক্লেশে আজীবন নির্ব্বাহ করে। এতদ্দেশীয়েরা অন্নাভাবে জঘন্য বৃত্তিও স্বীকার করে, তথাপি কোন সাহসের ও পরাক্রমের কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। এই জন্যই রাজকীয় সৈন্য মধ্যে কখন বঙ্গদেশোৎপন্ন ব্যক্তিকে দেখা যায় নাই। উৎকলদেশীয়েরা আমারদিগের অপেক্ষাও ভীরু এবং দুর্ব্বলস্বভাব, এ নিমিত্ত আমরাও তাহাদিগকে ভীত ও কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করিয়া থাকি। জানা গিয়াছে, তাহারদিগের মধ্যেও এতদ্দেশের ন্যায় বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে। অতএব পাশ্চাত্ত্য লোকের সহিত আমাদিগের ও উৎকলদিগের সাহস ও পরাক্রম বিষয়ে এতাদৃশ গুরুতর ইতরবিশেষ দেখিয়া কাহার না স্পষ্ট বোধ হইবে যে, বাল্য পরিণয়ই এতাদৃশ বৈলক্ষণ্যের কারণ হইয়াছে, নতুবা কি হেতুক যে উভয় দেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত, তদ্দেশীয়েরাই দুর্ব্বল ও সাহসবিহীন হয়, এবং যে প্রদেশে অধিক বয়সে বিবাহ হইতেছে, তদ্দেশীয়েরাই বা কেন সাহসী ও পরাক্রান্ত হইতেছে।

এতদ্দেশে যদ্যপি স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষার প্রথা প্রচলিত থাকিত তবে অস্মদ্দেশীয় বালক বালিকারা মাতৃ সন্নিধান হইতেও সদুপদেশ পাইয়া অল্প বয়সেই কৃতবিদ্য হইতে পারিত। সন্তানেরা শৈশবকালে যেরূপ স্ব স্ব প্রসূতির অনুগত থাকে পিতা বা অন্য গুরুজনদের নিকটে তাদৃশ অনুগত হয় না। শিশুগণের নিকটে সস্নেহ মধুর বচন যাদৃশ অনুকূলরূপে অনুভূতমান হয়, উপদেশকের হিতবচন তাদৃশ প্রীতিজনক নহে। এই নিমিত্তে বালকেরা স্ত্রীসমাজে অবস্থিতি করিয়া যাদৃশ সুখী হয় পুরুষ সমাজে থাকিয়া তাদৃশ সুখী ও সন্তুষ্ট হয় না। অতএব স্তনপান পরিত্যাগ করিয়াই যদি বালকেরা মাতৃ-মুখ-চন্দ্রমণ্ডল হইতে সরস উপদেশ সুধা স্বাদ করিতে পায়, তবে বাল্যকালেই বিদ্যার প্রতি দৃঢ়তর অনুরাগী হইয়া অনায়াসে কৃতবিদ্য হইতে পারে। কারণ সন্তানের হৃদয়ে জননীর উপদেশ যেমন দৃঢ়রূপে সংসক্ত হয় ও তদ্দ্বারা যত শীঘ্র উপকার দর্শে, অন্য শিক্ষকের দ্বারা শতাংশেরও সম্ভাবনা নাই, জননীর উপদেশকতাশক্তি থাকাতেই ইউপীয়েরা অল্প বয়সেই বিচক্ষণ ও সভ্যলক্ষণসম্পন্ন হয়। অতএব যাবৎ অস্মদ্দেশ হইতে বাল্য বিবাহের নিয়ম দূরীকৃত না হইবে তাবৎ উক্তরূপ উপকার কদাচ ঘটিবে না। আমরা অবগত আছি কোন কোন ভদ্র সন্তানেরা স্ব স্ব কন্যাসন্তানদিগকেও পুত্রবৎ শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু সেই কন্যাদিগের বর্ণপরিচয় হইতে না হইতে উদ্বাহের দিন আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং তাহার পাঠের প্রস্তাব সেই দিনেই অস্তগত হইয়া যায়। পরে পরগৃহবাসিনী হইয়া তাহাকে পরের অধীনে শ্বশ্রূ শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনের ইচ্ছানুসারে গৃহ সম্মার্জন শয্যাসজ্জন রন্ধন পরিবেশন ও অন্যান্য পরিচর্য্যার পরিপাটি শিক্ষা করিতে হয়। পিতৃগৃহে যে কয়েকটি বর্ণের সহিত পরিচয় হইয়াছিল, তৎসমুদায়ই স্থালী, কটাহ, দর্ব্বী প্রভৃতির সহিত নিয়ত সদালাপ হওয়াতে লোপ পাইয়া যায়। ফলতঃ সেই কন্যাদিগের পিতা মাতা যদ্যপি এতদ্দেশীয় বিবাহ নিয়মের বাধ্য হইয়া

শিক্ষার উপক্রমেই কন্যাদিগে পাত্রসাৎ না করেন তবে আর কিছুকাল শিক্ষা করিলেই তাঁহাদিগের সেই দুহিতৃগণ ভাবি সন্তানগণের উপদেশক্ষম হইয়া পিতা মাতার অশেষ অভিলাষ সফল করিতে পারেন। অতএব অধুনাতন সভ্য সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে আমরা অনুরোধ করি, তাঁহারা স্ত্রী জাতির শিক্ষাদান বিষয়ে যেরূপ উদ্যোগ করিবেন তদ্রূপ বাল্য-বিবাহ প্রথার উচ্ছেদ করণেও যত্নশালী হউন, নচেৎ কদাচ অভিষ্ট সিদ্ধি করিতে পারিবেন না।

বাল্যকালে বিবাহ করিয়া আমরা সর্ব্বতোভাবে বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত হই। কারণ প্রথমতঃ বিবাহঘটিত আমোদ প্রমোদে ও কেলিকৌতুকে বিদ্যা শিক্ষার মুখ্য কাল যে বাল্যকাল, তাহা বৃথা ব্যয় হইয়া যায়। অনন্তর উপার্জ্জনক্ষমতার জন্ম না হইতেই সন্তানের জন্মদাতা হই। সুতরাং তখন নিত্য প্রয়োজনীয় অর্থের নিমিত্তে অত্যন্ত ব্যাকুল হইতে হয়। কারণ গৃহস্থ ব্যক্তির হস্তে ক্ষণেক অর্থ না থাকিলে চতুর্দ্দশ ভুবন শূন্যময় বোধ হইতে থাকে। তৎকালে যদি অসৎ কর্ম্ম করিয়াও অর্থলাভ সম্পন্ন হয়, তাহাতেও নিতান্ত পরাঙ্মুখতা না হইয়া বরং বার বার প্রবৃত্তি জন্মিতে থাকে। অনেক স্থলে এমতও দৃষ্ট হইয়াছে যে বাস্তবিক সৎস্বভাবাপন্ন ব্যক্তিরাও কতকগুলি অপোগণ্ড পরিবারে পরিবৃত হইয়া অগত্যা দুষ্ক্রিয়াকরণে সম্মত হইয়াছেন। আর ঐরূপ দুরবস্থাকালে পরম প্রীতির পাত্র পুত্রকলত্রাদি পরিবারবর্গ উপসর্গবৎ বোধ হয়। তখন কাজে কাজেই পিতৃসত্ত্বে তাঁহার অধীন, কখন বা সহোদরদিগের অনুগ্রহোপজীবী, কখন বা আত্মীয়বর্গের ভার-হইয়া স্বকীয় স্বাধীনতাসুখে বঞ্চিত ও জনপদে পদে পদে অপমানিত হইয়া অতি কষ্টে মনোদুঃখে জীবন ক্ষয় করিতে হয়। অতএব যে বাল্যবিবাহ দ্বারা আমাদিগের এতাদৃশী দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে, সমূলে তাহার উচ্ছেদ করা কি সর্ব্বোতোভাবে শ্রেয়স্কর নহে? যদ্যপি কোন ব্যক্তি এমত আপত্তি উপস্থিত করেন যে, অস্মদ্দেশে বাল্য পরিণয় প্রথা না থাকিলে বালক বালিকাদিগের দুষ্কর্ম্মাসক্ত হইবার সম্ভাবনা, এ কথায় আমরা একান্ত ঔদাস্য করিতে পারি না; কিন্তু ইহা অবশ্যই বলিতে পারি, যদি বাল্যকালাবধি বিদ্যার অনুশীলনে সর্ব্বদা মন নিবিষ্ট থাকে, তাহা হইলে কদাপি দুষ্ক্রিয়াপ্রবৃত্তির উপস্থিতিই হয় না। কারণ, বিদ্যা দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মে ও সদসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি বিচার জন্মে এবং বিবেকশক্তির প্রাখর্য্য বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে অসদিচ্ছার উদয় হইবার অবসর কোথায়? অতএব অপক্ষপাতি হইয়া বিবেচনা করিলে এতাদৃশ পূর্ব্ব পক্ষই উপস্থিত হইতে পারে না।

কত বয়সে মনুষ্যদিগের মৃত্যু ঘটিবার অধিক সম্ভাবনা, যদি আমরা এই বিষয়ের আলোচনা করি তবে অবশ্যই প্রতীতি হইবে, মনুষ্যের জন্মকাল অবধি বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত মৃত্যুর অধিক সম্ভাবনা। অতএব বিংশতি বর্ষ অতীত হইলে যদ্যপি উদ্বাহ কর্ম্ম নির্ব্বাহ হয় তবে বিধবার সংখ্যাও অধিক হইতে পারে না। এবং পিতামাতাদিগের তন্নিমিত্ত আশঙ্কার লাঘবও হইতে পারে। যেহেতু অস্মদ্দেশে বিধবা-বেদনের বিধি দৃঢ়তর প্রতিষিদ্ধ

হওয়াতে শাস্ত্রানুসারে বিধবাগণের যেরূপ কঠোর ব্রতানুষ্ঠান ও তজ্জন্য যে প্রকার দুঃসহ দুঃখ সহন্ করিতে হয় তাহা কাহার না অনুভব গোচর আছে? বিধবার জীবন কেবল দুঃখের ভার। এবং এই বিচিত্র সংসার তাহার পক্ষে জনশূন্য অরণ্যাকার। পতির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সমস্ত সুখ সাঙ্গ হইয়া যায়। এবং পতিবিয়োগদুঃখের সহ সকল দুঃসহ দুঃখের সমাগম হয়। উপবাস দিবসে পিপাসা নিবন্ধে কিম্বা সাংঘাতিক রোগানুবন্ধে যদি তাহার প্রাণাপচয় হইয়া যায় তথাপি নির্দ্দয় বিধি তাহার নিঃশেষ নীরস রসনাগ্রে গণ্ডূষমাত্র বারি বা ঔষধ দানেরও অনুমতি দেন না। অতএব যদি কোন বালিকা অনাথা হইয়া এইরূপ দারুণ দুরবস্থায় পতিতা হয়, যাহা বাল্যবিবাহে নিয়তই ঘটিতে পারে, তবে বিবেচনা কর তাহার সমান দুঃখিনী ও যাতানাভাগিনী আর কে আছে? যে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাচরণ পরিণত শরীর দ্বারাও নির্ব্বাহকরণ দুষ্কর হয়, সেই দুশ্চর ব্রতে কোমলাঙ্গী বালিকাকে বাল্যাবধি ব্রতী হইতে হইলে তাহার সেই দুঃখ দগ্ধজীবন যে কত দুঃখেতে যাপিত হয় বর্ণনা দ্বারা তাহার কি জানাইব। আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছি, এইরূপ কত শত হতভাগা কুমারী উপবাসশর্ব্বরীতে ক্ষুৎপিপাসায় ক্ষামোদরী শুষ্কতালু ম্লানমুখ হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া যায়, তথাপি কোন কারুণিক ব্যক্তি তাহার তাদৃশ শোচনীয়াবস্থাতে করুণা দর্শাইয়া নিষ্ঠুর শাস্ত্রবিধি ও লোকাচার উল্লঙ্ঘনে সাহস করিতে চাহেন না। আর ঐ হতভাগিনীগণেরও এমত সংস্কারের দৃঢ়তা জন্মে যে যদি প্রাণবায়ুর প্রয়াণ হইয়া যায়, তাহাও স্বীকার, তথাপি জলবিন্দু মাত্র গলধঃকরণ করিতে চায় না। অতএব যে সময়ে লালন পালন শরীর সংস্কারাদি দ্বারা পিতা মাতার সন্তানদিগকে পরিরক্ষণ করা উচিত, তৎকালে পরিণয় দ্বারা পর গৃহে বিসর্জ্জন দিয়া এতদৃশ অসীম দুঃখ সাগরে নিক্ষেপ করা নিতান্ত অন্যায় কর্ম্ম। আর ভদ্রকুলে বিধবা স্ত্রী থাকিলে যে কত প্রকার পাপের আশঙ্কা আছে বিবেচনা করিলে তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। বিধবা নারী অজ্ঞান বশতঃ কখন কখন সতীত্ব ধর্ম্মকেও বিস্মৃত হইয়া বিপথগামিনী হইতে পারে, এবং লোকাপবাদ ভয়ে ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি অতি বিগর্হিত পাপ কার্য্য সম্পাদনেও প্রবৃত্ত হইতে পারে। অতএব অল্প বয়সে যে বৈধব্য দশা উপস্থিত হয়, বাল্যবিবাহই তাহার মুখ্য কারণ। সুতরাং বাল্যকালে বিবাহ দেওয়া অতিশয় নির্দ্দয় ও নৃশংসের কর্ম্ম। অতএব আমরা বিনয় বচনে স্বদেশীয় ভদ্র মহাশয়দিগের সন্নিধানে নিবেদন করিতেছি, যাহাতে এই বাল্যপরিণয়রূপ দুর্ণয় অস্মদ্দেশ হইতে অপনীত হয়, সকলে একমত হইয়া সতত এমন যত্নবান্ হউন।

বাল্যবিবাহ বিষয়ে আমরা অদ্যকার পত্রিকায় যাহা লিখিলাম, ইহা কেবল উপক্রম মাত্র। এতদ্বিষয়ক হেতু, যুক্তি ও দৃষ্টান্ত আমাদিগের মনে মনে অনেক পরিশিষ্ট রহিয়া গেল ক্রমে ক্রমে তাহা প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিব না।

## শিক্ষা

### স্ত্রী শিক্ষা। আশ্বিন ১৭৭২ শক। ২ সংখ্যা

এক বৎসরের অধিককাল গত হইল কন্যা সন্তানদিগের শিক্ষার নিমিত্ত এই মহানগরীতে এবং বারাসতে ও অন্যান্য কতিপয় স্থানে শিক্ষা স্থান সংস্থাপিত হইয়াছে। এই শ্রেয়স্কর বিষয় সর্ব্বত্র প্রচারিত করিবার নিমিত্ত কএকজন মহাত্মা প্রথমতঃ দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়া আপনাপন কন্যা সন্তানদিগকে তত্তৎ পাঠস্থানে নিয়োজিত করিয়াছেন। ঐ ভদ্র মহাশয়েরা সর্ব্বদাই মনের মধ্যে এইরূপ প্রত্যাশা করেন যে স্বদেশস্থ সমস্ত ভদ্র ব্যক্তিই তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া স্ব স্ব কন্যাগণের অধ্যায়ন সম্পাদনে যত্ন পূর্ব্বক প্রবৃত্ত হন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় অদ্যাপি কেহই এই শ্রেয়স্কর বিষয়ে কিছুই উদ্যোগ করিতেছেন না। সকলেই কুসংস্কার ও ভ্রান্তি জালে মুগ্ধ ও ভ্রান্ত হইয়া স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ের ভাবি উপাদেয় ফল বোধগম্য করিতে পারিতেছেন না, কেবল কুসংস্কার মূলক কতকগুলিন কুতর্ক ও অকিঞ্চিৎকর আপত্তি উপস্থাপিত করিয়া এই মঙ্গল ব্যাপারের প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতেছেন।

তাঁহারা কহেন

প্রথম। শিক্ষা কর্ম্মের উপযোগিনী যে সকল মানসিক শক্তি ও বুদ্ধি বৃত্তির আবশ্যক স্ত্রী জাতির তাহা নাই সুতরাং কন্যা সন্তানেরা শিখিতে পারে না।

দ্বিতীয়। স্ত্রী জাতির বিদ্যাশিক্ষার ব্যবহার এদেশে কখন নাই, এবং শাস্ত্রেও প্রতিষিদ্ধ আছে; অতএব লোকাচার বিরুদ্ধ ও শাস্ত্র প্রতিষিদ্ধ ব্যাপার কদাচ অনুষ্ঠান-যোগ্য হইতে পারে না।

তৃতীয়। স্ত্রী লোকেরা বিদ্যা শিক্ষা করিলে দুর্ভাগ্য দুঃখ ও পতি বিয়োগ দুঃখের ভাজন হইয়া চিরকাল কষ্টে জীবন যাপন করিবেক অতএব এতাদৃশ দৃষ্টদোষদূষিত বিষয় জানিয়া শুনিয়া পিতামাতা কেমন করিয়া প্রাণ সমান স্ব সন্তানকে এই দারুণ দুঃখার্ণবে নিক্ষিপ্ত করিতে পারেন।

চতুর্থ। স্ত্রী জাতি বিদ্যাবতী হইলে স্বেচ্ছাচরিণী ও মুখরা হইবেক, বিদ্যার অহঙ্কারে মত্ত হইয়া পিতা মাতা ভর্ত্তা প্রভৃতি গুরুজনকে অবজ্ঞা করিবেক, এবং পরিশেষে স্বয়ং পতিত হইবেক ও স্বকীয় পবিত্র কুলকে পাতিত করিবেক; অতএব স্ত্রী জাতিকে সর্ব্বথা অজ্ঞানান্ধকূপে নিক্ষিপ্ত রাখাই উচিত, কদাপি জ্ঞান পথের সোপান প্রদর্শন করা উচিত নয়।

পঞ্চম। এই সমস্ত দৃষ্ট অদৃষ্ট দোষ উল্লঙ্ঘন করিয়াও যদ্যপি স্ত্রী জাতিকে বিদ্যা শিক্ষা প্রদান করা যায়, তাহাতেই বা ফল কি? ইহারা চাকরী করিতে পারিবে না,

আদালতে গতায়াত করিয়া কোন রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবেক না, এবং হাট বাজারে বসিয়া বা কোন দেশ দেশান্তরে গমন করিয়া বাণিজ্য কার্য্যও সম্পন্ন করিতে পারিবেক না, কুলের কামিনী অন্তঃপুরে বাস করে তাহার বিদ্যাশিক্ষার কিছুই ইষ্টাপত্তি নাই, প্রত্যুত অনিষ্ট ঘটনার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

আমরা শাস্ত্র, ন্যায় ও যুক্তি অনুসারে তাঁহারদিগের এই সমস্ত আপত্তির প্রত্যেকের সমর্থ উত্তর প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। আমাদিগের প্রদত্ত উত্তর যদি অশাস্ত্রীয়, অনার্য্য, অযৌক্তিক ও পক্ষপাত মূলক বলিয়া পক্ষপাতবিহীন দূরদর্শী প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা বোধ করেন, তবে আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি স্ত্রী শিক্ষার বিষয় আর কদাপি মুখেও আনিব না। আর যদি আমাদিগের উত্তর যথার্থ হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করেন তবে অবিলম্বেই এই মহাপকারক বিষয়ের অনুষ্ঠানে দেশীয় ভদ্রলোকেরা প্রবৃত্ত হউন নতুবা আর যেন তাঁহারা আপনাদিগকে লোক সমাজে মনুষ্য বলিয়া পরিচয় না দেন।

প্রথম আপত্তির প্রত্যুত্তর দিবার পুর্ব্বে আমরা আপত্তিকারক মহাশয়দিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি, স্ত্রী জাতি যে বিদ্যাশিক্ষা করিতে সমর্থ নয় এরূপ সংস্কার কি তাঁহারা মূল হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন? আর কোথাও বা এমত দৃষ্টান্ত উপলব্ধি করিয়াছেন, যে স্ত্রী জাতিরা যথা নিয়মে বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, শিক্ষার উপকরণ সমুদায় উপস্থিত ছিল, বিচক্ষণ উপদেশক যথা নিয়মে উপদেশ দিয়াছিলেন কিন্তু কোন ফল দর্শে নাই, স্ত্রীগণেরা সকলেই মূর্খ হইয়াছিল। বোধ করি আপত্তিকারক মহাশয়েরা এই প্রশ্নের কিছুই উত্তর দিতে পারিবেন না, এবং কোথাও এতাদৃশ উদাহরণ দেখাইতে পারিবেন না। অতএব তাঁহাদিগের এই আপত্তি কেবল অমূলক কল্পনা দ্বারা উদ্ভাবিত মাত্র। ভাল তাঁহারা একবার পক্ষপাত শূন্য চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখুন না কেন, স্ত্রী জাতিরা কেনই বা শিখিতে পারিবেক না। তাহারা কি মানুষ নয়? সচেতন জীব মধ্যে পরিগণিত নয়? তাহাদের কি বুদ্ধিবৃত্তি নাই? মেধা নাই তর্ক শক্তি নাই? সাদৃশানুভূতি নাই? কেন। আমরা তো ভূয়োভয় দর্শন করিতেছি শিক্ষা কার্য্যের উপযোগিণী যে যে শক্তিমত্তার আবশ্যক, স্ত্রী জাতির সে সমুদায়ই আছে কোন অংশে ন্যূনতা নাই; বরং পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী লোকের কোন কোন বুদ্ধিবৃত্তির আধিক্যই দেখিতে পাওয়া যায়।

বিশ্বপিতা স্ত্রী ও পুরুষের কেবল আকারগত কিঞ্চিৎ ভেদ সংস্থাপন করিয়াছেন মাত্র। মানসিক শক্তি বিষয়ে কিছুই ন্যূনাধিক স্থাপন করেন নাই। অতএব বালকেরা যেরূপ শিখিতে পারে, বালিকারা সেরূপ কেন না পারিবেক? বরং কেহ কেহ বোধ করেন শৈশবকালে বালক অপেক্ষা বালিকারা স্বভাবত ধীর ও মৃদু হয়, এ নিমিত্ত অধিকও শিক্ষা করিতে পারে। এ বিষয় আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, এক স্থনে এক অপাদান হইতে এককালে বিদ্যারম্ভ করিয়া বালক অপেক্ষা বালিকারা অধিক শিক্ষা করিয়াছে। আপত্তিকারক মহাশয়েরা চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখুন, কত শত বিদেশীয় নারীগণ বিদ্যালঙ্কারে

অলঙ্কৃত হইয়া স্ত্রী জাতির শিক্ষা শক্তিমত্তার দেদীপ্যমান প্রমাণ পথে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অতএব আমরা ভরসা করি অস্মদ্দেশীয় লোকেরা স্ত্রীজাতির শিক্ষা করণে শক্তি নাই বলিয়া আর অমূলক অকিঞ্চিৎকর বৃথা আপত্তি উত্থাপিত করিবেন না।

স্ত্রীলোকের বিদ্যাভ্যাস, ব্যবহার ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া যে আপত্তি উত্থাপিত করেন ইহা কেবল অবহুজ্ঞতা ও অদূরদর্শীত্ব নিবন্ধন, সন্দেহ নাই। কারণ আমরা অতি প্রাচীন-কালের ইতিহাস গ্রন্থে দেখিতে পাই, ভারতবর্ষীয় কামিনীগণেরা নানাবিধ বিদ্যার আলোচনা করিতেছেন। মহর্ষি বাল্মিকীর শিষ্যা আত্রেয়ী গুরু সন্নিধানে পাঠানুশীলনের প্রত্যূহ দর্শন করিয়া জনস্থানস্থিত ভগবান অগস্ত্যঋষির পুণ্যাশ্রমে পাঠার্থিনী হইয়া উপস্থিত হইতেছেন। ভগবান ব্রহ্মবিদ্যান যাজ্ঞবল্ক্য গার্গী ও মৈত্রেয়ীকে সম্বোধন করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশদান করিতেছেন। বিদর্ভ রাজনন্দিনী গুণবতী রুক্মিণী শিশুপালের সহিত পাণিগ্রহণরূপ অনিষ্টাপাত দর্শন করিয়া স্বহস্তে সাঙ্কেতিক পত্র লিখিয়া দ্বারিকাপতি শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রেরণ করিতেছেন। উদয়নাচার্য্যের নন্দিনী সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শিনী লীলাবতী শঙ্করাচার্য্যের দিগ্বিজয় প্রস্তাবে স্বভর্ত্তা মণ্ডনমিশ্রের সহিত আচার্য্যের বিচারকালে মধ্যস্থতাবলম্বন ও মধ্যে মধ্যে পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ সমর্থন করিতেছেন। বোধ করি সকলেই জ্ঞাত আছেন, কর্ণাট রাজ মহিষী ও মহাকবি কালিদাসপত্নি এবং বাভট দুহিতা অতিশয় পণ্ডিতা ছিলেন। আর বিশ্ব দেবী গঙ্গাবাক্যাবলী নামে এক ধর্ম্ম শাস্ত্রের গ্রন্থ রচনা করিয়া চিরন্তনী কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন। খনা জ্যোতিষশাস্ত্রে এমত পণ্ডিতা হইয়াছিলেন যে তাঁহার নিবদ্ধ বচন সকল প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থে প্রমাণ রূপে পরিগণিত হইয়াছে। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি আপত্তিকারক মহাশয়েরাও ঐ খনার অনেক বচন অবগত আছেন এবং তদনুসারে বিবাহাদি শুভ কর্ম্মের দিন ও লগ্ন নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। অনেকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন কিছু কাল হইল হঠীবিদ্যালঙ্কার নামে প্রসিদ্ধ এক রমণী বারাণসী ক্ষেত্রে মঠ নির্ম্মাণ করিয়া ভূরি ভূরি ছাত্রদিগকে বিদ্যাদান করিতেছেন। আমরা অনুসন্ধান করিয়া আরো অনেক-গুলি পণ্ডিতা বণিতার নাম উল্লেখ করিতে পারি কেবল পাঠকবর্গেরা বিরক্ত হইবেন বলিয়া বিরত রহিলাম।

এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোক মাত্রেরি বিদ্যানুশীলনের প্রথা প্রচলিত ছিল। যাঁহারা বিদ্যা দ্বারা খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া লোক সমাজে অত্যন্ত প্রসিদ্ধা হইয়াছিলেন তাঁহাদিগের নাম ঐতিহ্যক্রমে অদ্যাপি চলিয়া আসিতেছে। ইহাও অসম্ভাবনীয় নহে, যে অস্মদ্দেশে উত্তম ইতিহাসগ্রন্থ না থাকাতে হয়ত অনেকানেক প্রসিদ্ধ বিদ্যাবতীদিগেরও নাম কালক্রমে লোপ পাইয়া থাকিবেক। এস্থলে আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপে যে কয়েকজন প্রসিদ্ধ বিদ্যাবতীর নাম উল্লেখ করিলাম এতদ্ব্যতিরিক্ত যে আর কোন স্ত্রী লোকই বিদ্যানুশীলন করিত না এমত কদাপি

সম্ভব হইতে পারে না। কারণ পুরুষ জাতির মধ্যে পুরাতন পণ্ডিতবর্গের নাম উল্লেখ করিতে হইলে আমরা ব্যাস বাল্মীকি কালিদাসাদি কএকজন গ্রন্থকারভিন্ন আর কাহারো নাম করিতে পারি না; ইহা বলিয়া কি এই স্থির করিতে হইবেক যে পুর্ব্বকালে সর্ব্ব-সাধারণ পুরুষেরা বিদ্যানুশীলন করিত না। ফলতঃ এক্ষণ পর্য্যন্ত কতিপয় পণ্ডিত পুরুষের নাম শ্রবণে যেমন প্রাচীনকালীন পুরুষ সাধারণের বিদ্যাভ্যাস প্রথা স্থির হইতেছে, সেইরূপ পুর্ব্বকালের কতকগুলি বিদ্যাবতী কামিনীর নাম প্রাপ্তি দ্বারা স্ত্রীলোক সাধারণেরও তৎকালে বিদ্যানুশীলনের ব্যবহার অব্যাহতরূপে প্রচলিত ছিল স্থির করিতে হইবেক সন্দেহ নাই।

কিছুকাল হইল এদেশে স্ত্রীজাতির বিদ্যাভ্যাসের প্রথা কিঞ্চিত স্থগিত হইয়াছে তাদৃশ প্রচরদ্রূপ নাই, ইহা আমরাও অস্বীকার করি না। ইহার কারণ কি? অন্বেষণ করিলে অতি স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবেক। এই দেশ যখন দুরন্ত যবনজাতি দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল তৎকালে ঐ দুবৃত্তজাতির দৌরাত্ম্যে আমাদিগের সুখসম্পত্তির একেবারেই লোকাপত্তি হইয়াছিল। কেহ ইচ্ছানুসারে নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে পারিত না। অগ্নিষ্টোমদর্শ পৌর্ণমাস প্রভৃতি যাগব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে পারিত না। বসন্তোৎসব কৌমুদীমহোৎসব প্রভৃতি উৎসব সকল একেবারে উৎসন্ন হইয়া গেল। দুশ্চরিত্র যবনজাতির ভয়ে স্ত্রীলোকদিগের প্রকাশ্য স্থানে গমনাগমন ও বিদ্যানুশীলন সম্পূর্ণরূপে স্থগিত হইয়া গেল। সকলেই আপনাপন জাতি প্রাণ কুলশীল লইয়া শশব্যস্ত, স্ত্রী-জাতিকে বিদ্যাদান করিবেক কি পুরুষদিগেরও শাস্ত্রালোচনা মাথায় উঠিল। তদবধি স্ত্রীদিগের অন্তঃপুরনিবাস ও বিদ্যাভ্যাস নিরাশ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে জগদিশ্বরের কৃপায় আমাদিগের আর সে দুরবস্থা নাই, অত্যাচারী রাজা নাই। শুভদিন পাইয়া সকল শুভকর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করিতেছি। আমাদিগের লুপ্তপ্রায় অন্যান্য সদ্ব্যবহার সকল পুনরুদ্ধার করিতেছি। অতএব এমত সুখের সময়ে সংসার সুখের নিদানভূত আপন আপন পুত্র কলত্র কন্যাদিগকে কি বিদ্যারসে বঞ্চিত রাখা উচিত? আমরা, যেমন হউক সাধ্যানুসারে আপন আপন পুত্র সন্তানদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করাইতেছি। কন্যা-দিগের কি অপরাধ যে তাহাদিগকে অজ্ঞানগ্রস্ত করিয়া চিরকাল দুরবস্থায় নিক্ষিপ্ত রাখিব।

স্ত্রীলোকের বিদ্যাভ্যাস শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়। আমরা পুরাণ ইতিহাস ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি সমুদায় শাস্ত্র উদ্ঘাটন করিয়া সকলের সমক্ষে দেখাইতে পারি "স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা করিতে নাই" এমত প্রমাণ কেহ একটিও দেখাইতে পারিবেন না, বরং পুত্রের মতো কন্যাদিগের বিদ্যাশিক্ষার বিধানই সর্ব্বত্র দেখিতে পাইবেন। যদি এই কর্ম্ম শাস্ত্রনিষিদ্ধ হইত তবে প্রাচীন মহাজনেরা কদাপি স্বয়ং অনুষ্ঠান করিতেন না।

আমরা স্ত্রী শিক্ষার বিষয়ে প্রাচীন ব্যবহার ও শাস্ত্রবিধান দর্শাইলাম এইক্ষণে আপত্তি কারক মহাশয়েরা অপক্ষপাত চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখুন, সমুচিত উত্তর হইল কিনা?

বিদ্যাভ্যাস করিলে নারীগণ বিধবা হয়, এই আপত্তি শুনিয়া হাস্য করাই বিজ্ঞব্যক্তির পক্ষে সমুচিত উত্তর প্রদান। কারণ বিদ্যাভ্যাসের সহিত বৈধব্য ঘটনার কিরূপে কার্য্যকারণ ভাব ঘটিতে পারে। পতির মৃত্যু হইলে নারী বিধবা হয়, এই পতি মরণ স্বরূপ দুর্ঘটনা যদি স্ত্রীর বিদ্যাভ্যাসরূপ কারণ বশতঃ উৎপন্ন হইতে পারে, তবে একজনের মাদকদ্রব্য সেবনে অন্যজনের মত্ততা অন্যজনের চক্ষুলৌহিত্য অপর ব্যক্তির বুদ্ধিভ্রম ও তদিতরের বাক্যস্খলন সর্ব্বদাই সম্ভবিতে পাবে। ফলতঃ বিদ্যার এমত মারাত্মক শক্তিও এ পর্য্যন্ত কেহই অনুভব করেন নাই। অনেকেই বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন করিতেছেন ও করিবেন, কেহই আপন পরিবারের সংহারক হন নাই এবং হইবেনও না। আর বিদ্যাভ্যাস করিলে নারী দৌর্ভাগ্য দুঃখ ভাগিনী হয়, ইহা আরও হাসিবার কথা। কারণ যাঁহারা বিদ্যাধনের অধিকারী হইয়াছেন তাঁহারাই এই সংসারে যথার্থ সৌভাগ্যশালী ও যথার্থ ধনবান্, তদ্ভিন্নেরা কেবল এই বিশ্বম্ভরার ভার স্বরূপ, জীবন্মৃত একান্ত হতভাগ্য ও নিতান্ত দরিদ্র। বিদ্যারূপ ধনশালী ব্যক্তিরা আপনার অবিনশ্বর নির্ম্মল সনাতন বিদ্যার প্রভাবে যে কিরূপ অনির্ব্বচনীয় দুঃখাসম্ভিন্ন সুখাস্বাদ করিতেছেন তাহা তাঁহারাই জানেন। ইতর ধনবানের সেরূপ সুখভোগ হওয়া সুদূরে পরাহত মনেরও বিষয় নয়। অতএব স্ত্রী জাতি বিদ্যাবতী হইলে বিধবা অথবা সৌভাগ্যবতী হইবে এই কথার উত্তর না দেওয়াই সমুচিত উত্তর।

যাহারা কহেন বিদ্যাভ্যাস কবিলে নারীগণ মুখব দুশ্চরিত্র ও অহঙ্কারী হইবে তাহাদিগকে উত্তর প্রদান সময়ে কিছু হিত উপদেশ দান করা বিহিত বোধ হইতেছে। বিদ্যাভ্যাসের ফলে মনুষ্যজাতি বিনয়ী সচ্চরিত্র ও শান্ত স্বভাব না হইয়া তদ্বিপরীত হইয়াছে ইহা যদি কেহ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, তবে তিনি আকাশপথে মনোহর উদ্যান মধ্যে সুরম্য হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে উত্তানপাদ হইয়া গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধরগণ গীতবাদ্য নাট্যক্রিয়াদি করিতেছে, ইহাও অহরহ দর্শন করিয়া থাকেন। ফলতঃ আমরা সাহসপুর্ব্বক বলিতে পারি, বিদ্যাবান মনুষ্যেরা যে দেশে বসতি করেন কিম্বা যে সমাজে উপবিষ্ট হইয়া স্বৈর আলাপ করেন, এই অসম্ভব আপত্তিকারেরা সেই দেশ ও তত্তৎসমাজের ত্রিসীমা দিয়াও কখন গতায়াত করেন নাই বিদ্যাবান্ মনুষ্যের চরিত দর্শন করা দূরে থাকুক কখন শ্রবণও কবেন নাই। বিদ্বজ্জনের মস্তক বিনয়ালঙ্কারে ভূষিত হইয়া সর্ব্বদাই বিনম্র হইয়াছে, ফলবত্তরুর শিখরদেশ ফলের ভারে নিত্যই অবনত আছে। বিদ্যারসাস্বাদকের মুখে হিত মিত ও মধুর বচন ভিন্ন কি কখন অপ্রিয় ও গর্হিত বাক্য নির্গত হইতে পারে? চন্দন কাষ্ঠ শতখণ্ড হইলেও কি তাহার অবয়বে মনোহর গন্ধ ভিন্ন দুর্গন্ধ নিগীর্ণ হইতে পারে? আত্ম অপেক্ষায় স্বজাতির অথবা স্বদেশীয় লোকের অপকর্ষ এবং আপনার উৎকর্ষবোধ উদয় হওয়াতে মনুষ্যের মনে অহঙ্কার সঞ্চার হইয়া থাকে। কিন্তু বিদ্যান ব্যক্তির মনে এতাদৃশ ভাবের উদয় কদাপি হইতে পারে না। তিনি সর্ব্বদাই মনে মনে আপনাকে অকিঞ্চন ও অপর্য্যাপ্ত ও অকিঞ্চিজ্জ্ঞানসম্পন্ন

ভাবিয়া থাকেন। জ্ঞানরূপ মহাশৈলে যিনি যে পরিমাণে আরোহণ করেন, তাঁহার নিকট ঐ ঐ মহাশৈল ততই উন্নত ও দুরারোহরূপে প্রতীয়মান হয়, এবং আরূঢ় ব্যক্তির মনে মনে আপনাকে ততই তুচ্ছ বোধ হয়। মহার্ণব যে কিমাকার ও কি প্রকার বিস্তার তাহা সাংযাত্রিকেরাই বিলক্ষণ অনুভূত আছেন, ইতর ব্যক্তির তাহা বুদ্ধিরও গোচর নয়। এই নিমিত্ত জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরা মনের মধ্যে অহঙ্কার করিবেন কি আপনাদিগকে মৃত্তিকাবৎ তুচ্ছ পদার্থ বোধ করেন। সর্ব্বতত্ত্বদর্শী মহাপণ্ডিত সর্ আইজাক নিউটন মহাশয় অতিশয় বিনীত বচনে কহিয়াছেন "আমি যে কিছু তত্ত্ব উদ্ভাবন ও পদার্থ গবেষণা করিলাম ইহা কেবল বালকের ন্যায় বেলাভূমিতে উপলসকল সঙ্কলন করিলাম মাত্র, জ্ঞান মহার্ণব পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।"

স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ সুশীলা বিনয়বতী ও লজ্জাবতী ইহাদের ত কথাই নাই। বিদ্যাভ্যাস করিলে নিতান্ত উদ্ধত অবিনীত ও চঞ্চল ব্যক্তিরাও একান্ত বিনীত শান্ত ও সুধীর হইবে সন্দেহ নাই। যাচ্ঞা করিলে যেমন মান নষ্ট হয়, জরার উদয়ে যেমন শরীরের লাবণ্য ভ্রষ্ট হয়, সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার ধ্বস্ত হয়, জ্ঞানালোক সঞ্চার হইলে সেইরূপ দুশ্চরিত্র দোষ নিরস্ত হয়। দুর্বিনয় দোষ ও অধর্ম্মপ্রবৃত্তিরূপ মহারোগের শান্তি নিমিত্ত বিদ্যাই একমাত্র মহৌষধ। হিতাহিত কার্য্যাকার্য্য ধর্ম্মাধর্ম্মের উপদেশের নিমিত্ত বিদ্যাই মহাগুরু স্বরূপ। শ্রদ্ধা শান্তি ও ধর্ম্মপথের পান্থগণের পথপ্রদর্শন নিমিত্ত বিদ্যাই একমাত্র সার্থি হইয়াছেন। অতএব বিদ্যালোক সম্পন্ন কি পুরুষ কি স্ত্রী কেহই দুশ্চরিত্র ও অধর্ম্মপরায়ণ হইতে পারে না, তাহা হইলে বিদ্যার মহিমা এতাদৃশ গুরুতররূপে কোন বিলক্ষণ ব্যক্তিই অঙ্গীকার করিতেন না। সুতরাং বিদ্যাভ্যাস করিলে স্ত্রীলোক দুশ্চরিত্র অহঙ্কৃত ও মুখর হইবে একথা কথাই নয়।

স্ত্রীলোককে বিদ্যা শিখাইলে কি ফল হইবে, এই পঞ্চম আপত্তিই প্রতিপক্ষগণের প্রধান আপত্তি বোধ হইতেছে। কারণ তাহাদিগের স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে যাবতীয় আপত্তি, বিদ্বেষ, বিতৃষ্ণা ও অনুৎসাহ এতন্মূলক উত্থিত হইয়াছে, এবং এরূপ হওয়াও নিতান্ত বিস্ময়াবহ নহে, যেহেতু পরিপ্সিত বিষয়ে প্রয়োজনাভাব দর্শন হইলে কাজে কাজেই তদ্বিষয়ে অরুচি অনুৎসাহ ও পরাঙ্মুখতা জন্মিতে পারে। অতএব আমরা এই আপত্তির সবিস্তর উত্তর ও স্ত্রীজাতিকে বিদ্যাভ্যাস করাইলে যে যে মহোপকার দর্শিবে তাহা সপ্রমাণ উল্লেখ করিতেছি।

আমাদের দেশস্থ লোকেরা প্রায় সকলেই মনে করিয়া থাকেন, কতকগুলি ধনোপার্জ্জন করা সময়ে সময়ে সভা ও সমাজস্থলীতে অনর্গল বক্তৃতা করা, এবং রাজপুরুষগণের সন্নিধানে খ্যাতি প্রতিপ্রত্তি লাভ করা এই সকলই বিদ্যাভ্যাসের মুখ্য ফল। কিন্তু আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, তাঁহারা নিতান্তই অদূরদর্শী ও অত্যন্ত ভ্রান্ত। বিদ্যা যে কি অদ্ভুত পদার্থ, এবং তাহার ফল যে কি উপাদেয় ও কত মহৎ তাহা কিছুই জানেন না। জানিলে কখনই এই সকল তুচ্ছ বিষয়কে বিদ্যার মুখ্য ফল বলিয়া জ্ঞান করিতেন না। যথার্থ বিদ্যা হইলে

এই মনুষ্য আর এক মনুষ্য হয়, তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি সকল নৈসর্গিক দোষসমূহ নির্মুক্ত হইয়া কেবল গুণগ্রামে গুম্ফিত হয়। তাঁহার অন্তঃকরণে এমত কোন অনির্ব্বচনীয় অলৌকিক জ্যোতিঃপুঞ্জ প্রস্ফুরিত হইতে থাকে যদ্দ্বারা সমস্ত অজ্ঞান তমোরাশি বিনাশিত হইয়া যায় এবং বিশ্বের সমুদায় তত্ত্ব তাঁহার নিকট স্ফুটরূপে অবভাসিত হইতে থাকে। দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয় সকল তাঁহার শাসনের অনুবর্ত্তী হইয়া কেবল যথার্থ পথে পর্য্যটন ও তত্ত্বের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়। দয়া, দাক্ষিণ্য, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্যাদি গুণগ্রাম তাঁহার হৃদয়ে আসিয়া নিত্য অধিষ্ঠান করে। কাম, ক্রোধ, ঈর্ষা, দ্বেষ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি দোষবর্গ তাঁহার চিত্তক্ষেত্রে আশ্রয় না পাইলে হতাশ হইয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করে। শাঠ্য কাপট্য পৈশুন্য প্রভৃতি দস্যুগণের প্রবেশাবরোধ নিমিত্ত তাহার চিত্ত নিত্যই বদ্ধকবাট হইয়া থাকে। তাঁহার মুখমণ্ডল এমত সৌম্য আকার ধারণ করে যে দর্শন মাত্রেই দর্শকগণের অন্তঃকরণে হর্ষ ও ভক্তির সঞ্চার হয়! তিনি দক্ষিণ হস্তে সত্য ও বাম হস্তে ন্যায় এই উভয়কে অবলম্বন করিয়া অকুতোভয়ে সকল ব্যাপার সমাধান করিয়া থাকেন। সংসারের সকল ব্যক্তিই তাঁহার আত্মীয়, একবারো কাহারো প্রতি অনাত্মীয় ও শত্রুভাব বুদ্ধির আবির্ভাব হয় না; সুতরাং বিবাদবিসম্বাদ কুতর্ক কলহ, জিগীষা, দম্ভ, তাঁহার চিন্তাপথে অবতীর্ণই হইতে পারে না। অধিক কি? এই দুঃখময় সংসার তাঁহার সন্নিধানে কেবল সুখের নিধান রূপে ভাসমান হইতে থাকে। অতএব এতাদৃশ বিদ্যাবান মহাপুরুষ কি তুচ্ছ ধনোপার্জ্জনকে পরম পরুষার্থ বোধ করেন? লোক সমাজে বক্তৃতা করা কি তাঁহার পক্ষে শ্লাঘ্য কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে? এবং রাজকীয় পুরুষ সমীপে সুখ্যাতি লাভকে তিনি গুরুতর লাভ বলিয়া বোধ করেন? বলন্টিন জামিরে ডুবাল নামক একজন ইউরোপীয় পণ্ডিতের চরিত ও অস্মদ্দেশের মথুরানাথ তর্কবাগীশ নামক পণ্ডিতের চরিত শ্রবণ করিলেই ইহার পর্য্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। ডুবাল রাজপ্রসাদলাভের বিষয়ে এমত উদাসীন ছিলেন যে রাজবাটির মধ্যে বহুকাল বাস করিয়াও রাজপরিবারের সকলকে চিনিতেন না। মথুরানাথের বিদ্যা ও পাণ্ডিত্য শ্রবণ করিয়া নবদ্বীপের রাজা সাক্ষাৎ করিবার বাসনায় দূত দ্বারা ঐ পণ্ডিতকে কয়েকবার আহ্বান করেন। নিস্পৃহ মথুরনাথ বিদ্যালোচনার ব্যাঘাতের আশঙ্কা করিয়া রাজসন্নিধানে গমনে অসম্মত হইলে রাজা স্বয়ং তাঁহার আশ্রম কুটিরে আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। দেখিলেন মথুরনাথ যথার্থ বিদ্যাবান্ কিন্তু অত্যন্ত দুরাবস্থাগ্রস্ত। রাজা তাঁহার সেই সাংসারিক দুরবস্থা দূর করিবার বাসনায় কিছু অর্থ প্রদান করিবার ছলে প্রশ্ন করিলেন। "আপনকার যদি কিছু অনুপপত্তি আজ্ঞা করিলে আমি তাহা পুরণ করিতে প্রস্তুত আছি।" মথুরনাথ শুনিয়া উত্তর করিলেন আমি চারিখণ্ড চিন্তামণি গ্রন্থের উপপত্তি করিয়াছি, আমার অনুপপত্তি কি? রাজা এই উত্তর শ্রবণে মথুরনাথকে একেবারে ধন তৃষ্ণাশূন্য দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অতএব যাঁহারা ধনপার্জ্জনই বিদ্যার মুখ্য ফল বলিয়া বোধ করেন তাঁহাদিগকে অদূরদর্শি বলিতে পারা যায় কিনা?

এতাদৃশ মহোপকারক ও মনুষ্যত্বসম্পাদক বিদ্যানুশীলনে স্ত্রীজাতিকে নিযুক্ত করিলে এই সকল উপাদেয় ফলের কি সমুদায় লাভ হইবেক না? আর যদ্যপি অস্মদ্দেশীয় লোকেরা নিতান্তই ধনপার্জ্জনের নিমিত্ত লালায়িতচিত্ত হন, স্ত্রীজাতি বিদ্যাবতী হইলে তাঁহাদিগকে একবারেই যে নিরাশ করিবে এমত কদাপি সম্ভাবনীয় নহে। আমরা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি তাহারা অবশ্যই তাঁহাদের ধনোপার্জ্জনের মনোরথ সম্পন্ন করিতে পারিবে। তাহারা অন্তঃপুরে বসিয়া নানাবিধ শিল্পকার্য্য ও কারুকর্ম্ম নির্ম্মাণ করিবে তদ্দ্বারা অনায়াসে অভিলসিত অর্থেরও অধিগম হইতে পারিবে। পুরুষেরা গৃহে বসিয়া যে সকল লেখাপড়া করেন স্ত্রীজাতিরা তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সাহায্য দান করিতে পারিবে। গৃহস্থালী ব্যাপারে আয় ব্যয় বিষয়ক লিখন পঠন নির্ব্বাহার্থে যে সমুদয় লোক নিযুক্ত করিতে হয় গৃহের গৃহিণীরা ও নন্দিনীরা অনায়াসে তৎসমুদায় সম্পাদন করিতে যে সমর্থা হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? এবং তাহারা স্বয়ং গ্রন্থাদির রচনা ও অনুবাদ করিয়া তদ্দ্বারা ভূরি ভূরি অর্থ উপার্জ্জন করিতে সমর্থা হইবে। রাজদ্বারে অথবা বণিক্‌গণের কর্ম্মালয়ে চাকরি করা বই কি অর্থোপার্জ্জনের অন্য উপায় নাই? বোধ করি সকলেই অবগত থাকিবেন ফ্রান্সদেশীর মেড্যাম ডি ষ্টেল নামে এক পণ্ডিতা রমণী অনেক বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এবং তত্তৎ বিষয়ে সেই সেই গ্রন্থ অদ্যাপি অত্যুৎকৃষ্টরূপে পরিগণিত আছে। তাঁহার ঐ সকল গ্রন্থ প্রস্তুত হইবামাত্রই মুদ্রাকরেরা যথেষ্ট অর্থ দান পূর্ব্বক ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত, এইরূপে তিনি অপর্য্যাপ্ত ধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। মিস এজওয়ার্থ নাম্নী ইংলণ্ডবাসিনী এক রমণী নানাবিধ পুস্তক রচনা করিয়া অনায়াসে ধন সংগ্রহ করিয়াছেন এইরূপে ইউরোপের যে সকল রমণীরা এক্ষণে অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন, এমত শত শত ব্যক্তির নাম আমরা উল্লেখ করিতে পারি। আর চিত্রকর্ম্ম শিল্পকর্ম্ম ও অন্যবিধ কারুকর্ম্ম দ্বারা বিলাতের যে রমণী অর্থোপার্জ্জন করিতে না পারেন এমত স্ত্রীলোকই দেখিতে পাওয়া যায় না।

ইউরোপের কি ধনী কি দরিদ্র সকল পরিবারের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায় শিশু সন্তানগণকে তাঁহারা প্রথমেই বিদ্যারম্ভার্থে প্রায় বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন না। শিশু-গণের জননী জ্যেষ্ঠ ভগিনী পিসী মাসী ইঁহারাই প্রথমে শিক্ষা দেন, এবং সেই অকৃত্রিম বাৎসল্য ও অনুপম স্নেহ সহকারে শিশুগণের চিত্তক্ষেত্রে যে সকল উপাদেয় উপদেশ বীজ বপন করা হয় সেই সকল বীজ অত্যল্পকাল মধ্যে উদ্ভিন্ন হইয়া ইউরোপীয় জাতিকে এইরূপ বিদ্যাফলে ভূষিত করিতেছে যে এক্ষণে ভূমণ্ডলে বিদ্যা বিষয়ে উহাদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী অথবা তুল্যকক্ষ মনুষ্য আর পাওয়াই যায় না। অতএব অস্মদ্দেশীয় লোকেরা বিবেচনা করিয়া দেখুন যে বাল্যকালে জননীর দত্ত উপদেশ ও গুরু মহাশয়ের উপদেশ এ উভয়ের কত ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। আমাদের দেশস্থ শিশুগণ পঞ্চম বর্ষ অতীত না হইলে পাঠ-শালায় পাঠার্থে নিযুক্ত হইতেই পারে না। আর ঐরূপ বালককে যখন গুরুর সন্নিধানে

প্রথম উপস্থাপিত করা হয় তখন সে সেই অপরিচিত ভীষণাকার শিক্ষক মহাশয়কে ব্যাঘ্র অথবা মুর্ত্তিমান মৃত্যুরাজ বোধ করিয়া ভয়ে তাঁহার নিকটেই যাইতে চায় না, উপদেশ গ্রহণের তো কথাই নাই। কিন্তু সেই শিশুগণের জননী প্রভৃতিরা যদি স্বয়ং শিক্ষাদান করিতে পারিতেন তবে পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করণের প্রয়োজন কি? তাহার পুর্ব্বেও তাহারা জননীর ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইয়া একবার তাঁহার সুধাসোদর পয়োধরের রসাস্বাদ ও একবার তাঁহার মুখচন্দ্র বিনিঃসৃত অনুপম উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিত। এবং তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহ মিশ্রিত সুললিত উপন্যাস ছলে কত শত মহোপকারক বিষয়ের শিক্ষালাভ শৈশবকালেই সম্পন্ন হইত।

আপত্তিকারক মহাশয়েরা মনোমধ্যে ভাবিয়া দেখুন এতদ্দেশে স্ত্রীজাতির বিদ্যাভ্যাস না থাকাতে তাঁহাদের স্ত্রী পরিবারেরা কিরূপ দুরবস্থায় গৃহস্থাশ্রম যাত্রা সম্বরণ করিতেছে এবং তাঁহারাই বা স্বয়ং মূর্খ পরিবারবর্গ বেষ্টিত হইয়া কত কষ্টে কালহরণ করিতেছেন। যাহার সহিত চিরকাল এক শরীরের ন্যায় হইয়া বাস করিতে হয়, ও যাহার সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী হইতে হয়, এবং শাস্ত্রানুসারে যে ব্যক্তি শরীরের অর্দ্ধ বলিয়া পরিগণিত; সেই সহধর্ম্মিনী পশুর মত ঘোরতর মুর্খ, ইহা অপেক্ষা আর কি অধিকতর কষ্ট ঘটিতে পারে? গৃহের অবোধ স্ত্রীজাতিরা সর্ব্বদাই সংসারের সামান্য বিষয় লইয়া পরস্পর এমত ঘোরতর কলহ উত্থাপিত করে যে তন্নিমিত্ত তাহারাই কেবল স্বয়ং অশেষ ক্লেশ সহ্য করে এমত নহে, গৃহস্থ ব্যক্তিকেও সাতিশয় বিরক্ত করে। এবং কখন কখন সেই কন্দল অত্যন্ত অনর্থেরও হেতু হইয়া উঠে। আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি এতদ্দেশে কি ধনাঢ্য কি দরিদ্র এমত পরিবারই নাই যাহার গৃহে সর্ব্বদা স্ত্রী জাতির নিরর্থক কন্দল উপস্থিত হয় না ও তজ্জন্য পরিবারের কর্ত্তাকে কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। অতএব স্ত্রীজাতির এই প্রকার কুক্কুর কন্দল নিবারণের উপায় বিদ্যা শিক্ষা ভিন্ন আর কি আছে?

গৃহের স্ত্রীবর্গেরা অনেকেই এমত অবোধ যে গৃহস্থের দুঃসময় দুরবস্থা ও অসংগতির প্রতি একবারও নেত্রপাত করে না, কখন পুরোহিতের প্রতারণায় বা প্রতিবেশিনীগণের কুমন্ত্রণায় অশেষ ব্যয়ায়াসসাধ্য বৃথা ব্রতানুষ্ঠানে সঙ্কল্পারূঢ় হয়। এবং তজ্জন্ন গৃহস্বামীকে যৎপরোনাস্তি বিব্রত করে। বোধ করি ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না, অস্মদ্দেশীয় স্ত্রীগণেরা বিদ্যারূপ অলঙ্কার না থাকাতে সুবর্ণের অলঙ্কার ও সুচিক্কণ বসনাদিকে পরম পদার্থ বলিয়া গণ্য করে, এবং কোন প্রতিবেশিনীকে আপন অপেক্ষা উত্তম বেশ ভূষায় ভূষিত ও সুসজ্জিত দেখিলে ঈর্ষ্যায় মনে মনে অত্যন্ত কাতর হয়, ও সেইরূপ বসন ভূষণের নিমিত্ত আপন ভর্ত্তাকে প্রত্যহই বিরক্ত করিতে থাকে, তাঁহার অর্থ সামর্থ আছে কিনা একেবারো বিবেচনা করে না। আমরা অবগত আছি অলঙ্কারাদি বিষয়ক ভার্য্যার নির্ব্বন্ধাতিশয় এড়াইতে না পারিয়া অনেক ভদ্র ব্যক্তিকেও অভদ্র রূপে অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। যদি কোন পুরুষ অন্তঃকরণের দৃঢ়তা বশতঃ ভার্য্যার সেই নির্ব্বন্ধ লঙ্ঘন

করিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহাকে দাম্পত্যনিবন্ধন সুখে যাবজ্জীবন বঞ্চিত হইতে হইয়াছে। কারণ ভর্ত্তা-বৈষয়িক সুখের নিধান স্বরূপ স্বকীয় প্রেয়সীর প্রার্থনা পরিপুরণে অসমর্থ হইয়া চিরকাল ক্ষোভে বিমনায়মান থাকেন। ভোগাভিলাষিণী পত্নীও সকল সুখের নিদান ভূত প্রাণাধিক প্রিয়তমের নিকট প্রার্থনা ভঙ্গ দুঃখে দুঃখিনী ও আপনাকে অভাগিনী জ্ঞান করিয়া চিরকাল অসচ্ছন্দচিত্তা হইয়া থাকে। সুতরাং দম্পতির পরস্পর এইরূপ অসন্তোষ জন্মিলে আর সাংসারিক সুখের বিষয় কি রহিল? কিন্তু যদি ঐ অবোধ অবলাগণের শরীরে বিদ্যারূপ অলঙ্কার প্রভাব প্রভাবে সামান্য অলঙ্কার সম্ভারকে শরীরের ভার ও অসার বলিয়া বোধ জন্মে, তাহা হইলে অস্মদ্দেশীয় জায়াপতির ঐ অপরিহার্য্য দুঃখ কি একেবারে দূরীভূত হইবে না? এবং তাঁহারা স্বচ্ছন্দে কি প্রণয়সুখ সম্ভোগ করিতে পারিবেন না?।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীজনেরা আপন আপন গৃহকর্ম্ম সমাধা করিয়া মধ্যে মধ্যে অনেক অবকাশ পাইয়া থাকে। শাস্ত্রজ্ঞান না থাকাতে ঐ অবকাশকাল ভদ্ররূপে অতিবাহিত করিতে পারে না। তখন কার্য্যান্তরে অব্যাসক্ত অন্তঃকরণে নানা দুর্ম্মতি ও দুশ্চিন্তার আবির্ভাব হয়। পঞ্জরবদ্ধ পক্ষির ন্যায় পর্য্যাকুল চিত্তে একবার দ্বারের কবাট উদ্ঘাটন করিয়া রাজপথ অবলোকন করিতে থাকে, একবার গবাক্ষদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া পর-পুরুষদিদৃক্ষায় ইতস্ততো দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে থাকে, একবার বা স্বৈরসখীর সঙ্গে হাস পরিহাস ও অসদ্বিষয়ক আলাপ প্রসঙ্গে নানা অসাধু কল্পনার উদ্ভাবন করিতে থাকে। কোন প্রকারেই অস্থির চিত্তকে সুস্থির করিতে পারে না। এই রূপে অনেক রমণীর ব্যভিচার দোষ স্পর্শও হইয়া থাকে। এরূপ দুর্ঘটনা হওয়াও নিতান্ত অসম্ভাবনীয় নহে। যেহেতু পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, কার্য্যান্তরে অবিনিযোজিত সময় অতিশয় ভয়াবহ হয়। কিন্তু স্ত্রী জাতির যদি শাস্ত্রজ্ঞান থাকিত, এবং সেই শাস্ত্রানুশীলন রস আস্বাদ করিয়া সুখে কাল যাপন করিবার সামর্থ্য থাকিত, তাহা হইলে কদাপি অন্তঃকরণে দুর্ম্মতি বা দুশ্চিন্তার আবির্ভাব হইত না, এবং দুর্ব্বশ দুষ্ট ইন্দ্রিয়গণ কখনই তাহাদিগের নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল চরিত্রকে সকলঙ্ক ও অপবিত্র করিতে পারিত না।

হায় আমাদিগের সেই সৌভাগ্য ও সুখের দিন কবে সমাগত হইবে। এবং কবেই বা অস্মদ্দেশীয় হতভাগ্য নারীগণের সেই সৌভাগ্যসূচক শুভ গ্রহের উদয় হইবেক। যখন আমরা দেখিতে পাইব আমাদিগের স্ত্রী পরিবারেরা বৃথা কন্দল কলহ পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রীয় তর্ক বিতর্ক দ্বারা সুখে কাল হরণ করিতেছে। সাবিত্রী পঞ্চমী অনন্ত পিপীতকী প্রভৃতি ব্রতোপবাসানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ ও তত্তনামকীর্ত্তনেও বিলজ্জিত হইয়া ইতিহাস পুরাণাদি পুস্তকের পরায়ণব্রতে দীক্ষিতা হইতেছে। স্বামী সন্নিধানে তুচ্ছ বসন ভূষণাদি প্রার্থনার কথা পরিহরণ পুর্ব্বক বিশুদ্ধ কাব্যালঙ্কার বিষয়ক প্রসঙ্গে স্বয়ং সুখিত ও প্রিয়তমকে সুখায়িত করিতেছে, কেহ বা কর কমলে বিচিত্র তুলিকা ধারণ

করিয়া চিত্রপটে বিবিধ জগতি পদার্থের চিত্র বিন্যাস করিতেছে। কেহ বা সুচি ও তন্তুসন্তান হস্তে লইয়া শিল্প নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। কেহ বা পুত্র কন্যা প্রভৃতি শিশুসন্তানগণকে সন্নিধানে উপবেশিত করিয়া তাহাদিগের কোমল মানস ক্ষেত্রে নির্ম্মল উপদেশ বীজ সকল বপন করিতেছে। কেহ বা নানা দেশীয় ইতিহাস সন্দর্ভ সন্দর্শন-পূর্ব্বক সত্যাসত্য নির্ব্বাচন করিয়া তদ্গত মনে নবীন ললিত সন্দর্ভ সঙ্কলিত করিতেছে। কেহ বা দৃষ্টিপথের পুরোভাগে বিচিত্র ভূচিত্র সকল সংস্থাপিত করিয়া ভূগোলের তত্ত্ব নির্ণয় করিতেছে। কেহ বা নিশাভাগে অনাবৃত উন্নত প্রদেশে দণ্ডায়মান হইয়া নির্ম্মল নভমণ্ডলে দূরবীক্ষণ বিনিবেশিত করিয়া গ্রহ নক্ষত্রাদির পরস্পরের অন্তর ও সঞ্চারাদি গবেষণা করিতেছে। তখন আমাদিগের কি সুখের অবস্থা উপস্থিত হইবে, এবং কত সুখেই বা এই সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিব।

হে করুণাময় জগদীশ্বর আমাদিগের দেশীয় লোকের অন্তঃকরণ কুসংস্কার ও কুমতি দূর করিয়া সুমতি প্রদান করুন যাহাতে সকলেই একমনা, এককর্ম্মা ও এক উদ্যোগ হইয়া দৃঢ়তর অধ্যবসায়ে আরোহণ পূর্ব্বক আপন আপন নন্দিনী ও গৃহিণী প্রভৃতি স্ত্রী পরিবারকে বিদ্যাভ্যাস কার্য্যে নিয়োজিত করেন।

আমাদিগের বোধ হইতেছে এ দেশের হতভাগা সীমন্তিনীগণের দুরবস্থা দর্শনে করুণাময় বিশ্বকর্ত্তার অন্তঃকরণে করুণার সঞ্চার হইয়াছে এবং সেই দুরবস্থা একেবারে দূর করিবার নিমিত্ত তাঁহার সম্পূর্ণ অভিনিবেশও হইয়াছে। যে হেতুক তিনি এতদ্দেশীয় লোক সমূহকে স্ত্রীশিক্ষানুষ্ঠান বিষয়ে ব্যয়কাতর, অনুৎসাহী অনুদ্যোগী ও সাহস বিহীন সুতরাং তদনুষ্ঠানে অসমর্থ বিবেচনা করিয়া অতি দূর দেশ হইতে একজন উদারচিত্ত মহানুভব মহাপুরুষকে ঐ সৎকর্ম্ম সম্পাদনের নিমিত্ত আনিয়া দিয়াছেন। এই মহাত্মা বিদ্যা দান বিষয়ে যেমন বদান্য তেমনি উৎসাহ গুণসম্পন্ন, এ দেশের অবস্থানুসারে এক্ষণে যাদৃশ ব্যক্তির নিতান্ত আবশ্যক ইনি যথার্থই সেই রূপ। বোধ করি উক্ত মহাত্মার নাম সকলেই অবগত আছেন। ইনি এক্ষণে আমাদের দেশে শিক্ষা সমাজের সর্ব্বাধ্যক্ষ। ইঁহার নাম অনরেবল ড্রিঙ্কওয়াটর বীটন। ইনি সেই সর্ব্বনিয়ন্তা জগদীশ্বরের অভিপ্রেত সাধন করিবার নিমিত্ত গতবর্ষে এই মহানগরীতে এক বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন। স্বয়ং আসিয়া সর্ব্বদা তত্ত্বাবধান করেন। এবং সেই বিদ্যালয়ের যখন যে সকল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যায়াদির আবশ্যক হয়, উক্ত মহাত্মা একাকী অকাতরে তৎসমুদায় নির্ব্বাহ করিতেছেন।

বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপনার কালে আমরা মনে করিয়াছিলাম, এদেশের প্রাচীন লোকেরা প্রথমতঃ এতৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন না, কারণ তাঁহারা স্বভাবসিদ্ধ বদ্ধমুল কুসংস্কারের একান্ত বিধেয়। ভদ্রাভদ্র কিছুই বিবেচনা করেন না কেবল গতানুগতিক ন্যায়ে পুরাতন পদবীর অনুসরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা বাল্যাবধি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ে

ইউরোপীয় বিদ্যার অনুশীলন করিয়া কৃতবিদ্য হইয়াছেন, ন্যায় নীতি পদার্থ মীমাংসা প্রভৃতি পাঠ করিয়া সত্যাসত্য নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, নানাবিধ ইতিহাস গ্রন্থ পাঠ দ্বারা নানা দেশের আচার ব্যবহার চরিত অবগত হইয়া অন্তঃকরণের কুসংস্কার দোষ শোধন করিয়াছেন, এবং সর্ব্বদা স্বদেশের দুর্দ্দশা বিমোচন ও মঙ্গল সম্পাদন করিবার আকাঙ্ক্ষায় কথা প্রসঙ্গে কতপ্রকার সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্কল্পে আরূঢ় হইয়া থাকেন। তাঁহারা এই অবসর পাইয়া অবশ্যই আহ্লাদে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া এক উদ্যমেই এই মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে অগ্রসর হইবেন, এবং সাধ্যানুসারে ঐ বিদেশীয় বান্ধবের সাহায্য দান করিবেন। হা! আমরা কি দারুণ ভ্রমে পতিত ছিলাম, আমাদের সেই ফলোম্মুখী আশালতা কোথায় বিলীন হইয়া গেল। সভ্যাভিমানী নবীনতন্ত্রের লোকেরা একেবারে আমাদের হতাশ করিয়া দিয়াছেন। কথা কহিব কি? আমরা দেখিয়া শুনিয়া অবাক হইয়াছি, হস্তপদাদি সকল উদরের মধ্যে প্রবৃষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভাবিয়াছিলাম সভ্যাভিমানী নব্য সম্প্রদায়িক মহাশয়েরা স্বকীয় বিদ্যার প্রভাবে দেশের সকল প্রকার দুরবস্থা দূর করিবেন। স্ত্রী জাতির বিদ্যাশিক্ষা ভারতবর্ষের সর্ব্বদেশে প্রচারিত করিবেন, বাল্যপরিণয় প্রথা সুদূরপরাহত করিয়া দিবেন। বিধবাগণের দারুণ যন্ত্রণা ও দুঃখ দূর করিয়া দিয়া তাহাদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ সংস্কার প্রদান করিবেন। এবং সকল দুরবস্থার নিদানভূত যে জাত্যভিমান তাহাকে আর স্থান দিবেন না। এই সমুদায় মহৎকার্য্য যাঁহাদের কৃতিসাধ্য ভাবিয়া আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম, সেই নবীন সম্প্রদায়িক মহাত্মারা প্রথম সংগ্রামের উপক্রমেই অর্থাৎ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রারম্ভেই যেরূপ দৃষ্টান্ত দর্শাইয়াছেন, সেই এক আঁচড়েই তাঁহাদিগের বিদ্যা, বুদ্ধি উৎসাহ, উদ্যোগ, দেশোপকারিতা প্রভৃতি সমুদায় গুণের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এক্ষণে আমরা এক প্রকার স্থির করিয়াছি, এদেশের মৃত্তিকায় যথার্থ উৎসাহী ও যথার্থ হিতকারী মনুষ্য জন্মিতে পারে না। অতএব এ দেশ মধ্যে স্ত্রী শিক্ষা অথবা বিধবাবিবাহ প্রভৃতি যে কিছু মহৎকার্য্য যখন ঘটিবে, তাহা বিদেশীয় লোকের অর্থাৎ ইউরোপীয় জাতির হস্ত দ্বারাই সম্পাদিত হইবে, দেশের লোক কেবল হা করিয়া চাহিয়া রহিবেন। বরং পারেন ত সাধ্যানুসারে প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে ত্রুটি করিবেন না। কি লজ্জার বিষয়। কি লজ্জার বিষয়। অনরবল বীটন মহাশয় যে আমাদিগেরই কন্যাসন্তানগণের শিক্ষার্থে প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন ইহা একবারও কেহ মনে ভাবিলেন না, তিনি যে কেবল আমাদিগেরই হিত করিবার নিমিত্ত কায়মনোবাক্যে অশেষ আয়াস পাইতেছেন ইহা একবারও আলোচনা করিলেন না, তিনি যে নিতান্ত স্বার্থশূন্য কেবল আমাদেরই কন্যাগণের নিমিত্ত প্রতি মাসে সাত আট শত টাকা ব্যয় করিয়া যথার্থ মিত্রের কার্য্য করিতেছেন ও বহু সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া উৎকৃষ্ট বিদ্যামন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছেন ইহা একবারও বিবেচনা করিলেন না, কেবল অহরহ ঐ মহানুভবের নিন্দাবাদ, অকীর্ত্তি রচনা ও মিথ্যা কলঙ্ক

জল্পনা করিয়া আপন আপন ইংরাজী বিদ্যার পরিচয় দিলেন। কি লজ্জার কথা। এ দেশীয় লোকের ইউরোপীয় বিদ্যাধ্যয়ন ও সভ্যতার উদয় কেবল অভক্ষ ভক্ষণ ও অপেয় পান প্রভৃতি দুষ্ক্রিয়া কলাপেই পর্য্যবসিত হইল। বীটন সাহেবের সহিত এদেশের লোকেরা যে প্রকার অসদ্ব্যবহার করিলেন, শুনিয়া বিদেশীয় ভদ্রলোকেরা কি মনে করিতেছেন, আমরা বোধ করি, তাঁহারা এ দেশকে অকৃতজ্ঞ পাষণ্ড বলিয়া নিরন্তর ভর্ৎসনা করিতেছেন সন্দেহ নাই।

এই প্রস্তাব সময়ে আমরা বাবু রামচন্দ্র ঘোষাল, বাবু রামগোপাল ঘোষ, বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র, বাবু ঈশানচন্দ্র বসু, বাবু গুরুচরণ যশ, বাবু রসিকলাল সেন, পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার, পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি, বাবু শম্ভুচন্দ্র পণ্ডিত প্রভৃতি কতিপয় মহাত্মার গুণকীর্ত্তন না করিয়া লেখনী সঞ্চালন স্থগিত করিতে পারি না, যে হেতু উক্ত মহাশয়েরা যথার্থ মহানুভব ও যথার্থ উদার স্বভাবের কার্য্য করিয়া দেশের নাম রক্ষা করিয়াছেন এবং যদি জগদীশ্বরের ইচ্ছায় স্ত্রী শিক্ষা ব্যবহার এদেশে পুনর্বার প্রচরদ্রূপ হয় তবে এই উল্লিখিত মহাত্মারাই তাহার প্রথম প্রচারক অথবা পুনরুদ্ধারক বলিয়া দেশ বিদেশে খ্যাতি প্রতিষ্ঠা পুণ্য কীর্ত্তি প্রশংসার পাত্র হইয়া জগদীশ্বরের শুভাশীর্ব্বাদের অদ্বিতীয় আধার হইবেন। আমাদের বোধ হইতেছে এই প্রসঙ্গ সময়ে আর কতকগুলিন মহাত্মারা সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বাপেক্ষায় অধিকতর ধন্যবাদের আস্পদ হইতে পারেন। বাবু কালীকৃষ্ণ মিত্র, বাবু নবীনচন্দ্র মিত্র, বাবু নবীনকৃষ্ণ মিত্র, বাবু প্যারিচাঁদ সরকার ইঁহারা কলিকাতা নগরীর বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপনার প্রায় সমকালেই স্বয়ং পরিশ্রম দান ও স্বয়ং অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া আপনাদিগের নিবাসস্থান বারাসতে এক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনা করিয়াছেন। বিদ্যালয় স্থাপনার পরে কতকগুলি ঘোর পাষণ্ড রাক্ষস লোকেরা এই সৎকর্ম্মানুষ্ঠান অসহমান হইয়া সেই সাধুগণের উপর দারুণ উপদ্রব ও ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছিল, তথাপি সেই সাধুগণ স্বাবলম্বিত অধ্যবসায় হইতে নিরস্ত না হইয়া বরং অধিকতর প্রয়াসে অকুতোভয়ে স্বকার্য্য সাধন করিতেছেন। ইঁহাদিগের অধিক ধন সম্পত্তি নাই, রাজকীয় কোন প্রধান পদে নিয়োগ নাই, বরং ইঁহাদিগের নামও কেহ জানেন না। এমত সামান্যাবস্থাপন্ন হইয়াও ইঁহারা কেবল আপন ২ পরিশ্রম ও মনের দৃঢ়তা সহকারে এতাদৃশ গুরুতর ব্যাপার সমাধা করিতেছেন। অতএব ইঁহাদিগের নাম ও গুণগ্রাম পাষাণনিহিত রেখার ন্যায় সর্ব্বসাধারণের অন্তঃকরণে চিরজাগরূক থাকা অত্যাবশ্যক।

# বিদ্যাদর্শন

রচনা-সংকলন

# সমাজ

## বহুবিবাহ। শ্রাবণ ১৭৬৪ শক। ২ সংখ্যা

স্ত্রীগণ ( সপত্নী ) এই শব্দের প্রতি যে প্রকার আশঙ্কা প্রকাশ করে এবং দ্বেষের সহিত নিয়ত তাহার অমঙ্গল চেষ্টা করে, আর পুরুষগণ অপরের সহিত আপন ভার্য্যার কোন অসদ্ব্যবহার দৃষ্টি করিলে যে রূপ ঈর্ষা এবং ঘৃণা অনুভব করিয়া থাকে, তাহাতেই স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, যে পরমেশ্বর মনুষ্যের অন্তঃকরণে এই উপদেশক দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন, যে কি স্ত্রী কি পুরুষ উভয়ের পক্ষই এক স্বামী বা এক দারা সত্ত্বে অপর বিবাহ করা কদাপি উচিত এবং সুখজনক নহে।

পৃথিবীস্থ অনেক শাস্ত্রই এক বিষয়ে ঐক্য হয়, এবং যুক্তিও তাহাতে বিলক্ষণ সহায়তা করে, অর্থাৎ ঈশ্বর প্রথমে এক পুরুষ এবং এক স্ত্রী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যদিসাৎ বহুবিবাহ তাঁহার অভিপ্রেত হইত, তবে তিনি প্রথম মনুষ্যের হস্তে অধিক ভার্য্যাকে অর্পণ করিয়া অবিলম্বে বংশ বৃদ্ধির উপায় প্রদান করিতে পারিতেন। তদ্ব্যতীত চাক্ষুষ প্রমাণ এবং অনুমান দ্বারা অবগত হইতেছি, যে অবনীমধ্যে স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই তুল্য সঙ্খ্যা, অতএব যদিস্যাৎ এক মনুষ্য দশ বা দ্বাদশ রমণীকে অধিকার করে, তবে তাহার বিপরীতে দশ বা দ্বাদশ ব্যক্তিকে বিবাহরসে বঞ্চিত হইতে হয়, যাহা অত্যন্ত যুক্তি বিরুদ্ধ।

স্ত্রী গ্রহণকালীন আমরা মস্তক উপরে এক বৃহৎ ভার ধারণ করি, এবং অসঙ্খ্য কর্ম্মসূত্রে অন্তঃকরণকে বদ্ধ করিয়া থাকি, বিশেষতঃ এই এক উত্তম ব্রত পালন করিতে স্বীকৃত হই, যে আমরা সাধ্যানুসারে আমারদিগের অর্দ্ধাঙ্গী ভার্য্যাকে আনন্দ বিতরণ করিতে ত্রুটি করিব না। এইরূপ স্ত্রীও স্বামীর সুখ জন্য সকল চেষ্টাকে নিযুক্ত করিতে অঙ্গীকার করেন। অতএব স্ত্রীর সুখ অন্বেষণ স্বামীর প্রধান কার্য্য, এবং পতির সুখ চিন্তা ভার্য্যার শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম হইয়াছে, কি যে স্থলে স্ত্রীর সঙ্খ্যা একের অধিক, সেস্থলে স্বামীর প্রেম নানা পাত্রে বিভক্ত হইয়া সামান্যতঃ প্রত্যেকের প্রতি আদরের অল্পতা জন্মায়, এবং পতিও সকলের প্রণয়কে তুল্যরূপে গ্রহণ করিতে অপারগ হয়েন। এই স্থানেই উচিত কর্ম্মের অন্যথা হইতেছে, ইহাতে যদি মনের স্বভাবকে লক্ষ্য করা যায়, তবে অধিবেদন অর্থাৎ বহুবিবাহের অধিকতর ঘৃণিত ফল প্রতীত হইবেক। মনুষ্যের অন্তঃকরণ স্বভাবতঃ গুণের প্রতি ধাবমান হয়। যে সমুদয় গুণী ব্যক্তি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে গত হইয়াছেন, তাঁহারাও অদ্যাবধি আমার-দিগের প্রেমপাত্র হইতেছেন, এবং রসনা স্মরণ মাত্রেই তাঁহারদিগকে প্রশংসা

করিতেছে। এ প্রযুক্ত অনেক ভার্য্যার মধ্যে কোন বিশেষ রমণীর সৌন্দর্য্য, শীলতা, মিষ্টভাষা প্রভৃতি গুণ স্বামীর সম্পূর্ণ অনুরাগ, এবং চিন্তাকে এ প্রকারে গ্রাস করে, যে অন্য অন্য স্ত্রীর প্রতি তাঁহার প্রেম দূরে থাকুক, বরং ক্রমশঃ দ্বেষ ও ঘৃণার বৃদ্ধি হইতে থাকে। হাঃ তখন হিংসা, ক্ষোভ ক্রোধ, অভিমান প্রভৃতি রিপুর আক্রমণে তাঁহারদিগের চিত্ত যেরূপ আন্দোলিত হয়, এবং পরিবার মধ্যে দিবারাত্রি যে প্রকার কলহ ও বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহা অনুভব মাত্রে মনুষ্যের অন্তঃকরণ একেবারে কম্পবান হইয়া উঠে।

স্ত্রী পুরুষের প্রীতি যদিও পরস্পর প্রেমের মধ্যে গণ্য, তথাচ তাহারা এ প্রকার ঈর্ষার কারণ হয় না। পিতা সকল পুত্রের প্রতি এককালীন প্রায় তুল্য স্নেহের সহিত দৃষ্টি করিতে পারেন, এবং পুত্র সকলও তাদৃশ হিংসা বোধ না করিয়া পিতার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করেন। কিন্তু ভার্য্যা এবং পতির বিষয় ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত অনেক রমণী ঐক্য পূর্ব্বক কদাপি এক স্বামীর প্রেমভাগ গ্রহণ করিতে তৃপ্ত হয়েন না, বরং কোনকালে সপত্নীর মুখাবলোকন না করিয়াও তাহার প্রতি দ্বেষাচরণ করেন। অতএব আলোকের ন্যায় দৃষ্টি করিতেছি, যে যখন পরমেশ্বর এক প্রকার প্রণয় দলের মধ্যে দম্পতির প্রেমকে এরূপ পৃথক্ করিয়া দিয়াছেন, এবং ঈর্ষা ক্রোধ প্রভৃতি কদর্য্য ফলের সহিত যুক্ত করিয়াছেন, তখন অধিবেদন কদাপিও তাঁহার অভিপ্রেত হইতে পারে না।

কথিত প্রথা পৃথিবীকে যে পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছে, সেই পর্য্যন্ত দেশ বিশেষে নানাবিধ দুষ্কর্ম্মের প্রবলতা বৃদ্ধি হইয়াছে। এক স্বামী অনেক স্ত্রীকে সন্তোষ প্রদান করিতে স্বভাবতঃ অশক্ত হয়েন. সুতরাং তাহারাও মনের প্রবৃত্তিকে চালনা করিতে ব্যভিচারের পথকে আশ্রয় করে। শরীরের আলস্য এবং মনের শৈথিল্য অধিক সম্ভোগের পশ্চাদ্বর্ত্তি হইয়া আন্তরিক পাপ ও বাহ্য দুষ্কর্ম্মকে উন্নত করে, এবং জ্ঞান ও বিবেচনারভার বহন করিতে অপারগ হয়। পূর্ব্বখণ্ডের অর্থাৎ আসিয়ার লোকসকল বিশেষতঃ ধনিবর্গ এই প্রকার চরিত্রের নিমিত্তে বহুকালাবধি চিহ্নিত আছেন, এবং তত্রস্থ রাজাগণ পূর্ব্বকালে রাজ্যের শাসন পরিত্যাগ করিয়াও অন্তঃপুরে কালযাপন করিতেন। ইহা ব্যতীত যে দেশে বহুবিবাহ প্রচলিত হয়, সে দেশীয় স্ত্রীলোক অতিশয় ঘৃণিত অবস্থায় পতিতা থাকে, সেহেতু তাহারা কেবল অপরাজিত অর্থাৎ পুরুষের ঐন্দ্রিয় সুখের দাসী স্বরূপ হইয়া সময়ক্ষেপ করে, সুতরাং জ্ঞান অভ্যাস প্রভৃতি জীবনের উচিত কর্ম্ম এবং উৎকৃষ্ট আনন্দ হইতে বঞ্চিত রহে। যে স্থলে সকল পুত্র বা কন্যা পিতার সমান আদর এবং তুল্য মনোযোগ প্রাপ্ত হয় না সুতরাং সংসারের উত্তম পদ ধারণ করিতে পারে না। এই সমুদয় ব্যতিরেকেও সময়ে সময়ে প্রাণিহত্যা প্রভৃতি যে সকল বিপদ ঘটে তাহার সঙ্খ্যা করা দুষ্কর।

কোন কোন ব্যক্তি কহেন "অধিক স্ত্রীর গর্ভে অনেক সন্তান জন্মিতে পারে, অতএব যে কর্ম্ম দ্বারা পৃথিবীর প্রজা বৃদ্ধি হইয়া সৃষ্টি রক্ষা হয়, তাহা অবশ্যই কর্ত্তব্য" অতি অল্প বিবেচনা করিলেই এ অভিপ্রায়ের ভ্রম প্রত্যক্ষ হইবে, যেহেতু আমরা অবশ্য স্বীকার করি যে এক (অধিবেত্তা) পুরুষ দশ স্ত্রীর দ্বারা অধিক পুত্রের জনক হইতে পারেন কিন্তু যদিস্যাৎ দশ স্ত্রী দশ ব্যক্তিকে বরণ করে, তবে সর্ব্বসুদ্ধ তদপেক্ষা বহুতর সন্তানের উৎপত্তি হয় কি না? অতএব এস্থলে অভিবেদন লোক বৃদ্ধির সহায়তা না করিয়া বরং তাহার অনিষ্ট ব্যবহার করে। এক স্ত্রী সত্বে অপর বিবাহ করা যে অত্যন্ত দুষ্কর্ম্ম তাহা আর কোন্ মনুষ্য অস্বীকার করিবেক।

ইদানিং অনেক দেশ বহুবিবাহের কণ্টক হইতে মুক্ত হইয়াছে, কিন্তু স্বদেশের প্রতি দৃষ্টি করিয়া অতিশয় ক্ষোভ পাইতেছি। এই (সভ্যতার) মহাশত্রু এদেশকে যে প্রকার অধীন করিয়াছে, বিশেষতঃ কুলীন সমাজে দিন দিন যেরূপ যন্ত্রণা ও দুষ্কর্ম্ম বিস্তার করিতেছে তাহার স্মরণ মাত্রেই অন্তঃকরণ অসহ্য যাতনায় অস্থির হয়।

কুলীনদিগের প্রথা এবং আচরণ সকলেই অবগত আছেন, অতএব সে বিষয়ে আমারদিগের অধিক কালব্যয় করণের প্রয়োজন কি। কেবল্ল তাঁহাদিগকে এই মাত্র জিজ্ঞাসা করিতে বাসনা করি, যে কি জন্যে এই কুব্যবহারের প্রবৃত্তিকে পোষণ করিতেছেন? হিন্দুশাস্ত্র যাহাতে তাঁহারা অবশ্যই বিশ্বাস রাখেন, কদাপি এ প্রকার কুরীতির পোষকতা করে না, বরং ইহার দমন নিমিত্তে স্থানে স্থানে বিলক্ষণ শাসন করিয়াছেন। মিতাক্ষরার আচারধ্যায়ে অধিবেত্তা পুরুষের প্রতি দণ্ড নির্ণয় আছে। যথা,

"আজ্ঞাসম্পাদনীং দক্ষাং বীরসূং প্রিয় বাদিনীং।
তজন্দাপ্য প্তৃতীয়াংশমদ্রব্যোভরণং স্ত্রিয়াঃ॥"

অর্থাৎ যদিসাৎ কোন ব্যক্তি আজ্ঞাকারিণী নিপুণা পুত্রবতী বা প্রিয়বাদিনী ভার্য্যাকে ক্বচিৎ ত্যাগ করিয়া অপর বিবাহ করেন তবে এই দুষ্কর্ম্মের দণ্ড স্বরূপ আপন ধনের তৃতীয়াংশ সেই স্ত্রীকে দিবেন, নির্ধন হইলে জীবনাবধি গ্রাসাচ্ছাদন দিতে হইবে। কি আশ্চর্য্য কুলীনাভিমানি দ্বিজবর্গ স্বয়ং শাস্ত্র উপদেশক হইয়াও অনায়াসে তাহার নিয়ম অবজ্ঞা করিতেছেন। ধনের অংশ দূরে থাকুক তাঁহারা জীবনাবধি অনেক স্ত্রীর দুই বার মুখাবলোকন করেন নাই।

অপিচ শাস্ত্রে কথিত আছে যে "পুত্রার্থং ক্রিয়তে ভার্য্যা" অর্থাৎ পুত্রের নিমিত্তে ভার্য্যা গ্রহণ করিবেক, এস্থলে ভার্য্যা এই শব্দের একবচন প্রযুক্ত স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে এক ভার্য্যা অর্থাৎ এক স্ত্রীকেই বিবাহ করিবেক।

হে কুলীন ভ্রাতাগণ, যুক্তি এবং শাস্ত্র উভয় সন্ধিপুর্ব্বক আপনারদিগের বিরোধে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, তথাচ আপনারা যে কি গুপ্ত মর্ম্মের আস্বাদ বশতঃ এই দুশ্চরিত্রকে পরিবার মধ্যে প্রবল রাখিতেছেন, তাহা অনুভব করা আমারদিগের পক্ষে

নিতান্ত দুষ্কর। যদি বলেন বল্লাল সেন এই রীতিকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তবে বিবেচনা করুন, যে বল্লাল সেন সাধারণের ন্যায় এক জন ভ্রমশীল মনুষ্য, বিশেষতঃ তিনি কুকর্ম্মান্বিত ছিলেন, অতএব তাঁহার মতের পশ্চাদ্বর্ত্তি হইয়া ঈশ্বরদত্ত বুদ্ধি এবং পরামর্শকে অবহেলা করা কি শ্রেয়ঃ বোধ হইতে পারে? অবশেষে আপনারদিগকে এক অনুরোধ করিয়া নিরস্ত হই, অর্থাৎ শুভ কর্ম্মে যাত্রা কালীন সম্মুখদ্বারে উপস্থিত হইয়া পশ্চাদ্ভাগে একবার ঈষৎকটাক্ষ পূর্ব্বক দৃষ্টি করিবেন, যে অপর দ্বারে কি আশ্চর্য্য পাপের নৃত্য হইতেছে।

## মৃত রাজা রামমোহন রায়ের জীবন বৃত্তান্ত। ভাদ্র ১৭৬৪ শক। ৩ সংখ্যা

রাজা রামমোহন রায় অতি উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণবংশে উদ্ভব হইয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা মঙ্গল রাজার অধীনে অতিশয় মর্য্যাদাবান কর্ম্মে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার পিতামহ মুরশীদাবাদের রাজসভায় অনেক সম্ভ্রান্ত পদ ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শেষাবস্থায় কিঞ্চিৎ মানের ক্রুটি হওয়াতে তৎপুত্র রামকান্ত রায় জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি রাধানগরে আসিয়া বসতি করিলেন। এইস্থানে আমারদিগের দেশোজ্জ্বলকারী রামমোহন রায় বাং ১১৮৭ সালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

তিনি সাধারণ রীত্যনুসারে বঙ্গভাষায় উপদেশ প্রাপ্ত হইলে, আপন পিতার অভিলাষ এবং পিতৃব্যাদির কৌশল দ্বারা পারস্যভাষা অভ্যাস করণের নিমিত্তে পাটনায় স্থাপিত হয়েন; যেহেতু তৎকালে কথিত ভাষার নিপুণতা ব্যতীত এদেশে রাজকীয় কর্ম্ম লব্ধ হইত না। আর মাতামহ কুলের রীতিক্রমে তিনি সংস্কৃত শিক্ষা ও হিন্দুদিগের বিজ্ঞান শাস্ত্র অনুশীলন করিতে অভিরত হইলেন।

বাল্যকালে তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মে অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন, এবং তাহাতে তাঁহার এ প্রকার দৃঢ়বিশ্বাস ও অচলাভক্তি ছিল, যে প্রতি দিবস শ্রীমদ্ভাগবতের এক অধ্যায় পাঠ না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। কিন্তু রামমোহন রায়ের প্রবল, সুতীক্ষ্ণ এবং ধারণাবতীবুদ্ধি অবিলম্বে পূর্ব্বসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া সকল বিষয়ের সদসদ্বিচার আরম্ভ করিল, বিশেষতঃ আরব ভাষায় ইউক্লিড ও এরিষ্টটল নাম দুই পণ্ডিতের গ্রন্থ পাঠ দ্বারা অধিকতর পরিষ্কৃত, এবং যেন আলোক প্রাপ্ত হইল।

তৎকালে যদিও তাঁহার বয়ঃক্রম অত্যল্প, তথাপি তিনি আপন ধর্ম্মের সত্যাসত্য বিবেচনা করিতে লাগিলেন, এবং দৃষ্টি করিলেন যে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম অন্ধকারে আবৃত্ত হইয়াছে, এবং ভ্রমের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। তিনি কহেন যে "আমি যখন ষোড়শ বৎসর বয়স্ক, তখন হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম্মের বিরোধে এক হস্তলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলাম। এই লিপি এবং অস্মদভিপ্রায় অনেকের নিকটে প্রকাশ হওয়াতে প্রিয়তম আত্মীয় ব্যক্তির সহিত আমার কিঞ্চৎ ভাবের অন্যথা হইল; অতএব আমি ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলাম"।

তিনি ক্রমে ক্রমে তিব্বতদেশে গমন করিলেন, এবং বৌদ্ধধর্ম্মের সদসৎ অনুসন্ধান জন্য প্রায় তিন বর্ষ তথায় কালযাপন করিলেন। পরন্তু তিনি হিমালয় পর্ব্বতের সীমা পর্য্যন্ত নানা স্থানে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন, এবং সময়ে সময়ে তৎসীমাকে উল্লঙ্ঘনও করিয়াছিলেন। পরে যখন তিনি বিংশতি বৎসরে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার জনক রামকান্ত রায় তাঁহাকে পুনর্ব্বার গৃহে আহ্বান করিয়া স্নেহের সহিত দর্শন করিতে লাগিলেন। রামমোহন রায় আপন আলয়ে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বিদ্যাভ্যাস পুনরারম্ভ করিলেন, এবং সর্ব্বদা ইউরোপীয় লোকদিগের সহবাস ও আলাপন প্রযুক্ত, ইংলণ্ডীয় ভাষা ও ইংরাজদিগের শাসন এবং নিয়মাদি আলোচনা করিয়া তাঁহারদিগের প্রতি সরল্য ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

তাঁহার পিতা, জ্ঞাতি প্রভৃতির প্রবৃত্তি ও বিপক্ষতা প্রযুক্ত পুনর্ব্বার রামমোহন রায়কে প্রতিপালন করিতে নিবৃত্ত হইলেন। রামকান্ত রায় ইং ১৮০৩, বাং ১২১০ সালে দেহত্যাগ করিলেন, এবং জগন্মোহন নামক যে তাঁহার আর এক পুত্র ছিলেন, ইং ১৮১১ বাং ১২১৮ সালে তাঁহারও প্রাণ বিয়োগ হইল।

রামমোহন রায় আর্থিক বিষয়ের ন্যূনতাবশতঃ রাজ কর্ম্মের অন্বেষণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এবং রঙ্গপুরের কালেক্টর জান ডিগ্‌বি সাহেবের কর্ম্মাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক অবিলম্বে তত্রস্থ দেওয়ানী পদ ধারণ করিয়াছিলেন। সর্ব্বদা ইংরাজি ভাষায় আলোচনা, এবং বিজ্ঞানশাস্ত্রের অনুশীলন করাই তাঁহার এতৎকর্ম্ম গ্রহণ করণের মূলতাৎপর্য্য। ডিগবি সাহেব এ প্রকার অঙ্গীকার পত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন, যে রামমোহন হিন্দুকর্ম্মচারির রীত্যানুসারে কালেক্টরের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিবেন না, এবং কেবল আজ্ঞার দাস হইবেন না। ডিগ্‌বি সাহেবের সহিত তাঁহার অত্যন্ত দৃঢ় প্রণয় বদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং কথিত সাহেবের এদেশে অবস্থান পর্য্যন্ত, উভয়ে পরস্পর যুক্তি ও সহায়তার সহিত ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় লিপি বিদ্যার অনুশীলন করিয়াছিলেন।

প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধ ব্যবহার দ্বারা তিনি স্বীয় পিতার মনোব্যথার কারণ হইবেন, এই আশঙ্কাবশতঃ একালাবধি আপন অভিপ্রায়কে প্রকাশ্য সমাজে প্রেরণ করিতে পারেন নাই; কিন্তু এইক্ষণে তৎসংশয় হইতে মুক্ত হইয়া ২৪ বৎসর বয়সে অতি সাহসপূর্ব্বক স্বধর্ম্মের মূল তাৎপর্য্য প্রদর্শন, এবং লোকের সংস্কার শোধন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি রামগড়, ভাগলপুর, এবং রঙ্গপুর এই তিন স্থানে পর্য্যায়ক্রমে অবস্থিতি করিতেন, পরন্তু ইং ১৮১৪ বাং ১২২১ সালে কলিকাতা নগরে আগমনপূর্ব্বক স্থায়ী হইলেন।

পণ্ডিত ব্রাহ্মণদিগের সহিত বাদানুবাদ এবং পুস্তকাদি প্রকাশ দ্বারা তিনি দেশস্থ মনুষ্যদিগের ভ্রম ও ধর্ম্মকে আক্রমণ করিতেন, এবং সেই গ্রন্থ সমূহ মুদ্রাঙ্কিত করিয়া সকলকে বিনামূল্যে পরিবেশন করিতেন। তাঁহার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ, সকল জাতির পৌত্তলিক ধর্ম্মের বিরোধে, পারস্য ভাষায় লিখিত হয়। তৎপরে অপর অনেক বাঙ্গালা গ্রন্থ ইহার

অনুবর্ত্তী হইল, যাহাতে তিনি কহেন যে "সাধারণে আমার প্রতি এ প্রকার দ্বেষ অনুভব করিতে লাগিল, যে আমি কেবল তিনজন স্কাচ বন্ধু ব্যতীত সংসারের সমুদয় মনুষ্য দ্বারা ঘৃণিত ও পরিত্যক্ত হইয়াছিলাম" সকলেই তাঁহাকে স্বেচ্ছাচারি, অবিবেকি, অহঙ্কারি, দুষ্কর্ম্মি অধর্ম্মি বলিয়া ব্যক্ত করিত। এবম্প্রকার অন্য অন্য যন্ত্রণার সহিত তাঁহাকে আপন জননীরও কঠিনতর ভর্ৎসনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু রামমোহন রায় দেশের প্রেমে পুর্ণ হইয়া সর্ব্ব প্রকার দুঃখ—সর্ব্বপ্রকার যাতনাকে প্রতিজ্ঞার নিকটে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, এবং সকল প্রতিবন্ধক খণ্ডন করিয়া স্বদেশের জ্ঞানোন্নতি জন্য জীবনকে অর্পণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার অন্তঃকরণ জ্ঞানের তৃষ্ণায় ব্যাকুল ছিল; তিনি ইউরোপীয় লোকের সহবাস বশতঃ তাঁহারদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ অর্থাৎ বাইবেল শিক্ষা করিতে আকৃষ্ট হইলেন, এবং তাহার মুল গ্রন্থ পাঠের নিমিত্তে গ্রীক্ ও হিব্রু ভাষা অনুশীলন করিলেন। এই প্রকার যথোচিত অনুসন্ধান করণান্তর তিনি সংস্কৃত ইংরাজী ও বঙ্গভাষায় খ্রীষ্টধর্ম্মের তাৎপর্য্য সূচক এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ইং ১৮১৬ সালে তিনি বেদান্তের এক ভাগ অনুবাদ করিয়া প্রকটন করিয়াছিলেন। তৎপুর্ব্বেও বাঙ্গালা ও হিন্দুস্থানিতে অনেক অনুবাদিত এবং সজ্ক্ষিপ্ত পুস্তক প্রকাশ পূর্ব্বক বিনামূল্যে সর্ব্বত্র প্রেরণ করেন। তদনন্তর হিন্দুশাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম (অর্থাৎ এক ব্রহ্মের উপাসনা) বিজ্ঞাপনের নিমিত্তে বেদের কিয়দংশ বঙ্গভাষায় ভাষিত করেন।

ইং ১৮১৮ সালে ব্রাহ্মসমাজ নামক সভা তাঁহার কর্ত্তৃক সংস্থাপন হয়। এই সমাজে বেদান্ত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়া সভাস্থ ব্যক্তিদিগকে উপদেশ প্রদান করে, এবং এক পরমেশ্বরের গুণবাদক ও প্রীতিসূচক সংগীত আলাপ হইয়া থাকে।

রামমোহন রায় স্বদেশের যে সকল কুরীতিকে আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে সতী হত্যার প্রথা তাঁহার অন্তঃকরণকে প্রথমেই আকর্ষণ করিলেক। আপন পিতার মরণাগ্রেই তিনি এই কুৎসিত প্রথার অপবাদ ঘোষণা করিতেন, এবং ১৮১০ সালে সহমরণের বিপক্ষ ও সপক্ষের এক পরস্পর কথোপকথন লিখিয়াছিলেন, ও দুই বৎসরান্তর তদ্রূপ আর এক খণ্ড গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এতত্ সমুদয় পুস্তক সে প্রকার যুক্তি ও বিচারের সহিত পুর্ণ ছিল, তাহাতে শাসন কর্ত্তারা এতন্নিবারণে মনোযোগি ও যত্নশীল হইলেন, এবং তৎকালে বঙ্গদেশের গবর্ণর লার্ড উইলিয়েম বেন্টিঙ্ক বাহাদুর এক প্রবল নিয়ম দ্বারা সতী হত্যার প্রথাকে নিবৃত্তি করিলেন। যৎকালে সহমরণ উচ্ছেদের বিরোধি দল ইহার প্রতিবাদ প্রদর্শন পুর্ব্বক রামমোহন রায়কে জাতিচ্যুত করণের ভয় প্রদান করেন, তখন তিনি জাতিভেদ প্রভৃতি সকল প্রতিবন্ধককে অবজ্ঞাপুর্ব্বক আর কতিপয় সভ্য ব্যক্তির সংসর্গী হইয়া লার্ড ইউলিয়ম বেন্টিঙ্ক বাহাদুরের নিকটে কৃতজ্ঞতাসূচক এক বিনয় পত্র উপস্থিত করিলেন।

## মৃত রাজা রামমোহন রায়ের জীবন বৃত্তান্ত। আশ্বিন ১৭৬৪ শক। ৪ সংখ্যা

সতী হত্যার নিবারণ কালীন রামমোহন রায় কেবল দেশস্থ শত্রুগণে বেষ্টিত হইয়াছিলেন, যে অল্প সঙ্খ্যক ব্যক্তির সহিত তাঁহার আন্তরিক প্রণয় ছিল তাঁহারাও পরিবারের ভয়, এবং জাতিভ্রংশের আশঙ্কা প্রযুক্ত প্রকাশ্যরূপে দণ্ডায়মান হইতে পারেন নাই। কেবল শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুর এবং মৃত কালীনাথ রায় চৌধুরী কি প্রকাশ্যে কি গোপনে সর্ব্বদা তাঁহার সহযোগি হইয়া দেশের দুঃখ মোচনে সাহসি হইয়াছিলেন। বর্দ্ধমানের প্রসিদ্ধ বৃদ্ধ রাজা তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর রামকান্ত রায়ের আত্মীয় বন্ধু ছিলেন কিন্তু রামমোহন রায়ের এবম্প্রকার দেশীয় কুনীতি দমনের উদ্যোগ দর্শন করিয়া তিনিও বিরোধী হইলেন। রাজপুত্র প্রতাপচন্দ্র রায় বাহাদুর রামকান্ত রায় বাহাদুরের পরলোক গমন করাতে, তাঁহার দেওয়ান (রামমোহন রায়ের দৌহিত্র) মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের বিরুদ্ধ পক্ষে বধূরাণী অর্থাৎ মৃত যুবরাজের স্ত্রীদিগের উত্তরাধিকারত্ব সপ্রমাণ জন্য বিচারালয়ে মোকদ্দমা করেন। মহারাজ তেজশ্চন্দ্র ধর্ম্মবিষয়ের বিপক্ষতা প্রযুক্ত এই ব্যাপারোপলক্ষে রামমোহন রায়ের প্রতি দোষক্ষেপ করিয়াছিলেন, এবং আপন দৌহিত্রকে ইহাতে প্রবৃত্ত করিয়াছেন।

রামমোহন রায় কিয়ৎবৎসরাবধি ইউরোপ দর্শন করিতে অভিলাষী ছিলেন, কিন্তু বিদ্যানুশীলন, দেশস্থ লোকের সংস্কার শোধন, কুপ্রথা দমন, মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের সহিত মোকদ্দমা ইত্যাদি নানা বিষয়ে ব্যস্তপ্রযুক্ত তদ্বাসনা পূর্ণ করিতে পারেন নাই। ইংরাজি ১৮৩০ সালের শেষাংশে অনেক ঘটনা উপস্থিত হইয়া তাঁহার অভিলাষের পোষকতা করিল। জিলার বিচারালয়ে তাঁহার যে মোকদ্দমা ছিল তাহা নিষ্পন্ন হইল; তাঁহার সম্প্রদায় ক্রমে ক্রমে বিস্তীর্ণ হইতে লাগিল; এবং তিনি সহমরণ নিবারণাদি অনেক পৌত্তলিক বিবাদে জয়ী হইলেন। ১৮৩০ সালের সহমরণ নিবৃত্তির জন্য যে নিয়ম প্রকাশ হয়, তৎপ্রতিকার নিমিত্তে ধর্ম্ম সভা রাজসমীপে বিচার প্রার্থনা করিয়াছিলেন; এ প্রযুক্ত রামমোহন রায় তাহারদিগের প্রতিবাদী হইয়া এক আবেদন পত্র সমভিব্যাহারে ইংলণ্ডে গমন করিতে অনুরোধিত হইয়াছিলেন। এতৎসমুদয় ব্যাপার ব্যতীত আর এক প্রয়োজন উপস্থিত হইল, অর্থাৎ সেই সময়ে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসনের আন্দোলন হইতেছিল, অতএব তিনি স্বদেশের অবস্থা, আচার, ব্যবহার প্রভৃতি যেরূপ অবগত ছিলেন, তাহাতে এ বিষয়ে আপন পরামর্শ ও অভিপ্রায় প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এই সময়ে আর এক উত্তম সুযোগের ঘটনা হইল। কিয়ৎ কাল পর্য্যন্ত দিল্লীর নৃপতি এতদ্দেশীয় ইংরাজ শাসন কর্ত্তাদিগের ব্যবহারে অতিশয় বিতুষ্ট ছিলেন। দিল্লীর সন্নিহিত স্থানে পূর্ব্বে যে রাজস্ব উৎপন্ন হইত, কোম্পানির কর্ত্তৃত্বে তদপেক্ষা অধিক সংগ্রহ হইতে লাগিল, কিন্তু কোম্পানি তাঁহার সহিত যেরূপ সন্ধি করেন, তাহাতে তিনি আপনাকে

সেই অতিরিক্ত রাজস্বেরও অধিকারি জ্ঞান করিলেন। তাহাতে বোর্ড আব কন্ট্রোল এবং কোর্ট আব ডৈরেক্টর্স এ বিষয়ের অনেক বিচার দ্বারা নিশ্চয় করিয়াছিলেন, যে মঙ্গল সম্রাট বিচারতঃ যারা প্রাপ্তব্য তাহা লাভ করিয়াছেন, আর অধিক প্রাপ্ত হইতে পারেন না, তথাপি তিনি ইংলণ্ডস্থ মহারাজ সমীপে ইহার আর একবার পরীক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। এবং তজ্জন্য রামমোহন রায়কে রাজা পদবী প্রদান পুর্ব্বক প্রেরণ করিয়াছিলেন, যে তিনি মঙ্গল সম্রাটের দূত হইয়া ইংলণ্ডে গমন করত এ বিষয় নিষ্পত্তি করিবেন। তৎকালে রামমোহন রায়ের তুল্য কোন মনুষ্য এদেশে বিরাজমান ছিল না, অতএব দিল্লীর রাজসভা তাঁহাকে মনোনীত করিয়া অতিশয় উত্তম বিবেচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

তাঁহার ইউরোপ গমনের ঘোষণা দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া লোকের অন্তঃকরণে নানাপ্রকার ভাবের উদয় হইতে লাগিল। শত্রুগণ এরূপ উত্তম অভিপ্রায়ের তাৎপর্য্য অনুভব করিতে অক্ষম হইয়া আত্মলাভ, দম্ভ, খাদ্যসুখ, যশোলাভ প্রভৃতিকে ইহার মূলকারণ বলিয়া ব্যক্ত করিলেন। ইং ১৮৩০ সালের ১৩ নবেম্বরে তিনি স্বদেশে বিদায় হইয়া ইউরোপে যাত্রা করিলেন।

তিনি লণ্ডন নগরে উত্তীর্ণ হইয়া অতিশয় সমাদর এবং যত্নের সহিত গ্রাহ্য হইয়াছিলেন, এবং স্বীয় পদের গৌরবে ও কর্ম্মের প্রয়োজন দ্বারা রাজমন্ত্রিদিগের নিকটে অবিলম্বে পরিচিত হইয়াছিলেন। তৎপরে নানারূপ উপায় দ্বারা আপন যশঃ ও চরিত্রের অনুরোধে সর্ব্বদা উচ্চ সমাজে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, এবং কোর্ট আব ডৈরেক্টরস্ নামক সভায় অতিসম্ভ্রমের সহিত আহূত হইলেন জুলাই মাসের ষষ্ঠ দিবসে তিনি লণ্ডন টেবরননগরে কোম্পানির এক ভোজে নিমন্ত্রিত হয়েন। পরে সেপ্টম্বর মাসে রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

তদনন্তর কিঞ্চিৎকাল পরেই তত্রস্থ রাজপুরুষেরা ভারতবর্ষের শাসন বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ প্রার্থনা করিলেন, তিনিও তদনুসারে রাজস্ব এবং বিচারের রীতি সম্বন্ধীয় নানা প্রশ্নের এ প্রকার উৎকৃষ্ট উত্তর প্রস্তুত করিয়াছিলেন, যাহা অতিশয় জ্ঞান, যত্ন এবং বিবেচনার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিল।

## মৃত রাজা রামমোহন রায়ের জীবন বৃত্তান্ত। কার্তিক ১৭৬৪ শক। ৫ সংখ্যা

যে সকল মনুষ্য উত্তম সমাজে মিশ্রিত রহেন, তাঁহারদিগের নিকট রামমোহন রায় এ প্রকার পরিচিত হইলেন যে অন্য কোন বিদেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তুল্য কাল ইংরাজদিগের সহিত অবস্থান করিয়া তদ্রূপ প্রণয়ী হইতে পারেন নাই, তিনি আপন প্রবৃত্তি এবং ইউরোপ আগমনের কারণ বশতঃই কি রাজকীয় কি ধর্ম্মসম্বন্ধীয়, কি বিদ্যার্থি, কি সাংসারিক

সকল সমাজেই গমন করিয়াছিলেন। তিনি গির্জা কোর্ট, সেনেট, এবং অন্য অন্য রহস্য সভাতেও. উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার রমণীয় স্বভাব, এবং সুশীল চরিত্র সকলের প্রশংসা এবং সমাদরকে আকর্ষণ করিল। যে প্রকার সহজভাবে তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অভিপ্রায়ের উদ্দেশে সকল বিষয় প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার ইংরাজী আশয় ও কথোপকথনের প্রণালী যেরূপ সুন্দর ছিল, তাহাতে সমুদয় লোক বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল। স্ত্রীসমাজে তিনি বিশেষ রূপ প্রিয় হইয়াছিলেন যেহেতু তাঁহার শরীর যেরূপ উৎকৃষ্ট যেরূপ কোমল অঙ্গভঙ্গির সহিত তিনি তাহারদিগের প্রতি সবিনয় আদর প্রকাশ করিতেন, এবং যে প্রকার উত্তম পূর্ব্বদেশীয় কবিতারসে মিশ্রিত করিয়া শিষ্টতা ব্যবহার করিতেন, তাহাতে তিনি সকলের প্রেমাস্পদ হইয়াছিলেন। অবশেষ তাঁহার আলোকমণ্ডল অতি বিস্তীর্ণ হইল, এবং যাঁহারা তাহার বন্ধু নামের অধিকারি হইতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা রামমোহন রায়ের বসতিস্থানে সর্ব্বদা উপস্থিত হইয়া তাঁহার নির্জ্জনতা ভঙ্গ করিতেন।

ইং ১৮৩২ সালের শরৎকালে তিনি ফরাশীস দেশে গমনপূর্ব্বক অতি সম্ভ্রমের সহিত আহূত হইয়াছিলেন। বিদ্যার্থি এবং রাজকীয় কর্ম্মচারিগণ তাঁহার প্রতি সমাদর প্রকাশের নিমিত্তে ব্যগ্র হইয়াছিল। তিনি লুইস ফিলিপের নিকটে পরিচিত হইরাছিলেন। তাঁহার সহিত অনেকবার একত্র ভোজন এবং অতি কৃতজ্ঞ বচনে ভূপতির অনুগ্রহ স্বীকার করিয়াছিলেন।

জানুয়ারি মাসে তিনি ফরাশীশ হইতে বেড্‌ফোর্ডস্কোয়ের নামক স্থানে, ও মিসিয়র্স জান এবং জোজেফ হেয়ার সাহেবের গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, যে স্থানে তিনি ইংলণ্ডে গমনাবধি অবস্থান করিয়াছিলেন। কথিত জান এবং জোজেফ হেয়ার সাহেব কলিকাতাবাসি মৃত ডেভিড হেয়ার সাহেবের ভ্রাতা, যে ডেভিড হেয়ার সাহেব রামমোহন রায়ের আত্মীয় বন্ধু এবং হিন্দুদিগের চরিত্র শোধন বিষয়ে তাঁহার সহকারী ছিলেন। কিন্তু রামমোহন রায় ইংলণ্ডে প্রত্যাগমনকালীন পীড়িত হইয়াছিলেন। সামান্যতঃ সময়ে সময়ে তাঁহার পিত্ত প্রধান্য হইত, এইক্ষণে সেই রোগ ইউরোপের বাতাস্বভাবে ক্রমে বৃদ্ধি হইল। আর্নট সাহেব বলেন, যে পারিস নগর হইতে আগমনের পর, তাঁহার শরীর এবং মনঃ উভয়ই দুর্ব্বল হইতে লাগিল। যখন এ প্রকার অবস্থাপন্ন হইলেন, তখন মিস কেষ্টল্‌সের সমভিব্যাহারে ষ্টেপলইন গ্রাব কিয়ৎকাল যাপন করিবার নিমিত্তে তিনি সেপ্‌টম্বর মাসের প্রথমাংশে ব্রিষ্টল নগরে যাত্রা করিলেন এবং বাসনা করিয়াছিলেন যে তৎস্থান হইতে ডিবন্স্যারে গমন পূর্ব্বক শীতকালে তত্র অবস্থিতি করিবেন। সেপটেম্বর মাসের ১৮ দিবসে ( তাঁহার ব্রিষ্টলে উত্তীর্ণ হইবার ১০ দিন পরে ) তিনি পীড়িত হইলেন, কিন্তু প্রথমে তাঁহার তাদৃশ গুরুরোগ হয় নাই। পরদিন রামমোহন রায়ের বন্ধু মেং এষ্টলিন সাহেব তাঁহার জ্বরের লক্ষণ দৃষ্টি করিলেন। ঔষধ দ্বারা তাহার অনেক প্রতিকার হইয়াছিল, কিন্তু জিহ্বাশোষ এবং নাড়ীর চাঞ্চল্য হওয়াতে গুরুতর-রোগ বোধ হইল। ২১ তারিখে ডাক্তার প্রিচার্ড এবং ২৩ তারিখে ডাক্তার কোরিক

সাহেব চিকিৎসা করেন, শিরোদেশে রোগের বসতি বোধ হইয়াছিল, কিন্তু রোগী উদরের পীড়া বলিতেন।

ডাক্তার কার্পেন্টর বলেন যে, ঔষধ দ্বারা তাঁহার রোগের ক্ষণিক দমন হইয়াছিল। ২৬ তারিখে কঠিন অঙ্গগ্রহ ও বাম বাহু এবং বামপদের পক্ষাঘাত উপস্থিত হইল, এবং সেই দিবস অপরাহ্নে মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন, যাহা হইতে তিনি আর উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। ২৭ সেপ্টেম্বর রাত্রি দুই প্রহর দুই ঘণ্টা ২৫ মিনিটের সময়ে রাজা রামমোহন রায় জীবন ত্যাগ করিলেন। তিনি জীবদ্দশায় পুনঃ পুনঃ এ প্রকার অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছিলেন, যে ইংলণ্ডে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহাকে মৃত্তিকাস্থ করণের জন্য একখণ্ড নিষ্করভূমি ক্রীত হয়, এবং তাহা রক্ষণের নিমিত্ত একজন নির্ধন সম্ভ্রমযোগ্য মনুষ্য তৎস্থানে বসতি করেন। মিস স্কেস্টলের দাতব্যতায় ইহার সমুদয় প্রতিবন্ধক মোচন হইল। তিনি আপনার আত্মীয় বন্ধুবর্গের অভিমতানুসারে সুন্দর রূপ উপযুক্ত একখণ্ড ভূমি প্রদান করিলেন। তৎস্থানে এই সম্ভ্রান্ত প্রিয়ব্যক্তি ১৮ অক্টোবর বেলা ২ প্রহর ২ ঘণ্টার সময়ে মৃত্তিকাস্থ হইয়াছেন। যাঁহা হইতে ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষের পরস্পর অনেক লভ্য উৎপত্তির সম্ভাবনা ছিল, সেই অসাধারণ মনুষ্যের জীবন এপ্রকার দ্রুতবেগে সমাপ্ত হইল। ভারতবর্ষে রামমোহন রায়ের এক স্ত্রী এবং দুই পুত্র ছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে তিনি দিল্লীর রাজার বিষয় সমাধা করিয়াছিলেন, এবং ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত এরূপ সন্ধি স্থির হইয়াছিল, যে মঙ্গল রাজা আপন ব্যয়ের নিমিত্তে তাঁহার পূর্ব্বপ্রাপ্তি অপেক্ষা আর ৩০০০০ পৌণ্ড অর্থাৎ ৩০০০০০ টাকা অধিক প্রাপ্ত হইবেন, সুতরাং তৎসঙ্খ্যক মুদ্রা ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে ন্যূন্য হইল।

রামমোহন রায়ের শরীর অতি সুন্দর এবং প্রায় চারি হস্ত উচ্চ ছিল, তাঁহার অঙ্গ সকল বলবান্ এবং পরিমিত ছিল, কিন্তু জীবনের শেষভাগে স্থূলতা প্রযুক্তই হউক বা বয়ঃক্রমের আধিক্য প্রযুক্তই হউক কিঞ্চিদ্ভারাক্রান্ত এবং কর্ম্মাক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল শোভান্বিত, অবয়ব সকল বৎ এবং সবল কপাল উচ্চ এবং বিস্তীর্ণ, চক্ষুর্দ্বয় ঘোর এবং উজ্জ্বল, নাসিকা সুন্দররূপে বক্র এবং পরিমিত, এবং ওষ্ঠ পূর্ণ ছিল। তাহার আকৃতির ভাব দৃষ্টি করিলেই তাঁহাকে জ্ঞানী এবং দয়াবান বোধ হইত।

তাঁহার চরিত্র বর্ণন করা অতি কঠিন। তিনি অবশ্যই একজন অসাধারণ মনুষ্য ছিলেন। তিনি যে কেবল আপনার বুদ্ধি শক্তি দ্বারা হিন্দুদিগের অজ্ঞান দৃষ্টি করিয়াছিলেন। এবং স্বয়ং তাহা হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন, তাহাতেই পারস্য বাঙ্গালা হিন্দুস্থানী, হিব্রু, গ্রীক, লেটিন, ইংরাজি এবং ফরাশীশ এই দশ ভাষায় তিনি বিদ্যাশিক্ষা করেন এবং তন্মধ্যে অধিক সঙ্খ্যক ভাষায় সৎপ্রণালীর সহিত লিখিতে ও বক্তৃতা করিতে পারিতেন। তাঁহার বুদ্ধি অতি প্রখর এবং রচনা সকল উত্তম যুক্তি বিশিষ্ট ছিল। এইসমুদয় আন্তরিক শক্তি এবং নানাবিধ বাহ্যগুণ তাঁহাকে জনসমাজের শ্রেষ্ঠপদে স্থাপন করিয়াছে।

## বহুবিবাহ। ভাদ্র ১৭৬৪ শক। ৩ সংখ্যা

চিঠি-পত্র স্তম্ভে প্রকাশিত

গত শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় সঙ্খ্যক বিদ্যাদর্শন সন্দর্শনে আমি নিতান্ত ভরসাযুক্ত, এবং পুলকিত হইয়াছি, মহাশয় যে নিয়মক্রমে বিদ্যাদর্শন প্রকাশ করিতেছেন, ইহাতে বোধ করি, অচিরাৎ, বঙ্গদেশের সমূহলোকেই যথার্থ বিদ্যা দর্শন করিতে পারিবেন, আমার দুরদৃষ্টবশতঃ প্রথম সঙ্খ্যার বিদ্যাদর্শন প্রাপ্ত হই নাই, কিন্তু কোন দয়াবান বান্ধব কর্তৃক দ্বিতীয় সঙ্খ্যার এক খণ্ড এক সপ্তাহের নিমিত্ত পাইয়াছিলাম, এবং ঐ নিরূপিত সময়ের মধ্যেই তৎপত্রের আনুপুর্ব্বিক সমুদয় বিষয় পাঠ করিয়াছি। গত সঙ্খ্যার পত্রে যে সকল বিষয় লিখিত হইয়াছে অস্মদ্বিবেচনায় তাহার সমুদয় পঙ্‌ক্তিতেই জ্ঞানজনক প্রস্তাবের প্রসঙ্গ ভিন্ন অন্য কিছুই উপলব্ধি হইল না, বিশেষতঃ বহুবিবাহের ঘৃণিত প্রথায় উচ্ছেদ বিষয়ে মহাশয় যে সকল যুক্তিবিধান করিয়াছেন তাহার প্রত্যেক ছত্র পাঠ করিয়া আমার অন্তঃকরণে ঘৃণা দয়া, লজ্জা, ক্ষোভ প্রভৃতি নানা ভাবের আন্দোলন হইয়াছিল।

কৌলীন্য প্রথার সমাদর থাকাতে এদেশের যে কি প্রকার অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহা স্থিরচিত্তে আলোচনা করিলে এক কালীন মহাদুঃখে অস্থির হইতে হয়, কুলীন প্রভুরা স্বদোষ দর্শনে এক প্রকার অন্ধ হইয়াছেন, তাহারদিগের বিবেচনায় যে কৌলীন্য শ্রেষ্ঠ পদ ধারণ করিয়াছে পৃথিবীস্থ সমূহ জাতির অভিপ্রায়ে তাঁহার নীচতা দীপ্তিমান রহিয়াছে তথাপি যে কি নিমিত্ত কুলীন ঠাকুরেরা স্বয়ং জগতের ঘৃণাপাত্র হইতেছেন, তাহা অনুমান করিতে আমারদিগের কিছুমাত্র শক্তি প্রত্যক্ষ হয় না। যে বিষয়ে ঐহিকের সুখ বা সম্পত্তি বৃদ্ধি হয়, অথচ পরকালের মঙ্গল হয়, বিজ্ঞলোকেরা সেই প্রকার কার্য্যেই লিপ্ত হইয়া থাকেন; কিন্তু বিবেচনা করিলে, অধিবেত্তা মহাশয়েরা ঐ উভয় সুখ হইতে এক কালীন বঞ্চিত রহিয়াছেন। আমরা প্রত্যক্ষে কুলীন রমণীগণের যে সকল ব্যাপার ঘটনা হইয়াছে তন্মধ্যে কয়েক বিষয়ে অত্যন্ত চমৎকৃত আছি, অতএব এই সুযোগে তাহার আন্দোলন করিতে নিতান্ত ইচ্ছুক রহিয়াছি, ভরসা করি মহাশয় অনুগ্রহ পুর্ব্বক আমার এই পত্রখানি বিদ্যাদর্শনের একাধারে উদিত করিতে কৃপণ হইবেন না। যদিও এতদ্বিষয় অনেকেরই বিদিত আছে, তথাপি এই সময়ে তাহা প্রকাশ করিলে সমূহলোকের আশ্চর্য্য জ্ঞান হইবেক, এবং কুলীনাদিগের চরিত্রের প্রতি ঘৃণা করিয়া তন্নিবারণে অনেকেই যত্ন করিতে পারেন।

সম্পাদক মহাশয়, আমি যে গ্রামে বসতি করিতেছি, তথায় অনেক বিশিষ্টলোকের অবস্থিতি আছে, এবং বহুবিবাহ আমারদিগের গ্রাম্যলোকের এক প্রকার ব্যবসায় হইয়াছে, কুলীনসন্তানাদিগের এ প্রকার অভিমান আছে, যে বিদ্যাভ্যাস না হইলেও তাঁহারা বিবাহ

দ্বারা সংসার নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন, এবং অনেক মূর্খ কুলীনেরাও তদবলম্বনে কালযাপন করিতেছেন। এতদগ্রামে এরূপ অনেক কুলীন প্রভু বাস করেন, যাঁহারদিগের ভার্য্যা গণনা করা অতিশয় দুষ্কর ১০।১২ রমণীর অধিকারী অতি অল্পব্যক্তি এ গ্রামে বিরাজমান আছেন, বিবেচনা করুন ঐসকল রমণীরা কি প্রকার দুরবস্থায় পতিতা আছেন, এবং কি প্রকারেই বা যন্ত্রণা নিবারণ করিয়া থাকেন, হে সম্পাদক মহাশয় আটমাস গত হয় নাই, এই রাজধানীর অতি নিকটে অষ্টাদশবয়স্কা এক যুবতীর বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু অদ্য এক মাসের অধিক হইবেক ঐ রমণী এক কন্যা প্রসব করিয়াছেন, আমরা শ্রুত ছিলাম দশমাস পূর্ণ না হইলে মনুষ্য স্ত্রীর গর্ভ হইতে সন্তান নির্গত হয় না, কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখিলাম, সাতমাস বিবাহের পরেই অপূর্ব্ব কন্যা জননীর ক্রোড় আলো করিয়াছে। এইক্ষণে যাঁহার যাহা অভিরুচি হয়, তিনি তদনুরূপ চিন্তা করুন, আমি অপর এক ইতিহাস রচনায় লেখনী সঞ্চালন করি।

অল্পদিন গত হইল, কোন পল্লিগ্রামস্থ একজন কুলীন বিপ্র পথিমধ্যে একটি বালকের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন, পরে আলাপাদি দ্বারা ঐ বালক সম্পর্কে তাঁহার পুত্র হইলেন, অর্থাৎ কুলীন মহাশয় পুর্ব্বে কোন এক গ্রামে বিবাহ করিয়াছিলেন, ঐ সন্তানটী সেই বিবাহিতা ভার্য্যার সন্তান বটে, কিন্তু অনুসন্ধান দ্বারা জানা গিয়াছে, কুলীন প্রভু বিবাহের পরে একবার মাত্র শ্বশুরালয়ে গমন করেন নাই, অথচ পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল, ইহাতে লোকের অন্তঃকরণে কি প্রকার সন্দেহ জন্মিতে পারে, বিজ্ঞ সম্পাদক তাহা আপনি বিবেচনা করুন।

কুলীনদিগের আচরণ বিষয়, বোধকরি, বঙ্গদেশের ব্যক্তিমাত্রেরি বিদিত আছে, সে অবধি এই ঘৃণিত কার্য্যের প্রচলন হইয়াছে তদবধি ভ্রূণহত্যা, স্ত্রীহত্যা, প্রভৃতি যে সকল রাশি রাশি দুষ্কর্ম্মের বৃদ্ধি হইতেছে তাহার সংখ্যা করা অতিশয় কঠিন। আপনারা সর্ব্বদাই নগর মধ্যে বসতি করেন, পল্লিগ্রামের সকল ব্যাপার জানিতে পারেন না গ্রাম্য সমাজে যাঁহারা কুলীনরূপে পূজ্য হইয়াছেন, তাহারদিগের অহঙ্কার দেখিলে বোধ হয়, তাঁহারাই বল্লাল সেনের রাজ্যভাগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহা হউক কুলীন ভার্য্যাগণের পরিত্রাণার্থ মহাশয়কে যত্নশীল দেখিয়া আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম, এইক্ষণে নিতান্ত মনে প্রার্থনা করি, জগদীশ্বর মহাশয়কে অচিরাৎ কৃতকার্য্য করুন।

## অধিবেদন। ভাদ্র ১৭৬৪ শক। ৩ সংখ্যা

আমরা গত পত্রে বহুবিবাহের অকর্ত্তব্যতা বিষয়ে যে এক পত্র লিখিয়াছিলাম, এবং তাহার সহিত এদেশীয় কুলীন প্রথার প্রতি যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলাম, তাহাতে পাঠকগণের কি প্রকার ভাব উপস্থিত হয়, এই সংশয়ে ভীত ছিলাম, এইক্ষণে অতিশয় আহ্লাদ হইল, যে "কস্যচিৎ দেশ হিতৈষিণঃ" ইতি স্বাক্ষরিত পত্র প্রেরক আমারদিগের

লেখনে উৎসাহী হইয়া অধিবেদনের এক ঘৃণিত বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। ঐ লিপি পাঠ করিয়া বিলক্ষণ বিশ্বাস হইতেছে, যে ইদানীং অনেক হিন্দু এই দুশ্চরিত্রকে ঘৃণা করেন, এবং ইহার উচ্ছেদকল্পে আনন্দিত হয়েন, অতএব আমরা এই সমাচারের দ্বারা অত্যন্ত সাহস প্রাপ্ত হইতেছি, এবং কি প্রকারে ঐ কুরীতির আশু নিবৃত্তি হয়, তাহার উপায় অন্বেষণ করিতেছি।

কোন দেশীয় কুপ্রথার নিষেধ, এক বিদ্যার অনুশীলন অপর রাজার শাসন দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে; তাহার মধ্যে জ্ঞানের উপদেশ অনেক বিষয়ে নিষ্ফল হয়, এবং অধিককালের প্রয়োজন করে; যেহেতু এক দেশীয় সমুদয়লোকের অন্তঃকরণ হইতে কোন কুসংস্কারের মোচন করিতে হইলে তৎস্থানের প্রত্যেক বা প্রায় সকল লোকের সদ্বিদ্যা আবশ্যক হয়, যাহা সুসিদ্ধ করা অতি কঠিন হয়, এবং বহুদিনের অপেক্ষা করে। এ প্রযুক্ত সুশীল রাজারা রাজ্য মধ্যে কুকর্ম্মের প্রাদুর্ভাব সহ্য করিতে না পারিয়া রাজনিয়মের দ্বারা তাহার উচ্ছেদ করিয়া থাকেন। আমরা সকল অপেক্ষা শেষোক্ত উপায়কে শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান করিলাম, এবং শাসন কর্ত্তাদিগকে যুক্তির সহিত অনুরোধ করিতে চেষ্টিত হইলাম।

দেশের কদাচার নষ্ট করা রাজার এক প্রধান উচিত কর্ম্ম, অতএব আমারদিগের গবর্ণমেণ্ট সমুদয় প্রতিবন্ধক সত্বেও এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সম্পূর্ণ রূপে বাধ্য হইতেছেন। কিন্তু এই এক আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে যে হিন্দুজাতির সহিত শাসন-কর্ত্তাদিগের ধর্ম্ম রীতি এবং অভিপ্রায়াদি বিষয়ে এ প্রকার অনৈক্য দেখিতেছি, যে রাজপুরুষদিগের সর্ব্বদা সাবধান রহিয়া কার্য্য করিতে হয় এবং প্রজাগণের অন্তঃকরণ সুস্থির রাখিয়া কর্ম্ম করা অতিশয় কঠিন বোধ হয়, বিশেষতঃ গবর্ণমেণ্ট স্বীকৃত আছেন, যে এদেশীয় শাস্ত্রের প্রতি বিরোধ আচরণ করিবেন না, অতএব তাঁহারা কিরূপে এই বহুবিবাহের কুনীতিকে রাজদণ্ডের দ্বারা নিবারণ করিতে পারেন। এস্থলে আমরা চর্চ্চ আব ইংলণ্ড মেগেজিন পত্রের আশ্রয় লইলাম, এবং তৎসম্পাদকের অভিপ্রায়ের স্থূলার্থ গ্রহণপূর্ব্বক এ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমরা যে সকল কারণে গবর্ণমেণ্টকে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিতেছি, তাহার বিবরণ লিখিঃ প্রথমতঃ এরূপ অধিবেদনের প্রথা শাস্ত্র প্রসিদ্ধ নহে, কেবল লৌকিক ব্যবহারে প্রচলিত আছে মাত্র, ফলতঃ কদাপি এরূপ সম্ভব হয় না, যে শাস্ত্র এই দুশ্চরিত্রের পোষকতা করিবেন; অতএব দেশধিপতিরা ইহার নিবৃত্তি করিলে কখন দোষি হইবেন না। দ্বিতীয়তঃ এই কুরীতি সংসারের অশেষ পাপ এবং উপদ্রব জন্মাইতেছে, বিশেষতঃ স্ত্রীগণের যন্ত্রণা এবং ব্যভিচারের কারণ হইয়াছে। অন্য অন্য কারণ দূরে থাকুক যখন শাস্ত্রে ইহার কোন বিধি নাই, তখন গবর্ণমেণ্ট এতৎ কুকর্ম্মের উচ্ছেদ না করিলে অবশ্যই উচিত কর্ম্মের অন্যথা করিবেন, যেহেতু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে দুষ্কর্ম্মের দমন করা রাজার এক শ্রেষ্ঠ ক্রিয়া হইয়াছে। ইতিহাস দর্শন করিলেই অবগতি হইবে যে আবহমান কাল পর্য্যন্ত ভূপতিগণ আপন আপন রাজ্যের কুচরিত্র শাসন করিয়া আসিতেছেন; তাহার মধ্যে এই বিষয়েরই

আপন দুঃখের বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতে বাসনা করি, এবং বোধ করি যে তাহা জনসমাজে উপদেশজনক হইবে। যদিও আমার বিদ্যা এবং লিপিনৈপুণ্য নাই, কেন না আমি বঙ্গদেশের স্ত্রী, কিন্তু আমার অভিপ্রায় সকল কথিত পণ্ডিত মহাশয় দ্বারা লিপিবদ্ধ করিয়া প্রেরণ করিতেছি, অনুগ্রহ পুর্ব্বক প্রকাশ করিতে কৃপণ হইবেন না।

আমি শান্তিপুর নিবাসি এক কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যা ছিলাম, আমার শৈশবকাল বাল্যক্রীড়ায় যাপন হইয়া যৌবনের প্রারম্ভ হইল, তথাপি পিতামাতা বিবাহের উদ্যোগ করেন না; ইহাতে একদিন আমি প্রতিবাসিনী কোন রমণীর নিকটে এই প্রস্তাব উথাপন করিয়া অবগত হইলাম, যে তিন বৎসর অপেক্ষাও অল্প বয়ঃক্রম কালীন আমার বিবাহ হইয়াছে। এইবাক্য শ্রবণমাত্র আমি একেবারে স্তব্ধ রহিলাম। পরন্তু যখন আমার ষোড়শবর্ষ বয়স তখন কোন দিবস অপরাহ্নে পঞ্চাশৎবর্ষবয়স্ক একজন মনুষ্য আমারদিগের গৃহ দ্বারে উপস্থিত হইলেন, এবং পরিচয় গ্রহণ দ্বারা জানা গেল মাত্র অন্তকরণ কম্পিত হইল। লজ্জা, ঘৃণা, ক্ষোভ, ক্রোধ, সংশয় প্রভৃতি ভাবের এ প্রকার আন্দোলন হইয়াছিল, যে আমি আর লোকসমাজে মিশ্রিত হহবার অভিলাষ একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলাম তাঁহার কুৎসিত আকৃতি, গলিত অঙ্গ, এদং পক্ককেশাদি দর্শন করিয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়াছিলাম। আমি জ্ঞানতঃ তাঁহাকে বরণ করি নাই, কদাপি তাঁহার সহিত জ্ঞানাবস্থায় সাক্ষাৎ নাই, তাহার সহিত আমার মনের ঐক্য বা প্রণয়ের সঞ্চার হয় নাই. অথচ তিনি আমার পতি আমার সুখের মূলাধার, কি আশ্চর্য্য, তাঁহার মূর্ত্তি যেমন কুৎসিত রজনীতে তাঁহার ব্যবহারও তদ্রূপ প্রত্যক্ষ হইল। যাহা হউক পরদিন প্রাতঃকালে তিনি আমার পিতার নিকটে কিঞ্চিৎ ধন সংগ্রহপুর্ব্বক যে প্রস্থান করিলেন, সেই পর্য্যন্ত আর দর্শন হয় নাই। একে আমার যৌবনোদ্যম, তাহাতে এবম্প্রকার বিড়ম্বনা সকল সঙ্ঘটন হওয়াতে যেরূপ যাতনা বোধ হইল বিশেষতঃ জীবনের সুখ যে পতিসম্ভোগ, তাহাতে এককালীন বঞ্চিত হইয়া অন্তঃকরণ যে প্রকার অস্থির হইল, তাহা কি বলিব। মাসাবধি দিবারাত্রি কেবল ক্রন্দন করিয়াছি। যদিও আমার নিতান্ত চেষ্টা ছিল, সৎপথে রহিব, এবং কুল ধর্ম্ম রক্ষা করিব কিন্তু অবশেষ জ্বালাতন হইয়া ব্যভিচারের পথকে অবলম্বন করিয়াছি, এবং স্বাধীন মনে কলিকাতায় আগমন পুর্ব্বক মেছোবাজার বাসিনী হইয়াছি।

আমি এ স্থলে বসতি করিলে আমার কনিষ্ঠা ভগ্নীও স্বামীর সহিত অনৈক্য এবং বিবাদ করিয়া গত বৎসর আমার সহবাসিনী হইয়াছেন। তদ্ব্যতীত আমার বাল্যকালের বিংশতি জন সঙ্গিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাঁহারা আমার ন্যায় কলিকাতার স্থানে স্থানে অধিবাস করিতেছেন।

কলিকাতা নিবাসিনী বেশ্যা

(সম্পাদকীয় মন্তব্য)

এই পত্র প্রেরিকা বেশ্যা বা অন্য যে কোন ব্যক্তি হউন, তাহাতে আমারদিগের কোন

লেখনে উৎসাহী হইয়া অধিবেদনের এক ঘৃণিত বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। ঐ লিপি পাঠ করিয়া বিলক্ষণ বিশ্বাস হইতেছে, যে ইদানীং অনেক হিন্দু এই দুশ্চরিত্রকে ঘৃণা করেন, এবং ইহার উচ্ছেদকল্পে আনন্দিত হয়েন, অতএব আমরা এই সমাচারের দ্বারা অত্যন্ত সাহস প্রাপ্ত হইতেছি, এবং কি প্রকারে ঐ কুরীতির আশু নিবৃত্তি হয়, তাহার উপায় অন্বেষণ করিতেছি।

কোন দেশীয় কুপ্রথার নিষেধ, এক বিদ্যার অনুশীলন অপর রাজার শাসন দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে; তাহার মধ্যে জ্ঞানের উপদেশ অনেক বিষয়ে নিষ্ফল হয়, এবং অধিককালের প্রয়োজন করে; যেহেতু এক দেশীয় সমুদয়লোকের অন্তঃকরণ হইতে কোন কুসংস্কারের মোচন করিতে হইলে তৎস্থানের প্রত্যেক বা প্রায় সকল লোকের সদ্বিদ্যা আবশ্যক হয়, যাহা সুসিদ্ধ করা অতি কঠিন হয়, এবং বহুদিনের অপেক্ষা করে। এ প্রযুক্ত সুশীল রাজারা রাজ্য মধ্যে কুকর্ম্মের প্রাদুর্ভাব সহ্য করিতে না পারিয়া রাজনিয়মের দ্বারা তাহার উচ্ছেদ করিয়া থাকেন। আমরা সকল অপেক্ষা শেষোক্ত উপায়কে শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান করিলাম, এবং শাসন কর্ত্তাদিগকে যুক্তির সহিত অনুরোধ করিতে চেষ্টিত হইলাম।

দেশের কদাচার নষ্ট করা রাজার এক প্রধান উচিত কর্ম্ম, অতএব আমারদিগের গবর্ণমেণ্ট সমুদয় প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সম্পূর্ণ রূপে বাধ্য হইতেছেন। কিন্তু এই এক আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে যে হিন্দুজাতির সহিত শাসন-কর্ত্তাদিগের ধর্ম্ম রীতি এবং অভিপ্রায়াদি বিষয়ে এ প্রকার অনৈক্য দেখিতেছি, যে রাজপুরুষদিগের সর্ব্বদা সাবধান রহিয়া কার্য্য করিতে হয় এবং প্রজাগণের অন্তঃকরণ সুস্থির রাখিয়া কর্ম্ম করা অতিশয় কঠিন বোধ হয়, বিশেষতঃ গবর্ণমেণ্ট স্বীকৃত আছেন, যে এদেশীয় শাস্ত্রের প্রতি বিরোধ আচরণ করিবেন না, অতএব তাঁহারা কিরূপে এই বহুবিবাহের কুনীতিকে রাজদণ্ডের দ্বারা নিবারণ করিতে পারেন। এস্থলে আমরা চর্চ্চ আব ইংলণ্ড মেগেজিন পত্রের আশ্রয় লইলাম, এবং তৎসম্পাদকের অভিপ্রায়ের স্থূলার্থ গ্রহণপূর্ব্বক এ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমরা যে সকল কারণে গবর্ণমেণ্টকে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিতেছি, তাহার বিবরণ লিখিঃ প্রথমতঃ এরূপ অধিবেদনের প্রথা শাস্ত্র প্রসিদ্ধ নহে, কেবল লৌকিক ব্যবহারে প্রচলিত আছে মাত্র, ফলতঃ কদাপি এরূপ সম্ভব হয় না, যে শাস্ত্র এই দুশ্চরিত্রের পোষকতা করিবেন; অতএব দেশধিপতিরা ইহার নিবৃত্তি করিলে কখন দোষি হইবেন না। দ্বিতীয়তঃ এই কুরীতি সংসারের অশেষ পাপ এবং উপদ্রব জন্মাইতেছে, বিশেষতঃ স্ত্রীগণের যন্ত্রণা এবং ব্যভিচারের কারণ হইয়াছে। অন্য অন্য কারণ দূরে থাকুক যখন শাস্ত্রে ইহার কোন বিধি নাই, তখন গবর্ণমেণ্ট এতৎ কুকর্ম্মের উচ্ছেদ না করিলে অবশ্যই উচিত কর্ম্মের অন্যথা করিবেন, যেহেতু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে দুষ্কর্ম্মের দমন করা রাজার এক শ্রেষ্ঠ ক্রিয়া হইয়াছে। ইতিহাস দর্শন করিলেই অবগতি হইবে যে আবহমান কাল পর্য্যন্ত ভূপতিগণ আপন আপন রাজ্যের কুচরিত্র শাসন করিয়া আসিতেছেন; তাহার মধ্যে এই বিষয়েরই

আপন দুঃখের বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতে বাসনা করি, এবং বোধ করি যে তাহা জনসমাজে উপদেশজনক হইবে। যদিও আমার বিদ্যা এবং লিপিনৈপুণ্য নাই, কেন না আমি বঙ্গদেশের স্ত্রী, কিন্তু আমার অভিপ্রায় সকল কথিত পণ্ডিত মহাশয় দ্বারা লিপিবদ্ধ করিয়া প্রেরণ করিতেছি, অনুগ্রহ পুর্ব্বক প্রকাশ করিতে কৃপণ হইবেন না।

আমি শান্তিপুর নিবাসি এক কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যা ছিলাম, আমার শৈশবকাল বাল্যক্রীড়ায় যাপন হইয়া যৌবনের প্রারম্ভ হইল, তথাপি পিতামাতা বিবাহের উদ্যোগ করেন না ; ইহাতে একদিন আমি প্রতিবাসিনী কোন রমণীর নিকটে এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া অবগত হইলাম, যে তিন বৎসর অপেক্ষাও অল্প বয়ঃক্রম কালীন আমার বিবাহ হইয়াছে। এইবাক্য শ্রবণমাত্র আমি একেবারে স্তব্ধ রহিলাম। পরন্তু যখন আমার ষোড়শবর্ষ বয়স তখন কোন দিবস অপরাহ্নে পঞ্চাশৎবর্ষবয়স্ক একজন মনুষ্য আমারদিগের গৃহ দ্বারে উপস্থিত হইলেন, এবং পরিচয় গ্রহণ দ্বারা জানা গেল মাত্র অন্তকরণ কম্পিত হইল। লজ্জা, ঘৃণা, ক্ষোভ, ক্রোধ, সংশয় প্রভৃতি ভাবের এ প্রকার আন্দোলন হইয়াছিল, যে আমি আর লোকসমাজে মিশ্রিত হহবার অভিলাষ একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলাম তাঁহার কুৎসিত আকৃতি, গলিত অঙ্গ, এদং পক্বকেশাদি দর্শন করিয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়াছিলাম। আমি জ্ঞানতঃ তাঁহাকে বরণ করি নাই, কদাপি তাঁহার সহিত জ্ঞানাবস্থায় সাক্ষাৎ নাই, তাহার সহিত আমার মনের ঐক্য বা প্রণয়ের সঞ্চার হয় নাই. অথচ তিনি আমার পতি আমার সুখের মুলাধার, কি আশ্চর্য্য, তাঁহার মুর্ত্তি যেমন কুৎসিত রজনীতে তাঁহার ব্যবহারও তদ্রূপ প্রত্যক্ষ হইল। যাহা হউক পরদিন প্রাতঃকালে তিনি আমার পিতার নিকটে কিঞ্চিৎ ধন সংগ্রহপুর্ব্বক যে প্রস্থান করিলেন, সেই পর্য্যন্ত আর দর্শন হয় নাই। একে আমার যৌবনোদ্যম, তাহাতে এবম্প্রকার বিড়ম্বনা সকল সঙ্ঘটন হওয়াতে যেরূপ যাতনা বোধ হইল বিশেষতঃ জীবনের সুখ যে পতিসম্ভোগ, তাহাতে এককালীন বঞ্চিত হইয়া অন্তঃকরণ যে প্রকার অস্থির হইল, তাহা কি বলিব। মাসাবধি দিবারাত্রি কেবল ক্রন্দন করিয়াছি। যদিও আমার নিতান্ত চেষ্টা ছিল, সৎপথে রহিব, এবং কুল ধর্ম্ম রক্ষা করিব কিন্তু অবশেষ জ্বালাতন হইয়া ব্যভিচারের পথকে অবলম্বন করিয়াছি, এবং স্বাধীন মনে কলিকাতায় আগমন পুর্ব্বক মেছোবাজার বাসিনী হইয়াছি।

আমি এ স্থলে বসতি করিলে আমার কনিষ্ঠা ভগ্নীও স্বামীর সহিত অনৈক্য এবং বিবাদ করিয়া গত বৎসর আমার সহবাসিনী হইয়াছেন। তদ্ব্যতীত আমার বাল্যকালের বিংশতি জন সঙ্গিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাঁহারা আমার ন্যায় কলিকাতার স্থানে স্থানে অধিবাস করিতেছেন।

কলিকাতা নিবাসিনী বেশ্যা

( সম্পাদকীয় মন্তব্য )

এই পত্র প্রেরিকা বেশ্যা বা অন্য যে কোন ব্যক্তি হউন, তাহাতে আমারদিগের কোন

আপত্তি নাই। আমরা ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করি না তাঁহার যুক্তি এবং অভিপ্রায়ের প্রতিই দৃষ্টি রাখি। মনোযোগের সহিত এই পত্র পাঠ করিলে বিবেচক মনুষ্য দেশের নানা কু-প্রথা এবং তাহার দেদীপ্যমান ঘৃণিত ফল একত্র সন্দর্শন করিতে পারিবেন।

আমরা পুর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছি যে এদেশে কৌলীন্য প্রথার সমাদর থাকাতে অশেষ প্রকার কুকর্ম্মের ঘটনা হইতেছে। এইক্ষণে দেশীয় ব্যক্তিগণ তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করুন, যাঁহারা স্বয়ং দুষ্কর্ম্মের আলোচনা করেন, তাঁহারদিগের চেতনা হইয়াছে তাঁহারাই সাধারণ সমাজের উপদেশ জন্য আপন দোষ পর্য্যন্তও বিজ্ঞাপন করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন, অতএব এরূপ সুযোগের সময়ে আমরা একান্ত অন্তঃকরণে গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, এবং দেশস্থ মনুষ্যবর্গকে অনুরোধ করিতেছি, যে তাহারা বহুবিবাহের নিবৃত্তি জন্য দৃঢ় চেষ্টা করুন, আমরাও তাঁহারদিগের অগ্র হইতে প্রস্তুত আছি।

অপর পত্র প্রেরিকা যে স্বামীর সহিত মনের অনৈক্য এই শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে কিঞ্চিদ্বিবেচনা করা আবশ্যক। দম্পতি কলহের নানা কারণ মধ্যে এক বিষয় অতি স্পষ্টভাবে আমারদিগের প্রত্যক্ষ হইতেছে। এদেশের এক কুরীতি আছে যে দম্পতি পরস্পর আপন ইচ্ছাক্রমে স্বামি বা স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারেন না। পিতা বা মাতা, বা ভ্রাতা ইত্যাদি ব্যক্তি বিবাহের পাত্র বা পাত্রী নিশ্চয় করেন, এবং সেই নির্ণয়ানুসারে পাণিগ্রহণ সম্পন্ন হয়। কিন্তু ইহার অপেক্ষা আর আশ্চর্য্যতর প্রথা কি আছে? যাহার সহিত চিরকাল এক শরীরের ন্যায় সংযুক্ত রহিতে হয়, যাহার গুণের প্রতি জীবনের অধিক সুখ নির্ভর করে, যাহার চরিত্র কিঞ্চিমাত্র দোষান্বিত হইলে সংসারের সমুদয় আনন্দ একেবারে বিষাক্ত হয় যে ব্যক্তি সকল পরামর্শ এবং সকল যুক্তির অধিকারী এবং যাহার নিকটেই প্রত্যেক বিষয় গোপনের অযোগ্য, এবম্প্রকার স্ত্রী বা স্বামি গ্রহণের ভার যে পরের প্রতি অর্পণ হয়, ইহা কি আক্ষেপের বিষয়। আমরা সাহসের সহিত বলিতে পারি, যে ইহাতেই দম্পতি কলহের বীজ রোপণ হয়। এক ব্যক্তি যাহা গ্রাহ্য করেন, অপরের তাহা মনোরম্য হয় না, এক ব্যক্তির সঙ্গে যাহার প্রণয় হয়, অন্যের সহিত তাহার অনৈক্য এবং অপ্রণয় সঞ্চার হইতে পারে, অতএব স্বামী এবং স্ত্রী বিবাহের পুর্ব্বে যদি পরস্পর উভয় উভয়ের মনোনীত না হয়, তবে অনন্তর তাহারদিগের অপ্রীতি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু প্রভৃতি পাত্র বা কন্যার ঐশ্বর্য্য বিষয়েই দৃষ্টি রাখেন, কিন্তু যাহার প্রতি তাহারদিগের সমস্ত জীবনের সুখ নির্ভর করে, অর্থাৎ আন্তরিক প্রণয় এবং সচ্চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করা, তাহা এদেশের কর্ত্তব্য কার্য্যের বহির্গত হইয়াছে।

এইস্থলে আর এক কুরীতির বিবেচনা করিতে হইল। এদেশীয় মৌলিকবর্গ পণ অর্থাৎ মুল্যদ্বারা কুলীনের পুত্র কন্যাকে ক্রয় করেন। এবম্প্রকার বিবাহের বাণিজ্য সত্বে পিতামাতা কেবল ধনের লোভেই পাত্র বা কন্যার বয়ঃক্রম, সম্পত্তি চরিত্র প্রণয় সুখ ইত্যাদি কোন বিষয়ে দৃষ্টিক্ষেপ করেন না। কেবল ধন প্রাপ্ত হইলেই বিবাহ প্রদান করেন। তাহাতে

# শিক্ষা

## হিন্দু স্ত্রীদিগের বিদ্যাশিক্ষা। আষাঢ় ১৭৬৪ শক। ১ সংখ্যা

এদেশীয় পুরুষেরা সম্পূর্ণ বিদ্যাধিকারি, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা যে কি জন্য তাহাতে বঞ্চিত তাহার কোন কারণ প্রত্যক্ষ হয় না। ভাল, স্ত্রীগণের বিদ্যায় অধিকার যদি পরমেশ্বরের অভিপ্রায় না হইত, তবে তিনি পশুদিগের জড় বুদ্ধির ন্যায় তাহারদিগের বুদ্ধিরও এ প্রকার নির্দ্দিষ্ট সীমা নির্ণয় করিয়া দিতেন, যে তাহা উল্লঙ্ঘন করা অসাধ্য হইত, এবং পশুরা যে রূপ অল্পকালের মধ্যে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ও আত্ম রক্ষার উপায় চিন্তাদি কতকগুলিন প্রয়োজনীয় ভাবের পরিপক্বতা প্রাপ্ত হইলে আর উন্নতির উপযুক্ত হয় না, সেই রূপ স্ত্রীলোকেরাও পশুগণের তুল্য নির্দ্দিষ্ট বুদ্ধিবিশিষ্ট হইলে কিয়দ্দিবসের মধ্যে নিজ স্বভাবের পরিণাম লব্ধ করিয়া যাবৎকাল সমতাবস্থায় থাকিতেন, যাহা প্রত্যক্ষের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ।

উক্ত বিষয় বিস্তারিতরূপে, এবং নিঃসন্দেহের সহিত ব্যাখ্যা করণের জন্য এস্থলে এই বক্তব্য, যে দর্শন ও শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়বোধ, স্মরণ, চিন্তন, ও তুলনাদির বুদ্ধি শক্তি, এবং সুখ, দুঃখ প্রেম ঘৃণা আশা, ক্রোধাদি চিত্তবিকার ইত্যাদি সমুদয় বিদ্যার উপযোগি যে মনের কার্য্য তাহা কি পুরুষ, কি স্ত্রী, উভয় জাতিতেই এ প্রকার সমান রূপে প্রত্যক্ষ হইতেছে, যে উভয়ের পক্ষেই সমূহ জ্ঞানশিক্ষা ব্যতীত এই সংসার মধ্যে কালযাপন করা অসাধ্য। পরমেশ্বর এই সকল জ্ঞান জনক রত্নে পৃথিবীস্থ লোকদিগকে ভূষিত করিয়াও কৃপাবিতরণে, এবং স্বাভিপ্রায় প্রকাশে ক্ষান্ত হয়েন নাই। তিনি আমাদিগের মনোমধ্যে যে এক জ্ঞানৈষা, অর্থাৎ জ্ঞানের বাঞ্ছা করিয়া দিয়াছেন, যাহার দ্বারা আমরা স্বচেষ্টায় নানা প্রকার বিদ্যাভ্যাসে উৎসাহি হই, সেই জ্ঞানৈষা স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিতেই সমান। বালিকাদিগের অন্তঃকরণ উপন্যাসাদি শ্রবণে আশ্চর্য্য ব্যগ্রতার সহিত যেন উড্ডীয়মান হইতে থাকে, এবং বক্তা ইতিহাস কথন কালীন হঠাৎ নিস্তব্ধ হইলে উৎকণ্ঠা, এবং ক্ষোভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। কোন স্ত্রীকে এক প্রহেলিকার প্রশ্ন করিলে তাহার মীমাংসা জন্য তিনি দিবানিশি উৎকণ্ঠিতা রহেন। যাঁহারা কিঞ্চিন্মাত্র দেশের অবস্থা জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা অবশ্যই জানেন, যে ইদানীং অনেকানেক পরিবারস্থ বিশেষ বিশেষ রমণী বিদ্যাশিক্ষার দৃঢ় প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও শুদ্ধ স্বীয় জ্ঞানাভিলাষ প্রযুক্ত স্বয়ং যত্নশীলা হইয়া যথাসাধ্য বিদ্যাভ্যাস করিতেছেন। অপর ইউরোপের বর্ত্তমান অবস্থা, এবং প্রাচীন ইতিহাস দৃষ্টি করিলে পরমেশ্বর যে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই মনকে জ্ঞান শিক্ষার উপযুক্ত করিয়াছেন, তাহার আর কোন সন্দেহ রহিবে না। স্ত্রীলোকের বিদ্যাভ্যাসের প্রতি যে তাহার সম্পূর্ণ অভিপ্রায় আছে, তাহা আর কোন্ ব্যক্তি

আপত্তি নাই। আমরা ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করি না তাঁহার যুক্তি এবং অভিপ্রায়ের প্রতিই দৃষ্টি রাখি। মনোযোগের সহিত এই পত্র পাঠ করিলে বিবেচক মনুষ্য দেশের নানা কু-প্রথা এবং তাহার দেদীপ্যমান ঘৃণিত ফল একত্র সন্দর্শন করিতে পারিবেন।

আমরা পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছি যে এদেশে কৌলীন্য প্রথার সমাদর থাকাতে অশেষ প্রকার কুকর্ম্মের ঘটনা হইতেছে। এইক্ষণে দেশীয় ব্যক্তিগণ তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করুন, যাঁহারা স্বয়ং দুষ্কর্ম্মের আলোচনা করেন, তাঁহারদিগের চেতনা হইয়াছে তাঁহারাই সাধারণ সমাজের উপদেশ জন্য আপন দোষ পর্য্যন্তও বিজ্ঞাপন করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন, অতএব এরূপ সুযোগের সময়ে আমরা একান্ত অন্তঃকরণে গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, এবং দেশস্থ মনুষ্যবর্গকে অনুরোধ করিতেছি, যে তাহারা বহুবিবাহের নিবৃত্তি জন্য দৃঢ় চেষ্টা করুন, আমরাও তাঁহারদিগের অগ্র হইতে প্রস্তুত আছি।

অপর পত্র প্রেরিকা যে স্বামীর সহিত মনের অনৈক্য এই শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে কিঞ্চিদ্বিবেচনা করা আবশ্যক। দম্পতি কলহের নানা কারণ মধ্যে এক বিষয় অতি স্পষ্টভাবে আমারদিগের প্রত্যক্ষ হইতেছে। এদেশের এক কুরীতি আছে যে দম্পতি পরস্পর আপন ইচ্ছাক্রমে স্বামি বা স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারেন না। পিতা বা মাতা, বা ভ্রাতা ইত্যাদি ব্যক্তি বিবাহের পাত্র বা পাত্রী নিশ্চয় করেন, এবং সেই নির্ণয়ানুসারে পাণিগ্রহণ সম্পন্ন হয়। কিন্তু ইহার অপেক্ষা আর আশ্চর্য্যতর প্রথা কি আছে? যাহার সহিত চিরকাল এক শরীরের ন্যায় সংযুক্ত রহিতে হয়, যাহার গুণের প্রতি জীবনের অধিক সুখ নির্ভর করে, যাহার চরিত্র কিঞ্চিন্মাত্র দোষান্বিত হইলে সংসারের সমুদয় আনন্দ একেবারে বিষাক্ত হয় যে ব্যক্তি সকল পরামর্শ এবং সকল যুক্তির অধিকারী এবং যাহার নিকটেই প্রত্যেক বিষয় গোপনের অযোগ্য, এবম্প্রকার স্ত্রী বা স্বামি গ্রহণের ভার যে পরের প্রতি অর্পণ হয়, ইহা কি আক্ষেপের বিষয়। আমরা সাহসের সহিত বলিতে পারি, যে ইহাতেই দম্পতি কলহের বীজ রোপণ হয়। এক ব্যক্তি যাহা গ্রাহ্য করেন, অপরের তাহা মনোরম্য হয় না, এক ব্যক্তির সঙ্গে যাহার প্রণয় হয়, অন্যের সহিত তাহার অনৈক্য এবং অপ্রণয় সঞ্চার হইতে পারে, অতএব স্বামী এবং স্ত্রী বিবাহের পূর্ব্বে যদি পরস্পর উভয় উভয়ের মনোনীত না হয়, তবে অনন্তর তাহারদিগের অপ্রীতি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু প্রভৃতি পাত্র বা কন্যার ঐশ্বর্য্য বিষয়েই দৃষ্টি রাখেন, কিন্তু যাহার প্রতি তাহারদিগের সমস্ত জীবনের সুখ নির্ভর করে, অর্থাৎ আন্তরিক প্রণয় এবং সচ্চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করা, তাহা এদেশের কর্ত্তব্য কার্য্যের বহির্গত হইয়াছে।

এইস্থলে আর এক কুরীতির বিবেচনা করিতে হইল। এদেশীয় মৌলিকবর্গ পণ অর্থাৎ মূল্যদ্বারা কুলীনের পুত্র কন্যাকে ক্রয় করেন। এবম্প্রকার বিবাহের বাণিজ্য সত্ত্বে পিতামাতা কেবল ধনের লোভেই পাত্র বা কন্যার বয়ঃক্রম, সম্পত্তি চরিত্র প্রণয় সুখ ইত্যাদি কোন বিষয়ে দৃষ্টিক্ষেপ করেন না। কেবল ধন প্রাপ্ত হইলেই বিবাহ প্রদান করেন। তাহাতে

# শিক্ষা

## হিন্দু স্ত্রীদিগের বিদ্যাশিক্ষা। আষাঢ় ১৭৬৪ শক। ১ সংখ্যা

এদেশীয় পুরুষেরা সম্পূর্ণ বিদ্যাধিকারি, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা যে কি জন্য তাহাতে বঞ্চিত তাহার কোন কারণ প্রত্যক্ষ হয় না। ভাল, স্ত্রীগণের বিদ্যায় অধিকার যদি পরমেশ্বরের অভিপ্রায় না হইত, তবে তিনি পশুদিগের জড় বুদ্ধির ন্যায় তাহারদিগের বুদ্ধিরও এ প্রকার নির্দ্দিষ্ট সীমা নির্ণয় করিয়া দিতেন, যে তাহা উল্লঙ্ঘন করা অসাধ্য হইত, এবং পশুরা যে রূপ অল্পকালের মধ্যে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ও আত্ম রক্ষার উপায় চিন্তাদি কতকগুলিন প্রয়োজনীয় ভাবের পরিপক্কতা প্রাপ্ত হইলে আর উন্নতির উপযুক্ত হয় না, সেই রূপ স্ত্রীলোকেরাও পশুগণের তুল্য নির্দ্দিষ্ট বুদ্ধিবিশিষ্ট হইলে কিয়দ্দিবসের মধ্যে নিজ স্বভাবের পরিণাম লব্ধ করিয়া যাবৎকাল সমতাবস্থায় থাকিতেন, যাহা প্রত্যক্ষের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ।

উক্ত বিষয় বিস্তারিতরূপে, এবং নিঃসন্দেহের সহিত ব্যাখ্যা করণের জন্য এস্থলে এই বক্তব্য, যে দর্শন ও শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়বোধ, স্মরণ, চিন্তন, ও তুলনাদির বুদ্ধি শক্তি, এবং সুখ, দুঃখ প্রেম ঘৃণা আশা, ক্রোধাদি চিত্তবিকার ইত্যাদি সমুদয় বিদ্যার উপযোগি যে মনের কার্য্য তাহা কি পুরুষ, কি স্ত্রী, উভয়-জাতিতেই এ প্রকার সমান রূপে প্রত্যক্ষ হইতেছে, যে উভয়ের পক্ষেই সমুহ জ্ঞানশিক্ষা ব্যতীত এই সংসার মধ্যে কালযাপন করা অসাধ্য। পরমেশ্বর এই সকল জ্ঞান জনক রত্নে পৃথিবীস্থ লোকদিগকে ভূষিত করিয়াও কৃপাবিতরণে, এবং স্বাভিপ্রায় প্রকাশে ক্ষান্ত হয়েন নাই। তিনি আমাদিগের মনোমধ্যে যে এক জ্ঞানৈষা, অর্থাৎ জ্ঞানের বাঞ্ছা করিয়া দিয়াছেন, যাহার দ্বারা আমরা স্বচেষ্টায় নানা প্রকার বিদ্যাভ্যাসে উৎসাহি হই, সেই জ্ঞানৈষা স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিতেই সমান। বালিকাদিগের অন্তঃকরণ উপন্যাসাদি শ্রবণে আশ্চর্য্য ব্যগ্রতার সহিত যেন উড্ডীয়মান হইতে থাকে, এবং বক্তা ইতিহাস কথন কালীন হঠাৎ নিস্তব্ধ হইলে উৎকণ্ঠা, এবং ক্ষোভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। কোন স্ত্রীকে এক প্রহেলিকার প্রশ্ন করিলে তাহার মীমাংসা জন্য তিনি দিবানিশি উৎকণ্ঠিতা রহেন। যাঁহারা কিঞ্চিন্মাত্র দেশের অবস্থা জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা অবশ্যই জানেন, যে ইদানীং অনেকানেক পরিবারস্থ বিশেষ বিশেষ রমণী বিদ্যাশিক্ষার দৃঢ় প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও শুদ্ধ স্বীয় জ্ঞানাভিলাষ প্রযুক্ত স্বয়ং যত্নশীলা হইয়া যথাসাধ্য বিদ্যাভ্যাস করিতেছেন। অপর ইউরোপের বর্ত্তমান অবস্থা, এবং প্রাচীন ইতিহাস দৃষ্টি করিলে পরমেশ্বর যে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই মনকে জ্ঞান শিক্ষার উপযুক্ত করিয়াছেন, তাহার আর কোন সন্দেহ রহিবে না। স্ত্রীলোকের বিদ্যাভ্যাসের প্রতি যে তাহার সম্পূর্ণ অভিপ্রায় আছে, তাহা আর কোন্ ব্যক্তি

অস্বীকার করিতে সাহস করিবেক, অতএব হে দেশীয় মনুষ্যগণ সেই অভিপ্রায় পালনার্থে যত্নশীল না হইলে ঈশ্বরের নিকট দোষী হইতে হয়।

যদিও যুক্তি কদাপি ধর্ম্মবিরুদ্ধ নহে, তথাপি সাধারণের অন্তঃকরণে দৃঢ়তর বিশ্বাস জন্মাইবার নিমিত্তে এ বিষয়ে শাস্ত্রের মত জানা আবশ্যক, প্রথমে পূর্ব্বপক্ষগ্রাহিদিগের প্রতি জিজ্ঞাসিতে ইচ্ছা করি, যে স্ত্রীলোকের বিদ্যাভ্যাস নিবারণ সূচক কোন প্রমাণ শাস্ত্রে প্রাপ্য কিনা, বোধ করি সমুদয় শাস্ত্র অন্বেষণ করিলেও তন্নিবারণের পোষকতা পাওয়া যাইবে না, ইহা সকল শাস্ত্র বেত্তারা অবশ্য স্বীকার করিবেন। যদিও যুক্তির সহকারিতা প্রযুক্ত এস্থলে আমারদিগের পক্ষেই সিদ্ধান্ত হয়, তথাচ অস্মদাদির মত নিতান্ত শাস্ত্র সম্মত কিনা তাহা দর্শাইতেছি। শিব মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে পুত্রের পালন, এবং বিদ্যাশিক্ষার নির্দ্দেশ করিয়া কন্যার প্রতি যে প্রকার ব্যবহার কর্ত্তব্য তাহা কহিতেছেন। যথা

"কন্যাপ্যেবংপালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ। দেয়া বরায় বিদুষে"

ইত্যাদি মহানির্ব্বাণতন্ত্রং।

ইহার অর্থ এই যে কন্যা এই প্রকার পালনীয়া, এবং শিক্ষণীয়া হয়, পুত্রের ন্যায় কন্যাকে অতি যত্নপুর্ব্বক পালন, এবং বিদ্যাশিক্ষা করাইবেক, এবং পণ্ডিত-বরকে দান করিবেক ইত্যাদি।

যাঁহারা শাস্ত্রে বিশ্বাস রাখেন, তাঁহারা কি কারণে যে ঐ শিবআজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছেন, তাহা বলিতে পারি না। অপিচ সকলেরই প্রতীতি আছে, যে স্ত্রী শূদ্রাদির বেদাধ্যয়নে অধিকার নাই। যথা

"স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচর"।

অর্থাৎ স্ত্রী, শূদ্র, এবং অব্রাহ্মণের বেদ শ্রবণে অধিকার নাই। এস্থলে পূর্ব্বপক্ষগ্রাহিদিগকে জিজ্ঞাসিতে ইচ্ছা করি, যে যদিস্যাৎ স্ত্রীগণের বিদ্যায় সম্পূর্ণ অনধিকার থাকে, তবে শাস্ত্রে বেদ শ্রবণে বিশেষ নিষেধের প্রয়োজন কি, ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, যে বিদ্যার নানাবিধ শাখা মধ্যে শুদ্ধ বেদ শ্রবণের নিবারণ বশতঃ অন্য অন্য বিদ্যায় স্ত্রীশূদ্রাদির সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

পরন্তু যেরূপ কুম্ভের প্রত্যক্ষে কুম্ভকারের কুম্ভ নির্ম্মাণে অধিকার বোধিত হয়, সেই রূপ স্ত্রীর লেখনাদি দর্শনে তজ্জাতির বিদ্যানুশীলনের অধিকার জানিতেছি। শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে পত্র লেখেন, তাহার এক শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম। যথা

"কা ত্বা মুকুন্দ মহতী কুলশীলবৃত্তবিদ্যাবয়ো দ্রবিণধামভিরাত্মতুল্যং।

ধীরা পতিং কুলবতী ন বৃনীত কন্যা কালে নৃসিংহ নরলোকমনোভি রাম"॥

অর্থাৎ হে মুকুন্দ স্বামি কুল, শীল, ব্যবহার বিদ্যা, বয়স, ধন, এবং গৃহ বিষয়ে আত্মতুল্য, অর্থাৎ আমারদিগের তুল্য ; এবং নরলোকের মনোরঞ্জন হইয়াছে, অতএব কোন্ ধীরা মহতী কুলবতী কন্যা তোমাকে বরণ না করিবেক।

অপিচ কর্ণাটের রাজপত্নী, বীরসিংহ রাজার কন্যা, ও কবি কালিদাসের ভার্য্যা প্রভৃতি অনেক স্ত্রীর বিদ্যাভ্যাস পরম্পরা প্রসিদ্ধ! যদিও নাটকাদি গ্রন্থ কবিগণের মনঃকল্পিত বটে, তথাচ তাহার অন্তর্গত সখীদিগের কথোপকথন, এবং পত্র লেখনাদি তৎকালীন স্ত্রীর বিদ্যানুশীলনের স্পষ্ট প্রমাণ দর্শাইতেছে, যেহেতু সেই সময়ে তাহার চলন ব্যতীত নাটক ( অর্থাৎ প্রকৃতি ) বর্ণন কবিগণেরা নির্দ্দোষের সহিত অসত্য বর্ণন করিতে পারিতেন না।

বোধ করি, কোন যথার্থ জ্ঞানী উপরি উক্ত যুক্তি, এবং প্রমাণ সমূহ দর্শন করিয়া স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার কর্ত্তব্যতা, এবং পূর্ব্বকালে এদেশে তাহার চর্চ্চা বিষয়ে আর সংশয় করিবেন না।

রমণীগণের জ্ঞানবিরহে দেশের কি অসঙ্খ্য অনিষ্ট ঘটিতেছে, দুষ্কর্ম্ম, কুব্যবহার, এবং নিলর্জ্জতা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। আমরা সভা, পাঠশালা, প্রকাশ্য পত্র সংস্থাপন দ্বারা দেশের সুখ, সভ্যতা, সৎকর্ম্ম, ও জ্ঞানোন্নতির নিমিত্তে যত্ন করিতেছি, কিন্তু স্ত্রীলোকের শিক্ষার প্রতি অযত্ন সত্ত্বে সে অভিপ্রায় কদাপি সুসম্পাদ্য নহে। যদিও কখন এদেশীয় সমুদয় পুরুষ বিদ্বান এবং পুণ্যশীল হয়েন, ( যাহা অতি দুঃসাধ্য ) তথাপি ভারতবর্ষের সদবস্থার সম্ভাবনা নাই। হাঃ যে দেশের সকল স্ত্রী, অর্থাৎ অর্দ্ধেক লোক মূর্খ, দুষ্কর্ম্মি, এবং অসভ্য সে দেশের যে সুখের আশা, সে স্বপ্নমাত্র আমরা বহিঃস্থ মনুষ্যগণের সহিত নানা প্রকার সদালোচন করিয়া সুখী হইতে পারি, কিন্তু তৎপরেই গৃহে গিয়া কি মূর্খতা, অসভ্যতার নাট্য দেখিয়া ঘৃণা করিতে হয়।

এইক্ষণে স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে দেশহিতৈষি ব্যক্তির আশু যত্ন করা উচিত নতুবা কর্ত্তব্য কর্ম্মের অন্যথা করা হয়।

উপরিলিখিত বিষয়ে সার সংক্ষিপ্ত।

প্রশ্ন—হিন্দু স্ত্রীদিগের বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজন কি।

উত্তর—তদ্ব্যতীত এদেশ ঘৃণিত অসভ্য অবস্থায় পতিত থাকে।

প্র—বিবেচনা মতে তাহা উচিত কি না।

উ—যুক্তি সর্ব্বাগ্রেই ইহার পোষকতা করে।

প্র—শাস্ত্রের মত কি।

উ—শাস্ত্র এ বিষয়ের পক্ষে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন।

প্র—তবে ইহা সম্পন্ন না হওনের কারণ কি।

উ—দেশীয় মনুষ্যদিগের অজ্ঞান এবং অযত্ন।

প্র—তাঁহারা এবিষয়ে অবহেলা করাতে কি পাপ সঞ্চয় করিতেছে না।

উ—তাঁহারা অবশ্যই পাপ করিতেছেন, এবং তজ্জন্য ঈশ্বরের নিকটে দণ্ডনীয় হইতেছেন।

## হিন্দু স্ত্রীদিগের দুঃখমোচনীয় সম্বাদ। আশ্বিন ১৭৬৪ শক। ৪ সংখ্যা

একশত অশীতি সঙ্খ্যক ভাস্কর পত্র পাঠে অবগতি হইল, এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার সদুপায় হইতেছে। আমরা পৃথিবীমধ্যে যে যে বিষয়কে আনন্দবর্দ্ধক বলিয়া জানি হিন্দু রমণীগণের বিদ্যাভ্যাস, এবং সভ্যতা শিক্ষা তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য আছে। এদেশীয় স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাবতী হইবেন এই সমাচার আমারদিগের কর্ণপথে অতিশয় মিষ্টভাবে আগমন করিয়া থাকে, এবং তাহার চিন্তনে অন্তঃকরণ আনন্দসাগরে সন্তরণ করে। আমরা শঙ্কাশূন্য হইয়া কহিতে পারি, হিন্দু স্ত্রীদিগের অজ্ঞানাবস্থায় হিন্দুজাতির সভ্য সংজ্ঞা কখনই হইবেক না। এদেশীয় রমণী মণ্ডলীর উপদেশ কল্পে আমারদিগের যেরূপ অভিপ্রায় তাহা এতৎপত্রের প্রথম সঙ্খ্যাতেই ব্যক্ত করিয়াছি, অতএব তদ্বিষয়ে পাঠকবর্গের গোচরার্থ সম্বাদ ভাস্কর হইতে কেবল সেই লিপি উদ্ধৃত করিলাম।

"যাঁহারা মনে করেন এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা হউক, স্ত্রীজাতিরা সভায় সভায় গিয়া সভ্যতা শিক্ষা করুন, সভ্য দেশীয় নারীদিগের ন্যায় সম্মান প্রাপ্তা হউন, তাঁহারা এই সমাচারে তুষ্ট হইবেন, স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাসের পথ পরিষ্কৃত হইতেছে আমরা গূঢ় সমাচার বলিতেছি ঐ সকল মহাশয়েরা অতিশীঘ্র দেখিবেন, কলিকাতা রাজধানীর মধ্যে এক মন্দির হইয়াছে এবং এতদ্দেশীয় বিদ্যাবতীরা সেই মন্দিরে গিয়া নারীগণকে শিক্ষাদান করিতেছেন। যাঁহারা শিক্ষাদাত্রী হইবেন, তাঁহারা ইংরাজি বাঙ্গালা উভয় ভাষায় সুশিক্ষিতা হইয়াছেন। ইংরাজি ভাষায় তাঁহারদিগের স্বহস্ত লিখিত পত্রসকল টেলিস্কোপ নামক ইংরাজি পত্রে ক্রমিক প্রকাশ হইতেছে এবং বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত কয়েক পত্র আমরাও প্রাপ্ত হইলাম। এই সকল পত্র পাঠে আমারদিগের যে আনন্দ হইয়াছে, আমরা তাহা বর্ণন করিতে পারি না যেমন অভিপ্রায় তেমনি অতি কোমল সরল সাধুভাষায় রচনা করা হইয়াছে, কিন্তু অন্তঃকরণে দুঃখ হইল তাঁহারদিগের পরিশ্রম সফল করিতে পারিলাম না, তাঁহারা নানাধর্ম্মাবলম্বি হিন্দুজাতির ধর্ম্ম ঘটিত বিষয় লিখিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিলে নব্যসভ্য লোকেরা তুষ্ট হইতে পারেন, কিন্তু প্রাচীনেরা রুষ্ট হইবেন, অতএব আমরা বিনীত হইয়া বলি, এবিষয়ে বিদ্যাবতীরা আমারদিগের প্রতি প্রকোপ করিবেন না, আমরা ধর্ম্মঘটিত ব্যাপারে বিবাদ ঘটনা করিয়া স্বদেশীয় বান্ধবগণের মনোবেদনা উপস্থিত করিতে অভিলাষী নহি। কিন্তু ভরসা করি তাঁহারা যেমন লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছেন, তেমনি স্বদেশের উপকার জনক নানা বিষয় লিখিয়া আমারদিগের নিকট প্রেরণ করিবেন।

হে পাঠকবর্গ যে সকল স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহারা খ্রীষ্টিয়ানধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই, হিন্দুজাতির কুলবধূভাবে স্বধর্ম্মে থাকিয়া সুশিক্ষিতা হইয়াছেন এবং রজনীযোগে আপন আপন পতির সহিত কোন কোন সভাতেও গমন করেন, তাহাতে বিবিসাহেবদিগের সাক্ষাৎ

হয় এবং বিজ্ঞতম সাহেবেরাও অগ্রসর হইয়া সম্মান করেন, বিশেষত বিবিরা স্বহস্তে চৌকী দিয়া তাঁহারদিগকে···আপনারদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিবিদিগের পরিচ্ছদাদি পরিধান করেন, তদ্ভিন্ন সকলই হিন্দুস্থানীয় স্ত্রীলোকদিগের বসন ভূষণ পরিয়া যাইয়া থাকেন।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের চক্ষের কেবল আকারমাত্র ছিল, চক্ষুর্দ্দান হয় নাই এবং তাহারদিগের মন ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নির ন্যায় থাকিত তাঁহারা এতকাল পুরোহিতগণের নিকট শিক্ষা পাইয়া পুষ্পপাত্রে পুজার সজ্জামাত্র প্রস্তুত করিতে পারিতেন, এবং রন্ধনাগারের কর্ত্রী হইয়া বেড়ীটানা বিদ্যায় সুশিক্ষিতা ছিলেন। এইক্ষণে মুলবিদ্যায় বিদ্যাবতী হইয়া কুলবালারা অবলা পরিবাদ হইতে উত্তীর্ণা হইবেন, সংসারের কার্য্যসকল বিশেষরূপে জানিতে পারিবেন, ইহাতে তাঁহারদিগের সৌভাগ্যের সীমা কি, দিবারাত্রি হস্তে পুস্তক থাকিবে, নির্জ্জনস্থানে একাকিনী বসিয়া আনন্দ করিতে পারিবেন, এবং রাত্রিতে স্বামির সহিত কথোপকথনের জন্য দাসী প্রভৃতি স্ত্রীগণের নিকট যে উপন্যাস শিক্ষা করিতে হইত আর তাহা করিতে হইবেক না। স্ত্রীপুরুষ বিরলে বসিয়া পুস্তক লইয়া আমোদ করিতে পারিবেন। এতদ্ভিন্ন আরো এক সুখের বিষয় এই যে স্ত্রীলোকেরা বসিয়া বসিয়া কুৎসিত বিষয় ভাবিতে পারিবেন না। জ্ঞানোদয় হইলে বিদ্যারগুণে হৃদয়কে আকর্ষণ করিয়া রাখিবেক, তাহাতে কুকর্ম্মের প্রতি অবশ্য ঘৃণা করিবেন, অতএব পরমেশ্বরের নিকট আরাধনীয় এই বিষয় অবিলম্বে সুসিদ্ধ হয়।"

ভাস্করের এতল্লিপি সন্দর্শনে সংবাদ প্রভাকরের কোন বন্ধু ১০ ভাদ্রের প্রভাকরে নানা প্রকার বিতর্ক করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কেবল এক প্রস্তাবকেই উত্তর যোগ্য বোধ করিলাম, তিনি বলেন, "কিরূপ উপায় দ্বারা এবিষয় সুসিদ্ধ হইতে পারে, তাহার নির্দ্দেশ করা শ্রেয়" আমারদিগের বিবেচনায় এই বোধ হয়, যে এবিষয় এইরূপে সম্পন্ন হইতে পারিবেক; যথা: প্রথমতঃ অল্পবয়স্কা বালিকারা ঐ বিদ্যালয়ে নিযুক্তা হউন, এবং ৯।১০ বৎসর বয়ঃক্রম প্রাপ্তা না হইলে বিদ্যামন্দির পরিত্যাগ করিতে না পারেন, এইরূপে [ ভবত্ত বিজ্ঞতমঃ ক্রমশোজ্ঞন: ] ক্রমে ক্রমে জ্ঞানের আস্বাদন অনেকেরি গোচর হইতে পারিবেক, এবং এক পরিবার মধ্যে দুই এক জন রমণীর বিদ্যা হইলে তৎ পরিবারস্থ অন্য অন্য অবলাও চেষ্টা করিতে পারেন, অর্থাৎ সুশিক্ষিতা ভগ্নী বা ননদাদির নিকট তাঁহারাও অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিবেন, সুতরাং স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষাদানে সম্প্রতি সেরূপ কঠিনতা বোধ হইতেছে তাহা সময়ে সহজ হইতে পারিবেক।

## বিদ্যাবুদ্ধির সৎপরামর্শ। আশ্বিন ১৭৬৪ শক। ৪ সংখ্যা

বঙ্গদেশের বিদ্যোন্নতিই এতৎ পত্রের প্রধান তাৎপর্য্য, অতএব জ্ঞানোপদেশের যে সকল অভিপ্রায় আমারদিগের চিত্তে উত্তম বোধ হয়, তাহা ব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

ভারতবর্ষের বিদ্যাবৃদ্ধি কল্পে এক্ষণে শাসনকর্ত্তাদিগের যেরূপ মনোযোগ দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, অচিরাৎ এদেশীয় মনুষ্যগণ বিদ্যার মর্ম্মবোধ করিতে পারিবেন। যদিও প্রায় শত বৎসর পর্য্যন্ত ভারতরাজ্য সভ্য ভূপতির অধীন হইয়াছে, তথাপি গত গবর্ণর শ্রীযুক্ত লার্ড অকলেণ্ড বাহাদুরের এতদ্দেশ শাসনের পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের সহিত এদেশীয় বিদ্যাবিষয়ের কিছুমাত্র সংস্রব ছিল না। এইক্ষণে ভারতবর্ষস্থ প্রজাদিগকে বিদ্বান করা গবর্ণমেণ্টের এক নিয়মিতকার্য্য হইয়াছে, অতএব ভরসা করি, সাধারণ প্রজারা অবিলম্বেই জ্ঞানাভ্যাসের সৎপথ দেখিতে পাইবেন।

এদেশের অধিকাংশ লোকেই বোধ করেন, বিদ্যাশিক্ষা করণের প্রধান তাৎপর্য্য ধনোপার্জ্জন করা, অতএব যে কোন বিদ্যাভ্যাস দ্বারা হউক, অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলেই বিদ্যাশিক্ষার ফল দর্শিল। এই অভিপ্রায়ের দৃঢ়তা হউক তন্মতের আর স্থায়িত্ব অধিক দিন থাকিবেক না; ঈশ্বর করিলে ত্বরায় ভারতবর্ষ অনেক বিদ্বানমনুষ্যের বসতি স্থান হইবেক।

ভারতবর্ষের মধ্যে সম্প্রতি বঙ্গদেশেই বিদ্যার আলোচনা উত্তম নিয়মে হইতেছে, বিশেষতঃ কলিকাতা ও তন্নিকটস্থ কতিপয় গ্রামে বিদ্যাভ্যাসের প্রতি তাবল্লোকেরই শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তথাপি বঙ্গদেশস্থ ভূরি ভূরি ভদ্রগ্রামে এমত সময়েও বিদ্যাশিক্ষার কিছুমাত্র সমাদর দৃষ্ট হয় না। কলিকাতার উত্তর কাশীপুর বরাহনগর, পাণিহাটি প্রভৃতি গ্রামে সকল প্রায় তাহার উত্তরদিগে এমত কোন বিদ্যামন্দির স্থাপিত নাই, যে স্থানে প্রকৃত নিয়মে বালকগণের জ্ঞানোপদেশ হইতে পারে। গঙ্গার পশ্চিমতীরস্থ শালিখা অবধি অনেক দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিক্ষেপ করিলে হুগলি কালেজ ব্যতীত আর স্থানেই বিদ্যালয় প্রত্যক্ষ হয় না। আমরা বিলক্ষণরূপে জ্ঞাত আছি যে নিম্নলিখিত গ্রাম সমূহ অসংখ্য ভদ্রলোকে পরিপুর্ণ, অথচ সেই সকল গ্রামের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার কিঞ্চিন্মাত্র উপায় নাই। কাশীপুর, বরাহনগর, স্মাঁতি, আগরপাড়া, দক্ষিণেশ্বর, পাণিহাটি, খড়দহ, সুখচর, চানক, পলতা ভাটপাড়া, কাঁটালপাড়া, নবাবগঞ্জ, জগদ্দল, গরিফা, কুমারহট্ট, কাঁচরাপাড়া, উলা, রাণাঘাট, শান্তিপুর প্রভৃতি গঙ্গার পুর্ব্বতটস্থ ভূরি ভূরি গ্রাম মধ্যে অসংখ্য ভদ্রলোকের বসতি আছে, তদ্ভিন্ন পশ্চিমতীরস্থ বালী, কোণনগর, মাহেশ, শ্রীরামপুর, সমাজ ত্রিবেণী, বংশবাটী, সোমড়া, গুপ্তিপাড়া, নবদ্বীপ প্রভৃতি সমূহ স্থানেও ঐরূপ বিশিষ্টলোকের আধিক্য বোধ হয়। ইহা ব্যতীত বারাসতের অন্তঃপাতি পাটডাঙ্গা, দত্তপুকুরিয়া, নির্বঁধো ইত্যাদি বহু সৎপল্লি, এবং ইচ্ছামতী নদীর উভয় তীরস্থ গোবর ডাঙ্গা ইচ্ছাপুর, আড়বোলিয়া, পুড়া, মৃজপুর, সৌদপুর, ও শ্রীপুর প্রভৃতি বহুগ্রামে সল্লোকের অবস্থিতি আছে তন্মধ্যে কেবল টাকী গ্রামেই উৎকৃষ্ট নিয়মে বিদ্যাশিক্ষা হইতেছে তাহা ব্যতীত পুর্ব্বোক্ত কোন স্থানেই বিদ্যার প্রতি সমাদর নাই।

আমরা ঐসকল গ্রামের অবস্থা দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইতেছি, কলিকাতা

নগরে ভ্রমণ করিলে চতুর্দিগেই সভা পাঠশালা এবং নানা প্রকার বিদ্যোন্নতির উপায় দৃষ্ট হয়; বহুসঙ্খ্যক পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া থাকে, এবং ভূরি ভূরি গ্রন্থ ও সমাচার পত্র দেখিয়া হৃদয় পুলকিত হয়, কিন্তু পল্লিগ্রামে প্রবিষ্ট হইয়া গ্রাম্যলোকদিগকে যে সকল কার্য্যের অনুশীলন করিতে দৃষ্টি করিয়া থাকি, তাহা বর্ণন করিতে আমারদিগের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। যে অবধি গ্রামবাসি মনুষ্যগণ বিদ্যার আস্বাদ না পাইবেন, সে পর্য্যন্ত কখনই বঙ্গদেশের সদবস্থার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু কি প্রকারে পল্লিগ্রাম মধ্যে বিদ্যারসের প্রবাহ হইতে পারে, অগ্রে তাহার উপায় অন্বেষণ কর্ত্তব্য।

আমরা সাহসপুর্ব্বক বলিতে পারি, যে গবর্ণমেণ্ট যদবধি না মনোযোগী হইবেন, তদবধি আমারদিগের অভিলাষ পুর্ণ হইবার কোন উপায়ই সৃষ্টি হইবেক না। অতএব আমরা সবিনয়ে প্রার্থনা করিতেছি, এডুকেশন কৌন্সেলের অধ্যক্ষগণ আশু তদ্বিষয়ে অনুরাগ প্রকাশ করুন। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক যে শুদ্ধ রাজভাণ্ডার হইতে এবিষয় সুসিদ্ধ হওয়া নিতান্ত দুষ্কর, অতএব আমারদিগের বোধ হয়, যদি গবর্ণমেণ্ট উৎসাহী হইয়া সকল গ্রামের মধ্যে এক এক চাঁদা করেন অনেক লোকেই তাহাতে সম্মত হইতে পারেন, এবং ঐ চাঁদার ধন সংগৃহীত হইয়া এডুকেশন কমিটির দ্বারা ব্যয় হইলে পুর্ব্বোক্ত সকল গ্রামেই বিদ্যাশিক্ষা উৎকৃষ্টভাবে হইতে পারে।

আমরা ভরসা করি, আমারদিগের এতৎ প্রস্তাবে অন্য অন্য ভ্রাতা সম্পাদক মহাশয়েরাও সম্মত হইয়া তাঁহারদিগের উচিৎ কার্য্য করিবেন।

## বঙ্গদেশের বিদ্যাবৃদ্ধি বিষয়ক প্রস্তাব। কার্তিক ১৭৬৪ শক। ৫ সংখ্যা

আমরা পুর্ব্ব পত্রে বঙ্গদেশস্থ গ্রাম্যজনগণের বিদ্যোন্নতি বিষয়ে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলাম এবং ঐ সকলগ্রাম মধ্যে বিদ্যাবৃদ্ধি করণের যে যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম, তদ্দৃষ্টে আমারদিগের কোন বন্ধু কতকগুলীন প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া এক দীর্ঘ পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। সেই সকল প্রশ্নের মধ্যে এক প্রস্তাবকেই আমরা উত্তর যোগ্য বোধ করিলাম। পত্র প্রেরক মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন "পল্লিগ্রামস্থ বালকদিগের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে যদি গবর্ণমেণ্ট উৎসাহি হয়েন, এবং শিক্ষা প্রদায়িনী সভার অধ্যক্ষ মহাশয়েরা যদি গ্রামবাসিদিগকে চাঁদা স্বরূপ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন, তবে কি প্রকারে ঐ চাঁদার ধন নিয়মিতরূপে সংগ্রহ এবং ব্যয় হইয়া শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইবেক, ইহার উপায় আদৌ নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য।" এই প্রস্তাবের উত্তর স্বরূপ আমারদিগের যে বক্তব্য তাহা নিম্নদেশে ব্যক্ত করিতেছি, পত্র প্রেরক এবং পাঠকবর্গ মনোযোগ পুর্ব্বক দৃষ্টি করিলে বোধ করি গ্রাহ্য করিতে পারেন।

গবর্ণমেণ্ট যখন এই দীর্ঘ রাজ্যের শাসন বিষয়ে কঠিনতা বোধ করেন না, তখন দেশীয়

লোকের উপকার করণে যে ক্লেশ পাইবেন, ইহা অতি অসম্ভব। বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে দেশস্থ ব্যক্তিরা অতিশয় আগ্রহী আছেন, এবং তাহার উন্নতি কল্পে তাঁহারাও সাহায্য করিয়া থাকেন; অতএব দেশীয় লোকের সহিত যুক্ত হইয়া যদি গবর্ণমেণ্ট এদেশের জ্ঞান বৃদ্ধি করণে প্রবর্ত্ত হয়েন, তবে অতি সহজেই আমারদিগের অভিলষিত বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন তাহাতে আমরা সংশয় করি না। যাঁহারা গত সঙ্খ্যক বিদ্যাদর্শনে আমারদিগের প্রস্তাবিত বিষয় পাঠ করিয়া আকাশ পাতাল ভাবনা করিতেছেন, তাঁহারদিগকে শান্ত করিবার জন্য আমরা তৎপ্রশ্নের উপায় দর্শাইতে অভিনিবেশ করি।

ইহা সকলেই স্বীকার করেন, যে সুদ্ধ গবর্ণমেণ্টের মনোযোগে বঙ্গদেশের ন্যায় দীর্ঘ রাজ্যস্থিত সমুদয় ব্যক্তির বিদ্যা হওয়া দুরূহ। যে অবধি সাধারণে ঐক্য বাক্যে একত্র না হইবেন, সে পর্য্যন্ত সকল প্রদেশে কখনই বিদ্যার আলোক বিস্তীর্ণ হইতে পারিবে না, অতএব দেশস্থ জনসমূহের আদৌ উৎসাহি হওয়া উচিত, তৎপরে গবর্ণমেণ্টও তাহাতে সাহায্য করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই, এবং সর্ব্বশেষ রাজা প্রজা উভয়পক্ষের পরস্পর আনুকূল্য দ্বারা সাধারণ সমাজের মধ্যে ও বিদ্যার আস্বাদন পুরাতন হইবে। এবং আমরা যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলাম, তাহারও বিদ্যাবৃদ্ধি স্বরূপ সিদ্ধান্ত দৃষ্ট হইবে।

আমরা বোধকরি, নিম্নোক্ত উপায় দ্বারা এ বিষয়ের সুফল দর্শিতে পারিবে, অর্থাৎ যে যে স্থানে পাঠশালা স্থাপন হইবেক, এডুকেশন কৌন্সেলের অধীনে এক এক শাখা-সমাজও ঐ সকল স্থানে স্থাপিত হয়, এবং তত্তৎগ্রামস্থ ধনদাতা ব্যক্তিদিগের মধ্যে উপযুক্ত কএক জনকে অধ্যক্ষস্বরূপে ঐ সভায় নিযুক্ত করা যায়। যাঁহারা নিয়মিতরূপে বিদ্যালয়ের সকল কার্য্য সম্পন্ন এবং তাহার সকল বিবরণ এডুকেশন কৌন্সেলে প্রেরণ করিবেন।

আমারদিগের এতদভিপ্রায়ে যদি দেশস্থ মহাশয়েরা সম্মত হয়েন, তবে আমরাও তাঁহারদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ কার্য্য করিতে স্বীকৃত আছি অর্থাৎ ঐ সকল ভাবি বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধারণ করা আমারদিগের উচিৎ কর্ম্মের মধ্যে গণ্য করিব। এইক্ষণে এই বিষয়ের সূচনার্থ আমরা অপর একটি প্রস্তাব উত্থাপন করি।

প্রথমতঃ এক প্রকাশ্য স্থানে পল্লিগ্রামস্থ ধনি এবং বিজ্ঞ লোকেরা একত্র সাক্ষাৎ করুন, এবং ঐ স্থান কলিকাতা রাজধানী হইলেই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হয়, অতএব আমরা অনুরোধ করি, দয়াশীল মনুষ্যগণ অতিশীঘ্র উদ্যোগি হইয়া রাজধানীর মধ্যে স্থান ও দিন নির্ণয় পূর্ব্বক প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন করুন তদন্তর অন্য অন্য বিষয়ের বিবেচনা ঐ সভাতেই হইবেক। এইক্ষণে দেশহিতৈষি জনসমূহের নিকট আমাদিগের এই নিবেদন, যে তাঁহারা একবার এই মহা ব্যাপারে অগ্রসর হউন।

## স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাস। অগ্রহায়ণ ১৭৬৪ শক। ৬ সংখ্যা

কিয়দ্বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাস বিষয় লইয়া যে সমুদয় সমাচার

পত্র সম্পাদক মহাশয়েরা বাদানুবাদ করিতেছেন, তাঁহারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া স্ত্রীবিদ্যার স্বপক্ষ বিপক্ষরূপে বিখ্যাত হইয়াছেন। যাঁহারা এতদ্বিষয়ের প্রশংসা করেন, তাঁহারা স্ত্রীবিদ্যার কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশার্থ শাস্ত্রীয় প্রমাণ এবং নানাবিধ দৃষ্টান্ত দ্বারা মধ্যে মধ্যে সম্বাদ পত্র পরিপুষ্ট করিয়া থাকেন। তদ্বিপরীতে যে সকল মহাশয়েরা স্ত্রীবিদ্যার গৌরব করেন না, তাঁহারা কেবল উপহাস করিয়াই আসিতেছেন, ফলতঃ কিরূপ উপায় দ্বারা দেশীয় রমণীগণের বিদ্যা শিক্ষা সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা এপর্য্যন্ত কেহই দর্শাইতে পারেন নাই।

এইক্ষণে হিন্দু স্ত্রীদিগের যেরূপ কুলধর্ম্ম এবং জাতিরক্ষার যে প্রকার কঠিন নিয়ম দৃষ্ট হইতেছে। তাহাতে স্ত্রীবিদ্যার সাধারণ্যে হওয়া দুরূহ। এই উদ্যোগ সম্পন্ন করা তাদৃশ কঠিনতা বোধ হইত না, যদি ইউরোপ খণ্ডের স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় এদেশীয় রমণীগণের স্বভাব কুলভয় ও লজ্জা প্রভৃতি সাধারণ হইত। সুতরাং ঐ সকল প্রতিবন্ধক সত্ত্বে ইহা সমাধা করা সামান্য কার্য্য নহে; অতএব এই বিষয়ের পরীক্ষার্থ জনসমাজে আমরা এক প্রস্তাবোত্থাপন করিতে অভিলাষ করিয়াছি। তাহা মনোনীত জ্ঞান করিয়া যদি অন্য অন্য ভ্রাতা সম্পাদকগণ অগ্রসর হয়েন, তবে অনুমান করি, সাধারণ জনসমূহেরও উৎসাহ হইতে পারে। অল্পদিন গত লইল, ইংলণ্ডের কোন প্রকাশ্য সমাজে এই প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছিল যে ভারতবর্ষস্থ স্ত্রীলোকদিগের উপদেশ প্রদানে তাহারদিগের কোন সাহায্য ফলকর হইতে পারে কি না, তাহাতে তৎসভার অধিকাংশ সভ্যই ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে "হিন্দু স্ত্রীদিগের জ্ঞানোপদেশ জন্য তাহারদিগের যত্ন করা ব্যর্থশ্রম মাত্র, হিন্দুদিগের মনোযোগ ভিন্ন অপর সমূহ চেষ্টাই মিথ্যা হইবেক; অতএব এদেশীয় মনুষ্যগণের দয়া ব্যতীত এদেশের অবলাগণ বিদ্যারূপ পরম বল প্রাপ্ত হইতে পারিবেন না।"

বিদেশীয় দয়াশীললোকের এবম্প্রকার উক্তিতে অবশ্যই খেদ করিতে হয়, যে কেবল মনোযোগের অভাবই হিন্দুরমণীরা বহুকাল পর্য্যন্ত জ্ঞানদৃষ্টিবিহীনা রহিয়াছেন। এইক্ষণে যদিও অল্প সঙ্খ্যক ব্যক্তিরা স্ত্রীদিগের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ের পোষকতা করিয়া থাকেন বটে, তথাচ কেহই তাহার পত্তনের প্রতি দৃষ্টি করেন না।

আমরা সকল উপায়াপেক্ষা এবিষয়ের জন্য একতার প্রতিই অধিক নির্ভর করিতে পারি এবং স্ত্রীবিদ্যার উন্নতিকল্পে দেশহিতৈষি জনসমূহের যুক্ত সাহায্য ভিন্ন অন্য কিছুই শুভকর বোধ করি না; অতএব আমরা একান্তরূপে অনুরোধ করিতেছি, দয়াশীল মহাশয়েরা ঐক্য-বাক্যে একত্র হইয়া এতদ্দেশীয় স্ত্রীবিদ্যার উন্নতি নিমিত্ত একটি সভা স্থাপন করুন, এবং দৃঢ়রূপে তৎসমাজের কার্য্য বিষয়ে মনোযোগী হউন। এইস্থলে এরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে, যে এদেশের স্ত্রীলোক সকল যেরূপ লজ্জাবতী তাহাতে বালকগণের ন্যায় পুরুষ শিক্ষক দ্বারা তাহারদিগের বিদ্যাশিক্ষা কোন মতেই নির্ব্বাহ হইতে পারে না, অতএব অগ্রে শিক্ষাদাত্রীর অন্বেষণ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

এই কঠিনতর প্রস্তাবের উত্তরদানে আমরা তাদৃশ কঠিনতা বোধ করি না, যেহেতু

ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় কিয়দ্দিন গত হইল, এক প্রকার অঙ্গীকার করিয়াছেন, যে তিনি এদেশীয় বিদ্যাবতী কয়েক স্ত্রীলোককে তৎকার্য্য নির্ব্বাহার্থ আহ্বান করিতে পারিবেন, এবং তজ্জন্য তিনি স্পষ্ট লিখিয়াছেন, "আমরা গূঢ় সমাচার বলিতেছি, দেশীয় মহাশয়েরা অতি শীঘ্র দেখিতে পাইবেন, রাজধানীর মধ্যে এক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, এবং তাহাতে এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোক সকল বিদ্যাশিক্ষা করিতেছেন।"

এই বিষয়ের আর এক অতি শুভ সূচক সংবাদ লিখিয়াছেন; যাঁহারা স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার অনুকূল তাঁহারা এতদ্দর্শনে অতি আহ্লাদিত হইবেন। একদিবস ডফ সাহেবের স্ত্রীর সহিত আমারদিগের সাক্ষাৎ হইয়া কথোপকথন ক্রমে এই প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে তিনি দৃঢ়রূপে স্বীকার করিয়াছেন, যে যদি ভদ্রবংশের স্ত্রীগণ বিদ্যাভ্যাস করিতে অভিলায করেন, তবে তিনি স্বয়ং পরিশ্রম গ্রহণপূর্ব্বক তাহারদিগের শিক্ষা প্রদান করিবেন। আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে অন্য অন্য অনেক ইংরাজ রমণী এরূপ দয়াবতী আছেন, যে তাহারা বিনা বেতনে হিন্দু স্ত্রীদিগকে শিক্ষা দান করিবেন। দোহাই বঙ্গদেশের ধনিবর্গ, আপনারা এই বিষয়ে উৎসাহি হউন।

## পত্র। অগ্রহায়ণ ১৭৬৪ শক। ৬ সংখ্যা

আমি দেখিতেছি, বঙ্গদেশের বিদ্যা এবং সুনীতি বৃদ্ধির নিমিত্ত মহাশয় একান্ত যত্নশীল হইয়াছেন, অতএব এবম্প্রকার সময়ে আমি যথাসাধ্য তদ্বিষয়ে আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করা উচিৎ বোধ করিলাম, বহুকাল পর্য্যন্ত এক অসৎপ্রথা ভ্রমণ করিয়া আসিতেছে। যাহা প্রায় সকল বিশেষতঃ বৃদ্ধ সমাজে অত্যন্ত আদরের সহিত গ্রাহ্য হয়, অর্থাৎ প্রবীণদিগের মত যথার্থতঃ নিন্দনীয় হইলেও সকল বিষয়ে প্রমাণ্য হয়, তাহাতে নব্য পণ্ডিতগণ অতিবিজ্ঞতার সহিত বিচার করিলেও বিধর্ম্মি এবং পাপিষ্ঠ বলিয়া ভৎসনার পাত্র হয়েন। আমি একজন নব্য মনুষ্য, একান্তরূপে বৃদ্ধলোকের প্রতি ভক্তি করিয়া থাকি; কিন্তু যখন তাঁহারদিগের সমাজে উপবেশন করি, তখন অত্যন্ত বিরক্ত হইতে হয়; যেহেতু তাঁহারদিগের কথোপকথন কুসংস্কারে পরিপূর্ণ, এবং তাঁহারদিগের অভিপ্রায় সম্পূর্ণ দোষযুক্ত জানিয়াও আশঙ্কা প্রযুক্ত কিছুমাত্র বাক্যব্যয় করিতে পারি না। অখণ্ডনীয় যুক্তি এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ তাঁহারদিগের নিকটে অগ্রাহ্য হয়; কোন হেতুবাদ উপস্থিত করিলেই বলিয়া বসেন, যে "তোমরা কুলাঙ্গার, কালেজে পড়িয়া নাস্তিক হইয়াছ, ঈশ্বর জানেন কি জন্য আমরা নাস্তিক হইলাম। নাস্তিক হওয়া দূরে থাকুক, নাস্তিক শব্দ শ্রবণ মাত্র অন্তঃকরণ কম্পিত হয়। কখন কখন তাঁহারদিগের প্রমুখাৎ আর একটি প্রবীণ বাক্যও শুনিতে পাই, অর্থাৎ "পরম্পরা সিদ্ধি" এতৎ শব্দের তাৎপর্য্য কিঞ্চিন্মাত্র অন্তভূত হয় না। আমার

পুর্ব্বপুরুষ অপেক্ষা আমার জ্ঞান উৎকৃষ্টতর হইবার অসম্ভাবনা কি? তাহারা অজ্ঞানি ছিলেন বলিয়া কি আমি কদাপি স্বেচ্ছাপুর্ব্বক মূর্খ হইতে পারি? বিশ্বাস কখন আপন ইচ্ছাধীন নহে। যেরূপ জ্ঞান অভ্যাস করি, তদনুসারে বিশ্বাসেরও উদয় হয়, শঙ্করাচার্য্যের পিতা কি শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় জ্ঞানি ছিলেন? জগন্নাথ তর্কালঙ্কারের পুর্ব্ব পুরুষ কি তাঁহার তুল্য পণ্ডিত ছিলেন; কালিদাসের পিতা কি কালিদাসের ন্যায় অসাধারণ কবি ছিলেন? না রাজা রামমোহন রায়ের তুল্য তাঁহার কোন পুর্ব্বপুরুষ আশ্চর্য্য পণ্ডিত এবং জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন? অতএব পুর্ব্বপুরুষ অপেক্ষা সন্তান সন্ততি যে অধিকতর পণ্ডিত হইতে পারে, তাহার আর সংশয় কি? ইহা যাহারা অস্বীকার করিতে সাহসি হয়েন, তাঁহারদিগকে ইতিহাস পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি। প্রাচীন পণ্ডিতগণ যে সমুদয় বিষয় অকাট্য বলিয়া জানিতেন, আধুনিক দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক বালক তাহার মধ্যে ভ্রম দৃষ্টি করিতেছেন। কিন্তু অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে বৃদ্ধমণ্ডলী আমারদিগের নিকটে নিরুত্তর হইলেও আধুনিকমতের পশ্চাদ্বর্ত্তি হইবেন না। এইরূপে অভিনব বিদ্বানসকল ক্রমে ক্রমে ক্ষুব্ধ হওয়াতে বিদ্যার পথ পুর্ণরূপে যুক্ত হইতেছে না। তাহারা স্বদেশের উদ্ধারেরও বিবিধ মতে উদ্যোগি হইলেও পুনঃ পুনঃ নিরাশ হইতেছেন মহাশয় সত্য বলিতেছি, আমি আর বঙ্গদেশকে এরূপ দুরবস্থ দেখিতে পারি না অতএব সমুদয় প্রাচীন দলকে আহ্বান করিতেছি—তাঁহারা সকল বিষয়ে প্রকাশ্যরূপে বাদানুবাদ করুন, নতুবা আমারদিগের মতাবলম্বি হউন।

বিদ্যা এবং সভ্যতা বৃদ্ধি বিষয়ে মহাশয়কে অগ্রসর জানিয়া এই লিপি প্রেরণ করিতেছি, প্রকাশ করিতে কৃপণ হইবেন না।

নব্য হিন্দু।

# বিবিধ

## শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুরের পত্র। আশ্বিন ১৭৬৩ শক। ৪ সংখ্যা

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুর ইউরোপ গমনকালীন পথিমধ্যে স্থান ২ হইতে যে সকল পত্র কলিকাতায় প্রেরণ করিয়াছেন, তৎসমুদয়দেশস্থ লোকের মনোরঞ্জন অথচ জ্ঞান দায়ক হইবেক, এজন্য আমরা ঐ সকল লিপি অনুবাদ পূর্ব্বক আমারদিগের পত্রের একধারে ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম।

### প্রথম পত্র

দিগেন অন্তরীপ ইং ১৮৪২ সাল ১৯ জানুয়ারি—আমরা অদ্য প্রাতঃকালে এইস্থানে উত্তীর্ণ হইয়াছি, এবং যথাসাধ্য এতৎ সুন্দর উপদ্বীপের কিয়দংশ দৃষ্টিকরণের জন্য পদব্রজে গমন করিতে অভিলাষ করিয়াছি সুতরাং এস্থল হইতে শীঘ্র গমনাবশ্যক হওয়াতে আমার এই পত্র অতি সঙ্ক্ষেপে লিখিত হইল, মান্দ্রাজ পরিত্যাগাবধি বায়ুর অবস্থা একরূপই আছে, এবং সামুদ্রিকপীড়া এ পর্য্যন্ত আমাকে আক্রমণ করিতে পারে নাই। ইহাতে বোধকরি, যে আমি ঐ রোগ হইতে উত্তীর্ণ হইলাম। গত দিবস বেলা দশঘণ্টার সময়ে আমরা লঙ্কা সন্দর্শন-পূর্ব্বক তীরের সন্নিহিত হইয়া গমন করিতে ২ দেখিলাম যে জলের ধার অত্যন্ত নিবিড় নারিকেল বনে আবৃত রহিয়াছে। এবং নানা প্রকার পর্ব্বত কন্দরাদি বৃক্ষসমূহে আচ্ছন্ন হইয়াছে—এরূপ মনোহর দৃষ্টি আমি এ পর্য্যন্ত আর সম্ভোগ করি নাই—কে কহিবেক যে পাঠদ্বারা তাঁহার প্রত্যেকদেশের জ্ঞানোপার্জ্জন করা কদাপি সম্পূর্ণ ফলদায়ক হইবে না, যেহেতু এই মনোরম্য উপদ্বীপ দর্শন করিয়া আমি যেরূপ আনন্দানুভব করিয়াছি, তাহা পঞ্চশত গ্রন্থের উৎকৃষ্ট বর্ণনা করিয়া পঠন দ্বারাও কদাপি লব্ধ হইত না, সৃষ্টিরূপ পুস্তকের ন্যায় অন্য কোন প্রকার বর্ণনা বস্তুর যথার্থ ভাব প্রকাশ করিতে পারে না, আমি এইক্ষণে নিশ্চয় জানিলাম যে রামায়ণে যে স্বর্ণময় লঙ্কার উল্লেখ আছে তাহা অপ্রকৃত নহে; যদিয় অত্রস্থ মৃত্তিকা বস্তুতঃ স্বর্ণ নয়, কিন্তু পৃথিবী এস্থলে এ প্রকার প্রচুররূপে ফলবতী হইয়াছেন। ইহার প্রত্যেক বিঘা ভুমির সহিত এক ২ ক্ষুদ্র স্বর্ণখনির তুলনা হয়।

### দ্বিতীয় পত্র

সাগরস্থিত ইণ্ডিয়া নামক জাহাজ, ইং ১৮৪২ সাল ২৭ জানুয়ারি—আমি পূর্ব্বপত্রে আমার ক্রমশঃ ভ্রমণের বিবরণ লিখিতে যে স্বীকার করিয়াছিলাম, তাহা আরম্ভ করিলাম, এবং এডেন নগরে উত্তীর্ণ হইবার মধ্যেই তাহা সমাপ্ত করিব; যেহেতু যে বাষ্পীয় জাহাজ বোম্বাই রাজধানীতে আগমন করিতেছে, উক্ত নগরে তাহার উদ্দেশ হইতে পারিবে, পূর্ব্ব

লেখনে আমি জ্ঞাপন করিয়াছিলাম যে বর্ত্তমান মাসের অষ্টাদশদিবসে বেলা ১০ ঘণ্টার সময়ে লঙ্কার তট আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, এবং বহুবিধ শোভাযুক্ত পর্ব্বত কন্দরাদি, এবং তৎআবরণ স্বরূপ নারিকেলবন এবং অপরাপর বৃক্ষ যাহা জলের ধার পর্য্যন্ত জন্মিয়াছে, অন্তঃকরণকে অত্যন্ত আহ্লাদিত করিয়াছিল। পরদিন বেলা দুই প্রহর এক ঘণ্টার সময়ে অন্তরীপে নঙ্গর লইল আদম্স পিক নামক এক পর্ব্বত আমরা অবলোকন করিলাম, যাহা (সকলেই কহেন) সমুদ্রের উপর প্রায় ৬৬৬৬ হস্ত উচ্চ এরূপ জনশ্রুতি আছে, যে এই পর্ব্বতের শৃঙ্গোপরি ২০ ফুট অর্থাৎ ১৩ হস্ত দীর্ঘ আদমের একপদ চিহ্ন আছে কিন্তু হিন্দু ইতিহাস অনুসারে আমি অনুমান করি, যে মহাবীর হনুমান লঙ্কায় আগমন কালীন প্রথমে এই পর্ব্বতের উপরে পদার্পণ করিয়াছিলেন সমুদ্রের সম্মুখবর্ত্তি এক পর্ব্বতোপরে অত্রস্থ দূর্গের অগ্রভাগ নিৰ্ম্মিত আছে, এবং নগরের মধ্যে ক্ষুদ্রগিরি সকল অধিক দূর পর্য্যন্ত মগ্ন থাকাতে এক অতি সুন্দর কোল হইয়াছে। ঐ সকল পর্ব্বতের উপরে যে সমুদয় দুর্জ্জয় তরঙ্গ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহার প্রতি অতিশয় শঙ্কার সহিত অবলোকন করিতে হয়, বৃহৎ ২ প্রবল জাহাজ ঐ সমুদায় স্ফুটিত তরঙ্গের মধ্যে পতিত হইলে একেবারে ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়, কিন্তু কোলে প্রবেশ জন্য এক উত্তম পরিষ্কৃত পথ রহিয়াছে নঙ্গর করণানন্তর আমরা দেখিলাম যে নানাফল এধং উপদ্বীপের উৎপন্ন অন্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ নৌকা সকল আসিয়া আমারদিগকে বেষ্টন করিলেক নৌকার আকৃতি এক প্রকার অসাধারণ, অতএব তাহার বর্ণনা অশক্ত হইতেছি।

প্রথমতঃ আমি এক মনোহর ঘাট সন্দর্শন করিলাম, যাহা কলিকাতার ঘাট অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং পথ সকলও অতি পরিচ্ছন্ন বাস্তু গৃহ একতালা এবং যদ্যপি উজ্জ্বল ও গৌরাবান্বিত নহে, কিন্তু অতিশয় পরিষ্কৃত এবং সুন্দর দুর্গের দ্বারোপরে '১৬৬৮ সাল' এই তারিখ লিখিত আছে, কিন্তু দুর্গ এপ্রকার উত্তম দেখিলাম, বোধ হয়, সম্প্রতি নির্ম্মিত হইয়াছে, সম্পূর্ণ নগর দুর্গ প্রাচীরে বেষ্টিত আছে, শকটাদি গমনাগমনের এক পথ ভেল হইতে কোয়ম্বো অবধি প্রায় ৩৫৷৷০ ক্রোশ ব্যাপ্ত রহিয়াছে, এবং তাহার মধ্যে নারিকেল বৃক্ষশ্রেণী অতি নিবিড়রূপে উন্নত হইয়াছে, বঙ্গদেশে যে সকল ফল জন্মে, এস্থানে প্রায় তাহাই উৎপন্ন হয়, বিশেষতঃ আম্র অতি বাহুল্যরূপে জন্মিয়াছে, কিন্তু তাহা পক্ক হইবায় আর একমাস বিলম্ব প্রযুক্ত আমরা কেবল অপক্ক ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলাম কদলী, আনারস এবং কণ্টকিফল অতি উৎকৃষ্টস্বভাবে জন্মে আমি এস্থানে প্রথমবার "ব্রেড ফ্রট ট্রী" অর্থাৎ পিষ্টকফলের * বৃক্ষ সন্দর্শন

* এই ফলের আকৃতি ইংরাজি পিষ্টকের তুল্য এবং আস্বাদও কিঞ্চিৎ পরিমাণে তৎসদৃশ, এ প্রযুক্ত তাহার নাম পিষ্টক ফল, বৃক্ষের আকার মনুষ্যের সাধারণ শরীরের ন্যায় স্থূল, এবং প্রায় ২৬ হস্ত উচ্চ, এবং তাহার যে স্থানে আঘাত করা যায়, সেই স্থান হইতেই এক প্রকার দুগ্ধের ন্যায় রস নিঃসৃত হয় তাহার পত্র সকল একহস্ত দীর্ঘ, এবং ৯ ইঞ্চি প্রস্থ এবং স্পষ্ট শিরাযুক্ত ফল প্রায় ৯ ইঞ্চি দীর্ঘ এবং গাত্রময় ষট্‌কোণাকৃতি চিহ্ন আছে। কুক সাহেব কহেন যে "সাধারণ শিশুর মুণ্ডতুল্য পিষ্টক ফলের আকৃতি এবং স্থূলতা। এই ফল অগ্নি পক্ক করিয়া ভক্ষণ করিতে হয়, পুষ্প এক প্রাদেশ দীর্ঘ এবং ম্লান পীতবর্ণ, এ বৃক্ষের ফলধান্য এবং ত্বক্ পরিধেয় বস্ত্র হয়।"

করিলাম। কিন্তু অকাল প্রযুক্ত তাহার ফল প্রাপ্ত হইলাম না বঙ্গদেশস্থ এবং অত্রস্থ পুষ্প একরূপই কিন্তু এস্থলে তাহারদিগের বর্ণের চাকচিক্য এরূপ উৎকৃষ্টতর, যে আমি তাহা বর্ণনা করিতে পারি না, বিশেষতঃ জবাপুষ্প অতিশয় উজ্জ্বল। কোলের অন্তর্ভাগে বাজার অতি সুনিয়মে স্থাপিত রহিয়াছে।

কতিপয় মোসলমান এবং কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বি মনুষ্য ব্যতিরেকে লঙ্কাবাসি সাধারণ লোক বৌদ্ধধর্ম্ম পালন করে। এস্থানে কিঞ্চিৎ সঙ্খ্যক ওলোন্দাজেরও বসতি আছে। বালক এবং বালিকাদিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্য দুই পাঠশালা স্থাপিতা আছে, এবং তাহারদিগের সাহায্যার্থ আমারদিগের মধ্যে অনেকে কিঞ্চিৎ২ স্বাক্ষর করিয়াছেন। এ দেশস্থ লোক সামান্যতঃ সুশ্রী, কর্ম্মিষ্ঠ, পরিষ্কৃত, এবং মলয় দেশীয় মনুষ্যের-তুল্য মুখশ্রীবিশিষ্ট। গার্হস্থ (পুরুষ) ভৃত্যগণ ইংরাজ রমণীদিগের ন্যায় পশ্চাৎ কেশে কচ্ছপের অস্থিনির্ম্মিত কঙ্কতিকা অর্থাৎ চিরণী ধারণ করে। এই দৃষ্টি আমাকে যেরূপ পরিতোষ প্রদান করিয়াছে, তাহা লেখনেও বর্ণনা করিতে অশক্ত হইলাম।

তৃতীয় পত্র

কেরো নগর, ১৯ ফিব্রুআরি—আমরা বর্ত্তমান একাদশ দিবসে প্রাতঃকালে সুয়েজে উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম, কিন্তু তৎস্থানে সামগ্রীপত্র বন্ধন প্রেরণাদি কার্য্যে ব্যস্ত প্রযুক্ত লেখন পাঠাইতে পারি নাই আমরা পর দিবসে সুয়েজ পরিত্যাগানন্তর আরব অশ্বযুক্ত এক শকটা-রোহণ পূর্ব্বক প্রায় বিংশতি ক্রোশ ভ্রমণ করিয়াছিলাম, কিন্তু অধিক দূর প্রয়াণ বশতঃ কিঞ্চিৎ ক্লান্তিবোধ হওয়াতে অনন্তর প্রত্যেক দুই দিন দশ২ ক্রোশ ক্রমে গমন করিয়াছিলাম। পূর্ব্বে অরণ্য ভ্রমণের যে শঙ্কা ছিল তাহার বিপরীত ঘটনা হইল, যেহেতু তন্মধ্যে কোন ব্যতিক্রম বা কঠিনতা অনুভব করি নাই।

আমরা প্রতিদিন আদ্য ভোজনের পরে পদব্রজে গমন এবং অশ্বারোহণ করি তাহাতে যে সকল আশ্চর্য্য বিষয় সন্দর্শন করিয়াছি, তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। বাজার, নগর, দেবালয়, প্রাসাদ, উপবন, মন্দির প্রভৃতি শত২ দ্রব্যের চিন্তায় অন্তঃকরণ বিস্ময়াপন্ন আছে। যখন আমি সুব্রাতে পাশার উদ্যান এবং তন্মধ্যস্থ অট্টালিকা, পথ, কমলাবন, পুষ্প, উৎস অর্থাৎ উন্সুই এবং সমুদয়ের সমগ্র শোভা ও গৌরব দেখিলাম, তখন আমি আরবিয়ান নাইট নামক গ্রন্থে যেরূপ কেরো নগরের সৌন্দর্য্য পাঠ করিয়াছিলাম, তাহা বাস্তবিক স্থান হইল, আমি নানা বিষয়ে সন্দর্শনে অত্যন্ত ব্যস্তপ্রযুক্ত এইক্ষণে ইহার কিঞ্চিন্মাত্র লিখিতে অবসর প্রাপ্ত হইলাম না। মাল্তায় যথেষ্ট অবকাশ হইবেক, অতএব তৎস্থান হইতে যথাসাধ্য লিখিয়া প্রেরণ করিব।

## শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুরের পত্র। কার্তিক ১৭৬৪ শক। ৫ সংখ্যা

চতুর্থ পত্র

আলেগ্‌জান্দ্রিয়া, ২৮ ফিব্রুয়ারি ইং ১৮৪২—এস্থলের হোটেল অতি সন্তোষজনক। এবং ইউরোপের রীতিক্রমে প্রস্তুত হইয়াছে কেবল ঘরের মধ্যে অগ্নিপ্রজ্বলিত থাকে না। নগরের যে অংশে ইউরোপীয় লোকের বসতি, সেস্থান অতি সুন্দর তেতালা অট্টালিকার সহিত শোভিত, এবং কেরো নগরের অপ্রশস্ত পথের তুল্য পরিষ্কৃত আছে। তদ্দেশীয় লোকের বাসস্থানও প্রায় তদ্রূপ।

আমি সম্প্রতি পাশার প্রাসাদ দর্শন করিয়া আসিয়াছি। ঐই ভবন কেবস নদীর ধারে স্থাপিত আছে, এবং উভয় পার্শ্বে সমুদ্র দ্বারা আবদ্ধ রহিয়াছে। ফরাশীলোক ইহার এরূপ সুন্দর রচনা করিয়াছে, যে আমি কেরো নগরে যাহা দর্শন করিয়াছি, তৎসমুদয় অপেক্ষা ইহাকে উৎকৃষ্টতর বোধ হইল, আমার ইচ্ছা যে এই গৃহ তাঁহার অধিকার হইতে আমার উদ্যানে সঞ্চালিত হয়। ইহার নিকটস্থ এক মনোরম্য স্নানাগার সমুদ্রতীরে বিরাজমান আছে। যে গৃহ ঐ স্নানাগারকে ধারণ করে, তাহা সাগর মধ্যে ৬০ ফিট পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট আছে, এবং তিন দিক হইতে জল আসিয়া তত্রস্থ এক পাত্রে পতিত হয়। ঐ পাত্রের দীর্ঘ প্রস্থ পরিমাণে ৪০ ফুট, এবং তাহার গভীরতা ৪ ফুট। আমি যত গমন করি, ততই আশ্চর্য্য মনোহর দ্রব্য নয়নদ্বারে উপস্থিত হয়, এবং প্রত্যেক নূতন বস্তু সমুদয় পুর্ব্ব দৃষ্ট বস্তুকে আচ্ছন্ন করে।

পঞ্চম পত্র

মাণ্টা, ১৯ মার্চ্চ—কেরো এবং আলেগ্‌জান্দ্রিয়া যথাসাধ্য সন্দর্শন করিয়া অনন্তর মাণ্টায় উপস্থিত হইয়াছি। আমরা অতি সুখদায়ক স্থানে অবস্থিতি করিয়াছি; আমারদিগের সম্মুখস্থ নগর সমুদয়, এবং ভ্রমণের উপযুক্ত একস্থান অতি সৌন্দর্য্যের সহিত দৃশ্য হয়। আমারদিগের ভবন অতি সুসজ্জিভূত, ও দিবারাত্রি অগ্নি বিশিষ্ট থাকে, এবং স্বগৃহের তুল্য পরিতোষ জনক হয়। গত দুইমাস জলে স্থলে ভ্রমণান্তর কিয়ৎকাল বিরাম করিতেছি তাহাতে চিন্তা করি না, যেহেতু এইক্ষণে আমি পুর্ব্বে লেখা পত্র সকল লিখিতে পারিব এবং ভবিষ্যতে দৃশ্য দেশ সমুদয়ের বৃত্তান্ত পাঠ করিব, এস্থানের যে পর্য্যন্ত দেখিয়াছি তাহাতেই ইহাকে প্রায় অগম্য বোধ হয়, নগর অতি পরিষ্কৃত, পর্ব্বতোপরি স্থাপিত এবং চতুর্দ্দিকে সুদীর্ঘ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত আছে। অত্রস্থ কোন শিল্প কৃত জ্ঞান হয়, এবং খালের ন্যায় এই উপদ্বীপের নানা অংশে প্রতিষ্ঠ আছে। আমরা এইক্ষণে ইউরোপের বাতস্বভাব অনুভব করিতেছি। দিবারাতি সমান হইলেও বায়ুর পরিবর্ত্তন হইতেছে: দিনের মধ্যে দুই ঘণ্টা প্রায় সমান থাকে না, সকলে কহে যে এতৎ অপেক্ষা অধিকতর শীতল দেশে গমন করিতে হইবেক না, ইহা যদি যথার্থ হয়, তবে কলিকাতায় লোক আমাকে যে শীতের ভয় প্রদান

করিত, তাহা দূরীভূত হইল। আমরা ৯ ঘণ্টার সময়ে আদ্য ভোজন করি, পরে কিয়ৎকাল ভ্রমণ ও রৌদ্র সেবন করি ১২ ঘণ্টার সময়ে কিঞ্চিৎ আরাম করি। পুনর্ব্বার ইতস্ততঃ গমন করি, দুই প্রহরে ৪ ঘণ্টার সময়ে দ্বিতীয় ভোজন করি, এবং দুর্গোপরি অধিকক্ষণ ভ্রমণ করিয়া গৃহে গমন পূর্ব্বক চা পান করি। দিবসের অবশিষ্ট সময় লেখন পঠনে ব্যয় হয়। আমরা সন্ধ্যাকালে প্রায় ১২ জন একত্র হইয়া গান বাদ্যের আলোচনা পূর্ব্বক অতি আহ্লাদে কালক্ষেপ করি। এই অতি সুরম্য রূপে যাপন হইতেছে, আমরা আগামি মাসের প্রথম দিবসে এস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া রুম ফ্লোরেন্স, বিনিস, কেলেইস প্রভৃতি স্থানে একাদিক্রমে উপস্থিত হইব। অনন্তর ডোবর ও লণ্ডন নগর সন্দর্শন করিব।

ষষ্ঠ পত্র

বেলেতা, মাল্টা, ৩ এপ্রেল ১৮৪২—আমি মারীভয়ের শঙ্কা হইতে মুক্তি পাইয়া যে ২ কর্ম্ম করিয়াছি তাহা এইক্ষণে আপনাকে লিখিতেছি। বর্ত্তমান মাসের প্রথম দিবসে আমরা মানুয়েল নামক স্থানে যাত্রা করিলাম। এক সেতু দ্বারা মহাদ্বীপের সহিত তৎস্থানের সংযোগ আছে। আমরা সেই সেতুর উপর দিয়া গমন পূর্ব্বক বেলেতায় আগমন কালীন তদ্দেশকে মনোহররূপে দৃষ্টি করিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত লার্ড আক্‌লেণ্ড এক অনুরোধ পত্র প্রদান করাতে তত্রস্থ শাসনকর্ত্তা শ্রীযুক্ত স্যার এইচ বৌবেরি সাহেব আমাকে অতিশয় সমাদরের সহিত আহ্বান পূর্ব্বক সুদৃশ্য সমুদয় বিষয় প্রদর্শন করিলেন। এস্থান যদিও ক্ষুদ্র কিন্তু নানা প্রকার সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। নাইট এবং গ্রাণ্ডমাষ্টরদিগের গৃহ ও ধর্ম্মালয় সকল চিত্র, অস্ত্রাগার, চিত্রিত বস্ত্র, চিত্রিত এবং খোদিত শুক্তি প্রস্তরাদি ও অন্য ২ বিবিধ মনোরম দ্রব্যের সহিত আমার অন্তঃকরণকে অত্যন্ত আকর্ষণ করিয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে অধিককাল এদেশে অবস্থান করিয়া পরিতুষ্ট হইতে পারিলাম না। আমি প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত ইতস্ততঃ গমন করি, এবং প্রত্যেক বারের ভ্রমণে নূতন বিষয়ের প্রশংসা করিতে হয়। যখন এই ক্ষুদ্র স্থান আমার চিত্তকে এপ্রকার আকৃষ্ট করিলেক, তখন বোধ করি যে মহাদ্বীপের যাহা দর্শন যোগ্য, সময়ের অল্পতা বশতঃ তাহার অত্যল্প দৃষ্টি করিতে পারিব। সেণ্টজানের গির্জা সন্দর্শনে কাথলিক ধর্ম্মালয়ের গৌরব ও মহত্ত্বের কিঞ্চিদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা নাইটদিগের কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে এবং স্বর্ণ, রজত, পাষাণের অলঙ্কার, চিত্র অধিক মূল্যবান্ প্রস্তর, এবং চিত্রিত ও খোদিত শুক্তি প্রস্তরাদিতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এবম্প্রকার শোভিত অট্টালিকা রচনায় অবশ্যই অনেক ধনব্যয় হইয়া থাকিবেক ইহার সমষ্টি দর্শন অতিশয় গুরুতর এবং কুহকতুল্য, কিন্তু আমি তদ্বর্ণনা করিতে সাহস করি না। যেহেতু ইহার সৌন্দর্য্য আমার ভাবনার অতীত, এবং সকলে কহে যে এতদ্গৃহ এরূপ সুন্দর হইলে ও রুমনগরস্থ সেণ্টপিটরের গির্জার তুল্য নহে, সেস্থান যে কি অদ্ভুত বিষয়, তাহা আমি এইক্ষণে চিন্তাতেও আবাহন করিতে পারি না, যেহেতু তাহার অপেক্ষা ইতর

যে সেণ্টজানের গির্জা, তদ্দর্শনে গত দিবসের অধিক ভাগ যাপন করিয়াছি, তথাপি প্রচুররূপে দৃষ্টি করিতে অশক্ত হইয়াছি, এবং তজ্জন্য অদ্য পুনর্ব্বার ভ্রমণ করিতে বাসনা করিতেছি। আমরা ভারতবর্ষস্থ ঠাকুর বাটীর ব্যয় এবং সৌন্দর্য্য বিষয়ে সর্ব্বদা কথোপকথন করি, যবনেরা তাহারদিগের মসজিদের অতি গৌরব করে, এবং আপনারা গির্জার অতি আদর করেন। কিন্তু এইক্ষণে আমি জানিলাম যে তাহারা ক্ষণকালের নিমিত্তেও কাথলিক ধর্ম্মালয়ের সহিত তুল্য হইতে পারে না।

গত রাত্রি আমি নাটক দর্শনে গিয়াছিলাম, আমার প্রতি ইহা আর এক নূতন বিষয়। এবং আমি নাটমন্দিরের প্রকাশ্য শোভায় অতি পরিতুষ্ট হইয়াছিলাম, তত্রস্থ আসন পঞ্চ-শ্রেণীতে সজ্জীভূত হইয়া উপর্য্যুপরিভাগে অবস্থিতি করিতেছে, কেবল দুঃখের বিষয় এই যে আমারদিগের দেশে উষ্ণতা প্রযুক্ত এরূপ আসন বিন্যাস সম্ভবে না। আমি গত কল্য অতি আহ্লাদের সহিত কুইন নামক জাহাজ এবং তাহার এড্‌মিরাল অর্থাৎ পোতাধ্যক্ষের আগমন দর্শন করিলাম। ইংরাজ পোতা দলের মধ্যে এই জাহাজ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অতি সুদৃশ্য এবং ১২০ কামান ধারণ করে। আমি তাহা দর্শন করিতে এবং তদ্দ্বারা আনন্দ প্রাপ্ত হইতে কল্য গমন করিব।

## বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুরের পত্র। অগ্রহায়ণ ১৭৬৪ শক। ৬ সংখ্যা

### সপ্তম পত্র

মাণ্টা ৮ এপ্রেল ১৮৪২—আমি কুইন জাহাজ এবং তাহার পোতাধ্যক্ষ আমার প্রাচীন বন্ধু স্যার এডোয়ার্ড ওয়েন সাহেব ও তাঁহার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ পূর্ব্বক অতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম, এবং শ্রেষ্ঠতম মানোয়ারে যাহা দৃশ্য, গবর্ণরের সঙ্গ বশতঃ তাহা উত্তম রূপে সন্দর্শন করিয়াছিলাম। এস্থানে কেবল লার্ড, ডিউক, বারোনেট প্রভৃতি জাহাজি এবং যোদ্ধকর্ম্মচারি দৃষ্ট হয়। তাহারা বিদেশীয় ব্যক্তিগণের প্রতি অতিশয় দয়া এবং সুশীলতা ব্যবহার করে, সুস্থতার জন্য অনেক ইংরাজ এ স্থলে সর্ব্বদা অবস্থিতি করেন, ফলতঃ এই দেশ ইউরোপীয় লোকের প্রতি উত্তমাশা অন্তরীপের ন্যায় সুখসেব্য। কুইন জাহাজ সর্ব্বাপেক্ষা প্রকাণ্ডতর, অতএব বোধ করি যে তাহার সহিত সাক্ষাত হওয়াতে আর অন্য জাহাজ দর্শন করণের প্রয়োজন হইবে না। আমি গত পত্রে মেং ফ্রেয়র সাহেবের সহিত পরিচয়ের প্রসঙ্গ লিখিয়াছিলাম। আমি তাঁহার দ্বারা অতিশয় আদৃত হইয়াছি, এবং তাঁহার গ্রাম্য গৃহ দৃষ্টিপূর্ব্বক অতি আনন্দিত হইয়াছি। যেস্থলে তাঁহার এক উৎকৃষ্ট উদ্যান আছে, এবং সেই উদ্যান এক ক্ষুদ্র গিরির উপরে স্থাপন পূর্ব্বক ক্রমোত্থিত পথ দ্বারা শৃঙ্গোপরি পর্য্যন্ত উত্থাপিত হইয়াছে। সেই শৃঙ্গোপরে দণ্ডায়মান হইলে নগর এবং দেশ অতিশয় সুদৃশ্য হয়। অপরঞ্চ আমি অস্ত্রাগার এবং জাহাজাদি নির্ম্মাণালয় অবলোকন পূর্ব্বক তত্রস্থ প্রত্যেক বস্তুর

শৃঙ্খলা এবং বিন্যাস দেখিয়া প্রফুল্ল হইয়াছিলাম। আমি প্রার্থনা করি যে আমাদিগের বন্ধু রোস্তমজী. এস্থলে উপদেশ গ্রহণ করিতে আসিতেন। আমি জ্ঞাত হইলাম যে ইংলণ্ডস্থ এবং তত্রস্থ জাহাজ নির্ম্মাণালয় একরূপ, তবে কি না ইংলণ্ডের উক্ত কর্ম্মালয় সকল অধিকতর প্রশস্ত। অদ্য প্রাতঃকালে আমি ইন্‌ফ্যাণ্ট স্কুল অর্থাৎ শিশু শিক্ষার্থ পাঠশালায় গমন পূর্ব্বক অতি বিস্ময়াপন্ন হইলাম ; কেবল ছয় মাস হইল ইহার সংস্থাপন হইয়াছে। ইতিমধ্যেই শিশুগণ আশ্চর্য্য উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং এ প্রকার সুন্দররূপে ইহার কর্ম্ম নির্ব্বাহ হয়, যে তাহারা পাঠশালাকে কোন বিষয়ের প্রতিবন্ধক জ্ঞান না করিয়া সর্ব্বদাই তত্র অবস্থানেচ্ছু হয়। আমি গত দিবস সিতাবিচিয়া নগর দর্শন করিয়াছিলাম, যাহা ফিনিসিয়ানদিগের অধিককালের এই উপদ্বীপের রাজধানী ছিল। এই নগর এখান হইতে ছয়ক্রোশ। যদবধি নাইটেরা ইহার অধিকারি হইয়াছে, তদবধি তাহারা এস্থানে এক মনোহর গির্জা নির্ম্মাণ করিয়াছে, যাহাতে কিয়দ্দণ্টা অতি আনন্দের সহিত যাপন হইতে পারে। এই গির্জা সেণ্টপালের নামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং ইহার চিত্র ও অলঙ্কার সকল তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত বিশেষতঃ প্রকাশ করে, কিন্তু ইহা সেণ্টজানের তুল্য গুরুতর নহে। অধিকন্তু এস্থানে কাথলিক যাজকের বিদ্যালয়, গোরস্থান, এবং সেণ্ট্‌পালের গহ্বর আছে। নগর অত্যন্ত সুদৃশ্য, এবং উপদ্বীপের উচ্চতর ভাগে সংস্থাপিত রহিয়াছে। আকাশ এবম্প্রকার পরিষ্কৃত ও সুন্দর যে শিশিলী উপদ্বীপ হইতে এটনা পর্ব্বত পঞ্চাশৎ ক্রোশ দূরস্থ হইলেও আমরা এখান হইতে দেখিতে পারি। দুই এক দিবসের মধ্যে আমি এদেশ হইতে প্রস্থান করিব, কিন্তু আমি এস্থলে এরূপ সুখ এবং হর্ষ পূর্ব্বক কালযাপন করিয়াছি, এবং প্রত্যেক মনুষ্য দ্বারা এরূপ আদরাপন্ন হইয়াছি, যে এস্থান পরিত্যাগের চিন্তা করিতেও আমি বিষণ্ণ হই।

অষ্টম পত্র

নেপলস, ২০ এপ্রেল ১৮৪২। শিশিলী এবং তত্রস্থ এটনা পর্ব্বত, মশীনা নামক সুন্দর নগর, ইউলিয়ান উপদ্বীপও স্ত্রম্বোলি অনলাধার পর্ব্বত সন্দর্শন করিয়া অনন্তর এই আশ্চর্য্য নগরে উত্তীর্ণ হইয়াছি। এস্থলে আমি নগরের সৌন্দর্য্য এবং পোম্পিয়াই নগরের ভগ্ন দ্রব্য দর্শনে অতি ব্যস্ত আছি। পর্ব্বত শৃঙ্গের শোভা, প্রাসাদ, নির্ঝর, গির্জা, আশ্চর্য্য দ্রব্যালয়, প্রতিমা, চিত্র, পুস্তকালয়, সামান্য গৃহ, চিকিৎসালয়, উদ্যান, ধর্ম্মশালা প্রভৃতি এরূপ বহু বিষয় আমার সময় অধিকার করিয়াছে, যে আমি তাহারদিগের প্রতি কেবল দৃকপাত মাত্র করিতে শক্ত হইয়াছি। আমি ইউরোপস্থ যে সমুদয় নগর দেখিয়াছি, তন্মধ্যে নেপলস শ্রেষ্ঠতম। সকলে কহে যে এরূপ অনেক ধাম উত্তম বিষয় মহাদ্বীপের অন্য কোন স্থলে একত্র দৃষ্ট হইতে পারে না। এদেশ মাধুর্য্য এবং প্রফুল্লতাজনক। শীতোষ্ণের পরিমাণ ৬৪ অংশ এবং অত্রস্থ হোটেল এ প্রকার উৎকৃষ্টরূপে সজ্জীভূত যে তাহার তুলনায় কলিকাতার

সর্ব্বদা সজ্জা গণ্য হইতে পারে না। লোকের জনতা বিষয়ে আমি এইমাত্র বলি যে দিবারাত্রি শত ২ শকট প্রতিক্ষণে গমনাগমন করিতেছে। প্রধান ২ গলি কলিকাতার রাজপথ অপেক্ষা তিনগুণ প্রশস্ত, তথা ধূলিমাত্র নাই, যেহেতু তাহারা সানবদ্ধ এবং পদগ পথিকদিগের নিমিত্তে রাজপথের উভয় পার্শ্বে অন্য সানবদ্ধ পথ আছে। প্রায় সকল বিক্রয়শালা গ্যাসের আলোকে দীপ্তবান হয়; সন্ধ্যাকালে কি শোভা হয়। কতিপয় কাওয়া বিক্রয়শালা এরূপ সজ্জীভূত এবং আলোক বিশিষ্ট হয়, যে আমি তথায় একদিন সন্ধ্যার সময় যাপন করিয়াছিলাম। ইউরোপের সকল নাট্যশালা অপেক্ষা সান কার্লো বৃহত্তর। তাহার গৃহরচনা এবং অন্য অন্য অন্তর্বর্ত্তি ব্যাপার বর্ণনা করণের প্রয়োজন নাই। গানবাদ্য এরাশীশ ব্যালেট ( এক প্রকার নৃত্য ) এবং তৎসমভিব্যাহারে শত ২ সুন্দরী রমণী সুন্দর তরুণ মনুষ্য বিদেশীয় ব্যক্তিকে অনায়াসে প্রমত্ত করিতে পারে; ইহা সন্দর্শন করিয়া কলিকাতার নাটকশালার নিকটে বিদায় লইলাম, আমি এস্থলে এক রেইল রোড ও বাষ্পীয় শকট দেখিলাম, যখন তাহা আমার নিকট দিয়া ধাবমান হয়, তখন আমার মনের ভাব কি প্রকার হইয়াছিল তাহা ভাবনা করুন। আমি-কল্য রোম নগরে যাত্রা করিব। এইক্ষণে আমি যে চতুরশ্বযুক্ত আপন শকটে ভ্রমণ করি, যাহার অশ্ব পঞ্চক্রোশান্তে পরিবর্ত্ত হয়, তাহাতে কল্য ২৩ তারিখ প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তৎস্থানে উত্তীর্ণ হইতে পারিব; আমরা কেবল দিবসের কিয়ৎকাল ভ্রমণপুর্ব্বক রজনীতে বিশ্রাম করি।

### নবম পত্র

রোম নগর ২৬ এপ্রেল ১৮৪২—দুই দিন পথ পর্য্যটনের পরে আমরা বর্ত্তমান মাসের ত্রিংশদ্দিবসে এস্থানে উত্তীর্ণ হইয়াছি। আমরা শকটারোহণে একদিন ৩৫৷৷৹ ক্রোশ ভ্রমণ করিয়াছিলাম, অথচ কিঞ্চিন্মাত্র শ্রান্তি হয় নাই; আমার সুস্থতা কিরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহাতেই আপনি তাহা বিবেচনা করুন; যেহেতু আমি ভারতবর্ষের মধ্যে বিনা ক্লেশে চাণক পর্য্যন্ত গমন করিতে শক্ত হইতাম না। যে দেশের অন্তবর্ত্তি পথ দ্বারা আমরা আগমন করিয়াছি তাহার ভূমি অতিশয় ফলবতী, এবং সুন্দররূপে তাহার কর্ষণ হইয়া থাকে; বস্তুতঃ গমনকালীন বোধ হইয়াছিল যে আমরা কোন উৎকৃষ্ট উদ্যানে ধাবমান হইতেছি। সমুদয় পথ অতি উত্তম। প্রশস্ত, কঠিন, এবং চৌকষ, এবং সেই পথ পাতুক স্থানের মধ্য দিয়া এবং পর্ব্বত আরোহণ ও বেষ্টন করিয়া ভ্রমণ করাতে চতুর্দ্দিকস্থ বস্তু শোভা অতি মনোহর এবং গৌরবান্বিত, বিশেষতঃ এরূপ উচ্চস্থানে শকটারোহণ আমার পক্ষে এক নূতন ব্যাপার জ্ঞান হইল। আমি নিম্নভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া মধ্যে ২ দুর্ব্বল এবং বিহ্বল হইয়াছিলাম, কিন্তু আমার শকট এরূপ অনায়াসে ধাবিত হইতে লাগিল, যে চৌরঙ্গী এবং গঙ্গাতীরস্থ পথ অপেক্ষাও এই বর্ত্ম সহজতর বোধ হইল। এই স্থানের বিষয় আমি কিঞ্চিন্মাত্র বলিতে পারি না, যেহেতু দর্শন ব্যতীত ইহার যথার্থ জ্ঞান প্রাপ্তি হয় না। বর্ণনা

ইহার সৌন্দর্য্যের প্রকৃত প্রকাশ করিতে পারে না। প্রত্যেক বস্তু বৃহৎ পরিমাণে স্থাপিত আছে। ·মাল্‌তা নগরস্থ সেণ্টজানের গির্জা এবং নেপলস নগরের অন্য অন্য দেবালয় এস্থলের সেণ্টপিটরের গির্জার তুলনায় অতি নীচতা প্রাপ্ত হয়, সেণ্টপিটর গির্জার আকৃতি অপর কথিত দেবালয়গণের বিংশতি গুণ, এবং তাহার শোভা ও সজ্জা ও উক্ত পরিমাণে শ্রেষ্ঠতর। একব্যক্তি প্রতিদিন তাহাতে নূতন ২ প্রশংসাযোগ্য মনোহর ব্যাপার দর্শন করিতে শক্ত হয়। আশ্চর্য্য দ্রব্যালয়, পুস্তকালয়, প্রাসাদ, প্রতিমা, চিত্র, ভগ্নদ্রব্য, উৎস প্রভৃতি প্রত্যেক বস্তু এইরূপ প্রকৃষ্ট এবং রোমনগর সৌন্দর্য্য ও গুরুতা বিষয়ে অদ্যাপি অতুল্য রহিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। তত্রস্থ বাতস্বভাব অতি সুখজনক, আকাশ পরিষ্কৃত, এবং যে প্রকার শীতল তাহাতে ব্যাজন আবশ্যক হয় না। আমরা সন্ধ্যাকালে উক্তস্থানে উপবেশন পূর্ব্বক বায়ু সেবন করি। এদেশ পীড়িত ব্যক্তির স্থাতব্য যেহেতু অধিক শীতল বা অধিক উষ্ণ নহে, আমি এইক্ষণে নিশ্চয়রূপে জানিতেছি, যে এরূপ অপেক্ষা আর অধিকতর সুন্দরবস্তু আমার দৃষ্টি হইবে না। আমি প্রধান ২ বিষয় সঙ্ক্ষেপে লিখিতেছি, যখন আমারদিগের পরস্পর সাক্ষাৎ হইবে, তখন তাহা আহ্লাদের সহিত পাঠ করিব; কিন্তু স্বভাবের সহিত তুলনা করিলে, সে বর্ণনা অতি ক্ষুদ্র হইবে। আমি গত দিবস আমারদিগের গোমস্তা প্রিন্স টর্লোনিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তাঁহার বার্ষিক আয় প্রায় ৫০০০০ টাকা, এবং তাঁহার দপ্তরখানা এক উত্তম অট্টালিকায় স্থাপিত আছে যাহা পাষাণের মূর্ত্তি এবং চিত্রাদির সজ্জাতে ভূষিত রহিয়াছে। আমরা যে কোন ভাস্কর বা অন্য ২ শিল্পকারির নিকটে গিয়াছিলাম, সেই ব্যক্তিকেই টর্লোনিয়ার কোন দ্রব্য না কোন দ্রব্য নির্ম্মাণ করিতে দেখিলাম। তিনি আপনার নগর বা গ্রামস্থ গৃহের নিমিত্তে প্রচুর ধন ব্যয় করেন, কিন্তু বেলা ১০ ঘণ্টাবধি ২ প্রহর ৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত আপনার কর্ম্মে নিযুক্ত রহেন। এবং তাঁহার অধীনস্থ ব্যক্তিগণের প্রতি শীলতা ও যত্ন ব্যবহার করিয়া থাকেন। তিনি, এবং তাঁহার অংশিগণ আমারদিগের নিকটে আগমন পূর্ব্বক অনেক দয়া প্রকাশ করিয়াছেন। যদি মনুষ্যের ধন থাকে, তবে চিত্র প্রতিমাদি শিল্প বিষয়ে তাহার ব্যয় করিবার উপযুক্ত স্থান, এইদেশে যদিও তৎসমুদয় ক্রয় করিতে আমার দৃঢ় অভিলাষ আছে, কিন্তু—পরামর্শপূর্ব্বক এইক্ষণে তাহা হইতে নিরস্ত হইলাম। আমি অদ্য বৈকালে পোপের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলাম, তাঁহার আকৃতি অতি সুন্দর এবং ভক্তিজনক। তিনি অত্যন্ত আদরের সহিত আমারদিগকে গ্রহণ করিলেন, তাহার এক সীমা হইতে অন্য সীমা পর্য্যন্ত কদাচ দৃষ্টি বিস্তার হয়, এবং তাহা পুস্তক ও হস্ত লিপিতে পরিপূর্ণ আছে। এই অট্টালিকা দ্বাদশ সহস্র কুঠরীতে বিভক্ত এবং প্রাচীন শিল্পকারিদিগের নির্ম্মিত চিত্র এবং প্রতিমাতে পূর্ণ রহিয়াছে।

# প্রাসঙ্গিক তথ্য

## ১। কুলিদের দেশান্তর গমন। পৃষ্ঠা ৮০, ১৪৬, ১৫১, ১৬১

১৮৩৩ সালে সমস্ত ব্রিটিশ উপনিবেশে দাসত্বপ্রথা রহিত হবার পর ইংরেজদের পক্ষে যখন নিগ্রো ক্রীতদাসদের উপর জুলুম-জবরদস্তির ও বেগার-খাটানোর সুযোগ অনেকটা বন্ধ হয়ে গেল, তখন মরিসাস, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রভৃতি অঞ্চলে বাইরে থেকে কুলি আমদানি করার প্রয়োজন দেখা দিল। আশাতীত সুলভ মজুরিতে মেহনতের জন্য কুলি ভারতের মতো প্রচুর পরিমাণে আর কোন দেশে যে পাওয়া সম্ভব নয়, এ কথা ইংরেজরা ভালভাবেই জানতেন। শ্রমচুক্তিবদ্ধ ভারতীয় কুলি পাঁচ বছরের চুক্তিতে প্রথম মরিসাস যাত্রা করে ১৮৩৪ সালে, তারপর জাহাজ-বোঝাই কুলি চালান যায় ১৮৩৭ সালে ব্রিটিশ গুইয়ানায়। সাধারণত ইংরেজ প্ল্যান্টার্সদের দালালরা এই কুলি সংগ্রহ করার কাজে নিযুক্ত হত। যেমন এদেশের আড়কাঠিরা চা-বাগান ও নীল-চাষের জন্য গ্রামাঞ্চল থেকে মজুর ফুসলিয়ে আনত, ঠিক তেমনি পদ্ধতিতে এই দালালরা কুলি সংগ্রহ করে বেড়াত। এই কুলিপ্রেরণ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের কোনপ্রকার নৈতিক দায়িত্ব ছিল না। কেবল একটিমাত্র কাজ ছিল এই যে জাহাজে ওঠার আগে কুলিদের একজন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির হয়ে বলতে হত যে তারা স্বেচ্ছায় এবং নিজেদের স্বার্থের তাগিদে বিদেশে কুলিগিরি করতে যাচ্ছে।

এইভাবে কিছুদিন চলার পর ব্রিটিশ উপনিবেশে ভারতীয় কুলি-চালান নিয়ে ইংলণ্ডে প্রবল আন্দোলন হয় এবং ইংলণ্ডবাসীরা এই প্রথাকে এক অভিনব দাসত্বপ্রথা বলে নিন্দা ও প্রতিবাদ করেন। ইংলণ্ডবাসীর এই প্রতিবাদের ফলে, সাময়িক হলেও, কিছুদিনের জন্য কুলি-চালান বন্ধ হয়ে যায় এবং দেশান্তরিত কুলিদের প্রকৃত অবস্থা পর্যালোচনার জন্য একটি তদন্তেরও ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই আবার এই কুলি-চালান পুর্ণোদ্যমে আরম্ভ হয়ে যায়। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে কেবল একটি প্রতিশ্রুতি কুলিদের ভাগ্যে জোটে। তাঁরা বলেন যে কুলিদের উপর যাতে কোন জুলুম বা অত্যাচার না হয়, সেদিকে বেশ দৃষ্টি রাখবেন। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী আবার নতুন করে ১৮৪২ সাল থেকে মরিসাসে, ১৮৪৪ সাল থেকে ব্রিটিশ গুইয়ানা জামাইকা ও ট্রিনিডাডে এবং ১৮৬০ সালের পর থেকে ব্রিটিশ উপনিবেশের বাইরে ডাচ ও ফরাসী উপনিবেশে এবং নাটালে এদেশ থেকে বহুসংখ্যায় কুলি নির্বাসন চলতে থাকে। গবর্নমেণ্ট বিদেশযাত্রী কুলিদের জন্য একজন অভিভাবক নিযুক্ত করেন, তার নাম দেওয়া হয় 'Protector of Emigrants.' এই অভিভাবকের কর্তব্য

নির্ধারিত হয় কুলিদের চুক্তিপত্রের শর্তগুলি যাচাই করা এবং কুলিসংগ্রহ পদ্ধতির উপর বিশেষ নজর রাখা। সাধারণত পাঁচবছরের জন্য মেহনত করার শর্ত থাকত চুক্তিপত্রে, তারপর আরও পাঁচবছর স্বাধীন মজুর হিসাবে কাজ করার শর্তও রাখা হত। দশবছর কাজ করার পর যদি কোন ভারতীয় কুলি স্বদেশে ফিরে আসতে চায়, তাহলে তাকে ফিরে আসার ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে এবং পথখরচ দেওয়া হবে, একথাও চুক্তিপত্রে লেখা থাকত। যারা আর ফিরে আসতে চাইত না, তাদের সেখানে স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করে দিত কুলি-মালিকরা। এই চুক্তিবদ্ধ দেশান্তরিত কুলিদের অনির্দিষ্ট সময় হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পারিশ্রমিক হিসাবে খাদ্যবস্ত্র ও মাসিক পাঁচ টাকা নগদ দেওয়া হত।

ব্রিটিশ উপনিবেশে ছাড়াও ভারতীয় কুলিদের অন্যান্য দেশে পাঠানো সম্বন্ধে শ্রীমতী ভেরা অ্যান্স্টে তাঁর *The Economic Development of India* (London 1929) গ্রন্থে লিখেছেন—

"Indian Coolies went not only to the Colonies that have already been mentioned but also to Ceylon ( from quite early in the nineteenth century, when the plantation industries were established), the Malaya Peninsula, the East Indian Islands, and the Fijis ; to the Transvaal (and other South African colonies, as well as Natal), and to East Africa. In some cases they were indentured, in others they went as free labourers, especially to the less distant areas, such as Malaya and East Africa. In Ceylon the coolies were recruited by *Kanganis* (i.e. ex-coolies from the plantations, sent at the expense of the planters), who were not under the supervision of the protector of emigrants, but they were not bound by long contracts." pp. 310-11.

১৯০৯ সালে ভারতস্থ কুলিদের দেশান্তর গমনের যে বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশিত হয় তাতে দেখা যায় যে ১৮৪২ থেকে ১৮৭০ সালের মধ্যে প্রায় ৫৩১,০০০ ভারতীয় কুলি মরিসাস (৩৫১০০০) ব্রিটিশ গুইয়ানা (৭৯০০০), ট্রিনিডাড (৪২০০০), জামাইকা (১৫০০০), ব্রিটিশ ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান দ্বীপপুঞ্জ (৭০০০), নেটাল (৬০০০) এবং ফরাসী উপনিবেশে (৩১০০০) যাত্রা করে।

১৮৩৫-৩৬ সাল থেকে যখন বিদেশে ভারতীয় কুলিপ্রেরণ আরম্ভ হয়, তখন থেকেই বাংলাদেশে, বিশেষ করে কলকাতা শহরে, এই অমানুষিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে। প্রথমযুগের এই আন্দোলনে যাঁরা যোগদান করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ডেভিড হেয়ার, দ্বারকানাথ ঠাকুর, বিশপ উইলসন, রেভারেণ্ড

বোয়াজ। প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর ইংরেজিতে লিখিত ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিতে (*Biographical Sketch of David Hare, Calcutta 1877*) এ বিষয়ে একটি ভাল সংবাদ পরিবেশন করেছেন। তিনি লিখেছেন ( পৃষ্ঠা ৬৯-৭০ ) :

"In 1835 the emigration of Indian labourers to Mauritius and Bourbon commenced. It was found that many labourers who emigrated did not do so of their free will,—they were deceitfully or forcibly sent away. About one hundred or more coolies had been kept in durance in a house in Calcutta ? We remember they were in a house in Puttuldanga, where Mr. Hare used to go almost daily. On seeing the coolies locked up, he consulted Mr. L. Clarke who accompanied Mr. Hare to Puttuldanga, and they were instrumental in the liberation of the coolies who had been kept in durance against their will. When the exposure of an evil commences, supporters come from all sides. The enquiry was intensified which led to a public demonstration at a public meeting held at the Town Hall, on the 10 July 1838. The speakers were Bishop Wilson, Dr. Charles, Reverend T. Boaz, Mr. T. Dickens, Mr. L. Clarke, Dwarkanath Tagore, Dr. Duncan Stewart and others, and the meeting resolved that a petition be presented to the President in Council. In consequence of this petition the Government appointed a Committee in August 1838, to enquire into the abuses alleged to exist in the export of coolies to the Colonies of Mauritius and Demerara. Among the witnesses who gave their evidence before this Committee was David Hare. The majority of the Committee reported as follows :

'We conceive it to be distinctly proved beyond dispute that the coolies and other natives exported to Mauritius and elsewhere were (generally speaking) induced to come to Calcutta by gross misrepresentation and deceit practised upon them by native crimps styled Duffadars and Arkatties employed by European and Anglo-Indian undertakers and shippers who were mostly cognizant of these frauds, and who received a very considerable sum per head for each coolee exported."

১৮৩৬ সালের শেষে গবর্নমেণ্টের নির্দেশে দু'-জন সিবিলিয়ান ইংরেজের উপর বিদেশে কুলিপ্রেরণ সম্পর্কে তদন্তের ভার দেওয়া হয়—প্যারি উডকক ( Parry Woodcock ) এবং টি. সি. স্কট (T. C. Scott )। দু'জনেরই মরিসাস সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল এবং তাঁরা সেখানকার ভারতীয় কুলিদের অবস্থা সম্বন্ধেও ওয়াকেফহাল ছিলেন। উডককের রিপোর্টের মর্ম এই : অতি দরিদ্রশ্রেণীর লোকেরাই এই কুলির কাজ নিয়ে থাকে। যে সমস্ত দালাল তাদের কাজে প্রলুব্ধ করে আনে তারা কখনও তাদের সত্যকথা বলে না। মরিসাসের রুক্ষ পার্বত্য প্রকৃতি সম্বন্ধে তাদের কিছু জানানো হয় না। প্ল্যানটাররা নিগ্রোদের বদলে ভারতীয়দের কুলি হিসেবে বেশি পছন্দ করে তার কারণ ভারতীয়রা শান্তশিষ্ট ও নিরীহ প্রকৃতির। এই প্রথার দোষত্রুটি নিবারণের জন্য উডকক ভারতীয় বন্দরগুলিতে ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের জন্য সুপারিশ করেন। স্কটের রিপোর্টে এছাড়া নতুন তথ্য বিশেষ কিছু নেই। তিনি কেবল অর্থনীতিক কারণটি অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছেন। মরিসাসে কুলির চাহিদা বেশি, মজুরিও ভারতের তুলনায় বেশি। কিন্তু মজুরি বেশি হলেও খাদ্যদ্রব্যের দাম বেশি বলে তাতে কুলিদের কোন আর্থিক লাভ হয় না। একথাটা প্ল্যাণ্টাররা বা তাদের দালালরা এখানে কুলিসংগ্রহের সময় একেবারে চেপে যান, কেবল বেশি টাকা মজুরির কথাই বলেন। সাধারণ কুলিরা তাতেই প্রলুব্ধ হয়। এটা প্রতারণা ছাড়া কিছু, নয়।

উডকক ও স্কট সাহেবের রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর ১৮৩৭ সালে পর-পর দু'টি 'অ্যাক্ট' (Acts V ও XXXII of 1837 ) পাস করা হয়। তাতেও বিশেষ কিছু ফল হয় না। তখন কোম্পানির ডিরেক্টররা অক্‌ল্যাণ্ড গবর্ণমেণ্টকে কুলি রপ্তানি একেবারে বন্ধ করতে নির্দেশ দেন এবং সেই নির্দেশ অনুযায়ী ১৮৩৯ সালের Act XIV পাস করা হয়। সাহেব প্ল্যাণ্টাররা তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। ১৮৩৮ সালের আগস্ট মাসে কুলি-রপ্তানির ব্যবস্থা পুনরায় প্রবর্তন করা যায় কিনা বিবেচনা করার জন্য কলিকাতা বোম্বাই ও মাদ্রাজে একটি করে কমিটি গঠন করা হয়। কলিকাতা কমিটির সভ্যবৃন্দ হলেন : টি. ডিকেন্স, জে. পি. গ্র্যাণ্ট, ডাউসন, রেভারেণ্ড জেমস চার্লস, রসময় দত্ত ও মেজর আর্চার। ডিকেন্স একজন বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। জন পিটার গ্র্যাণ্ট খ্যাতনামা সিবিলিয়ান, পরে বাংলার ছোটলাট হয়েছিলেন। এই তদন্তের সময় গ্র্যাণ্ট ছিলেন 'ইণ্ডিয়ান ল কমিশনের' সেক্রেটারি। উইলিয়ম ডাউসন ছিলেন হেনলে ডাউসন কোম্পানির অংশীদার। এই কোম্পানি গোড়া থেকেই কুলি-রপ্তানি ব্যাপারে জড়িত ছিল এবং ১৮৩৬ থেকে ১৮৩৯ সালের মধ্যে মরিসাসে প্রায় ৬০০০ কুলি চালান দিয়েছিল। রেভারেণ্ড চার্লস ধর্মযাজক ছিলেন এবং কুলি-রপ্তানি-বিরোধী আন্দোলনে প্রথম থেকেই অংশ গ্রহণ করেছিলেন। হাটখোলা দত্ত-পরিবারের রসময় দত্ত সেকালের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। মেজর আর্চার তদানীন্তন প্রধান সেনাপতির প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলেন।

Home Public Consultations and Proceedings, 1835-42
Parliamentary Papers 1841-42
Emigration Consultations 1839-41
Report of the Committee on Emigration from India, 1909
R. K. Das : Labour Movement in India.

## ২। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা। পৃষ্ঠা ২০২

ডিরোজিওর শিষ্যবৃন্দ প্রতিষ্ঠিত অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশান নবযুগের বাংলার বিদ্বৎসভার ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী প্রতিষ্ঠান ছিল। এই অ্যাসোসিয়েশানের কর্মবিরতির পর, প্রধানত তারই সভ্যবৃন্দের উদ্‌যোগে ১৮৩৮ সালে 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' স্থাপিত হয়। এই সভার একটি অধিবেশনের বিবরণ 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে ( ৮ মার্চ ১৮৪৩ )। সাধারণভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন প্রভৃতির অনুশীলন এবং দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে আলোচনার জন্য এই সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, তারাচাঁদ চক্রবর্তী এবং রাজকৃষ্ণ দে—এই পাঁচজনের স্বাক্ষরে, ২০ জানুয়ারি ১৮৩৮ তারিখসহ, এই সভা স্থাপনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে একখানি বিজ্ঞপ্তিপত্র যুবকসমাজে প্রচার করা হয়। বিজ্ঞপ্তি-পত্রের মর্ম এই: বিদ্যালয়ে যে সমস্ত বিষয় আমরা শিক্ষা করি, পরবর্তীকালে কর্ম-জীবনে প্রবেশ করার পর সাধারণত অনুশীলনের অভাবে সেটুকুও আমরা ভুলে যাই। অথচ বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য তা নয়। বিদ্যালয়োত্তর জীবনে প্রকৃত অনুশীলনের সুযোগ গ্রহণ করে বিদ্যার প্রসারতা ও গভীরতা বৃদ্ধি করা প্রত্যেক বিদ্যানুরাগীর অবশ্য কর্তব্য। তা ছাড়া সমাজকল্যাণে বিদ্যার প্রয়োগ সম্বন্ধেও প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির চিন্তা করা উচিত। প্রধানত এই কারণে আমরা এই সভা প্রতিষ্ঠায় আগ্রহান্বিত হয়েছি। এই বিজ্ঞপ্তিপত্রে উল্লেখ করা হয় যে সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক রামকমল সেন সভার অধিবেশনের জন্য কলেজের হলঘর ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন এবং এই হলঘরে ১২ মার্চ ১৮৩৮ একটি সভা আহ্বান করা হবে। নির্দিষ্ট দিনে তারাচাঁদ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে এই সভার প্রথম অধিবেশন হয় এবং প্রায় ৩০০ ব্যক্তি সভায় উপস্থিত হন। সভায় যে কার্যকর-সমিতি গঠিত হয় তাতে তারাচাঁদ চক্রবর্তী সভাপতি নির্বাচিত হন, সহকারী সভাপতি হন রামগোপাল ঘোষ ও কালাচাঁদ শেঠ, সম্পাদক হন রামতনু লাহিড়ী ও প্যারীচাঁদ মিত্র। সমিতির সদস্য নির্বাচিত হন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিকলাল সেন, মাধবচন্দ্র মল্লিক, তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্যারীমোহন বসু। ডেভিড হেয়ার অনরারি ভিজিটার নিযুক্ত হন। সভার প্রথম সাধারণ অধিবেশন হয় ১৬ মে ১৮৩৮। ইতিহাস ভূগোল দর্শন সাহিত্য বিজ্ঞান সমাজ

প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে সভার অধিবেশনে প্রবন্ধপাঠ এবং পাঠান্তে আলোচনা করা হত। উৎকৃষ্ট প্রবন্ধগুলি নির্বাচন করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হত। সভায় পঠিত এই রকম প্রবন্ধ-সংকলনের তিনটি খণ্ড ১৮৪০, ১৮৪২ ও ১৮৪৩ সালে প্রকাশিত হয়। সংকলনের নাম—*Selection of Discourses Delivered at the Meeting of the Society for the Acquisition of General Knowledge.*

৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৩ এই সভার যে অধিবেশন হয় তাতে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনব্যবস্থার সমালোচনা করে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন—The Present State of the East India Company's Criminal Judicature and Police under the Bengal Presidency. নিমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে হিন্দুকলেজের অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন উপস্থিত ছিলেন। দক্ষিণারঞ্জনের মুখে কোম্পানির রাজ্যশাসন সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য শুনে রিচার্ডসন ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন যে এই কলেজগৃহকে তিনি রাজদ্রোহীদের আড্ডাস্থল হতে দেবেন না। সভাপতি তারাচাঁদ চক্রবর্তী এ কথার উত্তরে বলেন যে অধিবেশনকালে রিচার্ডসনের কোন অধিকার নেই এই ধরনের দাম্ভিক অশিষ্ট উক্তি করার। সভাপতি তারাচাঁদের এই দৃঢ়তায় রিচার্ডসন বেয়াকুফ হয়ে যান এবং সভাস্থ সকলের কাছে তাঁর উক্তি প্রত্যাহার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিছুদিন ধরে শহরের ইংরেজি পত্রিকাতে এই বিষয়ে বেশ গরম আলোচনা হয় এবং নব্যদলের তরুণদের উপর কটূক্তিও অনর্গল বর্ষিত হতে থাকে।

## ৩। জর্জ টমসন। পৃষ্ঠা ২২৯-২৬৫

টমসন ১৮০৪ সালে ইংলণ্ডের লিভারপুল নগরে জন্মগ্রহণ করেন। পারিবারিক আর্থিক অভাবের জন্য তিনি বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করতে পারেননি, ঘরে বসে লেখাপড়া শিখেছিলেন। উনিশ শতকের প্রথমপাদে ইংলণ্ডে উইলবারফোর্স ও অন্যান্য সংস্কারকর্মীর নেতৃত্বে যে সমাজসংস্কার আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং যার ফলে ক্রীতদাসপ্রথা উচ্ছেদ হয়, তার একজন অগ্রগণ্য নেতা ছিলেন জর্জ টমসন (George Thomson)। সংস্কারের কিছুটা অংশ ভারতবাসীরাও ভোগ করুক, এই ছিল টমসন ও তাঁর অন্যান্য সহযোগীদের ইচ্ছা। এই কারণেই এঁদের ভারতবাসীর প্রতি সহানুভূতিশীল বলা হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন ইংলণ্ডে ছিলেন তখন তাঁর টমসনের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ হয় এবং ১৮৪২ সালে ডিসেম্বর মাসে ফিরে আসার সময় তিনি টমসনকে সঙ্গে করে নিয়ে এদেশে আসেন। এদেশে এসে টমসন কলকাতা শহরে শিক্ষিত বাঙালীদের বিভিন্ন সভায় নানাবিষয়ে বক্তৃতা করেন। শিক্ষিত বাঙালীদের মনে তখন সর্ববিষয়ে ইংরেজদের জুনিয়র পার্টনার হবার বাসনা দেখা দিচ্ছে। বুদ্ধিমান সমাজনেতা টমসন মধ্যবিত্ত শিক্ষিতশ্রেণীর

এই মনোভাবটি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন এবং তাদের মনের সুরে নিজের বক্তৃতার সুরটি মিলিয়ে তিনি সেই সময় কয়েকদিনের মধ্যে একজন জনপ্রিয় জননায়ক হয়ে উঠেছিলেন। আমাদের দেশের কেউ কেউ জর্জ টমসনকে একজন ভারত-ভাবোন্মত্ত বিদেশী বৈরাগী মনে করেছেন, কিন্তু তিনি আদৌ তা ছিলেন না। তিনি ছিলেন তখনকার একজন সমাজ-সচেতন রাজনীতিবিদ্। ইংলণ্ডের শিক্ষিতশ্রেণীর প্রতিনিধি, যাঁরা শিল্প-বিপ্লবের পর ভারতে বিদেশী রাজপ্রতিনিধি হয়ে এসেছেন, টমসন ছিলেন তাঁদেরই মুখপাত্র। ভারতে আসার উদ্দেশ্যও ছিল তাঁর, এবং সে উদ্দেশ্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। ভারতে, বিশেষ করে বাংলাদেশে, তখন নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বিকাশ হচ্ছে। ইংরেজ শাসনের প্রতি এই শিক্ষিতশ্রেণীর সহানুভূতি আকর্ষণ করার একটা ঐতিহাসিক দায়িত্বও তখন টমসনের মতো সংস্কারকদের গ্রহণ করতে হয়েছে। এই দায়িত্ব পালন করতে হলে এখানকার শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের সরকারী সুযোগ-সুবিধালাভের আশায় কিছুটা উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন, একথা টমসনের মতো বিচক্ষণ ব্যক্তিরা ভালভাবেই বুঝেছিলেন।

সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার সভ্যবৃন্দ ১১ জানুয়ারি ১৮৪৩ একটি সভা আহ্বান করে জর্জ টমসনকে অভিনন্দন জানান। তারপর টমসন কলকাতা শহরে বিভিন্নস্থানে কয়েকটি বক্তৃতা দেন। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি, চন্দ্রশেখর দেবের বাড়ি, শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানবাড়ি, ফৌজদারী বালাখানার গৃহ, টাউনহল ইত্যাদি স্থানে তিনি যে সব বক্তৃতা দেন তাতে শহরের শিক্ষিতমহলে রীতিমত উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। তাঁর ভারত-আগমনের যে উদ্দেশ্যের কথা আমরা পূর্বে বলেছি তা যে কতদূর সত্য, বক্তৃতার এই অংশগুলি থেকে তা বোঝা যায়।

রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে একটি সভায় টমসন তাঁর ভারত-আগমনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেন:

"It was, to rouse the intelligent natives themselves to a sense of the necessity of becoming the narrators of their own grievances, as far as they suffered under any, that were removable by legislation. He had no wish to inflame the minds of the multitude, or to spread a spirit of disaffection through their ranks. He should sincerely deplore the dissolution (were it practical) of the present connection between this country and Great Britain ;…"

শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানবাড়ির সভায় (১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৩) একটি বক্তৃতায় টমসন বলেন:

"Let me also frankly avow that I am not the enemy of the East India Company, or its Government in this country··By the members

of the Goverment here, I have been treated with more than civility—with kindness, hospitality and respect; and I am bound to say that they have inspired me with sentiments of gratitude and esteem for their personal virtues."

জর্জ টমসনের এই কথাগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। টমসন এসেছিলেন এদেশের "intelligent native"-দের "narrators of their own grievances" তৈরি করার জন্য, এবং সেইজাতীয় grievances যা অবশ্য "removable by legislation." তিনি একথাও বলেছেন যে জনসাধারণকে কোন উদ্দেশ্যে উত্তেজিত করা তাঁর লক্ষ্য নয়, অথবা ভারতের সঙ্গে ইংলণ্ডের যে সম্পর্ক বর্তমানে স্থাপিত হয়েছে তার অবসান তাঁর কাম্য নয়। সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির মধ্যে তাৎকালিক ব্রিটিশ উদারনীতির যে ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল, তারই অভিনেতা হয়ে জর্জ টমসনের আগমন ঘটেছিল এদেশে। ইংরেজের পরাধীনতা থেকে কোন বন্ধনমুক্তির বাণী শোনাতে তিনি আসেন নি। তবু এদেশে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের কাছে তিনি তাদের দাবি-দাওয়া ও অভাব-অভিযোগ রাজদরবারে নিবেদন করার জন্য যে আবেদন করেছিলেন, তাতে অদূর ভবিষ্যতে এদেশে জাতীয়তাবোধ উন্মেষের ক্ষেত্র কিছুটা যে প্রস্তুত হয়েছিল সন্দেহ নেই।

George Thomson : Addresses Delivered at Meetings of the Native Community of Calcutta and on other Occasions, Calcutta 1843.

## ৪। বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি। পৃষ্ঠা ১৪৮, ১৭৪

জর্জ টমসন যে অভিযোগ ও দাবি-দাওয়া নিবেদনের কথা বলেছেন, সেই উদ্দেশ্যে তিনি এদেশের শিক্ষিতশ্রেণীর কাছে একটি সভা স্থাপনের প্রস্তাব করেন। এই সভাই হল 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'। কলকাতায় ফৌজদারী বালাখানা-গৃহে ২০ এপ্রিল ১৮৪৩ জর্জ টমসনের সভাপতিত্বে একটি সভা আহ্বান করা হয়। সভায় উক্ত সোসাইটি স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রস্তাবটি পেশ করেন, চন্দ্রশেখর দেব সমর্থন করেন। প্রস্তাবটি এই :

"That a Society be now formed and denominated the Bengal British India Society; the object of which shall be, the collection and dissemination of information relating to the actual condition of the people of British India, and the Laws, Institutions, and the resources of the country; and to employ such other means of a peaceable and lawful character, as may appear calculated to secure the welfare,

extend the just rights and advance the interests of all classes of our fellow subjects."

প্রস্তাবটি সমর্থন-প্রসঙ্গে রামগোপাল ঘোষ বলেন :

"That the Society shall adopt and recommend such measures only, as are consistent with pure loyalty to the person and Government of the reigning Sovereign of the British Government and the laws of this country.

"He had himself within the last day or two been reported to have said, that the Mahomedan Government was superior to the English. Sofar from this being the sentiment of his mind, or the meaning of his words, he desired nothing more sincerely than the perpetuity of the British sway in this country. He had referred to the comparative liberality of the Mahomedans in the distribution of the higher offices connected with the civil administration of the country. It was, therefore proper, once for all, and especially at the commencement of their operations, to declare that they were attached to the British Government, and would strictly observe the laws and regulations of the country."

প্রথমে চারজনের উপর সোসাইটির কাজের ভার দেওয়া হয়—তারাচাঁদ চক্রবর্তী, চন্দ্রশেখর দেব, রামগোপাল ঘোষ ও প্যারীচাঁদ মিত্র। সভাপতি হন জর্জ টমসন এবং সম্পাদক হন প্যারীচাঁদ মিত্র। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ও সোসাইটির কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। টমসন ছাড়া আরও তিনজন ইংরেজ সোসাইটির সভ্যশ্রেণীভুক্ত হন। রাষ্ট্রনীতির যে পথ অনুসরণ করা সোসাইটির লক্ষ্য ছিল, তা আশ্চর্যভাবে তার Bengal-British-India নামকরণের মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে। শুরুতে বাংলাদেশ এবং শেষে ভারতবর্ষ, মধ্যে ব্রিটিশ—ভারতে জাতীয়তাবোধের ক্রমবিকাশের ধারাটি এত সুন্দরভাবে সংক্ষেপে এবং অজ্ঞাতসারে বোধহয় আর কোন প্রতিষ্ঠানের নামের মধ্যে এতদিন আগে ব্যক্ত হয়নি। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত হয় বাংলাদেশে এবং শেষে সমগ্র ভারতব্যাপী বিস্তারে তার পরিণতি ঘটে। মধ্যে 'ব্রিটিশ' থাকার তাৎপর্য এই যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দীর্ঘকাল পর্যন্ত, এমন কি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার অনেক পরেও, ব্রিটিশের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদের কথা আমাদের নেতারা ভাবতে পারেননি। কাজেই আন্দোলনের মধ্যে 'ব্রিটিশ'-এর অস্তিত্ব বহুদিন পর্যন্ত অস্বীকার করা যায় না। প্রথম যুগের Bengal British India Society এইদিক থেকে বিচার করলে

যে কতখানি ব্রিটিশ-মুখাপেক্ষী হতে পারে তা সহজেই কল্পনা করা যায়। রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—এঁরা ছিলেন আমাদের দেশে জাতীয়তাবাদের অগ্রদূত.। তবু উক্ত সোসাইটি প্রতিষ্ঠার সময় রামগোপালের মতো তীক্ষ্ণধী বিচক্ষণ ব্যক্তিকে বলতে হয়েছিল যে "he desired nothing more sincerely than the perpetuity of the British sway in this country."

## ৫। বিশ্বনাথ মতিলাল। পৃষ্ঠা ১৫৭, ১৬০

উনবিংশ শতকের প্রথমভাগে বিশ্বনাথ মতিলাল বাঙালী সমাজে একজন সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর জীবনকথা যেটুকু জানা যায় তা সংক্ষেপে এই :

আনুমানিক ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে চব্বিশ পরগণার জয়নগর গ্রামে বিশ্বনাথ মতিলাল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সম্পন্ন মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান ছিলেন এবং তাঁর পিতা রামবল্লভ গণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্রের বিশিষ্ট পণ্ডিত। জ্যোতিষচর্চায় তাঁর অত্যধিক আগ্রহের জন্য তিনি বিষয়সম্পত্তির বিশেষ অনুরাগী ছিলেন না। অপরিমিত অধ্যয়নের ফলে অল্পবয়সে তাঁর চিত্তবিকার ঘটে এবং মৃত্যু হয়। সুযোগ পেয়ে তাঁর আত্মীয়স্বজনরা বিষয়-সম্পত্তি দখল করে ফেলেন। বিশ্বনাথের জননী তখন কলকাতায় তাঁর ভাই ( অর্থাৎ বিশ্বনাথের মাতুল ) দুর্গাচরণ পিতুড়ির শরণাপন্ন হন। দুর্গাচরণ তাঁকে কলকাতার বাড়িতেই তাঁর কাছে থাকতে বলেন। দুর্গাচরণের একটিমাত্র কন্যা ছিল এবং তাঁর অবস্থাও বেশ সচ্ছল ছিল। বিশ্বনাথ ও কাশীনাথ দুই ভাইকে তিনি পুত্রস্নেহে লালন-পালন করে তোলেন।

প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে বিশ্বনাথ কর্ম্মজীবনে ও সমাজজীবনে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৯০১ সালের সেনসাস রিপোর্টে বলা হয়েছে যে বিশ্বনাথ মতিলাল বহুবাজারের মতিলাল-পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। শহরের কোন এক লবণের গোলায় তিনি মাসিক ৮ টাকা বেতনে মুহুরির কাজে যোগদান করেন। এই সামান্য কর্মচারীর জীবন থেকে যাত্রা শুরু করে তিনি তখনকার কালে কলকাতা শহরের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী হন, এবং শোনা যায় মৃত্যুকালে তিনি প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা মজুত রেখে যান।

তাঁর কর্মজীবনের বিস্তারিত সংবাদ বিশেষ পাওয়া যায় না। টুকিটাকি সংবাদ যা সংগ্রহ করা যায় তা থেকে তাঁর কর্মজীবনের খানিকটা আভাষ পাওয়া যায় মাত্র। ১৮১১ সালে বিখ্যাত এজেন্সি হাউস ম্যাকিন্টশ কোম্পানি ও ক্রুটেন্‌ডন কোম্পানি ফেল হয়। বিশ্বনাথ মতিলাল এই দুটি হাউসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন, অর্থাৎ এই দুটি হাউসে তাঁর বহুটাকা মূলধন খাটত। এর কিছুকাল পরে কলকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিদ্বারা পরিচালিত পিপল্‌স্ ব্যাঙ্কও ফেল হয়। পর পর কয়েকটি কুঠি বা হাউস এবং একটি ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার ফলে বিশ্বনাথ রীতিমত ঋণের দায়ে জড়িয়ে পড়েন। এই ঋণ

পরিশোধের জন্য বিশ্বনাথের উইলের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর ট্রাস্টিরা মতিলালের বড়বাজারের কাঁসারিপটি ও ক্রস স্ট্রীটের কয়েকখানি বাড়ি এবং আরও অন্যান্য কিছু মূল্যবান সম্পত্তি বিক্রি করে ফেলতে বাধ্য হন। ১৮৪৪ সালের শেষে বিশ্বনাথ মতিলালের মৃত্যু হয়।

—'মধ্যভারত ও শিল্প-সম্পদ', দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

## ৬। ভূম্যধিকারী সভা। পৃষ্ঠা ১৫৫

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হবার পর উনবিংশ শতকের গোড়া থেকেই জমিদারী সংক্রান্ত নতুন নতুন বিধিব্যবস্থা বেশ জটিল সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। এই সময় বাংলাদেশের নতুন জমিদারশ্রেণী সমস্যাগুলির সম্মুখীন হওয়ার জন্য সংঘবদ্ধ হবার প্রয়োজন বোধ করেছেন। তখন প্রধানত সতীদাহ-নিবারণ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ব্রহ্মসভা ও ধর্মসভার মধ্যে বাদানুবাদ ও বিরোধ চলছে। জমিদাররা অধিকাংশই অবশ্য ধর্মসভার সমর্থক ছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন শ্রেণীগতভাবে তাঁদের দিক থেকে সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিল, তখন সামাজিক আদর্শগত বিরোধ তাঁদের মধ্যে কোন বিভেদ সৃষ্টি করতে পারল না। অর্থাৎ সামাজিক আদর্শের চেয়ে শ্রেণীগত ঐক্যের মূল্য তাঁদের কাছে অনেক বেশি বলে মনে হয়েছিল।

১২ নভেম্বর ১৮৩৭ সনাতনপন্থী ও সংস্কারপন্থী, সকল শ্রেণীর জমিদাররা একটি ভূম্যধিকারী সভা বা জমিদার সভা স্থাপনের উদ্দেশ্যে হিন্দু কলেজগৃহে সম্মিলিত হন। পরবর্তী ১৯ মার্চ ১৮৩৮ এই ভূম্যধিকারী সভা আনুষ্ঠানিকভাবে স্থাপিত হয়। এদেশী ও বিদেশী হিন্দু মুসলমান ও খ্রীষ্টান, প্রত্যেক ভূস্বামী জাতি ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে এই সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হতে পারবেন .ল প্রস্তাব গৃহীত হয়। কার্যকর সমিতির সভ্য নির্বাচিত হন থিওডোর ডিকেন্স, জর্জ প্রিন্সেপ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ রায়, কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, আশুতোষ দেব, রামরত্ন রায়, রামকমল সেন, মুন্সী আমীর, সত্যচরণ ঘোষাল ও রাধাকান্ত দেব। এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন তখনকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ বর্ধিষ্ণু জমিদার। ভূম্যধিকারী সভা প্রতিষ্ঠার বছরখানেকের মধ্যেই ১৮৩৯ সালে জুলাই মাসে রামমোহনের বন্ধু উইলিয়ম অ্যাডাম ইংলণ্ডে British India Society স্থাপন করেন। ভারতের কল্যাণসাধন এবং ভারত সম্পর্কে সমস্যাদি ইংরেজদের সামনে উত্থাপন করার উদ্দেশ্যেই ইংলণ্ডে এই সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেকেই জানেন, উইলিয়ম অ্যাডাম একজন খ্রীষ্টান মিশনারি ছিলেন, পরে রামমোহনের সান্নিধ্যে আসার ফলে তিনি একেশ্বরবাদী হন। এই অ্যাডাম সাহেবকেই বেণ্টিঙ্ক বাংলা ও বিহারের পুরাতন দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার অবস্থা অনুসন্ধান করতে অনুরোধ করেছিলেন, এবং তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ যে রিপোর্ট তিনি বিগত শতকের ত্রিরিশে তিনটি খণ্ডে পেশ করেছিলেন, আমাদের দেশের শিক্ষার ইতিহাস

অনুশীলনে তা অপরিহার্য আকরগ্রন্থ বলা চলে। অ্যাডাম প্রতিষ্ঠিত এই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সঙ্গে ভূম্যধিকারী সভার যোগাযোগ স্থাপন করা উচিত, এই মর্মে ৩০ নভেম্বর ১৮৩৯ একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তারপর থেকে ভূম্যধিকারী সভার পক্ষে ইংলণ্ডে আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি। ১৮৪১ সালের গোড়া থেকে সোসাইটির মুখপত্র হিসেবে Britisn India Advocate প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার সম্পাদক হন উইলিয়ম অ্যাডাম। জর্জ টমসনও এই সোসাইটিতে যোগদান করেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন ভূম্যধিকারী সভার প্রাণস্বরূপ। তিনি ১৮৪২ সালে প্রথমবার ইংলণ্ড যাত্রা করেন এবং ঐ বছরেরই শেষে টমসনকে সঙ্গে করে এদেশে নিয়ে আসেন। ১৭ জুলাই ভূম্যধিকারী সভার অধিবেশনে দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রস্তাবে ও রাধাকান্ত দেবের সমর্থনে জর্জ টমসন ইংলণ্ডে এই সভার প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। এই অধিবেশনে আরও সিদ্ধান্ত হয় যে জমিদারদের অভাব-অভিযোগ সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র লণ্ডন সোসাইটিতে পাঠানো হবে। কলকাতায় টমসনের উপস্থিতির পর ভূম্যধিকারীসভা কিছুদিনের জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠে; কিন্তু তার পরেই আবার টমসনের উদ্যোগে বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপিত হবার পর সভার কাজকর্মে শৈথিল্য দেখা দেয়।

**সাঁওতাল বিদ্রোহ।** পৃষ্ঠা ২৯১, ২৯৪, ২৯৯, ৩০৮-৩ ৩৩৯, ৪৬০-৬১

ব্রিটিশ শাসনাধীনে আমাদের দেশে খণ্ড খণ্ড গণবিদ্রোহ একাধিক হয়েছে। এই বিদ্রোহগুলি নতুন পরাধীন পরিবেশের প্রতি জনসাধারণের বিরূপ মনোভাবের প্রকাশ। ইংরেজদের নতুন শাসনব্যবস্থা যখন পূর্বের সমাজব্যবস্থা ওলটপালট করতে আরম্ভ করল, তখন চারিদিকে বিদ্রোহ দেখা দিতে লাগল। এইসব বিদ্রোহের মধ্যে প্রধান হল বেরিলি বিদ্রোহ ১৮১৮, কোল বিদ্রোহ ১৮৩১-৩২, ছোটনাগপুর-পালামৌ অঞ্চলের অন্যান্য ছোটখাট বিদ্রোহ, বারাসাতের তিতুমীরের নেতৃত্বে ফেরাজী বিদ্রোহ ১৮৩১, ফরিদপুরের দিদুমীরের নেতৃত্বে গণবিদ্রোহ ১৮৪৭, দক্ষিণভারতের মোপলা বিদ্রোহ ১৮৪৯, ১৮৫১-৫২ ও ১৮৫৫। সাঁওতাল বিদ্রোহ এই জাতীয় বিদ্রোহের মধ্যে অন্যতম, ১৮৫৫-৫৭ সালের মধ্যে বাংলাদেশের পশ্চিম প্রান্তের ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে এই বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করে। সাঁওতাল বিদ্রোহ শেষ হতে না হতে সিপাহী বিদ্রোহ দেখা দেয়। সিপাহী বিদ্রোহের মধ্যে পূর্বের খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহগুলি একটি অখণ্ড জাতীয়রূপ ধারণ করতে চায়।

রাজমহল পর্বতমালার পাদদেশস্থ অঞ্চলকে সাঁওতালদের 'দামিন-ই-কো' বলা হত। আঠার শতকের শেষভাগ ও উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ধলভূম বরাভূম কটক ছোটনাগপুর পালামৌ হাজারিবাগ মেদিনীপুর বাঁকুড়া বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চল থেকে সাঁওতালরা দলে দলে এই দামিন-ই-কো অঞ্চলে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করে।

বেণ্টিঙ্কের গবর্ণমেণ্ট সাঁওতালদের এই বাসভূমি স্থাপনে বিশেষ উৎসাহ দিতে থাকেন। উদ্দেশ্য হল সাঁওতালরা বিচ্ছিন্ন না হয়ে একত্রে কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে বাস করলে তাদের উপর নতুন শাসনব্যবস্থা আরোপ করার সুবিধা হয়। এই অঞ্চলের অধিকাংশ জায়গাতেই জঙ্গল ছিল, সাঁওতালরা সেই জঙ্গল নিজেরা হাঁসিল করে লোকবসতি স্থাপন করে। স্থানীয় পাহাড়িয়ারা প্রথমে তাদের বাধা দেবার চেষ্টা করে কিন্তু তা সফল হয় না। ১৮৩৮ সালের মধ্যে দেখা যায় দামিন-ই-কো অঞ্চলে জমির খাজনা আদায় হত ২০০০টাকার মত এবং তখন প্রায় ৪০টি সাঁওতাল গ্রামে ৩০০০ সাঁওতাল বাস করত। ১৮৫১ সালের মধ্যে জমির খাজনা প্রায় ৪৪,০০০ হাজার টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। গ্রামের সংখ্যা হয় ১৪৭৩, এবং সাঁওতালদের সংখ্যা প্রায় ৮৩,০০০ পর্যন্ত হয়। মোগল বাদশাহদের আমল থেকে এই অঞ্চলে বাঙালীদের বাস ছিল, পরে সাঁওতাল বসতি হবার পর বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও অন্যান্য জাতির আরও অনেক বাঙালী অর্থ রোজগারের ধান্ধায় এখানে বাস করতে আসেন। শাহাবাদ ছাপরা বেতিয়া আরা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে বেহারী ও উত্তরাঞ্চলের মহাজন-ব্যবসায়ীরাও অনেকে আসেন। সাঁওতালরা সরলস্বভাব, বাঙালী বা উত্তরভারতীয় মহাজন-বণিকদের এই শঠতার ছলকৌশলের সঙ্গে তাদের কোন পরিচয় ছিল না। তাদের এই সরলতার সুযোগ নিয়ে বাঙালী-অবাঙালী মহাজনেরা নির্বিচারে তাদের আকণ্ঠ শোষণ করেছে। চার টাকা ধার দিয়ে সুদে-আসলে একশ টাকা আদায় করেছে, পঞ্চাশ টাকা দাদন দিয়ে পাঁচশো টাকার ধান আত্মসাৎ করেছে, সস্তায় ধান ও অন্যান্য ফসল কিনে অনেক বেশি দরে বাইরের বাজারে বিক্রি করেছে। এইভাবে নানাকৌশলে তারা নিরীহ ও দরিদ্র সাঁওতালদের শোষণ করে খুব অল্প সময়ের মধ্যে অগাধ ধনসম্পত্তির মালিক হয়েছে! সাঁওতালদের বিদ্রোহ আরম্ভ হয়েছিল স্বদেশি শোষকদের বিরুদ্ধে, তারপর ইংরেজ শাসক ও তাঁদের কর্মচারীদের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ ব্যাপক আকারে প্রকাশ পায়।

Calcutta Review, 1856

Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1851

[Captain Sherwill-এর Revenue Survey রিপোর্টে দামিন-ই-কো অঞ্চলে সাঁওতালদের বসতির বিবরণ]

Kalikinkar Datta: The Santal Insurrection of 1855-57, Calcutta University, 1940

## ৮। হাফ-আখড়াই সঙ্গীত। পৃষ্ঠা ৪৬২

আখড়াই বা 'ফুল-আখড়াই' গান ভেঙে 'হাফ-আখড়াই' গানের সৃষ্টি হয়। শোনা যায় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে কোনসময় শান্তিপুরের ভদ্রসন্তানরা আখড়াই গান প্রচলিত করেন। শান্তিপুরের দেখাদেখি চুঁচুড়া ও পরে কলকাতা শহরে আখড়াই গানের বিস্তার

হয়। শোভাবাজারের রাজারা, পাথুরিয়াঘাটার মল্লিকরা এবং শহরের অন্যান্য ধনিকরা আখড়াই গানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মহারাজা নবকৃষ্ণের সভায় ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ কুলুইচন্দ্র সেন, ইনি বহু রাগরাগিণী ও বাদ্য সহযোগে আখড়াই গানের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। পরে তাঁর ভাগনে, বাংলার 'সরি মিঞা' রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু) আখড়াই গানকে আরও সমৃদ্ধ করেন। নিধুবাবু যখন প্রাচীন হয়ে পড়লেন এবং তাঁর সমসাময়িক গায়কদের মধ্যে অনেকের মৃত্যু হল, তখন আখড়াই গানেরও অধঃপতন হতে থাকল। এই সময় বাগবাজারের মোহনচাঁদ বসু হাফ-আখড়াই গান সৃষ্টি করেন।

আখড়াই গানে কোন উত্তর-প্রত্যুত্তর ছিল না, যার ভাল সুর, ভাল গান, ভাল বাজনা, তারই 'নিশান-লাভ' ঘটত, অর্থাৎ জয় হত। গুটিকতক শব্দমাত্র দিয়ে গান রচিত হত, কিন্তু "সেই অত্যল্প বাক্যের মধ্যে রাগরাগিণীর অদ্ভুত খেলা—প্রতি বাক্যে ভাঁজে ভাঁজে উত্থান, পতন, মধুবর্ষণ"। ভাল ভাল গায়করাও অন্তত একবছর ধরে আখড়াই গানের মহড়া দিতেন, তারপর গোপনে রিহার্সাল দিয়ে তবে আসরে নামতেন। উত্তর ভারতের কালোয়াতী গায়করা পর্যন্ত নাকি (যেমন গোলাম আব্বাস) বাংলার এই আখড়াই গানের তারিফ করতেন। নিধুবাবুর আমলকেই আখড়াই গানের গৌরবোজ্জ্বল যুগ বলা যায়। ঢোল তানপুরা বেহালা মন্দিরা মোচঙ্গ খরতাল সিটি জলতরঙ্গ সপ্তস্বরা বীণা বেণু সেতার এবং হাড়ি-কলসী প্রভৃতি বাদ্য বাজত। কয়েকটি বাদে হাফ-আখড়াইতেও প্রায় এই সব বাদ্য ব্যবহার করা হত। হাফ-আখড়াইতে কবিগানের মতো উত্তর-প্রত্যুত্তর প্রচলিত হয়। সেইজন্য হাফ-আখড়াইকেও একরকমের কবিগান বলা যায়. তবে কবিগানের মতো হাফ-আখড়াইতে দাঁড়িয়ে গাওয়া হত না, বসে গাওয়া হত। এর পর থেকে উভয়ের পার্থক্য বোঝানোর জন্য আসল কবিগানকে 'দাঁড়া কবি' বলা হত।

মোহনচাঁদ বসু যখন হাফ-আখড়াই গান প্রবর্তন করেন তখনও নিধুবাবু জীবিত ছিলেন। নিধুবাবুর সঙ্গীতরুচি শহরের ধনীদের প্রসাদে বিকৃত হয়নি। তিনি "দাঁড়া কবির উপর বড়ই চটা ছিলেন"। আখড়াই গান ভেঙে হাফ-আখড়াই করা হয়েছে শুনে তিনি রীতিমত ক্রুদ্ধ হন। মোহনচাঁদ তাঁর ক্রোধের কথা শুনে গুরুর পদতলে এসে পড়েন। প্রথমে নিধুবাবু কোন কথাই শুনতে চান না, পরে শিষ্যের কাকুতি-মিনতিতে স্বকর্ণে হাফ-আখড়াই শুনতে রাজি হন। তখন তাঁকে কেউ 'নিধুবাবু' বলত না, শুধু 'বাবু' বলত—যেমন বাবুর বাড়ি, বাবুর সুর, বাবুর টপ্পা ইত্যাদি। বাবুর আদেশে তাঁর সামনে মোহনচাঁদের তত্ত্বাবধানে হাফ-আখড়াই গানের আসর বসল। গান শেষ হল, তারপর "বাবু পরমাগ্রহে সবাষ্পনয়নে উঠিয়া মোহনচাঁদকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গনে বার বার হৃদয়ে লইয়া এবং পুনঃ পুনঃ শিরশ্চুম্বনাদি দ্বারা সন্তোষ জ্ঞাপন পুর্ব্বক অবশেষে আশীর্ব্বাদ ও ধন্যবাদ সহিত হাফ-আখড়াই প্রচলনের নিমিত্ত অকপটে অনুমতি দান করিলেন।"

জয়গোপাল গুপ্ত : গীতরত্ন গ্রন্থ অর্থাৎ ৺রামনিধি গুপ্ত রচিত কবিতাসমূহ এবং তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত। কলিকাতা ১২৬৩ সন।
[ এই গ্রন্থে আখড়াই গানের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ]

মনোমোহন-গীতাবলী : কলিকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৮৮৭।
[ এই গ্রন্থে প্রসিদ্ধ গীতকার মনোমোহন বসু রচিত হাফ-আখড়াই, কবি, পাঁচালি প্রভৃতি গান সঙ্কলিত হয়েছে। ভূমিকায় 'হাফ-আখড়ায়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' রচনাটি মূল্যবান, মনোমোহন বসু লিখিত। ]

## ৯। কাশীপ্রসাদ ঘোষ, 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার' পত্রিকার সম্পাদক। পৃষ্ঠা ৪১৩-১৪

রেভারেণ্ড জেম্‌স লঙ তাঁর *Hand-book of Bengal Missions* গ্রন্থে ( ৫০৬-১০ পৃষ্ঠা ) কাশীপ্রসাদ ঘোষের আত্মজীবনীপ্রধান একখানি পত্র মুদ্রিত করেছেন। পত্রখানি ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৩৪ *Literary Gazette* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই পত্র থেকে তাঁর জীবনকথা যেটুকু জানা যায় তা এই :

২২ শ্রাবণ ১২১৬ বঙ্গাব্দ, ইংরেজি আগস্ট ১৮০৯ কাশীপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কুলীন কায়স্থবংশের সন্তান। চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি বাংলা বা ইংরেজি লিখতে-পড়তে জানতেন না এবং কোন বিদ্যালয়েও পড়েন নি। একদিন পিতার কাছে প্রচণ্ড ধমক খেয়ে তিনি ঠিক করেন যে বাড়িতে লেখাপড়া না করে স্কুলে পড়বেন। এই ইচ্ছার কথা তিনি তাঁর মাতামহকে জানান এবং মাতামহের অনুরোধে তাঁর পিতা রাজী হন তাকে হিন্দুকলেজে ভর্তি করতে। ৮ অক্টোবর ১৮২১ কাশীপ্রসাদ হিন্দুকলেজে সপ্তমশ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৮২৭ সালের শেষে, উইলসন (H. H. Wilson ) যখন হিন্দুকলেজের ভিজিটার, তখন প্রথমশ্রেণীর ছাত্রদের ইংরেজি কবিতা রচনা করতে বলা হয়। ছাত্রদের মধ্যে শুধু কাশীপ্রসাদই কবিতা লিখতে সক্ষম হন। তারপর তিনি ইংরেজি কবিতা রচনায় বেশ সিদ্ধহস্ত হয়ে ওঠেন। ১৮২৯ সালের আগে তিনি ইংরেজি গদ্য বিশেষ লেখেন নি। বাংলাভাষায় তিনি কয়েকটি গান রচনা করেছেন মাত্র।

১৬ নভেম্বর ১৮৪৬ কাশীপ্রসাদ 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার' নামে একখানি ইংরেজি সাপ্তাহিকপত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার জন্য ১৮৪৯ সালে তিনি একটি ছাপাখানাও স্থাপন করেন। ১৮৫৭ সালে মুদ্রণযন্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইন প্রবর্তিত হলে কাশীপ্রসাদ পত্রিকা-প্রচার বন্ধ করে দেন। ১৮৭৩ সালে নভেম্বর মাসে তাঁর মৃত্যু হয়।

হিন্দুকলেজে শিক্ষালাভ করেও এবং ইংরেজি-সাহিত্যের সাধক হয়েও কাশীপ্রসাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি উদার বা প্রগতিশীল ছিল না। তিনি যে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তনেরও বিরোধী ছিলেন, একথা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয় এবং তাঁর শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে এই মনোভাবের কোন সামঞ্জস্য বা সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না। ভাস্কর-সম্পাদক পণ্ডিত

গৌরীশঙ্কর এই কারণে কাশীপ্রসাদের কঠোর সমালোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন: "হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার সম্পাদক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি তিনি ইংরেজি ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়াছেন তবে কি অভিপ্রায়ে হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার বিপক্ষতা করেন, হিন্দু স্ত্রীলোকেরা কি তাঁহাকে কোন বিষয়ে মনঃপীড়া দিয়াছেন…"। আমাদের ধারণা, এই সামাজিক রক্ষণশীলতার জন্য কাশীপ্রসাদের সাহিত্যপ্রতিভারও প্রকৃত বিকাশ সম্ভব হয় নি।

—বিশ্বকোষ: 'কাশীপ্রসাদ ঘোষ'

## ১০। পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ

বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকার সম্পাদক পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য নামটি চিরস্মরণীয়। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে যে কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙালী সাংবাদিকের আবির্ভাব হয়েছিল, গৌরীশঙ্কর তাঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে অন্যতম। দেখতে গৌরীশঙ্কর খর্বাকৃত ছিলেন, তার জন্য লোকে তাঁকে 'গুড়গুড়ে ভট্‌চাজ' বলত। শ্রীহট্ট জেলায় তাঁর পৈতৃক বাস ও জন্ম। পনের বছর বয়সে সুদূর শ্রীহট্ট জেলা থেকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য একরকম নিঃসম্বল অসহায় অবস্থায় তিনি চব্বিশ-পরগণায় নৈহাটিতে এসে উপস্থিত হন, পরে সেখান থেকে কলকাতা শহরে আসেন। 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে অচ্যুতচরণ চৌধুরী গৌরীশঙ্করের বাল্যজীবন সম্বন্ধে লিখেছেন:

"গৌরীশঙ্কর ইটার পঞ্চগ্রামে কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় ব্রাহ্মণকুলে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম-গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম জগন্নাথ ভট্টাচার্য্য। জগন্নাথের দুই পুত্র শ্রীনাথ ও গৌরীশঙ্কর। গৌরীশঙ্কর গৌরবর্ণ ও খর্ব্বাকৃতি পুরুষ ছিলেন।"

"গ্রামের চতুষ্পাঠীতে গৌরীশঙ্করের ব্যাকরণ ও সাহিত্য শিক্ষা সমাপ্ত হয়। তৎপুর্ব্বেই তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল। তিনি যখন কিশোরবয়স্ক, পিতা জগন্নাথ তখন পরলোক গমন করেন। পিতৃবিয়োগে গৌরীশঙ্কর অত্যন্ত বিষাদিত হন এবং একদা রাত্রিযোগে কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাটী পরিত্যাগপুর্ব্বক নবদ্বীপ গমন করেন। তখন গৌরীশঙ্করের বয়স পঞ্চদশ বর্ষ মাত্র, পঞ্চদশবর্ষীয় বালক অপরিচিত নবদ্বীপে জনৈক অধ্যাপকের গৃহে উপস্থিত হইয়া ন্যায়াধ্যয়নের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। তৎকালে দেশে বিদ্যার্থীর অর্থের অভাব ছিল না, অধ্যাপকবর্গ ছাত্রের আহার দিতেন, দেশের জমীদারবর্গ হইতে তাঁহারা সাহায্য পাইতেন।

"গৌরীশঙ্কর নিরুদ্বেগে নবদ্বীপে ন্যায় অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন ও অসাধারণ প্রতিভাবলে অল্পকাল মধ্যেই সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইলেন, তাঁহার যশঃপ্রভা কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলেও বিকীর্ণ হইয়া পড়িল।

"গৌরীশঙ্কর যথাকালে অধ্যাপক হইতে "তর্কবাগীশ" উপাধি লাভ করেন এবং কতিপয় মহানুভব ব্যক্তির পরামর্শে কলিকাতায় আগমন করেন। কলিকাতায় অল্পকাল মাত্র অবস্থিতির পরই শোভাবাজারের রাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর তাঁহাকে সভাপণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া মাসিক ২০৲ টাকা বৃত্তি, ও শোভাবাজারের বালাখানায় বাসের জন্য একটি বাটিকা নির্দ্ধারিত করিয়া দেন।"—৪র্থ ভাগ ( ১৩২৪ ), পৃ ৬৪-৫৬।

গৌরীশঙ্করের নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের কথা কতদূর সত্য বলা যায় না। নৈহাটিতে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের খুল্ল-পিতামহ ( ন-ঠাকুরদা ) নীলমণি ন্যায়-পঞ্চাননের চতুষ্পাঠী ছিল, গৌরীশঙ্কর সেখানে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৭২৫-২৭ সালে গৌরীশঙ্কর এই চতুষ্পাঠীর ছাত্র ছিলেন, তার প্রমাণ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পারিবারিক কাগজপত্রে পাওয়া গিয়াছে। নীলমণি নিঃসন্তান ছিলেন, গৌরীশঙ্করকে তিনি পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। এ সম্বন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন, ১৫ অধিবেশনে বলেন :

"মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহাশয় যখন কলিকাতায় পণ্ডিতমণ্ডলীর অগ্রগণ্য সেই সময় আমার ন-ঠাকুরদাদার এক ছাত্র আসিয়া তাঁহার সহিত জোটেন। ইঁহার নাম গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য বা গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য। ন-ঠাকুরদাদা গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্যকে পালন করেন। কিছুদিন রামমোহন রায়ের সঙ্গে থাকিয়া অনেক বিষয়েই তাঁহাকে সাহায্য করিয়া তিনি উঁহাকে ত্যাগ করেন ও ব্রাহ্মসভার বিরোধী যে ধর্মসভা ছিল,তাহাতেই উপস্থিত হন ও তাহার কর্তা নন্দলাল ঠাকুরের দক্ষিণহস্ত হইয়া উঠেন।...গৌরীশঙ্করের গুরুভক্তির বিশেষ অভাব ছিল না। আমাদের বাড়ির কেহ কখনও কলিকাতায় আসিলে তিনি মহাসমারোহে তাহাকে কলিকাতার বাড়ীতে লইয়া যাইতেন ও বৎসর বৎসর পুজার সময় আমার ন-ঠাকুরমাকে পুজার প্রণামীর টাকা ও কাপড় পাঠাইয়া দিতেন।"

কলকাতায় অবস্থানকালে গৌরীশঙ্করের সঙ্গে ইয়ং বেঙ্গল দলের অন্যতম মুখপাত্র দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বন্ধুত্ব হয়। দক্ষিণারঞ্জনের সুপারিশে তিনি বর্দ্ধমানের মহারাজা তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের কনিষ্ঠা রাণী বসন্তকুমারীর ফৌজদারী মামলার মোক্তার নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় মফস্বলের পুলিশের দুর্নীতি-পরায়ণতা সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন। এই পত্রের ছত্রে ছত্রে তাঁর চরিত্রের তেজস্বিতা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। পত্রখানি এই :

"শ্রীযুত দর্পণ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।—প্রিয় সম্পাদক মফঃসল সম্পর্কীয় পোলিসের কার্য্য শোধনার্থ সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট লোক নিযুক্ত করিয়াছেন আমি এ বিষয় শ্রবণে পরমাহ্লাদিত হইলাম। বহুকালাবধি আমার প্রার্থনা ছিল মফঃসলের পোলীসের প্রতারণা জালে বদ্ধ হইয়া দীনদরিদ্র প্রজারা যে সমূহ কষ্ট পাইতেছেন গবর্ণমেণ্ট কৃপাবলোকনপুর্ব্বক তাহা নিবারণ করেন সেই আশা এখন সফল হইবে। আমি পুর্ব্বে

শুনিয়াছি মফঃসলের পোলীসের লোকেরা অর্থ লোভে না পারে এমত অপকর্ম্মই নাই বিশেষতঃ বর্দ্ধমানে আসিয়া পোলীসের হস্তে স্বয়ং ঠেকিয়া আরো শিক্ষা পাইলাম। সম্পাদক মহাশয় বর্দ্ধমানের স্বর্গীয় মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের কনিষ্ঠা স্ত্রী শ্রীমতী মহারাণী বসন্তকুমারী ফৌজদারী সম্পর্কীয় বিচার প্রাপণার্থ আমাকে মুক্তিয়ার করিয়াছেন। অতএব আমি বর্দ্ধমানে থাকিয়া তাঁহার কর্ম্মনির্ব্বাহ করিতেছি আপনি বুঝিতে পারেন পরাণ বাবু ও তাঁহার পরিবারেরা আমার বিপক্ষ সুতরাং তাঁহারদিগের ক্রোড়ের মধ্যে থাকিতে হইল। একারণ আপন সম্ভ্রম রক্ষার্থ বাসাতে কয়েক জন ব্রজবাসী রাখিয়াছি এবং শ্রীমতী মহারাণীও আমাকে তদুপযুক্ত সম্ভ্রমেতেই রাখিয়াছেন আমাকে এইরূপ দেখিয়া বর্দ্ধমানের পোলীসের কোন আমলা লোভেতে উন্মত্ত হইয়া প্রথমতঃ বরকন্দাজ দিয়া পাঠাইল "আমি এক দিবস বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব" কিন্তু পোলীসের সে আমলার প্রতি আমার চিরকাল ঘৃণা আছে। অতএব আমি তাহাতে সম্মত হইলাম না এইরূপ দুই তিন দিবস বলিয়া শেষে আমার নিকট এক পরবানা পাঠাইল তাহার অভিপ্রায় এই যে আমি ঐ পরবানানুরূপ কার্য্য করিব না তবেই সে মিথ্যা এক মোকদ্দমার ভয় দেখাইয়া আমার স্থানে বিলক্ষণ হাত মারিবে।

"ঐ আমলার পরবানাতে লেখে কলিকাতা হইতে যে ব্যক্তি আসিয়া বাসা করিয়া রহিয়াছে এবং আপনাকে বাবু কহলাইতেছে তাহার নাম সাকিম জিলা এবং বাসাতে কত লোক থাকে আর কখন কোন লোক বাসাতে কি কারণে আইসে এবং ঐ বাবু কহলা-নেওয়ালা কি নিমিত্তে আসিয়াছে এই সকল অবিলম্বে লিখিয়া থানায় পাঠাইতে হইবে যদি না দেয় তবে তাহার কারণ লিখিবে আর বাসায় যখন যে লোক আসিবে তাহার আসিবার কারণ প্রত্যহ লিখিয়া থানায় পাঠাইতে হইবে। আমি তাহার এইরূপ অসম্ভ্রমের লেখা দেখিয়া একেবারে ক্রোধে পরিপূর্ণ হইলাম এবং প্রতিজ্ঞা করিলাম এই মূর্খ আমলাকে প্রতিফল না দিয়া জল গ্রহণ করিব না। কারণ আমি ইঙ্গলণ্ডীয় শ্রীমতী মহারাণী বিকটোরীয়ার প্রজা তাঁহার অধিকারের মধ্যে যথা ইচ্ছা স্বেচ্ছাপুর্ব্বক বাস করিতে পারি তাহাতে পার্লিমেণ্টের অথবা কোম্পানি বাহাদুরের কোন আইনের মধ্যে নিষেধ নাই। তবে ঐ আমলা আমাকে একপ্রকার অসম্ভ্রমের শব্দ কি কারণে লেখে। পরে তৎক্ষণাৎ এই বিষয় মাজিস্ত্রেট সাহেবের নিকট লিখিয়া পাঠাইলাম কিন্তু বিজ্ঞবর মাজিস্ত্রেট সাহেব এবিষয়ে আমার প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। পত্র পাঠমাত্র তিনি কহিলেন বাবুর নিকট আমলার এ প্রকার পত্র পাঠাইবার কোন অধিকার নাই তাহাকে আমি বিলক্ষণ প্রতিফল দিব। তাহাতে ঐ আমলার আশায় ছাই পড়িল এবং ভয়েতে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিল কিন্তু আমি তাহাকে উপরে উঠিতে দেই নাই।

"কোন ২ আমলা অত্যন্ত দুরাচার বর্দ্ধমান শহরের মধ্যে চুরী ডাকাইতির গন্ধ পাইলে গরীব প্রজারদের শরীরে রস থাকিতে ছাড়ে না। এখানকার লোকেরা বলে শ্রাবণ

মাসে এক ঘরে তিনটা স্ত্রী হত্যা হইয়াছিল তাহাতে ঐ রাক্ষস দরিদ্র লোকের স্থানে ১৪০০ শত টাকা ঘুস নিয়াছে এবং ঐ সময়ে এক গৃহস্থেরদের চুরী হয় তাহার গন্ধে যাহাকে পায় তাহাকেই চোর বলিয়া কয়েদ রাখিয়া টাকা নিয়া ছাড়িয়াছে। যাহা হউক আমি তাহার দুষ্কর্ম্মের অনুসন্ধানে রহিলাম বিশেষ জানিয়া মাজিস্ট্রেট সাহেবকে এবং মহাশয়কে অবশ্য জ্ঞাত করিব।" শ্রীগৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ

সংবাদপত্রে সেকালের কথা : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩৬৪-৫

গৌরীশঙ্করের চারিত্রিক তেজস্বিতাগুণ এই পত্রের মধ্যে সুপরিস্ফুট। এই তেজস্বিতার সঙ্গে মানসিক উদারতার অপূর্ব মিশ্রণ হয়েছিল সামাজিক রণাঙ্গনে। সমাজের যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, প্রগতিশীল সংস্কার-আন্দোলনের সপক্ষে, তাঁর মতো নির্ভীক সৈনিক একান্ত বিরল ছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। মধ্যে মধ্যে মনে হয়, বিধবাবিবাহ স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতির সপক্ষে তিনি যে তীক্ষ্ণ বলিষ্ঠ যুক্তির অবতারণা করেছিলেন তা অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের যুক্তিকেও হার মানিয়েছে। সামাজিক ইতিহাসের দিক থেকে লক্ষণীয় বিষয় হল, বিধবাবিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে আন্দোলনের নেতৃত্ব হিন্দু কলেজের ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিরা কেউ গ্রহণ করতে পারেন নি, এদেশের উদারতাবলম্বী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরাই নির্ভীক পদক্ষেপে সেই পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ প্রধান। বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন এক বৃন্তের দুই ফুলের মতো ছিলেন। উদার সামাজিক দৃষ্টি ও সৎসাহসের দিক থেকে কেউ কারও চেয়ে কম ছিলেন না। পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর এই সময় বিধবাবিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে তাঁর কলমটিকে শাণিত তরবারিতে পরিণত করেছিলেন। বিরুদ্ধবাদী রক্ষণশীলদের তাঁর মতো তীব্র কশাঘাত সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় সেকালে আর কেউ করতে সাহস করেছিলেন বলে মনে হয় না। সেদিনের সামাজিক রণাঙ্গণে নাতি-দীর্ঘ বিদ্যাসাগরের পাশে খর্বাকৃতি পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তেজস্বিতায় প্রায় সমকক্ষরূপে দাঁড়িয়েছিলেন। এই সময়কার ইংরেজি 'ক্যালকাটা কুরিয়ের' পত্রিকা গৌরীশঙ্করের রচনাবলী সম্পর্কে লিখেছিলেন: "His writings, as far as we have been able to judge, are always characterized by good sense and a vigorous style. Being forced from his trammels of Hindoo superstition, he gladly embraces every opportunity of exposing the folly of the bigotted country-men, and showing the great utility of cultivating European knowledge."

প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যুকালে গৌরীশঙ্কর মৃত্যুশয্যাশায়ী ছিলেন। সহযোগী গুপ্ত-কবির প্রয়াণে রোগশয্যা থেকে তিনি যে শেষ·সম্পাদকীয় লেখেন, তা বড় মর্মান্তিক :

"প্র। তাঁহার [ গুপ্ত কবির ] গঙ্গাযাত্রা ও মৃত্যুশোকের বিষয় শনিবাসরীয় ভাস্করে প্রকাশ হয় নাই কেন ?

উ। কে লিখিবে ? গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য শয্যাগত।

প্র। কত দিন ?

উ। এক মাস কুড়ি দিন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এই দুইটি নাম দক্ষিণ হস্তে লইয়া বক্ষস্থলে রাখিয়া দিয়াছেন। যদি মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পান, তবে আপনার পীড়ার বিষয় ও প্রভাকর-সম্পাদকের মৃত্যুশোক স্বহস্তে লিখিবেন, আর যদি প্রভাকর-সম্পাদকের অনুগমন করিতে হয়, তবে উভয় সম্পাদকের জীবন বিবরণ ও মৃত্যুশোক প্রকাশ জগতে অপ্রকাশ রহিল।"

সাংবাদিকতাক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও গৌরীশঙ্করের মধ্যে কিছুদিন অশোভন ও অপ্রীতিকর বাদানুবাদ হয়েছিল। কিন্তু তার প্রভাব তাঁদের বন্ধুপ্রীতিকে যে কলুষিত করেনি, এই আক্ষেপোক্তি তার প্রমাণ।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (সাহিত্য সাধক-চরিতমালা—৮)

অচ্যুৎচরণ চৌধুরী : শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, চতুর্থ ভাগ— ১৩২৪

# নির্ঘণ্ট